

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation:
microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/	167	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): Rāmānanda Cattopādhyāy (1901 - 1943); Kedārnāth Cattopādhyāy (1944 - 1965)		
Title: প্রবাসী Prabāśī		
Volume(s): Vol 1 no 1 (Baishakh 1308 [April 1901]) Vol 6 no XII (Caitra 1313 [March 1906]) Vol 8 no 1 (Baishakh 1315 [April 1908]) - Vol 64 no XII Caitra 1371 (March 1965)		
Place (s) of Publication: Allahabad (1901-1904) Calcutta (1905-1965)		
Year / edition: Not Applicable (NA)		
Size: 23cm		
Publisher: Vol 1 Allahabad Vol 2-13 (Purna Chandra Das 5 Sibnarayan Das Lane Calcutta) Vol 14-28 (Abinash Chandra Sarkar Brahmo Mission Press 211 Cornwallis STREET Calcutta) Vol 29-31 (Sajani Kanta Das 91 Upper Circular Road Calcutta) Et al.		
Condition of the original: Brittle		
Remarks: Title Page Missing:- Vol 1, 4, 5, 13, 20-24, 27, 29-31, 46, 51, 54, 57 Torn Pages:- 1, 5, 11.		
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta		Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:
--------------------	------------	----------

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'র সম্পাদিত

বাংলা ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশ্বানু—আধিন

১৩১৯



২১০।গু। কণ্ঠয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বারিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

અચાસી

વર્ણસૂક્તિક વિષયસૂચી

(દેશાં — આખિન ૧૦૧૯)

**SAMBHA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY**
REG. NO. J 1601
DATE . 23-4-2001

વિષય	પણી ।	વિષય	પણી ।
અજ (કવિતા) — શ્રીદેવેશ્વરાંગ મહિષા ...	૨૭૯	ચિત્રપરિચય — શ્રીચાકચુર બદોપાદાય ...	૧૨૬,૨૨૮,
અહ પ્રાદેશ અટોટાં — શ્રીલિંગઠુંદાર બદોપાદાય		૩૪૭,૪૫૮,૫૮૬,૬૮૯	
એસ-એ. વિશ્વારક ...	૫૭૧, ૬૧૧	ટીને રાષ્ટ્રપિલિબ (સચિત) — શ્રીરામલાલ સરકાર	૧૫૫૨૮૯,૦૬૮,૮૫૧,૯૯૦
અનુષાન (કવિતા) — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૧૧૧	અગારોડ વઢ વર્ગાં મહિષા ટીડ્ઝ. (સચિત) —	૨૦૬
અસરારો (કવિતા) — શ્રીપદમલખાંગ ખોદ ...	૨૭	શ્રીરામશ્રાનાથ ચોદ્યુદી, એસ-એ ...	૧૫૧
આગે હંમેં પણ તોકણ (સચિત) ...	૧૧૦	અનુષાનારંગાંધી — શ્રીપાલાંક જાણ, કર્મ એં અનચાર — શ્રીવિષણું મધુષાંક, વિ-એલ ...	૭૫૧
આયજ્ઞાન ઓ વિષયજ્ઞાન (અલોચના) — શ્રીમનોરજન ગં ઠાકુર ...		બિ-એલ ...	૭૧૨
અં ઠાકુરતા ...	૧૦૨, ૮૮૦	કષ્ટ (સચિત) — શ્રીકૃષ્ણચુર કુશુ, એસ-એ, વિ-એસ, ...	૫૮૧
અલોચના ...	૮૪૮,૨૧૨,૧૦૨,૫૬૨, ૮૮૭	અનુષ્ટાંગ (કવિતા) — શ્રીસત્યાત્રાનાથ મંત્ર ...	૬૭૬
ઇંગેનો સાંચિતાંગ રાષ્ટ્રપાદાયેન સર્વજ્ઞાં (સચિત) —	૫૬૧	અનુષ્ટાંગ — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૪૦૧
ખળ શોધ (ગીત) — શ્રીરામલાલ ગંગોપાદાય ...	૫૦૮	અનુષ્ટાંગ જ્ઞાન — શ્રીનારાનાથ પદ્મ ...	૧૦૧
એકટ બદેલી કારગના (સચિત) ...	૭૦	અનુષ્ટાંગ જ્ઞાન — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૧૦૧
એતા બા જ્ઞાપાની પારિયા (સચિત) —		અનુષ્ટાંગ જ્ઞાન — શ્રીરામશ્રાનાથ પદ્મ ...	૧૦૧
અનુરોધચુર બદોપાદાય ...	૨૭	અનુષ્ટાંગ — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૧૧૬
કરિબ રૂધ (કવિતા) — શ્રીરામલખાંગ ખોદ ...	૧૮૦	અનુષ્ટાંગ — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૧૨,૧૦૧,૨૦૧, ૦૧
ધર્મ — પ્રોત્ન મંદ- શર્ત — શ્રીવિષણું મંત્ર, એસ-એ ...	૬૫૫	અનુષ્ટાંગ (સચિત) — શ્રીઅવનજી હોય ...	૬૬૧
કશીપાથ — પણિતર ...	૧૧૮, ૨૧૭,૫૮૮,૪૬૫, ૫૨૨,૫૬૨	અનુષ્ટાંગ (કવિતા) — શ્રીતોષનાથ હોય ...	૪૦૧
કલિકાતા ટીનાબાસનેર કારથાન (સચિત) ...	૬૭૬	અનુષ્ટાંગ (કવિતા) — શ્રીસત્યાત્રાનાથ મંત્ર ...	૨૦૯
કાહેસ શાની (કવિતા) — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૫૯૮	અનુષ્ટાંગ (સચિત) —	૧૧૬
કાનિકદેશ શુદ્ધિ (સચિત) — શ્રીવિષણું બદોપાદાય ...		અનુષ્ટાંગ — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૫૮૧
કાનોન	૬૭૨	અનુષ્ટાંગ (સચિત) — શ્રીઅવનજી હોય ...	૬૭૬
કાનાથા- બર્નન — શ્રીમુખાંશ રારચોદ્યુલી, બાય ગાંધાર, એસ-એ-એ-એ ...		અનુષ્ટાંગ (સચિત) — શ્રીઅવનજી હોય ...	૪૦૬
કાશીશી પણત (સચિત) — શ્રીકૃષ્ણચુર કુશુ, એસ-એ ...	૬૨૧	ચાકા જોલા કદેકટિ આટાન હાન (સચિત) —	
કાનુદેશ જ્ઞાન (સચિત) — શ્રીઅવનજી બદોપાદાય ગંધકસ્ત-લિનિ (સચિત) — શ્રીઅનુષ્ટાંગ ખેદેય, વિ-એ ...	૧૮૮	ચાહીદેસ સાહાયો ટા (સચિત) —	૨૭૧
કાનુદેશ ગાન (કવિતા) — શ્રીઅનુષ્ટાંગ ખેદેય, ગંધકસ્ત-લિનિ (સચિત) — શ્રીઅવનજી હોય ...	૬૬૧	તારહીન ટોલેફોન (સચિત) — શ્રીઅવનજી હોય ...	૧૧૭
કાનુદેશ ગાન — શ્રીઅનુષ્ટાંગ ખેદેય ...	૧૧૮	ટોયાયા (કવિતા) — શ્રીરામશ્રાનાથ ઠાકુર ...	૨૨૦
કાનુદેશ ગાન — શ્રીઅવનજી હોય ...	૮૮૦	દસુરાની દેવ ઓ મદ્દેન દેવ (સચિત) — શ્રીસૌશાંક વિદ ...	૩૦૦
કોણ-દેખુલ (ગીત) — શ્રીકૃષ્ણચુર બદોપાદાય ...	૧૮૫	શ્રીઅવનજી દેવ ઓ મદ્દેન દેવ (સચિત) —	૩૦૫
કોડરાજાલા (સમાચોચા) — શ્રીરામાધ્યાદાસ બદોપાદાય, એસ-એ ...	૫૬૧	શ્રીઅવનજી દેવ (સચિત) —	૩૦૬
• એ પણુંદેશ — શ્રીવિષણું દે, વિ-એ ...	૮૫૬	દસુરાની દેવ ઓ મદ્દેન દેવ (સચિત) —	૮૧૬,૧૧૬,૬૦૫
ચડકે બાંધોફાં ઇસ્તિત્ર — શ્રીવિષણું ગાલિં ...	૨૨૧	દસુરાની દેવ (સચિત) — શ્રીઅનુષ્ટાંગ ખેદેય ...	૧૦૭

মুচৌপত্তি

মুচীপত্র

বর্ণান্তরিক্ষমিক চিত্রশুট

অবোকাডো মেলি—গোবী	১৬৮
সবজের প্রাপ্তি জেনাসেন চাই ও টাইচার পুঁজি	২৯০
আবকাশ বস্তু	১২৫
আলগার্ট হল—অ্যাপেল	৬২
আলগার্ট জেল কোমা কেরিম	৪৮০
ডেক্সু কুকু-শাবক	১৭৯
এতা গ্রাম—একটি	২৮
একাশগ চৰ্ম পরিষাক করিতেছে	২৯,৩০
এতা পর্যাপ্ত গুণ ঘোষাঢ়	৭১
কনিকের প্রতিমৃতি	৭৭০
কনিকের প্রতিমৃতি-লিপি	৭৯৮
কলিস মুনি (প্রাচীন প্রতিমৃতির প্রতিলিপ)	২৮
কবি উলিয়ম বাটোলাৰ শৌট	১৬১
কমিনারের এক কেবালী মিঠার টাই-লু-মিন ও তাহার পুরুষকা	২৮
কলিকাতা চীনাবাসনের কারাবাসনৰ দৃশ্য	৬৪৯
কলিকাতা চীনাবাসনের মধ্যে ৬০,৬১,৬২,৬৩,৬৪	৬০,৬১,৬২,৬৩,৬৪
কর্ণেল ছেন-চির-খোয়ে	৭১৮
কাদেন খিল	৪৪০
কার্যুলিওলা—জ্বেনলাল বহু অঙ্গিত	৮৫৯
কালীন মদন (রঙিন) — মোলাম কৃত্তি অঙ্গিত	৮৭৯
কালীপতি মো—শৈক্ষণ্য	৫৯৮
কালীন একটি প্রস্তুত তোরণ	৬৬
কালীনী কেতী	৬০১
কালীনী পাতও—শাধুনিক	৫০০
কালীনী পাতও প্রতি আকাশ	৬২৯
কালীনী মনী (রঙিন) — মোলাম কৃত্তি অঙ্গিত	৮৭৯
কালীপতি মো—শৈক্ষণ্য	৫৯৮
কালীনী একটি প্রস্তুত তোরণ	৬৬
কালীনী পাতও—শাধুনিক	৫০০
কালীনী পাতও প্রতি আকাশ	৬২৯
কালীনী পাতও পুঁজী	৬২৯
কালীনী পাতওতাৰী	৬০১
কালীনী পাতওত বৰ	৬০২
কালীনী পাতও বৰ	৬০০
কালীনীৰ পাতও ও পুঁজী	৬০৪
কালীনীৰ পাতও ও পুঁজী অভাবনা	৬০৪
কালীনীৰ বিবাহকাৰ	৬০৪
কালীনীৰ পাতওত পুঁজী	৬২৮
কালীনীৰ পাতওতাৰী	৬০১
কালীনীৰ পাতওত বৰ	৬০২
কালীনীৰ পাতও বৰ	৬০০
কালীনীৰ পাতও ও পুঁজী	৬০৪
কালীনীৰ পাতও ও পুঁজী অভাবনা	৬০৪
কালীনীৰ বিবাহকাৰ	৬০৪
কালীনীৰ পাতওত পুঁজী	৬২৮
কালীনীৰ পাতওত পুঁজী	৬০১
কালীনীৰ পাতওত বৰ	৬০২
কালীনীৰ একটি পুঁজী	৬২৯
কুকুশাবক পালকপক্ষী ভিম পিঠে তলিয়া বাসা হিক্কে ফেরিয়া সিদ্ধিতে	১৭৭
কুকুশাবক বাসাৰ নিকট কাছাকেও আসিতে দেখিলে সামৰে মতন গাজীন কৰে	১০৭

কমুনগৱেৰ বহিঃতোৱণ	৮৮
কমুন মহাবাজাৰ তত্ত্বাবধী বামনগৱ প্রাপ্তি ও সৱকারী দণ্ডব্যবস্থা	৮৮
কমুন মহাবাজাৰ প্ৰশ্ৰমগৱনা	৮৮
কাপমেন দত্তকুমুৰ সমাবি	৪৮
কাপমেন বৰমন সমাবি ও সমাজী	৪৮
কেৰক তাহাৰ বাঁচাৰ জাল হিঁড়িতেছে	২৮
কেৰকে মুখ	৬০৩,৬৪
কেৰো রক্ষকেৰ পকেটে শান্ত ছকাইয়া আড়ান গুৰিতেছে	২৮
কেৰো ও দেৱো সেলাম কৱিতেছে	২৮
কেৰোৰ নাকেৰ উপৰ আড়ান বৰ্ষা	২৮
টাইটলিবি কাছাজ	২১
টাওটাইয়েৰ পুৰণগুণ ও কৰ্মচাৰিগণ	৬৮
টেক্সিমে প্ৰজাত্বাৰা টাওটাই	৩৬
টেক্সিমে শহৰেৰ কঠিম বা শুক আপিস	১৬
টেক্সিমে শহৰেৰ বালৰ	১৬০
ডাইলিস নাম কটি	১১৫
ডাক্তার আঘানাৰ খে গ্ৰিস্ৰ উত্তিৰ বৃক্ষিৰ অঞ্চ	১১৬
ডাক্তার ও উত্তীনতেছে শ্ৰীকৃষ্ণ সেটি ও তাহার আঘানা	১০১
ডাক্তারী তাৰ সংযোগ কৱিতেছেন	১১১
ডিবিলী পুল	৪৮২
তাজোৰেৰ কালোকটাৰী	৬১
তাৰমানৰ পালিত—শ্ৰীকৃষ্ণ	১
থোৰন বহৱে	৮৭
থৰ্মুন বহৱে	৮৭০
তাৰীহীন টেলিকোমেৰ আবিষ্কৰ্তা মি: কলিঙ	৪২৭
তাৰামত্তেৰ কৰ্তৃত কুল হইতে মুন তাৰামত্তেৰ উত্তৰে কুলৰ কুলৰ কুলৰ	১১৪
তো-ছেনে-হৈ	৩৭২
দ অৰ্মৰ্দি নামৰ কুলৰ মুৰা	৩৬
দমুজৰদৰ্দি মেৰেৰ নামাকৃত মুৰা	৩৬
দশ অৰতাৰেৰ চিত	২৭
দেৰো-যুক্ত	২২২,২২০
ধীৰেৰুৰ সৱকাৰ—শ্ৰীকৃষ্ণ	১৭৮
ধুৰী—শ্ৰীতাৰী মুখলতাৰ বাঁচাৰ কৃত্তি	১৭
নায়িকাৰ ভৱত	২৭
নেপালেৰ অখন মৰী	৩৪০
পাতি শ্ৰীকৃষ্ণ	৪৮৭
পামুন পামুনৰ পুৰুষ তাৰাবী	৪৯৭
পাষ্টিৰ কুলৰ কুলৰ পুৰুষ চৰী কুলৰ পুৰুষ তাৰাবী চৰী চৰী চৰী	০৭২
পাষ্টিৰ কুলৰ কুলৰ পুৰুষ চৰী চৰী চৰী	৪৯৮
পাষ্টিৰ কুলৰ কুলৰ পুৰুষ চৰী চৰী চৰী	৪৯৯
পাষ্টিৰ কুলৰ কুলৰ পুৰুষ চৰী চৰী চৰী	৪৯৯
পাষ্টিৰ কুলৰ কুলৰ পুৰুষ চৰী চৰী চৰী	৪৯৯

মূটীপত্র

লি-ই-পিয়াও	৩৭৬	মেকালের অতিকার জন্য ...	৩৮২, ৩১০, ৩২১, ৩৩১,
জিকেন ইয়ে	৩৬৭		৩৯৩, ৩৯৪
শব্দাখার বহন	৩৮০	মেট্রি, প্রথম ভারতীয় বিমান নামিক—শ্রীগুরু ...	৩০০
আমেরিক সেব নামাচিত স্থান	৩৮১	মেট্রি উদ্বাগ "আলো" বাইপ্লেনে উজ্জ্বলের উপকূল	৩০২
শ্রীশচন্দ্র বস্তু, প্রায়বাহাইত্ব	৮৯	করিতেছেন	...
শ্রীশচন্দ্র সেবাপ্রয়	৩০৩	মেট্রি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া বিমানের পার্শ্বে	৩০২
সত্ত্বস্মৰণ দেখ—শ্রীগুরু	৩৪৮	ক্ষতিগ্রস্তান	...
সমস্ত	২১	চৈত্র—শ্রীগুরুর মহাকাশ ...	২০৬, ৩৪২
সবোবাহীরে ১১ম (চার রঙে ছাপা, উজ্জ্বল বর্ণনাপ্রতি)	১০৭	হাতি আলি, পারত সবোবাহী সম্পাদক	২২৯
শ্রীগুরু বস্তু	১২০	হিউম—আগর্ধির এলেন ...	৬৮৭
মুহেম্মদনাথ বল—শ্রীগুরু	৫৭	হেমেছনাথ দেন—শ্রীগুরু	৬৮৭



পুঁজি।

সমাপ্তস্থানী করেক প্রকাশিত একগানি প্রাচীন চিত্র হইতে।

শ্রী বাজী

“সত্য শিবস্তুস্মরণ।”
“নায়মাছা বলবৈদেন লভ্য।”
ASHOKA BHARATI UNIVERSITY
DIGITAL LIBRARY
J 1607

১২শ অঙ্গ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩১৯

১ম সংখ্যা

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা।

একজন বিদ্যাত চিকিরের মধ্যে শুনিয়াছিলাম, দৃষ্টিশক্তির অত্যন্ত প্রবর্তনা ছবি আঁচার পক্ষে অঙ্গুহ অবস্থা নহে। সমস্ত শুনিয়াছিল যদি বেশি করিয়া ঢাকে পড়ে তবে মোট জিনিয়টাকে মনের মধ্যে এক করিয়া লক্ষ্য দেখা শক্ত হয়—তাম শুনিয়ন্তিঙ্গল সমগ্রে অঙ্গুহ হয় না, সমগ্রটা কেবলমাত্র শুনিয়াও সমষ্টি হয়ে উঠে।

ঐ মোট জিনিয়টাকে মনের মধ্যে দেখার দিকেই ভারতবর্ষের যত কোটি—জ্ঞ ঐ চোখের দেখাটাকে অসামান্যের দেশে যথাসম্ভব খাটো করিয়া পরিয়াছে। তাই ভারতবর্ষ, কি জান কি কর্তৃ সকল দিকেই উপকরণের ভিট্টোকে তেলাইয়া রাখিয়াছে—নহিলে এই সমগ্রের দিকে মনটাকে চাপনা করিবার ঘোলসা জাগিয়া পাওয়া যায় না।

সকল সভা জাতিই আপনার ইতিহাসের ঝোট বড় সমষ্ট উপকরণ অমাটো চলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই উপকরণসমূহ দেখি না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে তারিখ ও নামের পূর্ণাঙ্গত ভালিকা পাওয়া অসম্ভব। ইহার অঙ্গুহি নাই নে তাম নহে—কিন্তু হৃদিগও আছে। বাচলোর ধারা প্রচ্ছন্ন না পাকাতে ইতিহাসের সমগ্রটাকে ভারতবর্ষে মোট দৃষ্টির ধারা দেখিয়া সহ্য সম্ভব।

সমস্ত বিদ্যবাপ্তবের মধ্যেই একটা নিঃস্থান ও প্রাথম,

নিম্নে ও উপরে, নিজা ও জাগরণের পাশ আছে—একবাৰ ভিতৰের বিকে একবাৰ বাহিৰে বিকে নামা উভয়ৰ ছবি নিয়েই চলিয়েছে। ধারা এবং চলাৰ অবিহত যোগেই বিবেৰ গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞ বলে বৰু মাছই সছিত, অৰ্থাৎ “আছে” এবং “নাই” এই ছইবেৰ সময়তেই তাহাৰ অস্তিত্ব। এই আলোক ও অক্ষকৰ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এইনি ছবে ছেলে যতি রাখিবা চলিয়েছে বে আহাতে স্থানে তিনিই কৱিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অসমৰ কৱিতেছে।

কিন্তু ফলকটাৰ উপরে নিম্নের কাটা ও ঘটাৰ কাটাৰ দিকে তাকাইয়ে মন হয় তাম অবস্থা একটো চলিয়াছে কিন্তু চলিয়েছে না। কিন্তু সেকেণ্ডের কাটা লক্ষ কৱিতোৱে দেখা যায় তাম পৃষ্ঠিক করিয়া লক্ষ দিয়া চলিয়েছে। দোলন-পঞ্চা যে একবাৰ বাদে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আৰাৰ ধৰিয়ে থামিয়া বাদে আসে তাম এই সেকেণ্ডের অলৈ অৱৈত্ত ধৰা পড়ে। বিদ্যাপারে অমুর এই নিম্নের কাটা ধৰি কাটাটোকেই দেখি কিন্তু তাহাৰ অঙ্গুলীয়াম-কৰণের সেকেণ্ডের কাটাটোকে দেখিতে পাইত্বা তবে দেখিবাতা বিশ নিয়ে দিয়ে থামিয়ে চলিয়েছে—তাহাৰ একটো তালে মধ্যে পলকে পংকে লং পড়িয়েছে। সুতিৰ দ্বিদোলকটি এক প্ৰথে হৈ কৰা আসে না, একপ্ৰাপ্তে এক অজ প্ৰথে হৈ, দুকোপ্রাপ্তে আকৰ্ষণ অজ প্ৰাপ্তে বিকৰ্ষণ, একপ্ৰাপ্তে কোৰে অকৰ্ষণ।

ও অতি প্রাতে কেন্দ্রে প্রতিশুলি শক্তি। তরঙ্গের
এই বিবোধেক মিলাইবার জন্য আমরা কৃত মতভাবের
আসাধা ব্যাখ্যা প্রয়ুক্তি, কিংবা স্থিতিক্ষণে ইহার সহজেই
কৃত হইবার উপর আশাক অনিবার্যী করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিষটা খালি একজন থাকে তবে সে নিজের
আত্মস্থানের বেশেই শয়ের পুরোটা আছে।
এককোনো ক্ষেত্রে ক্ষেত্র একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভৌগোলিক
ভিত্তেও পূর্বামাত্ত্ব আছিয়া উঠ। এইজপ পুরোটৈ
মাঝে ক্ষক্ষ হচ্ছে মৌলিক বিকাশ লাভ করে এবং
উচ্চতরের গোৱা চলিয়ে থাকে, তাইমে সীমান্ত অঙ্কেগুলো
তাহাকেই বলে সত্য।

କରେ ନା । ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦ୍ରାଙ୍ଗ ଅଗ୍ରତା ଏହିପରିବାହିରେ
ନାହିଁ ସିଲାଇଁ, ସରାରା ତାହାରେ ଛାଉଣ୍ଡିବା ଜୋଡ଼ା ହିଲୁହାରେ
ବିଲାଇଁ ଛାଉଣ୍ଡିବା ଉନ୍ତାଳୀ ଯିବେଳେ ମକଳ ଜିଲ୍ଲାରିଥି ନୟ
ହିଲୁହାରେ ଗୋଲ ହିଲୁହାରେ ଅମ୍ବାର୍ପାଳ ହିଲୁହାରେ ପାରାଇବାରେ । ମୋଜା
ଲାଇନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମିହିନତା, ମୋଜା ଲାଇନ୍ରେ ଅଭି ତୀର ତୀର
ପଦ୍ଧତି ଉଠିବାରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ହାତିଲେଖ ଏବଂ କାହାରେ
ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ପ୍ରତି ଜୀବିତରେ ଅଭି ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ
ଏହି ସଂଘାତରେ ଅଥ୍ୱା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦାନରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ପ୍ରତି ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ
ଯେ ବୈଷ୍ଣଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ନିଜେର
ବୈଷ୍ଣଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଧରାଇବା ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ନିଜେର
ବୈଷ୍ଣଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆମର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ

কৃষ্ণতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের হনুমর পরামুর্খ
পরিসমাপ্তিই বিদ্যুৎ স্বভাবগত। এই এই শক্তির একাধি
সোজা রেখায় স্থি হয় না—তারা কেবল তেমন না, বেছিতে
পারে, বিস্ত কেবলে কিছুক্ষেই পারে না, বেছিতে
পারে না, তারা একেবারে বিক, তারা অপেক্ষার নেবা;
কৃষ্ণের অপ্রাপ্যনিরাকরের হত তাহাতে কেবল একই হয়,
তাহাতে সুরীত নাই; এই অজ শক্তি একক হইয়া উঠিলেই
তাহা কর্ম হইয়া উঠে। হই শক্তির বেগেই
বিবের যত কিছু ছন। আমাদের এই জগত্কাব্য মিত্রাঙ্গের
—পর পথে তাহার কৃতিক্ষেত্র ছিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছলনা বৃত্ত স্পষ্ট এবং বাধাহান, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। স্থানেও এই সংস্কোচন ও প্রসারণের তরাই আছে—কিন্তু তাহার সামগ্রজতিকে আবশ্য সহজে রাখিতে পারি না। বিদেশের গানে তালটি সহজ, ছাইয়ের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সহজে দূরের এক প্রান্তে আসিয়া এখনি ঝুঁকুরী করিয়া পড়ি যে জ্যেষ্ঠ প্রান্তে বিলম্ব হই তখন তাল কাটিয়া গায়, “প্রগল্পে জটি সারিয়া লালিতে গল্পমুক্ত হইয়া উঠিতে পারি—” এবং প্রথমে একেবারে অর্জন,

१८ संख्या]

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

ପେଣେ ଏକଟି ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ-ଇତିହାସ ପ୍ରଚାର ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷେତ୍ରପଥିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିଧିନୀ ସମ୍ବନ୍ଦରେ ଜଳ ନର-
ପ୍ରାଚୀନ ଅନର୍ଥୀ ନାଗାଭାତିକେ ଏକବେଳେ ଦିଲ୍ଲେ କରିବାର
କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିରାକାରୀ-ଡୋମ୍ବାଗ କରିବାଲେମେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ-
ବ୍ୟାଧି ତାହା ବ୍ୟାଧିରେ ବେଟ ତୁ ଏହି ରାଜୀ ଇତିହାସେ
କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ପୋର୍ବନ ଲାଭ କରେନ ନାହିଁ ।

କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଦେର ସହିତ ଆଧୀରେ ମିଳନ ଘଟାଇବାର ପାଇଁ ଯିବି ମୁଖଲଙ୍ଗା ଲାଭ କରିଯାଇଲେ ତିନି ଆଜି ଏଥିରେ ଦେଶେ ଅବତାର ଲମ୍ବା ପୂଜା ପାଇଯାଇଲେ ତେହଣ ଏହି ଦେବନ-ମେଧି, ତେବଣ ଭାରତେ ଏକଦିନ କଷିତ୍ରବଳ ଦ୍ୱର୍ବେଳ ଏବଂ ଆଚାରରେ ପ୍ରକଟ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଉଡ଼ାବିତ କରିଯା ତୁଳିମା ବିବୋଧିତଙ୍କରେ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଦୋଷର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଇହାଛିଲେ ଭାରତୀୟ କଷିତ୍ରବଳର ମଧ୍ୟରେ

আজ্ঞা অন্যান্যের হোগবন্ধন তথনকার কালের যে
ত মহা উদ্যোগের অঙ্গ, বাসাইং-কারিণীতে সেই
গৱের নেতৃত্বে আমরা তিনিদল কুরিরের নাম
তে পাই। অন্য, বিশ্বায়িত ও রামচন্দ্র। এই তিনি
মধ্যে কেবলমাত্র একটা বাসিগত হোগ নহে একটা
তিপ্রায়ের হোগ দেখে যাব। বৃত্তিতে পারি
স্ত্র জীবনের কাজে বিশ্বায়িত দীপ্তি-ভাতা—এবং
অ রামচন্দ্রের সম্মুখে দে লক্ষ্মান বিশ্বায়িনে
তনি জনক রাজাৰ নিকট হইতে লাভ কৰিছিলেন।
ই অন্য, বিশ্বায়িত ও রামচন্দ্র যে পৰপৰে য

ଭାବଗତ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପାଇଲୁଛି ଏହାରେ ଆଶ୍ରତ ଓ ଭାବ ଅନେକ କରିବାର ଭାବ ଉପରଥିଲୁଛି ଏକଟି ବିଶେଷ ପ୍ରେସର ଉପର ଛିଲି । ଆଶ୍ରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓ ଦେଶ-ଅଧିକାରେ ଯୋହାଗିଲିକେ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ନିଯୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ହିଲେ ତୋରା ଏହି କାଜେର ଭାବ ଲାଇଟେ ପାରେନ ନା, କାବ୍ୟ ହିଲି ଦୀର୍ଘକାଳ

ମଧ୍ୟାମନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟକେ । କୋଣୋ ଏକ ତ୍ରୈଣ ଏହି-
ମଧ୍ୟକେ ବସୁଳା କରିବାର ଭାବ ଯିବା ନା କାହାର ତଥେ କୌଣସିକରେ
ଦିଲ୍ଲି ହିଲ୍ଲା ଥାର ଏବଂ ପଞ୍ଚଶିଲମହାଦେଶର ମହିତ ଯୋଗଧାରୀ
ନଷ୍ଟ ହିଲ୍ଲା ମନ୍ଦିର ଶୁଭାଲ୍ପରେ ହିଲ୍ଲା ପଡ଼େ । ଏହି କାରଣେ ସବୁ
ମଧ୍ୟରେ ଏକଶ୍ରେଣୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆଖିତ ଉପଲଙ୍କେ ନର ନର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ନିର୍ମଳ ତଥା ଆର ଏକଶ୍ରେଣୀ ବିଶେଷ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ
ପ୍ରାଚୀନ ବିଶେଷ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମରେ ପରିବାର ପରିବାରର କରିବାରେ ଏହି
ପରିବାରକୁ ମୁହଁ କରିବାର ହେଲା ଯାହା ସଜ୍ଜ ପ୍ରତି
କର୍ମକାଳେ ପରିବାର ବିଶେଷ ପରିବାର କରିବାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ।
ଇହା ହିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚଶିଲ ଦେଖା ଯାଏ ଏକବିନ ପ୍ରାଚୀନମୁଦ୍ରାରେ ମହିତ
ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷ ବାରିଛାଇଲ ।

କିମ୍ବା ସଥିର ବିଶେଷ ଏହିପଣ କାରେଣ ତାର
ପଡ଼େ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରବିକଳେ ମରେ ତାହାର ଧ୍ୟ-
ବିକଳେର ମହାନଭାବ ଏକଟା ସାଧା ପଢ଼ିଥା ସାର । କାରଣ
ମେହି ବିଶେ ତ୍ରୈ ଧ୍ୟବିଧିଗୁଣେ ବୀଦେର ମନ ଏକଜୀବିଗ୍ରହ
ଦୂର କରିଯା ସାଧିଯା ବାବନ ହୁଅରେ ମନ୍ଦ କାରିତି ମନେର
ଅନ୍ତର୍ଗତିର ମେହି ତାହାର ସାମଜିକ ଧାରେ । କ୍ରମେ
ଜୁମେ ଅଳ୍ପାଭାବେ ଏହି ସାମଜିକ ଅତ୍ୱର ପରିମା ନେଇ ହିଲା
ଥାର ମେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶେ ଏକଟା ବିଵାହ ବାତିତ ମନ୍ଦମୁଖମରେ
ଉପର୍ଯ୍ୟା ପାଞ୍ଚାଥ ନା । ଏହିପଣ ଏବନ ଆଜାନେର ମଧ୍ୟ
ଆସିଦେଇ ତିରାଗତ ଅଶ୍ରୁ ଓ ମୁଖମାପି ଆଗମାଇବା
ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବିଭାଗରେ ଏହିପଣ କାରେଣ ତାର
ଦେଇ ତଥା ଏକାନ୍ତରେ ବୋନୋ ପାଞ୍ଚକ ମନେ ନା
ଆସିଗାନ୍ତିର ନିଜଦେଇ ମରେ ଏକଟା କ୍ରାକୋପ ଥିଲା
ପରିବର୍ତ୍ତି ହିଲା ଉଠି ତତ୍ତ୍ଵ ମନ୍ଦରେ ମରିଥିଲା ଏହି ଅନୁଭୂତି
ମନକାରିତ ହିଲେ ଲାଲି ମେ ଦେବତାର ନାମ ନାମ କିନ୍ତୁ
ମନ୍ଦ ଏକ : - ଅନ୍ତର୍ଦେଶେ ବିଶେଷ ତ୍ରୈ ଓ
ଧରମ ବିଧିମୁକ୍ତ ମନ୍ଦରେ କରିବା ବିଶେଷ ତ୍ରୈ ଓ
ଧରମ ମନ୍ଦରେ ମରିଥିଲା ଏହି ଧରମରେ ଫଳ ପାଞ୍ଚାଥ ଥାର ଏହି
ଧରମ ମନ୍ଦରେ ମରିଥିଲା କହ ହିଲା ମନଭେଦେ ଉପାସନାଭେଦେ
ବ୍ୟବହାରି ଧ୍ୟବିଧି ଚଟେ କରିଲା । ତଥାପି ହିଲା ମନ୍ଦ ମେ
ବିଶେଷବେ କରିଯାଇଲା ମନ୍ଦରେ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଆଶ୍ରମ
ଲାଭ କରିଯାଇଲା ଏବଂ ମେହିଜୀବି ତନ୍ମରିତ୍ୟ ବାଜିବିଜା ନାମ
ପାଞ୍ଚ କରିବାଛେ ।

বাসুরাজনী, যখন প্রথমে অসম ও পশ্চিম ভূগূলের ক্ষেত্রে অভিযান করিয়ে দেওয়া হইলে তাহার পরিপূর্ণ প্রকার আক্রমণ এবং বাহুবলী বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়ে বরিতে জয়লাভে অগ্রসর হইয়া চালিতে হোলেন এবং তখন আর্যাদের মধ্যে প্রধান বিলনের প্রেক্ষ ছিল ক্ষতিগ্রসামুজ। শৈরের সহিত ঘৃত বাহার এক হইয়া আপন দের তাহাদের মত এমন বিলন আর কাহাইও হইতে পারে না। মৃত্যুর সন্দৃষ্ট বাহার এতে হয় তাহারা প্রস্তরের অনেকক্ষেত্রে বড় করিয়া পৰিষেচ পারে না। অপর পক্ষে ক্ষতিগ্রসামুজকার্যে যথ দেবতা ও ধর্মকর্মের প্রাত্যাশাঙ্কার বাসনা করিয়ের নচে, তাহারা মানবের বৃক্ষবর্গের জীবনক্ষেত্রে নব না হইতার পদ্ধতির মধ্যে

মাঝে, এই কর্মের অভিযন্ত্রে আবির্ভূত হয়ে উঠে আসে। এই কর্মের মধ্যে দেখা সহজে হইয়া উঠিবে পরে না। অতএব আগ্রহক্ষণ ও উপলব্ধিক্ষণ বিবরণের উপরের সমস্ত আর্থিকের মনোকার এক্ষয়ত্ত্ব ছিল ক্ষেত্রিকের হাতে। এইক্ষণে একদিন ক্ষেত্রিকের সমস্ত অনেকের অভ্যন্তরে একই যে এষ্টকপে সমাজে যে আশন্তির ভেস হইয়া থেকে—সেই

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚେ ୨୦୧୫

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

চিরিসে-তাৰ চিৰকালেৰ মত ধীমৰত হ'ব ;—আৰু
বিশ্ব-টাৰ ক্ৰিয়ালৈ হষ্ট কৰেলি মৰ কৰে মৰলকে
যোগিত কৰিছে, টাইচৰকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে,
শাসনকে প্ৰচাৰিত কৰিছে এবং মৌল্যবাক্য বিকাশিত
কৰিয়া দৃঢ়িছে।

বেষ্টারা বখন বাইচের থাকেন, বখন মাহুরের আমাদা
সঙ্গে তাঁদের আশীর্ণতার সম্পর্ক অস্থৃত না হয় তখন
তাঁদের সঙ্গে আমাদের কেবল কানুনের সম্পর্ক ও উভয়ের
সম্পর্ক। তখন তাঁদিনগকে তবে বশ করিয়া আমাদা
হিসাব চাই, পো চাই, আপু চাই, শ্রী-প্রভুর চাই;
শ্রাপণ-অস্থৃতের জটি ও অসম্পূর্ণতার তাঁদার অপ্রসর
হলৈলে আমাদের অভিন্ন করিবেন এই আশীর্ণ তখন আমা-
দের গকে অভিজ্ঞ করিয়া রাখে। এই কানুন এবং ভৱের
সঙ্গে তাঁদের সাথে পুরুষ পুরুষ। দেবস্তা বখন অভৱের
ন ইয়েক উল্লেখ তথনই অভৱের পুরুষ। আরস্ত হচ—মেই
জাই ভৱিষ্য পুরুষ।

ଭାରତବର୍ଷର ଅଭିଜାଗ ସଥେ ଆମରା ହୁଏଇ ଥାଏ ଦେଖିଲେ
ହେ, ନିଶ୍ଚଳ ଉକ୍ତ ଓ ସମ୍ପଦ ଉକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ଭୋବନ୍ତେ ।
ଏ ଅଭିଜାଗ କଥନେ ଏକେ ନିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝୁକିଯାଇଛେ,
ଏମେ ହେଇକେ ମାନିଶ ମେହି ହେଇଦେଇ ଏକେ ଦେଖିଛି ।
ହେଇକେ ନା ମାନିଲେ ପୂଜା ହେ ନା, ଆମରା ହେଇଦେଇ
ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନା ମାନିଲେ ଭକ୍ତି ହେ ନା । ଦେଖାନ୍ତି ହେଇଦେଇ
ଦୂରବର୍ଷୀ ଦେଖାନ୍ତି ଭାବର ଦେବତା, ଶଶମନର ଦେବତା,

ପଦ୍ଧତି ମେଳେ କାହାର ଦେବତା ନୁହିଲୁ ଟିଟାମେଟେ ସଥିର
ଯଥେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମିଶନ୍‌ରୀ ଆୟୋଜନିତ ଶ୍ଵିକାର କରିଲେଣ
ଯଥେ ତିବି ପ୍ରେମେର ଦେବତା ଡକ୍ଟର ଦେବତା ହିନ୍ଦୀନେ ।
କିମ୍ବା ଦେବତା ସଥିର ମହା ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ତୁମନ୍ ତାହାର
ଚିଲିତେ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରମାର୍ଥ ଓ ଶୈଖିତ୍ୱ ସଥିର
ନମ୍ବର ଅଭିନାଶରଙ୍ଗଜୀଳାଗ୍ରାମ ଏକ ହିନ୍ଦୀର ହାତେ ଦେବତାଙ୍କେ
ତମିନ୍ ମେଳେ ଅଭ୍ୟରତମ ଦେବତାଙ୍କେ ଡକ୍ଟର କରିଲୁ ।

ଏହି ପରମାଣୁ ହାତକାଳେ ତାଙ୍କପକ୍ଷ ବନ୍ଦି ନାମଟିକେ ଓ
ପରିପକ୍ଷ ସିଖାମିତି ନାମଟିକେ ଆଶ୍ରମ କରିଯାଇଛେ । ମୁଣ୍ଡିଇ
ବନ୍ଦିଛାଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କର୍ଜିର ମାତ୍ରାଇ ଯେ ପରମପରେ ବିକଳ ମଲେ
ଯେଥେ ଦିଶାରେ ତାହା ନାହିଁ । ଏଣ ଅନେକ ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେ ଧାରାରୀ
ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯଥକେ ଛିଲେ । କଥିତ ଆହେ ତାଙ୍କରେ ବିଜା
ବିଶାମିତିରେ ଧାରା ପୀତିତ ହିଲା ରୋଧନ କରିବିଲା,

ହରିଚନ୍ଦ୍ର ତାହାରିଗକେ ରଙ୍ଗା କରିଲେ ଉପରୁ ହଇଯାଇଲେ ;
ଅବଶ୍ୟେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମେଣ୍ଡ ହାରାଇଯା ବିଶ୍ୱାସିତେର କାହେ
ଏହାକଥାରେ ସମ୍ପଦ ହାରା ମାନିଲେ ହିଁଯାଛି ।

ଏକମ ଦୂଷଣ୍ଡ ଆରୋ ଆହେ । ଆଟିନିକାଲେ ଏହି ମହାଵିଶ୍ୱରର ଆର ଯେ ଏକଜନ ଅଧିନ ନେତା ଶୈଖୁକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନିର୍ବଳକର୍ତ୍ତା ହିସେ ମେମାକେ ମୁକ୍ତି ଦିଲେ ମହାଇଶ୍ୱର । ଛିଲେ ତିନି ଏକଦିନ ପାଞ୍ଚବର ଶାହୀଯେ ଜରାମଦକେ ବ୍ୟାପି ହେଲାମାତ୍ର ।

କରେନ । ମେହି କାଳାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ ଓ
ପଥ୍ର ଛିଲେ । ତିନି ପିଞ୍ଜର କଣ୍ଠରେ ରାଜକେ ବନ୍ଦୀ ଓ
ନୀତିଭିତ୍ତି କରିଯାଇଛିଲେ । ଡ୍ରାମ୍‌କୁନ୍କ ଲାଇଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଥିନ
ରାଜକେ ପ୍ରସରିତ ପ୍ରେସ୍ କରିଲେ ତଥନ ତାହାରେ ଦିଗିଲେ
ରାଜକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାପ୍‌ରେ ଧରିଲେ ହିସ୍‌ଟାଇଲ । ଏହି ଡ୍ରାମ୍‌କୁନ୍କପାତ୍ରୀ
କରିଯାଇଥିବେହି ରାଜକେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚବେଳରେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ସଥ
କରିଯାଇଛିଲେ ଏହା ଏକଟା ଶାଖାକୁ ଘଟାନାମାର ନହେ ।
ଡ୍ରାମ୍‌କୁନ୍କ ଲାଇଙ୍ଗ ତଥନ ହିସ୍‌ଟାଇଲ । ମେହି ହିସ୍‌ଟାଇଲ
ମନକେ ମୟାଜେର ମରୋ ଏକ କରିବିଗର୍ହ ଚଟେଇ ମୁହିଁରି ସଥିନ
ରାଜକ୍ଷେତ୍ର ସଥ୍ର କରିଯାଇଲେ ତଥନ ଶିଖପାଳ ବିଶ୍ଵାସରେ
ମୁଖରେ ହିସ୍‌ଟାଇଲ କରିଯାଇବା ଅପରାଧ କରନେ । ଏହି ଯାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର
ତାହା
ବିଶ୍ଵାସ
ପରା
ଏହି
ପାଇଁ
ଛି
ଗ୍ରାମ
ବେଳେ
ଦୀ

ଆଜମ ଓ କାହିଁ, ମସତ ଆଚାରୀ ଓ ରାଜୀର ମେଳେ ଏଥିରେ କିମ୍ବା
ମନ୍ଦର୍ମୁଦ୍ରାଧାରିବାରୀ ଅର୍ଥ ଦେଖାଇ ହିଲ୍ଲାଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ତିନି
ବାକୀରେ ପେଶକାଳିନର ଜ୍ଞାନ ନିୟମକୁ ଛିଲେ ପରାମର୍ଶବାକୀଳରେ
ମେହି ଅତୁକ୍ଷର ପ୍ରାଣମେହି ପ୍ରାଣମ କହିବାକାରିରିବାରେରେ
ଇତିହାସ ପାଇଁ ଦେଖି ଯାଏ । ହୁକୁମକୁର୍କୁରର ଗୋଡ଼ରେ ଏହି
ଶାମାଜିକ କାହାର । ତାହାର ଏକ ଦିନିକେ ଶିକ୍ଷକରେ ପରକ,
ଅଭ୍ୟାସକେ ଶିକ୍ଷକରେ ଦିଲିପ । ବିକଳକୁଙ୍କେ ମେନାପିଲିଦେ
ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧ ଛିଲେ ଆଶକ୍ତ - ଦ୍ରୋଣ କୃପ ଓ ଅର୍ଥାତ୍ମାଓ
ଦର୍ଶାମାନ ଛିଲେ ନା ।

অঙ্গের মধ্যে যাইছে, পোড়ার ভাবত্বের হই
মহাক্ষয়েরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব।
অর্থাৎ সমাজের ভিত্তিকার পুরাতন ও নতুনের বিরোধ।
সামাজিকের কালে রামচন্দ্র নতুন দলের পক্ষ লাইছিলেন
তাহা শপথই দেখে যাই। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল
রামের কৃষ্ণপুর্ণ, বশিষ্ঠশপথই ছিল তাঁদের চিত্প্রয়োগতন
পুরোহিত বশ, তথাপি অবসরেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের
বিরুদ্ধক্ষণ বিধায়িতের অসুস্থল করিয়াছিলেন। বৃষত

বাম পর্যায়ে তাহার প্রেক্ষিতে আকর্ষণ করে দেখানো হচ্ছেন। বাম যে পথ লাইসাইজেনেন তাহাতে দুর্ঘটনের ছিল না, কিন্তু বিশ্বনিরের প্রবল প্রভাবের কাছে এই আপত্তি চিরে পারে নাই। প্রবৰ্ধণকালে এই যথন অস্ট্রিয়ামারের বৃহৎ ইতিহাসে স্থিতকৈ না এক জগতের পরিবারিক ঘরের কথা করিয়া আছিল তানের দুর্ভিলতা বৃক্ষ গাছের অস্তুত বৈশিষ্ট্যকাণ্ডেই, এবং বামসের কর্ম বলিয়া ঘটিয়েছে।

বামচতুর্থ যে নবগঞ্জে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসের আবার এক প্রমাণ আছে। একদম যে ত্রিপুরা উভ র বামে প্রায়শাত্মক করিয়াছিলেন তাওয়াক বশেড়ের প্রকামের প্রত ছিল কর্তৃবিনাশ। বামচতুর্থের দুর্ভিল শরক্তে নির্ভয় করিয়াছিলেন। এই নির্ভয় করিয়াবীরের স্বর না করিয়া তিনি তাঁরকে যে ব্যব করিয়ালুন তাহাতে অস্থান করা যায়, এক্ষণসামুদ্রিক করিয়া বামচতুর্থ তাহার প্রমাণ পক্ষেই কতক বীর্য- পক্ষ করত ধৰ্মাণ্যম প্রাদুর্ভাবের বিবেচকভূমি ব্যবহারিলেন। বামের কৌশলের সকল কাণ্ঠেই এই উদ্ধৱ সামান্য সমিধ্যকার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া প্রিয়াছিলেন
এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূক্তমণ্ডাত
স্থাকে ধৰ্মপ্রাণীকরণে প্রগতি করিয়াছিলেন। এইসমস্ত
তত্ত্বাসকে ঘটনামূলক বিষয়া গুণ করিবার কোনো
প্রয়োজন নাই, আমি ইকে ভাস্যমূলক বিষয়া মনে করি।
তাহার মধ্যে বৃত্ত তথ্য পুঁজিলে ঠিকি কিন্ত সত্য পুঁজিলে
প্রণালী যাইবে।

ମୁଣ୍ଡ କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ଵିଳା ଲାଭ କରିଛି।
ଅନ୍ୟବିଳାଙ୍ଗ ତୋହାକେ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବିଶ୍ଵିଳା ଲାଭ କରିଛି।
ଏ ପିଲା ତୋହାକୁ ମାତ୍ର ତୋହାର ଜୀବନେ ବିଷୟ ଛିଲା
ନା; ଏ ପିଲା ତୋହାର ସମ୍ମତ ଜୀବନେ କହ ଏଥି କରିବାଛି;
ତାହାର ଜୀବନମାତ୍ରରେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମେର କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନକେ ଅନୁଭବିତ କରିବା ରକ୍ତା କରିଛିଲେନେ
ଇତିହାସ ତାହା କୌଣସି ହିଲୁଛା। ଚରମତମ ଜୀବନେ ସମେ
ଭିତରେ ମେଳେ ପ୍ରାତିହିକ ଜୀବନେର ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମେତ କର୍ମେର
ଆଶ୍ରମୀ ଯୋଗସାଧନ ହିଲୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କରିଯାଇଦେଇ ସର୍ବେଶ୍ଵର

१८ संख्या]

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

। আমাদের দেশে হাতোরা পরিসরের অধীন ছিলেন বৈবিধ্য বেতার উপস্থিতিকে বাস্তুর প্রাচৃতি আকাশে ভোগের পরিষ্পৰা করিয়া কর্মসূচী মুক্তি করিয়াছিলেন।

এই জৰুক একদিনকে অঞ্জলামের অভ্যন্তরে, আর এক ক ঘণ্টাতে হাতালন করিবাছিলেন। হাতা হটতে জানিতে প্ৰক্ৰিয়াতের ধাৰা আৰ্দ্ধস্তৰ্যা বিস্তৰ কৰা পছন্দে একটি প্ৰেতৰ মধ্যে ছিল। একদিন গুণগান পোৱার পথে উজ্জীৱিকা ছিল। এই দেৱুজি অৱগণা-ৰাজাঙ্গদের অধৰন সম্পদ বজিৱা গুণ হটত। বন্ধনত পোচাৰ শহুৰ; তপোবনে যাহোৱা শিয়াকপে হটত হটত ওকৰ গোপনীয়ে নিয়ন্ত্ৰ থাকা তাহাদেৰ কাজ ছিল।

ব্যবস্থে একদিন বাণজী করিয়ে আগোবার্ত্ত হইতে
বাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের ললে কৃষি-
ক প্রবল করিয়া ভূলিলেন। আমেরিকায় গুরোপীয়
বিশিষ্ট যথন অরণ্যের উজ্জ্বল করিয়া কুরিস্তানের
প্রশংস্ক করিত্বাছিলেন তখন দেখেন মৃগাবাকী আবর্যাক-
গদে তাঁরাঙিকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও
আবর্যাকদের সহিত কুকুরদের বিবাহে কৃতি-
কেবল বিশেষসম্ম হইয়ে উঠিয়াছিল। শাহারা
মধ্যে কৃতিক্ষেত্র উৎকৃ করিত বাইবেন তাঁহা-
র সহজ ছিল না। জনক মিথিলা রাজা ছিলেন
করিলেন তথনি তিনি হরদুর ভূমের পরীক্ষা উচ্চীর
হটেলেন এবং তথনি তিনি সৌতাকে অর্থং হাতাশন-রেখাকে
বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।
কুকুর অবেক থেকে রাজাই এই সৌতাকে এগ করিবার
জন্য উচ্চত হইত্বাছিলেন কিং তাঁহারা হরদুর ভাস্তিতে পারেন
নাই, এইজন্তই রাজৰি অবেকের কজ্ঞাকে সাত করিবার
গোরে হইতে তাঁহারা বকিত হইয়া করিয়া পিয়াছেন।
কিং এই দংশ্যা অতুর অধিকারী কে হইবেন, করিয়া
তপস্তিগ সেই সম্ভাবন হইতে বিবর হন নাই। একজা
বিশ্বাসিতের সেই সম্ভাবন রামচন্দ্রের মধ্যে আপিয়া সাধক
হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন
তত্ত্ব ঘৰেছেই তিনি তাহার জীবনের ডিনম বড় বড়
পরীক্ষার উভয়ে ইইয়াছিলেন। অথবা, তিনি শৈব বাক্য-
বিদ্যুতাত্ত্ব সেই বিদ্যে এবলম্বনে অবগত আৰ্যদেৱ ছিল
হইয়া উঠিয়াছিল। বাবু বীৰপ্রকাশন্তে ইচ্ছ
দেৱ দেবতাকে পূৰ্ণস্ত কৰিয়া আৰ্যদেৱ যজ্ঞেৰ
য়া নিৰেৰ দেবতা শিবেৰে জীৱী কৰিয়াছিলেন।
কাহো দলেৱ দেবতাৰ ভৱাব অক্ষয় পূৰ্ণ
কল সমাচৰেই বিশ্বেৰ অবস্থাৰ এই বিশ্বাস হঠা
নৰি পক্ষেৰ পৰাভৱে সে পক্ষেৰ দেবতাৰট
হয়। বাবু আৰ্যদেৱাত্মকিঙেক পূৰ্ণস্ত কৰিয়া
যে লোকশৰ্ম্ম আৰ্যদেৱ দেশে গৃহচিন্ত
অৰ্থই এই যে, তাহার বাজ্জুকলে তিনি

* অবধিমন হইল “রাষ্ট্র-ভৱন” নামক একটি ধারণী ত্বিস্তাপূর্ণ প্রক্ষেপণ পায়ুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই “অহল্যা” শব্দটির

বে বিষয়ে প্রবল হইয়া উটিতেছিল তাহাকেও এই
কল্পনার বিশ্বাসিত্বের পিছ আগন জুড়বলে পরাম
করিয়াছিলেন।

অক্ষয় মোহনোচ্চা-অভিযানে বাধা পড়িয়া রাজনৈতিক
বে নির্বাচন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তথনকার ছই
প্রবল পক্ষের বিবোধ ঘটিত হইয়েছিল। রামের বিবরণ
যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অভ্যন্তর প্রবল—এবং
ব্যাপকভাবে অঙ্গসংগ্রহে মহিমায়ের একটি তাহার বিশেষ
প্রতিবেদন। বৃক্ষ পদ্মথ ইচ্ছাক উল্লেখ করিতে
প্রতিবেদন করিতে পারিলেন না।

ପାଇଁନ ନାହିଁ ଏହିଜ୍ଞା ଏକାକି ଅନିର୍ଜନମୁଦ୍ରାରେ ତାହାରେ
ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ନିର୍ବାସନ ପାଠିଷ୍ଠିତ
ବାଧା ହିସାଇଲେନ । ଶେଷ ନିର୍ବାସନ ରାମେର ଶୀରସରେ
ମହା ହିସାଇଲେନ ଶ୍ରୀ ଓ ତାହାର କୀଟନର ଶତିନ ହିସାଇଲେନ
ଶୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଶେଷ ବର । ଏହି ଶୋଭାକେହି
ତିନି ନାନା ବାଧା ଓ ନାନା ଶତର ଆଜମ ହିସାଇଲେନ
ଥାଇସି ରାମ ହିସାଇଲେନ ବନାନ୍ତରେ ରଖିଲେନ ଆଶ୍ରମ ଓ ରାଜମନ୍ଦିର
ଆବାଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟା ଅଶ୍ୱର କରିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାଇତେ
ଲାଗିଲେନ ।

ଆମୀ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷାଙ୍କ ବିଶେଷାଙ୍କ ସାରା ଜୀବାଳ
ବାରିଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଦୀର୍ଘ ବିନିମୟ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶର
ଅସ୍ତରିଣ ହୁଏଛି । ପ୍ରେସର ଦୀର୍ଘ ବିଲନେର ଦୀର୍ଘ ଭିତରର
ଦିକ ହିତେ ଇହାର ମୋରାଙ୍ଗ ହିଲେନେ ଏବଂ ବୁଝି ବୁଝାଗାରେ
ମହା ହିଲେ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଡିଜରେ ଯିନିମିଶ୍ରତ ଏହି
କରିବାକୁ ହେବାନ । ମର୍ମ ସଥନ ବାହିରେ ବିନିମୟ ହେ,
ନିଜରେ
ମେତା ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଶେଷାଙ୍କର ମର୍ମ ଅଭିଭାବ କରିବା
ହେବା ଥାଏ କଥନ ମାହୁରର ମନେର ମୟାକାର ତେବେ କିମ୍ବାତେ
ପ୍ରମାଣ ତାପ ନା । କୁ-ଦେବ ମନେ ରେଟୋଫିଲଦେର ବିନିମୟରେ
କୋମୋ ଦେଇ ଛିଲ ନା । କେନା-କୁ-ର ଜିହେତାକୁ
ବିଶେଷକାବେ ଆଗମନରେ ଜୀତର ମୟାନ୍ତି ବିଲନେଇ ଆଭିଭାବ
ଏବଂ ଏହି ଜୀବାଳର ମୟାନ୍ତି ଅଶ୍ଵଶନ, ତୀରର ଆମିଷ ମୟାନ୍ତି
ବିଶେଷାଙ୍କ ବିଶେଷତାବେ କୁ-ଅଭିଭାବ ପାଳନୀର ଏହିକମ
ତାହାରେ ଥରଣ ଛିଲ । ତେବେନ ଆର୍ଥିକତା ଓ ଆର୍ଥି
ବିଶେଷାଙ୍କ ସଥନ ବିଶେଷ ଆଭିଭାବକାବେ ମହିର ଛିଲ ତଥନ
ଏହି ତାଙ୍ଗଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ ଆମି ପେରିଲା । ଲେଖକ ଆପନର ମନ ଏକାଶ
କରିବନ ମାତ୍ର—ତୀରକ ନିକଟ ଆମି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ କରିବାକି ।

୧୯ ମାତ୍ରା }

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

ক্ষম হইতে। পীড়াভাইরাসে যে তিনি শশাগ্রহোমিড গার্ফিল্ডের মৃত্যু ও লোকহোমোর্পিত আচারের ব্যক্ত। 'হাতার ধোন্দে' কৃত বাপগুরা এই, এককলে যে-বায়ুমণ ধূমীনির্মিত ও ক্রিয়ার্থিকাকে নৃত্ব পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাহারই চিরভিত্তে স্থায় পুরাতন বিদিষকদের অস্ত্রহস্ত করিয়া বাধার করিয়াছে। একদিন স্থায়ের নিজ গতির পক্ষে বীরী-প্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন মাঝে তাহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বিলিয়া প্রাণ করিয়েছে। বর্তমানের জীবনের কার্যে এই গতিশীলতির অঙ্গে ঘটিয়াছিল দলিলাই। এইজন হওয়া সন্দৰ্ভে যাইছে।

তৎসম্মেষ এ কথা ভারতবর্ষ দুলিতে পারে নাই যে
নিশ্চালের মিতি, বানরের দেনতা, বজ্জিতের বছু
লেন। তিনি শতকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ ওহার
বরের নথে তিনি শতকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি
চারের নিবেদকে, সামাজিক বিবেচের ধার্থে অভিন্ন
বিয়াছিলেন; তিনি আর্য অনুরোধ মধ্যে শ্রীতি
বৃক্ষেন করিয়া দিয়াছিলেন।

মুক্ত আলোচনা করিলে দেখা যাব বর্ষৰ আত্মিতি
নকেই হই মধ্যে একটকট বিশেষ জৰু পৰিচয় বলিয়া
হইত হয়। “অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই
ৰ বশবৰ্ষের বলিয়া গণ্য কৰে। সেই জৰু নামাই
গো আব্যাক্ত হইয়া থাকে। ভাৰতবৰ্ষে এইকলে
বৰ্ষের পৰিৱে পাঞ্জাৰ যাব। কিন্তিকাৰী বাস্তুত যে
যৰ্ম্মকে বশ কৰিছিলেন তাহারাও যে এইকলে
গৈতৰ বনাম নহে বৰ্ষেসহৰ মধ্যে কৃষ্ণ ছিল। বনাম
অজ্ঞাতক আধাৰ হাত তৈৰ ভৱকৰে কোৰো অৰ্থ
হাব যাব না।

ଏହି ଏହି ବୀରବିଜନକେ ବୁଲ କରିବାଛିଲେମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରୀ ନଥେ, ଭକ୍ତିଧର୍ମର ଦୂରୀ । ଏହିଅଳ୍ପ ଇହମାନର ଭକ୍ତି ପାଇଁବା ମେଗା ହିତା ହିତା ଉଠିବାଛିଲେମ । ଯାର ସର୍ବତ୍ତି ଦେଖା ସବୁ, ମେକ୍କେମେ ମହାଶ୍ଚାଇ ବାହୁ ହୁଲେ ଭକ୍ତିଧର୍ମକେ ଆଗ୍ରାହିବାଛିଲେ ତିନି ବସନ୍ତ ପୂଜା କରିବାଛିଲେ । କ୍ରିକ୍ଷଣ, ପୃଷ୍ଠ, ମହାଦ୍ଵାରା, ତୈତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମକ ଏକଟି ବିଶେଷ ବୀରବାହୀ ମନେମ୍ "ଚାହୁଁବୀ ।

তাহারা ইহা ভুলিয়া থান যে, আক্ষণ ও ক্ষতিয়ের ঘৰাখে কেননা আপনার পথে অগ্রস হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া ক্ষতিগত সেই নাই, তাহারা একজি জাতির ইহা স্বাভাবিক অঙ্গের পথে নষ্ট হওয়ার আশীর্ণ তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই ক্ষতি ইঙ্গেল সমষ্ট ইংরেজ জাতি লিবারেল ও ক্ষাম্পারভিতে অস্তিত ভাৰতবৰ্ষে প্রতিবেদন নিয়মে আৱাসকলীশৰ্শক্তি মাঝে এই ইহা শাখাৰ বিভক্ত হইয়া রাইনান্টিকে চাগান প্রমাণীশৰ্শক্তিৰ অপেক্ষা বড় ইহৈয়া উত্তোলিত।

বাইচন্দ্ৰের জৈন আলোচনায় আমৰা ইহাই দেৱিলাম যে ক্ষতিয়ের একদিন ধৰ্মক এন্ড একটা গ্রোৰে লিকে পাইছিলেন যাহাতে অনাধীনেৰ সহিত বিৰক্ষতকৈ তাঁহারা বিলম্বনানৈতিৰ দৰাছি সহজে অভিজ্ঞ কৰিতে পাৰিয়াছিলেন। ইহৈয়া পক্ষেৰ তৰঙ্গম পক্ষেৰ মত কৰিয়া যিন্মৰ পক্ষে দৃঢ় দেখা হয়—বৰত তাহারা প্ৰতিৰ আকৰ্ষণ ও বিৰক্ষণ-শক্তিৰ মত বাহিৰে বেৰিখত বিকল কৰিয়ে অহুৰে একই পণ্ডিত, তেমনি ভাৰতবৰ্ষে সমাজেৰ স্বাভাবিক হিতি ও গতি-শক্তি হই শ্ৰেণীকে অবলম্বন কৰিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি কৰিয়াছে—কোনো পক্ষেই তাহাৰ কৰিম নহে।

তৰে দেখা পিছলোৱে বেঁচে ভাৰতবৰ্ষে এই হিতি ও

গতি-শক্তিৰ সম্পূর্ণ সামৰণ্য বৰ্কত হয় নাই—সমষ্ট বিৱেধেৰ পৰ আগশণই এখনিকালোৱে প্ৰাপ্তি লাভ কৰিয়াছে। আৱাগমে বিশেষ চাহুড়াই তাহার কাৰণ এন্ড অকৃত কথা নিয়াজই ইতিহাসবিদক কথ। তাহার প্ৰতি কৰিগ ভাৰতবৰ্ষেৰ বিশেষ অবস্থাৰ মৰণোৱ রহিয়াছে। ভাৰতবৰ্ষে যে জাতি-সংস্থানট বিটোহে তাহা আত্ম বিকল জাতিৰ সংস্থান। তাহাদেৰ ঘৰ্য্যে দৰ্শন ও আৰম্ভেৰ ভেন এই গুৰুত বৰ্তমানে এই প্ৰথম বিকলকৈ আৰম্ভ আৰম্ভেৰ অৰ্থাৎ কৰিয়া ছিলেন—এই গুৰুত বৰ্তমানে প্ৰথম অভিযোগ হৰণ কৰিয়া ছিলেন—এই সংগ্ৰামে কৃষ জয়ী ইহৈয়া উত্তোলিত। বৈধিক ঘৰ্য্যে অনাধীন প্ৰিকে দেৱতা লিয়ান যৌকাৰ কৰা হয় নাই সৈই উপলক্ষে লিয়েৰ অনাধীন অভিযোগ হৰণ নষ্ট কৰিয়া ছিল। অৰ্থমেৰে পিকেট বৈদিক সংস্কৰণ সহিত সিলাইয়া ছিল। একদিন তাহাকে আৰম্ভ কৰিয়া লিয়া আৰ্য্যা অনাধীন এই ধৰ্মবিবৰণ উত্তোলিত হইয়াছিল। তথাপি দেৱতা ঘৰ্য্যে অৰ্থেক হৰণে তাহার পক্ষে তাহার পক্ষে একদিন তাহার পক্ষে আৰম্ভ কৰিয়া লাভ। এইবাবে অতি দীৰ্ঘকাল পৰ্যাপ্ত ভাৰতবৰ্ষে দ্বিতীয়গুৰৰ অভাবে আৱাগমেৰ শক্তিকে একেবাবে অভিতৃত কৰিয়া পাৰিয়াছিল।

ভূখণৰ বৰুত আৰু মিৰিমালাৰ শিশুৰে যে দৃঃসাহসিকেৰ আৱৰণ কৰিব চেষ্টা কৰে, তাহারা আপনাদেৰ মৰ্তি বিয়াৰিয়াৰ বীৰিয়া হইয়া আৰম্ভ হৰণ কৰিব চালিয়ে আপনাদেৰ বীৰিয়া যে বৰন্দে ধৰিয়া রাখে হৰম কোশল মহে। বৰিশালগ্য যে বৰন্দে ধৰিয়া রাখে হৰম পথে সৈই বৰন্দেই গুণিৰ সহায়। ভাৰতবৰ্ষেৰ সমষ্ট বেৰিপ ঘৰ্য্যে আপনাদেৰ মহিত অনাধীনেৰ রক্ষে মিলন ও

মধ্যেৰ মিলন ঘটিতেছিল। এইকপে যতই বৰ্ষসম্বৰ ও ছিল তাহাতে আৰ্য্যা কৰিয়া লইয়া আপন প্ৰকৃতিৰ অনুগত কৰিয়া লাভ হৈতেছিল—এমন কৰিয়া দীৰে দীৰে একটা প্ৰাপনাম কাঁচীৰ কলেৰ পড়িয়া আৰ্য্যা অনাধীন একটি আৰম্ভিৰ সংস্কৰণ বিটোহেৰ সন্ধানৰ হইয়া উত্তোলিত। নিষ্কাশ সৈই তাহাকে গ্ৰহণ কৰিয়া বীৰ বীৰিয়া দিয়াছে। মৰ্ত্যতে বৰ্ষসম্বৰেৰ বিশেষে যে দেৱী আৰে এবং তাহাকে মুক্তি পুঁজী-বাসনায়ৰ দেৱল আৰম্ভসম্বৰেৰ বিশেষে যে দৃঢ় অৰ্কণ্ডিত হইয়েছে তাহা হইতেই বৃক্ষ বৰ্ক ও ধৰ্মে অনাধীনেৰ মিশ্ৰণকে গ্ৰহণ কৰিয়া আৰে তাহাকে বাধা বিবৰণ প্ৰয়াস কোনো দিন নিৰ্বাপ হয় নাই। এইকপে প্ৰাপনামেৰ পৰমুৰুষত সহোচন আপনাদেৰ বাস্থাৰ অতাৰ্পত কৰিন কৰিয়া ডুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰতবৰ্ষেৰ হই দ্বিতীয় বাসন্তসন্মুক্তীকে আশুৰ কৰিয়া ইহৈয়া পাইয়াছে। ধৰ্মনৈতি যে একটা সত্তা পদ্মাবতি, তাহা যে স্বাভাৱিক নিয়ম মাত্ৰ নহে—সৈই ধৰ্মনৈতিকে আৰম্ভ কৰিয়াই যে মাহু মুক্তি পায়, সামাজিক বাহি প্ৰাপণালোনৰ ধাৰা নহে, এই ধৰ্মনৈতি যে মাহুৰেৰ সহিত মাহুৰেৰ কোনো দেৱকে বিভূত সত্তা বৰ্ণনা গৰা কৰিতে পারে না কৰিয়া তাৰপ বৃক্ষ ও মহাৰীৰ সৈই মুক্তিৰ বাহান্তি ভাৰতবৰ্ষে প্ৰচাৰ কৰিয়াছিল। আৰ্য্যা এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে আত্মি কৰিয়া তৰঙ্গম প্ৰয়াস ও বাধা অতি জৰিয়া কৰিয়া সমষ্ট দেশকে অধিকাৰ কৰিয়া লাভ। এইবাবে অতি দীৰ্ঘকাল পৰ্যাপ্ত ভাৰতবৰ্ষে দ্বিতীয়গুৰৰ অভাবে আৱাগমেৰ শক্তিকে একেবাবে অভিতৃত কৰিয়া পাৰিয়াছিল।

সেই সম্পূর্ণ ভাৰত ইহৈয়াছিল এন কথা কোনোমতেই বলিতে পাৰি ন। এইকপ একগুৰে একাকিনিকাতাৰ জাতি প্ৰকৃতিৰ ধৰ্মক পারে না, তাহার বাস্থা নষ্ট হইতে বাধা। এই কাৰণেই বৈৰোধ্য ভাৰতবৰ্ষকে তাহার সমষ্ট সংস্কাৰণ হইতে বৃক্ষ কৰিতে গিয়া দেকল পঞ্চাংগকালৰ বৰ্ক কৰিয়া দিয়াছে এমন আৰ কোনোকালেই কৰে নাই। একদিন ভাৰতবৰ্ষে আৰ্য্যা অনাধীন যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার ঘৰ্য্যে পদে পদে একটা সহম ছিল—মাঝে মাঝে বীৰ বীৰিয়া প্ৰাপন বেৰিকে তেকেইয়াৰ বাধা হইতেছিল। আৰ্য্যাৰ কাঁচীৰ কলেৰ পৰ্যাপ্ত অন্তিম পুঁজী-বৰ্কত বৰ্ক কৰিয়া কৰিন ইহৈয়া উত্তীল। “বৈৰোধ্য ভাৰতবৰ্ষেৰ বৰ্ক ছিল তাতিন এই আৰম্ভসূচক, আৰম্ভাকাৰে, আৰ্য্যাৰ পায় নাই কিম বৈৰোধ্যৰ ঘৰ্য্যে হইয়া উত্তীল

তখন তাহা নামা অঙ্গু অসমতিক্রমে অবাধে সমষ্ট দেশকে
একেবারে ছাইয়া পেলি।

অন্যোরো এখন সমষ্ট বাধা তেমে করিয়া একেবারে
সমাজের শাস্তির আসিয়া পৌছাইয়ে মুভরাং এখন তাহাদের
সহিত তেমে মিলন বাহিরে নহে তাহা একেবারে
সামাজিক ভিত্তিতে কথা হইয়া পড়ি।

এই বৈশাখাবেন আর্যসমাজে কেবলমাত্র আগ্রামসম্পদাদৃ
আপনাকে সজ্ঞ প্রাপ্তি পাইয়াছিল কারণ আর্যাজাতির
স্থান্তা মহার ভার চিরকাল আক্ষণ্যে হচ্ছে ছিল।
যখন তারতর্যে বৈশ্বকূপের মধ্যাক্ষ তখনে মৰ্মসমাজের
আক্ষণ ও শ্রম এ তেমে পুরুষ হয় নাই। কিন্তু তখন
সমাজে আর সমষ্ট দেশই সুস্পষ্টভাৎ হইয়াছিল। তখন
ক্ষমিত্বের জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া
পিলাইল।

অন্যোরো সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষমিত্বের প্রাপ্তি কোনো
বাধা ছিল না তাহা পুরুণে শপ্টই দেখা যাব। এইসময়ে
বেধা যায় বৈশ্বকূপের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষমিত্ব-
বংশ নহে।

এদিকে শৰ হন প্রতি বিদেশীর অন্যান্যগুণ দলে দলে
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে
বিশিষ্যা যাইতে লাগিল—বৈশ্বকূপের কাটা খাল দিয়া এই সমষ্ট
বচ্চার অল নামা শাস্তি একেবারে সমাজের মৰ্মস্থলে প্রবেশ
করিল। কারণ, তখন বাধা দিবার ব্যবহার সম্ভাবনা সম্ভজ-
প্রতিতির মধ্যে হৰ্ষিল। এইকলে ধর্মকৰ্মে আর্যসম্পদাদৃ
অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অঙ্গু উচ্চালতার
মধ্যে যথম কোনো সর্বত্র যুক্ত রহিল ন তখন সমাজের
অঙ্গুরাহত আর্যাপ্রতি অত্যন্ত শীতিত হইয়া আপনাকে
প্রকাংশ করিবার অজ্ঞ নিজের সমষ্ট পক্ষে প্রোগ্রাম করিল।
আর্যাপ্রতি নিজেকে হাস্তান্তির পেলিয়াছিল বলিয়াই
নিজেকে সুস্পষ্টভাৎ আবিষ্যাক করিয়ার অজ্ঞ তাহার একটা
চেষ্টা উত্তৃত হইয়া উঠিল।

আপোকি কিংবৎ কেন্দ্ৰিয়িকাটা আবাদে— চারিদিকের
বিপুল বিস্তৃতার ভিত্তি হইতে এইকলে উক্তাব করিয়ার
একটা মহাশূগ অসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে
ভারতবর্ষ বৈশ্বিক সীমান্তিত করিল। তৎপূর্বে বৈশ-

ধৰাৰাহিক পরিবিহৃত ও চাই সেই পরিব হয়ই
ইতিহাস। তাই বাদের আৰ এক কাহ হইল ইতোকাস
সংগ্ৰহ কৰ। আৰ্যসমাজেৰ বৎ কিছু জনশৰ্তি ছড়াইয়া
পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক কৰিয়ান। তথু
জনশৰ্তি নহে, আসিয়ামেৰে প্রতি সমষ্ট বিশ্বস, ভৱিতিক
ও চারিত্বাত্মিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি
আতিৰ সমগ্রাম এক বিৱাট মুক্তি এক জ্ঞানাগার পাঢ়া
কৰিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভাৰত। এন নামেৰ
মধ্যেই তথমকাৰ আর্যাজাতিৰ একটা ঐক্য উপলক্ষিৰ
চেষ্টা বিশ্বভৰতে প্ৰক পাইতে। আপুনিক পাঞ্চাঙ্গ
সংজ্ঞা আহুমানে মহাভাৰত ইতিহাস না হইতে পাৰে
কিন্তু ইহা ধৰ্মাত্ম আৰ্যাদেৰ ইতিহাস। ইহা কোনো
বাক্যবিশ্বেৰে রচিত ইতিহাস নহে ইহা একটা আতিৰ
স্বৰচিত স্বাভাৰিক ইতিবৃত্তাম। কোনো বৃহিমান বাক্য
বলি এইসমষ্ট জনশৰ্তিকে গলাইয়া পেড়াইয়া বিচৰিত
কৰিয়া ইহা হইতে তথ্যামুক ইতিহাস রচনা কৰিবৰ
চেষ্টা কৰিত তেমে আৰ্যসমাজেৰ ইতিহাসেৰ সতা বৰুপটি
আহুমাৰে দেখিতে পাইতাম ন। মহাভাৰত সংগ্ৰহেৰ দিনে
আৰ্যাজাতিৰ ইতিহাস আৰ্যাজাতিৰ স্থলভূত দেখিতে পৰিবাৰ
অংক ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা শপ্ট কিছু বা সুপ্ৰ,
বিছু বা সুস্মৰত বিছু বা পৰম্পৰবিনিক, মহাভাৰতে সেই
সমষ্টেই প্ৰতিলিপি একটা কৰিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভাৰতে কৰল বে নিৰ্বিচাৰে অনুশৰ্তি
সকলন কৰা হইয়াছে তাহাও নহে। আভস্মাকচেৰ এক-
পঠে দেখন বাধা শ্বাসালক এং আৰ-একপঠে দেখন
তাহারই সহজ দীপ্তিৰশি, মহাভাৰতেৰ তেমনি একবিকে
যাপক জনশৰ্তিপ্ৰিয় আৰ-একদিকে তাহারই সমষ্টিৰ
একটি সংহত জোতি— সেই জোতিটি তগত্বদীৰ্ঘ।
জন কৰ্ম ও ভক্তিৰ বে সমষ্ট যোগ তাহারই সমষ্ট ভাৰত-
ইতিহাসেৰ চৰম্বৰ। নিঃসংযোগ পূৰ্বীয় সকল জাতিই
আপন ইতিহাসেৰ ভিতৰে দিয়া কোনো স্বাক্ষৰ মৌলিক
কোনো তৰিনিৰ্বাপন কৰিব নহে। তাহার পৰে আৰ্যা-
সমাজে অতিনিমোগ বৎ কিছু জনশৰ্তি খণ্ড খণ্ড আকাৰে
চাৰিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে একত
কৰিয়া মহাভাৰত নামে সমৰ্পিত কৰা হইল।

যেমন একটা কেন্দ্ৰে প্ৰযোজন, তেমনি একটা
ভাৰতবৰ্ষ বৈশ্বিক সীমান্তিত কৰিল। তৎপূর্বে
কেনো তৰিনিৰ্বাপন কৰিবলৈ, ইতিহাসেৰ ভিতৰে দিয়া মহাভাৰতেৰ
চিৰ কোনো একটা চৰ স্বাক্ষৰ মৌলিক
—নিজেৰ এই সন্দৰ্ভকে ও স্বাক্ষৰ সকল জাতি পৰ্যট কৰিয়া
জনে না, অবেক মনে কৰে পথখে হৈতিহাসেৰ ইতিহাস,

অতএব এক জাগুগামি মিল আছেই। এমন কি, গীতার
জ্ঞানক ও সাধনাকে হস্ত পিয়াছে। কিংবা গীতার জ্ঞান-
বাপাগুর এমন একটি বড় ভাব পাইছে যাহাতে তাঁর
সঙ্গীর্ণতা উচিতে সে একটি বিশেষ সামগ্ৰী হইয়া
পাইছে। যেসকল ক্ৰিয়াকলাপে মাঝুম আশুক্ষণিৰ দ্বাৰা বিশ্বকূলকে
উৎসুখিত কৰিয়া তোলে তাহাই মাঝেৰ যত্ন। গীতাকাৰ
যদি এখনকালৰ কালোৱে লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক
বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নাদেৱ মধ্যে তিনি মাঝেৰ মেই বৃক্ষকে
দেবীতি পাইছিলেন। যেনন জ্ঞানেৰ দ্বাৰা অনুভূত জ্ঞানেৰ
মধ্যে যোগ, কৰ্তৃৰ দ্বাৰা অনন্ত মহাবেৰ মধ্যে যোগ, কৃতিৰ
দ্বাৰা অনন্ত ইচ্ছাৰ সম্বে যোগ, তেওঁমনি যত্নেৰ দ্বাৰা অনন্ত
মহিলাৰ সম্বে আধাৰেৰ যোগ—এইকলৈ গীতার দুষ্পূৰ
সম্বে মাঝেৰ মূল প্ৰক্ৰিয়ে যোগাবৰ্তী সম্পূৰ্ণ কৰিয়া
দেখিছাইছেন—একধৰ জৰুকতাবেৰ দ্বাৰা মাঝেৰ মে
চেষ্টী বিশ্বকূলিৰ সিংহবলৰে আবাস্ত কৰিতেছিল গীতা
তাহাকেও সত্তা বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইজনে ইতিহাসের নামা বিচিপ্তির মধ্য হইতে
তথমকার কালের প্রতিভা দেখন একটি মূলস্থ গুরুত্ব
বাহির করিয়াছিল তেমনি দেখের মধ্য হইতেও তাহা একটি
স্থু উকার করিয়াছিল তাহাই অক্ষত। তথমকার বাসের
এও একটি কীর্তি। তিনি দেখেন একবিংশে বাটিকে রাখিয়া-
ছেন আরও একবিংশে তেমনি সমষ্টিকে প্রতিশঙ্গের
করিয়াছেন; তাহার সকলের কেবল আয়োজনমত নহে
তাহা সহজেমন, শুধু সকল নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত
দেখের নামা পথের ভিত্তি দিয়া যাহুরের চিঠে এও একটি
সকলেন ও একটি লক্ষ্য দিখিতে পাওয়া যায়—তাহাই
বেদোষ। তাহার মধ্যে একটি বৈচেতন ও ধীক আছে একটি
অব্যেক্তির ও বিক আছে, কারণ এই হইত বিক ব্যাপ্তি
কেবলে একটি দিকে সত্তা হইতে পারে ন। জরিকে ইহার
কোনো সময় পার না, এইজন দেখেনে ইহার সময়
পোনো ইয়াকে অনিচ্ছিয়ি বলা হয়। বাসের অক্ষতে
এই বৈচ অব্যেক্ত ছই বিককষে লক্ষ করা হইয়াছে।
এইজন পরবর্তীকালে এই একটি অক্ষতকে লজিক নামা
বাব বিদ্বেশে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত অক্ষতে
আর্যাদগ্ধের মূলস্থত্ব সমস্ত আর্যাদগ্ধসঞ্চাকে এক আলোকে

ମାକିତ କରିବାର ଚଢ଼ୀ କରିଯାଇଛେ । କେବଳ ଆମର ମାନ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଉଚ୍ଛାଷି ଏକ ଆଲୋକ ।

এইভাবে নামা বিক্রিতার দ্বাৰা পৰিভৰ আৰ্য্যা
হিম আপনার শীমা নিৰ্বৃত কৰিবা আপনার মূল
কৰিবাৰ জ্ঞা একাত্ম মথে প্ৰবৃত্ত হৈয়াছিল ।
স্পষ্টই দেখিতে পাওৰা যাব। তাই, আৰ্য্যা
নিয়েছেন যাহা কেবল কৃতিকে মানাস্থে ছে
এই সময়ে তাহাও সংগ্ৰহীত হৈয়া লিপিবক
লে।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখনে আমাদের ইচ্ছাকে কেবল দেন কালগত শৃঙ্খল না মনে করি।
তাবাগতযুগ—অর্থাৎ আমরা কেনো একটি পরিস্থিতি হিসেবে নির্দিষ্ট করিতে পারি।
ক্ষমতার পদ্ধতি আবশ্য করে তাহা শুল্পক্ষেত্রে
স্বত্ত্ব—শাকাসিংহের বহু পূর্ণেই যে তাহার অভিযোগ হচ্ছে।
তাহার পূর্ণেও যে অস্ত বৃক্ষ

। संख्या १

ରତ୍ନର୍ମେ ଇତିହାସେର ଧାରା

। সম্বেদ ভারতবর্ষের এই ছৃষ্টি বিকল্প শক্তি চিপকালই মাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেস দেশেন অভাস্ত ধর্মশাস্ত্রকলে করিয়া অগ্রিমভাবে ছৃষ্টি আবাদের বকলা।

একথা দেখে হেন মা মদে কৰেন যে আর্যারা আমা-
কে দিবাৰ মত কোন বিনিষ দেব নাই। বস্তু
ত এই স্থানে প্ৰথমে ইতিহাসে কোনো সৰ্বজন ইষ্টি এই চৌ
প্ৰণালী দৃশ্য ধৰা যে তাৰা একটা প্ৰতিভূতিৰ বিকল্প
প্ৰয়াস, তাৰা উজ্জ্বলনোপতে ঘণ্টানা, এইজন্য শৰৎকল
অনেকগুলি এবং কৰিব বিবৰণমাত্ৰ নাই। ব্ৰাহ্ম-
নেৰে এই চৌকে কোনো একটি সম্ভাৱিতিলোৱেৰ
হাৰ্ষসন্ধি ও কৃষ্ণতাত্ত্বেৰ চৌক মদে কৰিবলৈ ইতিহাসকে
সৰীৰ ও বিদ্যাৰ কৰিবা দেখা হৈ। এই চৌক তথনকাৰ
সংস্কৃত আৰ্যাভাসিৰ অস্তৱেৰ চৌক। ইহা আৰুভাৰ
প্ৰাপ্য প্ৰথম প্ৰযোগ। তখন সমস্ত সমাজেৰ লোকৰ মদে
আৰামেৰ প্ৰযোগ গ্ৰহণেৰ চৌক কৰিবলৈ বালিপ।
তথনকাৰ প্ৰথমে ইতিহাসে কোনো সৰ্বজন ইষ্টি এই চৌ
প্ৰণালী দৃশ্য ধৰা যে তাৰা একটা প্ৰতিভূতিৰ বিকল্প
প্ৰয়াস, তাৰা উজ্জ্বলনোপতে ঘণ্টানা, এইজন্য শৰৎকল
অনেকগুলি এবং কৰিব বিবৰণমাত্ৰ নাই। ব্ৰাহ্ম-
নেৰে এই চৌকে কোনো একটি সম্ভাৱিতিলোৱেৰ
হাৰ্ষসন্ধি ও কৃষ্ণতাত্ত্বেৰ চৌক মদে কৰিবলৈ ইতিহাসকে
সৰীৰ ও বিদ্যাৰ কৰিবা দেখা হৈ। এই চৌক তথনকাৰ
সংস্কৃত আৰ্যাভাসিৰ অস্তৱেৰ চৌক। ইহা আৰুভাৰ
প্ৰাপ্য প্ৰথম প্ৰযোগ। তখন সমস্ত সমাজেৰ লোকৰ মদে
আৰামেৰ প্ৰযোগ গ্ৰহণেৰ চৌকিয়া পঢ়িতেছিল তাৰাকে
ডিঙিবা ডিঙিবাৰ কোনো উপায় নিল ন।

ও প্রাতঃক করিয়ার অধিকারী-লাভ করিবাছে। কারণইতে ভারতবর্ষে এই দুই প্রকল্পখনে না মেলে মুচ্চুত ও অক সংস্থারের আর অস্থ থাকে না; মেলে সেখনে অনন্তের অভিজীন রসপল আপনাকে দেখে সর্বজ্ঞ উভারাটি করিয়া দেয়। এই কারণইতে দৰ্শক এমন একটি জিনিশ পাইয়াছে যাহাকে ঠিকক্ত করা করা সকলের সাধ্যাগত নহে, এবং ঠিকক্ত ব্যাহার করে তে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মুচ্চুত ভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। আর্য ও দ্বারিতের এই চিন্তা বিকল্পকারীর সম্মত হইয়াছে, যেখনে হওয়া সম্ভবপ্র হয় নাই। এই অবস্থার জাপনদের ইচ্ছিত কাজ হইল। এক, পূর্বদ্বারকে বক্ষ করা, আর এক, নুনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জৈবোপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অভ্যন্তর দ্বারা প্রত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়ে আজপৰে কথমা ও অধিকারকে এমন অপ্রয়িত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অবাধেবতাকে দেবের প্রাণী একে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈবিক কৃত উপায়ি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য দেবতার মূল হন পাইলেন। এইক্ষণে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন অক্ষা বিক্ষু হয়েছে তপ গ্রহণ করিল। অক্ষাৰ আর্য সমগ্ৰে অৱস্থকল, বিশৃঙ্খল মধ্যাঙ্কলাল, এবং শিবে তাহার শেষ পৰিপুত্ৰ তপ গ্ৰহণ।

এখন বাহিনী নেহে মুক্ত এখন দেহের মধ্যে—কেন
ত এখন শরীরের মধ্যেই প্রেমে করিয়াছে, শক্ত এখন
ভিত্তে। আর্যা সভাতার পক্ষে তাঙ্ক এখন এক-
জাতক গজাইলিনগী, পরিকৃত ও ভার্ত মুক্তির উভয়।
আর্যোর নিকে তিনি সুচেষ্টেই প্রতিষ্ঠণ এবং সেই ক্ষেত্রেই
তিনি সর্বস্ব সহজেই বুদ্ধিমত্বসম্পন্ন অধিকারী করিতেছেন,

অঙ্গদিকে তিনি দ্রুত প্রেত প্রতি শাশ্বতদের সমষ্ট বিজোকা এবং সংস্পর্শ, ধূমগুলি, ঝুঁকড়া, লিঙ্গগুলি আঙ্গতি আহসাস করিয়া সময়ের অস্তর্গত অন্যান্যদের সমষ্ট তাম-সিক উপসনাকে আশ্রম দান করিতেছেন। একদিকে প্রয়ুক্তিকে করিয়া নির্জনে থামে অপে তাহার সদমন; অঙ্গদিকে চৰকৃপুষ্টি প্রচুর শায়ারে নিরেকে প্রমুখ করিয়া তুলিয়া ও শুরীরকে নামা প্রকারে রেখে উভয়কিং করিয়া নির্মাণের পথে তাহার আগ্রাধাম।

এইকলে আর্য অন্যান্যের দারা গোপন্যমূল মত একজন হইল তবু তাহার ছই বৎ পাশাপাশি দেখিয়া গেল। এইকলে বৈষ্ণব ধৰ্মের মধ্যে ও কৃষ্ণের নামকে আশ্রম করিয়া বে-সমষ্ট কাহিনী প্রবেশ করিয়া তাহা পাওয়াসুল আগবংশতর্থে প্রবৰ্ত্ত বৈষ্ণব ধৰ্মের কৃষ্ণপূরীর কৃষ্ণের কথা মাত্র। বৈষ্ণব ধৰ্মের একদিকে ভগবন্তীভূত বিষ্ণু অবিমিশ্র উচ্চ ধৰ্মতর রহিল আর একদিকে অন্যান্য আভীর পোজাপতি লোক-প্রচলিত দেবীবীরা বিচিত্র কথা তাহার সহিত ঘূর্ণ হইল। বৈষ্ণবধৰ্মে আর করিয়া যে জিনিশগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাকৃত এবং নিরাপত্ত; তাহার শাস্তি এবং তাহার মন্ত্রা, তাহার স্বপ্ন এবং অচল হিতি এবং তাহার উদ্বোধ তাঙ্গবন্ধু উভয়েই বিনাশের ভাবহস্তটিকে আশ্রম করিয়া গৌঢ়া পড়িল। বাহিতের দিকে তাহা আসক্তিকর্ম ছেড়ে ও মৃত্যু অস্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্য সভ্যতার অবৈত্তত। ইহাই মেতি দেন্তির শির—ত্যাগই ইহার আভূত, শশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধৰ্মে আশ্রম করিয়া লোকপ্রচলিত যে প্রয়োগকাহিনী আর্যাসমাজের প্রতিক্রিয়া হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রয়োগপাকের স্থলে সেখানে বৈশিষ্ট্যের ধৰনি; স্বৃত প্রতেকের স্থলে সেখানে গোপীনীদের লিঙাস; সেখানে বৃলবনের চিরবস্তু এবং গোলোকাহের চির প্রিয়া; এইখনে আর্য সভ্যতার বৈপ্তিৎ।

একটি কথা মনে রাখ আবশ্যিক। এই যে আভীর-সম্মানে-প্রচলিত কৃষকগুলি বৈষ্ণবধৰ্মের সহিত মিলিত পিছাতে তাহার কারণ এই যে, এখনে প্রেমপাল মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। মাঝে মাঝিকার সমষ্টকে কীর্তি ও শক্তির প্রস্তুত কামে পুরুষের মানবান্নেই পারে না।

এইকলে বৈষ্ণবের প্রিয়াবসনে বিপ্রার্থ সময়ের ন্যূন পুরাতন সহিত বিজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করিয়া আক্ষণ্য করিয়া মেইসময় কাহিনীর সম্বলিত করিয়া সোনাটাকে অন্যান্যের কাহিনীর সম্বলিত করিয়া সোনাটাকে একটি উচ্চতম সতোর মধ্যে উক্তীয় করিয়া লাগল। অন্যান্যের চিত্রে থাহা কেবল রসমানকভাবে করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জীবনের প্রতি পূর্ণ-কথাগুলি রহিল না, তাহা সমষ্ট নামবের একটি চিরস্মৃত আধ্যাত্মিক সতোর কৃপকরণে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং সোনার সম্বলে এইকলে হিন্দুসম্ভাবনা সতোর সম্বিত কলেজে বিশেষ সম্বিত করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জীবনের একটি পূর্ণ-কথাগুলি রহিল না, তাহা সমষ্ট নামবের একটি চিরস্মৃত আধ্যাত্মিক সতোর কৃপকরণে প্রকাশ পাইল। আর্য আছে অন্যান্যের পথের প্রতিক্রিয়া হইল এটো। যাহারা প্রতি উচ্চ পূর্ণতা করিয়া রাখিতে হইল এটো। যাহারা প্রতি উচ্চ পূর্ণতা করিয়া রাখিতে হইল এটো। যাহারা প্রতি উচ্চ পূর্ণতা করিয়া রাখিতে হইল এটো।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আর্যসূলুগ খনে আর্য অন্যান্যে যুক্ত চলিতেছিল তখন ছই। পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিশেষ ছিল। এই প্রকার বিশেষের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মাঝে থাহার সম্বল লাগাই করে তাহাকে তৌরভাবে দেখ করিয়ে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সম্বল অবজা করিয়ে পারে না। এইজন করিয়েরা অন্যান্যের সহিত বেন্দু লাগাই করিয়াছে তখন তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষিতিজের বিদ্যাহরের কৃষ্ণ দ্বিলোকে তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগ খনে আরএকবিন অন্যান্য বিশেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অন্যান্যের তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘৃণ কৃত্যাগ পঢ়িয়াছে। স্বতরাং তখন যুক্ত করিয়া দিন আর নাই। এইজন সেই অবস্থার বিশেষ একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অন্য। ঘৃণার দ্বারা মাঝস্থে কেবল মে মূল ঠেকাইয়া রাখা যাব তাহা নহে, বাহাকে সকল একবারে ঘৃণ করা যাব তাহারে মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেই আপনার হীনতার সক্ষেত্রে সম্বাজের মধ্যে কৃতিত হইয়া থাকে; বেদানে সে ধোকে সেখানে সে কেনোপ অধিকার দাবী করে না। এইকলে যখন সম্বাজের একভাগ আপনাকে নিষ্পত্তি দ্বারা স্থীর করিয়া লাগ এবং আর একভাগ আপনার আভিযোগে কেনো বাধার পার না—তখন নেতৃ যে থাকে সে বত্তি অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও তত্ত্ব নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আশ্রমস্থানের পিছে যে অন্যান্যবিষয় কল এবং আশ্রমস্থানের পিছে যে আশ্রমস্থানের পিছে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে করিয়া রাখপ্ত নামে ভূতবর্ষের

বিশেষের সমতলটানে মহুয়াস্ত ধাঢ়া থাকে হিতীর বিশেষের নীচের তামে মহুয়াস্ত নামিয়া যাব।^১ যাহাকে আরি সে বৈষ্ণব ফিরিয়া মাঝে তখন মাঝস্থের মসল, যাকে আরি সে বৈষ্ণব নীরসে দে মাঝে মাঝে মাঝে পারিয়া লুক তখন বড় শৰ্পতি। বেদে অন্যান্যের প্রতি যে বিশেষ প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ মেলিয়ে পাই, বহুমহিতার শুভের প্রতি যে একান্ত অঙ্গার ও নিষ্ঠা অবজা মধ্যে যাব তাহার মধ্যে কামুকতারই লক্ষ সুষ্টিয়াছে। মাঝস্থে ইতিহাসে মাঝস্থে করিয়ে ইতোক্ষণে যেখানে কেনো একপক সম্পূর্ণ একেবারে হয়, দেখানেই তাহার সম্বক্ষণ ও প্রতিক্রিয় হয়েই থাকে না, দেখানেই কেবল বক্ষের পর বক্ষের দিন আসে, দেখানেই একেবারে প্রভু আবজ নিয়ে প্রতাপকে করিয়ে রাখা নিয়ের প্রতাপক নত করিয়া দেখে। বৰ্তম মাঝু দেখানেই হাস্থকে ঘৃণ করিয়ার অভিত্ত অধিকার পার সেখানে যে মাঝক বিষ তাহার প্রতিক্রিয় মধ্যে একেবারে তেজের নিদানগুলি বিষ মাঝস্থের পক্ষে আর কিউই হইতেই পারে না। আর্য অন্যান্য আক্ষণ ও সূর্য, ধূমগুলি ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিম্নো, বেদানেই এই ছফ্টনা ঘটে দেখানেই ছই পক্ষের কামুকতা প্রজ্ঞাত হইয়া মাঝস্থের পর্যবেক্ষণে ঘৃণার আভাস দেখানে আসে। বৰং শৰ্করা স্তো, কিন্তু ঘৃণা ভয়কর।

তাক্ষণ একদিন সহস্র ভারতবর্ষের সম্বাজের একেবারে হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সম্বলে অভাস করিয়া রাখিল। ইতিহাসে অভ্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অভ্যন্ত সংক্ষেপের যুগ স্বত্বাবত্তি ঘটিল।

বিশেষ হইল এই যে, পূর্বে সম্বাজে আক্ষণ ও কৃত্য এই ছই শক্তি ছিল। এই ছই শক্তির বিক্রিতার মেলে সম্বাজের গতি মধ্যপথে নিষ্পত্তি হইতেছিল; এখন সম্বাজে সেই ক্ষিতিজশক্তি আর কাজ করিল না। সম্বাজের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াকে প্রতিবেদী কেনো বাধার পার না—তখন নেতৃ যে থাকে সে বত্তি অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও তত্ত্ব নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আশ্রমস্থানের পিছে যে অন্যান্যবিষয় কল এবং আশ্রমস্থানের পিছে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে করিয়া রাখপ্ত নামে ভূতবর্ষের

ଏହା ମେତ୍ର ଶିଂହାଶୁନ୍ଦିଲି ଅଧିକାରୀ କରିଯାଇଲୁ ଲଈଯାଇଛେ, କୌଣସିଗମ ଅଭିଭାବର ଆଶା ତାହାରିଗିକେ ଏଥିକାର କରିଯାଇଲୁ ଲଈଯାଇଛେ ଏକଟ କୁଳିମ ଫତିର ଜାତିର ହୃଦୀ କରିଲ । ଏହି କରିଗମ ସୁପ୍ରକାରିତାରେ ତାଙ୍କରେର ମୟକ ନାହେ । ଇହାରା ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥ କରିଗମରେ ଶାର ମୟାରେ ହୃଦିକର୍ତ୍ତ୍ଵୀ ଆପଣ ପଢିବା ପ୍ରେସ୍ କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ, ଇହାରା ଶାହୀ ଓ ବାହୁଦିଲ ଲଈଯା ତାଙ୍କରିଗମ ସାହୀ ଓ ଅଭ୍ୟବ୍ଧୀ ହେଲୁ ସନ୍ଦରକେ ମତ କରିବାର ମିଳେ ମୂର୍ଖ ଘୋଷିଲ ।

একল অবস্থার কথনেই সমাজের ওজন ঠিক ধাকিতে পারে না। আচারপ্রাচীনের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আচারবৈশিষ্ট্য সংকোচের দিকেই খবর পাকের পর পাক জড়াইয়া ঢলে তখন আতির প্রতিক ফুর্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা ক্রিয় পদবৰ্ধ ; একলপ শিকল যিন্মা বাধার দ্বারা কথমে কথমে গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুকরণে আতির মধ্যে করেন ধর্মই জানে ও জীবনের ধর্মই হাস পার ; একল জানি চিন্তার ও কর্মে কর্তৃভূতের অব্যোগ হইয়া পরামীতার জঙ্গই সর্বকোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আচারাতিহাসের প্রথম ঘণ্টে খবর সমাজের আচার-প্রবণতা বিস্তৰ বাহিরের জিনিয় আচারয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া নিতেও তখন সমাজের চিন্তাপুর্ণ তাহার মধ্যে যিন্মা একেবার পথ স্থান করিয়া এই বাধা হইতে আপনামে মুক্ত করিবাইলি। আচারও সমাজে তেমনি আর একবিন আপিয়াছে। আচার বাহিরের জিনিয়ের আরো অনেক দেশ এবং আরো অনেক অসমত। তাহা আমাদের আতির চিন্তকে ভারণশুল্ক করিয়া দিয়েছে। অবশ্য সমাজে স্মৃতিরূপ ধরিয়া মে একবার শুল্ক আপিষ্যতা করিতেছে তাহা বৃক্ষশৈলি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাতেই প্রাণিতেছে, যাহা ভালিয়া পড়িতেছে তাহাকেও অমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। আতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যন্তরের অস্কৃত পথে পথে বাধা না দিয়া ধাকিতে পারে না ; ইহা শাস্ত্রের চিন্তাকে সৰ্বো ও কর্মকে সংকল্প করিবেই ;—সেই হৃষিত হইতে দীচাইবার জন্ত এইকালেই সকলের দ্রেষ্টে সেই চিন্তকরণই অধোজন হইয়াছে যাহা কিংব তবু এই বন্ধনজৰ্জর চিন্ত একেবারে চুকিয়া ধরিবে না। সমাজের একাংশ আচার সংকোচের অচিত্তভূত মধ্যেও তাহার আচারপ্রাচীন উৎোধনেষ্ঠা এবং স্মৃতি পুরোচনে, ভারতবর্ষের মধ্য যুক্ত তাহার মুক্তাপ দেখিবাছি। নানক কবীরের অভৃতি শুরুতে সেই চেষ্টাকৈই আচার পিয়াছেন। কবীরের বন্মা ও জীবনে আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্যে বাধা আচরণনাকে তের করিয়া তাহার অস্তরের প্রেরণ স্থানে কেই ভারতবর্ষের সমস্যাবন্ধী বলিয়া উপনিষদ করিয়াছিলেন এইজন তাহার পরীক্ষে বিশ্বাসপূর্ণ ভারতগণী বা হইয়াছে। পিলু ক্রিয়পুর্ণ ও অসমলভাতার মধ্যে তাহার যেকোন নিতৃত্ব সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বিশ্বাস যোগে দিন স্থুলত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্য যুক্ত পথে বাধার সেইক্ষণ পুরুষেই অস্তুয় হইতেছে তাহারের একমাত্র চেষ্টা এই দিল যাহা সেক্ষে ইহায়া উত্তীর্ণে তাহাকেই সোকা করিয়া দেওয়া। ইহারাই সোকাট শাস্ত্রবিদি, ও সমর চিরাভ্যাসে কৃষ্ণ থারে করাব্যাপ্ত করিয়া সত্য তারতকে তাহার বাধা বেঁচেনের অংশে পুরে আগাইয়ে তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই চুনের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চে এখনো চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ মোখ করিয়ে পারিবে না ; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আসিয়া প্রাচী কা঳ হইতেই দেখিবাছি, অভিতের বিক্ষে তাহার বি বৰাবৰতে মুক্ত করিয়া আপিয়াছে ;—ভারতের সমত মেল্ল সম্পন্ন, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বামোহন বৌদ্ধধর্ম সমস্তু এই মহাকৃত জনক মামুণ্ডী ; তাহি অক্ষয় তাহার প্রাচীমচন্দ্র এই মহাযুক্তের অধিনায়ক

म संख्या]

ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ ଇତିହାସର ଧାରା

তামারের চিরসিলের সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতবর্ষে বহুকালের
জীবনের নানা বোঝাকে মাধ্যম লক্ষ্য একই তামাগার
শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পদ্ধতি ধারিবে ইহা কখনও
তাহার প্রতিগতি নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা
তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দ্বাৰা।
আমৰা পূর্ণৈষ বলিয়াছি, দহৰ মধ্যে আপনাকে বিশ্বিষ্ট
কৰিয়া দেলা ভাৰতবৰ্ষের দ্বাৰা নহে, সে একেৰে পাইতে
চাহ বলিয়া বাছলাকে একেৰে মদো সংযুক্ত কৰাই ভাৰতেৰ
সাধন। ভাৰতেৰ অন্তৰ্ভুক্ত সত্যপ্ৰকৃতিক ভাৰতকে এই
সমষ্ট নিৰবৃক্ষ বাহনোৱ ভৌগল বোৰা হইতে বাঢ়াইবে।
তাহার ইতিহাস তাহার পথকে হইত আনন্দক্ষে বাধাগুলু
কৰিয়া হৃদক না, তাহার প্রতিভা নিজেৰ শক্তিকে এই
পৰ্বত-প্ৰদীপ বিশ্বাস দেৱ কৰিবাই বাহিৰ হইতাৰ যাইবে—
যত বড় সমষ্টি তত বড় তাহার পতন্তা হইবে—যথা
কলে কালে ভৰিয়া উঠিয়াছে তাহাই মধ্যে হাল ছাড়িয়া
কৰিয়া পড়িয়া ভাৰতবৰ্ষেৰ চিৰসিলেৰ সাধনা এমন কৰিয়া
পৰিষ্কৰণে মত হাব মনিয়ে না। এগুল হাৰ আমাৰ যে
যুক্তুৰ পথ। যাহা বথামে আসিয়া পড়িছাই তাঙ হি
কৃত্যাত্ম সেখামে পঞ্চায়ৈ ধারিবে তত বে সে অহৰিদা
কৰামে মত সহ কৰা যাবত—স্থিত তাহাকে যে খোঝা
নৈসূত্র হয়। ১. জাতিমাত্ৰেৰ শক্তি পৰিমিত—সে এমন কথা
যি বল দেয়, যাহা আহে এবং যাহা আমে সহজকৈই আৰি
নিৰ্মিতিচৰে পুৰী তথে এত বকলাবেতে তাহার শক্তি ক্ষয়
ক হইয়া থাকিবে পোৱা। যে সমষ্ট নিষ্কৃতকে বহন ও
পালন কৰিবেক উৎকৃষ্টকে সে উপৰাসী রাখিবেক তাহাতে
নেহে নাই। মুচেৰ জন্য মুচ্ছা, হৃষ্ণলেৰ জন্য হৃষ্ণলতা,
নান্দোৰেৰ জন্য বৌদ্ধসত্তা সমাজেৰ রক্ষা কৰা কৰ্ত্ত্ব এ কথা
নেন তনিতে দম লাগে না। কিন্তু আতিৰ প্ৰাণভোগৰ
হইতে যথন তাহার থাখ লোগাইতে হয় তথন আতিৰ যাহা-
মুচু শৈল প্ৰতাহাই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্ৰতাহাই
তিৰ বৃক্ষ হৃষ্ণল ও বীৰ্য মৃতপ্ৰাপ্ত হইয়া আসে। নীচেৰ
প্ৰতি যাহা প্ৰেৰণ উকেৰ প্ৰতি তাহাই বক্ষনা—; কখনই
হাকে ঘোৱা বলা যাইতে পোৱা না; ইহাই তাৰমিকতা
এবং এই তাৰমিকতা কখনই ভাৰতবৰ্ষেৰ সত্য সামৰণী
হ।

- * চৈতাঙ্গ লাইব্রেরিয় অধিবেশন উপলক্ষে, ওক্টোব্র ম হলে, ৩৩।
চৈতাঙ্গ তারিখে পাঠিচ।

ମଧ୍ୟୟୁଗେର ଭାରତୀୟ ସଂଭିତା

(De La Mazeliere ଫରୀସୀ-ଶ୍ଵର ହିଂତେ)

ପ୍ରତୀୟ ଥଣ୍ଡ ।

ଅବତରଣିକା ।

মধ্য-এশিয়ার শোকসমূহ—সাম্রাজ্য-তত্ত্ব—মুসলিমান-ধর্ম।

ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗେ ଭାରତୀୟ ଅନୁମାଲରେ ଅବନନ୍ତି ଅରାଜକତାର ପର୍ଯ୍ୟାନିତି ହିଲା ; ବାହିର ହିଲେ ଆତମମ ସନ୍ଧାନ ଆରାଜି ହିଲା । ସେଇସବ ମୟୋ, ଏଠାଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପଚିହ୍ନ ହିଲେଇଲା ଯେ, ପ୍ରତି ମାହିତେ କୋଣ ଉତ୍ତରେ-ଦେଖେ ରଖନା ଏକକାଳେ ଅବଦର ମାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ । ଭାରତର ଇତିହାସକାରୀ ପ୍ରାଚୀକ ଦଳିଲଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତରେ ଅଭାବ । ଏକାଥାବ୍ଦ ଶତାବ୍ଦୀ ହିଲେ, ଆବାର ପ୍ରାଚୀ-ଲେଖାମୂଳ ପ୍ରାଣ ହଞ୍ଚାଯା ଯାଏ । ତାହାରେ ମେରିତ ପାଇଁ ଆମେକାଟି ରଙ୍ଗପ୍ରାୟରିତ । ତିନିଟି ଉପରିମାନ, ଏହି କଷାପଶାକର୍ମେ ଯାହାଯା କରିଯାଇଛି ; ଯଥା-ଏଲିମର ଆଦିଵାସୀ ଜୀବନପ୍ରରେ ଭାରତେ ବାସିଥାଏଲା, ମାନ୍ୟତା, ମୁଲ୍ୟମନ୍ୟତା ।

বৰ্ষা-এসিয়া—চূগ্নেল। উজ্জ্বল—আলোটিরিক অনেকের সোক। উহুমের দৈর্ঘ্য পাতল। উজ্জ্বল বৰষণ। উজ্জ্বল আপন। উজ্জ্বল আপন বৰষণ। উজ্জ্বল আপন।—উজ্জ্বল ইতিহাস। উজ্জ্বল বৰষণ।—সামাজিক সংস্কৃতি। উজ্জ্বল-আলোটিরিক অনেকনিবারণিলের বিশেষ কাহাগ।—চূগ্নল-আলোটিরিক লেকেপুরের ডৱা পারত ও ছোরে পারত।—চূগ্নল-আলোটিরিক সামাজিক।—ইউগ্নল-আলোটিরিক সামাজিক।—সামাজিক।—সামাজিক কলামের পাঠ।—সামাজিক।—সামাজিক।—সামাজিক কলামের পাঠ। আজুবয়—সুমনবয়েন পূর্ণ কু—শু— এবং বেত দ্বাৰা ভূক্তকৰণ। পূর্ণপূর্ণ। সুমনবয়েন পূর্ণ কু—শু— এবং বেত দ্বাৰা ভূক্তকৰণ। সামাজিক কলামের পাঠ—সামাজিক। জনসভৰ পৰামৰ্শ। >

সরঞ্জাম

ପାଠାନେ ଚିକ ହିତେ, ଚିତ୍ରେ ସ୍ଵର୍ଗାଧିକାରୀ ଶୈଖୁମ ଯତୋଦ୍ଧରାଣାଥ ବନ୍ଦ ମହାଶୟର ଅମୁମତି ଅଳ୍ପମାରେ ଶୁଭ୍ରିତ ।

ଏ ଶିଖିଗାର ଅଭିନ୍ଦନ ପ୍ରଦେଶେ ପ୍ରାବେଶ କରେ; କବ-ସାହାଜୋର ନିଷ୍ଠତ ଅହର୍ଷର ଭୂମିତ ଓ ମୋହଲିନିର ମହାଭୂମିତ ଏଥିର କରକଣ୍ଠି ପଞ୍ଚବୋପଜୀବୀ ଅଭିଵରଣ ଜାତି ପରିଲଙ୍ଘିତ ହୁଏ। ଯେତେ ଅମ୍ଭାଜାତିନିଶ୍ଚିର ଉପର ପ୍ରାଚୀନ ହସତ-ଜାତିବିବାଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସେ ବିଶ୍ଵିତ ହୁଏ, ଯେଇକୁ ହସତ-ଜାତିନିଶ୍ଚିର ଉପର ଅମ୍ଭାଜାତିନିଶ୍ଚିର ବିଜୟବାଟା ଓ ଅମ୍ଭାଜାତିନିଶ୍ଚିର ମଭାତାର ଉପରିତ କଥା ଆଧୁନିକ ଇତିହାସେ ବିଶ୍ଵିତ ହେବାକୁ ଦାକେ ।

ଭାରତରେ,—ଆଜିକ ମାହାତ୍ମୀୟଙ୍କ ଧ୍ୱନିର ପର ହିତିରେ, ଇଂରାଜ-ନୀଯାଜୋର ପରିନ ପରିଷାଳ, ବୈଦେଶିକ ଆଜନ୍ମ ହିତ ସହି ବସନ୍ତ କାଳ ହୀରୀ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବମନ ଯୁଗର ସମୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରାଧ ହିତିରେ ଆଜନ୍ମକାରୀଙ୍କ କେବଳ ଉତ୍ତର ପରିଚାଳକେ ଆପନାବିଶ୍ଵକେ ପ୍ରତିକିଟି କରିବେ ମରର ହିୟାଇଛି । ଅଟେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦ ମେଶର ବିଜୟାସାଧନ ଓ କୃପାତ୍ମକରିବେର ଆରାଧ ହୁଏ ।

ଐସକଳ ଆଜନ୍ମକାରୀଙ୍କ କୋନ୍‌କୋନ୍ ଜାତି ହିତି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତାଦେର ବୀତିମୀତି କିନ୍ତୁ ହିଲ ତାହା ଆଲୋଚନା କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

୦୦

ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତାଦେର ଉତ୍ତପିତି କଥା । ମଧ୍ୟ-ଏସିରା ଏକାଟ ମାଲାବିଶ୍ଵକେ ପାଇତି; ଉତ୍ତା ହିମାନ ହିତି, ଉତ୍ତରର ନିଷ୍ଠତ ଅହର୍ଷର କେତେ ନାମିଯା ଆମିଯାହେ । ଏହି ଅହର୍ଷର ସମ୍ଭୂତ ନିମିଶ୍ଵର କାନ୍ତିର କୋମରଦ କିନ୍ତୁ କୁରିଦିନାନ; ଉତ୍ତାମୀନ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠିର; ନାହିଁ, ଶମଶିହିର, ଅଭିଚାର-ମହତତେ ଓ ମୁଣ୍ଡପୁରାର ଉତ୍ତାଦେର ବିଶ୍ଵାସ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୱନିଭାବ ଉତ୍ତାଦେର ଆମୋ ନାଟ; ସକଳ ଧ୍ୱନି ପରିତିହିଁ ଅହମରନ କରିବେ ଉତ୍ତାର ପ୍ରାତି । ବିଶେଷତ ଉତ୍ତାର ଯୁଗପ୍ରତି ଓ କର୍ତ୍ତାର ନିୟମଶାସନର ପ୍ରାତି ଶକାବନ । ଉତ୍ତାର ବରତୀର ଅବହା ପ୍ରାୟ ପରିଦେଶରେ ଅବହାର ସମନ କରିଯା ହୁଇଥାଇଛେ । ପରାମରଣ ଦୁଃଖାତା, ଉତ୍ତାବିକାରିହିଁ, ଭୁବନେ ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାର । ମଧ୍ୟ-ଏସିରା କରକଣ୍ଠି ପ୍ରଭାବିତି ରାଜୋବାରୀର ଆବିର୍ତ୍ତା ହିୟାଇଛି । ଭାବେ, ବୈଶିଶ ଦୀର୍ଘ ମାତା ଏକଟି ମୁଣ୍ଡିତ ।

ଏଇମାତ୍ର ଦୋକର ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମାଜେ ଆମିର ରଙ୍ଗ; ପରିବାର କ୍ରମ ପରିବାରିକିତ ହିୟା ଗୋତେ ପରିବନ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ଗୋତେ କରକଣ୍ଠି ପ୍ରାଚୀନ କରକଣ୍ଠି ପ୍ରାଚୀନ କରିବାକାରୀ ଏକଟି ଶାଖା ଜାତି ପାଇତି ହିତ । ବିଶେଷ କାଳଜୀବ ଅଭିଵାଦ ଯୁଦ୍ଧାବିରି କଲେ, ଶାଖା-ଜାତି ଓ ଗୋତ୍ରଙ୍ଗି ଉତ୍ତପିତ ହୁଏ,—ଏମି କି ପାରିବାର ବହନର ଶିଥିଲ ହିୟା ପଢ଼େ । ମେସକଳ ମର୍ଦିନ ପାରିବାରିକେ ଦିନିଶ୍ଚାନ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେହି ଗ୍ରେ ତାହାବିଶ୍ଵକେ ଦିବିଯା ମନ୍ଦବନ୍ଧ ହିତ । ଏଇକୁ ଏକପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵ ସତି ହୁଏ ।

একটি বাধা ও অঙ্গসত ধারিবে বিলিয়া মোড় গৃহ সর্দারের অধীনতা থাকার করিত। কি জরু, কি পরাবর্ত—উভয় নিষ্ঠাট শপথ গ্রহণ করিত। তাহার বিনিময়ে সর্দার হৃদয়ে এক্সেল করিল; —জ্বরের কফি তাঙ দিয়ে পার্শ্ববর্তী দলে ছাইয়া দেলিল। প্রাচীন যুগে মাঝেমুখ, আলেক্সান্দ্রার এবং চীনসাম্রাজ্য শিহচাহান—ইহাদেরই সম্পত্তি—গোমহিন্দি; এবং যাহারা ইহুবাস তাহাদের প্রস্তুতি—ভূমি। কলকাতায় আর্টিফিশিয়াল সংস্থাগত হইল। উরাল-বাসাইদিগের মধ্যে, স্বার্ট বা রাজা হিল, বড় বড় সামুষ হিল, বড় বড় আইগিসামার হিল, মনের সর্দার হিল, অঙ্গসামাইদিগের নারক হিল,—সামুষত্বের প্রেমী-প্রস্তুতি সমষ্টই হিল।

০০

উৎপত্তিহীন এক হইলেও, এইসকল জাতিদিগের মধ্যে প্রতিক্রিয়াই চারিগত লক্ষ্য বিভিন্ন। উহাদের জাতিগত প্রেমে ইতিহাস আরও ফুটাইয়া ফুলিয়াছে। উরালীয়দিগের মধ্যে কোন কোন আতি, সাইবেরিয়ায় ভূবার-সম্বৰ্ত্ত-বিস্তৃত প্রান্তের মধ্যে, কেহ বা দোলেলিয়ার মুকুহুমে কেহ বা মধ্য-মালভূমের শিখবেশে, অথবা ট্যান্তোক্সিমানার উর্বর ফেনে বাস করিত। উহারা সকলেই সভাত্ব রাজ্যের সহিত দৈয়াবুকনে আবস্থ হইত; এবং উভয়ই কৃতকটা পরস্পরের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

মেসকল জাতির ইতিহাসে কিছু ক্রতৃত আছে, তচ্ছয়ে ভূমালিদিগের (ভূমালা) নাম, (২) শুচি বা শকরিদিগের নাম, আল্টুলির হুনবিদিগের নাম, (চীনদিগের কৃষ্ণ অভিহিত—হিং-হু, তুর্কজাতির বিভিন্ন জনসংখ্যের নাম, উইগুর, মোল, মাঝ-তাতার, কারাখিতাই ইতারির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এইসকল জাতি আপানদিগের পরস্পরের মধ্যে মুক্ত করিত, প্রতিবেদিদিগের সহিত যুক্ত করিত। প্রতিবেদী বধ, আলগাম, বেরুচি, তিক্কিত; (৩) উহারা সভাসাম্রাজ্যের আক্রমণ করিত, অথবা এম্বেল সাম্রাজ্যের

(২) শুচিগুরু বেষ হব উরাল-আর্টিফিশিক জাতি হইতে উল্লেখ মহে। কেন কেন আর্টিফিশিক রচে, শুচি শব্দ হইতে পৰি।

(৩) আলগাম ও বেরুচি ইতিবাচক জাতি হইতে উৎপন্ন; তিক্কিতের ব্যবহার জাতি—উভয় দোলেলিয়ার জাতি প্রিন্সিপ অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের ভাষা একাক্ষরিক।

লালিম, এবং চীনদেশ ভারতের পার্শ্বের শান্তাবীতে, খাসগারিয়ার উইগুরের—যাহারা স্থু ধৰণালী ভ্রাজিত পাইতে লাগিল। ভ্রাজিত ও উগ্রভাব সভাত্বের সম্মেলনে শিসামাস্তোও উহারা শান্ত করিতে লাগিল:—
চীন ও জাপান,—প্রারম্ভে দীর্ঘ দূরে ছাইয়া কাঞ্চ, মিনার কাঞ্চ, কুক্কুরের কাঞ্চ—এইসকল কাঞ্চের অভ্যরণ আগত হইল।

তুর্ক ও মেগলিনিগের প্রস্তুত, এসিয়া ও যুরোপের জাতিদিগের মধ্যে, পশ্চিমের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, কবি বলিতেছেন:—“মুচু, সম্মানের মুচু”; বিস্তৃত এদিকে আবার চীনীর ভাব প্রেরণ করার, দেহানন্দ বিভাগের প্রাজ্ঞস্মৰণের পূর্বান্তরের চৌরাজারী বিভাগের রাজ্ঞিদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষবারে, ব্যবসায়ী

তুর্ক ও নেগালের তাহাদের পির, তাহাদের প্রতিচান-সকল গৃহে করিল। স্বকীয় প্রাচীন র্ধমালা পরিভ্রান্ত করিয়া, উহারা হইতে প্রকার পিল প্রণ ও কুক্কুল—একটি সংস্কৃত, আরও একটি সিরিয়াক; আরও বিক্ষিকুল পরে, আরব-পিলিগ ও প্রাচী করিয়া, উহারা বিভিন্ন জাতির প্রাচী সকল অভ্যরণ করিল। উহাদের প্রাচীক শক্তিশূলক পৌরোহিতকরণ সহিত চীনীয়, বৌক, ও শুষ্ঠী মত বিশ্বসন অভিত হইয়া পড়িল। খাসগারিয়ার কতকগুলি উরেবেয়ো বৌক-বংসবাসের পাওয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়াই চীনদেশ,—বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষয়মুখ ও বোরোবুর্যার দৰ্শনের সঙ্গে সঙ্গে অভিযান পূর্বের সহিত পরিচিত হয়। ষষ্ঠ হইতে বাল্প শতাব্দী পর্যাপ্ত নেটেশনস্মানের পৃষ্ঠাদের তুর্কিদিগের অনেককেই পৃষ্ঠানন্দের দীক্ষিত করে। কারাখাতাইদিগের মধ্যেও একজন পুরুষ বাজা হিল—যাহাকে যুরোপীয়দের বোহান পুরোহিত নামে অভিহিত করিত।

বিশ্বেতৎ: হইতে দেশ, উরালীয়দিগের উপর প্রভাব বিস্তৃত করে;—চীন ও পার্শ্বের ক্ষেত্রে রাজাশাসন-প্রাচী, তাহার প্রশংসক নিরোগ-প্রাচী, চীনের অসম কণাহাই দেশ। তাহার মুচুর পণ, মোগোলের একটা চীনীর রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে; সেই রাজবংশ দেশভূত বস্ত্র রাজত্ব করে:—
হিং-হাই বা একটি হৃহ খাল বনন করেন, এবং কাগজ-মুচু বাহির করেন; মোগোলদিগের মধ্যে চীনীর প্রভাব প্রবল হইল।

(৪) “চীনদেশের কলা-কোশেরে” এই অনুস্থিত অংশটি আবি M. Cahun’র এই হইতে এগ করিতে পারে। এই একটা স্বামী—“এবিয়া ইতারের অবকাশের পুরুষ” (পৃ. ১১৫)। “চীনের” নাম এবং একটা পৰিকল্পনা বিবৃত হইতে মুসলিমদেশের ভাতা বৃক্ষ একটা পৰিকল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। এবং এখন কোথায় আসি আর কোথায় রাখি দেশে বাস করে পাক্ষিকুল—কুক্কুল, আরও পারস্পরিয়াদিগের বচাতারে ও বীভূতিতে বীভূত হইয়াছিল। সেগুলিকে অথবা প্রাচী-বীভূত—অথ-পাক্ষিকুল।

উরালীয়গ়ে মুসলমানদের দোক্ষিত হইবার পর, যে
সভ্যতা কচ হইলেও একটু জটিল ধরণে—সেই উগ্রীয়ী
সভ্যতার মধ্যে মুসলমানদর্শ, একটু নৃতন উপাদান প্রবর্ষিত
করে। মুসলমানদের্শ দোক্ষিত হইতে উহাদিগের আটোশ
বহস বাধিছিল। প্রথম কালিদিগের রাজস্বকাল হইতে
আসত করিয়া, এই দৰ্শনস্বরূপাঙ্ক কার্য তৈরু সহ কর্তৃক
প্রস্তুরূপে সমসামিত হয়। কিন্তু তাহারি মুসলমানদর্শ
মৌলিদিগের মধ্যে বহুকাল ঠিক্কিতে পারে নাই; যেকোন
শতাব্দীতে উহারি তিক্রষ্টো লামাগ় কর্তৃক পুনৰ্বর্ণিত
কোষ্ঠস্থ গৃহ করে। আমেরিকার আরিকাশ, উত্তোল
অঙ্গীকৃপের আরিকাশ, এড বড কেন্টোকুট রাখের প্রতিষ্ঠা,
এইসমস্ত কার্যে মধ্য-এশীয় উরালীয়দিগের প্রতিষ্ঠান
জীবন অবস্থা হয়। উরালীয় বহসে অভ্যন্তর আভি,
যুরোপে জৰুৰ: পৰিপুষ্ট হইয়া উঠে:—যথা, অটোমান
কর্তৃ চৰাকীয়ে, বলগান্দে হইতাবি।

6

একশে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ দেশের লোক
ভারত আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগের ভারতবিজয়ের
ফলে কিপ সভাতে ভারতে আনীত হয়।

এইসকল বিজয়-অভিযান, দ্রুই কাল বিভাগে বিভক্ত।
প্রথম বিভাগে, আকর্ষণকারিগণ হিন্দুধর্ম প্রচার করে
ওঠেন চিন্ময়াজ্ঞের মধ্যে মিশ্রিয়া থাক।

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗେର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଭାଗେ, ଯୁଦ୍ଧ ବା ହିନ୍ଦ-ସୀଥୀଯ ବା ଶକ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ (୫) ଏକଶତ ବ୍ୟସର ପୁର୍ବେ,

বৃক্ষ খামোরারা হইতে দ্বিতীয়টি
একটি সামাজিক স্থাপন করে।
ভিয়ানম- চূড়িদিগকে
পঞ্জাবে,
চেলিয়া লইয়া যাব। সৌধীয়া বা
নর সহিত ভারতের মোগাধোগ
ব্যবস্থান করিয়া, উত্তরা ভারতকে
। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও বেশিস্থেয়
র দৰ্শক হইতে; এবং বৃক্ষ ও
ধৰ্মের অস্তর্ভুত অমঙ্গলের দেবতা
বাসত: বৌজিদিগের “হৃদির”
পরবীর

ପ୍ରାଣୀ ଥାପିତ ହେଉଥାରୁ ଅଭିମନେ
ସଂଖ୍ୟାଦିଗେର... ବିଶେଷତ:— ଆରବ-
ରେ ହେବା କୁଟୀ ଜୀବିତୀ— ସାହିତ୍ୟକେ
(inc) ଏକଟାଟିନ୍ ନାମେ ଅଭିହିତ
ଓ ହିନ୍ଦୁମନେ ପୂର୍ବାଖ୍ୟ ପ୍ରତିକିତ
ଆକଗନୀ—ହେବା ହିନ୍ଦୁଦିଗେର ଧର୍ମ
ବିରାଶ, ବାଙ୍ଗପୁତ୍ର ନାମ ଦାଖିଲ କରେ ।
ତାହାର ହିତେ, ରାଜପୁତ୍ର ରାଜାରୀ,
୫ ଓ ଦୁଃଖିକାତୋର ଉତ୍ସରକାଗେ
କରେ । ରାଜୁତ୍ୱବିନିଗେ ପ୍ରଧାନ
ବା ଜୀବିତଶରୀରମାତ୍ର ପଞ୍ଚତି ।

ହେତୁ ଆରାଟ କରିବ, ତାଙ୍କ-
କରା ହୁ, ତାହା ହେଲେ ସମିତ ହେଲେ,
ଯ ମୁଖ୍ୟମ ହେଲା ଉତ୍ତରା ଏକ ପରିଵର୍ତ୍ତି
ଦର ଆରାଟୀ ଆଶିନ ଗୋପିଯାରେ ଦର୍ଶନ ।
ଏହି ଓ ଜାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଉପାଗିତ୍ୟ ।
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ
କାହାରେ । ଏହା ଏହା ହେଲେ, ମୁକ୍ତ
ହୁ, ହୁଅ, ମୌଖି, କୁଳ, ତକମାନ ଆପାମ,
ଏହି ମତ, ଜାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାଟୀ ହେଲେ
ଉପାଗିତ୍ୟ, ଗୋପିଯାରେ ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ
ଦର୍ଶନରେ ଥାଏ, ତକତ୍ତୁ ମାନ ମିଳ ନାହିଁ;
ନ ଗମନ ହେଲା କାହାର କାହାରୀ ଦେ ।
ଏହି ଉପାଗିତ୍ୟ ଉପାଗିତ୍ୟ ଏହି ହେଲେ,
acuidit ମତ ଜାଗପୂର୍ଣ୍ଣର ଅକୃତ ବେ—
Meynard, I. p. 372) କିମ୍ବ ଜାଗପୂର୍ଣ୍ଣ-
ଦର ବ୍ୟାପି ହେଲି ।

१८ संख्या]

আজমেগাল্পির মসলিমদেশৰে সীকৃত হইয়া, ভাৰতবাৰ্যা-
দিগেৰ ধৰ্ম ও সভ্যতাকে প্ৰতাধ্যান কৰে। কি তুক
কি আজগান—থেকল জনসভ ষষ্ঠ শতাব্দী পৰ্যন্ত
ভাৰত আজম কৰিবাছিল, তাহাৰা মুসলিমদেশৰ সদে
সদে আৰুণ ও পাৰঙ-সভাত ধৰ্ম কৰে। এই মুসল
বাবৰ মোগোল-মাঝাৰ থাপন কৰেন এবং কুবলাই থাৰ
চীমদেশীয় কক্ষকলি গুড়িতামেৰ অহুকৰণে, কক্ষকলি
নতুন প্ৰতিকাম ও প্ৰবৰ্ত্তি কৰেন।

যদি এ কথা

বিজ্ঞান সভাতাৰ উন্নতিৰে আহুত্যা কৰিবা থাকে, তাহা হইলে ভাৰতেৰ সমধৈ এ কথা আৰু বিশ্বেৰকে প্ৰযুক্ত হইতে পাবে। বিহীঙ্গা হইতে ভাৰতৰ বেশৰ পৰাগৱেৰ দ্বাৰা ই বিহীঙ্গণৰ সংস্কৃতে আইন হৈবে এবং বৈদেশিকদিগৰে বীতিমৌলি ও শিৰকলাৰ সহিত পৰিচিত হই।

而更甚。」

শ্রীকাকিতিলকাম্প স্টেকের

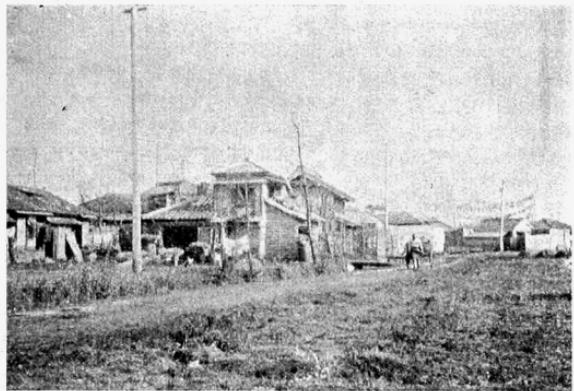
অসম

- শিশু শিক্ষ হবে বেছে ছাট'।
 আচল ধৰ' বাঢ়া'ল হাত ছাট,
 মলিন ছেলে, - অনেক তাহার ধূলি,
 অমি তারে লইনি' বুকে তুলি'।

চেয়ে তাহার সজল ঝাঁথির পানে,
 মৃত্যুখানি তার বাজল বড়ী প্রাণে, -
 মলিন সে মে, - অঙ্গে তাহার ধূলি -
 তু তারে লইনি' বুকে তুলি'।

বৃথাই আজি সামা সকাল সাঁওৰে,
 পূর্বে তা'রে বেচাই ধূলার মাথে;
 সুস্থ শিখ আজকে ভুবন-যোড়া,
 বাহুর গালে দেমনা সে তো দুরি!

ঔপরিমলকুমার ঘোষ।



একটি এতা গ্রাম।

পিংগুল্যদের সহিত অবিবাদ সংগ্রামের ফলে আবিষ্য হইত ও যে বাটিতে মৃত্যু হইত সে বাটীখনি সাধারণত অধিবাসিগণ উত্তরাদিকে বিভাস্তি হইয়াছিল; কেবল নষ্ট করিয়া ফেলা হইত—তাহা এই নববর্ষের জীবহিংস-যাহারা বিশেষভাবে ইঙ্গর হইল তাহারই ‘এতা’ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঘনমুক্তা সম্পর্কে জিম্বোর রাজস্বকলে কেরিয়া বিশেষ দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের ফলে দেশখন হইতে বহু বন্দো আগমনে আনোত হইয়াছিল,

পরে হিসেওনির অভিযানের ফলে বন্দোসংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর এট হস্তক্ষেপ এবং তাহাদের সন্তানসন্তৰ অতি

নির্মাণের বাধ্যতা আরো কঠোর ক্ষেপ ধারণ করিয়াছিল,

কারণ বৌদ্ধখনে জীবহিংসা নিয়িক এবং তথমকৰ আগামী

সভাতার ব্যবস্থা অঙ্গুলে ‘এতা’রাই কশ্চাহীরের কার্য

করিত। হিতুর্মুখে আগামীর মাসেছারের বিশেষ

পক্ষপাতী ছিল কিন্তু মনচার্চারিত বৌদ্ধধর্মের ভাগাবে

অৰীতি উন্নটিয়া পের, ও জীবহিংসারায় ‘এতা’

পূর্ণপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আগামীদের মধ্যে

মৃতদেহ ও তৎস্থকোর স্বার্থের প্রতি যে একটা

স্থপা ছিল—মৃতদেহের শর্পণ অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত

‘এতা’রা দেশের কেবল এক অংশে আবক্ষ ছিল

এবন নহে; শহরের নিকটে দেশের সর্বতর তাহাদিগকে



এতাগন চর্চ পরিচার করিতেছে।

দেখা থাইত। আমাদের মধ্যে হইতে পারে যে-হানে যুগে ‘এতা’রা ডিটেক্টিল ও রেলৱল্যুর কাজ করিত; তাহারা বিশেষজ্ঞে প্রশিক্ষিত হওয়াই সম্ভব এমন স্থান তাহাদের নিয়ে মূলক শিক্ষার প্রভাব সম্বিধ করিত করিয়াছিল। জাপানী সভাতার অভ্যাস কঠকগুলি সৈতে ‘এতা’-দিগকে সমাজ-গণ্ডের বাহিরে বহু দূরে বিভাস্তি করিয়াছিল। অপবিত্রিগুকে ‘এতা’দের মধ্যে নির্বাসিত করা একটি বিদি ছিল। সমাজের অকর্মণ সোকগুলাও প্রাপ্তি হইবারের মধ্যে আশ্রম গ্রহণ করিত; কারণ দুরব্যাপ্ত পড়িয়া যাওয়ার ক্ষমতা অভিযানে অতি অবস্থানে বাধ্য হইত তাহারা সমাজ-স্বীকৃত এবন সোকেদের মধ্যে প্রকল্প বোধ করিত। ‘এতা’-কুমারীকে যে শুধু মান করিয়াছে সভাতার ব্যবস্থা অঙ্গুলে ‘এতা’রাই কশ্চাহীরের কার্য হইতে ক্ষতিকে প্রেমের মুগ্ধ বক্ষন ও নির্মাণের হাত হইতে ক্ষতি করিতে পারিত না; সমাজস্তুলোকের পানিশৃঙ্খল করিয়া দে আর সমস্যার মুখ দেখাইতে পারিত না। ‘এতা’র পক্ষে সভাতার উচ্চাদাপে প্রতিষ্ঠিত বাতিল ছিল।

জীবন্মাতা নির্বাসের জন্য ‘এতা’গণকে প্রাণীহনন, চর্চপরিষ্কৃতব্রহ্ম ও কবরবন করিবার একচেতনা অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চামচার চাঁচিতা প্রস্তুত করিত। সাধারণ আগামী মৃত চামচা পলায় করা করা স্থগ্ন মধ্যে করিত। পরে তোকুগাওয়া

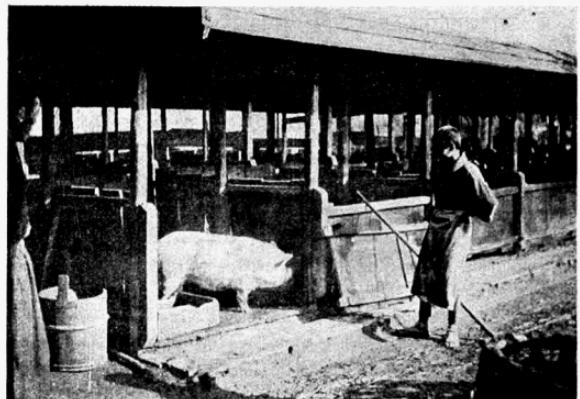
ম্প্রেসব্রুক ছিল। দৰ্শন তাহাদের গোটী বিশ্বাস ছিল; সমাজ হইয়া বিভাস্তি করিয়া আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাণ প্রুতোক কুটো-



এতাগের চৰ্ম পৰিকাৰ কৱিতেছে

মহেষী সুসজ্জিত বেদীৰ উপৰ বুকেৰ অতিমুক্তি দুটিলোচৰ প্ৰথাহিত ছিল ; তাহাৰ পিতা নাকি দাইমো সাতাকে হইত। উপৰিউক্ত সম্প্ৰদায়কৃত হইবাৰ কাৰণ এ সম্প্ৰদায় ছ'টা অস্তাৰ ধৰ্মসম্প্ৰদায়ৰ ভূলনাম অপেক্ষাকৃত সৱল, ও তাহাদেৱ সহজবৃক্ষৰ উপযোগী ছিল। উপৰস্থ মৌকেৱ, এ অগতে তাহাৰা যে সম্বন্ধ ও সমাদৰ পাৰ্য নাই তাহা পৰবৰ্ধতে পাইবে, একপ আধাৰ বিত।

আৰ্কণ্য এই যে এত বাধা সহেও এই সুবিত জাতিৰ মধ্যে কৰিবাৰ এমন লোকৰ অবিৰ্ভূত হইয়াছে যাহাদেৱ গুণবলী সভ্য আপানীৰও শৰ্কাৰ আকৰ্ষণ কৱিতে সময় হইয়াছে। কেহ কেহ বজাতীয় হতভাগীদেৱ মধ্যেও সচল-অবস্থা প্ৰাপ্ত হইয়া বিশেষ অতিশিল্পী হইয়া উঠিগছিল। তোকুগাও যুগে প্ৰোক্ত 'এতা' প্ৰামেৰ একজন কৰিয়া প্ৰদান কৰিয়া আনিকাট হইত ; সে দেশশাসক-দিয়েৰ নিউট তাহাৰ এলাকাৰ ঘটিত সময় বিয়োৰ অজ দায়ি খাকিত। আসামুৰাৰ 'এতা' প্ৰামেৰ দানবৰ্জু-এমোৰ নাথক এক বৰ্ষিক প্ৰধান প্ৰতিবাসিক বলিয়া প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিয়াছে। আৰ একজন বিধ্যাত অতা' সন্ধিৰেৰ নাম বেনুচি। বিধিত আছে তাহাৰ ধৰ্মনৈত সামুহাই-ৰক্ত



এতা পৱীৰ পৰ্ণৰ বৰোঁয়াড়।

হইলে এই পতিত জাতিৰ বৎসৰগণ উচ্চত্ৰোৰিৰ আপানী ইতৰ-বিশেষ কৰা হয় না। ইহা হইতে উপলক্ষি হইৰে শিক্ষাদেৱ সতি পাঠেৰ সময় ও জীৱিত-প্ৰাপ্তিলৈ মিশিবাৰ হয়েওগো পাঠল।

শিক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে কৰ 'এতা'-বৎসৰৰ আজ দেশৰ পাৰ্লামেন্ট-বা মহাসচাৰ সভ্য। তাৰাদিগকে সাধাৰণ আপানী প্ৰজাৰ সকল অধিকাৰ বৰ্ধন দেওয়া হইয়াছিল তৰিন তাহাৰা সংখ্যায় সৰ্বসমূহেত ৪০০,০০০ ছিল ; কিন্তু এখন পৰম্পৰাৰ বিবৰেৰ বাবা তাহাৰা এমন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আজকল কে 'এতা'-বৎসৰাত, কে নৰ তাহা বলা হৰ্ষাধাৰ। কিন্তু উচ্চত্ৰোৰিৰ আপানী পৰিবৰ্তেৰ বৰ্তেৰ বিশুদ্ধতাৰ বৰ্ষা কৰিবাৰ অৱ সচেত।

ইহাৰ এং বৰ্ষিগীৰিবামীৰা একম-স্থিব 'এতা' সদৰ্কাৰৰ কোনো কৰিবৰ বিবৰকে তাহাদেৱ পৰ্যন্ত-সংজ্ঞাৰ এখনো সম্পৰ্কিত পৰিচয় উঠিতে পাৰেন মাঝি কোবেতে কেহ কেহ বৰ্গত মে কেবল 'এতা'-বৎসৰেই বিদ্যুৰৰ হৃতা হয় ; এই কাৰণে কোৱেৰ দেশেৰ পৰিবৰ্তেৰ উচ্চ প্ৰেৰণীৰ আপানী ভূতোৱা অমেৰে কৰাৰ এৰু কৰিত না। সে যাহাই হোক, সকল দিক দিয়া দেখিলে, আপানী সমাজে আৱকল 'এতা'-বৎসৰাত ও অজ আপানীৰ মধ্যে কোনো

“না ফুটিত আহা যদি !”

(১)

আছিল সুলতি কুড়ি বৰ্ষদিন,
মন ছিল মোৰ ভালো ;—
হৃদী ছিল ভাৰি—ফুটিবে এখনি
উচান কৰি' আলো।

(২)

আৰ সে ফুটিছে জৰ জল জলে ;
আৰ ভাৰি নিৰবধি—
কখন কৰিবে—ফুটা'বে—
না ফুটিত আহা যদি !

বৰ্ষিগীত্বেৰ মহৱদ্বাৰা ।

জীবনশৃঙ্খলি

লোকেন পালিত।

বিলাতে বখন আৰু যুনিভারসিট কলেজে ইংৰেজি-গাহতি-জ্ঞান, তথন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আৰাম সহাইয়াৰী বৰ্ষ। সে বছনে আৰাম দেয়ে প্ৰেৰ বছন চাহেকেৰ ছোট। যে বয়সে জীৱনশৃঙ্খলি লিখিতে প্ৰেৰ বস্বে চাৰ বছনেৰ তাৰামূলক চোখে প্ৰিবাৰ মত নহে; কিন্তু সতৰাবৰ্ষ মদে দেৱোৰ প্ৰেৰে এত বেলি যে সেটা ডিভাইয়া বৰ্ষৰ কৰা কঠিন। বয়সেৰ গোৱে নাই বলিয়াই বৰ্ষ সমধেক বালক আৰামৰ বৰ্মানা বৰ্তাইয়া চলিয়ে চাই। বিশ এই বালকত সমধেক সে বাধা আৰাম মদে একেবেৰে ছিল না। তাহাৰ একমাত্ৰ কাশৰ বৰ্কিঙ্গভিতে আৰি লোকেনকে কিছু শাৰ ছোট বলিয়া মদে কৰিতে পাৰিতাম না।

যুনিভারসিট কলেজেৰ লাইব্ৰেরিতে ছাত্ৰ ও ছাত্ৰীৰা বিসিয়া পঢ়াকুন্তা কৰে; আৰামৰে উচ্চজ্ঞেৰ সেখানে গৱে কৰিবাৰ আৰাম ন—কিন্তু হাসিৰ অৰূপ বালক আৰাম বৰ্ষৰ তৰুণ মন একেবেৰে সৰ্বসন্ম পৰিস্থিতি হইয়া ছিল, সামৰ্থ একটু নাড়া পালিলে তাহা মনকে উজ্জ্বল সৰ্বত্র হইতে প্ৰস্তুত হইল। যুনিভারসিট কলেজেৰ লাইব্ৰেরিতে বিসিয়া এই কাশ কৰিবাম। লোকেন এই বিষয়ে আৰামকে যে সহায়া কৰিত তাহাতে আৰাম দিবে বিষয়ে বৰ্ষকে হাতৰে।

তাহাৰ পৰ কৰকে বসনে পৰে সিভিল সার্জিস প্ৰেৰ কৰিয়া লোকেন বখন ভাৰতবৰ্ষে ফিরিল তখন, সেই কলেজেৰ লাইব্ৰেরিতে হাঙ্গেজ-সত্ৰিস্ত যে আলোচনা কৰুক হইয়াছিল তাহাই কুশল প্ৰশ্ন হইয়া প্ৰস্তুত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনেৰ প্ৰেৰ আনন্দ আৰামৰ চতনাৰ খেকে পালনেৰ হাওৱাৰ মত অগ্ৰসৰ কৰিবাচে। আৰামৰ পূৰ্ণ ঘোষণেৰ দিনে সাধানাৰ মন্দ্যাবৃক হইয়া অবিশ্রাম পতিতি বখন গত কুচি হৰ্কাইয়া চলিয়াছিল তখন লোকেনেৰ অৱশ্য উসাহ আৰামৰ উত্তমকে একটুও কোনো হাস্ত হইতে দেয় নাই। তখনকৰ কৰ পক্ষভূতেৰ ডায়াৰি এবং কৰ কৰিবাৰ মতব্যেতে তাহাৰ বালিলোৰেৰ বিসিয়া লেখে। আৰামৰেৰ কাশালোচনা ও সঙ্গতিৰে সভা কৰিবার সক্ষীকৰণাৰ আমলে হুক হইয়া উক্তাবাৰ আমলে ভোৱেৰ হাওৱাৰ মধ্যে বাতৰেৰ দীপশিখাৰ সপৰে সহজে অবস্থাৰ হইয়াছে। সৰষেতৰী প্ৰয়াণৰ বৰ্ষৰেৰ প্ৰয়াটিৰ পৰেই দৈৰীৰ বিসিয়া বুঝি সহজেৰ দেয়ে দেশি। এই নদে প্ৰিবাৰু

পৰিচয় বৰ্ড বেশি পাৱা যায় নাই কিন্তু প্ৰথমেৰ সুবৰ্ণি পৰিচয় এই মে একটা সৱল পিয়াহে হৈছ। একটা অত্যন্ত অব্যাহৃত কৰা ছিল। যে সুবৰ্ণিৰ জন্ম মৎস্যকৰণ কৰিবাৰ কাৰণ হৈছে যাব নাই, তখনকৰাৰ মেই প্ৰথম প্ৰস্তুতেৰ উপৰে বৃহস্পতিন অঙ্গভূকাৰ উভচৰ অঙ্গসকল আলিকালোৱে শাখাসপলহীন অৱগ্ৰেৰ মধ্যে সন্ধৰণ কৰিবাৰ কৰিব। আমৰ অভিপ্ৰেত মনৰ প্ৰদোষৰ লোকে আবেগকুলা দেৱৈৰূপ প্ৰিয়মান-হিঁচৰ্ক অঙ্গভূমিৰ হটৈয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল মেখোটা খুব ভাল হইয়াছে। খেখোৰে পকে একট মনে হওয়াৰ অবস্থাৰ ছাইয়াৰ সুবৰ্ণি বেড়াইত। তাহাৰ আপনাকেৰ জন্মেৰা, বাহিৰে আপনারেৰ লক্ষণকেৰ আনন্দ। তাহাৰ নিজেকে কিছুই আনন্দ বলিয়া পৰে পদে আৰামকৰিছুকে নকল কৰিবলৈ থাকে। অসতা, সতোৰ অভাবকে অসমৰেৰ ঘৰাৰ পুৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। জীৱনেৰ মেই একটা অক্ষতাৰ অবস্থাৰ বখন অনুভূতিৰ পৰিকল্পনা বাহিৰ হইয়াৰ জন্ম টেলাটেলি কৰিবচে, বখন সতা তাহাৰেৰ লক্ষণগোচৰ ও আৰম্ভগুলা হয় নাই, তখন আত্মিণ্যৰ হাৰাই তিনি তাহাৰ অমাত্মকে পাঠাইয়া দিবাহিলেন।

আৰাম এই আঠাবৰ্ষে বছন বয়সেৰ কৰিবাৰ সত্বে আৰামৰ ত্ৰিশ বছন বয়সেৰ একটি পৰে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখনে উচ্চত কৰিব:—“ভগবন্দেৰ বখন লিখতে আৰামৰ কৰিছিলুম তখন আৰামৰ বয়স আঠাবৰ্ষ।” বালণ নয় দৌৰনও নয়। বৰষতো এমন একটা সন্ধিকৰণ লিখতে থেকে সতোৰ আলোকে পঞ্চ পালৰ দুবিম নেই। একটুকু আভাৰ পোখা যাব এবং খানিকটাৰানিকৰণ কৰাচা। এই সময়ে সকাবেলোকেৰ ছাইয়াৰ মত কৰন্তাৰ অভাব দীৰ্ঘ এবং অপৰিমত হয়ে থাকে। সতোকাৰ পুৰুষী একটা জীৱিকা লাভ কৰিয়াছ সেটা সকল মৌচিশেই দেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অভজন হোগা নহে। আৰামৰেৰ প্ৰতিভিলাকে বাহিৰুৰ নিজেৰ মধ্যে টেলিয়াৰাৰে, সম্পূৰ্ণ বাহিৰুৰ হইতে দেয় না, তাহাই জীৱনকে বিষাক্ত কৰিব। তোমে। দৰ্শাৰ আমাদেৰ প্ৰতিভিলাকে দেখে পৰিয়াল পৰ্যাপ্ত হাইতে দেয় না—তাহাকে পুৰাপুৰি ছাড়িয়া দিবে চাই ন—এইজন সকলপ্ৰকাৰ আঘাত আতিশ্যা অসতা বৰ্ষ-সংখনেৰ সাথেৰ সাবী। মৰকলকৰে বখন তাহাৰ একেবেৰে মুক্তিপাত কৰে তখনি তাহাৰেৰ বিকা

বৃত্তিশা যাই—তথনি তাহার বাভাৰিক হইয়া উঠে। মধ্যে খুব একটা আলোচন আনিবাবই খুব। তাহাতে আমাৰেৰ প্ৰতিৰ সত্য পৰিষাম সেইখনে—আনন্দেৰও পথ সেই দিকে।

নিলেৰ মনেৰ এই যে অপৰিগতিৰ কথা বলিলৈ ইহার সমে তথনকাৰৰ কালেৰ শিক্ষ ও দৃষ্টিৰ মোগ দিয়াছিল। সেই কলাটাৰ বেগ এখনই যে চলিয়া যাইয়েছে তাহাও নিয়ম বলিলে পৰি পাব না। যে সমষ্টিৰ কথা বলিলেছি তথনকাৰৰ বিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংৰেজি সাহিত্য হইতে আমাৰ যে পৰিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পৰিমাণে খাষ পাই নাই। তথনকাৰৰ দিনে আমাৰেৰ সাহিত্যেৰ বৰ্তা ছিলেন শ্ৰেষ্ঠপীৰৱ, মিটন ও বাৰৱন। ইহাদেৰ নথোৰ ভিতৰকাৰ যে নিবিদা আমাৰিগকে খুব কৰিয়া নাজা দিয়াছে সেই কুদৰাবেগেৰ প্ৰেলতা। এই কুদৰাবেগেৰ প্ৰেলতাৰ ইংৰেজৰে লোকব্ৰহৰে চাপা থাকে কিংব তাহাৰ সাহিত্যে ইহার আধিপত্য মেন সেই পৰিমাণেই দেখি। কুদৰাবেগকে তাহার একান্ত আভিশয়ো লাইছ গিগ তাহাকে একটা বিষয় অধিকাণ্ডে দেব কৰা এই সাহিত্যৰ একটা বিশেষ ভৱাব। অস্তু সেই ছক্ষন উকিলদাকেই আমাৰ ইংৰেজি সাহিত্যৰ সাৰ বলিয়া এহ কৰিছিল। আমাৰেৰ বাল্যবয়েৰে সাহিত্য-বৰ্কান্তা অকৰ চৌপুৰী মহাশূৰ ব্যৰ্থ বিকোৰ হইয়ে ইংৰেজী কাগ আৰওভাবত তথন সেই আৰুজিৰ মধ্যে একটা তীব্ৰ নেশাৰ ভাৰ ছিল। বোঝি জুলিয়েটৰ প্ৰেমোৱাৰ, নিয়ৰেৰ অকৰ পৰিতৰৰ বিকোৰ, ওখেনো দৰ্শনালোৰ প্ৰেমোৱাৰেৰ উদ্বোধন আমাৰেৰ এই ভাল মাঝৰ সমাজেৰ ঘোটাপৰাৰ কুদৰাবেগে, এই সমষ্টেই মধ্যে যে একটা প্ৰেম অভিশয়। আছে তাহাই তাহাদেৰ মনেৰ মধ্যে তাহাতে আৰুজিৰ সাহিত্যৰ সংক্ষেপ কৰিব।

ইংৰেজি সাহিত্যৰ আৰ একিম যথন পোপেৰ কালেৰ চিমতেলাৰ বৰ্ক হইয়া কৰাবিলিবন্তোৱেৰ খোঁপলৈৰ পালা আৰুজ হইল বাৰৱন সেই সময়কাৰৰ কৰি। তাহার কাবোও দেৱ কুদৰাবেগেৰ উদ্বোধন আমাৰেৰ এই ভাল মাঝৰ সমাজেৰ ঘোটাপৰাৰ কুদৰাবেগে, এই কমে বউকে উত্তলা কৰিয়া তুলিয়াছিল।

তাই, ইংৰেজি সাহিত্যালোচনাৰ পেটে ফুলাটাৰি আমাৰেৰ দেশেৰ শিক্ষিত যুৱকদেৰ মধ্যে বিশেষ ভাৱে প্ৰেম পাইয়াছিল। সেই ফুলাটাৰি চেউভাই বালকদেৰ আমাৰিগকে চাৰিবিক হইতে আৰাত কৰিয়াছে। সেই প্ৰেম জীৱনৰ দিন সংখ্যেৰ দিন নহে, তাহা উত্তেজনাই দিন।

আমাৰেৰ সমষ্টি, আমাৰেৰ ছেটি হোট কৰ্পোৰে এমন সকল নিন্তাত একদেৱে বেড়াৰ মদো দেৱা যে মেখনেৰে কুদৰাবেগেৰ অকৰপ প্ৰেম কৰিবলৈ পাইয়া—সমষ্টই ব্যৰ্থৰ সমষ্টি ঠাণ্ডা এবং চুপ চুপ; এই অজাই ইংৰেজি সাহিত্যে কুদৰাবেগেৰ এই বেগ এবং সুজন্তা আমাৰিগকে এমন একটি আৰাত আৰাত দিয়াছিল যাহা আমাৰেৰ কুদৰ স্বৰূপত ইৰাবৎৰ প্ৰাঞ্চন। সাহিত্যকাৰৰ সৌধৰ্ম্ম্য আমাৰিগকে যে মুখ দেয়, ইহা সে স্বৰূপ নহে, ইহা অস্তু স্বিন্দ্ৰেৰ

১ম সংখ্যা]

বৰ্তেৰ গৰ্জন ঘৰা গিয়াছিল। আমাৰেৰ সমাজে যে তথনকাৰৰ কালেৰ যুৱোপীয়ৰ সাহিত্যে নাস্তিকতাৰ অৱ একটি হাতোৱা দিয়াছিল তাহার সত্য হুটট মৰ্মৰ পৰিসৰ উপেৰে চড়িতে চায় মা—কিন্তু সেটুৰি ত আমাৰেৰ মন কৃষি মানিছিল না, এই অজন্তা আমাৰ অকৰেৰ ভাকেৰ নকল কৰিবলৈ গিয়া নিবেৰে প্ৰতি জৰুৰদণ্ডি হৰিয়া অতিশয়েক্ষণি দিকে যাইয়েছিলো। এখনো সেই কোঁকটা ও কঠিগাছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না। তাহার প্ৰধান কাৰণ, ইংৰেজি সাহিত্যে সাহিত্যকাৰৰ সংখ্য এখনো আৰে নাই; এখনো দেখাবে দেব কৰিয়া বৰ্গ ও ভৰ্তী কৰিয়া একান্তৰ কৰাৰ প্ৰাঞ্চৰ্জ সৰ্বৰত। অৰ্থাৎ আমাৰেৰ দেশে ইহা আমাৰেৰ সত্যকৰণে ঘটাইয়াৰ জৰুৰত হইতে উটিয়াছিল। বিষ্টি আমাৰেৰ দেশে ইহা আমাৰেৰ পক্ষিয়া পাওয়া গিয়িৰ। ইংৰেজে আমাৰেৰ সত্যকৰণে ঘটাইয়াৰ জৰুৰত হইতে আমাৰ শুকান্ত একটা মানসিক বিহুৰেৰ উত্তেজনাপেই ব্যাহাৰ কৰিয়াছি। নাস্তিকতাৰ আমাৰেৰ একটা দেশা ছিল। এইজন্ত তথন আমাৰ ছই দল মাঝৰ দেখিয়াছি। একদল ইংৰেজৰেৰ অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্ত অন্ধে ছিসভিন্ন কৰিয়াৰ জৰুৰৰাই গাবে পঞ্জীয় তৰ্ক কৰিবলৈ। পালী লিকাবেৰ শিকারীৰ দেখন আমাৰে, গাছেৰ উপেৰে বা তালোৰ একটা শৰীৰ আৰী দেখিবলৈ তথনই তাহাকে নিকাপ কৰিয়া হৈলিবাৰ জৰুৰ শিকারীৰ হাত যেহেন বিলুপ্তি কৰিবলৈ দাবি কৰিয়া দৰিতে পাহিয়াগুলি আমাৰেৰ শিকারী অঃ নহে, এইজন্তই সাহিত্য-ৰচনাৰ বীৰতি ও লক্ষ্যত এখনো আমাৰে ভাল কৰিয়া দৰিতে পাহিয়া দিলিয়া মনে হয় না।

তথনকাৰৰ কালেৰ ইংৰেজিসাহিত্যশিক্ষাৰ ভীৱ উত্তেজনাকে যিনি আমাৰেৰ কাছে মুৰ্দিবন কৰিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি কুদৰেই উপাসক ছিলেন। সতকে যে সমষ্টি ভাৱে উপলক্ষ কৰিবলৈ হইয়ে তাহা নহে, তাহাকে দুবল দিয়া অহুৰৰ কৰিবলৈ দেন তাহার সৰ্বাকৃতা হইল উৎসাহে সকল মতামত আলোচনাৰ কৰিয়া পৰা গ্ৰহণ একৈপং তাহার মনেৰ ভাৰ ছিল। জ্ঞানেৰ বিষ্টি দিয়া ধৰ্মে তাহার কোনো আৰাত আছি ছিল না, অথচ শাস্ত্ৰাবিদৰূপ গান কৰিবলৈ তাহার হচ্ছ চৰা অৱ পঢ়িত। এ হলে কেনো সত্য বৰ্ষ তাহার পক্ষে অশৰ্কণ ছিল না, বেঁকোনো কৰিয়া কুদৰাবেগেক উত্তেজিত কৰিবলৈ পারে তাহাকেই তিনি সতোৰে মত বাৰহৰ কৰিবলৈ চাইতেন। সত্য উপলক্ষিৰ প্ৰেমেৰ অপেক্ষা সহজাতুৰিৰ ওহোজন প্ৰেম হওয়াতে যাহাতে সেই প্ৰেমেৰ মেটে তাহা হৃল হইলেৰ তাৰাকে এহ কৰিবলৈ যাব ছিল না।

আৰ একদল ছিলেন তাহারা ধৰ্মকে বিশ্বাস কৰিবলৈ না, সংস্কৰণ কৰিবলৈ। এইজন্ত ধৰ্মকে উত্তেজনাৰ কৰিয়া যত কলাকৌশল, যত প্ৰকাৰৰ শৰ্ষৰক্ষণপৰম্পৰে আয়োজন

আছে, তাহাকে ভোগীর মত আশ্রম করিয়া তাহার সেখনে ভাবুকতা দিয়া আটের শ্রেণীভূক্ত করিয়া তাহার অধিষ্ঠিত হইয়া থাইতে ভালবাসিনদের; ভক্তি তাহারে সমর্থন করি। এই উত্তৰদেহে সংশ্লিষ্ট ও নাস্তিকতা সত্যসাক্ষীর পতঙ্গজ্ঞাত ছিল না, তাহা অথবান্ত আবেগের উভেজে ছিল।

বর্তমান এই ধর্মস্মিন্দ্রে আমাকে শীড়ি বিত্ত ভাবিয়ে হইয়া আমাকে একেবারে অবিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রাণবন্ধে বৃক্ষের উত্তোলের সঙ্গে এই প্রিয়েছিতা আমার মনেও ঘোং দিয়াছিল। আমারের পরিবারে যে বৰ্ষসামান্য ছিল আমার সব তাহার কোনো সংরং ছিল না—আমি তাহাকে গৃহণ করি নাই। আমি কেবল আমার দুর্বলবেগের চুলচুতে হাপন করিয়া মন একটা আঙুল আলাইতেছিলাম। সে কেবলি অধিষ্ঠাতা; সে কেবলি আছতি দিয়া শিখাকৈ বাঢ়ায়িয়া তোলা; তাহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিবার নাই; ইহাকে যত বাঢ়ানো যাব তত বাঢ়ানোই দে।

যেমন ধৰ্মস্মিন্দ্রে তেমনি নিজের দুর্বলবেগ স্থানেও কেন্দ্ৰে সত্য ধৰ্মকৰ্ত্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন ছিল না, উক্ত-জন ধৰ্মকল্পে যথেষ্ট। তথমকৰ্ত্তা কৰিব একটি ঘোং মনে পড়ে—

সন্ধানসন্তোষী।

নিজের মধ্যে অবগত যে অবস্থার কথা পূৰ্বে লিখিয়াছিল, মোতিব বাবু কঢ়ক সম্পর্কিত আমাৰ ধৰ্মালোচনে সেই অবস্থার কৰিতাঙ্গলি “হৃদয়-অৱগণ” নামেৰ ঘোং মনিষিত হইয়াছে। প্ৰাত্মসন্তোষে “গুৰুমুলন” নামক কৰিতাৰ আছে—

“হৃদয় নামেতে এক বিশাল অৱগণ আছে
দিলে বিশে নাহিক কিনোৱা,
তাৰি দামে হৃহ পথহার।
সে বন কুণ্ডারে ঢাকা, গাছেৰ উত্তল শাখা
সহজ যেহেতু বৰ্ষ দিয়ে
আধাৰ পাইছে বৃক্ষ নিয়ে।”

“হৃদয়-অৱগণ” নাম এই কৰিতা হইতেই গৃহণ কৰা হইয়াছে।

এইকলে, বাহিৰেৰ সঙ্গে বৰ্ষে জীৱন্তোৱা ঘোং ছিল না, বৰ্থন নিজেৰ দুৰ্দৰেই মনো অৰিষ্ঠ অবস্থার ছিলাম, যখন কাৰণগৈনী আগেৰ ও লক্ষ্যানী কাৰিকোৱাৰ মধ্যে আমাৰ কৰনন নামা ছাপৰেশে ভৱল কৰিবেছিল তথমকৰ্ত্তাৰ অনেক কৰিতা নুতন প্ৰাণীৰে হইতে বৰ্ষণ কৰা হইয়াছে—কেবল “সন্ধানসন্তোষী” এই প্ৰকাশিত কৰকৈট কৰিতা হৃদয়-অৱগণ বিভাগে দান পাইয়াছে।

এক সময়ে জোৱালাগাঁও দুৰ্দেশে অৰু কৰিতে পিয়া-ছিলেন—তেজোলাঙ্গ ছাদেৰ বৰগুলি শুশ্র ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘৰ অধিকৰণ কৰিয়া নিষ্কৃত দেশগুলি ধাপন কৰিতাম।

এইকলে ধখন অপুন মনে একা ছিলাম তথন, ভাবিনা কৰিয়া কাৰ্যচাৰিনাৰ যে সংস্থাৰেৰ মধ্যে বেঁচিত ছিলাম সেটা বিস্ময় গৈল। আমাৰ সদীৱাৰ দেশৰ কৰিতা ভাল বাসিন্দেন ও তাহাদেৰ কিকট ঘাস্তি পাইবার ইচ্ছাম মন স্বতন্ত্ৰভাৱে কৰিতাৰ পৰামুখে হাতে লিখিবাৰ চেষ্টা কৰিত, বোঝ কৰি, তাহাকাৰ দৰে যাইতেই আপনা আপনি

মেইসকল কৰিতাৰ শাসন হইতে আমাৰ চিক্ক মুক্তি লাভ আৰুৰ এই দেৰোঞ্জি দেখিয়া ভাৰি খুসি হইয়া বিশ্রাম প্ৰকাশ কৰিলেন। তাহার কাছ হইতে অৰুমোন পাইতা আমাৰ পথ আৰো প্ৰশংসন হইয়া গৈল।

বিহুৰ চৰবৰ্ষী হৃদায়ৰ তাহার বৰষমন্দৰী কাৰ্যে যে ছন্দোৰ প্ৰবৰ্তন কৰিয়াছিলেন তাহা তিনামাত্ৰুলক—বেন্দন একদিন দেৰ তত্ত্ব তপন।

হৈবলেন স্বৰূপনীৰ জনে
অপকূল এক কুমৰীৰতন

বেগৰ কৰে নীল ললিত-ললে।
তিনামাৰ ভিনিষ্ঠতা হৃদায়ৰ মত চৌকি নহে, তাহা গোৱা মত পো, এই জন্য তাহার এই দেৰগৱন গতি সৃজ মেন ঘন ঘনকৰে সুন্দৰ বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি কৰিয়া বাহুহাৰ কৰিতাম। ইহা মেন ছুই পায়ে চলা নহে, ইহা মেন গাইসিকৈলে ধৰ্মবন্ধন হওঁচাৰ মত। এইটোই আমাৰ অভিস হইয়া পৰিয়াছিল।

সন্ধানসন্তোষে আমি ইচ্ছা কৰিয়া হৃতো একটা কৰিতা লিখিতেই মনেৰ মধ্যে ভাৰি একটা আনন্দেৰ আগেৰ আসিল। আমাৰ সমত অহঃকৰণ বলিয়া উত্তী—বাতিগু গোলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেৰিকেছি লম্পুৰ আৰাম।

ইহাকে কেৰে মেন পোৰ্কুৰ্জ মনিষা মনে না কৰেন। পূৰ্বেৰ অনেক চৰচৰাৰ বৰক গৰি ছিল—কাৰণ, গৰ্হিত মিঃংশ্রয়তা অনুভূতিৰ কৰিবাৰ যে পৰিপুৰ্ণ তাত্ত্বিকে অহস্তাৰ পৰ্যন্ত না। দেৱৰেৰ প্ৰতি মা-বাবুৰ প্ৰথম যে আমন্দ, সে, কেৱল দুলৰ বলিয়া নহে, দেৱৰে প্ৰথম আৰাম। এই কোনোৱাৰ পুৰুষসংস্কাৰকে ধৰ্মীয় কৰিবাৰ কাহাৰে নাই। কোনোৱাৰ পুৰুষসংস্কাৰকে ধৰ্মীয় কৰিবাৰ কৰিবার কৰিলাম দে যাহা আমাৰ সকলেৰ চেয়ে কাছে পঢ়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূৰ সকলন কৰিবা দিয়াছিলি। কেৱলমাত্ৰ নিজেৰ উপৰ ভৱনা কৰিতে পাৰি নাই বলিয়াই নিজেৰ ভৱনকে পাই নাই। ইহাঁও যথ হইতে আপিলাই মেন দেখিলাম আমাৰ হাতে শূলু প্ৰাৱনো নাই। সেইজৰাই হাতটাকে যেমন খুসি বাহুহাৰ কৰিতে পাৰি এই আমান্দটাকে প্ৰকাশ কৰিবাৰ ভজতি হাতটাকে যথেষ্ট ছুড়িয়াছিল।

আমাৰ কাৰ্যালয়েৰ ভিত্তিহাসেৰ মধ্যে এই স্বৰূপটাই আমাৰ পক্ষে সকলেৰ চেয়ে হৰণলী। কাৰাহিসেৰে সন্ধানসন্তোষে মূল বেশি না হইতে পাৰে। উকুলু কৰিতাৰ ঘোং ঘৰ্ষণে একটা ঘোং কৰিবাৰ পৰামুখে আপনা আপনাকে প্ৰথম প্ৰচাৰ কৰিবাৰ আপনাকে প্ৰকাশ কৰিবাৰ ভজতি হাতটাকে যথেষ্ট পৰামুখ হইয়া উত্তী পাৰে নাই। উহার ওপৰে মধ্যে এই

বেচিন ত তাহা কাহারো কাহে,

ভাঙ্গোৱা হোক, যা হোক তা'হোক;

আমাৰ হৃদয় আমাৰ আছে।

যে, আমি হঠাতে একদিন আপনার ভরসাৰ ঘৃ-সুস্থি-তাই হইতে বুঝাইবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোম যে, গানেৰ কথাকেই পিছিবা নিয়েছি। ইতোৱাৰ সে দেখাটোৱাৰ মূল্য না ধৰিকৈতে পাৰে কিন্তু খুস্তিৰ মূল্য আছে।

গান সমষ্টকে প্ৰথক।

বাজিষ্ঠোৱাৰ হইতে বিলাতে বিলাতে আয়োজন কৰুকৰিছিলাম এবন সহজে পিতা আমাকে মেশে ডিলিয়া আনাইলেন। আমাৰ কৃতিত্বলোৱে এই হৃদযোগ ভাস্তু বাজাবাবত বৰগুল কেৰে কেৰে হৃতভৰ হইয়া আমাকে পুৰুষৰ বিলাতে পাঠাইবাৰ অজ্ঞ পিতাকে অছুটোৰে কৰিলেন। এই অহুদেৰেৰ ক্ষেত্ৰে আৰাৰ একবাৰ বিলাতে বাজা কৰিয়া বাহিৰ হইলোৱা। সপ্তে আয়ো একজন আৰায়ী ছিলেন। বাজিষ্ঠোৱাৰ হইয়া আসাটো আমাৰ ভৰ্তাৰ প্ৰথম কৰিব কেৰে হৃতভৰ হইয়া আমাকে পুৰুষৰ বিলাতে পাঠাইবাৰ অজ্ঞ পিতাকে অছুটোৰে কৰিলেন। এই অহুদেৰেৰ ক্ষেত্ৰে আৰাৰ একবাৰ বিলাতে বাজা কৰিয়া বাহিৰ হইলোৱা। সপ্তে আয়ো একজন আৰায়ী ছিলেন। বাজিষ্ঠোৱাৰ হইয়া আসাটো আমাৰ ভৰ্তাৰ প্ৰথম কৰিব কেৰে হৃতভৰ হইয়া আমাৰ ভৰ্তাৰ মন স্মৰণ নামুম্বৰ কৰিয়া দিলেন যে বিলাতে পৰ্যাপ্ত পৌছিতেও হইল না—বিশেষ কাৰণে মাঝাবেৰ ঘৰটাৰে নামিয়া পড়িলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে হইল। ঘৰটাৰ ঘৰ বৰ গুৰুত্ব, কাৰণটাৰ তৰঙ্গুল কিছুই নহে; কৰিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্তাৱাৰে আমাৰ আমাৰই প্ৰাণ নহে; এই জন্মই সেটাকে বিবৃত কৰিয়া বালিলাম না। শৰীৰ হৰ্ত লক্ষ্মীৰ প্ৰসাৰণাবলোৱে ঘৰটাৰে হইয়াৰ অজ্ঞ বাজা কৰিয়া হইয়াৰ হইয়াৰ তাড়া ধাসিয়াছি। আশা কৰি, বাৰ-লাইভেৰিৰ হৃতভৰকৰি না কৰাতে আইন-দেৰতা আমাকে সদৰকে দেখিবেন।

পিতা তখন মহৱি পাহাড়ে ছিলেন। বৰ ভৰে ভৰে তাহাৰ কাছে পিছাহিলাম। দিনি কিছুমতি বিৱৰণি প্ৰকাশ কৰিলেন না, বৰ মনে হইল তিনি খুলি হইয়াছেন। নিচৰাই তিনি মনে কৰিয়াছিলেন ফিরিয়া আসাই আমাৰ পক্ষে মূলকৰ হইয়াছে এবং এই মনস দ্বৰ-আবীৰামেই ধৰিগৰেছে।

ভৌতিকৰণ বিলাতে বাইৰৰ পূৰ্ববিন সামাজিক বেণুন-মোসাইটৰ আম্বলে মেডিকাল কোষে হলে আমি অবৰুণ পাঠ কৰিয়াছিলাম। সভাহলে এই আমাৰ অধ্যম অবৰুণ পঢ়া। সভাপতি ছিলেন বৰু বেডেৱে কুমোহন বৰোপাধ্যায়। অবৰুণৰ বিধৰ ছিল সৰীৰী। যৰ-সন্তোষেৰ কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি যৰে সন্তোষ সম্ভৱে

১ম সংখ্যা]

জোবনমুতি

চাষাইয়া যাব। গান রচনা কৰিবাৰ সময় এইটো বাব
বাৰ অভ্যন্তৰ কৰা গিছাহি। ওন অন কৰিবিতে কৰিবে
যখনি একটা লাইন লিখিলাম—“তোমাৰ গোশন কথাটি
মৰি বেথোৱা মনে”—তামি দেখিলাম হৰ যে কোৱাৰী
কণ্ঠটা উজাইয়া লাইয়া গেল কথা আপনি দেখাবে পাবে
ইয়াৰা গিয়া পৌছিতে পাৰিব না। ততন হইতে
আগিল আমি দে গোপন কথাটি কুনিবাৰ জন্ম মাধুবাবি
ধৰিয়া রাখিবে চাৰ কিল পাৰে না।” এই অচিন্ত পাৰীৰ
আছে, পূৰ্ববিনোৰি নিন্তক তত্ত্বৰ মধ্যে দুবৰী আছে,
বিনোৰিৰেৰ নীলাত হৃতভৰীৰ মধ্যে অবগুণ্ঠ হইয়া
আছে—তাথে যেন সময়ে অলহৃতকাশৰে নিয়ুক্ত যোগন
কথা। বৰ বালাকোৱে একটা গান কুনিয়াছিলাম “তোমাৰ
বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলো!” সেই গানেৰ এই একটুমিত
গদ মনে এমন একটি অপৰণ তিচ আৰিয়া দিখাইল
যে আৰও ত্রালিনী মনেৰ মধ্যে ঔঁজন কৰিয়া বেড়া।

একদিন ঐ গানৰ প্ৰথমটাৰ মোৰে আমিও একটি গান
লিখিবে বিশ্বাসিলাম। বৰজনুৰেৰ সমে অথৰ্ম লাইনটা
লিখিয়াছিলাম—“আমি তিনিগো চিনি তোমাৰে, ওগো
বিদেশিনী”—সেই বিৰ সুৰক্ষু না ধৰিবত কৰে এ গানেৰ
কি তাৰ দিঙাইত বলিতে পাৰি না। কিন্তু ঐ সুৰেৰ
মহাঙ্গুল বিদেশিনীৰ এক অকৰূপ সুন্দৰ মনে ধৰিয়া উঠিল।

আমাৰ মৰ বলিতে লাগিল, আমাৰে এই জগতৰে মধ্যে
একটি কেন্দ্ৰ বিদেশিনী আনগোনা কৰে কেন্দ্ৰ বহু-
পিতৃৰ পৰপৰে ঘাটটো উপেক্ষা দেখাবে—তাহাৰে বাঢ়ি—
শৰদপ্রাতে, মাঝৰী রাতিকে ক্ষে ক্ষে দেখিতে পাই—
হৃদযোৰ মাঝখনে মাৰে আৰে তাহাৰ আভাস পাওৱা
গোচ, অক্ষে কৰ পাজিয়া তাহাৰ কৰ্তৃপৰ কখনো বা
তৰিগৰাহি। সেই বিশ্বাসাবেৰ বিধিবিহোৱী বিদেশিনীৰ
হাতে আমাৰ গানেৰ সুন্দৰ আমাৰকে আনিয়া উপহৃত
কৰিল এবং আমি কৰিলাম—

তুম্ব ভৰিয়া শ্ৰে

• এসেছি তোমাৰ দেশে,
আমি অতিভি তোমাৰ ধাৰে, ওগো বিদেশিনী।
ইহাৰ অনেক দিন পৰে একদিন বেলপুৰেৰ বাজা দিয়া
কে গাহিয়া যাইতেছিল—

“বাচাৰ মাবে অচিন্ত গীতো কমনে আমে বাব
ধৰত পাৰে মনোৰে তিতে পৰিচী পাৰ।”

বিলামুৰ ধাৰিলোৰ গানও ঠিক এক কথা বলিবেছে।

মাবে বাবে বাজাৰ মধ্যে আসিয়া অচিন্ত গীতো বৰকনীনী
আগোৰ কথা বিশ্বাসাৰ—মন তাহাবে তিচৰিত কৰিয়া
ধৰিয়া রাখিবে চাৰ কিল পাৰে না।” এই অচিন্ত পাৰীৰ
নিশ্চ বাজাৰে আদাৰ থবৰ গানেৰ সুন্দৰ হৃচাহা আৰ কে
বিতে পাৰে।

এই কাৰণে তিচৰাক গানেৰ বৰ হাপাইতে সোৱাচ
বেশ কৰি। কেন্দ্ৰ গানেৰ বহিতে আসল ভিনিয়াই
বৰ পড়িয়া যাব। সঙ্গীত বাব দিয়া সঙ্গীতেৰ বাহনজলিকে
সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেন গণপতিকে বাব বিয়া
তাহাৰ মুৰিকটকে ধৰিয়া রাখ।

গৃহস্থীৰ।

বিলামুৰ আৰাপ সুধ হইতে বধন কৰিয়া আসিলাম
তখন ঘোষিদামা চৰনুৰেৰ পৰামোৰেৰ বাগানেৰ বাস
কৰিবেছিলেন—আমি তাহাবে আৰাপ এহে কৰিলাম।
আৰাপ সেই গোৱা। সেই আলঙ্কাৰে আমৰে অনৰ্মাণী,
বিবাবে ও বাকুলতাৰ চড়িত, যিচ আৰাম দৰীতীৰেৰ সেই
কলামৰিকৰণ দিনৱাতি। এইখনেই আৰাপ স্থান, এইখনেই
আৰাপ অভিষ্ঠৰে অৱপৰিবেশ হইয়া
থাকে। আৰাপ পকে বালাকোৱেৰ এই আকাশভৰাৰ
আলো, এই দক্ষিলেৰ বাতাস, এই গোৱাৰ প্ৰাণহ,
এই রাজকীয়াৰ আলসা, এই আকাশৰেৰ নীল ও পুৰীবৰীৰ
মৰুৰেৰ মাৰখানাৰ চৰ বিগতপ্ৰসাৰিত উৱাৰ অৰকাশৰেৰ
মধ্যে সমস্ত শৰীৰৰ মধ্য ছাড়িয়া দিয়া আৰামদৰ্শন—হৃচাৰ
জল ও শুধুৰ বাবেৰ মতটো অভিষ্ঠৰক ছিল। সে ত
পুৰ বেলি দিলোৰ কথা নহে—ত্ৰু হতমদৰে সুনৰেৰ
অনেক পৰ্যবেক্ষণ হইয়া দিয়েছে। আমাৰে তক্কজ্ঞায়-
প্ৰচণ্ড গম্ভীৰে আৰামদৰ্শন কৰিবলৈ কলকাতাখাৰা,
উচ্চ বাজাৰ মত প্ৰেম কৰিয়া দো শৰীৰৰ কৰিবলৈ
নিখৰ হৰ্তুলিতে চাঁচাৰ মধ্যে কলকাতাখাৰা
বেণুন-মোসাইটে চাঁচাৰ মধ্যে কলকাতাখাৰা

ভালই—কিন্তু নিরবচ্ছিম ভালো এমন কথা ও জোর করিয়া
বলিতে পারি না।

ଆମର ଗଣ୍ଡାତୀରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନଶୁଳି ଗମ୍ଭୀର ଜଳେ ଉତ୍ସର୍କରା ମୂର୍ଖବିଶ୍ଵିତ ପରାମର୍ଶର ମତ ଏକଟି ଏକଟି କରିବା ତାମିଆ ହାତିଛି ଲାଗିଲି । କଥନେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ହାତୋରେନିଯମ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗତିର "ଭରାବାର ମହାଭାବର" ପଦଟିତେ ମନେର ମତ ଫୁଲ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଷାର ରାଗିଳି ଗାହିତେ ଗାହିତେ ଉପିପାତ୍ୟରିତ ଅନ୍ଧାରାଜ୍ଞ ମୟାହୁ କ୍ୟାପାର ମତ କାଟାଇଯା ଦିତାମ । କଥନେ ବା ଶ୍ରୀମାତୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମର ନୌକା ଲାଇଜା ବାହି ହଇଯା ପଢ଼ିବା—ଜ୍ୟୋତିରାଳୀ ବେହାଳା ବାଜାଇତେନ ଆମି ଗାନ ଗାହିତାମ । ପୁରୁଷ ରାଗିଳି ବଳମ୍ବ କରିଯା ମେଲିଯା ବିତ—ଏବଂ କୋଣାକାର କେନ୍ଦ୍ର ଏକଟି ଚିତ୍ରନିତିଭାବ୍ୟ ଘୃଗନ୍ଧେଲନରେ ବସମ୍ବାୟୁରୁ ନିର୍ମାତାରେ ବନ୍ଦଶ୍ଵରୀର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଅପରିଚିତ ଗୋରେ ବେଦନ କଷକାର କରିଯା ବିତ । ନାଡିର ସର୍ବରୋଧତଳେ ଚାରିରିକ ଗୋଲ ଏକଟି ଗୋଲ ସର ଛିଲ । ମେଇଥାମେ ଆମର କବିତା ଲିଖିବାର ଭାଙ୍ଗା କରିଯା ଲାଇଟାଇଲାମ । ମେଘନା ବସିଲେ ଦନ ଗାହରେ ମାଧ୍ୟମିତି ଓ ଗୋଳ ଆକାଶ ଛାଢା ଆର କିଛି ଚାହେ ପଢ଼ିବି ନା । ତଥାନା ସନ୍ଦାସନ୍ତିତରେ ପାଗ ଲିଲିତ୍ୱେ—ଏହି ଘରେ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ କରିବାଇ ଲିଖିବାଇଲାମ—

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଆକାଶେବ କୋଲେ

ଟୁଲମଳ ମେଘେର ମାର୍କାର—

এইখানে বাধিবাছি দৱ

ତୋର ତରେ କବିତା ଆମାର ।

ବିରିଜା ଆସିଯା ନଦୀତାରେ ଛାଡ଼ିଟାର ଉପରେ ବିଛାନା କରିଯା ବନ୍ଦିତାମ ଥବନ ଲାଗେ ହୁଲେ ଓର ଶାସ୍ତି, ନଦୀତେ ନୋକୀ ପ୍ରାସା ନାହିଁ, ତୀରେ ବନରେଖା ଅକ୍ଷକରେ ନିରିଦ୍ଧ, ନଦୀର ତରମ୍ଭକିଣୀ ପ୍ରାସାହେତ ଉପର ଆଗେ ଝିକକିଳିକ କରିତେବେ ।

ଆମର ବେ ବାଗାନେ ଛିଲା ତାହା ମୋରାନ୍ ଶାହେରେ
ବାଗାନ ନାମେ ଥାକେ ଲିପି । ଗପ ହିତେ ଉଠିଯା ଧାଟେର
ମୋଗନ୍ଦଳି ପାଥରେ ସୀମାନେ ଏକଟ ଅଶ୍ରୁ ଝାରୀର୍ଥ ବାରାନ୍ଦାର
ପିଲା ପୌଛିଛି । ମେହି ବାରାନ୍ଦାଟିକ ବାଢ଼ିର ବାରାନ୍ଦା ।
ସରଜନି ମୟତ୍ତମ ନାହେ—କୋମେ ଘର ଉଚ୍ଚ ତଳେ, କୋମେ ଘର
ଛିଟାରି ଧାପ ସିନ୍ଧି ବାହିରୀ ନାମିଯା ଶାଇତେ ହେ । ସରଜନି
ଘର ବେ ମସରେଖା ତାହାଙ୍କ ନାହେ । ଧାଟର ଉପରେଇ କୈଟାନ୍
ବାରାନ୍ ଧରିବାର ମାନ୍ଦିଲିତେ ରଙ୍ଗିନ ଛିଲାଗାଳ କାହିଁ କାହିଁ
ଲିପି । ଏବେ କମିଶ କମିଶ, ନିରିବ ନିରିବ ପେଟିଷ ପାହେର
ଶାଖାର ଏକଟ ମେଳା—ମେହି ମୋଳା ମୌଛିକାହାଗତି
ନିର୍ଭିନ୍ନିକୁଣ୍ଡ ହେଉଁ ଛାଇତେଛେ; ଆର ଏକଟ ଛିଲ, ଛିଲ,
କୋମେ ରହ୍ମାନାରେ ସିନ୍ଧି ବାହିରୀ ଉତ୍ସବରେ ମଜିତ
ନରମାରୀ ହେବା ଉଠିତେବେ କେବ ବା ନାମିତେବେ । ମାରି

ইয়া যেমন মৌহারিকাকে স্থিতিছাড়া বলা চলে না কারণ
তাহা স্টির একটা বিশেষ অবস্থার সন্তা—তেমনি কাঁবোর

ম সংখ্যা]

জীবনশৰ্ম্মাত

ফটুকে ফাঁকি বিলিয়া উড়িষ্যা নিলে কান্দামাছিতের
কটা সন্তোষেই অপলাপ করা হয়। মাঝেরে মধ্যে অবস্থা-
শেমে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যাক্তের নেদনে, যাহা
পরিষ্কার ভূতাৰ ব্যাকুলতা। মহাপ্রকৃতিতে তাহা সত্তা
তরঙ্গ তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কি কৰিয়া!
রূপ কৰিবার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে
ক'না মূল্য নাই বলিয়া তক্ক কৰা চলিতে পাবে। কিন্তু
হইবাছে। সকল স্টিটচেই মেম হই শকি'র লীলা, কান্দা-
মাছিত মধোৰ কেমনি। বেথানে অসামজিক অতিরিক্ত
অধিক, অপৰা সামাজিক বেথানে সম্পূর্ণ, সেথানে কান্দামাছিত
বোঝ হয় চলে না। বেথানে অসামজিকের বেথানাই প্ৰকাৰ
ভাবে সামাজিকে পাইতে ও প্ৰকাশ কৰিবলৈ চাহিতেছো
সেইথানেই কৰিব। বাধি'র অবৰোধের ভিত্তি হইতে
নিঃখানের মত বাধি'গৈতে উচ্চ পিত হইবা উচ্চ।

কেবলারে নাই পলিমে কি অভ্যন্তর হইবে না ? কেননা বায়োর ভিত্তি দিয়া মাঝে আপনার জন্ময়েক ভাষায় কোরাশ করিয়ে চেষ্টা করে ; সেই জন্মদের কোনো অবস্থার ঘটনার পরিচয় যদি কোনো লেখার ব্যক্ত হয় তবে সহজে তাহাকে কুড়ুষ্যা রাখিবা দেরি - ব্যক্ত যদি না হয় বেই তাহাকে ফেলিয়া দিবা পাকে। অঙ্গের জন্ময়েকে ব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ করিবার নাই করিবার কথা পাপ নাই। যাহুদের মধ্যে কুটী ব্যক্ত আছে। বাহিরের দৰ্শন, বাহিরের জীবনের পরিচয় ও আবেগের গভীর অস্তরালে যে মাঝেষ্টা সিংহ আছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনি না ও কুণ্ডলা পুরু, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সন্তাকে ত লোপ করিয়ে দেওয়া হইলে পর দৃষ্টিকাণ্ডে উচ্চস্থরে শারীর বাসে নাই বলে কিংব তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আমর করিয়া নাই নাই তাহ নাই। আমার অজ্ঞ কোনো একবেদ আমি প্রয়োগ করিয়া—মুদ্রণশক্ত রোজ্ব কষ্টকার বিবাহ-সভার ধারের কাছে বাস্তু বাস্তু পৌঁছাইলেন ; রমেশবাবু বৰ্ষিম বাস্তুর গলায় মালা পাঠাইতে উজ্জ্বল হইলেন এমন সময়ে আমি দেখিলে উপরোক্ত হইলেন। বৰ্ষিম বাস্তু ভাবাকৃতি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, “এ মালা হইছাই প্রাণ্য—রমেশ তুমি স্বাক্ষাসীল প পরিচাহ ?” তিনি বলিলেন “না ।” —তখন বৰ্ষিম বাস্তু স্বাক্ষাসীলের কোনো কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরুষত্ব হইয়েছিলাম।

ପ୍ରିସ୍ ବାବୁ ।

। তখন সেই অস্ত্রনিমানীর শীতার বেদনার মানস-
ক্ষমতি ব্যর্থিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কেবল
শেষে নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন
হাতাহাতে হে চোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার
মধ্যে অর্থবৎ কথার চেয়ে অর্থহীন স্বরের অঙ্গশই দেখি।
কানাস্বীতে যে বিষণ্ণ ও বেদনা বাস্ত হইতে চাহিয়াছে
তাহার মূল সংস্কৃত সেই অস্তরের মধ্যে—সমস্ত
প্রাণের মধ্যে প্রথমে আছে পেশগুণে জীবন কেবল
তাহার মধ্যে পেশিতে পারিয়েছেন। নিচৰ অভিভূত ডেক্কে
বন্ধন হংসপুরে মধ্যে লড়াই করিয়া কেবলে মতে আসিয়া
প্রতিটে চায়—ভিতরের সংস্কৃত তেমনি করিয়াই বাহিরের
মধ্য ছাটিলতকে কাটিয়া নিলেকে উক্তর করিবার জন্য
করিতে থাকে—অস্তরের গভীরতম অলকা প্রদেশের
কল্প ঘূর্জের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষার স্বাক্ষীতে প্রকশিত
এই স্বাক্ষীতির রচনার হাতাহ আমি এমন একজন
বৃক্ষ পাইছাইলাম যাহাতে উসাহ অহুক্ত আলোকের মত
আমাকে কাব্যচনার বিকশেষচারী প্রাণগুকার করিয়া
বিস্থালিব। তিনি শীতু প্রিয়া সেব। তৎপূর্বে তা-
কান পরিচা তিনি আমার আশা তাঙ্গ করিয়াছেন, স্বাক্ষীতে
তাহার মন পরিচা লইলাম। তাহার সব
বাহিরের পরিচয় আছে তাহার আলেন সাহিতের সাত
সন্দেশের মধ্যে প্রিয়। দেশী বিদেশী অৱৰ সকল ভাবার
কলম সাহিতের ডুর্বলতার ও পরিচয় তাহার সমার্থক
আনন্দে। তাহার কাছে বসলে ভাবারের অনেক
দুর্বিস্মের মৃত্যু একবারে দেখিতে পাওয়া যাব। সেটা
আমার পক্ষ ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিতা সবক্ষে
পুরু সাহসের মধ্যে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—
তাহার ভালালগা মন্দগালা কেবল মাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰে

কথা নচে। একদিকে বিখ্যাতিতের সম্ভাগের প্রবেশ ও অভিমিকে নিজের শক্তি নির্ভর ও বিদ্যুৎ—এই চূঁটি বিষয়েই তাঁহার ব্যক্ত আমার বৌদ্ধনের আৰাষ্ট কালেই যে কত উপকার কৰিছিলেই তাহা বলিয়া শ্ৰেণ কৰা যাব ন। তখনকাৰ নিমে যত কৰিবাই তিথিয়াছি সম্ভৱত তাঁহাকে কৰিবাই এবং তাঁহার আমন্ত্ৰণের হৰাই আমৰ কৰিবাই শুলিৰ অভিমুক হইলাব। এই সুন্দোগীটি যদি না পৰিকল্পন কৰে নৈশ গ্ৰহণ বৰে তাৰ চৰাগৰে বৰ্ষা নামিত ন এবং তাঁহার পৰে কোৰেৰ সম্বলে ফলন কৰ্তৃ হইত তাহা বলা শক্ত।

ত্ৰীৰীজননাথ ঠাকুৰ।

জ্যোৎস্না

(পল আলমেৰে বৰ্ম বসন্ত হইতে)

বৰষ শশৰ

চাসিছে বৰ' পৰ,
প্ৰতিতি শাখে শাখে
পাতাৰ কাঁকে কাঁকে
উঠিছে শুজন,

হে হৰ্ষ-ৰঞ্জন!

সৱন্নী চুম্বিল
মুহূৰ অবিকল,
তৰাল-কালোকাৰ
তাহাতে মুহূৰী
বায়ৰ কুন্দনে,
তুমি এস ঘণে!

গাঁভীৰ কৈমলতা
নিৰিড মীৰবতা
বঙ্গিন আলিমন
হচ্ছে বৰিম,
গগন নিমগন,
এই ত সুলগন!

চাক বসন্নোপাধ্যায়।

মুক্ষিল আসন

(গু)

টৈন ছাড়িতে যখন দৰ মিনিট মাত্ৰ দৰী—সেই সহয় পোবিক বাবু ও তাঁহার শুক্রজ্ঞানিকে বহন কৰিয়া এক-খণি হয়েলো গাঁভী আসিয়া ছেশেৰে বাধিয়ে দীক্ষাটি।— মেটেডোনোৰুগলিলে টানাটোন কৰিয়া ফেলিতে ফেলিতে বাবু ভাকিলেন—“কুনী—কুনী।—ইধৰে ! ইধৰে—কুনী—পোকুনী !”

ইন্দ্ৰিয় বালক কুনী লিঙ্গটৈ দীক্ষাটো ছিল, তাঁহার মধ্যে এককন টোঁট মুচুকুয়া একটু হাসিল, আৰ একজন বলিল, “টিৰে ত আ পিয়া বাবু ! অৰ—”

বাবু দিয়া বাতৰেৰ পোবিদিবাৰু বলিলেন—“টৈন এয়েছে তা ত দেখতেই পাইছি বাপু !—বিষ্ট কতক্ষণ দীক্ষাটো তা বলতে পাৰিমি। আজ গাঁভীতে যে আমৰ না গোলৈ নয় !”—

কুনী উত্তৰ কৰিল—“বিশ মিনিট ভীশ মিনিট হোগা মানু ! অৰ, ছোকো কুচ, দেৱী নেই হারা !”

“বিশ না রিপ রে ? ঠিক কৰে বল না !—জাহাল-পুৰে যে অমেৰিকশ গাঁভী থামে !—তাহোক—তোৱা আমৰ বাবু হুটো আৰ এই বিছানাৰ লগেছেটা তৈনে তুলে দিবি চল ! কাগলপুতৰে গিয়ে ওজন দেব এখন !”—পৰে বয়েল গাঁভীৰ কাছে আসিয়া হোট টিনেৰ হত্তৰাণি শহিয়া বলিলেন—“নেবে এস ! ...শীগুৰী চলে এস ! আৰ গাঁভীৰ সম মোটে নেই, বৰষ ত ত তখনি, হেলেৰে পা কাটল ত কাটল, গাঁভীতে উঠে জলপটা বিশ, তা না কৰে তুমি সাতবৎ দেৱী কৰিব ?...এখন থোক রেটো !”

আমোদানেৰ ভিতত হইতে যিঃ যিঃ কৰিল উত্তৰ হইল, “ও স ! কোঁকাটো লেগে হেলেৰে আকুলটা অমন কৰে কেটে গেল, বকে কৰতগো—চু-চুটো নথ একেবোৰে উঠে গোছে, —সে নিয়ে বুৰি কোঁখা ও শাওঁা যাব ?—কি মে বল ?”

“হ্যা ! আমি ত অমনি বলি ! এখন যিবে যাও, যিয়ে সোমবৰৰ ঘৃণ্ডো মেৰেৰ বিয়ে কি কৰে দৰ ও দেখ্ ব তথ্য !....যাক শীগুৰীৰ নেবে পড়....চল চল টেশেনে চল, —তুমি খোকাকে নও—আহ মদন !—হুই এই

১ম সংখ্যা

মুক্ষিল আসন

পেটিলা হৃষী নিয়ে খুৰীৰ হাত ধৰে চলে আৰ.....আৰি টিকিট কিনতে যাচি ?—আ—হা ধীভিয়ে কেনে ?— যা বি, ইন্টোৱ কাঙ্গা বার্গ ইন্টোৱ মাতে হোক একধাৰা মেঘেগাঁড়ীতে উঠে পড় গিয়ে—চিমন্ত সব !”

মাঝে যেৱেতে একধাৰ চোখে চোখে চালিল ; পৰে একটু উৱেছেৰ স্বৰে মদা বলিল, “তুমি ঠিক আসুবে ত বাবা ?”

“আসুব না ত দাপ কোন চুলোৱ ?—যা না তোৱা,—সংগ্ৰহ মত দাচিয়ে তুৰ ! যাবি ত বাবৈলৈ ধৰ গৰে ত বাবা ?”

বলিতে বলিতে বাবু টিকিট ধৰেৰ দিকে ছুটিলেন। বাবুতো সম্মু পশ্য লক্ষ্য নাই, বাৰান্দাৰে উঠিতে একটা নীচু গাঁপেৰ লণ্ঠনে ঠৰ কৰিয়া যাখা দুক্কিলো গেলে। “উঃঃ উঃঃ উঃঃ গোৱে রে !”—বলিয়া মাঘাৰ হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনিই আগ্ৰহ চৰাবি।

বিকটেই একজন বেলওৰে কনষ্টেল দীক্ষাটোৱা সমষ্ট দেখিবলৈকে, পুলিশবাসিনিঙ্গ দীৰ গাঁভীৰ স্বৰে সে বলিল, “তিনি দৰ্শন দাগতা দাগতা ধাৰা ! বাবু ! অৰ ভিৰু যাবেকো হচ্ছু নেই !” এবং বাবু আগলাইয়া দীক্ষাটোৱে।

“হচ্ছু নেই ? বলকি বাপু ? এ যে মুন কথা !—মুক্ত গে, এই নাগ, পান মেও ! আমৰ ছেডে দাও—, আমৰ মেয়ে হেলে সব গাঁভীতে উঠেছি !”

পলিস পৰিয়া দীক্ষাটোৱে। বাবু আৰাব ছুটিলেন। একজন ডেবেলো মূলমানৰ বলিতেছিল, “কাহে হালাকানু হোতে হৈ বাপুমান ! হুম্বা টিবেনদে যাইছে,ইস্বৰূপ টিকিট মিনা ও গাঁভীপৰ চচ্চা মোনো জুনু হোগি !”

“চূঁ কৰ বাবু তোৱা একটু চূঁ কৰ ! আমি যেন এমনি বেঁকা তাই—সুলাই লিলে কেৱলি আমৰ শেখতে প্ৰেছেন !—খালি দাব আৰ বাবা !.....একধাৰ টিকিট-ধৰে পোছেতে পাবে যে বাঁচি !”—তখন টিকিটধৰেৰ জাহালোৰ আৰ গোলা নাই,—তৰল টিকিটাটোৱাট মুখে ছুটিয়া লইয়া নিশ্চিন্তভাৱে টেন টেশেনাটোৱা ও গাঁভীৰ পতিতিবি লক্ষ কৰিবলৈকেনে। এখন সময় জ্বাল পোবিক-বাবু আসিল, বলিলেন, “এই যে নৱেন ! নুষ্ঠ যে বাবা ?”

নৱেন মুখ হাসিয়া ধাঢ় নাড়িল। গাঁভী তেশেন ছাড়িয়া বাহিৰ আসিল। ইতো পাৰে জাহালুপুৰেৰ বাবিলভৰত বল্কৰখনা ; অন্তিমূৰে একটি একক পৰকৰ মাদা দুলিয়া দীক্ষাটোৱা কৰাব। বেলগুৰেৰ ছুটিবলৈকে নিষ্কৃতি গ্ৰহণকৰাবৰাতৰ বাবা !

গাঁভীৰ কাপড় খুলতে খুলতে ইন্দ্ৰিয়ৰ মাতৃ বলিলেন।

৪৩

চাৰখনা বৰ্ষমানেৰ ইন্টোৱেৰ টিকিট, ...মাতৃ কুনীৰ দাও, তোৱাৰ ভৰসেতোই—”

আৰ তোৱাৰ মুখ বিগু কথা বাহিৰ হইল না, মেলি ধৰিলা ইপাপিতে লাগিলেন।

“আৰা যে ! এত ভাঙ্গাতাড়ি !—আৰ সমৰ—”

“দে বাবা, আগে টিকিট ব'ধানা কেলে দে, তাৰপৰ সেৱ কথা হবে এখন ! তোৱাৰ মাঝী গাঁভীতে বেল আছে— তঙ্গ মন্দাৰ বে, না গেলৈ নৰ ! বৰ্ষমানেৰ টিকিট !”

নৱেন কৰাৰ প্ৰতিক্রিকে আপনাবৰ টেলিবেলৈ প্ৰতিক্রিকে আপনাবৰ চাহিল—পৰে চাৰিসিকে চাহিলো নিয়ৰবৰে বলিল, “বৰ্ষমানেৰ ত টিকিট কাটা নেই—এই মিন হংশিৰ,—, ক আনা পৰলা—”

“তাৰ ভৱ আটকেবাব ন !—নও—এস বাবা !—তোৱাৰ ভাল হোক !—মদন বিয়ে বাঁচ ত ?”—

বলিতে বলিতে ততক্ষণ তিনি টেলেৰ নিকট আসিলেন। দেখিলেন গোঁভী গাঁভী পাই গাঁভী উঠিগোৱে কিন্তু তাৰ ছাইটো তখনে পাইগোৱা—জন্ম ভৰণ কৰিয়া কুলীতে ও একজন টেশেনেৰ লোকেৰ বৰে যে বচা হইতেছে।

“তোৱে তাৰে কি বাপু ! দেখো মাৰ্ব সেৰখনেৰ লোকেৰা ত দৰে বৰু নেৰে— দে দুল দে !”—

বাবু ছাই কেৱলমতে গাঁভীতে তোৱাৰ যিঃ—হাত-বাটীত গীৰ হাতে হাতে দাঁড়াতে তোৱাৰ যিঃ—হাত-কাছাকাছা কেৱোৱা না ! দেখো !”

গাঁভী তথ্য মুখ মুখ চলিষ্যতে আৰাষ্ট কৰিবাই—তিনি পতিতিষ্ঠত পাশেৰে পাশেৰে পাইগোৱা ছিল ; মুখ বাপুয়াৰো পোবিদিবাৰু তাহাকে বলিলেন, “দেও নৱেন ! নিষ্কৃত

নৱেন মুখ হাসিয়া ধাঢ় নাড়িল। গাঁভী তেশেন ছাড়িয়া বাহিৰ আসিল।

জাহালুপুৰেৰ বাবিলভৰত অন্তিমূৰে একটি একক পৰকৰ মাদা দুলিয়া দীক্ষাটোৱা কৰাব। বেলগুৰেৰ ছুটিবলৈকে নিষ্কৃতি গ্ৰহণকৰাবৰাতৰ বাবা !

“মা গো ! এই গরমে কি এই ঘোকড় গায়ে প্যাসেজের গাড়ী থাবাবত দৌরে দৌরে চালতেছিল। কুমি আরও গর্জে তাস ছিল, অক্ষগ্রেষের মনোয় টেন খিদ্বতীয়া পাহাড়ের ভিত্তি দিয়া চলিতে আরস্ত করিল। বালক বালিকারা মৃদু বাহির করিয়া চেতুতে লাগিল। একটু মুঠো প্রসাম মুখে বলিতে লাগিলেন, “ও মা ! ঠিক যেন সাঁও হয়ে গেছে ?”—মন্দার মাতা মৃত্যু হাত করিয়া বলিলেন, “চুপ্পুর বেলায় এতটা আবেগের দেখায় না, সকোও হয়ে এল কি না !”

সন্ধার মা এই রম্ভীর বলিবার ভঙ্গী ও অনের বহুর ও অর্থনাট্টারের শুভ দেবিয়া বুলিলেন যে ইনি কিছু ধনের গৰ্হণ রাখেন। মনে একটু হিসিগু মুখে সূর হাসির সহিত বলিলেন, “আর মা, শিকের চাদর নেবে কেবেকে ! একটু প্রীতির ওপর এতগুলো মাঝের ভাব, তারপরে আবার মাথার আঙুল—নেবের বিদে না দিল না,—এখন—কার নিমের কাহাত বঙ্গি নিমের বাপার ও আপনারা সবই জানেন,—বি কার বি করি মা ! বাহিরে আসা—আই এটা জড়িয়েছি !”

পোতা তাহার কথায় কিছু সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তুল শ্বেতাস্তু নিকটে আনিয়া বলিলেন, “ওঁ এবং যুব তোমার নেবে ?—বিদ্যে লিঙ কেবেয় ?—বৰ কী পান ?—কি কি চায় ?”

“দেশী বি হয়ে হবে। আমৰা পাশকুৱা বৰ কোথা পাব মা !—চেলেৰ বাপ কি চাকুৰী কৰেন, ছেলে কি কাম কৰে—এতেই ব্যৰ কথে মেৰে তুল ও হাজারট টকার কথ ত নন ! এই দেশু না গৰন্মাতেই ত আটশ টকা পড়ল !”

“হাজাৰ টাকা ?” পোতার চোখে মুখে অবজাৰ হাসি দেলিয়া উঠিল। “মোটে হাজাৰ টাকা ? ইই তোমার বৰচ ! আমৰা বীণার বিদেতে শুল্ক বিয়েৰ ধৰচ পড়েছি তাৰ হাজাৰ ! তারপৰে তৰ তৰিত ত আলামা !”

সন্ধার মা হাসিলো উঠিলেন, “ওমা চাৰ হাজাৰ টাকা যে আমৰা চোখেৰ মা ?—ওই মোটে পকাশত টাকা মাহিনে—এতটা থৰচ—আমৰা অত টকা কোথাৰ পাৰ ? এই বা মিতে হচে তাহেই আমাদেৰ হাত ভেড়ে গেছে !”

পোতা আৰ কিছু বলিলেন না। এই পৰিবারৰ প্ৰতি মেন কিছু উৎস হইয়া বাহিৰে মুক্তি কৰিয়ে লাগিলেন। মুক্তি যেন—“তবে আৰ তোমৰা কী !”—

১ম সংখ্যা]

মুক্তিৰ আসন

কুমি নিকটে আনিয়া বলিল,—“কীহা মিশৰজী ! কীহা ? এবং মৃত্যু জানালোৱা বাহিৰে মুখ বুলাইয়া, দেশটীটা ইংৰেজ বুলিয়া বিল।

গাড়ী তখন ছুটতেছে। বাহিৰে কক্ষকাৰ, নবাগতাৰ মুখ দেখা যাব না। কিন্তু বৰাবৰিৰ ভিতৰে উজ্জল আলোকেৰ মধ্যে মেই মৃত্যু শপুৰ ওকনাটাৰ বৰচুটিৰ প্ৰতিৰ লক্ষণৰ অজ্ঞ সকলেৰ বাপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাৰ্শ্বতাৰ গুৰুতাৰ তাহার ছেলেটিৰ অকলী নিম্নাভূতে কিছু বিৰক্ত হইয়ে আছিল এবং নমনীয়াৰ মৃত্যু পোমে—“বেধ্য বিৰি, মারী দেৰাবা—হৈলো উঠিয়াছিলেন না, নড়লে কি হত না ? আমাতে বোৰ্ত আৰু সৰে বস্তমান !” বলিলা নিৰক্ষি প্ৰকাশ কৰিতে কৰিতে তাহার মূখ দেবিয়াৰ অজ্ঞ অভৈন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিৰক্ত সময় কৰিয়া তিনিটি প্ৰথমে বলিলেন, “হাঁগা ভুমি কি লোক ? কোথা যাচ ?”

মন্দাৰ বলিতে বলিলেন—তিকিট বাহিৰ কৰিয়েছিলেন, মুক্ত চটু কৰিয়া তাহার হাত হইতে তিকিট টানিয়া দিল। পৰে একটু হাসিয়া বলিল—“খাট কৰিমান্ক টিকিস !” আপ লোগ হিথাৰ আইয়ে—“বলিতে বলিতে রুক্ষের হাত ধৰিয়া পে টানিয়া লোঁয়া চলিল, বৰ্মীয়াৰ তাহাদেৰ পশ্চাৎবন্ধী হইলো বলিল, এবং কামারুল সুম্মেৰ মুখে একবাৰ কামারুল সুম্মেৰ বাবে বাপীয়া বাপীয়া হইলো—“হাঁ দুশ্যা—”

পন্থা বারিতেছিল—এখিনেও বাঁধি বিল, মেৰেৰ পৰ পৰ স্থানে হিৰ হইয়া বলিয়াছেন, এমন সময় দেখা গোল, অৰ্পণ অকৰকোৱা মধ্যে কে একজন স্তৰগণে মেই দিকে আসিয়েছে—মুক্ত মধ্যে সংকৰে বৰাবৰ একজন ঝৌপোক আনিয়া শিকিপত্তাতাৰ সহিত হাতল দৃশ্যাইয়া নিয়েৰ মধ্যে মেই কৰে প্ৰেৰণ কৰিল। গাড়ীৰ আবোহীনীয়া একবাৰ হী না কৰিবার চোঁট কৰিয়েছিলেন কিন্তু তাহার পুৰুষী সেঁৰাৰ কৰণ কৰিবারে এবং টেন মৃত্যু মৃত্যু চলিতে আৰস্ত কৰিবারে।

সে ঝৌপোক, হৃতৰাণ আপন্তি কৰিবার কোন কাৰণও নাই।—কিন্তু সকলে বিশ্বিত কৰে দেৰিতেছিলেন—এ কোন জাতীয় ?—সৰ্বাপে এমনভাৱে চাৰৰ জড়ান যে সে পশ্চিমে কী বাসালী বা মৰহাটাৰ তা঳া বুৰিপুৰ কৰিবার নাই। সমে কোন পুৰুষ বা কিছু বৰাবান্দি নাই। সহসা কোথা হইতে সাঁধোৰ আৰাদেৰ মধ্য দিয়া ও আছুত জীবট তাহাদেৰ পথগতিমী হইল ? একে ? কোথায় কোথাম কৰে ন উনি ?

তৃতীয় সকলেই তাহাকে দেৰিতেছিলেন কিন্তু সে কাহারও প্ৰতি কিছুমাত্ৰ লক্ষ কৰিব না, দ্বিপদে তাহাদেৰ মধ্য দিয়া চলিলা এক কোমে ফেল—তাহার পৰ শাৰিত শিল্পে বৰীয়ে দীৰে মৰাইলা, পাৰেৰ কাছেৰ পোটমান্টটা ভিতৰে ঠেলিয়া গিলা একপাশে গিলা বসিল

সকল ব্ৰহ্মীৰ মথেই বিৱক্তিহীন দেখা যাইতেছিল।

তখন রাজি হইয়াছে। বালকদালিকাৰা মুহাইতে গৱান আগস্তকেৰ অটোচো দেৰিয়া তাহার পৰিয়ে লাগিল। ঝোলোকেৱা জিনিষপত্ৰ পোচ কৰিয়া কেহ টুকে কেহ বিছানাৰ লগেজে দৰিয়া ছেলেদেৱ ভূতৰ স্থান কৰিয়া দিলেন। দুইএকজন বা মেজেতেই একটু বিছানা বিশেষজ্ঞত বৃহৎ এবং জনতাৰ অৰুণপত্ৰ। এখনে টেন পামিতেই অৱৰুদ্ধস্থাৱা হেচ কেহ মধ্যে কাপড় ঢানিয়া মুখ ফিৰাইল। কেহ বা সেচুরুল অপেক্ষা না রাখিয়া যথেচ্ছত্বে দেৰিয়ে লাগিল। হই এক মন্তেৱ সঙ্গী অভিভাৱকেৱা আসিয়া স্লোকদেৱ কৌণ্ডকৃতুল প্ৰযোজন বা অৰুণিয়া আছে কিমা বৰ্ণে দৰিয়া দিলেন। গোবিন্দ বাৰু আসিয়া দিলেন, “এখনে মাল ওজন হবে না, একেবেগে নেবেই হৰে—দেক্কত বৰচ পড়ে—তা কি কৰব?”

তখন সকল উত্তোল হইয়াছে। প্লটকৰ্ষে যথাৰ্থত চা চুক্তি, মোড়া বৰকেৱ সতে “গৰ্মাগৰম সূৰ্যী বিছাই” “অবকঞ্চলপান” “লিয়ে বাৰু পাকা তৰুজুৰু” হাতিয়া ফেৰিগোলারা পুৰিয়া বেড়াতেছিল। সঙ্গীদেৱ নিকট আনাইয়া ঝোলোকেৱা সকলেই কিছু কিছু কিনিল। বালক বালিকাৰা অৰ্পণা ভাবে “আ আমাৰ অবেই! গৱনা আৰ কি দেব তাই? এই দ্বাৰাই না, গৱনা ত সংসে নিয়েই যাইছি!” দলিল হাতবাহান্তি সন্ধৰে ঢানিয়া আনিলেন।

তখন সকল স্লোকেই একমেৰে সেইবিকে দৃষ্টিপাত্ত কৰিয়াছে; যাহাৰা শৰণ কৰিয়াছিল তাহারাও উত্তোল বলিল, সহস্র সুজ্ঞাত হইয়া নিন্দাতৃৰ শিক চীকৰ কৰিয়া উঠিল। অনন্মেৰে কিছি সেনিকে লক্ষ্য নাই,—“হাৰ দিয়েছ কেন নেকলেশ দিয়েই ত ঠিক হত”—“আৰ কি কেতে ও পাতাকাৰেৰ চূড়ি পৰে? কুচো চূড়ি মাওনি কেন?” অক্ষতি মন্তৰ প্ৰাক্ষণ কৰিয়ে লাগিলেন। পোৱা ইতো অবজ্ঞাৰ স্বে বলিলেন, “নেহাং ‘কনে গৱনা,’ তা দেমন মাহী তেমনি ত দেবে!—শ্ৰেণ হৱেছে!” মন্দাৰ মাথ হাসিয়া বলিলেন, “আৰ পাৰ কোথা ভাই! এৱ জ্যোতি সেকৰাৰ কোৱা টাকা দৰ বইল, চেনা লোক তাই দিয়েছে!” রাজাৰ বিবাহেৰ অলঙ্কাৰ ছাড়া আৰও গহনা পৰে পিয়ে কাৰ নেই, কৃতি হলে রহিয়ি আৰাম রেখে এস,—তা না এ কৈ পিপে পড়াৰা?

মন্দাৰ মাতা বলিলেন, “আৰামেৰ ওকে বৰু কি মা তাকে ডেকে” দিয়ে? “তাহাতেও তাহার নাসিকা কুক্ষিত হইল দেখিয়া আৰ কেহ কিছু বলিলেন না।—কৰে পাঁচো আৰাম চলিল।

“হ্যা ও কথামা আৰামই বটে! কেবল এই হাত ছাঁচটা ঘোৰে—আৰণ”.....

তাহার কথায় বাধা দিয়া একজন বলিল, “তোমাৰ মোটে এই কথামা গৱনা! কুৰু বালা অনন্ত—”

তাহার কথাতেও হাসিৰ বাধা দিয়া মন্দাৰ মা বলিলেন,

“কি বলছ ভাই—গাৰ কোথা! বিহুৰ সহম দাপেৰ বাড়ীৰ গৱান ভেড়ে চুৰে ত্ৰৈ কথামা গা-চাকা কৰে রেখেছি! পৰি ত তেমনি! যেমন হৱেছে অমনি ধৰাই হৱেছে! গৰীব মাহীৰেৰ গহনা—ভান ক’কথমো বা আভৰণ কথনো বা পেট-ভৱণ?”

এ কথাপৰ আৰ কেহ কিছু বলিলেন না, কেবল বিধুৰ মণিলৰি একটি কৃত নিখাপ দেলিলো মৃত হাতৰ কৰিয়েলেন। মন্দাৰ মা বাহুটি বৰ্ক কৰিয়ে কৰিয়ে বলিলেন, “বৰ্ক হৱেৰে জিনিস ক’ষা ভাই! ভাই মাথে সৰেৰে নিয়ে বাটি। যাবেৰ সামৰী তাদেৱ হাতে হাতে সৰ্পে দিয়ে তৰে আমাৰ নিতাৰা। মেঘে ত পৰেৱে জিনিস বৈ নঘ! এতিবন ধৰাটোৱে মাখিয়ে—মাজিয়ে পৰিয়ে পৰেৱে ঘৰে পাঠাতে চলেছি?”

মন্দাৰ মুখ্যমানী মান হইয়েছ উত্তিল কিন্তু তাহার পাৰ্বেৰ সঙ্গীনী তাহার কানে কেনে বলিল “আৰ ঢাকাম কৰ কেন ভাই? মনেৰ কথা ত মনৰে জানছে?”

তখন আৰ মন্দাৰ না হাসিলো খাকিতে পারিল না, আঁচায়ে মুখ ফিৰিছিলো মৃত হাতে তাহাকে আমাদেৱ ভত সনা কৰিয়া বলিল, “যাও? তুমি বড় হৈছি!”

সঙ্গীনী বলিল, “তা ত বৰুৱাৰা, কিন্ত একটা কথা বলি, বৰ্কহান্দেৱ ঐ দিক তোমাদেৱ বাঁচী বৰুলাম, আমাৰ বৰ্কৰ বাঁচীও ত্ৰি বিলে, বাধানৰতলা জানত? তাৰত কাছে, তোমাদেৱ বাঁচী কি ত্ৰি দিকে?”

তাহার পৰ হৈ জনে একমেৰে বাক্যালাপ আৰাস্ত হলৈ, কিশোৰীৰ নাম কমকলতা, তাহার পিতা বাঁকীপুৰৱেৰ উকীল, সম্পত্তি সে মাতাৰ সহিত পিতালয়—ইংৱাৰ-বাজাৰ চলিয়াছে। তিমিহাত্ত হৈশেন নামিবে। শুনিলা মন্দাৰ আত্মত হুণ্ডিত হৈল। তাহারা যে আৰও অনেক মূল যাইবে। কমকেৰ জষ সভাই তাহার মন ধৰাপ কৰিয়ে ইষা দে মাহিৱি দিয়া কৰিয়া জানাইয়া লিল। কমক তাহার গাল টিপিয়া আৰ কৰিল এবং বধন একদেশে বাঁচী তখন কথনো না কঢ়িয়ে দেখা হইয়েছি বলিয়া আৰাম দিল।

জনে প্ৰায় সকলেই নিদানু হইতেছিলেন; মন্দাৰ মা বলিলেন “তৃতী মুৰিৎ ত মুৰো না মন্দাৰ, আমি হৈয়েটি ধৰাবৰ্দ্ধণ—এবং দেখিতে না দেখিতে পঢ়িয়াও গোলেন।

কিন্তু মন্দাৰ মুমাটিল না, সমান উৎসাহে কনকেৰ সহিত গৱান ভেড়ে চুৰে ত্ৰৈ কথামা গা-চাকা কৰে রেখেছি! পৰি ত তেমনি! যেমন হৱেছে অমনি ধৰাই হৱেছে! গৰীব মাহীৰেৰ গহনা—ভান ক’কথমো বা আভৰণ কথনো বা পেট-ভৱণ?”

মাথে মাৰে হৈট হৈট টেশন আপে ও পাৰ হইয়া যায়, যাচাৰ ভৌত মোটা নাই। একহানে আসিলো মন্দাৰ বলিল, “এটা আৰাম কি ইষ্টিশান? নাম যে ছাই কৰে ভাকলে বৰুতেই পারালাম না!”

কনক বলিল, “কেন? লঢ়িবেৰ গায় লেখা পড়নি?”

মন্দাৰ হাসিয়া উঠিল। বলিল “ওয়া, দে মে ইংৱিজি!

পড়ব কৰে গৈ—”

কনক একটি চৰকি হাসিয়া বলিল, “এটা ‘প্ৰিপনটা’ টেশন।”

মন্দাৰ দিয়ানন্দে বলিল, “তুমি ইংৱিজি ভান নাকি ভাই?”

কনক বলিল “হাঁ ভানি বৈকি, আমাৰ দাদাৰ কাছে পড়ি। তুমি ভান না?”

মন্দাৰ শক্ত হাতে বলিল “না!”—তখন গাঢ়ী ছাঢ়িয়া আগৰ চালিয়াছে, বৰ্ক তাৰাহেৰ কথা তুনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “কি নাম বৈ গা?—প্ৰিপনটা? কেন এই বে বালে ‘পীটেইপেটী?’ লেখা দেখেছি?”

তাহাৰ কনকও দেবিয়াছিল, একটি অপৰ্যুপ ভাবে বলিল, “তা হল ত কি? ইংৱিজিতে অমিন উচ্চারণ হয়?”

কনকেৰ মাতা হাসিয়া বলিলেন, “তোৱ মাখ হয়!”

“হয় না? তুমি দামাকে জিজেস কোৱো দিকিন?”

কনক বাগিছিল।

তাহাকে অভানু কৰিবাৰ জষ মন্দাৰ বলিল, “আজ্ঞা ভাই ইয়ে আলোগুলো অংহে—ও কি ভান?—”

কনক কথা বলিল না। মন্দাৰ আবাৰ বলিল “গাছাড়ে এই কৰম আলো বড় অংহে—দেখেছে?”

কনক শৰীৰ কথা কাহিত না, কিন্তু উপহৃত একটি ঘটনাকে ধৈয়ে ধৈয়ে ঘৰিল এবং বধন কেবল হইয়েছিল। মন্দাৰ শৰীৰকৈ বেঞ্চে একগুলি পঢ়িয়াও গোলেন।

—বৃক্ষ ইউনিটে কুরিয়া উটিলেন—তাহার কস্তা ও বধু তাঙ্গাটি পরিয়া তুলিতে তুলিতে বলিলেন, “আমা কা বৃক্ষ মাহসূ কোথাও শাখাগ কি মা ?” বৃক্ষের কিঞ্চ সেকগুয়া কান নাই, তাহার বস্তুর বে তিনি ত ঘুমান নাই ! এ কাগড়-জানুর মাঝি তাঙ্গাকে দাকা দিয়ে দেখিয়ে দিয়াছে।

বৃক্ষের কস্তা পূর্ববৰ্দ্ধ বদিও পচকে দেখিয়াছিলেন যে কেচে তাহাকে ফেরিয়া দেয় নাই—তখনে সেই নীরব স্নৌকোটকে গালি দিবার এই স্বরিষ্ঠান্তর তাহার তাগার করিলেন না। নিজেরের দল পুর দেখিয়া, “ও মাঝি কি কস্তা ! পেটে পেটে বজ্জতি নিয়ে কেহেন গাড়িল হয়ে বসে রয়েছে দেখছ না !” “বেঁ না পোড়ামূরীর মুখখানা দেখাবে হচ্ছে !” প্রতিটি রোবরোক বৰ্ষ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ তথাপি সে পোড়ামূরী বা সোনামূরী আপনার মুখ ফিরাইল না।

এই গোলমালে তঙ্গুরু পোচা জাগিয়া বলিলেন, “এটা কি দেখিন গা, দেখেছে তোমরা ?”

মন্দি মৃচ্ছ হাতের সত্তিত বলিল, “এক্ষনি কি একটা ছেট ইটিশন গেল, কি ভাই ?”

কনক বৃষ্টির প্রতি রোবরোকে চাহিয়া বলিল, “কি আনি ভাই, আমি আনি না !”

বৌ তাহা দেখিয়া মৃচ্ছ হাতে বলিলেন—“দেখবেন আবার কেন, পঁচি বিজাজোকী লেখা, দেখবো না আবার—”

নমনিনি চাসিয়া উটিলেন—গোকে টেলা দিয়া বলিলেন, “নে আর ছেলে মাহসূ দেয়ে বলগড়া করে না। বিনিময়ের জ্ঞানে ওড়িবে বে ! এবারের আবার নাৰু ব। তুই ঝুঁক্তি কোলে নিয়ে বস, আমাকে আবার মার হাত ধৰে নাৰাতে হবে !”

মন্দির মা বলিলেন, “তোমরা কোথায় নাবে ভাই ?” “এই মে সামৰণগৱে ! ইয়ায়া নিয়ে আসবে ত ?”

“বধু বলিলেন, ‘কেন—আসবে না কেন ?—আমি নিজে চিটি দিয়েছি ?’”

পোচাও একটি মুখ ভাব করিয়া বলিলেন, “আমিও ত কিং হয়েই থাকি—সক্ষেগুলিতে আমাকে নামতে হবে !”

মন্দির মা চোখ মোলগু মৃচ্ছ হাতে বলিলেন,—“ওৱা, সবাই তোমার চলে যাবে একটা পথ আমারই একা যাব ?”

বিছানা কাপড় ভোঁত করিতে করিতে বৃক্ষের কস্তা নিজেরে, “তাৰ আৰ তোমাৰ কি ভাই, কত মাহসূ উটবে এখন, দলবাৰ শাঁই মেলা তথ্য উটবে হৰে ত ?”

“মেগে ভাল ভাই ! একা যেতে আমারা বড় ভয় কৰে !”

টেন টেলেনে আমিতেই বৃক্ষের পুঁজি দাবে আসিয়া বলিলেন “তোমোৱা টিকি হৰে হৰে—ভাল, তাঙ্গাটিৰ দলকার নেই—এখনে অনেকক্ষণ গাঢ়ী থাম্বে, ততক্ষণ আমি গোৱাই নিই নিশি এক কি না ?”

“কে রামানাগ বাবু কি ?—এই মে আমি নিশীল—” বিলতে বলিতে মাথাপঁচ চোৱজুল জিলেন-কেটি গায়ে একজন শৈৰ্যক ঘৃঘৰ আসিয়া রাখনাথেও সহিত সিলিত হলৈ। প্রাণসংস্থাবণ্যের পৰ নিশীলে বলিল “পাখী ত কিছুতেই জোগাড় কৰ্তে—”

বাধা দিয়া রাখানাথ বলিল, “বৰকতাৰ কি !—এইত বাসা, একটি—বাসিৰ বেলা—দেখে নেওয়া যাবে। আম গো তোমোৱা নেবে এম !”—গায়ে চাবৰ জড়াইয়া ছেলে কোলে কৰিয়া বধু নামিয়া গেল, কন্যা বৃক্ষকে নামাইতে লাগিলেন, বৃক্ষ বলিলেন, “তুই ছাড় মা ! আমি নিজেই ধাতি এখন !”

বাধানাথ বলিল—“মা না ; অতক্তে কাজ কি ! তুমি ওৱ হাত দৰিবে এস না !”—তখন স্নৌকোক ডিমজনকে পাইকপের পাশে দীক্ষ কৰাইয়া পূৰ্বৰ হাইজনে জিলিস মৰাইতে লাগিলেন। গোলাগুলে বধু কোলে শিক কৰিদিত লাগিল।

সামৰণগ প্রাক্ত ওটেশন। দীৰ্ঘ দালানে উজ্জল বাতি আলাইয়া কৰ্মচাৰীৰ পদিয়া আছে। বড় বড় ধৰণৰ লিলাতি পথাৰ উৎকৃষ্ট ভাবে সজিত। দেখলো নামাবিধ পাশ ও তথ্য প্রতিকৃতিৰ বিজ্ঞাপন বিচৰ বৰ্ণে শোভা পাইতেছে। সৰ্বশেষত মেম ও তাহাদেৰ শিক্ষণের মুক্ত আমদেৰ স্কুল পদচালনার বীজালভাই সকলৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিতেছিল।

মন্দির মা বলিলেন, “তোমোৱা কোথায় নাবে ভাই ?”

১ম মংখ্যা]

মুক্তি আসান

কনক পূৰ্ববৎ নিশ্চিত ভাবে টেলেনে বিকে চাহিয়া ছিল। পাঁচাইল এবং প্যামেজোৱাও মৃচ্ছ মৃচ্ছ চলিয়া টেলেন সহসা মে মুখ দিয়াইয়া মকাবে চিন্তি কাটিয়া বলিল, “ও ভাই ! ও ভাই !” খুব মৰ হয়েছে মেখেলি না ! এ বোটোৱাৰ গা মেঁে ছুটো সাহেব চলে গেল, মাঝি একেবাবে আঁকে উঠেছে !”

কথাটোৱা হাসিয়াৰ কাৰণ কিছুই নাই—বৰং ভাৰিতে মলাৰ ভৱাই পাইল, পে শিহিয়া বলিল, “ও মা সত্যি না কি ?”

“হী সত্যি মা ত কি ? বেশ হয়েছে—যেমন কৰ্ম—” অৰ্কিমাণপ কথা মুখে দইয়া কনক ধাবিল কিন্তু মনা ভাবাতে মাৰ দিল না। কনক বলিল “তুই অৰমন গোৱা হয়ে বসে কেন আছ ভাই !—এখিকে এমে জাখ না কৰ যেমন সাহেবে—আৰ হচেওলি কি হুমকি ভাই ?”

হাসিয়া মদা বলিল, “সত্যি ! আমদেৰ ভায়ালপুৰে দেৱ সাহেবে মেয়—আৰ ভাই, সকো বেলায় মুসেৰে বৰি জাখ—উঁ : সে যেন সাহেবে বিবৰ হাত বলে থাব !”

একটু মুখ ভাব কৰিয়া কনক বলিল, “আমদেৰ বীঁধী-পুৰু মেলা সাহেবে আছে !”

গাঢ়ী ছাড়িতে অতুল বিলৰ হইতেছিল—কনকের হাতা বলিলেন, “গাঢ়ী ছাড়বে ক কখন ? গৱেষে বে দীখা দেৱ হুঁচোৱে !”

মন্দির মা বলিলেন, “এখনে সায়েবৰা থানা ধাৰ কিনা তাই দেৱী হচ্ছে !” এম সব হঠাতঁ একটো বড় ঘাঁকুনী দিয়া গাঢ়ী চলিল।—প্ৰোচি অসাধারণ হিলেন—তাহার মাথা সজাবে জানালো আমিয়া পড়িলেন। তিনি কষ ঘৰে বলিলেন, “কেন বাছা, এই ত গাঢ়ী চলেছে, আৰ তুমি দৰে এখন ছুটেৱে না !”

মন্দির মা আমাতা আম্যাক কৰিয়া বলিলেন “ভাই ! এত শীঘ্ৰতাৰ কথমনো চলে না !” বিলতে বলিতে গাঢ়ী আবার ধাবিল।

কনকের মা বলিলেন, “নাও ! আবার ধাম্য হৈ !”

কনক ক হাঁ শেখে হাসিয়া বলিল—“লাইন বন্ধুলাতে মা লাইন বন্ধুলাতে ! ওই বেশ আৰ একখনা গাঢ়ী এমে পড়ল !”

অপৰ পাৰ দিয়া মেল টেল হস হস শৰে আসিয়া

।

পাঁচাইল এবং প্যামেজোৱাও মৃচ্ছ মৃচ্ছ চলিয়া টেলেন ছাড়াইল।—

স্বৰ্গীয়লোকৰ কুসু টেলেনে প্ৰোচাৰ আৰীৰ পাঁচাইল ছিলেন, টেল হইতেই তিনি তাহাকে দেবিয়াছিলেন। গাঢ়ী ধাবিয়াবাই উচ্চকাঁচে বলিতে, লাগিলেন, “এই মে নৰেশ ! বাখ, চেৱোৱা কালে লোৱা !”

যুবক কিন্তু আৰ শব্দিতে দিলেন না,—বাধা দিবা “চূপ কৰ মা ! এখানে গোল কোৱে না,—শীঘ্ৰীয়ে মেৰে এস, এখানে বেশিক গাঢ়ী পাঁচাইল মা !” বলিয়া কুলী ডাকিয়া জিনিস পত্র মারাইয়া লাগিলেন।

ছুটো কুসু টেলেনের পৰইতি তিনপাহাড় অসমন। অপৰ পাৰে রাজহস্তের টেল পাঁচাইলা আছে। কনক বলিল, “ঐ মে আমদেৰ গাঢ়ী ! এইবাৰ ত শৰীৱা চৰুব ভাই !”

মন্দা মুখ হৈ হৈত কৰিল।—কনক মুখ হৈব লিল—“ও ! আৰ আবার এত কেন ভাই !—পথেৰ সোৱা বৈত নাই ! তা হচ্ছ কি—গৈবেত আৰি আমি চিটি দেব—চূৰি মেবেত ?”

মুক্তি দাঢ়ি নাড়িল। কনকের মা ও “আমি দিবি !” বলিয়া মন্দির মার কাহে দিবিৰ লইলেন—কনকের পাৰে চারি গাঢ়ী মূল বৰ্দ্ধ কৰিয়া বালিতেছিল, পা ছুবানি আলতাৰ সংস্কৃতিত, মাবে আঙুল চৰাইতে মুসু ভাবন-কাটা আঁচ—মদা বিবাহজৰিত কৰে তাহাই দেবিতেছিল। তাহারা দিয়া অপৰ পাৰে টেলেন পাইল।

তখন টেলেনে ভাসিতে বারিতেছিল,—এক ছই তিন—চাৰ পাঁচ ছই—সাত আট নাই !—“ও মা নাটা বালু অঞ্চলে—ৰাত মে কে দেখাবে ?—মদা ! তাৰ হয়ে বস, আমি ধোকাকৰে এখনে উঠোৱে বিৰি !”—বাসিত বলিতে মন্দির মা নিখেত ও তুবার উপকৰণ কৰিলেন। গাঢ়ীতে আৰ কেৱল নাই—ঘৰেট হৈল। সবিবেক তাহারা দেবিয়ালে অঞ্চল পথে দৈৰ্ঘ্য কৰিলেন—তাহার মাথাৰ পৰি গাঢ়ী চলিল।

“আমাৰ মুখ পাহনি, তুমই শোঁগে !” নৰপতিভাৰী বিবাহশপকে মন্দির বন্ধুলাতে পৰি পৰি পড়ে।—মদা, তুইও একটু—

লাপিল, মে মুখ দিবাইয়া আনলাগৰ বাহিৰে চাহিয়া ছিল,—
তিমপাহাড়ের উচ্চ মুগৰ অৱৰ তাহাৰ কেৰেৰ সমূহ দিয়া তিনটা
কালো দেয়েছে মত চলিয়া গেল।—সহস্ৰা কি একটা
অকৰৰ হৰ্তুবায়ুৰ বলিকাৰ চিত পৰিত হইতেছিল তাহা
মে ভাঙ কৰিয়া বৃষ্টিতে পারিতেছিল না।

এজিমেৰ ঘূৰাবৰ পাথৰ কৰুনাৰ ওঁড়া উলিয়া
আসিতেছিল, কথমোৰ কথমোৰ বাঁচোৰ পাড়িভাৰ
বিতেছিল, মনো তাহাৰ গুৱাহী বসিয়াই থাকিল।
দক্ষিণ বাঢ়াৰে তাহাৰ সহীয়েৰ চুলগুলি হাঙাভাঙে উড়িতে
লাগিল। বাহিৰে আধাৰ—বেঁকুল প্রতোক কৰণে
আনলাগৰে বহিকৃত আলোকচূড়গুলি গাড়ীৰ স্বাম
দেহেৰি বাবি বিশ্বাসী তাহাৰ পৰিত ছুটিয়া চলিতেছিল।

মনোৰ ভিতৰে জন্মেই পৰি হইতেছিল। মেথিমে দেখিতে
পূৰ্বৰূপৰ ঔঁধিৰ ভেৰ কৰিয়া চী উলিট, মাঠেৰ বুকে
বীৰী দীৰ্ঘ বৃক্ষজয়া গাড়ীৰ বিপৰীত মুখে ছুটিতে দেখা
যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলামুৰ শীৰ্ষ অৱল-
ধাৰা চৰ কৰিয়া উলিট। রাজি প্রয়োগ দৰ্শক।

সহস্ৰা গাড়ীৰ ভিতৰে একটা হচ্ছাই শব্দ উলিট,—
ও কি ?—মুখ দিবাইয়া মনোৰ দেখিল, অছুত কাও ! মেই
বয়ানুতু বৌলোকোৱা হঠাতঁ আসিয়া তাহাৰ মাঝৰে মুখ
চাপিয়া দখিয়াছে এবং তিনি তাহাৰ হাত হচ্ছাইৰ অৱল
ছুট কৰিবলৈ দেখিলেন !

“কে রে ?—কেন আমাৰ ধৰলি ?” চোৰ বলিল। দুৰ
হইতে সাহেবে তৰাইৰ সমীক্ষিকে বলিলেন “উহৰেৰ পৰিয়ে
না লৈছি ভাঙিও না !” চোৰ বিলক্ষণ বুৰিল যে এইবাৰ
তাহাৰ সমূহ বিগৰ উপৰিত পৰি মুহূৰ্ত মধ্যে ছুটি উনিয়া
একজনেৰ হাতে বিক কৰিয়া দেলি !—
তখন চোৰেৰ আলোৱাৰ সমষ্ট পৰিকাৰ দেখা
যাইতেছিল,—আহত সিপাহী ইকিল “হুৰুু ! আমাৰ
খুন কৰিয়া !” মে আহত ত্ৰু চোৰেক ছুনে নাই, দহা
আবাব তাহাৰ কৰে আগত কৰিল। এইবাৰ সে
তুপতিত হইল। বিতোৰ বাকিকৈ ধৰা দিয়া চোৰ গোড়
লিল।

সাহেবে তখন উচ্চকঠো—“পুলিশ-পুলিশ-কুলি”—বলিয়া
ডাকিতেছিলেন।—চোৰ পুলাইতে পাৰিল না অৱশূরেই
কঞ্জকুন পুলিশ ও কুলিকে তাহাৰক ধৰিয়া কেলিল।

মধ্যে মে ছুটিয়া আসিয়া তাহাৰ হাতে ছুবি দিবাইয়া দিল,
মনো চীকুৰ কৰিয়া মেৰেৰ পক্ষিয়া দেল। বাঁকাত তৰম
কালো দেয়েছে মত চলিয়া গেল।—একবাৰ এৰ নিম্বেৰে সমূহ পুষ্টো
দেখিয়া গলিল, তাহাৰ পৰ দৰিয়া পৰি হাবিৰ পৰিয়া তাহাৰ
চেষ্টে কলি।—কিন্তু বোঝ বোঝ দেশ দেশে তৈন হইতে লাগাইতে
সাম হইল না, কপাল বুৰিয়া সমূহে দীড়ান্বাৰা পারিল।

বাৰচামোৰাৰ টেলেন। কোঁৰা ধৰিতেছী চোৰ নিশ্চেৰে
প্লাটফৰ্মৰ পৰিৰাত পারে নামিয়া পতিল। মুখ টেলেন,
তাহাৰে বাতি—মে সমূহ নিৰাপদেই যাইত কিন্তু তাহাৰ
খটিল। না। অক্ষকাৰ ঘটনাৰ পূৰ্বে অৱগত হইল।—
একোপ চৰি ভাকাতিৰ সংবাদেৰে বেল-কৰ্পোক কিন্তু ও
সাবধান হইয়াছিলেন, প্রায় প্রত্যোক টেলেন এক-একজন
বেল-পুলিশ-কৰ্পোৰাৰ ধাকিতেন, অঞ্চ স্বৰং সৰ্বপ্ৰধান
কৰ্মচাৰী হচ্ছাবেশ যাইতেছিলেন।

চোৰ কাষক্ষেৰ সমূহ দিয়া যাইতেছিল, সাহেব তাহাৰ
ভাৰ দেখিয়াই সন্দেহ কৰিলেন,—সংস্কৰণকে বলিলেন,
“এনিশ হচ্ছ লোক—নামিয়া পড় !”

চোৰ দীৰে দীৰেই যাইতেছিল, তখন মে ওডনাখনি
খুলিয়া ধাড়ে লইয়াছে, শৰ্পৰ মুহূৰ্বেশে। সাহেব
নিকটেই দীড়াইয়া ছিলেন—তাহাৰ ছেজন সঙ্গী গিয়া
দৰহাকে চাপিয়া দৰিল।

“কে রে ?—কেন আমাৰ ধৰলি ?” চোৰ বলিল। দুৰ
হইতে সাহেবে তৰাইৰ সমীক্ষিকে বলিলেন “উহৰেৰ পৰিয়ে
না লৈছি ভাঙিও না !” চোৰ বিলক্ষণ বুৰিল যে এইবাৰ
তাহাৰ সমূহ বিগৰ উপৰিত পৰি মুহূৰ্ত মধ্যে ছুটি উনিয়া
একজনেৰ হাতে বিক কৰিয়া দেলি !—

তখন চোৰেৰ আলোৱাৰ সমষ্ট পৰিকাৰ দেখা
যাইতেছিল,—আহত সিপাহী ইকিল “হুৰুু ! আমাৰ
খুন কৰিয়া !” মে আহত ত্ৰু চোৰেক ছুনে নাই, দহা
আবাব তাহাৰ কৰে আগত কৰিল। এইবাৰ সে
তুপতিত হইল। বিতোৰ বাকিকৈ ধৰা দিয়া চোৰ গোড়
লিল।

সাহেবে তখন উচ্চকঠো—“পুলিশ-পুলিশ-কুলি”—বলিয়া
ডাকিতেছিলেন।—চোৰ পুলাইতে পাৰিল না অৱশূরেই
কঞ্জকুন পুলিশ ও কুলিকে তাহাৰক ধৰিয়া কেলিল।

মুহূৰ্ত মধ্যে কুতু টেলেনটি কোলাখলে পূৰ্ব হইয়া গেল।
না—তাৰ কি হৰ ? তোৱা ও পালে নেমেছেন, আপনাৰ
গাড়ী ধৰাইয়া গাৰ্ড ও টেলেনমাটৰী সেইখনে আসিলেন।
চোৰেৰ নিকট গৱানপুৰ বাঁৰ পাণ্ডা গিয়াছে তাহাৰ
কোঁৰা ধৰাইয়া পৰি পৰি দেখিল।

অঞ্জনীৰ মধ্যেই তাহাৰ কোঁৰাৰ কোণী পাব ? ধৰাকুই
বা কোথা ?—কেন মৰাই আপনাৰ মুক্ত আমাৰ পিছনে
লাগিলেন বলুন ত ?—এক ত ভগোৱাই মেৰে দেছেন—তাৰ
উপৰ এ পুলিশৰ হাসামা—আমি এখন কৰিব ?”

গোবিন্দ বাবুৰ কথাৰ হাসিয়া ইক্ষেপ্টোৰ বলিলেন,
“এবড়ে বাল্যাটাৰ হয়ে গেল, মাঝৰেৰ প্ৰাণ নিয়ে
টোনাটোনি—এৰ পৰ আপনাৰ সমষ্ট বলায় খেকেও যে
বেৰল এই হাঙ্গামটুকু মাজ পোহাতে হৰে এ ভাবনাৰ
কাতৰ হৰে চলেৰে কেন মশৰ ?”

চোৰেৰ বলিলেন,—“এখনে আৰ কেন, চুন
এ খুনটোৱাৰ একটা বলোৱাত কৰে এৰ মেয়ে ছেলেৰেৰ সব
এৰ জিজী কৰে দিতে হৰে !”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন—“গাড়ী ত চলে গেল, আমি
এখন মেয়ে ছেলে নিয়ে মাঝী কোথা বলুন ত ?”

চোৰেৰ বলিলেন, “তা আমি কি কৰে জান ?—
খনিকক্ষৰেৰ জষ টেলেনেও ধাঁক্কত পারেন অথবা
গোঁড়ে—

ইক্ষেপ্টোৰ হাসিয়া বলিলেন, “গ্রামেৰ কথা হেচে
দিন—এই ত গুৰি !”

সকলে আসিল, কেন টেলেনে কিছু
মাজ আৰুৰ নাই—বৰণ ও পেশ নাই,—টেলেনেৰ
একখণি ঘৰে এক পালে দেখিল তাহাৰকে ডাকিয়া ও সময়ে
চিতে উপৰেসে দিয়া গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, “কেন চিপ্পা
নাই বাবু ! আমি তোমাৰ বিবৰ সমষ্ট হাসিগুৰেক বলিয়ে
যাব, যাহা কৰ্তৃত সমষ্টত হইবে—তুমি কোন ভাৱা
কৰিও না !”

গোবিন্দৰ বলিলেন, “তৰে আমাৰ গুহনাৰ বাজোটা
আমাৰ পিলে হকুম হোৱ—এই চেনেই আমি বাঢ়ী বাবু !”
“শহীড়ে—পাইডে—” বলিলে বলিলে সাহেবে নিয়া
তাহাৰ গাঁজাতো উলিটেনে, চাপানোকৈ লাগিল তাৰ হাত
হয়ে নাই, যষ্ট গুৱাহী বাজোট হস্তত কৰিল।
গাড়ী চলিতে দেখিয়াই গোবিন্দ বাবু চীকুৰ কৰিয়া
উলিটেনে,—“জ্ঞা, হল কি ? গাড়ী যে চৰ ?—আমাৰ বীৰ
পৰিবারৰ সব যে চলে—”

বাবা দিয়া মেই বাসাজী ইক্ষেপ্টে। বলিলেন—“না—
এবং মলাৰ সহিত মুখ বৰে কথ্য বলিতেছিলেন। এমন,

সবল সকলে আসিয়া দেইধোনে পোড়াইলেন।—ঠেশন-
বলিলেন—“ডাক্তার যে এই রাত্তিরে বেরোবে তা ত বুঝতেই
মাটোর পঢ়ো হাত প্রচলিলেন।—মানু দৌরে ধোনে দরিয়া
মুখ চিরাইয়া বলিল—তাহার জননী কৌবিলা উঠিলেন।

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “এখনি কাব্যার হয়েছে কি?—
এখনও যে কটো তো গো বাকি আছে তাত আনই না!—
—পূর্ণ মেরে দিয়ে নিষিদ্ধ এসেছিলেন—এখন এই রাত্তিরে
হচে পিলে নিলে তেল মুম শুঙ্গাতালুরের বাড়ী—মাথা
পুঁজুর টাই ত একটা চাই?...—আসবাবৰ সময় ব্যথনি
বাবা পড়েছে, রক্তাভিত্তি হয়েছে, তথনি জানি একটা বিষয়
অবসর হচ্ছে”...

ইলাপেটোর বলিলেন, “সেসব কৰ্ত্তা পৰে হবে, এখন
আগে মেখুন আপনার মেরের হাতে কটো আগাম
লেগেছে। রক্তে যে তেলে ঘাঁচে!”

“রক্ত?—রক্তের কথা আর বলবেন না,—রক্ত মেখেই
আজ ঘাঁচ করেছিলাম—তাই পথে এ পিপল ঘটল!—
আর এটি মেরে!—হিরু ব্যবে মেরে যে কি কাল হয়েই অথ
নেৰে—সে ঘাঁচ মেরে হব মেই আনে!—কি রে মনা!—
কতখনি কেটেছে বল ত?”

ঠেশনমাটোর বলিলেন, “না না আগামত নিশ্চয় বেশি নহ,
বেশ বলে আছে, বেশি হলে হলে হাতৰ কেঁদে অহিঁর হত!—
—তা আপনি ইতে কৱলে ডাক্তারবাবুৰ বাসতোত ও গিয়ে
দেখাতে পাবেন!—এই কুলি!—বাচক ডাক্তারবাবুৰ
বাবা দেবিয়ে দিস!—”পরে ইলাপেটোরের প্রতি চাহিয়া
বলিলেন—“চনুন আগামবু! ততক্ষণ আসবাৰ চোরটাৰ
বৰোবৰত কৱে হৈলো!

আগামবাবু মুখে একটা বিশ্ব দেখা গো—ধীৱ
ব্যবে তিনি বলিলেন—“বাজুৰ?—এ বাজুৰ—দেখুন গোবিন্দ
বাবু! রামিত এলকোয়ারুৰ পুৰুষ এ বাজুৰ ত আপনাকে
দেখো হৈনা! এ বাজুৰ নিয়ে এসন তের সোন!—

গোবিন্দবাবু উঠিলেন—“কি?—বাজুৰ আমি
পৰা না? ক্ষয় বঢ়েন কি? হী বাজুৰ ব্যবে চোৱাৰ হাত
থেকে পুলিলেন হাতে নিয়ে পড়েছে তখন ও বাজুৰ আস
পেতে হৈনা তা তিক জানি!”

আগামবাবু বলিলেন—“পাবেন বৈ কি নিশ্চয়
পাবেন!—কিন্তু আজই—এখনি”—

গোবিন্দবাবু বলিলেন—“মুখেছি বুঁচেছি—আৱ বলতে
হৈব না!—পুলিলেন হাতে কিমিস গচেছে তাৰ ধূলাসৰ
অল মেঘে হলে এতক্ষণ হাট বসিয়ে পিত!—যান—তুমি

উপর—তা আমাৰ না জানা নহ!—কি কৰব বাবা! হাতে
আৱ কৰা কড়িগুৰে মেই যে তোবাবেৰ পুতো কৰি!”

আগামবাবু কিম্বাকু নিৰ্বিকাশ ধীৱিয়া বলিলেন,—
“আমাৰক একটা হৈত লোক তৰে নিচেন কেন?—আমাৰ
বিল কোন ক্ষমতা ধাক্কত তৰে আপনার এই অদৃশ
দেখে—যাক সে কপা পৰে হৈব এনন—”

“এখন তৰে আমি কৰি কি?—হৈলে মেৰেৰ হাত ধৰে
ভিক্ষেপ না গোলে ত, একটু হুনও বিলেন না!—ভাঙ্গাই
কোৰা—ডাক্তার না হয় চুলোৰ পেৰে!”—এই সময় সমূহৰেৰ
মেৰেৰ দৱাৰা পুলুৰা একটি ছেঁটি মেৰে বাহিয়ে আসিয়া বলিল
“মা এই চিনি পাঠীৰ মিলেন—আৱ বলোন—”

ঠেশনমাটোৰ নিমিত্ত পাইয়া নিকটে আসিয়া উগ্রহেৰ
বলিলেন—“কি বঞ্চে তোৱ মা?—ভাঙ্গি ত হৈবে হয়েছেন
বেথেতে পাছছি!—চল—” বলিলে বাজিতে তিনি গৃহে প্ৰেৰণ
কৰিয়া হাঁকিলেন—“হী মা!—”

আৱ কথা শোনা গোল না। কিন্তু পঞ্চ বোৰা গোল যে
তোহাবেৰ মহে মৃত বৰে কোন বচন চলিয়াছে—এবং
ক্ষেকাল পৰেই সশ্বে গৃহবাসে অৰ্পণ বক হইল।—আশু
বাবু মৃত মৃত হাসিপত লাগিলেন।

মদাবৰ মৰ এতক্ষণও আশু ছিল যে ঠেশনমাটোৰেৰ
দীৱি নিকট হৈন পাইবেন কিন্তু এইবাবে নিৰাশ ভাবে
নিখিল বলিলেন, “নেহাতই পথে পাইডান অচূতে
ছিল, হা ভঙ্গাবা!”

গোবিন্দবাবু আগামবাবুৰ প্রতি চাহিয়া বলিলেন—
“ক্ষোলৰ এটিকে কি আৱ টেন আহে মৃতে পাবেন?—
মেল—মেল মৃত ভোৱেই আহে—না!—”

এই সময় মদা মাতোৰ কানেৰ কাহেই মৃত আসিয়া
বলিল, —“হাঁটা মেল অসাধ হৈব যাচে মা!—”

গোবিন্দ বাবু নিমিত্তে পাইয়া মুখ চিৰাইয়া বলিলেন—
“বেশ হচ্ছে! মেল বৰি গোল কৱেছিস ত তোৱ ভাল
হৈব না মদা!—”

পিতাৰ মৃতগতী দেবিয়া বালিকা চূঁপ কৰিল—তাহার
চোৱে জল আসিয়াছিল। তাহার মাড়া বলিলেন, “কেন
হৃষি কৰে অমন কৰ বলত?—ও যা হচ্ছে তা এই জানছে।
অল মেঘে হলে এতক্ষণ হাট বসিয়ে পিত!—যান—তুমি
এমন হত আমি আমতাৰ না!”—

আক্ষতবাবুর বাসাটি ছেট কিন্তু পরিষ্কার; লঠনের আঙ্গ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—“গহনা? তা টিক্ক বলতে বাতি নামহীন। তাঁহার ভূত অপেক্ষার বসিয়া বসিয়া চলিতেছিল, নূন অভ্যাসতদের দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কাহাকেও অভ্যর্থনা করিল না। তাঁহার বাসালাটোই বলিসেন।

অজনপথের মধ্যেই আক্ষতবাবু ডাক্তারকে সময় লাইয়া আসিলেন। ডাক্তার মন্দার হাতের অবধি দেখিলেন।—“কোন আশঙ্কা নাই। তবে অব্যাক কিছু গোরী ও অনেকক্ষণ ধৰণের রক্তপাত হইয়াছে সেইজন্য মৌলি বড় হৃচৰ্ম হইয়াছে—তাহার শুধু আবশ্যক” বলিয়া হাতে ঘৰ্য্য দিয়া বাইবিয়া দিলেন।

গোবিন্দ বাবু মৃহুরে আক্ষতবাবু বলিলেন, “ডাক্তার ত ডাক্তানে—কিন্তু ভিজিত? আমার কাছে যে—”

বাবা দিয়া আক্ষতবাবু বলিলেন, “সে কথা এখন কেন? আমার বাড়ীতে যখন এয়েছেন”—পরে হাসিয়া বলিলেন, “চলুন মেয়ের রক্ত বক হল কিনা দেখি।”—

সে রাতে নির্মিয়ে কাটিল কিন্তু সকালেই দেখা গেল মন্দার অর আসিয়াছে,—হাতেও খুব ব্যথা, দেখিয়া মন্দার মা হাতপ ভাবে থামীকে বলিলেন—“এইবার ত বিষম বিষম! এখন কি করা যাব?—”

“আমার কেবে কুন লক্ষ দিয়ে থাও!..... পরশু বিষে—আর আজ এই বনে আমার পড়ে রইলু—গহনার বাজ গেলে.....সব গেল!—”

মন্দার মা বলিলেন—“বয়েরা কি ভাববে? আঁ? একটা উপর কিছু ঠাঁওরাও!.....

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “আমাকে আর একটি কথা বলোন বলছি!—ধৰ্মকে দেয় নিয়ে পড়ে—আমার দেখিকে হচ্ছে যাবে চলে যাব তাহলে!—”

তত্ত্বে মন্দার মা নীরব হইলেন।—অন্তিমের আক্ষতবাবু দীর্ঘ দীর্ঘভাবে ছিলেন, “এক কাজ করিন,—ব্যপককে একধারা টেলিগ্রাম দিন মে এই অবধি—তাঁহার মে খণ্ড আর কিছুদিন পিছিয়ে দেন!—কর্তব্যের সময় কর্তব্যের করিবেন।—তাঁহার হস্ত প্রস্তুত হবেন—থামোগু ভজনকোমের হাস্তবন্ধ করা কেন?—ঠিকানাটা বলুনত দেখি তাঁদের, একটা তার দিয়ে আসি?.....

“তত্ত্বেন? কুনিন?—গহনা ফেরত পাব ত দেখিন?—”

মন্দার মা বলিলেন,—“তার চাইতে ও বাড়ীর মেজ বলতে তোমার কি একটুও ব্যথা হয় না?—মিনি জীব দিয়েছেন—”

“মেই ভেইতে বেচু করে থাক!—তিনি তোমার দেবের বৰ শুন্মে দেবেন!—আমাকে ধৰে দৰি দেৱ আমালপুৰ আৰ বৰ্কমান—বৰ্কমান আৰ, আমালপুৰ—ডোক কৰিবছে ত জানবে তথন!—”

মন্দার মা আৰ কোন কথা বলিলেন না,—বিৰক্তিপূৰ্ণ মুখে হেমেটিকে তেল মাথাইতে লাগিলেন। আক্ষতবাবু চাইয়া দেখিলেন অন্তিমের শায়িতা ক্ষয়া বলিকাৰ সুনিদ চৰু বহিয়া জৰুৰী গচ্ছাইয়া পড়িতেছে।—পূৰ্ব চাকৰ তখন ডাক্তারেছিল, “মা ঠাকুৰন, আৰ্থাৰ জৰু দৰ যাবছে—লুগিগিৰ আৰুন!—”

গোবিন্দবাবু বলিলেন, “দেখুন আক্ষতবাবু!—কিন্তু মুখ্য দিয়েছিলেন—আক্ষত চলিয়া গিয়েছেন।—

পাঁচ দিনে মন্দার অৱ ভাগ্য হইল।—ইতিমোহো গোবিন্দবাবু আমালপুৰ দিয়া আবস্থাকীৰ্ণ বৰগতপৰ আমিয়া-চিলেনে তাঁহার অবসৰ নাই তথাপি চই তিনি বাৰৰ আসিয়া মন্দার ব্যব লাইতেছিলেন। ডাক্তার বলিলেন “আগমনৰ আমার বাবু আৰোগ্য হইতে প্ৰায় দশম মাস কৰে বাবু আৰোগ্য হইতে পৰিষেবা দিয়ে আসিব।”—

পৰদিন হইখনাম টেলিগ্রামেই উন্তৰ “আসিল; বৰের পতি লিখিয়াছেন “তাঁহাঙ পূৰ্বে গতহিৰিঙ্গা হইয়াছে—এং অস্তত কষ্ট হিৰ কৰিবলৈ কলাই বিবাহ! ” আৰ কোন কথা নাই।—

তিনিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন, “দেখলৈ আৰি ক বলেছিলাম যে তাৰা তেমন পোই—কষ্টৰ ত আৰ অভাৱ নাই—যেমন একটা হেমেছে অম্বী দশটা লাখিয়ে পড়েছে!—তাঁদেৱ আৰ তাৰমা কি?—বাকলেন এই মনাই—বুলু দেয়ে—আৰোগ্য কোথায় বৰ পাৰ—কি কষ্ট কৰে কষ্ট কৰে এটা হৈছিল তা ত জানাই!—”

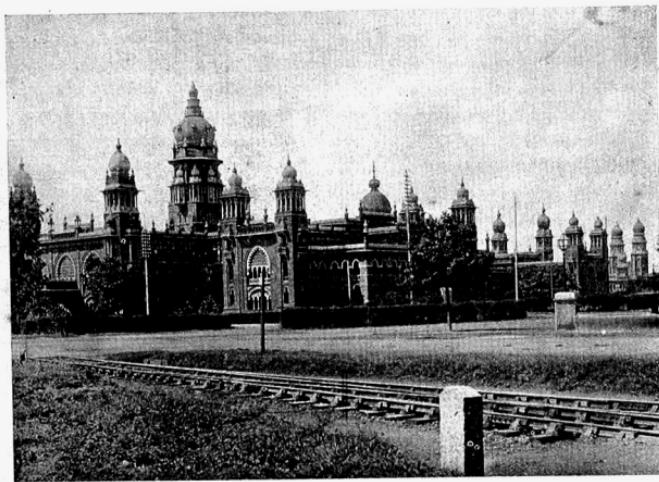
মন্দার মা দীৰ্ঘনিধি তাগ কৰিয়া কহিলেন,—“আগে দেৱা বৰ্তক ত চেৱ বৰ মিলবে!—”

“মৰবে? কে?—দেখিকে নিচিক্ষে থাক—বামোগু দৰে দেবের কিছু হয় না!—”

মৃহু গৰ্জিয়ে তাঁহার পঞ্জী বলিলেন, “তোমার কথা কৰ্ম্ম আমাৰ সৰ্বাবৰ জৱে যাব!—নিৰেৰ মেৰে—ও সব

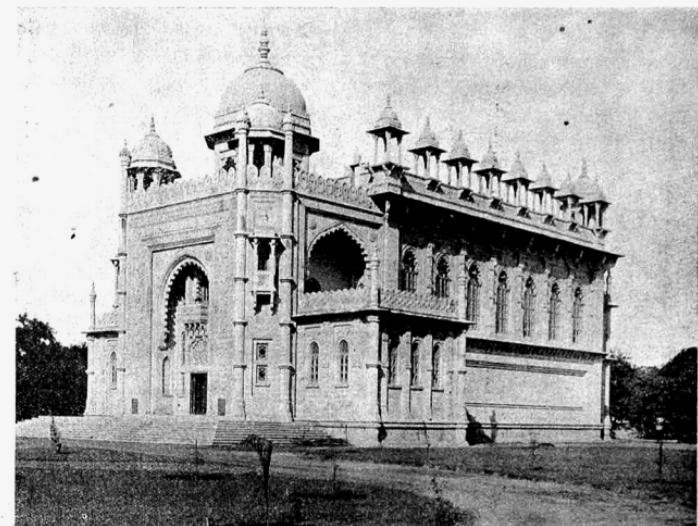
ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী

ଫାର୍ସୀନ-ପ୍ରଶ୍ନି ଭାରତୀୟ ଓ ପ୍ରାଚୀଦେଶୀୟ ସ୍ଥାପତିକାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇତିହ୍ସତି (History of Indian and Eastern Architecture) ହିତ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକାଳିତ ହେଉଥାର ପର ଭାରତୀୟ ଗୁହ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ମେଧିଯ ସ୍ଥାପତୀର ଦୀର୍ଘବିରକ୍ତୀ ପ୍ରକାଶନ ଓପରି ପୂର୍ବତୀ ଜନମଧ୍ୟରେ ମନେ ଆଗିଯା ଉଠିଯାଇଛି ।



মান্দ্রাজ হাইকোর্ট।

କାଣ୍ଡସନ ମହେସି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏମେଖେ ଥାଗତକାଳର
ଅତି ଅହିକିଂଦିର୍ଘ ଟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପାତ କରେନ; ଏବଂ ଆଜା
ମୂର୍ତ୍ତତାର ଭିତ୍ତି ଭିତ୍ତି ଅବସାନ ପରିଵର୍ତ୍ତମାନ ଜନନାଧାରଣେ
ପ୍ରମୁଖ ଓ ଆମଦର୍ଶ ମହିତ ଇହାର ମଞ୍ଚର୍ଚ ବିଚାର କରିଥା
ଏହି ଶିଳ୍ପଟଙ୍କେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିର ଉପର ଅଭିନିଷ୍ଠିତ କରିଲେ
ଆସ ଗାନ। ତାହାର ମତେ ଭାରତୀୟ ବାଣଶିଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ
ଗଠନପାଳା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନାଶୀ ରଚିତ ଏବଂ ଏହି ଶୁଣୁଳିଗ
ଅତେକଥାଇ ବିଶେ ଭାବଶେତ୍କ। ଏମଙ୍କିମ୍ବ ହୁଏବେ
ଆମେ ଆକାଶଭିଜାଳା ମାର୍ତ୍ତି କାରାପତ୍ତ ହୁ। ଇତିମଦେ
ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନିତିମୂଳେ ଭାଲିକାକୁତ ଓ ମୂରିକି
କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରବାହୀରେ ଏକ ଇତ୍ତାହାରର ଜାରି
କରେନ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ବେଳାମୟମୁକ୍ତ ନିୟମିତ ମାର୍ତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ
ଚାଲାଇଥାର ଅବେଳେ ଦେନ। ପ୍ରାଚୀନିତିଧୟାକୀ ଏହି ଭିତ୍ତି
ଉଚ୍ଚ କର୍ଜନେର ମୟ ହୁଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଭ କରେ ।



ভিক্টোরিয়া-স্কুল, মান্দারি।

পথ্য অসুস্থল করিয়া এ সম্বন্ধে বহু গৃহি প্রকাশ করেন। ঐম্বৰ গভী ভারতীয় হাস্পতালিয়ার অশেষ মহিমার পরিচয় পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে পর্যটকগণ ভারতবর্ষে অগমন করেন এবং তারবহুল ও বাহিকগুলোর বৈচিত্র্য প্রতিক্রিয়া নথীভৰণ কার্যকারী দেখিবা শতভূতে অশ্রদ্ধে করিতে পারেন। তৎস্থে বিষয়, ঐ প্রাঙ্গণ এবং প্রত্যেক পুস্তকস্থাই রহিয়া গিয়াছে—কার্যক্রমে ভারতীয় হাস্পতালের আর্থিক পিণ্ডার করিয়ার পক্ষে কেচিট কোনো প্রকার চোট করেন নাই। এসের পাশে কার্যকারী প্রতিক্রিয়া মিস্টার ভারতীয় আর্মড বর্জিন করিয়াই কার্য করিতে পিণ্ড পিণ্ড। প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কলিকাতা ও বেঙ্গলুরু সরকারী বা দেশের কোর্টী দেশের গৃহ নিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পঠন প্রাণী পক্ষক্ষণ শতাব্দীর বা বর্তমান কালের যুগোন্নীয় আদর্শেরই অঙ্গকূপ। এই আৰ্থিক অবস্থায়ে গৃহস্থেষ্ট জোয়া কার্য করিয়াছেন, বিংশ শিল্পান্তর কর্মসূচিগুলের পূর্বার্থ গৃহ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার প্রচলন আৰ্থিক হওয়ার সময়ে ইহার লিখনকে বিছুটি আলোচন মে না হইয়াছিল, তাহা নহ। ১৮৭৯ খণ্ডে বন্ধন কলিকাতাৰ খণ্ডিতালয় মদিৰটা একীভূতভাবে আৰম্ভ নথীশৰ্ম করিয়াৰ প্ৰথম হয়, তখন কাঁওঁগুল সহেৰে ইহার বিষয়ে তীব্ৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰেন। এ মেষেৰ গৃহস্থ নিষ্পত্তিৰ পাশ্চাত্য হাস্পতাল আৰ্মড বৰ্জিনে প্ৰয়োগ সম্বন্ধে এক বিচিত্ৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শিত হৈ। এ যুক্তি এই যে ভারতীয় বা বিশ্বজৰ্বৰ্ষের আৰম্ভ মদিৰ ও মসজিদৰ নিষ্পত্তিৰ পক্ষেই প্ৰস্তুত; অধিবাসিমূলক কৰি ও ধৰ্মস্থতেৰ পৰিবৰ্তন হওয়াৰ বৰ্তমানে ভারতেৰ গৃহস্থ যুক্তিৰ আদৰ্শেই প্ৰস্তুত হওয়া হৈব। 'উচিত প্ৰক্ৰিয়া' যে



ভিট্টে। রিয়া-শুভি-মৌধের মন্ত্র দৃশ্য ।

କିମ୍ବା ଡିଜିଟିଲ, ତାହା ପାର୍ଶ୍ଵିକ ଓରାନ୍ ଡିଗାଇଟ୍‌ମେଟ୍‌ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର ଓ ଜୟଧରେ କରେବାନି ମାରକାରୀ ଗୃହ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପନ୍ତରେ ଆଧୁନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଯା, ବିଶେଷତାକୁ ଅଧିକ କରିଯାଇଛନ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାର ଆମରା ଯେ କରେବାନି ମାରକାରୀ ଆପିଗେରେ ତିଜ ମରିବେଶିତ କରିଲାମ, ତାହା ହିତେତେ ଇହାର ଅମାରକ ଅମାଗିତ ହିଲେ ।

ସୁରୋପିତ ଥାପନ୍ତର ପୃଷ୍ଠାଗେହକ ଆର ଏକଦମ ଲୋକେର
ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟ ଆଗେ ଆହୁତି । ଓ ଦଲେର ଅଭିମନ୍ୟ
ନେତା ମି: ବୋଜାର୍ ପିଲ୍, ଏକ-ଆର-ଆଇ-ଫି-ଆ, ମହୋଦୟ
ବ୍ୟବେ—

“ଶାରୀରିକ କାମକରଣ ଆହାତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉପରେକୁ ହିଲେବେ,
ଏବେ ହୁମିଳିବୁ ବାରିକିରୀର ଅଭିମନ୍ୟ ନା ଲାଗିଛିଲେ, ଏବେ ତ ନିର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଣିବିଲେ—ଉଚିତ ବିରକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ, ତୁହା

१५ संख्या]

ভারতীয় স্থাপত্যের দার্শন



ପାଞ୍ଜୋରେ କାଲେଟ୍ରାରୀ ।

বিলাতী ধরণের তো নহেই, উহার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবেরও আভাস
পাওয়া যায় না।'

ভারতীয় শিল্পের তথ্য-কণ্ঠিত পৃষ্ঠাপোক লক্ট কর্জন্মন এবিষয়ে যিঃ প্রেরণে সহিত একমত। ভিড়টোরিয়া পৃষ্ঠি-মনিবরের গঠনপ্রণালী নির্বাচন করিবার প্রস্তাব যখন কর্জন্মের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি বাচকাত্যুর্ধ্বে তাহা চাপ দেওবার চেষ্টা করেন। অতপৰ ক্ষমতাক অভিজ্ঞ শিল্পীর মহাবাস্তু এবেশের সর্বশেষ হস্তিকরণে সুন্দর আচরণ কর্তৃতা এবং প্রাণ প্রাপক পরিকল্পনা রচনা করা স্থানে হাবেক্স সাহেবের যথন তাঙ্গারে পৰমাণু দল, তখন তিনি এই বলিষ্ঠ উৎক্ষ আগ্রহ করেন যে, ‘কলিকাতা যুবালীয়ের প্রাণবন্ধন, ইত্তাম এখানে ভারতীয় আদর্শে গৃহ নির্বিকৃত হইলে বেদান্তন হইবে।’

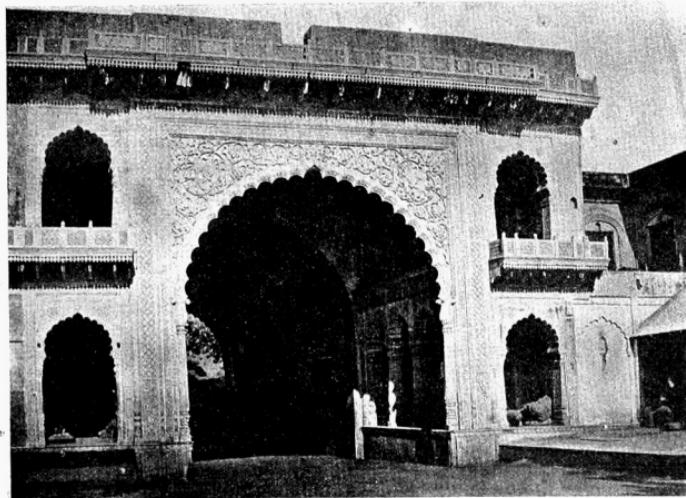
লার্ট কর্জনের এই কথায় 'আসল ঘুম' একেবাবেই ফোঁট হইয়া পড়িয়াছে। যাক দেখত আমাদের হতাহাম হওয়ার কাণ্ড নাই। তিবিন কাহিনির স্থান যাননা—ভারতীয় শিল্পোন্নতি ও চিবিন এইসব হৃদয়ের অতিবাহিক হইয়ে না। ইতিবাহাই পার্শ্বত ঘোষণা ডিপ্লাচ মেটে আপনাদের ভূল ছিল কিন্তু কুরুক্ষেত্রে পারিবারিক। মিথগত ১৯০৫ সালের আগস্টোর মাস, রমেশ ইন্টিটিউট অ্ব-রিট্রিভ আক্রিটিউস্যুর এক সভায় ভারত-গভর্নেমেন্টের হৃত্তিমারে পরিকল্পিত হওয়ার কাঙ্কশ্বৰ্যে ও গঠন-সৌন্দর্যে বিশ্বের নবনাভিযান হইয়া দাঢ়িয়াইয়েছে। এই মন্দিরের সন্মুখভাগের বৈষ্ণবী শোণা স্বপ্নতিকুরের শিরশৃঙ্গটার প্রধান নির্বর্ণন। তাজেরের কালেক্টরী ও মহারাজা নির্মিলাপ বাজারের প্রাচীত কভিউ গুরে* গঠনপ্রণালী ও আচারাশ্঵রূপ প্রতীক মৃদুলভূল। এই দৃষ্টিষ্ঠানের আলগাহাত হলে অধিকতর প্রমাণিতযোগে প্রকটিত। এই হলট পুরাশৈর্বের মিট্টিভূল।

তদনীন্তন স্থাপত্যশৈলী (Consulting "Architect") কেন্দ্ৰৰ
যুনিসাম ভাৱতেৰ আবহাওৱা
পক্ষে পাশ্চাত্য আদৰ্শৰ অনুপ-
যোগিতা প্ৰমাণ কৰিতে বাইয়া
স্পষ্টভাৱে বলিয়াছেন—

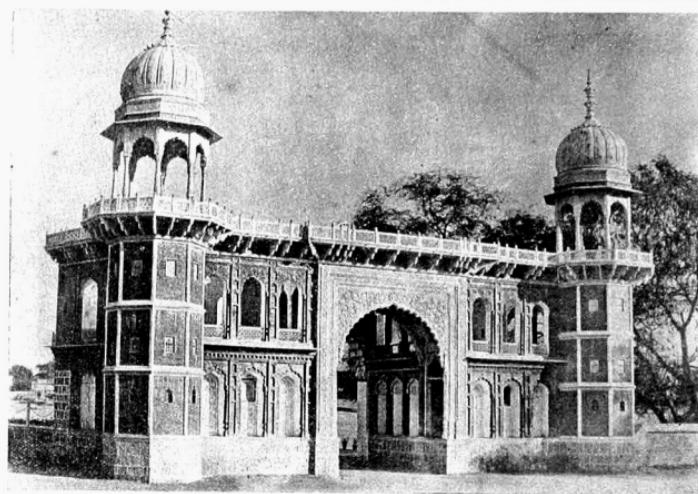
ଏବେଶ୍ର କାରିଗରଗମ ଦେ ଏଥନେ
। ମେଘାହିତେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏବଂ, କାର୍ଯ୍ୟ-
ଭାରତୀୟ ବାଚପିଲେର ଆଦର୍ଶ ବେ
ଅଭ୍ୟକ୍ଷଣ ହିତେ ପାରେ, ବହୁଲେ
। ବାସିଟିନ, ଆର୍ଟ୍‌ଫିଲ୍ଡ, ହେରିସ
ପଦେଶମୂଳରେ ପ୍ରାଚୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମି
ମେନ୍‌ବିନ୍, ଓହାଇ-ୟୁ-ଲି ଏଥି,
ପାଗର ଏ ବିଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାତା ।



আমানি হল, জয়নগর।



বুলন্দশহরের অর্থম সৌধ।

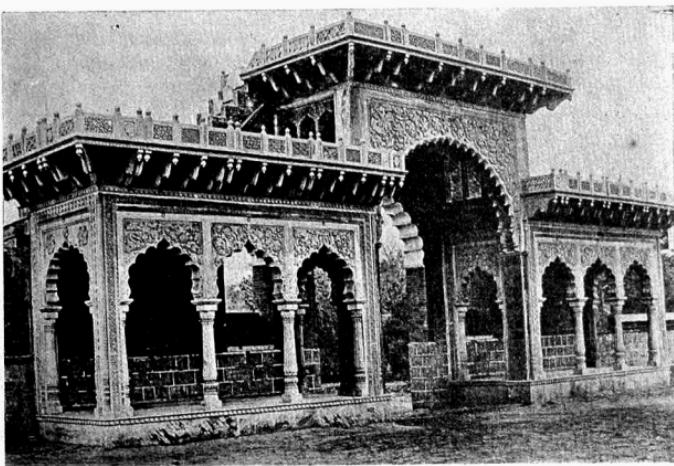


বুলন্দশহরের দ্বিতীয় সৌধ।

ইচ্ছাতে যেসূল হন্দুর স্থানে শির-নমুনা রাখা হইয়াছে মন্দিরটি আহাৰ উপস্থিতি ও চৰকাৰৰ আধার।

বৰ্তমানকালে এদেশের যেসকল স্থানে আচারাঙ্গতোৱা আদৰে নিৰ্মিত মুহাম্মদী অধিক পৰিমাণে দৃষ্ট হ, তথাদেৱ বুলন্দশহরের নাম সৰ্বজ্ঞে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ সালে এক. এম. গ্রাউজ নামক জনকে বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ান এই শহৰে অধান কশ্চাবী নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনিই সময় শহৰটি ভাৰতীয় আৰ্দ্ধে গঠিত কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে বাটী দেশীয় মুলী থারা উহাৰ সংৰক্ষণ আৰম্ভ কৰেন। ফলে, অধিদলেৰ মধ্যেই ইহাৰ অধিকাংশহুলে চাক কাৰ্যালয়গতিত বহু হৰ্যা নিৰ্মিত হই এবং হজ বাস্তিশৈলেৰ মহামূল এ স্থানটা সমগ্ৰ পদেলোৱা মদো প্ৰেৰণ লাভ কৰে। এই শহৰটোৱো অশুক্র-জননিমিসিগালু উজ্জ্বলেৰ সুস্ত থাৰ ও বাজাৰ-তোৱণটাকে লক্ষ্য কৰিয়া বিলাতেৰ সেমাইটা অ. আটুসেৱ সভায় মি: পাৰ্কেৰ ভাৰতীয় স্থাপত্যের

গুণকীৰ্তন কৰিয়াছিলেন। মি: গ্রাউজ বুলন্দশহরকে প্রাচারাঙ্গতোৱা আদৰে গঠিত কৰিয়া স্থিতকৰণ অধিদলৰ ও কমিশনারগুলকে দেৰীয় শিয়েৰ বৰমনীয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু এ কৰ্মী তিনি পাৰ্লিমেন্ট ও ঘৰাঞ্জু ডিপার্টমেন্টেৰ অন্তিমত্তে দেশীয় মুলীৰ সহযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰ্ত্তিকেৰ অজুন তিৰস্থৰ লাভ কৰেন এবং ১৮৮৪ সালে হঠোৎ বদলীৰ পৰওয়ানা পান। এই ঘটনায় ভাৰতীয় সুপ্রাপ্তি মুক্তিশৈলেৰ পুনৰুৎকাৰ কৰে গ্রাউজেৰ চোষ্টা অছুৱেই বিনষ্ট হয়। তিনি তাই এদেশেৰ পিৱিয়ন্দেৰ চৰবৰহাৰ কথা শৰণপূৰ্বীক আকেপ সহকাৰে বলিয়াছেন—

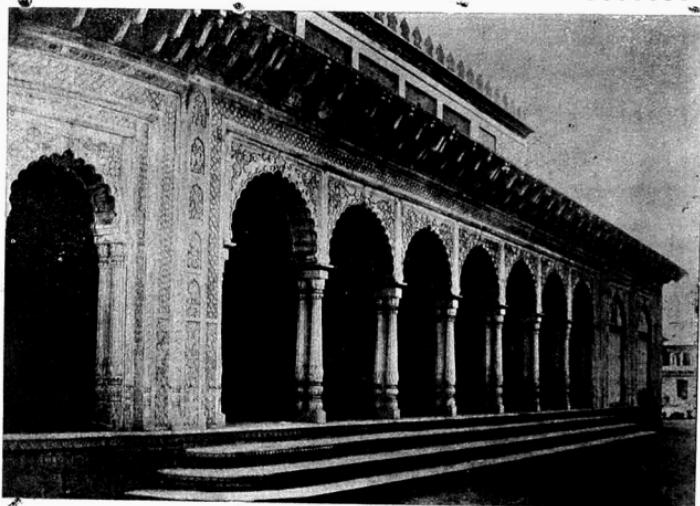


বৃন্দশহরের চতুর্ভুজ মন্দির।

সকল নিরসন কারিগরগণ তাহারের অপেক্ষা কোন অপেক্ষ হীন মহে !

বৃন্দশহর, মাজার, অঘপুর প্রভৃতি স্থানের যেসকল বাস্তুশিল্পের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধিত্ব মুসলমানী স্থাপত্যের অস্তুপ। প্রথমতঃ মুসলমানী স্থাপত্যের অস্তুপ। হিন্দুস্থাপত্যে—নমুনা দাকিখান্তে—বিশেষত উড়িষ্যার অস্তুপট বন্ধনেথে—প্রচলিত মুঠ হয়। হাবেল সাহেবের চেটামপ্পাদার সকলের আদৃশ হওয়ার মোগা। এই প্রমাণান্বয় যান্ত্রিক সেখা পঞ্জা গওয়া হইলেও, দেশীয় শিল্পের উন্নতিকরে অসাধারণ যত্নীল। ইহার চিত্তাধরম, রাবেশ্বরম, প্রতি স্থানের মন্দিরাদি নির্মাণ কর্তৃর বিদ্যুন্মুক্ত করিগ্রস নিয়ন্ত্ৰক করিয়া হিন্দুস্থাপত্যের লিখিয়াছেন—“ভূমস্থেরে এখনও এমন ‘কারিগর’ আছে যাহারা আচীনকালের স্থায় হস্ত-প্রস্তু-শিল্পের কার্যে মুনিমুক্ত !” জন্মগ্রহের বিবর, যেসকল বিশী ভূমস্থের ও কলাবিদের বিচারে মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া আগতে অশেষ শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, উৎসাহ

কারিগর আছে যাহারা আচীনকালের স্থায় হস্ত-প্রস্তু-শিল্পের কার্যে মুনিমুক্ত !” জন্মগ্রহের বিবর, যেসকল বিশী ভূমস্থের ও কলাবিদের বিচারে মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া আগতে অশেষ শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, উৎসাহ



বৃন্দশহরের চতুর্ভুজ মন্দির।

তাহা সর্বাংশে শেষ্ঠিতম। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বাসাগদীতেও গৃহচনায় হিন্দুস্থাপত্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান প্রথম মধ্যে আমরা কল্পনা যে প্রস্তুত তোরের চিত্তী সংযোগেশিত করিগ্রাম, তাত্ত্বিক হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শ গঠিত ; উহার পরিকল্পনা মাধোপ্রসাদ নামক জনকে দেশীয় শিল্পীর বচিত এবং তৎসময়ে তোরেগ্রাম যে উচিত তাহা তাহার বাস্তিগত অভিমত।

এ সমষ্টই বিকিং আশার কথা। ইহার উপর আমাদের সম্মুখেও কয়েকটা স্থানের উপরিত হওয়ার পর ভাবতে স্বীয় স্থানে গৃহচনার অগালী নির্ধারণ সম্বন্ধে এক গুরু উত্তীর্ণে ; এবং গৱর্নমেন্টের বর্তমান স্থাপত্যাকারী যি : বেগুন এবং প্রয়ে গুচ্ছিত বীভূতি পরিবর্তন অভ্যোদন করিয়া স্বীয় স্থানে স্থানকার দাখিল করিয়াছেন। লঙ্ঘনের ইতিহাস মোসাইটির সভাগুণ তারতমের পুরাকীর্তিসমূহের সংরক্ষণ ও স্থগিতকারণগ্রের নাম ধারাবি সংগৃহ স্থানে বন্দোবস্ত করিবার প্রারম্ভ ভারতসভারের নিকট



বৃক্ষসমূহের মিউনিসিপাল উচ্চ নের তোরণ।



କାଣ୍ଡିଆ ଏକଟି ଅନୁର ତୋରଣ ।

୧୯ ସଂଖ୍ୟା ।

ବୋଦେର ସମ୍ପଦ ମାତ୍ରିକ୍-ପରିସଂ ମନ୍ଦିରର ଗଠନବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲଙ୍ଘା
କରିଯା ପାଠକଙ୍ଗ ଡାହାର ବିଜ୍ଞାନ କୁରିବେଳେ ।

ଭାରତେ ଶାପଟାଲିଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଅକ୍ଷ୍ଯ ଦୂର୍ବଳତା
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧରୀତି ଏହି ଦୂର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ଭାରତରେ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଆଜି ଶିଳ୍ପିର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଆଜି ଶିଳ୍ପିର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଆଜି ଶିଳ୍ପିର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଆଜି ଶିଳ୍ପିର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା । ଆଜି ଶିଳ୍ପିର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ମାଣସୁଧ୍ରୀ ।

ରଜନୀ

ନାମିଆ ଏମେହେ ରାତି,
ହୁଦୁମ ଥୁଲିଆ ବିଶୁମ୍ବ ଆଜିକେ
ତାହାରେ କରିଆ ସାଧୀ ।
ନାମିଆ ଏମେହେ ରାତି ।

আহা, আকাশ সাগরে বেংগে আসে আজ
কেরে ও জোংমাতৰী,
তাৰি তোলা চেউ মাখিকেৰ দাম
চলেছে মাথাৰি কৰি।

ଦୁମ୍ଭତା ଯତ କୁଳେ ଉପରେ
ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁଆ ଗାୟ,
ଅଛି ତାହାଦେର ମଜ୍ଜାର ଧନି
ବୁଝି ଆଜି ଶୋନା ଯାଏ !

ବାଜେ ଦୀଣା ବାଜେ ମୁହଁଲ ମୁହଁସ
ଫରାଦିନ ଧରାନ୍ତିର ।

ଓৰে এমন জননী—ফুল কুসুম,
মধু যে ছিলি ধাৰ।

সে মধুসাগৰে সিনান কৱিয়ে
কে তুলে মিলম তাম,
বজ্জীনী ধৰণী আকাশে বাতাসে

এক হতে চার পাঁচ !

শ্রীকৃষ্ণনাথ লাহিড়ী ।

ମୋନିବାବା

ମୌଳିବାବା

ବ୍ୟାକରାତ୍ମା, ଆଖିଦେବାଳୀ ଆପଣଙ୍କଠି ଥାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ଗରୁଙ୍କା
ମୋହିରା ଯାଇଲୁ ଆମାର ଏକାଶେ ଆମାର ଅଭ୍ୟାସ କାହାରେ ଥାଏନ୍ତି
ଦେଇ କହିଲୁ । ଏବଂ ଅମ୍ବାନ୍ତରେ ବିନାମ୍ବାନ୍ତରେ ମଧୁମୈତି ଆମା
ଆମା ଏକମ କରି କି କହିଲା ? ତାହାର କୌଣ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତେ
ଅମ୍ବାନ୍ତରେ ବସି ଦେଇଲୁ ନିଲିପି ଏକାଶେ, ଏକାଶେ କି ବାହିକାରୀ
ଗପିଲା : ଯର ମେ ବ୍ୟାକରାତ୍ମା ନିଲିପି ଏକାଶେ । ଏକାଶେ କି ବାହିକାରୀ
ଗପିଲା : ତାହାରେ ବସି କାମକ କରିଲା ହେଲା ଓ ସାମାଜିକ ନାଟି,
ଦେଇଲା । ଏକାଶ ଫେରିଲା ବିଷ ଯେ ମାହାତ୍ମାର କୁଳ ମେ ଜୀବନ ଏ
ମୋହିରା ପ୍ରେରିତ ହିଛାକି, ନିଶକାରୀ ହେଲା ତାହାର ଦିଲ୍ଲିରେ ଆଜାତୀ
ପରିଵାର ଏବଂ କରିପାରିଲା । ଏକାଶର ପରିବାର ସମେ କରିଲା ଆମା
ମେ ସାହିତ ଏବଂ ମେ ମୁଖ ତମ ଏକାଶ ହିଲୁଗାରୀ ଗପିଲା କାହାରେ ତାହା
ଦେଇଲା । ତାହାରିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପରିଚାଳନା କରିଲା ଏକାଶର ନିମ୍ନ
ପଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋହିରାଙ୍କର ମୂର୍ଖ କଟାଇ ତାହାର ମିଳିଲା ।
କିମ୍ବାର ଆମିତି, ମୋ ଏହି ଏକାଶ କାହିଁ ତାର, ଏକାଶରେ ଏହି
ମୋହିରାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦେଖିଲା କହିଲୁ । ଏବଂ ମଧୁମୈତି ଆମା
କରିଲିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାଇଁ କରିଲିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହାବି । ଏବଂ ଆମା
ଆମାର ମୋହିରା ସହ ଉତ୍ସବରେ ବସାଯାଏ ମେଲି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆମୋଦାନା
ପ୍ରତି ହିଲାଯାଇ ।

ମୌନୀବାବାର ପିତା ।

ହେବାଟି ତାମ ପାରିବାରି ହେବାଟି ।
ଆଜି ଏହା କଥା ହେବାଟି ।—ଶ୍ରୀ ଲୋକାନ୍ଧା ପାଦିଲାମେ ସମେତ ତାମରେ
ଯଥରେ ବନିନାଳା ତିଳି ବଲିଲୁବେ—“ହିକ ହିକ, ଆମର ଯା ଅଛିଲୁ କବା
ଡାର୍ଟିଙ୍ ଫିଲ୍ ପାରୀ ତାମ କଥା ଆମରେ ହୁଣ ଲାଗି ରିମେନ୍ ।” ଏହି
ବଲିଲା ତାମରେ ପାରିବାରିମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲାଗି ତାମ କଥା ଆମରେ
ମେହି ଦେ ଗୁଣ ହାତିଲୁମେ, ଆମ ହିରିଲୁମେ । ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଅଛିଲୁ
ହିଲୁମେ ପିଲାମୁଳ ନିରଦେଶ । ଆମ ତିଳି ଏଥେ କଥା ମୋରୀରେ
ତାମିନାରେ କେମି ଉପାର୍ଥ ନାହିଁ । ଏହି ପିଲାମୁଳ ଶୂନ୍ୟ ପାରିବାରିମେ
ସତରାବୁଦ୍ଧି ହିଲୁମେ ତାମ ବାବାରେ ।

* ऐसे अवक्षीणमठी निरन्तरि घोष कर्त्तव्य "मोनोरावा" नामक एक हैंडेट सप्लाइट हैं। अवदेकर भावन और भाव—उत्तम्येर अनुभूति लेपक एक कार्यक निकट रहता है।

• শিক্ষা ও শিক্ষকতা।

প্রচার ও সম্বাদ ।

নুরসেবা এবং ভক্তিমূলক কাজ।

সামোজ্যপ্র পরিবার পুরুষের পার্শ্বে পার্শ্বে জীবনে পৰিবার
হিসেবের পৰি-বিত্রণ হইতেছে। পুরুষের জীবন হইতে পৰিবার
তোহার জীবনের একটি বিলে অতি জীব এবং পুরুষ পার্শ্বে তিনি
অসমীয়া পরিষিক্ত হইতেছে। কেনন দুই কথা কেন পৌরুষের জীবনে,
শেখ কথা অত ক্ষেত্ৰে আৰু কৰণে পৰিষিক্ত হইতে, পার্শ্বে পৌরুষের জীবনে
পৰিষিক্ত হিসেবতে মহান কৰিব। কেনন এবং অসমীয়া
হিসেবতে পৌরুষের জীব বাবু হইতে খাকিতে। পৌরুষের জীবন-
চক্ৰতে পৌরুষের জীব পৰিষিক্ত হইতেছে; এই কথা হইতে পৌরুষ
হিসেবতে পৰিষিক্ত হইল। আগুনে উৎসৱে সব পৰিষিক্তে—

“স্বৰ্গে দেখা কৰ্ত্ত হইতে অসমৰ জীৱন তোহাকে স্বত্ত্বালভীভূত
নৰনৰে দেখাৰ কৰ্ত্ত, কেনন কেবল জীব পাইতে দেখা পৰিষিক্ত।
দেখা তিনি বাবু অসমৰ পাইতেন। কেবল জীবের হাতে কৰণে
পৌরুষের জীবকে আৰু কৰিব।” পৌরুষের স্বৰ্গ অসমীয়ার
বিবাহাচেন দে আৰিহার্ষী পৰিষিক্ত তোহাকে নিকট অৰিক্ষিত কৰে
হয়। তিনি পৌরুষের স্বৰ্গ উৎসৱের ভাবে খাকিতে। বলৈ নাম
কৰিবলৈ, ততন তোহাকে স্বৰ্গে চোকে এক অসুস্থ পৰিষিক্ত কৰিবলৈ,
“জীৱ কৰিক্ত হইত। পৰিষিক্ত কৰে দেবৰূপৰ আৰু আমৰ
হাস্তে দেউ লাগু হইতে উত্তোলেছে।”

শুধু পৌরুষের জীব পৰিষিক্তে—“তোহার স্বত্ত্বালকা, খালকুলা
শালকুলকা যাহা দেখিবলৈ, তোহা অতি ঘূৰুৰু। আমি সবৰ সবৰ
জীবকে পুৰে সঞ্চল্পৰিষিক্ত হইতাম। একবাৰ শৰণবার অপৰাধে
পৰিষিক্ত কৰিবলৈ (যথবেশ্য) হিসেবে কৃত তোহার পৰিষিক্ত
তিনি পথে দৰখ কৰিবলৈ। নিৰাপত্তি খাইতেন, আমি তোহার
হৰেতে অষ্ট নিৰাপত্তি পৌৰুষে কৰে তুলি অসুস্থ কৰিবিলৈ।
আমাৰ কৰিবলৈ মা, পৰিষিক্ত আমি গৱে আৰু কৰিব
আমাৰ পৰিষিক্ত কৰিবলৈ বিবাহাচেন বিনোঁ তোহার সহিত কৰা বলিলাম।

ପୋନ୍ଦାରା ନିରେର ବାଜା ବିଶେ ଏହିପଣ ଲିଖିଥାଇଲେ :—
“ପାତମ୍ବେ, କୁଳମ୍ବେ ଯେ ପାତା ଶହିତ ଯି ଶୀତା ସେଣ, ତାହା
ଶହିତ ଉଠି ଥାଏ ନା । ଆମ ଯିବା ଏହା ପୋନ୍ଦାରାଙ୍କ କେବଳ

କାହାର ମନ୍ଦରୀକେ କି ତଥେ ବୈଶିନେ ଯିଶ୍ଵଲିପି ଘଟନା ତାହା
ଯାଏ—

গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা ইন বাজীর মেমোরি স্কেল করিং অসম, পুরুষ আধুনিক সমাজে একটি অন্ধকার নাম। তাঁর পুরুষ পুরুষের পুরুষ, পুরুষে—“কৃষি আধুনিক সমাজে আধুনিক যা।” কৃষকের স্বত্বে মূলত পরিষেবার করিবার পথে; এখনও তুই দেশে থেকে আছো কৃষি আধুনিক যা। আধুনিক তগাঁরো হচ্ছে কৃষি আধুনিক যা। আধুনিক তগাঁরো হচ্ছে কৃষি আধুনিক যা। আধুনিক আধুনিক করে দেশ সিদ্ধিলাভ করিব পারি। তোমার কৃষি আধুনিক যা। আধুনিক আধুনিক যা। আধুনিক আধুনিক যা। আধুনিক আধুনিক যা।” এই বিশ্বাস আঞ্জলি তাঁর পুরুষের সম্মতি করিস্বামী।

ଚିତ୍ରକୃଟ ।

গোপনীয় প্রাণীরাগের সঙ্গ—উল্লেখ নির্মাণ, শীতা, বায়বেশ, উক্তপ্রস্তুত
ক কথেকথন পাই। এই ক্ষেত্রে অবস্থানকারী মাদে মাদে তিনি
সহ হাস্য পাই। তিনি বিশেষ করে কোমল পুরুষের পাদে পাদে
বিচিত্রিত এবং ভাস্তুর একটি অন্ধকারে নির্মাণ করাবাবো
যা প্রাপ্তিবান। আবার ইহার অশীলতার সঙ্গে উভ কভিওন
এ আমাকে রাজুকুন করিব। এখনও হাস্প কভিওনে, তিনি
কে দেখেছেন আবেদনে, তাই আমি আম ভোকের পক্ষ এই ক্ষেত্রের
সম্পর্ক পাই। স্বীকৃত পরিপন্থী এবং এই পুরুষের পক্ষে এই ক্ষেত্রের
বিশেষ দণ্ডন তিনি বৃষ্টি করে দায়িত্ব পাই। যদিও
তিনি রক্ষ কোরের সহিত আলো দেখ না। যদিও
জুড়ে দেখ বাধি আসে, পূর্ব আম সহিত বাধি রাখিব। যদিও
আম এই স্থানে আসে আগত একটা সাক্ষী আমকে পুরুষ আসিব।
যাতে কুকুল অভিযোগ করেন। এবিক শিঠা কুকু

ପାଦାବାନ ଏକମେଣ୍ଡ

মিশনারি অংশ

गीतार्थ

ॐ कारनाथ ।

ଶିକ୍ଷପରିଯେବ ସମ୍ବାନ୍ଧ ।

ଶ୍ରୀ ଅମିତାବ ଟୋପ୍‌ଗାନ୍‌ଦାସ ହରମଣ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖିଥା ଆମିତାବ
ବନ୍ଦିଲାଇଲା । ଏହାରେ ଶାତ ଜୀବନ ଧ୍ୟାନକ ଦେଖିଥା ଆମିତାବ ।
ପ୍ରମାଣ କୁଣ୍ଡଳ କଠାର ତଥା ଶକ୍ତିଶାଲାଇଲା, ଏଥର ଘରେ
ଦେଖିଥା ଆମିତାବ ।

ଅପ୍ରକାଶ ମିଛିଲ ।

ପଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଉକ୍ତକାଳରେ ବସନ୍ତ ମୌଣିକରେ ଏକବର୍ଷ ଯାତ୍ରା
ଶହରେ ଯେତିଥିଲାମୁଣ୍ଡିଲାଙ୍କାରୀ। ଏକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ତୋରିକା ପାପାରେ ତାଟ
ଅକ୍ଷରକାର ଥିଲୁ ତୋରିକାରେ ତାମରେ କଥା କହିଲା ଯାହାର ପରିମାଣରେ କଥା
ଆମାମିଳିଲା। ଏହି ବିନ ଶହରରେ ଏବେ ଯାଇଲୁ ତୋରିକା ଏକ ପ୍ରତି ଯେ
ଯାମରେ ଦେଖିଲାମିଲା ତାହା ବରାନାଟି। ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ ବରିତିନ
ଯାମରେ ଥାଏ କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ ଥାଏ କଥାକିମାରୀ ଥାଏ କଥାକିମାରୀ। ତାରିଖିତରେ କଥାକିମାରୀ
କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ କଥାକିମାରୀ। ଏହି ଆଟାର୍ହି
ବ୍ୟାପରେ ପଥ ଏହି ଆକାଶ ଯିବିଲୁ ହେଉଥିଲାମି। ସମାଜ ପର ବାହିକମ
ତୋରିକାରେ ପଥ ଦେଖିଲାମୁଣ୍ଡିଲାଙ୍କାରୀ କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା

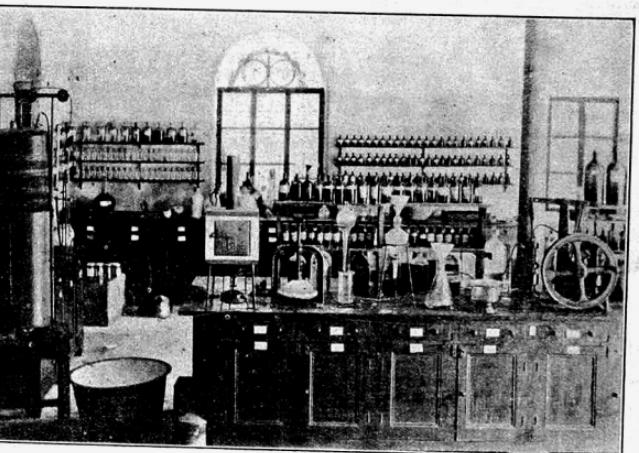
শেষ জীবন ।

ମୁଖ୍ୟାମାର ଅଳ୍ପକ୍ଷରେ କରିବା ଆମାର ସମ୍ମତ ଉପାଧି ଦିଲାଶ କରିବା-
ହେବ। ସ୍ଵପ୍ନ ଏବଂ ଆମାର ଏଥି କିଛି ନାହିଁ । ସମ୍ମତ ଝଗତରେ ଦେଇ

• একটি স্বদেশী কারখানা

সাঁ আজি বিশ বৎসরের কথা। কলিকাতাৰ ১৯৮৪ মাঘৰ সাৰ্কুলেশনৰ মোড়ে একটি একতলা বাজীৰ এক কালে একটি ক্ষুদ্ৰ দৰে ডাক্তার প্ৰহৃষ্টচৰ বাবেৰ বাবস্থ। বাজীৰ সামনে ও পিছনে খোলা অৰি।
অস্তুতি: খোলা, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসী, কাঠেৰ পিলা

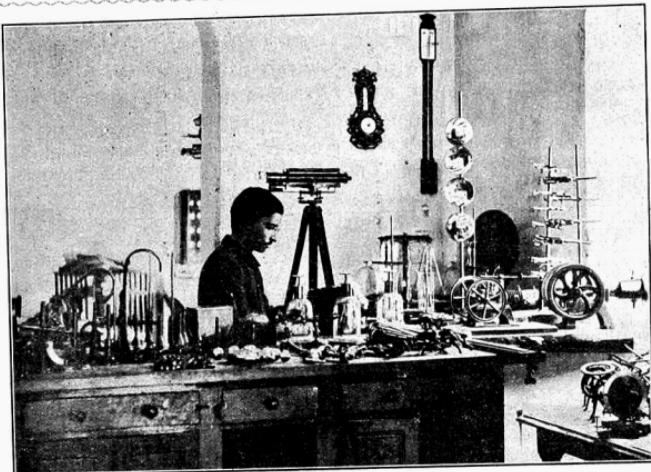
ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ବଲିଆ ଥାକେନ ମୂଳଧନ ନାହିଁ ବଲିଆ



বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও ব্রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগ।

বিকল্প। কোথাও গুরুত আৰক (sulphuric acid) ও লোহার হিট (scrap iron) সংযোগে ইৱেৰাক্ষ অস্ত হইতেছে, কোথাও লেবুৰ রস হইতে শিতি ক অম (citric acid) বানাইবৰ চেষ্টা হইতেছে, কোথাও সোজা ও গুরুত আৰক যোগে কেন্দ্ৰ আৰু (nitric acid) সোজা ও গুরুত আৰক যোগে কেন্দ্ৰ আৰু

বার্মিজ চোল তেজ আর্দ্ধ (nitric acid) টেলিগ্রাফ (distillation) হইতেছে। একবার আর ছাইস উপরের মাংসবিক্রিতার পোকান হইতে সংগ্ৰহীত কোটা হাত তক্ষিতেছে; - পাঁচার লোক বাতিল্যত হইয়া আপগতি কৰিতেছে এবং নিউনিসপ্লামিটেড দৰখাত দিবাৰ নাৰমণ কৰা চাই। একবারে মত একটা কিছু কৰিয়া বসিব, ভাবিলিব, কাশ্যানি হয়। অদেশী আভেলনের পুঁকে ও পৰে আকেন্তুলি যথে কৰিবার মৌল হয়। ভাইস মধ্যে কৰেন্টি কৰেন্টি বা মুমুক্ষু; কত উঠিল, কত দুবিল, ইহাৰ কাম বি-



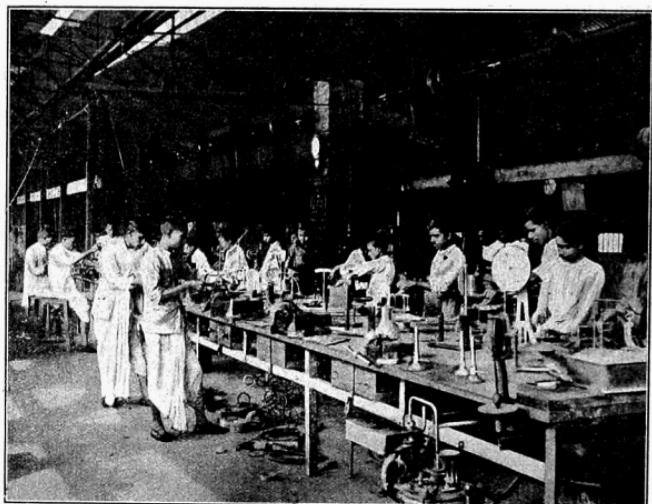
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র টিক্কি নির্মিত হইয়েছে, কি না, তাহার পরামর্শ করিবার ঘর।

মাড়োবীরীয়া লোটা ও রম্পী সম্বল সহিত রাজপুতনার মহাত্ম্য হইতে আসিয়া দাঙ্গার অস্থানিক্ষণ ও বহির্বিভাজ প্রায় একচেটুণ্ড করিল কি একেরে? দাঙ্গাটী কেবল কেরালামিরিতে পটুতা এবং ওকালতী বৃক্ষ লাভ করিতে পথিবারে হইয়া ব্যক্তিগত লাভভোক্সনের লিকে তাকান নাই; যদেশ্প্রেমে অঙ্গপ্রাণিত হইয়া, কাজাটিকে কেবল করিয়া মসল করা যায়, একমাত্র তাহাই তাহারের শিখিয়াছে।

ডাক্তার রায় যখন "বেঙ্গল কেমিকাল ও ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কিন্সে" স্মরণীয় করিতেছিলেন, তখন তাহার আগ ছিল, আয়কর ৩০০ বাদে, মাসিক ২৪৩০। তখন প্রেতিক খণ্ড ছিল, এবং তাহার মনের পরিমাণগত ব্রহ্মার যথে দেখে। এই বেতনে তিনি ৭৮৮বৎসর ঢাকাপুরী পরিতাপের পুরষ দেখে। এই পুরষের পুরুষ দেখে পুরুষের অভিযান হইয়াছেন। অথচ তাহার দ্বারা এত বড় একটা কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়েছে।

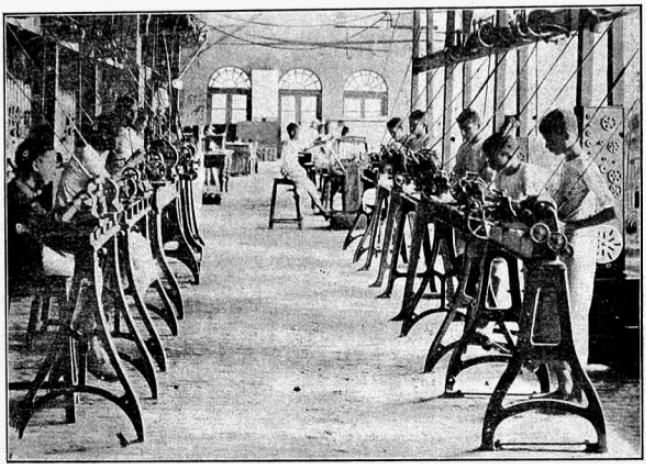
কারবারের এই প্রাপ্তব্যবধায় আর একজন উদ্যমশীল, অসাধারণ অবস্থামৌলী ও বার্গত্যাগ যথেশ্পেষিক যুক্ত এই কারবারের জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহারের সকলের নাম করা হস্তান্ধ নয়।

বাবু দ্বারা তখু জীবিকার্জন নয়, সদান ও শক্তি



যন্ত্র নির্মাণের কারবার—হস্তযুক্তিভাব।

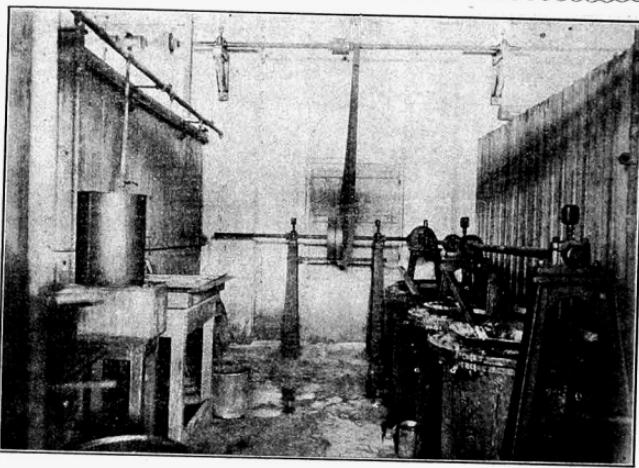
লাভ করিতে পারি, এই কথাটি যদেশী আমোলনের দিনে সহজে ও সহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উৎসাহের প্রথম আবেগে এতে একে অনেকগুলি কারবার অস্থান করে। কাপড়, যোজ, গেজি, সাবান চিনি, চামড়া, কলম, পেনসিল, দেশলাই, ইত্যাদি কত রকমের কারবারের অস্থান হইয়াছে। আজ সামাজিক উত্তেজনার অবসান কালে দেখিবে পাইতেছি যে কারবার আরম্ভ করা যত সহজ, দ্যাঁচ ও লাভবান করা তত সংজ নহে। অনেক সঙ্গেজিত কারবারের অবস্থা আশা প্রাপ্তি নহে। আজকাল বাগলুরীর মৌখ-কারবারের মধ্যে বেঙ্গল কেমিকাল উৎসাহ ও গোবৰের বল। পূর্ণেই দেখিয়াছি, যদেশী আনন্দগ্রামের বহুগুরু অভি যুক্ত আস্তনে হইয়া হচ্ছে। এই কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় দেশীয় প্রথম কেও ডাক্তারই বিশেষ করিয়া বাহু করিতে পারিতেন না। যদিও এই একটা পুরুষ প্রস্তুত করা তৎকালে বেঙ্গল কেমিকালের প্রধানদের উদ্দেশ্যে ছিল,—তৎপৰ পৃষ্ঠ এই নইয়া ধারিলে কারবার ঢা঳ান যাই না বলিয়া এই কারবার পেটেট ধৰ্মের বিলাতী পুরুষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এটিকেন্দ্রে টেলিক, প্যারিসের



ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

କେମିକାଲ ଫୁଲ-ଇଟା, ଦିର ତଙ୍କଳେ କାହିଁଛି ହିଲ । ଏହି ନକଳ ବୀରା ଧରନେ ସେଥି ପିତ୍ତମ କରିଯାଇ ହିରାରୀ ମେରୀ ସେଥି ପ୍ରତ୍ଯେକତ କରିଗଲାର ଓ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଜୀବିତ ଧାରିଗଲାର ଉପକୂଳ ମଞ୍ଚମୁଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । “ଯମାନି ଜଲସାର” ଆଜକାଳ ଅନେକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ଯେକିତାମୁଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରତ୍ଯେକିତ ହିତରେ । ବେଳେ କେମିକାଲେ ଏହି ସେଥି ଧରନେ ପ୍ରତ୍ଯେକତ ହିତ ଏବଂ ହିରାରୀ ଯମାନି ଅନେକ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ଯେକତ କରେନ । କୋଣାରୀର ତଙ୍କଳେ ହିଦୁପରେ ପାଚ ଆନାର ମୋହନ କିନିବାର ମହିମ ପାଞ୍ଚାଯାମ ; ଆଉ ହିରାରୀ ଏକକାଳେ ସହାଯିକ ଟକାର ମୋହନ କିନିବେହନ ।

২৫০০ টাকা মুদ্রায় লইয়া লিমিটেড কোম্পানি হইবার পরেও ও ৪০ বৎসর কাল ১৯ নং আগ্রার সারকুলার বোর্ডে 'হইবারের আফিস' ও 'কারখানা' উভয়ই ছিল। কারখানার প্রস্তাবিত 'হইবে সারকুলার বোর্ডের বাস্তীতে' ঘৰ্য্য প্রস্তুত করিবার কুলন কঠিন। হইয়া পড়ে। তখন হইবার ১০ মং মার্চিভক্তজ্ঞ মেন বোর্ডে কারখানা স্থাপিত করেন। এই পথিকা আনন্দিত হইয়াছিল। ডাক্তার বার এবং কারখানার মুদ্রণে কার্যালয়ক অধৃত রাশশেষের বই 'মহাশয় লিখিত বচ্ছ করিয়া সমৃদ্ধ বাগপুর বৃক্ষইয়া দেন।' বিস্তৃত জমিতে উপর কলমৰ, ফার্ণেলো, এসিড ঘর, ছুটোরের ঘর, লাবোরেটরী, প্যাকিং ঘর, চালাইবৰ, গুডম, কুচ্চিত্বি-পথের মেস শুশ্কুল ভাস চতুরকাবে সাজান। নান



ওষধ প্রস্তুতের কারখানা। ঘনীকৃত ও নির্যাস বহিকরণের প্রাতাদি।

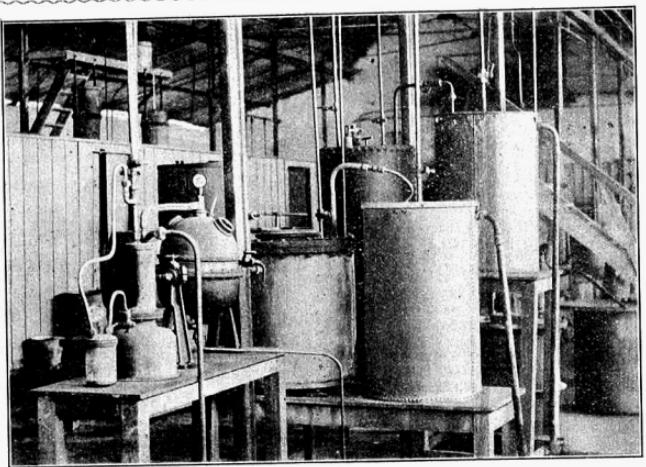
ଏକାର ଶଳେ ମୁଖ୍ୟରେ ଏହି କାରଥାନାଟା ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରର ଶ୍ରୀମ ମେନ ହୁଏ । ଇହିଦେର ଲେଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହାର୍ଥ ଭିତରେ ଏକଟା ପ୍ରାଣ ଆଛେ, ଏକଟା ସାମରଶ୍ଵର ଆଛେ । ଇହାରେ ଶ୍ରୀମି ଶ୍ରୀମାହେନ ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଅଜ୍ଞ ସଥାମସର ନିଜେଦେର କାରଥାନାର ଉପର ନିର୍ଭର ନା କରିଲେ ଅଭିଧାର୍ମ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏ । ମେହିଙ୍କ ଏହି ଏକଟା କାରଥାନାର ଦଶ

ব্রহ্মের ব্যবস্থাপনায় প্রথমে লাভ করিয়াছে। প্রথমেই
দেখি ছাপগানাম। উদ্দেশের কারণার আছে, আজু বেশ;
কিন্তু তার ডিতর আবার ছাপগানা কেন? ইইদের
কার্যত কল, ঢালাইখন্ম সম্বন্ধেও এই অশ্র করা চলে।
কিন্তু একবার ঘূর্ণয দেখিলেই এই প্রথমের সহজ উত্তৰ
প্রাপ্তি যায় এবং ঘূর্ণয পরাম যায় যে কারণগানার সর্বা-

৩৫৪

শার্ক শিখে পিয়া দেখি দৈজনিক প্রয়োগে প্রস্তুত হই-
তেছে। ঝালিলাম অথবে শুটকতক মাত্র কল বসাইয়া
অর পর বৈজ্ঞানিক ঘষ ও বেঁচির ভাগ ইইদের
ফার্মেসীর ফিটিংএর কাজ করিতে হইত। নিজেদের
কল ও ইমারতের কাঠ এই শোকার্পণটা ধাক্কার দুর্দম
সহজে ও অল্প যথে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ନିଜେରୀ ନା କରିଯା ବାଢ଼ି ତୈରୀ ପ୍ରତି କୋମଣ୍ଡ କୋନ୍ଟର କାହିଁ ହସ୍ତ ବାହିରେ କଟ୍ଟିଲା ଧାରା କାହାଇଲେ ଡୁଳ୍ଯ ବ୍ୟାପେ ସମ୍ପର୍କ ହିତ ଅଧିକ ନିଜେରେ ଝାଉଟ ବ୍ୟାକ୍ଷା ଥାଇଛି । କିମ୍ବା ଅପରେ ନିକଟ ସାଥୀ ଝାଉଟ ହିତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ



ଔଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗ । ବାୟୁଶୂନ୍ତ ପାତେ ନିର୍ଯ୍ୟାମ ବହିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (Vacuum Extraction Process) ।

অভিজ্ঞান র মূল্য তামে এগুল করেন। নজর প্রস্তুত হইতে আৰাষ কৱিয়া শেখ পৰ্যাপ্ত এত বকমেৰ, এত বিভিন্ন কাৰ্যোপযোগী কল বসাইয়া ও গৃহ নিৰ্মাণ কৱিয়া ইইছেৰ পাকা শিক্ষা হইয়া পিছাইছে। এই অভিজ্ঞান ফলে আজ ইইছীৱা মনেৰ মধ্যে শেষ ল্যাবোৰেটো-ফিটস' বিৰুদ্ধ গণ্য হইয়াছেন। ল্যাবোৰেটোতে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰিং ও প্ৰক্ৰিপশনে প্ৰস্তুত হইতেছে। ভবান্তি কলেজ-সমূহৰ ল্যাবোৰেটোতে পৰিকলমান হইতে আৰাষ সৰকৃতকৰণ আনন্দকৰ্তা কাৰ কৱিত ইইছীৱা পৰামৰ্শ হইয়াছেন। কেবলমান তৈল ও পেট্ৰোল হইতে বিশেষ উপায়ে গ্যাস প্ৰস্তুতে ব্যহৃত হইয়া অনেকসন্দেশ কৱিয়া পিছাইছেন। কলিঙ্গাতা, ঢাকা, মাধুমনিশ, বৰিশাল, খুনিমা, শোকাটি, কক্ষ, বৰীকুপুৰ, মুসলিম, লাহোৰ, মেখনে ল্যাবোৰেটোৰ প্ৰস্তুত হইতেছে, মেইখানেই ইইছীৱা আহুত হইয়া প্ৰশংসন সহিত কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৱিতাচেন। ল্যাবোৰেটোৰ প্ৰস্তুত কৱিত হইলে খাতনামা অধ্যাপকগণও ইইছেৰ পৰামৰ্শ সাৰাংশে এগুল কাৰিয়া গৰকেন। বেশ বড় বকমেৰ-একটো ওষুচ্ছশ্ব আছে বলিয়াই এসকল কাৰ্য শৰ্তাবলৈপে, কৱিতে পাঠিতেছেন। ওষুচ্ছশ্বে আমেন লোক একত্ৰ কাৰ কৱিতোৱে। এতক্ষণ গোৱেন্দ্ৰ প্ৰাতিকৰণ কাৰেন বাথা একটো পোলোমেলে ব্যাপৰ। ইইছীৱা এমন উপৰ্যু উত্তোলন কৱিয়াছেন যাহাতে কাৰেন সথে সথে হিসাব হইতে পাবে। বথন্ড কোনও কাৰ আৰাষ হই তৰুন্তোই অৰ্থিক সংখ্যা ও কাৰেন নাম দিয়া একটো বাবু রাখা হয়। সকলে আসিয়া লোৱয়ান কাৰ বিলাইয়া দেয়, সকলা বেলোয় কাৰিগৰেৱা নিজেদেৱ কাৰ তাহাদেৱ নামে উৎকৃষ্ট দেয়। ছেট ছেট চাহিপান কাৰাবেন তাহাদেৱ কাৰ লেখা হয় এবং আৰ্ডাৱেৱ নাম ও অৰ্থিক 'নথৰ তাহাতে ফেলা হয়। এ কাৰাবেন কাৰিগৰেৱ মুহূৰী ও দণ্ড হিসাব কৱিয়া দেলা হয়। তাৰপৰ এই সৰামাঞ্চি মে দে কাৰেন অজ্ঞ মেই মেই বাদেৱ ভিতৰ বাবা হয়। শুধুম হইতে

ତେମିନି ଭାବି ହିଟେ ଥାକେ । ଥାମେର
ପୁଣ୍ଡି ଅଭ୍ୟାସରୁଷ ଫାରାମେର ମୂଳୋର
ଅନ୍ଧଗୁଣ ତୋଳା ହେ । କାହିଁ ଶେବ
ହିଟେଲେ ମଞ୍ଜୁଲୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାବେର ମୂଳୋ
ଏକୁମେ ବେ ଟାକା । ହୁ ତାହାର ଉପଗର
ଶଖ ଚାଲାଇବାର ବ୍ୟାପ ଶକ୍ତକରା ହିମାବେ
ଫେଲିଯା ମୋଟ ଥରା ବ୍ୟାହିର କରା ହୈ ।

ওয়ার্কশপে দেখিলাম হু-
মনৰ পাখা প্ৰস্তুত হইতে
নীচে কেৱোনিনেৰ বাতি আগা-
দিয়েই পাখা ঘূৰিকে ধাচ-
কেকে ছোট বড় যঞ্জ প্ৰ-
হইতেৰে বাহাৰ নিশ্চাকৌশল
সৌষাটৰ দেখিয়া মৃদু হইতে হয়।

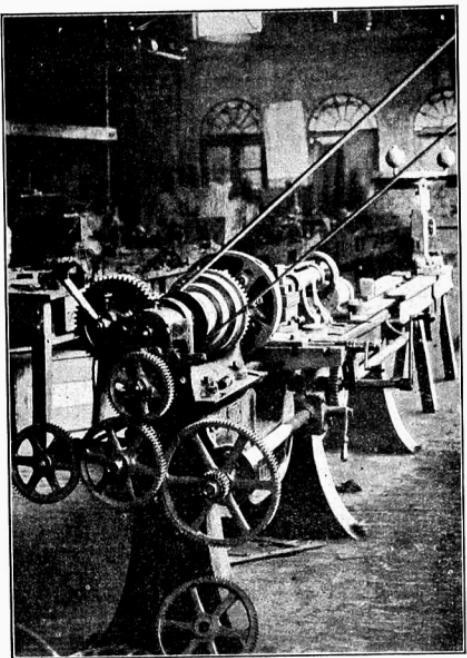
এসিন্দ থেরে হাইটা শীসার
চেম্বার আছে। চেম্বারগুলি
শীসাগোড়া শীসার তৈরী। শীসা
পালিবার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস
প্রয়োজন করিবে হচ্ছে। মুক্তেড়ি
ব্যানারবাটীত এই কক্ষ অপরাধের
কার্যালয় হিসেবে নথে। হাইটা হাতে
কেবলমাত্র লেভ্যুন তৈরী করিবা
হৈসাইচেন। এখন বিস্তৃতার সুষ্ঠুত
চেম্বার তৈরী যে, বিশেষজ্ঞ বলেন
যে বিলুপ্ত হইতে মুক্ত করিগুলি
পারিয়া করিলেও হই অক্ষে

যত্ন নির্মাণের কারণান। ছিদ্র করিবার যত্ন।

ମାତ୍ର ବାହିର କରିବାର ଜ୍ଞାନ "ମ" ଛିଲ୍ଲିନ୍ ନିର୍ମିତ ଫାର୍ମାନ ଆହେ ତାହାକେ ମେ କାହେର ଗଣ ମାତ୍ର ଲାଗୁ ହେବାରେ ଦେଖି କାହେର ନାମ ଓ ନଥର ଦେଖା ଥାଏ । ସମ୍ପଦ ଦିନେ ଯାମାକୁ ବାହିର ହେ ତାହା ନିଜେର ଗାତ୍ରାଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଓ ଚାରି କରିବା ଜିମିନ୍ଦେର ହୃଦୟ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣମରକ ଏହା ଫାର୍ମାନମଧ୍ୟ ଘୋରାର୍ଥିତିଲେ ଦେବର ଦେବ । ଯେ ଯେ କାହେର ଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ କରିବାର ହିଁ ମୂଳରେ ଦେଖି ଦେବ, ମୁନ୍ଦରରେ ଦେଖି ମେହି ପାରିବ ଭିତର ଏହା ଫାର୍ମାନମଧ୍ୟ ରାଖା ହାବ । କୋନ୍ତା କାହା ଯେମନ ଅଶ୍ଵର ହିଁଠିତେ ଥାଏ, ତାହାର ଥାମେ ଭିତର ମଜୁରୀ ଓ ଜିମିନ୍ଦେର ମୂଳ ହିଁଥାବେ ଫାର୍ମାନମଧ୍ୟ ହସନର ହିଁଠିତ ନା । ଥେବାରେ କାଜ ବିବାହାତ୍ମ ସମାନ ଚଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବ୍ଦ ୪ ହାଜାର ପାଉଣ୍ଡ ଏମିସ୍ଡ୍ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୈ । ପିନ୍ଧୀର କାଳେ, ମୋଜାଗ୍ରାହିତେରେ କଲେ ପାଚୁର ଏମିସ୍ଡ୍ ବିକର ହୈ । ପରମ୍ପରାଗ୍ରହିତ ଟିକଶାଳ, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଓ କରିପଣ୍ଡିତଙ୍କ କାରାବାନା ପ୍ରତିକର୍ତ୍ତାତେ ହିଁଠିତେ ଏମିସ୍ଡ ସରସରାହ ହୈ । ଏ ମେଲେ ମହାଦେଶୀ ରାଜମହାନାଳର ମୁଦ୍ରାକାର କାରାବାନ ନା ଥାକାରେ ଏମିସ୍ଡ୍ କାଟିଟି ଅନେକଟା ମୀମବ୍ଦେ । ଫୁଟର୍ ମୈକ୍ରିଟିଂ ପାଇ୍ବାଡ଼, ଗାନ୍ଧାରାନାଇରିଂ ପ୍ରତିକର୍ତ୍ତାତେ ଏତେ ଏମିସ୍ଡ୍ ଲାଗେ ଯେ ହିଁଠିଦେ ଏକଏକଟା କାରାବାନର ଜ୍ଞାନ ଏକଟା କର୍ମଚାରୀ

এসিডের ব্যবসা চলিতে পারে।
নাম করারে উদ্দেশ্যে প্রাচী
কারবার হইতে পারে নাই—শীঘ্ৰ
যে হইবে এমন আশা নাই।

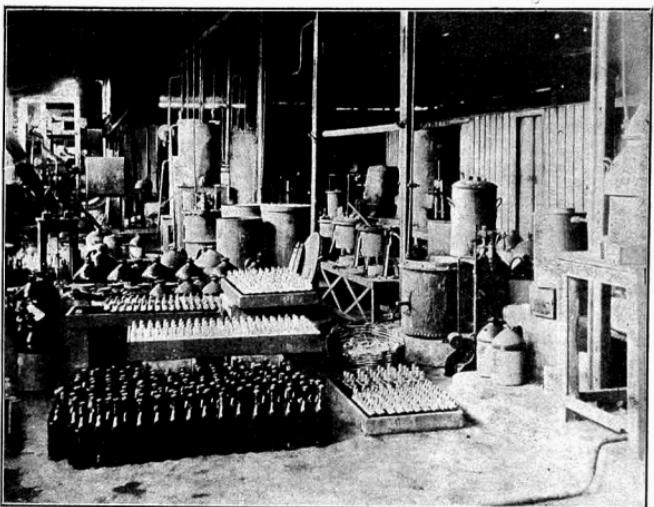
অপরিসিদ্ধ বেলজিয়ামাই ফটোকো
মোড়া একতি কারবার চালাইবার
প্রথম অস্থৱার। মধ্য প্রদেশ
হইতে কলিকাতায় মাল আনাইতে
যে ভাঙ্গা পড়ে বিশাল হইতে
আনিতে হইলে তরঙ্গেকা করে হয়।
ইউরোপে সর্বত্র পাইরাইট হইতে
সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়।
গুরুত্ব হইতে এসিড প্রস্তুত এক-
প্রকার উত্তীর্ণ গিয়াছে। পাই-
রাইটের মূল অনেক কম কিন্তু
এ মেশে এ পর্যাপ্ত ভাল পাইরাইট
পাওয়া যায় নাই। পেশ হইতে
পাইরাইট আনিতে পারিব হাবিদা
হইতে কিঞ্চ টামার ভাঙ্গা দিয়া আর
বিশেষ লাভ থাকে না। আমরা
জানিতে পারিলাম যে বেথেতে
এখনো বিশাল হইতে সালফিউরিক
এসিড আমরানো হয়। রেল ভাড়ার
আধিক্য হচ্ছে কলিকাতা হইতে
বোম্বেতে এসিড, পাঠান অস্থৱাৰ।
বোম্বে দিয়া ইইচাৰ একটি এসিডের
কাৰখনা গুৰুলৈ হৃষ্ট হৃষ্টিবা হইত।



খণ্ডৰ কৰিবাৰ যষ্ট।

হইতছে। এই কৰিবাৰই মেশে কেমিকাল ভাৰতবাসীৰ
ক্ষয়ে বেথেশ লাভ কৰিয়াছে।

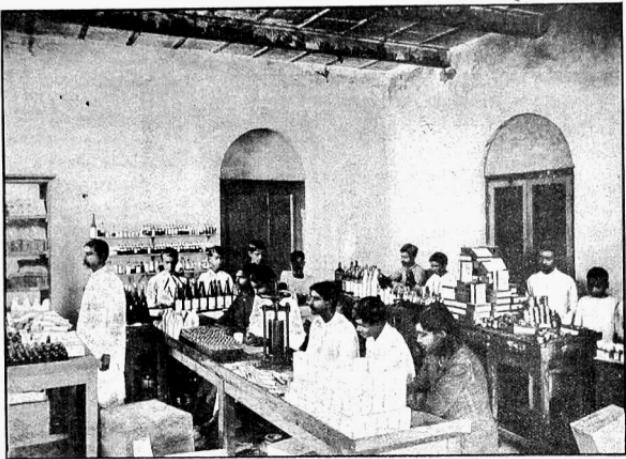
দেশৰ চিকিৎসাবাসৰে এমন একদিন ছিল যখন
আৱৰ, পাৰশ্ব, তিৰত, টাম, ও সংহল হইতে চিকিৎসা-
বাসনাবিগ়ণ শিক্ষাৰ জন্ত ভাৰতবাসী সামাজ হইতেন।
ভাইষণসকৰ্মে হই হাজাৰ বৎসৰ পূৰ্বে প্রাপ্ত হইতে এমেশে
ভাইষণসকৰ্মে হই হাজাৰ বৎসৰ পূৰ্বে প্রাপ্ত হইতে এমেশে
আমাৰা আমাৰেৰ চিকিৎসাশাস্ত্ৰে শিক্ষিত কৰেন।
চৰক ও সুশ্ৰুত কেৰেন মুৰুৰ অভিকলনেৰ অমৰত্বে মণ্ডিত
তাৰা হিৰ নিৰ্বিশ কৰা হৰায়। তাৰা তাৰা চে ২৫০



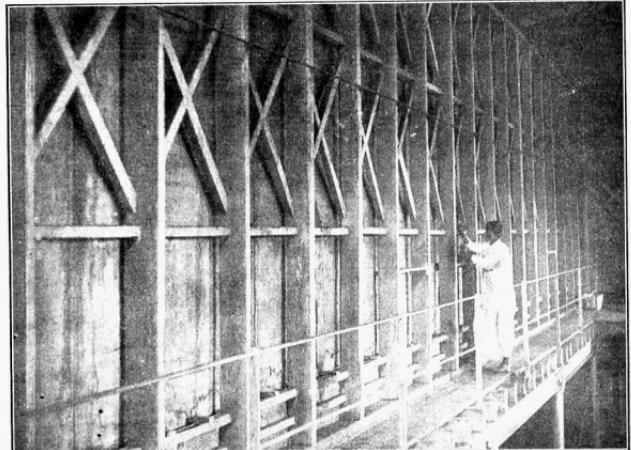
ওৰধাদি শিল বোতলে পুৰিবাৰ ঘৰ।

বৎসৰের পূৰ্বেৰ কথা দে বিষেশ সনেহ নাই। চৰক
হৃষ্টৰ পৰেই বাগভূটেৰ “অষ্টাওড্যাম”; তাহাও
অস্তৰিত হৰ। ডাক্তাৰ কানাইলাল দে, উৰয় দত্ত,
এবং এইন্সলি (Ainslie), ওয়ারিং (Waring), ওয়াইজ
(Wise), প্ৰত্যুত মহোৰগণ প্ৰশংসনীয় উৎসৱেৰ সহিত
তাৰাদেৱ ভৌতিক কালে দেশীয় উৎসৱেৰ শোভাবলী পৰীক্ষা
কৰিয়া গিয়াছেন। তাৰারা অহসত্বান কলে অনেক হৃষ্টেই
দেশীয় ভেজজাবিৰ আহুৰণেৰোতো ঘৰেৰ সমৰ্থন কৰিয়া
গিয়াছেন। তাৰাদেৱ চেষ্টা সন্দেশ পাশ্চাত্য ভিজান-
সম্পত্ত উৎপায়ে অস্তৰ না হওয়াৰ মুন উৎধ সাধাৰণ্যে
তেমন কৰিয়া প্ৰচলিত হইতে পাৰে নাই। বেশে
কেমিকাল এই কৰ্য এগুণ কৰিয়া দেশেৰ সকলেৰ
কৃতজ্ঞতাভৱন হইয়াছেন।

অকৰ্কাল ইইচাৰে উৎপ্ৰোক্ত-বিভাগে দেশীয় উৎধই
বৈশ্ব প্ৰত হইতেছে। বিলাতী প্ৰিমি'ট বা হৰাসার বিনিয়ো



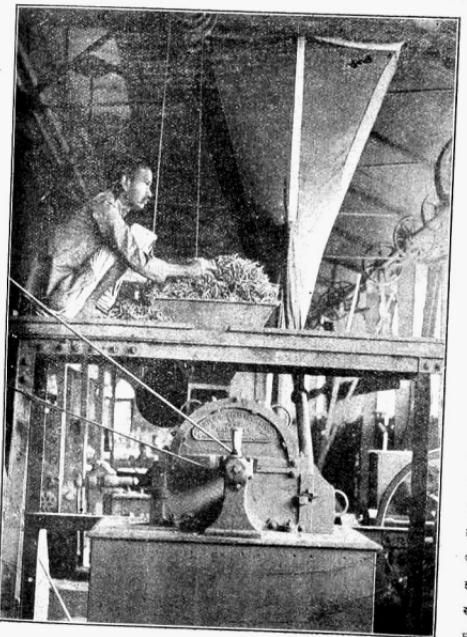
ত্বরণি কাগজে মুড়িরা পাক করিবার ঘর।



গুরুক ত্বরক প্রস্তুত করিবার সীমান্তিক সেচাব।

১৫ মংথ্যা]

একটি স্বদেশী কারখানা

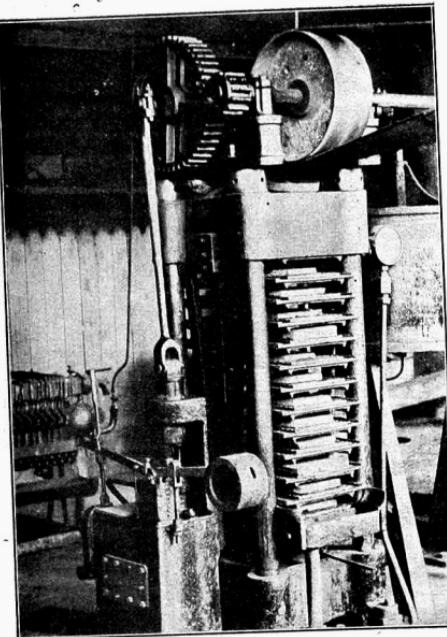


দেশী ত্বরণ চৰ্ছ কৰিবার ঘর।

টাকার ট্যাবাদি কিছুক্ষণেই আন্তর্জাতিক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত হইব বৎসর ইইচ আবগারা বিভাগের এক নৃতন আইন হইয়াছে তাহাতে বিলাতী প্রিৰিটের উপর এত শুক বিস্থাপন যে কল বিলাতী প্রিৰিট অপেক্ষা বিলাতে প্রস্তুত টাকার ইভাদির মূল কৃষি দিনভাইছে। মেশে যে প্রিৰিট ইহ তাহার শুক বাড়ে নাই কিন্ত তাহা এত হৰ্ষক যে টাকারে ব্যবস্থ কঠিতে পারে না। প্রিৰিটের এই অসুবিধা হওয়াতে ফার্মাকোপিয়া টাকার ইভাদি প্রস্তুত কৰিবার আশা ইইচা এক প্রকার ইভিডিয়া দিয়াছিলেন। মেশে প্রিৰিটের

সাহস কৰেন যে জাভা প্রিৰিট অপেক্ষা কম মূল্যে প্রিৰিট বিক্রয় কৰিবার ইইচা লাভ কৰিবেন। ইইচা বাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাতি সাজনক কৰিয়াছেন। প্রিৰিটের ব্যবসা ও মফল হইবে তাৰিখে আমাদের সন্দেশ মাত নাই। অসুল প্রিৰিটের কৰিবার এদেশে এ পর্যন্ত হয় নাই। ইইচা কৰিবল একটা নৃতন জিনিষ হইবে।

হৃগুক প্রস্তুত বিভাগে ইইচা মেশের ফুল হইতে হৃগুকী এসে ইভাদি প্রস্তুত কৰিবেন। ফুল হৃগুকীর সময় হইলে গারাপুর, কমোল, কটক প্রদ্বৰ্ত ঢাম দ্বারা সম মোকা-



অলের চাপে তৈলানকাশন যন্ত্র। (Hydraulic Press-Oil Mill)

অন পার্টাইয়া বিশেষ উপায়ে একস্ট্রাক্টর প্রস্তুত করিয়া হাতারা অঙ্গ করিয়া আনন্দেন। একস্ট্রাক্টর হইতে এমেগ প্রস্তুত এখন-কাট লাবোরেটোরিতে ছাঁচ ছেট মেলিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই একস্ট্রাক্টর তিনি অজ্ঞ উপাদানও এই অনেকে কিছু কিছু আছে।

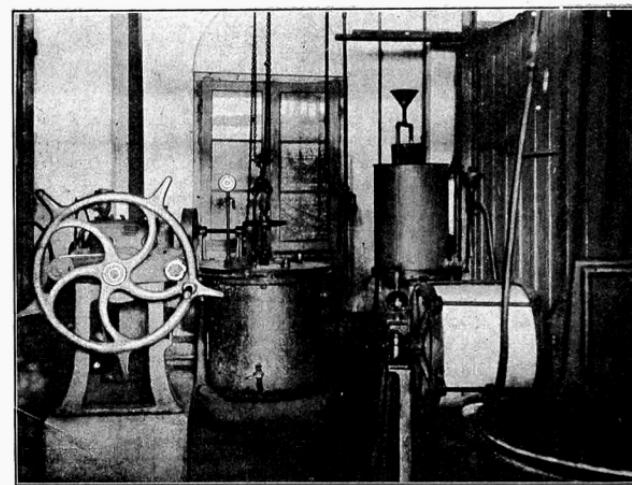
কারখানাটি গ্রামের উপর হওয়ার জাহাজ হইতে মাল আনন্দেন হেন হুবিখ। কার্পেন্টী ও এসিডেরের ডিত্তর দিয়া ও বাহিরে সর্বজন টুলিলাইন আছে। তাহাতে চাকা মেলার বিকল্পের প্রয়োগ মূল্যবান বাকেরে পেন্সামে উৎপন্ন করিয়া থাকে। পেন্সামে সকার প্রক্রিয়া সুলভান্বিত করিয়া থাকে।

আলোচনা

পৌর-সংক্রান্তি।

(১)

চাকা মেলার বিকল্পের প্রয়োগ মূল্যবান বাকেরে পেন্সামে উৎপন্ন করিয়া থাকে। পেন্সামে সকার প্রক্রিয়া সুলভান্বিত করিয়া থাকে।



শিশুখাণ্ড প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

শিশু বাড়ী বাড়ী বাইকা চাকা আগ্রহি করে। সংক্ষেপে হৃদয়ের অঙ্গ এই আগ্রহিতেও এক বক্ষ রয়ে আছে। উকা প্রতিকে বড়ই দৃশ্য। এই শাস্তিকরের নাম “কুরার বটার স্ল”। বল অঞ্চলে সাধা প্রশংসিত হইতে সর্ব প্রথমের সাথের “কুরার কুর” “কুরার বট” বাকারা ছুইয়ার উচ্চ তর করিয়ে উঠে। উকা হইতে উক দেয়ে এক নাম হইয়ে। পিপত তেজ বাসের অধিগোত্ত্ব শীরুক কার্তিকচন বশশূণ্ড একাশগত বরিলেনের পেন্সামের কুরারের পাট করিয়া দেবিলাম যে বিকুশ্চ মুরের পাতল স্তোপ কুরার সহিত বরিলেনের কুর অনেক সাধুশ আছে। মিলিপিটেল চুক্তি আগ্রহি করিয়া প্রতিশয়ের “কুর” করে প্রক্রিয়া করিয়ে সকল পাট হইতে চাকা বাড়ি করিয়া পোকা আকারে করিয়া থাকে। দে বাকি দেয়ে সকল পে ডাইলা ডাইলা আকারে পাত্র পোকা করিয়া রেখে, তৎপূর্বে অক্ষাংশ সকারে সবৰে তাহার পূর্বপুরুষ করিয়া থাকে।

আইলাম রে বকে

কুর-কুরেন্ট-চুক্তি,

কুরু পেন্সাই লিল বকা।

চাকি করি বাইর কুর,

চাকি আর দেও কুরি

এই অনেকে সোনা লড়ি।

(১) বর—এখনে আবেশ স্বর্য স্বর্যত হইয়ে। (২) লড়ি—শি।

তৎপুরুষ বাকে সান পাহিল কুর কুর। ইহার মধ্যে কুরেক অলোচন আছে, তাহা সান পাহিল কুর নিয়ে অক্ষণিত করিয়া।

সান বাক—সান বাক।

এক বাক টোক।

বাকুন বাকুন। মাইয়া(৫) নিল পৈতা।

সান বাকের বাক বাকি।

সান পাহি(৫) সচালিন।

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১৯

[১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড]

প্রবাসী-বাঙালী

বঙ্গের সরবরাতী মেষ নামাবগ। (১)
পেটেন্টেড বিলিংস নামে মুখ পার চোরে। (২)

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

তারাপুরে বালিকাম মেজা জোরা। (৩) চোরে।

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

তারাপুরে বালিকাম মেজা জোরা। (৪) চোরে।

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

তারাপুরে বালিকাম মেজা জোরা। (৫) চোরে।

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

তারাপুরে বালিকাম মেজা জোরা। (৬) চোরে।

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

তারাপুরে বালিকাম মেজা জোরা। (৭) চোরে।

বঙ্গের সরবরাতী—ইত্যাবি।

কৃষ্ণবাবু বিলিংসে ও উৎসর্পিত বেলেসমূহে নমস্কৃতভাবে
দৰ্শন হওয়ার “নবৰো-গার্লস”-ক্লিনের অন্দেক্ষা বিলিংস পুরোজা,
বট; কিংবা ১১ দফতর মুরে আমরা ইহার মেজ বালিকাম
পৰিষেবা এবং একত্বের পৰিস্থিতি পরীক্ষার নমস্কৃতভাবে যে উৎসর্পেন
উৎসর্পেন পরিষেবা পৰিষেবা, তারাপুরে ইত্যাবি বালিকাম একত্বে
ও জোরা সারবরাতী মেষ করা হচ্ছে গৱে।

পৰীক্ষ-সংস্থা, দৰ্শন ও নবৰো-গার্লস ছাত্র আমরা অনেক উৎসর্পেন
এবং পৰীক্ষার পৰিস্থিতি আছে। ঔষধের উৎসর্পেন প্রধান
উৎসর্পেন-ক্লিন পৰিষেবা বা মুক্তাবি। আমরা এখন উৎসর্পেন
অন্দেক্ষা করিবার পথ করা হচ্ছে গৱে।

কৃষ্ণবাবুক ক্লিন পৰিষেবা।

মন্তব্যঃ—পৌরোহিতীর বা তৎসম উৎসর্পেন সংস্থকে এত
লেখা আমরা প্রতিক্রিয়া মাসে পাঠিতেই যে সেদ্বন্দ্ব ছাপা
আমাদের পৰ্যবেক্ষণ কঠিন হইতে উঠিতেছে। স্বতরাং অতঃপর
এসবক্ষেত্রে আমরা কোনো সূত্র প্রযোজিত ও খুলিত হইতে
না।—সম্পাদক, প্রবাসী।

মহাত্মা

(মেষ সারবরাতী মূল পৰীক্ষা হইতে)

অব্যাহৃত নির্মল ওই ইৰোক বৰতন

নিজস্বে দোষ কৰে আৰু ধৰাতল;

ধূমৰাশি পৰে যথি তিবিগুৰু ভৰব

তৰুৰ হৈনতা তাৰ প্ৰকল্পে কৰে৮।

কৃষ্ণবাবুক পৰিষেবা।

প্রবাসী-বাঙালী

বায় বাহাতুর শৈশবস্তু বহু

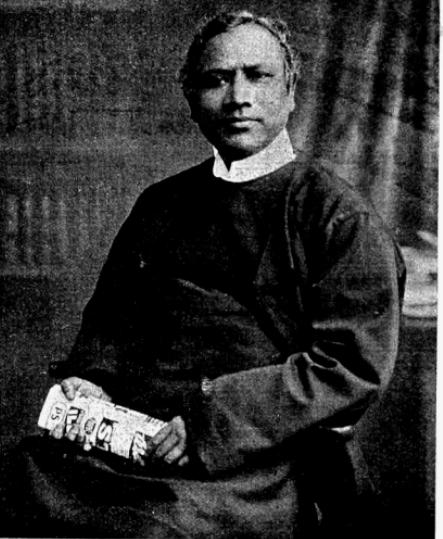
আমৰ আমৰা শৈশবা জীবনের উচিতক কথা সাধাৰণেৰ
গোচৰ কৰিতে উপস্থিত, তিনি দৰ্শকগতেৰ একজন নিছক
সাধক, কৰ্মজ্ঞতাৰ অনুভৱৰ কৰ্ম, সমাজৰ প্ৰকল্প
সংস্থাৰক, এবং বৌগাপাণিৰ নীৱাৰ সেৰক। তিনি যদি
আমৰ সভাসমিতিৰ পোঁচাহানে বৃক্ষতাৰ বৰ্কৰেৰ সতত চৰ্কৰ
লক্ষ হইতেন, অথবা সাহিত্যসেৱাতে আপনাকে
বিজ্ঞপ্তি কৰিবেন, তাহা হইলে আজ উপৰিবেৰ
অগ্ৰণীবিদ্বেশে চৰিতভাবেনৰ প্ৰষ্ঠাহন তাহার পোগ্য
হইত। বৰেৰ সমিতিৰস্থাহিৰ তাহার অভিভাৱ
কৰতৰু আমৰ কৰিবাতেন তাহার নিদৰ্শন পাই নাই, কিন্তু
তিনি যে ঘূৰেগোৱা স্বীকৰণেৰে সহায়ত তাহার পৰিচয়
পাইয়াছি। তাহার নাম শীঘ্ৰ শৈশবস্তু বহু। তিনি
কণীকৰণ কৰ্ত্তব্য অৱলম্বন কৰে।

শৈশবাৰু ১৮৬১ খ্রীঃ অৰ্বেৰ ২১ মাৰ্চ, পৰাবেৰ
জৰাখানাৰ লাহোৰে অৱগ্ৰহণ কৰেন। ১৮৬১ অৰ্বেৰ
আগষ্ট মাসে, বৰ্ধন তিনি ৬ বৎসৱেৰ শিশু, তবু তাঁৰেৰ
পিছুবৰ্গেৰ হয়। তাহার অনন্তৰৈ তাহার শিক্ষাৰ
তত্ত্বাবধান কৰিবতে থাকেন। বালো ফৰোকোটোৰ
হৃস্পৰ্শ বায় বৰদাকাঙ্ক্ষ সহজীয় মৰণৰ নিকট তাহার
শিক্ষা লাভ হয়। ১৮৭৫ অৰ্বেৰ ডিসেম্বৰৰ মাসে কৰিকাতাৰ
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্ৰেৰণিকা পৰীক্ষা হয়, তাহাতে শৈশ
বাবুৰ পৰাবেৰ প্ৰদেশেৰ মধ্যে প্ৰথম এবং বিশ্ববিদ্যালয়েৰ
চৰ্তাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিবাৰ হৰ্বৰ্পদ পৰ্যন্তৰ পান।

আমৰী ভাষা তাহার শিক্ষণীয় বিভিন্ন ভাষা (Second language) ছিল। ১৮৮১ অৰ্বেৰ বি. এ. পৰীক্ষাকাৰ
তিনি এখন ভিত্তিপে উত্তীৰ্ণ হয়। তাহাতে ইংৰাজি,
বৰগাম, জড়বিজ্ঞান, প্ৰাণিবিজ্ঞান, এবং গণিত তাহার
পৰীক্ষাক বিহুৰ ছিল। এই সময় লাহোৰে শিক্ষাবান কাৰ্যা
শিখাইবাৰ অজ্ঞ সেন্ট্রাল ট্ৰেইনিং কলেজ (Central Training College) প্ৰতিষ্ঠিত হৰ। শৈশবাৰু

প্ৰতিষ্ঠাকল হইতে তথাৰ অধ্যয়ন কৰিবা, ১৮৮০ অৰ্বেৰ
মে মাসে শিখকৰণ পৰীক্ষাৰ পথেৰ বিকাশে উত্তীৰ্ণ হৰ এবং

১ম সংখ্যা]



বায় বাহাতুর শৈশবস্তু বহু।

লাহোৰ গভৰ্নেন্ট স্কুলেৰ বিভীষণ শিক্ষকেৰ পদে নিযুক্ত হন।
এই সময় টোনিং স্কুলেৰ সংস্থক “মডেল স্কুল” বা আদৰ্শ
বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কিন্তু শৈশবাৰু
এমনই লোকপ্ৰিয় ছিলেন এবং ছাত্রগণ এবং তাঁৰদেৱ
অভিভাৱকগণেৰ স্বীকৰণ কৰিবাকৰণিক হৈলেন যে
ঘৰন তিনি গভৰ্নেন্ট স্কুল ছিলেন, ততদিন স্বৰূপপ্ৰতিষ্ঠিত
মডেল স্কুলত অচলপ্ৰাৰ হইয়াছিল। কোন ছাত্রই তাহাকে
ছাত্রিঙ্গ অভি বিলিংসে গমন কৰিবতে প্ৰস্তুত হৈল না।
তাহারা অন্দেখে এইস্থে প্ৰিয় অভিপ্ৰায় ব্যক্ত কৰে যে,

সংস্কাৰ সংখকে বহু চেষ্টা কৰিবাকৰণিক হৈলেন এবং তাহাতে
বহুলাখণ্ডে কৃতকাৰ্য হইয়াছিলেন। তাহার সহয়ে
লাহোৰে “Lahore Bengali School” নামে একটি
সামৰিক পত্ৰ ও বাহিৰ কৰেন।
এই সহয় তিনি যে উত্তীৰ্ণ ভাষায়
একখনি প্ৰাকৃতিক স্কুলৰ চৰচাৰ কৰিবাইছিলেন তাহা তথাকাৰী
কৰিবাইছিলেন তাহা তথাকাৰী পাঠ্য-তালিকাৰু হৈল হয়।
পঞ্জাবৰ হুপ্ৰিষ্ট বায় সাহেব
গোলাম সিংহ শৈশবাৰুৰ উক্ত
সামৰিক পত্ৰ এবং এছ লইয়া
বীৰ ব্ৰহ্মলোকৰ কাৰ্যাবৃষ্ট কৰেন।

শৈশবাৰু পৰাবেৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
অভিযন্তাৰ পৰাবেৰ হুপ্ৰিষ্ট বায় সহয়
আৰম্ভ কৰিবাকৰণিক কৰিবাইছিলেন।
তিনি ১৮৮০ অৰ্বেৰ
এলাহাবাদে আসিবাৰ কাইন পৰীক্ষা দেন এবং তাহাতে
উত্তীৰ্ণ হইয়া লাহোৰেৰ শিক্ষকতা কৰ্ম তাঙ্গ কৰিবা

মোটে আগতে প্রাইম বাবসাহ আৱস্থ কৰেন। ইহার এই সময় অৰ্দ্ধ ১৮৯৬ অব্দে শ্ৰীমতী এনি বেলোট তিনি বৎসৰ পথে তিনি বেৰেলীৰ অস্তাৰ মুসলিম মনোনীত হন এবং ছয় মাস মুসলিম কৰিব। ১৮৯৬ অব্দে এলাজামদার হাইকোর্টে ওকালতী কৰিবলৈ থাকেন। এখনে মাকেতিক-লিখন-কলাভিজ্ঞ “জন্মক” (Judgment Reporter) বাব লিখিবল বিপোলীহেৰ প্ৰোজেক্ট হইলে মেই পদে শ্ৰীশবাবু ঘননীতি হন। ছাত্ৰবাসৰ তিনি বেৰাকৰ বা সাকেতিক (Shorthand) লেখা লিখিবালৈতে লিখিবা পচাচ কৰিবলৈ থাকেন। অধিবেশন শ্ৰীমতী মেস্টেটে দে বিশ্বাসী বৰ্ষ ও কৃতকৰ্মাণ পচাচ হইল পড়িল—শ্ৰীশবাবুৰ ক্ৰিপ্ত লিখনমুক্তি ও আৰুৰিক চেষ্টাই তাহাৰ মূল। শুনা দাব সাকেতিক লিখেন তৎকালীন ভাৰতে শ্ৰীশবাবুৰ শাস্ত্ৰ নিন্দা ক্ৰিপ্তলেখক আৰ কৰে ছিলো না। তাহাৰ মিকট শ্ৰীমতী মেস্টেট দীৰ্ঘ শীকৰণলৈ ১৮৯৬ অদেৱ অক্ষোন মাদে খণ্ডসংক্ষিপ্ত লোসাইট ভাৰতৰ হট বাৰ্ষিক অধিবেশনে বাবাশীধৰ্ম দে বৰ্ততা কৰেন তাহাতে বিশ্বাসীহিলেন।

“I am indebted to Babu Srish Chandra Bose, Munshi of Benares, for the wonderfully accurate report which he most kindly took of the discourses. I have been reported by the best London men, but have never sent a report to the press with less correction than that supplied by my amateur friend.”

বাবাশীধৰ্ম দে বৰ্ততা কৰেন তাহাতে বিশ্বাসীহিলেন।

উত্তীকৰণ শ্ৰীশবাবু উত্তৰ পৰিষ্ৰম কৰিবাছেন। তিনি এই কলেজেৰ অষ্টাতম প্ৰতিষ্ঠাতা এবং চাসুৰক। বিশ্বাসী পৰিষ্ৰম পথে পৰিষ্কাৰ কৰিবালৈন যথেষ্ট শক্তি ও সহজেৰ প্ৰোজেক্ট দেখিবা শ্ৰীশবাবু ওকালতী বাবসাহ আগ কৰিব। প্ৰনৱৰ মুসলিমী পৰ এগুল কৰেন এবং বিচীৰ প্ৰেৰণ মুক্তে ইহাকাৰ গার্জিপুৰ গমন কৰেন।

স্বৰ্যসিকাত, জলসৰবৰ্হ-কাৰখনা (Water Works), বৃহস্পতিৰ ইংৰাজী অহুবাদ প্ৰতি গ্ৰহণেতা শ্ৰীমতী বিজানালন বাবী, সন্ধান ধৰ্ম এছদেৱ পূৰ্ণ, তখন গাজী-পুৰে ইঞ্জিনীয়াৰী কৰিবালৈন। এখনে তাহাৰ দহিত শ্ৰীশবাবুৰ দৃষ্টা অৰ্থে এবং হিন্দু ধৰ্মগ্ৰহণবলী ও হিন্দু সাহিত্য পচাৰ কাৰ্যা শ্ৰীশবাবুৰ সহিত বাবিলীন সহ-মোগিতা ও সহচৰ্তুৰ স্থৱৰ্পণত হৈ।

১৮৯৫ অব্দে শ্ৰীশবাবু বাৰাশীৰ বলী হন। তাহাৰ পক্ষে ইহা মহেন্দ্ৰ-বলী বলা যাইতে পাব। তিনি বাচীৰ বৈদিক তাৰ্তা শাস্ত্ৰী প্ৰয়ুৰ প্ৰধান প্ৰধান ব্যক্তিৰ পৰিদ ও বৈদিক তাৰ্তাৰজনিতে নিকট পাপিনি বৈত্তিত অধ্যয়ন কৰিবলৈ থাকেন। তিনি বৎসৰেৰ অৱস্থাৰ প্ৰয়ে, একাগ্ৰ সামাজিক তিনি বৈদিক ব্যক্তিৰ পৰিদ সমাপ্ত কৰেন।

* The Astadhyayi of Panini—complete in 1862 pages, Royal Octavo : containing Sanskrit Sutras and Vrittis with Notes and Explanations in English, based on the celebrated Commentary called the Kasika.

পেজী আকাৰে ১৬২ পৃষ্ঠাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ। তাহাৰ অপৰ কৌতি “সিদ্ধান্তকৌমুদী” স্টীক সাহচৰদ সংস্কৰণ। এই বিবৰণ গ্ৰহণ উক্ত আকাৰেৰ ২৪০ পৃষ্ঠাৰ সম্পূৰ্ণ। তাহাৰ অষ্টাব্দীৰ প্ৰকল্পিত হইলে কাৰীৰ মহামহোপাধ্যায় বেদেৱ পত্ৰিগত পত্ৰিগত মান প্ৰমেশেৰ প্ৰধান প্ৰধান পত্ৰিগত গণ এবং যুৰুপ ও এমেৰিকাৰ অগ্ৰিম্যাদৰ পত্ৰিগত এই গুৱামী বাবুৰ শ্ৰীমতী শ্ৰী বাবুৰ অসাধাৰণ পাত্ৰিত্য ও পত্ৰিগত পত্ৰিগত হইতে বিদেশৰেৰ কৰকৰন প্ৰথাত পত্ৰিগতেৰ কৰকৰন পত্ৰিগত একাশ কৰিলাম।

The Right Hon'ble F. Max Müller, Oxford, 30th April, 1896.—“ * Allow me to congratulate you on your successful termination of Panini's Grammar. It was a great undertaking, and you have done your part of the work most admirably. I say once more what should I have given for such an edition of Panini when I was young, and how much time it would have saved me and others. Whatever people may say, no one knows Sanskrit, who does not know Panini.”

Professor T. Jolly, Ph. D., Wurzburg (Germany), 23rd April, 1893. “ * Nothing could have been more gratifying to me no doubt, than to get hold of a trustworthy translation of Panini's Ashtadhyayi, the standard work of Sanskrit literature, and I shall gladly do my best to make this valuable work known to lovers and students of the immortal literature of ancient India in this country.”

Professor W. D. Whitney, New Haven, U. S. A., 17th June, 1893. “ * The work seems to me to be very well planned and executed, doing credit to the translator and publisher. It is also, in my opinion, a very valuable (producton), undertaking as it does to give the European student of the native grammar more help than he can find anywhere else. It ought to have a good sale in Europe (and correspondingly in America).”

Professor V. Fausböck, Copenhagen, 15th June, 1893.—“ * It appears to me to be a splendid production of Indian industry and scholarship and I value it particularly on account of the extracts from the Kasika.” *

Professor Dr. R. Pischel, Hale (Saals), 27th May, 1893.—“ * I have gone through it and find it an extremely valuable and useful book, all the more so as there are very few Sanskrit scholars in Europe who understand Panini.” *

শ্ৰীশবাবুৰ অপৰ কৌতি সিদ্ধান্তকৌমুদী সবকে The Indian Mirror, The Hindoo, The Indian People পত্ৰিত পদে উক্ত হইৰাই—

“The next great project of the Panini office was the publication of this Siddhanta Kaumudi of Bhattachari. This is a standard work on Sanskrit grammar and Sanskrit scholars spend at least a dozen years in mastering its intricacies.” * * It may be mentioned that the Oriental Translation Fund of England advertised about three quarters of a century ago as under preparation the English translation of the Siddhanta Kaumudi by Professor Horace Hayman Wilson. But perhaps he found the work too laborious for him, for the advertised translation was never published.”

অধ্যাপক ম্যাকডনেল (Prof. A. A. Macdonell, M.A., Oxford), অধ্যাপক বেণুল (Prof. Cecil Bendall, M.A., Cambridge) প্ৰথম পত্ৰিগত সিদ্ধান্তকৌমুদীৰ তৃতীয় ছুিৰ পত্ৰিগতেৰ পাপিনি অপৰোৱা মৰল এবং যুৰুপেৰ তাৰাও পন্থাত্য পত্ৰিগত পত্ৰিগত হইতে বিদেশৰেৰ কৰকৰন পত্ৰিগতেৰ কৰকৰন পত্ৰিগত একাশ কৰিলাম।

“I have duly received the first volume of your Siddhanta Kaumudi. I was much pleased to get such a nice present from you. I have no hesitation to confess that I found inextricable difficulties in the case of Boethius's Panini before I was so fortunate as to obtain from my friend * * a spare copy he had of your Ashtadhyayi. It is a capital book for reference, and the Siddhanta Kaumudi for study.” —Professor Louis de la Vallée Poussin, Professor of Ghent, Editor of the Musson, 13, Boulevard du Parc, Gand: le 12 Decembre 1902.

উক্ত প্ৰথম বাতীত তিনি বেৰাস্ত, উপনিৰব, দোগ, শুভি প্ৰতি সহকৰি বহু হইত সংস্কৰণ পত্ৰিগত এবং চাসুৰ তাৰাজি অহুবাদ এবং ধৰ্ম ও মৌতি বিদ্যৱক গ্ৰহণ কৰে।

* The Isā, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Maitri Upanishads with Madhva's commentary, Yajnavalkya Smriti with the commentary Mita-kshara and notes from the gloss, Balambhatti.

The Chhandogya Upanishad with Madhva's Bhasya.

The Vedanta Sutras with Baladeva's commentary, An Easy Introduction to Yoga Philosophy, Tatwa Triya of Ramanuja School, Gheranda Sanhita, Shiva Sanhita, The Three Truths of Theosophy, Daily Practice of the Hindus, Catechism of Hinduism.

କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଦେଶକଳ ପ୍ରତିକ ବହ ପ୍ରସମିତ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରେସ୍‌ରୁକ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାନ୍ତି ହିଲେବେ । ଏଇକଳ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖିବାରୁର ପ୍ରକାଶିତ Sacred Books of the Hindus ନାମକ ପ୍ରାଚୀବଳୀର ଅଭ୍ୟକ୍ତି । ଶିଖିବାରୁ ପ୍ରଥମ ମୋଟାରୀରେ ଭାଷାରୁ ଉପନିଷଦ ଇଂରାଜିରେ ଅଭ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଯୁଦ୍ଧନିର୍ମିତ ବେଦାତ୍ମାଧ୍ୟାନିଷିଦ୍ଧରେ ମର୍ମ-ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରେନ । ତୌହାର ପାଶିନିର ମୁଟକ ଇଂରାଜି ଏହ କର୍ତ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାନ୍ତର ଅଧିକାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ତଙ୍କିତ ହିଲେ ତାଣା ଯାଏ । ଉହ ଉତ୍ତର ଧର୍ମରେ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ନହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାକାର ଗଠିତ ପାଞ୍ଚଭାବୀ, ଅଭିତା ଏବଂ ମନିତାର ଶିଖିବାରୀ – ତୌହାର ପାଞ୍ଚଭାବୀ ଏହି କୀର୍ତ୍ତି । ଏଥାରୁ ନିର୍ମିତ ଶିଖିବାରୀରେ ତାଙ୍କରମୀର ଏହ ଏମ-ଏ ପୋକରଙ୍କ ପାଠୀ ନିର୍ଧାରିତ ହସ ମାତି; ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣୀ ବାଚିଲୀ ପୋର ଶିଖିବାରୁର ପାଦିନି ଲାଗୁ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏମ-ଏ କୋର୍ସ ନିର୍ଧାରିତ ହିଲେବେ ।

তিনি যে শারণগ্রহের সম্বৰ্দ্ধেদে নিম্পন্তা দেখাইয়েছেন
তাহাই নহে, তাহার সর্বতোষুয়ৈ অভিভাব বলে তিনি
যে ভাষা, যে বিজ্ঞা, যে বিষয় শিখা করিবে চাহিয়েছেন
তাহাতেই গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া নৈপুণ্য লাভ
করিয়াছেন। তাহার লিখিত “Folk-Tales of
Hindostan” নামক গ্রন্থটি পাঠ করিয়া দেশ বিদেশের
গ্রন্থাবলীক সমালোচক এবং সম্প্রসরণকল্প মুক্ত ইহাকেন।
লওনের “Review of Reviews” পত্ৰ, উকাতে জগৎ-
বিদ্যার আবৃত্তিগ্রাম্যের অভিবৃদ্ধি বলিয়া বীকার
করিয়াছেন। লওনের “Folklore” পত্ৰে একজন অবসর
প্রাপ্ত বিলিমান (M. M. Longworth Daine,
I.C.S.) ইহার গ্রন্থালং, ভাষা, কলা এবং চৰকৰিত্বের
প্ৰয়োগ কৰিয়া ইহাকে অৱগ্ৰহিত “আলিঙ্কু লালোলাৰ” সমৰক
কৰিয়া বলিয়াছেন,—

- "It is to be hoped that Shaikh Chilli will make known to the world some more gems from his treasure house."

ପରାମ, ମୟାପ୍ରେସ୍, ସମ୍ବଦେଶର ଶିଳ୍ପାବିଭାଗ ଓ ଡକ୍ଟୋରୀ
ମାଝ ଏହି ପ୍ରତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କିରେ ଛାତ୍ରଗତକେ ପୁରୁଷର ଦିବ୍ୟାର ଓ
ପାଠ୍ୟଗାନର ଉପର୍ଯ୍ୟାମୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟଂଧନ ଏବଂ କ୍ରମ
କରିଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀବାବୁ ଚିନ୍ମୀ ସର୍ବପରିଚିତ, ହିନ୍ଦୀତେ Alphabetical
words ଅଭିଭିତ କରିବାର କବେଳେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶାର୍କଟିକ
ଧ୍ୟାନପ୍ରଗଣ୍ଠୀ (Hindi Shorthand) ନାମକ ପୃଷ୍ଠକ
ବ୍ୟବରଣ କରେନ । ଏମେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାଇପ ନା ଗାକାଯି
ପିଲିପି ପିଲିପି ପିଲିପି ପିଲିପି ପିଲିପି ପିଲିପି ପିଲିପି

ଆରବୀ ଭାଷା ଏବଂ ମୁଲଗମନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୋହାର ଅଗ୍ରାଚାନ ଦେଖିଯାଇଥିବା ଅମେକ ମୌଳବିକେ ଓ ବିହୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଯାଇଛେ । ତିନି ଏକବିକେ ଦେଇନ ଦୈନାଂଶ୍ଵିକ, ପଞ୍ଜି, ଅପର-
କେ ତେବେନ ସହାଯିଦେଇର ତାବେ ତ୍ୟାଗ ; କାରଣ ଫାରମୀତେବେ
ତିନି ହୁଣ୍ଡଗିଣିତ । ଏକବାର ଓହାନୀ ମୁଲଗମନ ହୁଣ୍ଡ ମୁଲଗମନରେ
ହିତ ଏକି ମୁଲକୀୟ ଉପାସନା କରିବାର ଅଧିକାରୀ କି ନା
ଏ ବିହୟେ ମୋହମ୍ମଦ ଉପର୍ଥିତ ହିଲେ ତିନି ମୁଲଗମନ ବାବହାର-
ନ୍ତର ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଅଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରିମାଣ
ରଖିଯା ଦେଇ । ତୋହାର ପାତିଜାର୍ଦ୍ଦ ବ୍ୟାପ ପରି ବ୍ୟକ୍ତ
କ୍ରତ୍କାକରେ । ଏକବିତ ହୁଣ୍ଡ । ବ୍ୟାପରେ ଦେଇଲିନେର କଥା

হে, বারাণসীর আগামতে বিলাত-দ্বৰত কেন তপ্প
লকের সমাজচার্চি সম্ভব মোকদ্দমার কথা সংবলপত্রে
নথেকেই পঞ্জাইছেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে করেক্টিন
হামেহণগামীয়ার পক্ষত বাদীর বিপক্ষক সমর্থন
করে স্বত্ত্বালভ পক্ষত বাদীর পক্ষে প্রতিষ্ঠা
করে শিখবাবুর পক্ষে তাহারের কেন পুরুষ
করে কৈ নাই। বিশেষ হিস্তুরে তাহার অংগীর জান
ওব অকটো পুরুষ সমূহে কৃতি মেই প্রশংস হামেহণ-
গামীয়ার পক্ষত মহাশুলিঙ্গক হাত মানিবে হইবাছে।
বারাণসীত শৈখবাবু প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত রাজ লিপিখা এই
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবাছেন। তাহার মেই পাণ্ডিত-
শৈখবাবুর পুত্রকারে প্রকাশিত হইবাছে। উহা সাধারণের
স্বীকৃত ও উপায়ের পাঠ্য হইবে, সনেহ নাই।

জনহিতকর কার্যো শৈশবাবুর অমৃতগ্রাম বড় আর নচে,
তিনি অধ্যায়ন প্রাণিগত এবং চিকিৎসাকার্যে কঠোর প্রয়োজন করিয়াও সার্বভাবিক মনুষকে দেখাশুন করিয়া গাফেন।
প্রাপ্ত বিদ্যবিজ্ঞানের সংস্কার কার্যো, বাসাগুণে সেটু-প্র
হিলু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার কৃত কার্যো সহ-

* The right of Wahabis to pray in the same mosque with the Sunnies—an Important Judgment on a very disputed question of Muhamadan Law.

ग्रन्थांक ।

বাসী-বাঙ্গালী

"The deceased gentleman took considerable interest in all matters affecting the welfare of his adoptive country and together with other Bengalis threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this Province."

ਅਤੇ, ਏਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਿਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ
 ੧੯੦੭ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਬੁੰਦ ਪੁਸ਼ਟਕਾਕੋਟੇਰ
 ਅਗਪੇ ਅਖਿਤ ਹਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਬਾਰਾਂਪੀ ਗਮਨ ਕਰੇਂ।
 ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਤੰਤ ਤਿਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬਾਲੀ ਆਹੋਣ।
 ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਤੰਤ ਉਪਲਬਧ ਗਲੋਬਿਟ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਬੁੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂਤ ਉਪਾਧਿ
 ਕਾ ਤੋਹਾਰ ਘੁਵੇਂ ਸੱਧਾਨ ਪ੍ਰਬਾਲੀ ਕਰਿਆਹੈਨ। ਕਿਨ੍ਤੁ
 ਹਾਰਾ ਤੋਹਾਕੇ ਬਿਚੋਵ ਬਣਿਏ ਤਾਂਦੇ ਜਾਣੇਂ ਤੋਹਾਦੇਰ ਮੱਤ
 "ਹਿੰਦੂਹੋਪਾਧਿਆ" ਵਾਂ "ਸ਼੍ਰਮ-ਤੁਲ-ਤੁਲਾਮਾ" ਵਾਂ ਉਤੇ
 ਪਾਸੀ ਇੱਕ ਸੱਧਾਨ ਪਿਛੇ ਤੋਹਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਤ।

অমৃতা প্রবাসাতে শিক্ষাবৃত্ত অর্থ এবং বৎসর যথেষ্ট
হাতের পিণ্ডবিদ্যাগ্রের কথাই বলিছাই ; তাহার পিঠার
থাই বলা হয় নাই । শিক্ষাগ্রামারিপ্রতি, অধ্যায়নশৈলীতা,
ক্রিতান্তাগ্রাম, অধ্যায়নৰ পথার এবং ক্রতৃবল—
সমষ্টি শ্রীশ্বারু পিঠার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়েছে ।
সকল শপ প্রাপ্ত পিঠার পথের ভাবে উভয়মান ছিল ।
পিঠারের মাতৃস্তোকর্মী এবং প্রতি জীবিত আছেন । তাহার
জ্ঞানের উচ্চতা কৃতিগুরু প্রদেশে বাসালীর নাম চিরস্মৃতিৰ
প্রতিমূর্তি করিয়া রাখিবে ।

ত দ্বারা, উন্নয়নের ও অতিথিবেশপ্রাপ্ত শুকরী
কর্মসূচীই হৃত। টাকাদের পরিবার আদর্শ ছিল
বিবরণ: আমরা ১০৩০ সালে, "প্রগতি" ২২ বৎসরে,
শিল্পাচার্যের পিতা শ্রীয় শ্রামাচরণ বাবু মহাশয়ের সংকলিষ্ঠ
ব্যক্তিগতিক একাশ করিছিলাম। আমরা উক্ত প্রবন্ধে
বিভিন্ন, ইঁজিন পার্মিলিক ওপীনিয়র প্রকৃতি হিসেবে
সকল সম্পর্ক সম্বন্ধ উজ্জ্বল করিছিলাম তাহাতে আমা
র ইইবে যে শ্রীশিল্পাচার্যের পিতা শ্রামাচরণ বাবু পঞ্জাৰ বিশ-

ଶ୍ରୀଜାନେନ୍ଦ୍ରମୋହନ ପାତ୍ର ।

ମେହିବିନ୍ଦୁ

এত যে বেদনা দে'ছ ওগো প্রি মোর,
কভু তাহে করে নাই নয়নের লোর ;
আজি তব অবচিত দয়ার্জ আহরে
নয়নের জল মোর অবিল ভুবে !

আইমেচজ মুখোপাধ্যায়

নৌকুটি

[এস্টেট অবেনিউ শিল্পত 'গোল্ড হাউস' মধ্যে
মূল কর্মসূল গুরুত্বপূর্ণ]

আমার কাকা, জি তাহার জীবনের এই কাহিনীটি
আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন—

তাহার কাছেই টকার ধান্দের আমাকে ঝাসের
চারিসিকেই ঘূরে বেড়াতে হ'ত। একবারকার ধান্দা
দিল্লো এলাকার কাছাকাছি একটা নেহাত গেগনা;
আমার একটা ছেট টেসনের ধারে একখানি অনুভূত ধরণের
ছেটখালি বাঢ়ি দেখেছিলাম।

সেই বাঢ়ির রং কাঁচে নীল; ঝুঁটিমাল, ঝুঁটিপট
ধোয়ে থাকে ফিকে রং; আমো ফিকে হয়ে ছাতের মুসু
র মধ্যে মধ্যে প্রেরণ হওয়া উপকৰণ হচ্ছে।

থখনের ধরন আমি সেই বাঢ়িকার মেধিয়—সে
জায় আর চারিপ বছরের কথা—সে বেলগাড়ীর কর্মসূল
থেকে যাওয়া; গাড়ী তখন সেই ছেট রেলিং-বা টেসনে
এস দিয়েছিল। সেই নৌকুটির সমনের ছেট বাগান-
টিকে একটা বালিক লাইম পুরুয়ে খেলা করছিল—তার
বরেস দশ বছরের কাছাকাছি, ছুটছে পোলাণী তার রং;
পোরাকি তার দস্তের সজ্জার মতো, আর তার চুলগুলি
একটা নৌ বেশী ফিতার ফাঁশে বাঁশ, সর্বাংসে তার
উজ্জ্বল আনন্দের চেট,—আনন্দেরই প্রতিম সে।...সেদিন
সকালেবেটার আমার মেজাজটা খুস ছিল না; আমার
কারবারটা কিভি চলছিল না, তাই আমি বস মেজাজে চিতার
নেবাই নিয়ে পরিশৃঙ্খল কিরে বাঞ্ছিলাম।.....এই
কণিকের ছবিখন্দন আনন্দের প্রলেপ দিয়ে আমার মনের
সকল মানি মুছে দিল। আমি প্রত্যাতে নমন হৈবেই এই
প্রত্যিহৃতের কুণ্ডে মেশের সাজানো বাগানে মুসুর
বালিকা হারুনী পর্যাপ্ত হয়ে থাকে হ'ল, আরকেনে পিনটা
আমার ভালোবা তাঙ্গো থাকে। আমি ভালোবা—“এমন
আগামী বাস করে তার নিশ্চয় খুব খৰী!...না আচে
তাদের চিতা, না আচে তাদের বিশিষ্ট কোনো করণ!”

আর সেই আনন্দপ্রিয়া দেখেটি সরলতা দেখে আমার
বিস্ময়ে বাসের উপর গাঢ়িয়ে গে, আর

ঠিসে হতে লাগল। যদি আমি তাইই মতো আমার
ভাবনা: বোঝা নামিয়ে কেলে বিশ্বেষণের্যের লোলা মধ্যে
নিজেকে হারিয়ে কেলতে প্রার্থাম।

গাড়ী ছেটে দিল। ঠিক সেই সময়ে নৌকুটির একটা
জানলা খুলে একজন কে ডাকলে—“গোরিন!”...আর
আমি ছেট দেখেটি বাড়ি ভিতর চলে গেল।

গোরিন! এই নামটিও আমার কাছে বড় মিঠা লাগল।
এবং গাড়ীতে নিষ্কর্ষ বসে বসে বটার পণ খন্টা ধরে আমি
কর্মসূল করে দেখতে লাগলাম সেই পোরিন, সেই লাইম,
সেই লাইম, আর সেই নৌকুটি। তাহে কৃম সম ধোলা
হয়ে আগমে হয়ে এল, কুণ্ড বাগানে লাইম পোরিন, সব
আমার ভাবনার মধ্যে একশা দেখে গেল।

তারপর অনেকে বছর কেটে গেছে, মাসেই লাইমে
অনেকবার ধোলানুর ঘূর্ণে আর হইনি। ঝাসের
উত্তর থেকে পূর্ণ কখনো লৌল, কখনো বা ছাঁচা, আর-
চেটাই ছুটাউচুটি করে ফেরিছিলাম, মাথায় আমার বেসরো
চিতার অবসর আর হচ্ছে।

আমি দশ বৎসর পরে। একবিন ভুলিনে আমি
মাসেই যাতা করলাম। সেখনকার কাজ সেবে কেবলবার
মুখে আমার পুরুণে স্থিত রেখে উঠল। আমি ঘূরে
ভুন স্বাস্থ্যের গাড়ীতে রওনা হলাম হেন রেলিং-বা টেসনে
গিয়েই আমার ইচ্ছাত হয়। সেই নৌকুটি ঠিক তেমনি
আছে, মনে হল রংটি হেন আরো ফিকে হয়ে গেছে, আর
যেন কুর্তুর দিকে কারো বেশি নজর নেই।..কিন্তু সেই
বাগানে একটা তুরুলি বসে ছিল, হস্তী পোরী, তার
চুলগুলি আজ তার মনেইই হতন পোলাণী ফিতায়
বাঁশ।...এই ত সেই পোরিন, আমি দে তাকে চিনি।
তার পাশে একজন তরুণ বসে ছিল—সমস্ত প্রাণ দিয়ে
যেন দে লোরিনকে দেখিলি, লোরিনের ভুট্টার জন্মে সে
যেন আপনাকে পলকে পলকে নিবেদন করে বিছিল;
আর আপনের জন্মেনকে ধীরে সেই সরল হাসি আর মনের
শান্তি তেমনি ভাবেই বিশ্বাস করছিল।

তাদের দেই তত্ত্ব দ্বয়ের কার্যবিধিপ্রতি বিশ্বনন্দু
মধ্যে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ধখন
টেন ছাঁচার সকেতমুণ্ঠা রেখে উঠল আমি তাড়াতাড়ি
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত ছলিয়ে মাথা নেড়ে

১ম সংখ্যা]

অভিবাসন করে চেটিয়ে বললাম—নমস্কার কুমারী
তার পিছনে পিছনে ছেলেটি আর কুকুরটি দোকানে
লাগল।...আজকে তবে আলি.....

তুরুলী আমার দিকে বিশ্বে বিকল্প কুরুক্ষে-নমন তুলে
চাইলে, সমে সমে সেই তুরুণ। তারপর তারা ছানে
হাসিতে মেন গলে' রবে পচতে লাগল; তারাও নমস্কার
করে। তাদের ভুমাল ছলিয়ে আমার প্রত্যাভিবাসন করে।
.....আমি গাড়ির জানলার মুখ বাড়িয়ে কুকে কুকে
সব দেবলাম।.....আমার মন খুস হয়ে গেল।

তারপর অনেকে বছর কেটে গেছে, মাসেই লাইমে
অনেকবার ধোলানুর ঘূর্ণে আর হইনি। প্রথমে কার্ত্তক তাড়াও
এমন গাড়ীতে মেটে আসতে হচ্ছে যে-টেন গলোর রাজে
রেলিং-বা টেসনে না নেইয়ে পেরিয়ে যায়। একবার হুবিদু
মত সক্ষাৎ গাড়ীতেই যাবার পটল, সেই গে-গেলি ঠিক
করাল দেলার রেলিং-বা টেসনে পোরিন। সে আজ কত
বয়স দিয়িন সেই বাগানে লোরিনকে তার প্রণয়ীর পাশে
দেখেছিলাম? বাবো বছর, পমর বছরই বাঁধা; আমার
ঠিক হতকাজা বাঁধ।! পুরুলী পুরুল সেটে দেলার জানাটা ত
এবার টেরে পেলি। যাই তুই অ্যে সন্ধৰ হতে কানিতি ত
তা হলে হয় ত তুইও তো অজনে বক্ষ লোরিনের মতোই
শাস্তিতে পক্ষতে পারতিল, চাই কি বৃষজগ্নের বোতাম্প
সেই নৌকুটির কোলেই তুই পেতিস। আজ আজ সেবু
হুবের সঞ্চালনাও তুই রাখিস নি!

তাগো ভাগো আমি দেবার বেঁচে গেলাম। সে যেন
বৈব ঘটনা। আমি ধৰ্ম অবসর মুক্তপ্রাণ তখন এক
গুলোর আহাজ ছানিল পরে আহাজ জল থেকে তুলে
নিলে।...প্রান কি কুড়ি দিন পরে, ঠিক মনে নেই,
আমি আমার ঝাসে কিম্বু এলাম। মেলে দিয়েই আমি
মাসেই পেকে পাহী ধৰের টেনের বাঁচি কুম। এই
বাঁচি পেকে পাহী ধৰের পাথ আর শান্ত। এই বৃক্ষ বাঁচি
কে কুড়ি দিন পরে আসে তাকে কুম। এই আগমনিকে
একটা বৃক্ষ আসে, তেমনি পুরুষ ভালো, তেমনি মুর্তুরে
একটা বৃক্ষ আসে। গাড়ী ধৰে আর হচ্ছে চেলে বাঁচি
কে কুড়ি দিন পরে আসে তাকে কুম।

সকাল দেবা গাড়ী মেই রেলিং-বা টেসনে পোরিল।
আমার ভুম যেন আনন্দে উঠেয়ে ফেটে পড়াশুল হতন
হয়ে উঠল, ভুমে দেল ক্ষেত্রে লোরিনকে
একবার দেখে করে জলে ছুটে বেরিয়ে পচতে চালিল।
এখনি গাড়ী ধৰে আর হচ্ছে চেলে বাঁচি, একটা মুর্তুরে
মাথা ঝুঁয়ে, হয় ত তার মনে আমার শেব দেখা
হবে না।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দূর হচ্ছে দেখতে পেলাম—

নৌকুটি

ঠিমের পাশেই সেই নৌকুটি রোজ মেথে তেমনি দাঁড়িয়ে
স্থানের পুষ্টি-পিপি বসে রয়েছেন আমি একবার তাঁর
কালাপানিতে নোক-ভুরুর চাহ মদে এল।...সে আরও
এই বাড়িতে আছে, হয় ত তেমনি শাস্তি উপস্থিত, আমার
ভোরভুবি ঘৰৰও সে রাখেন।...গাড়ী এসে ঠিক কুঠির
সমনেই থাম। আমি দেখেছি সেই বাগানের একটি
লতাবিজ্ঞানের নৌকে একজন বৰ্ষীয়া রহস্য বসে রয়েছে—
তার কপালি চুল পুরি সী খিতে ভঙ্গ হয়ে পিঠিয়ে ছড়িয়ে
গেছে, আর তার চারিদিকে পিসে ছোট হোট হলে দেখের
কলম করছে।

এই দেখিসি!...তাকে আমি কেউ ঠিনতে পারত না;
আমি কিন্তু তাকে তিনি!...এক সুরক্ষিতে পিসা আমার
হয় নি।—সেই বালিকা বসে লাই নিয়ে তার খেলা;
তারপর তারখোর লীগালপন সেই সাঙ্গং; তারপর সে
গৃহীতি, সে মাত্তা; আর আমি সে ঠাকুর-ম, দিদিমা,
নাতিনাতিমো-পরিয়া; শৰ বার পিসিয়ে মৃত্যি, কিন্তু সকল
মৃত্যি সেই এক অভিযোগে!

এব্রাকার এই ক্ষিপ্তি সাকাতের আসন অবসানের
আশঙ্কা আমার চিন্ত তত্ত্ব হয়ে ভুলতে লাগল। আর
আমি এ পথে কখনো আসব না, এই আমার অভয়ের শেষ
সাঙ্গং। আমার বড়ই শাখ হতে লাগল আমি একটির বি
অক্ষয়ের অঙ্গে কথা করে আমার চারিপ বছরের প্রবান্ন
অচেনা বৃক্ষটির কাছ থেকে শেষ বিশ্ব নিয়ে যাই।...দৈব
আমার সহায় হল; এঞ্জিনো অর পিগড়ে গেল; অসুস্থ
পক্ষে ঘট্টাখানেক লাগবে কল সারাতে; ততক্ষণ সেই
ঠিমেই থাকতে হবে।—আর আমার পার কে? সাধ
আমি মেটাৰ। আমাদের এই বৃক্ষ বসে সাকাতের ত
কেনো কাঁক নেই।

আমি কুটির ফটকের দিকে চলালাম; আমার পা কিন্তু
স্থান ধৰণের পরে কাঁপছিল। ভাবের আত্মিয়ে এমন
অভিভূতি আমি করিন কালো ও হই নি। আর, আমি
যাই হই তাই জীব নই, এটা ঠিক, তার উপর ত কুঁই
দেশে বিশ্ব রকম তুকু নানা নেতে এই সত্ত আপছি।...
যাক!...আমি ডাক-পটোর দড়িত ঠেনে পিসেছি! মালী
এসে দৱজা শুলে দিলে; আমি তাকে বলালাম—“ঐ নে

লতাধৰে বৃক্ষ-পিপি বসে রয়েছেন আমি একবার তাঁর
সমে কথা কইতে চাই।”...মালী আমাকে বাগানে ছুকিয়ে
পিসিকে ডাকতে গেল।...সে এল।...

একদিন পরে লোকিন আমি আমার সন্দূধে এসে
পিছিয়ে কিন্তু আমি তাকে বলগৰ মতন কোনো
কথাটি এখন পুৰো পাইছি না। সেই তখন আমার জিজ্ঞাসা
করলে—“আমার সাকাতের পোতাগা আমার বিসে
হ'ল মশায়?”

তখন ভেবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“তুমি আমার
চিমতে পারছ না?”

—ঠৈক না কি....

—আ! আমি, আমি কিন্তু তোমায় খুঁ তিনি!.....
ভেবে দেখ!.....আমি যে তোমায় চিমেছি দে কি আমি
কের কথা?...আমি তোমাকে এই বাগানে একটুকু
বেলাক লাটিম নিয়ে বেলা করতে দেবেছি; আমি সেই
লোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যে গাড়ীৰ জানলা
থেকে তোমার একদিন নমধ্যাৰ করে গিছেছি—তখনো
তোমার বিসে হয়নি; আর তারপর, অনেক দিন পৰে,
যে লোক একটা কলমা লৈৰ, একটি ছোট.....

সেই মহিলাটি কেমনতর ভয় পেরে আমার দিকে
চেয়ে রইল; — অথবা কয়েক পা পিছিয়ে হট শিয়ে
সৱে দীঢ়াল; আমার হয় ত পাগল কি মাতাল ঠাউৰে
থাকবে; কিন্তু তারপর আমার বৃক্ষ বসের শাস্তি
দেখে ভৱসা করে খুব কেমেল শাস্তি বসে বললে—“আপ-
নাম নিশ্চয় কেনোন রকম ভুল হয়ে থাকবে। আমার
সবে এই এক বছৰ এই নৌকুটিতে আছি!”

আমি অবাক হয়ে গেলাম।—আমতা আমতা করে
জিজ্ঞাসা কৰলাম—“আপনি.....তবে.....লো.....
রি.....না.....নন?”

—লোরিন?.....আপনি মশায় কৰা কথা কছেন
আমি ত ঠিক বৃক্ষতে পারছিনে। আমাদের এখনে
সেখে দেখে আপনি মশায় জিজ্ঞাসা কৰিব।

আমার মন হতে লাগল যেন আমার চারিদিকে
হয়ের ঘোর লেগেছে। যখন সেই মহিলা চলে বাবার
উপকৰ কৰলেন তখন আমি বলালাম—“ক্ষমা কৰবেন.....

আর একটি প্রয়ে অধাৰ দিয়ে থান।.....আপনার
আগে একটীতে কীৰ্তা থাকবেন?”

—আমাদের আগে?.....একজন বৃক্ষ ভৱলোক,
চিৰহুমার তিনি। দশ বছৰ হল তাঁৰ মৃত্যু হয়েছে।.....

—তিনি খুব ষষ্ঠ কৰে নমস্কাৰ কৰে’ আমাকে ঘটকেৰ
বাবৰ পৰ্যাপ্ত এগিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ কৰে দিলেন। আমি
একবাবে আস্ত একটি বেৰা বাবা পিসে পেজিং বা গাঁথের
গলি দিয়ে চলছিলাম, বিশ হৃষিটনার দুঃখে আমার মন
ভোরাঙ্গাত হয়ে পড়েছিল।.....আমাকে জলাম কৰে
জানতেই হবে.....মিশ্রণ আশৰ্যা বৰক একটা ভুল এৰ
মধ্যে জড়িয়ে আছে, সে উৎ সকান কৰে খুলতেই হবে।

আমি টেসন-মাটোৱকে জিজ্ঞাসা কৰলাম। সে ভু-
লোক কিছুই জানেন না, এ ঠিমেন তিনি নৰগত।
কিন্তু তিনি সকান বলে দিলেন যে এই গীৰেৰ সৰাৰ দেয়ে
বৃক্ষ একটি লোক ঠিমেন কাছেই নৌকুটিৰ সামনেই
থাকে, তার কছে ধৰৰ মিলত পাৰে।

বৃক্ষ চিষ্ঠাৰ ওছিয়ে নিতে নিতে বললে—লোরিন
....আঁ, লোরিন ...আমাৰ ত শব্দ হয় না.....

—কিন্তু বৰ পনৰ বোল আগে ত বাগানে যে একজন
মহিলাকে দেখেছিলাম একটু মোটা একটু কালো, একটি
ছোট হেলে আৰ একটা প্রাকাৰ কুহুৰে সৱে.....সে
বেকে কে?.....

—ও! একটা বৰ কুহুৰ, আঁ, একটা খুব বড়
কুহুৰ.....হাঁ হাঁ, সে দে দারোগা-গিৰি মাদাৰ জিলামে।
কিন্তু তাৰ নাম ত লোরিন হিল না, এ ত আমি খুব জানি,
আমি যে বৰাবৰ তাৰের বাড়ীতেই থাকতাম। তাৰ
নাম হিল শুঁ চোঝাব।

আমি ত একবাবে কথা পেচে ত হুকুম দেয়ে গেলাম।
—আঁচা, মশায়, ভালো কৰে মন কৰে দেখুন ত
....আঁচা, তাৰে আগে, প্ৰায় বৰুৱা বাবো আগে,

একজন মূৰতী দেখে খুব কৰেন বেশ অধা, মাথাৰ চুলে
গোলাপী খিতে, আৰ একজন কালো মতো বৃুা পুৰুষ,
খুব সুস্থ সেই মেৰেটিৰ বাগ্দৰ দ্বাৰা, এই বাগান-
বাড়ীতে কি ধাকতি?.....

বৃক্ষ ভাৰলে, ভাৰলে, কতক্ষণ ধৰে ভাৰলে।.....

ମନୋଧୋତ୍ସବ ବର୍ଷ

ମେନୋମୋହନ ବର୍ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମେତ ଏକଧାରେ କବି,
ଲାଟିକାର, ଉପଶାସିକ, ବଡ଼ା, ଶିଳ୍ପାଦ୍ରାତା ଓ ସମେଶ୍ଵରତ
ହାବାଇଛାଇଁ । ମେନୋମୋହନଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଐରାକଳ ବିଷୟରେ ଆଜି
ଛିଲା ନା, ଏବଂ ଡ୍ରାହାର ସମ୍ବରକଳ ଅନ୍ତରୀଳ ସାରିକିବେ ।

চিরিশ-পরগনা জেলার ছেটাঙ্গলে গোদের প্রসিদ্ধ বহুবৎসর মনোমৈন বংশগোরাটেও স্টেট ছিলেন। তাহারা চার সহস্রবর্ষ, মনোমৈন করিন্ত। শ্বেষেই পিতৃছীন ইঙ্গী তিনি মাতৃস্থানের বনগ্রামের সঁগৰক্ত নিষিদ্ধস্থূল প্রায়ে লালিত হইয়াছিলেন। পাচ বৎসর বয়েস উল্ল শিশু মনোমৈন রামাশঙ্খ ও মহাভীরুৎ মুখে করিয়া তাহার বুকির পরিচয় সন্ধি করলেক কেঁতুত করেন; এই সময়েই তিনি নিমিত্তে পথ রচনা করিয়া হেৰপুৰাম মাতাপাহৰের প্রম প্রিয়স্তুত হইয়াছিলেন।

হেৰপুৰাম হইতেই তাহার প্রথমবন্ধন মৌমায়িক্তি, অমুকিতকা ও মুক্তিলতা, তৌক বৃক্ষ, কৰিমবন্ধন পিত, এবং নির্দেশ ভৱাব আৰুৰীয়ে পৰ, সৰ্বত্ত্ব শিক্ষক, সকলেকেই শ্রীতি ও মেহ আকৰ্ষণ কৰিয়ে সক্ষম হইয়াছিল। প্রতোক পৱাকৃতে তিনি প্রম দ্বান অধিকার কৰিতেন এবং পুরুষার সাত কৰিয়া মাত্রার আনন্দবর্ণন কৰিতেন। হেৱাৰ সুলে পাঠকালে



ପ୍ରଗ୍ରାମ ଭନେମୋହନ ବଶୁ ।

তিনি প্রসিদ্ধ শিক্ষক ফিল্ডসেনের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তৎপরে তিনি ভেনেরাল এসেন্সির কলেজে উর্দ্ধ হইয়া প্রিমিপাল ওগলভি ও অধ্যাপক এণ্টারসনের মনোমোহন হইয়াছিলেন; অধ্যাপক এণ্টারসন প্রায়ই তাঁরকে পিয়া কাটিপার ও মিট্টেনের কবিতা বাংলা পঞ্চ ভাষাস্থানিত করাইতেন। একবার কলেজে একটি বাংলা প্রবন্ধের জন্য স্থর্পণক দিবার প্রস্তাব হয়; মনোমোহন সেই প্রতিযোগিতায় অবক্ষ রচনা করেন; ফিল্ডার ঘরে তিনি ফিল্ডস সামাজিক হইলে মনোমোহন আশ্চর্য হইয়া অধ্যক্ষ ওগলভির নিকট পিয়া যে ছাত্র প্রথম হইয়াছে তাঁরা রচনা প্রেরিত চাহিলেন। অধ্যক্ষ মৃহুত্তের সহিত তাঁরকে সেই অবক্ষ পিলে মনোমোহন বিশেষ মনোমোহনের সহিত উভয় আচ্ছন্ন পাঠ করিয়া বিমুক্তসনে অধ্যক্ষের অঙ্গোধ করিলেন যে এই প্রকক ও তাঁর

४ संख्या]

ଯନୋମୋହନ ବନ୍ଦୁ

ପ୍ରକାଶ ମତା କରିଯା ତୋଟିକେ ଏକଟି ସ୍ଵର୍ଗପଦକ ଓ କତକ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ ଦିଲେ ।

ପାଠ୍ୟାବଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ମନୋମୋହିନୀ ଶିଖର ଗୁଡ଼ରେ
ଅଭିକାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସର୍ବରେ ତଥାବେଦିନୀ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରେକ୍ଷାଦି
ଲିଖିତେ ଆର୍ଥି କରନେ । ଏହି ସମୟରେ ତିନି ନିଜରେ କରକୁ
ଦେଇଲେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମାରକ ଏକଥାନି ନିବେଦନଗ୍ରହ ପରିଚାଳିତ
କରିଛାଇଲେ ।

মনোভূমের বহুল ঘটনা ১০৩৫ বছর তখন একসাবে
তাহাদের প্রাণে নাটক করিবার প্রস্তাৱ হয় এবং উহার
যায়ালি নির্মাণের জন্য গ্ৰাম হইতে ৬০০- টাকা চীমা উঠে।
এই উপলব্ধে তিনি রামাভিকে নাটকখণ্ড রচনা কৰেন।
কিন্তু নাটককৰ বচনেবাসাৰ শ্ৰে হইবাৰ মুদ্ৰণৈষ্ট উভ্যান্নৰ
বৈধৰণ হার্ভিক (১৮২৬ সালেৰ মৃত্যুৰ) দেখা দেওয়াৰ
পৰাট-হৃতিলিখন সহজ টাকা দেওয়াহৈ পাঠ্যাই দেওয়া হৈ।
লে, রামাভিকেৰ অভিযোগ হইতে পাৰে নাই। এই
কৰ্তৃক অভিযোগ অতগুৰ আহতপৰ প্ৰাণকৰ নিষেধে প্ৰকল্পিত কৰেন।
অভিযোগত হৈয়া অভি ধাৰণ কাগজে অল্পত হৱক মুদ্ৰিত
কৰা হাবিব হৈ। কিন্তু উহারই কাৰ্যতি এত অধিক
হইতে থাকে যে, প্ৰক্ৰিয়ে মৃলা কৰে কৰে তিনোগুলু বৰ্কিত
কৰা হইলেও আজ দিনেৰ মধ্যে উহার কৰকে সংস্কৰণ
মুদ্ৰিত হইলৈ যাব।

এই সময় এবেশে হাঙ্কার্ডাই নামক এক প্রকার
স্বীকৃতসমরের প্রচলন হিল। ধৰ্ম, মৌলি ইত্তাদি সদ্বৈক্ষণ
প্রাণ লক্ষণ দ্বারা দল গঠনকরে মধ্যে এই আঙ্গভুটিরের লড়াই
গতিটি। মেশের অনেক প্রিসিক লোক ইত্তাদি কোন না
কোন দলে মন্তব্য করিসেন। মৌলিক, বহিম-স্তু, মনো-
বাহন প্রতিভি সহিতি-জুগ ততানীষন অপ্রতিভূতী করি
বার্ষিক গুপ্ত ও এক হাঙ্কার্ডাইরের ওপর ছিলেন।
মনোমোহন প্রতিভির সহিত কান্ধাধূমে অবস্থানকালে
প্রকল্প এক হাঙ্কার্ডাইরের আসনে অন্ত উপস্থৃত
হাত না পাইয়া মনোমোহনকেই প্রতিপক্ষ নির্ভীক্ষিত
হেন এবং তাহার সহিত সমীক্ষকে প্রবৃত্ত হন। অবৈম
ভিত্তিবলে মনোমোহন এই লড়াইয়ে গুপ্ত করিকে পরাজিত
হীন সর্ব হইয়াছিসেন। গুপ্তশিশের এই সমীক্ষসমরের
ফলে ‘মনোমোহন-বীভীতাবী’তে লিপিবদ্ধ আছে।

ନାୟି-ମାହିତେ ମନୋମୋହନେର ଦିତୀୟ କୌଣ୍ଡି—ଅଗ୍ରପରିଯୋଗାକ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ନାୟିକା ପରିକାଶର ପରିକାଶ ନାୟିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ

ମୁଖ୍ୟ ବସନ୍ତକରେ ସାମାଜିକ ପାଦମଧ୍ୟ ହିଲେ ପଢ଼େ ଏବଂ ମଳେଶ୍ଵର ତୋହାରେ
ଉତ୍ତମକାର ଦିନେର ମାଟେକାର ବିଲ୍ଲୀ ଅଭିନନ୍ଦିତ
ହେବ। ଏହି ପ୍ରତକେରେ ଭୁବନୀ ପାଠ ବିରାଗୀଙ୍କର
ହିଲେଯିବାହିନେରେ—‘ପ୍ରକାର ଯେ ଏକବରଣ ଶକ୍ତିଶାଲୀ
ଲୟକ, ଭୁବନୀକାହିଁ ତାହାର ପରିଭର ପାଇଁ ଯାଏ’। ଏହି
ପ୍ରକାରମାତ୍ରର ମଞ୍ଚକୁ ମନୋମୋହନର ‘ମାଟୁକେ ମନୋମୋହନ’
ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାଏ।

ପ୍ରସରିତାକୀର୍ଣ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦନ—ମନୋହରେ ଶତଶଳୀ ।
ଏହା ଏକଥାନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପିଟ୍ ପ୍ରତକ । ଇହାର ଛଳ,
ଗ୍ରହ ଓ ତାର ଏକଥାନେ ମରଳ ଓ ହସନ୍ । ଏହି ପ୍ରତକଥାନି
କିନ୍ତୁ ତୁବେବାର ମନୋହରେଙ୍କିମାତ୍ର ଆଈକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯା
ଲିଖିଯାଇଛି—“ପାଦଂ ଓ ଜୀବିଜ୍ଞ ସନ୍ଧାନୀ ଏତପ ମରଳ ଓ
ଶିଳ୍ପିଟ୍ ପ୍ରତକଥାନି ଏକଥାନେ କାହାର ମାନ୍ ।
ଏହା ଶିଳ୍ପିଟ୍ ପ୍ରତକଥାନି କଟାଇପରିପରି ।” ବୋଲାଇଲା, ଏହି ପ୍ରତକଥାନି
ବିକ୍ରି କରିଯା ମନୋହରେ ଯଥିରେ ଅଛି ଶାତ ହିଟ ।

ରଚନାର ଶ୍ତାନ ସ୍ଵର୍ଗତାରେ ମନୋବ୍ରହ୍ମନର ସାଂକ୍ଷାବିକ
କିଛି ଛିଲ । ସ୍ଵାଭାବକ:ଇ ତିନି ଆସୁଦେ ଓ ରସିକତାପିତ୍ର
ଯେତେ, ସ୍ଵର୍ଗତାକ୍ରେତେ ଓ ଅନାବିଳ ହାତପରମୋଦର ତରଙ୍ଗ
ଲିଖିଲା ଶ୍ରୋତୁରୁଦ୍ଧର ମନୋରଜନ କରିଲେ । ଏକବାର

ଦୁନ୍ଦୁମୋଳା ସତ୍ୟପତ୍ତିକାଙ୍କ୍ଷିତିରେ ତିନି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାର କରିଯାଇଲେ, ତାହା ଶୁଣିବା ମହିନୀ ଦେବେଶନାଥ, ସାହିତ୍ୟକ କର୍ତ୍ତର ଓ ଧ୍ୟାନପାଠକର ନଗେଶ୍ୱରାରେ ତାହା ଶୁଣଗର୍ଜିଲେ କିନ୍ତୁ ହାତସମ୍ବରଣ କରିପାରେନ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନଗରାଶୀର୍ଷର ଏକଥାର କୌଣ ସହକାରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଇଲେ ଯାହା ବରତଃ ଛୁଟିଲିବା ନା ପାରାଯାଇ, ମେମୋହିନୀ ଉତ୍ତିଷ୍ଠା ତାହାର ସହକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମନ ରମିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାର କରିଯାଇଛିଲେନେ, ତାହା ଶୁଣିବା ସ୍ଥରେ ବିଜ୍ଞାନଗରାଶୀର୍ଷ ଥିଲି ହିଂଶୁଛିଲେନେ । ଶୁଣିତାମାଳା ଓ ହିନ୍ଦୁ ଆଚାର ଯ୍ୟାହାର ନାମକ ତୃତୀୟ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦୁଃଖିନିତେ ଏହିକଣ ରମିକତାର କୁଣ୍ଠେ ଦୂରିତ ଆଏ ।

ଶୈଶବାସି ମନୋମୋହନ ଚାକରୀର ଉପର ବିତ୍ତନ ଛିଲେ । *
ପଦ୍ଧତିକେ ତିନି ଖୁବିଟିର ତୁଳ୍ୟ ମନେ କରିଯା ମର୍ଜନିବିଷୟରେ
ରହାର କରିଯାଇଲେଣ । ପରାମ୍ପରାଗୁହୀତ କିଂବା ପରମ୍ପରାପେକ୍ଷା
ଥାଏ ଥାକୁକେ ତିନି ଆଦିଦେଇ ପଚନ କରିବିଲନ ନା । ତାହି

ପ୍ରକାଶରେ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିତ କୋନାରିନ ତାହାର
ଅଭୟାସଗ୍ରହ ହୁଏ ଥିଲା ନାହିଁ । ନିଜେର ପୃଷ୍ଠକଣ୍ଠ ବିରକ୍ତରେ ତାହାର
ଯେବେଳେ ଆମ ହିତ । ତାହାର ଉପର ‘ମନୋମୋହନ ଲାଇସେନ୍ୟୁ’
ନାମକ ପ୍ରତିକାଳିତ ଓ ‘ଯଥ୍ୟ ସହ୍ୟାଗ୍ରହ’ ନାମକ ଏକଟି
ଛାପାଖାନା ଛାପନ କରିଯାଇ ଅଧିଗ୍ରହନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଁଥେବେ କରିଯା
ଲାଇସେନ୍ୟୁଲାଇସେନ୍ୟୁ । ଏହି ସହ୍ୟାଗ୍ରହ ହିତେ ତାହାର ସମ୍ପାଦିତ
ପ୍ରତିକାଳିତ ‘ଯଥ୍ୟ ସହ୍ୟାଗ୍ରହ’ ବାହିର ହିତ । ହୀନ ବସର୍ଷନେର ପୂର୍ବେ
ଏକାଶିତ ଏକତମ ପ୍ରାଚୀନ ଶାଶ୍ଵତ ପତ୍ରିକା । ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମେର ଏହି ପତ୍ରିକା ବସର୍ଷନେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗି ହିତେ
ଉଠିଯାଇଛି । ପ୍ରତିତି: ମନୋମୋହନ ଓ ବିଦ୍ୟମର ମଧ୍ୟେ
ପ୍ରଗଢ଼ ବସ୍ତୁ ଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ଦୀନରେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ଚର୍ଚାରେ
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋମୋହନର ବିଚାରେ ବସର୍ଷନେର ପରାମର୍ଶ
ମାର୍ଗବନ୍ଧ ହିତେ ନିଜି ମାଧ୍ୟମ ମନୋମୋହନରେ ହିତୀ ଉଠିଲ ।
ଏହି ବିଦ୍ୟମର ଭାବ ବସର୍ଷନେ ଓ ଯଥ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ମଧ୍ୟକୁ ପରିପୁଟ୍ଟ ହିତୀ ଉଠିଯାଇଛି । ଯଥ୍ୟ ବସର୍ଷନେ
ବିଜ୍ଞାନର ଓ ଭାରତଚନ୍ଦ୍ରର ବିକଳେ ସିଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ
ପିଲ ହୁଏ, ତମ ମନୋମୋହନ ସଥ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ
କରିଲା । ଏତେହଙ୍କଥେ ବସର୍ଷନେର ଭାରତଚନ୍ଦ୍ର ସଥ୍ୟକୀୟ
ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦିଲିଙ୍ଗ ‘ଭାରତଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି’ ନାମକ ଯେ
କରିବାଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଶିତ କରିଯାଇଲେ, ତାହାର ନିନଟି
ଜନ ଏତେହଙ୍କଥେ ଉତ୍ତର କରିବାଛି:—

ব্যাহুতে রাজনৈতি, ধর্মনৈতি ও দর্শনালিপি বিষয়ে
মনোমোহনের বহু অবক্ষ এবং তাহার রচিত অনেক
কবিতা, গল্প ও উপজ্ঞান প্রকাশিত হইত। বাসগুলি
পদ্ধতিক সম্ভাষীয় আইন বিবিধ হইথার সহযোগ তিনিই
সর্ব প্রথম ব্যাহুতে উহার তাঁর প্রকাশিত করেন। এই
প্রকাশিত তাহার গুরুত্ব নামক উপজ্ঞানালিপি অথবাঃ
প্রকাশিত হয়। চলনাবিত্তের ইহা পাঠকর্তারের অত্যন্ত
মনোমোহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, মহোরাজা হ্যাঁ
কাস্টেল ড্যার বাচ্চিও ছোনাকে বাস্তবজগতের জীৱ বিলিয়
মনে কৃতিত্বালিনে।

বিষয় বৌদ্ধজ্ঞান অবেদনালিপি নামক সঙ্গালিপের বাবে প্রকা-
শিত হয়। বাসগুলো ও আনন্দবুদ্ধ নামক রচিত হইয়াছিল
এমারেক্ট খণ্ডটিরের কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে তিনি প্রকাশিত
করেন। সতীর প্রকাশিত আবক্ষ অবক্ষান
নামক সঙ্গালিপি খণ্ডটির আকার অপৰিমিত ছিল—সংগ্রহিত নামক
মন্ত্রের পরে উভা মুস্তিত হইয়াছিল।

নামারচনার ঢাকা সঙ্গীতচনালিপি মনোমোহনের অসা-
ধারণ কৃতিত্ব ছিল। তাহার সঙ্গীতগুলির অবিকাশিত
দেশহিতভূক্ত। মনোমোহন নিজে মে অত্যন্ত দেশবৎসু
ছিলেন, তাহার রচিত সঙ্গীতগুলি হইতেও তাহার অসা-

ଦେଖେ ବିଶ୍ଵାସ, ତାହାର ପ୍ରତିଗତି ମନୋମୋହନ ମଧ୍ୟ ହିତେ
ଆରାଜ ହୁଏ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ କଲିଙ୍ଗାର ଠାକୁର ବାବୁମର
ଅଭିଭିତ୍ତି ହିମ୍ବେଳା ଏ ବିଷଦେବ ପ୍ରଥମ ମହା ହିମ୍ବେଳି।
ମନୋମୋହନର ରଚିତ 'ନିମେର ତିନି ଶବ୍ଦ ମୌଳ ଭାରତ ହୁଏ
ପରାମାଣୀ' ହିତାରୀ ପ୍ରିସ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତେ ଏ ହିମ୍ବେଳାଯାଇ ମର୍ମ-
ପ୍ରସମ୍ମେ ଗୀତ ହୁଏ ।

କବିତାମ୍ବି ସମ୍ମତ ବିଦ୍ୟାରେ ରଚନାରେ ମନୋମୋହନର
ଅସୀମ ଶିଳ୍ପକାରିତା ଛିଲ୍ଲ। ପଥେ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ତୀରର
କବିତାରେ ହିଁଦୀ ଯଥିଲା । ଏକବରା ତୀର ପରିଷିଳିତ ତୀର-
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେକେ ଏକହମନେ ଏକଟା ମନର ଦେଖିଯା ରଖଣା-
ଉଦ୍‌ଧାର ଗ୍ୟାମ୍ ଅନେକବ୍ୟକ୍ତି କବିତା ନିର୍ମିଷ୍ଟ ରଖିଲେ । ତୀରର
ପଥ ସମେର ଦୈନିକିନ ଲିପିର ମଧ୍ୟେ ତୀରାର ରହ ସମ୍ମରିକ
ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଇରାଜିତ ।

সমাজিক জীবন মনোভূমি অতি অ্যাডিক ও
দেহশীল ছিলেন। তাহার অধরপট মৃত্যুর সময় হাতে
সর্বদাই উজ্জ্বল ধারিত। প্রিয়তম ঝোপ্পুর ও আগামিক
ভাগিনোরে মৃত্যুতেও শৃঙ্খলের জন্য তাহার এই হাসির
বিশেষ ঘটে নাই। অক্ষয় কর্ত্ত ও অধ্যা উৎসাহের
বলে অভিত্ত কালের যে জীবনকে তিনি ব্যক্তিমানেও পর্যাপ্তও
টিনামা আনিয়ে পারিবার্হিলেন, মৃত্যু পূর্বস্মরণেও তাহা
পঠন্থারণে অবিচল ছিল। পারিস সময় পোল পোর্টোগাল
বিপরীত করিলে তিনি এবং বলিয়া তাহাঙ্গিকে নিয়ন্ত
করিতেন যে, তিনি মা পড়িলে তাহার অস্ত্রের গুরুমস্তুর
তাহার কান মালিয়া দিবেন।

শ্রীকার্তিকচন্দ্ৰ মাখণ্ডপ্র

ভাগ্য আমি পথ হারালে

କାଜେର ପଥେ

নইলে আমার এমন দেখা

* एই प्रवदेश अधिकारी उपकरण श्रीमुख फैलात्मक वस्तु संग्रह करिया चिनायेन।

এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যা ওয়া আসা,
সূর্যা উঠে অস্তে দিলাম

ଏହି ରାଙ୍ଗ ପରିତେ ;—
ପ୍ରତିଦିନେର ଭାବ ବହେ ଯାଇ
ଏହି କାଜେର ପଥେ ।

ଜେନେଲିଲାମ କିଛିଟା ଆମର
 ନାହିଁ ଅଜାଣା ;
 ସେଥାମେ ଯା ପାଦର ଆହେ
 ତାଣି ସମାର ଠିକ ଠିକାନା ।
 ଫୁଲ ନିଯେ ଗେଛି ହାଟେ
 ଦେହର ପିଛେ ଗେଛି ମାଟେ,
 ସର୍ବାନ୍ଧୀ ପାର କରେଛି
 ଦେହର ତୌଥାନା ।

ପଥେ ପଥେ ଦିନ ଶିଖାଇଁ
 ମରକ ପଥେ ଜାଣା ।
 ଦେବିନ ଆମି ହେଲାଛିଦେବ
 ଦେଖ କାବେ !
 ପମରା ମୋର ଫୁଲ ଲିଲ,
 ତଳାଛିଦେବ ବାଜାର ଥାବେ ।
 ଦେବିନ ସବାଇ ହିଲ କାବେ
 ପୋଟେର ମାଥେ, ମାଠେ ମାଥେ,
 ମଧ୍ୟ ଦେବିନ ଜାନ ଲିଲ

পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
দেখেছিলেম কারে।

মেদিন চলে যেতে যাবে
চৰক লাগে।
মনে হল বনের কোথৈ
কাহার গায়ের গন্ধ আগে।
পথের বীৰে বটে ছাইয়ে
কে গেল খোঁ চপল পাথে,
চকিতে ঘোৰ নম হচি
তাৰি শিষ্টে অসুন রাখে।

“ভারতবর্ষে উৎপন্নিকী আৰু একলম আছেন, তাহারা ভাৰতীয় অসমোৱাৰ প্ৰতিবেশী” ভাৰতীয় পণ্ডিত জাতীয়তাৰ অসমোৱাৰ প্ৰতিবেশী হইলেও কৈবল্য কৈবল্য কৈবল্য উপনি। ইহাই তোহারে বিশাম। (বৈশিষ্ট্য) উপনিষদগুৰু-পৰমাণুৰ মধ্যে অনেক নিবেশ দে ভাৰতৰ অৱৰ কৈবল্য লোক। অৱৰে তাহাত সন্দেশ নাই। কিংবা ভাৰতৰ বিশাম আছেই “জৰুৰীতি” এইকাঙ্ক যোহৰীতিৰ একপঞ্চ কৈবল্য আৰু অসমোৱাৰ (painful insincerity) পৰি আছে বিশাম। অপৰ অৱৰ আছেন বিশামৰ মত পৰিষ্ঠি পৰিৱে ক্ষেত্ৰগুৰীক সংগ্ৰহ কৈবল্য তোহাই উত্তৰি উপনি। তাৰা পৰি আৰু এক দুৰ্ঘাত আছেন বিশামৰ মত অৰ্থৰ শৰ্পটি-শৰ্পটি দুঃখী (economic grievances) ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন অৱহৰ একলম কৈবল্য। এবং তাহারই পতিকৰণৰ ধৰা পৰিষ্ঠাকৰেৰ পৰিয়ালৰ মুকুটিত পৰিসৰে তাৰাৰ ভাৰতীয় উত্তৰিৰ গৱে আৰু ধৰা থাকে না।”

ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପିଲାକ ଭିତ୍ତି
ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ, ଏବଂ ପ୍ରେମ
ବ୍ୟାପ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ
ବ୍ୟାଙ୍ଗର ପଥେଟି ତାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥେ
ବ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ଵିଳ ହିନ୍ଦୁର ଏକମାତ୍ର
ବ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ଵିଳ
ହିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କେ ଅଜାତସ୍ତରେ ଅଭିଭାବ
କା ଶ୍ରୀର କରେ ତୋହାର ଅମ୍ବା ଦାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ହିନ୍ଦୁର
କଣ । ଏହି ଜାତିର ଲିଙ୍ଗ ବସନ୍ତପାତା

म संख्या]

निवेदिता

জনম-প্রতিবাদী-পরিচিতের নিয়ম কলাপাখানে মেহেবো-
পর্যাপ্ত-বিরহিত। নিয়তপ্রমাণপ্রাপ্ত আবাদের পূর্ণ-
পিতামাহগোষের জীবনবাপনের শুভ বিশুক বৃক্ষমালার
সৌন্দর্যের ঘার ভাস্তবত্বের অসংগৃহৈয়েই রক্ষিত ছিল,
নইশিক্ষার প্রথম ঝটকায় তাহা একেবারে উড়িয়া যায়
নাই। উগিনো নিবেদিত স্মৃত প্রাচীটা দেশ হইতেও
মেঠ সৌন্দর্যে আঝু হইয়াছিলেন।

ରୁଷ, ଜ୍ଞାତିର ଜନନୀ । ଏକଟା ଦୀପ ହିତେ ଆର
ଏକଟା ଦୀପ ଜୀବିମାର ମତ ମାରେ ଜୀବିନେର ଅଳୋ ହିତେହି
ଜୀବିନେର ଜୀବିନେର ପ୍ରାଣିତ ହ । ନିବେଦିତ ତୀଥାର
ପ୍ରଶ୍ନକେ ଶିଖିଗଛେ :—

ব্রহ্মী হিতবিবরণিই। কুলক্ষয়াগত শোভিতধারায় প্রাচীহিত দেখসক মহত্বাত্মা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্যে রক্তিত আছে, যারা বিকোন্দ সেই-সকল ভাবকেই নিখাসাধনের দ্বাৰা নভবনে সমূজ্জ্বল কৰিয়া তুলিতে দাইছাইছেন। যামীজীর মেট ইচ্ছাকে অসুস্থলন কৰিয়াই ভগিনী নিৰ্বেকিতা এই লিখনলয়ের কাণ্ডী তাহার ওপৰে উৎসুক হাতাহাইছেন। যদি ইহোর আয়োজন বৃং এবং মহ, তথ্যাত্ম নিৰ্বেকিতা অনিমতে অপ্রাপ্যনন্দের প্ৰয়োগ হইলে রাখি আশি ইহোন সংগ্ৰহে কৌনীয় যাগনাই একমত আৰুষ্যীয় নহে। সংযোগ হইলে অপ্রাপ্যনন্দ কৱিয়া দীৰে দীৰে উহার পোৰণ কৰিতে পাৰিলে কালে উহা আগন হইতে চৰ্তুদেকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তাহার স্থিতি বিখ্যান ছিল, এই বিখ্যানৰ হইতেই ভাৰতবৰ্ষৈ মৈতৰী গাঁথীৰ পুনৰুদ্বাদৰ হইবে।

এই শিক্ষার্থে হোটি হোটি বালিকা ইতেক যখন প্রাণ, বৃষ্টি, পুরীয়ী ও বিদ্যুৎগম সকলকেই, মিনি বেঁকপ তাবে শিক্ষা শাত করিতে চাহেন তাহাকে সেইসকল তাবে, শিক্ষা নিদার ব্যবহা হিল। ভাষা, অঙ্ক, শিরকার্য, মেলাই গাঙ হৈছা উঠিবো। এইসকল একচেকবাব এবং পুরু পুরু ছাত্রীরা কে কোথায় কি কৃতিতে তাহা তিনি বেধিয়া আসিতেন, কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষিতাবিগের কেহি কাৰণ জিজ্ঞাসা

করিলে বলতেন “সাহায্য বড় কষ্ট!” আবার তখনই প্রিয়া ছাত্রীদের শিক্ষার ভাব জাইতেন। গবিন্ত ও চিরিভিত্তি এই ছাত্রীটি তিনি দেশীর ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসরমত ইংরাজী ভাষায় শিখিতেন। তাহার শিখিতব্যার অগুজী অত্যন্ত হস্ত ও ন্তুন ধরণের। যে প্রগামীতে তিনি গবিন্ত ও চিরিভিত্তি শিখিতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিতব্য ও বৃক্ষবাস ক্ষমতা কর তাহারও অতি সহজে বৃক্ষিত লাই। ছোট ছাত্র যেমনের খেলা করিতে করিতে ঝেলুনের বৌজ অথবা অজ্ঞ কোন ফলের বীজ পিণ্ড অথবা গুড়া শিখিত। ঝোক কি বিজোক খেলাতেই প্রথমে ছোট ছোট যেমনের খেল বিশেষ অভ্যাস হইত, তাহার পর তাহার প্রেতে অক রাখিয়া অক কসিতে শিখিত। বিজ্ঞালুর বড় যেমনের ছাত্র যেমনের শিক্ষা দিত, নিবেদিতা তাহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী সংযোগে দেখল ভাবে উপরে দিতেন তাহার কিছু এখনে তাহার নিজের কথাতেই দিলাম;—

“যেমনের যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে ‘আছা, আমরা চোটা করিব তাহা হইলে নিশ্চয় প্রিয়েতে পারিব’। যেমনের যদি কিছু বলিতে পারে আর কিছু ভুল করে তবে তাহাদের বলিবে ‘হী, হইল। কিন্তু আমরা আহাও তাল করিতে চোটা করিব’। যদি কোন যেমনে তিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে ‘ঠিক ঠিক’। এবং অচ যেমনের বলিবে ‘আমরাও পারিব, আবার আবার চোটা করিব’। কথা দিবার সময় তিনি কতক পুলি কথার উপর ঝোর দিয়া বলিতেন। ‘নিশ্চয়’ এই কথাটার অক করিয়া পক্ষপাত্র কিংবা কিংবা আমরা আমরা সকলে এই বড় হৃদয়ের নিকটে পুরু দেবীর কথা শুন করিলাম”—বলিতে নিবেদিতা যথার্থেই কচু বৃক্ষিত করিয়া হাতহোক করিয়া বসিলেন।”

বিজ্ঞালুর অজ্ঞ সাহায্যার্থী হইয়া যাইতে তিনি যাবে শব্দে পীড়ান নাই তথাপি বিজ্ঞালুর আধিক অনাউটের বিষয়ে আমাদের দেশবাসিঙ্গের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। এই বিজ্ঞালুর আর একটা শাখা বিজ্ঞালুর ছিল সেটাতে কেবল ছোট যেমনেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আধিক অভিবের অজ্ঞ নিবেদিতা যখন কোনক্ষে দেই পাঠাণালাটাকে বৃক্ষ করিতে পারিলেন না, তখন মাসিক শিশুটা টাকা যদি সাহায্য পান সেজন্ত করেকৰা বেস্তী কাগজে জিজ্ঞাসন পিঙ্ক তাহাতেও যখন কিছু দুল হইল না তখন পাঠাণালা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শৈশু বৰ্ষীজ্ঞান ঠাকুর মহাপথ তাহার “ভিত্তি নিবেদিতা” এবং লিখিতেছেন “তিনি যে হইয়া যাব নহন করিবাহেন তাহা চীড়ার টাকা হইতে মহে উরুত অৰ্পণ হইতে নহে, একেবারেই উরোবারের অশ হইতে।” এখন আর নিবেদিতা নাই, নিজে অৰ্পণ করে অনশ্বে ঘৰিগুড়া ও তিনি যে তারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় রঘু-বিজ্ঞালুর হাপিত করিয়া গিয়াছেন এখনও কি তিক দেশবাসীর সে বিজ্ঞালুর দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না?

বড় যেমনের পিছা দিবার ভাব আমীঝী সুবীরার উপর ছিল, নিবেদিতা যখন অবসর পাইতেন তখনই তিনি

১ম সংখ্যা]

নিবেদিতা

ছিল। একটা যেমনের হাতের আঁকা আলপনা তিনি “যেদিন যেমনের হাতের তালপাতে লেখা সংক্ষেপ মোক তাহার শয়নগুলের দেওয়ালে টাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমার ঘরের দেওয়ালে শোভা” পাইবে দেবিন কি আমনের দিনই হইবে।”

সপ্তাহের মধ্যে একবিন অধ্যব হইবিন তিনি ইতিহাসে পাঠ দিতেন, সে সময় তিনি এতই তামার হইয়া যাইতে যে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথার আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহাও তাহার মনে নাই। একবিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি যখন উরুপুর পিঙ্কাইলেন তাহার মেই সহরের অমগ-কাহিনী বলিতেছিলেন। “আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাখেরের উপর হাঁচু গাঢ়িয়া বসিলাম, চৰু বৃক্ষিত করিয়া পলিনো দেবীর কথা শুন করিলাম”—বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থেই কচু বৃক্ষিত করিয়া হাতহোক করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তথনকার স্মৃতের ভাব যিনি দেখিবাহেন তিনি আর দুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন, “অনঙ্কুরের সমুদ্রে পলিনো দেবী হাতহোক করিয়া পাইয়াছিলেন। আমি চোখ বৃক্ষিয়া পলিনোর শেষতিক্ষে মনে আনতে চোটা করিলাম। আ! যে হৃষে! কি হৃষে!” বলিতে বলিতে তাবামেশ মুঢ়া নিবেদিতা কিছুক্ষণ প্রতিমনে নৌব হইয়া রহিলেন। তিনি যে সুন্দরে বালিকারের সমুদ্র দিনিয়া তাহাদের ইতিহাসে পাঠ দিতেছেন, তাহা আর তাহার মনে নাই, পরিনাম শেষতিক্ষে মেই মুহূর্তেই তাহার মন লব হইয়া পিছে।

তাহার এই তামাতার কতব্যের দেখিবাছি। তারত-বর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে তামাপ হইয়া যাইতেন। যেমনের বলিতে “ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কমাগুণ, তোমাৰ সকলে জগ করিব ‘ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!’” বলিতে নিজের অপমান হাতে লইয়া নিজে ধূপ করিতেন “মা! মা! মা!” ভারতবর্ষ যে তাহার কি প্রাপ্তের প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বৃক্ষিত করাতে এইসকল দ্বয় তুলে সাজালো ধার্কিত, একএকবিন সব যেমনের একজ করিয়া তাহাদের হাতের পিশ কেনে জৰু উত্তীলিত করিতেছে তাহা দেখাইতেন। যেমনের সপ্তাহের মধ্যে একবিন করিয়া সংক্ষেপ শিখিমে— এইসকল প্রতিটা হইয়াছিল। কে জানে কে তাহার কোথে এমন সোনার কালু পৰাহীয়া দিয়াছিল যে তাহার নিকট সকলই সুবীরের হইয়াছিল। • কে জানে কে তাহার

ক্ষমতারের তাহাকে দৌকা দিয়া মুঘলীয় ভিতর কি টিপ্পো ছবি তাল হইবে না, তাহা দেখিবা বড় মেঝেরা হাসিবে। মেঝেরা গ্রামকে রং তুলি পেশিল ও একখনানি করিয়া কাগজ পাঠিতেন, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, তিনি প্রাইই প্রথমে পেশিল দিয়া একটা কৃত অঙ্কিতেন, মেঝে কাগজখানি হাতে লেইয়া করিক ভাবে হস্তচালনা করিয়া কৃত আঙ্কিতে হইবে প্রতোক মেঝের কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার দেখাইয়া দিতেন। মেঝেরা প্রথমে পেশিলের উন্টালিট কাগজে দাগ না পড়ে অত সহজভাবে তেবে টিনিবার মত হস্তচালনা অভ্যাস হয় এইক্ষণ ভাবে কাগজের উপর দাগ দুলাইয়ার মত পেশিল বুলাইত তাহার পর শুভভাবে রেখা টানিত। এইক্ষণ রেখা হইতে অবস্থ করিয়া মানুষগ চির আঁকা হইত। সিঁচার ক্রিটিনের ছবি তাল না হইলে তিনি লজায় হাসিগ অস্থির হইতেন।

বিদ্যালয়ী ভাল করিয়া পিছিবেন ইহা তাহার বহুবিনের বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া পিছিতে পারেন নাই। দিয়াল বালায়ার ভাল করিয়া অবস্থ করিতে পারেন নাই। তামাপ এক একটা ছেট ছেট কথা বখন যাহার নিকট পিছিবার স্থানে পাঠিতেন, পিছিবা লাইতেন। সে সময় দিয় একটা ছেট মেঝে তাহার শিক্ষিতার হাতে তাহার নিকটে তাহার কাগজের দাগ দেখা যাইত। একটা কৃত কথা প্রথমে দেখা যাইত। একটা কৃত কথা শিখিলেই কৃত পাঠকার মত আমনা হাসিগ অস্থির হইতেন। একক্ষণে কোন মেঝে মেঝে দাগ উনিতে টানিতে বিলিনের লাইন টানিতেছি” “লাইন টানিতেছি” এই খবরটা ক্ষমতা অনিয়মিত তাহার পাশে আসিল পাঁচালীয়েনে এবং বিলিনে “আপনার তাহার বল” কিন্তু “লাইন” এর বাক্সার প্রতিশব্দটী পে তাহা কেন মেঝে তাহার পাইল না। সংকলেই বলিতে লাগিল “স্পষ্টির, আমরা তো বাবার লাইনই বলি।” হংখে, বিস্তৃতিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বিলিনে “তোমার আপনার তাহার ও তুলিয়া পেলে ?” তাহার পর বখন একটা মেঝে বিলিন “লাইনের বাংলা রেখা” তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, মেঝে তিনি একটা ছেট ছেট করিয়া মুহূর তাহার শালপাতের ঠোকা গড়িতেন, তাহারই ভিতর খাবার রাখিয়া থাঢ়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেশ করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেঝেরা ঠাপ্পা ফেলিবে বিলিন নিজেই কৃতি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরপে তিনি তাহার কৃত অতিথিগণের আভিযাসকার সমাপ্ত করিতেন।

নিবেদিতা বখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেঝেকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছেট বড় কাহাকেও বাবা রিতেন না। শিখিয়ীরাও সে সময় ছাতীদের প্রেী-কৃত হইতেন, এমন কি, সিঁচার ক্রিটিনকেও এই সময় ছাতীদেশকৃত হইতে হইত। ক্রিটিন ছেট মেঝের কাছে দেসিরা বসিতেন। তাহার বড় ভাব যে তাহার আঁকা

মেঝেরের বেছাইতে লইয়া যাইতে তাহার অত্যন্ত হচ্ছি ছিল, ঘৰেকৰার একজুপ থাইবার প্রস্তাৱ ও হইয়াছে, কিন্তু অৰ্থভাৱে বশত: ধটিয়া উঠে নাই। নিবেদিতা দেশপ্রদেশের, বিশেষত: তোৰ্ভুমিয়ে, অতিল্য পক্ষপাতা ছিলেন, তিনি নিজে ভাৰতবৰ্ষের সকল তৈৰি প্রায় অসম কৰিয়াছিলেন। সেইস্বৰূপ অৰ্থকাহিনী মেঝেরে নিকট গোপ কৰিতেন। ভাবে হস্তচালনা কৰিয়া কৃত আঁকিতে হইবে প্রতোক মেঝের কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার দেখাইয়া দিতেন। মেঝেরা প্রথমে পেশিলের উন্টালিট কাগজে দাগ না পড়ে অত সহজভাবে তেবে টিনিবার মত হস্তচালনা অভ্যাস হয় এইক্ষণ ভাবে কাগজের উপর দাগ দুলাইয়ার মত পেশিল বুলাইত তাহার পর শুভভাবে রেখা টানিত। এইক্ষণ রেখা হইতে অবস্থ করিয়া মানুষগ চির আঁকা হইত। সিঁচার ক্রিটিনের ছবি তাল না হইলে তিনি লজায় হাসিগ অস্থির হইতেন।

বিদ্যালয়ী মেঝে মেঝেরের একটা অনন্মিতেন ছিল। বড় মেঝেরা যাতায়া দিয়াগলো আসিত তাহার কেষই অবস্থাপ গুহাপে শুধু মণি কলা নচে, এজন্তু তাহারের সংস্কৰণের কাঁজি শেষ কৰিয়া তাহার পর আসিতে বিলিনের “লাইন টানিতেছি” এই খবরটা ক্ষমতা অনিয়মিত তাহার পাশে আসিল পাঁচালীয়েনে এবং বিলিনে “আপনার তাহার বল” কিন্তু “লাইন” এর বাক্সার প্রতিশব্দটী পে তাহা কেন মেঝে তাহার পাইল না। সংকলেই বলিতে লাগিল “স্পষ্টির, আমরা তো বাবার লাইনই বলি।” হংখে, বিস্তৃতিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বিলিনে “তোমার আপনার তাহার ও তুলিয়া পেলে ?” তাহার পর বখন একটা মেঝে বিলিন “লাইনের বাংলা রেখা” তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, মেঝে তিনি একটা ছেট ছেট করিয়া মুহূর তাহার শালপাতের ঠোকা গড়িতেন, তাহারই ভিতর খাবার রাখিয়া থাঢ়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেশ করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেঝেরা ঠাপ্পা ফেলিবে বিলিন নিজেই কৃতি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরপে তিনি কি আমার সাহায্য গ্ৰহণ কৰিবেন? আমি তাহার বাহ ধৰিতে পারি কি? আমি তাহার নিকট অহমতি প্রাপ্তাৰ কৰিয়াম, তিনি কি হস্তে পড়িয়া যাইবেন। তিনি কি আমার সাহায্য গ্ৰহণ কৰিবেন? আমি তাহার বাহ ধৰিতে পারি কি? আমি তাহার নিকট অহমতি প্রাপ্তাৰ কৰিয়াম, তিনি কি হস্তে পড়িয়া যাইবেন।

“তিনি কি আমার সাহায্য গ্ৰহণ কৰিবেন?” নিবেদিতা এই কথা বেদনৰ মত স্বীকৃত কৰিবেন। “তিনি ভাৰতবৰ্ষায়” নিবেদিতা অতি সন্তুলের সমে এই কথা উচ্চারণ কৰিবেন। কৃনিবিহি, নিবেদিতাৰ কাছে যে গোচাৰা হৃষি দিত সে একবিন্দু তাহার নিকট ধৰ্ম স্থাপক কৃষ্ণ উপাসন চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা কৃনিবিহি নিচাৰা সহৃতি হইলেন, এবং আমনৰকে অপৰাধী মেঝে কৰিয়া বাবা বাবা তাহাকে নমস্কাৰ কৰিবেন। বিলিনে, “তুমি ভাৰতবৰ্ষায়, তুমি আমাৰ নিকট কি উপদেশ চাও? তোমাৰ কি না জান? তুমি আঁকিতে আতি। তোমাকে আমাৰ নমস্কাৰ কৰি।”

মেঝেরের কখন কখন ভিত্তি দিয়া বাহুবল (মিডিলিয়াম) বেধাইতে লইয়া যাইতেন। মিডিলিয়ামের মেঝে শুভে প্রাচীনকালের হাপ্তাতের নিম্নলিখিত ভাবৰ পূজা কৰিবেন তাহাদের মধ্যে নিবেদিতাৰ মত অৰ্থকাৰী কি কেহ ছিল? সীহার চৰগুলিপৰ্কৰে লোক পৰিব হয়, তিনি নিজেকে দেবালয়প্ৰেৰে অধিবিকাশি ভাবিয়া সৰ্বস্বত্ব সহৃতি হইতেন। যে সৰ্বতাঙ্গিনী গৃহ, সমাজ, সমাজিক সম্বন্ধ, আঞ্চলিকজনের ছচেতন সেহেলু সকলই পৰিবহ কৰিয়া তাহাতে কলাপে নিঃশেষ ভাবে আপনাকে সম্পৰ্ক কৰিয়াছিলেন, ভাৰতবৰ্ষায় স্বৰূপ কৰিয়া তাহাতে কলাপে নিঃশেষ ভাবে আপনাকে আপনাকে পৰিবহ পৰিবারে, স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়া তাহাতে আপনাকে গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন।

প্রস্তুরময় মুর্দি ও কৃষ্ণ প্রাইতি যে গৃহে আছে একদিন সেই
গৃহে মেঘেদের লইয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা

ଏକଥାଣେ ଶିଳ୍ପିମଧ୍ୟ ନିକଟ ଆସିଥା ଦୀଜାହିଲେ, ଶୀତା-
ଇଛା ଦେଖିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରିଯା ବଲିଲେ, “ଏହି ଅନ୍ତରେ
ନାମ କାମ୍ବାପ୍ରତର, ମହାରାଜ ଅଶୋକ ଏହି ଅନ୍ତରେ ନିକଟ
ବନିଯା କାମନା କରିଯାଇଛିଲେ, ଏଥେ ଆମରା ସକଳେ
ଏଥିରେ କାମନା କରିବ ।” ବିଲ୍ଯା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ମଲ ମେଦେରେ
ସକଳରେ ଲୋହା ଉପବିନ କରିଲେ ଏବଂ “ତୋମରା ସକଳେହି
ମନେ ମନେ କାମନା କର ।” ବିଲ୍ଯା ତେଣୁ ଚାହିଁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଯା
ଧ୍ୟାନିଷ୍ଠ ହିଲେନେ । ଆଦାର ଥଥିମେଦେର ଜିଜାମା କରି
ଦିଲେ, “ତୋମା କି କାମନା କରିଯାଇଲି ?” ମେଦେର ଉତ୍ତର
ଦିଲେ ହିତତଃତ : କରିବେହେ ଦେଖିବା ହାତିଲେ ବଲିଲେ “ତିକ୍ତ,
କାମମୁକ୍ତ ମନେ ମହିଁ ଅଗ୍ର କରିବେ ।”

ধৰ্ম সংকলন কৰণে তিনি কাহারও সহিত আলোচনা অধ্যয় করিবিলৈ কৰিতেন না, কিন্তু তাঁর জীবনকেই একখণ্ড জীবন ধৰ্মসম্বল বায়। তাঁহার হস্তে যে প্ৰথম আধাৰিক্ষিতাৰ পিণ্ডসূত্ৰ ছিল দে পিণ্ডসূত্ৰৰ জৰুৰ পূৰ্ব হইবাবলৈ নহে। তিনি দে দৰে, দে সমাজে জ্ঞানাশৃঙ্খল কৰিয়াছিলেন প্ৰথমেৰ রম্ভীৰ প্ৰাণীমতা অব্যাহত, কৰিয়ানো তাঁহাদেৱ উচ্চসামান্য, জীৱনৰ পথে দে যিবে ইত্যাহো সেই দিবেই পথ নিৰ্ভৰ কৰিয়া রাখিব অৰিকাকৰ তাৰিখৰ আছে। নিমিত্তাত নিমিজ্জ জীৱনৰ পথখৰ লক্ষ নিমেই হিৎ কৰিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার মেৰে বিষ্ণুবৃক্ষ ও অনন্তসামান্য প্ৰতিকা ছিল তাঁহাত সমাজ

তাঁকের রম্মীসুনের বরেণ্যা ও শৈৰ্ষীনামাৰ বলিলা গুহ্য
কৰিত। তথাপি নিবেদিতা জীবনেৰ সেই মূল্যায়ী
পথ পরিষ্কার কৰিবা এমন এক চৰ্মণ পথে চলিয়াছিলেন
যে কোৱে তাহা দেখিবা বিশ্বিত হইয়াছিল। শ্রাবণৰ
শৈৰ্ষীনাম ঠাকুৰৰ মহাশ্যাং তৰ্তার প্ৰথমে নিবেদিতাৰ
এই আজীবন তপস্কাঙে সৰীৱ তপস্কাৰ সহিত তুলনা
কৰিবচেন। বাস্তবিকই নিবেদিতা মুর্মতী তপস্কা
ছিলেন। তপস্কা ও তৰ্তার জীৱন মিলিয়া মিলিয়া দেন
এক হইয়া পিশাচিল। তপস্ময়েৰ তীব্ৰে বসিবা অলঙ্গ-
বারি পানে তাঁকা “কৃষ্ণ মূৰ হৰ নাই, তিনি একবাৰে
সেই সময়ে দুর্ভুলি পিশাচিলেন। শৈৰ্ষীনাম

ଠାକୁର ମହାଶୟରେ କଥାତେଇ ବଲିତେ ପାରି ତାହାର ଚିନ୍ତ "ଭାବୈକରମ" ହିଁଯା ପରମ କଳ୍ୟାଣେ ସ୍ଥିତ ହିଁଯାଛିଲ ।

ଭାବ ଶାନ୍ତିମାର୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଵପ୍ନ, ଭାବିଷ୍ୟନ ଶାନ୍ତି ମୃତ ପ୍ରାୟ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ପାଥୀମ ମୁଦ୍ରିତ ଭାବିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦାନ କରେ । ଭାବେର ଭରମାଲାଇ କର୍ମପ୍ରାଣାହେ ନିର୍ମଳାଜ୍ଞାତ ଶ୍ରୋତବିନୀର ପ୍ରାଣମୟ ଗ୍ରହ ଆନିମା ଦେଇ । ନିବେଦିତା ଯଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ କେବଳମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ହିତେଇ କରିବାକିନ୍ତୁ ନ, ଉଠାନ୍ତେ ଧରିବାର ଭାଲୁମା ଚାଲିଯା ନିତେଇ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କୃତକାରୀ ହିତେ ଆପନାକେ ମୁଖ୍ୟ କରିବା ରାଖ, ଭାଲୁମା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦେଇ ଆପନାକେ ଶିଖିଛିଆ ଦେଇ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାନ ଦୈନେର ଏହି ଯଥ, ଭାଲୁମାର ଦାନ ପରମାତ୍ମାର ତାହାର କଳାପାଦେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ । ନିବେଦିତା ଭାଲୁମାରୁ ଭାବିତବ୍ୟକେ ଆଶ୍ରମପରମ କରିଯାଇଲେ, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ

ନାହିଁ ।
ତିଣି କୋନ କୋନ ଦିନ ମେରେଦେର ନିକଟ ତ୍ଥାର ଗୁରୁ-
ଦେଶରେ ଅମ୍ବ ଉପେଣ୍ଠ କରିଲେଣ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେଶର ନାମମାତ୍ର
ଉରେବେ ତ୍ଥାର ଅଷ୍ଟର ଭାବରସେ ଏହି ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତ ଯେ
ଅଧିକ କଥା ବ୍ୟାଳ ତ୍ଥାର ପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିତ । କେବଳ
ଶୁଭଦେଶର ସଥକେ ଏହି ଏକଟିଟାମାତ୍ର କଥା ତିଣି ବାରାବାର
ବୈଳିକେ ତ୍ଥାର ନାମ ବୈରିପାର, ତିଣି ବୈରିନିଧିରେ ଜୀବର
ଛିଲେଣ । ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରାତ୍ମରଙ୍ଗ କରିଯା
ଦିଲିବେ । ତୋମର ମକଳେ ଛେଟି ଛେଟି ରୁଖ ହୁଅ ଛାନ୍ତିଯା
ବୌର ହାତ । “ବୌର” ଏହି କଥାଟିର ଉପର ତିଣି ସବ ସମୟରେ
ଝୋର ଦିଲା ବଲିଲେଣ ।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে প্রমথহংস শ্রীমতুষ্ণমেবের একধানি চিত্র ছিল। অপরদিকের দেশালো মানচিত্র টঙ্গানো ধারিত। নিবেদিতা একদিন মানচিত্রধনি আমিয়া প্রমথহংসেবের হুরিন মৌল টঙ্গাইলা দিলা মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “রামকৃষ্ণের জগৎকুরু ছিলেন, আগতে মানচিত্র তাঁহার প্রভলে ধারিবে।”

নিবেদিতার এই কথা তাঁহার মনের কথা। তিনি যাহা বৃত্তিতে জগৎসমক্ষে তাহা মুক্তকৃষ্ণ প্রকাশ করিতে চাহিত হন নাই। শ্রীমতুষ্ণমেবের বলিয়াছিলেন, “না মরিলে পুনর্জ্ঞ হই না।” অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লাল করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক আগতে কেহ পুনর্জ্ঞ

সংখ্যা ১

১৪৮

ଲାଭ କରିବେ ପାରେ ନା । ନିବେଦିତା ମେହିକାରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଯାଇଛିଲେ, ତିନି ଅପାର ମହୋନବିତେ ଆପନାର ବିଶ୍ୱାସ ଏକବାରେ ସମ କରିଯା ଦିଲ୍ଲାଇଛିଲେ । ତାହା ନା ହିଲେ । ନିବେଦିତା ଯେ ତାବେ ଆସ୍ତାଗେ କରିଯାଇଛିଲେ, ତେବେନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ତାଗେ ଖଗତେ କଥମ ଓ ସମ୍ଭବ ହନ ନା । ଆସ୍ତାଗେର କାହିଁନି ଆମରା ଲୋକମୁଁରେ ଉଣିଯାଇଛି, ପ୍ଲଟକେନେ ପଢିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିବେଦିତାର ଆସ୍ତାଗାଗ ଯାହା କେନେ ମୁଁଥେ ଦେବିଯାଇଛି ତାହା ଆର କେନ ଥାନେ ଦେବିଯାଇଛି ଅଥବା ନିବେଦିତା ମନେ ଥିଲା ନା ।

নিবেদিতা যখনই নিজের নাম দ্বাক্ষর করিতেন “Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda” এই বলিয়া নিজের নাম দ্বাক্ষর করিতেন। উভারাম্ভাবলম্বিগুণ সম্পদাদের গতি অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া থাকেন, নিবেদিতা সর্বসাধাই সম্প্রদারের নামের সহিত আপনার নাম ঘূর্ণ করিয়া রাখিতেন, অথচ তাঁহার মত উভার মত অতি অনে গোচেবেই আছে। ব্রহ্মত সাম্প্রাণিক গোজামী এবং এক-মিঠাতা, ইহার একটাৰ সমে তার একটাৰ আকাশগঙ্গাতে গোচে। একটাতে আৰুপ্যবিহীন আৰু একটাতে আৰু বিসঞ্জন। অগতে চেতুহাঙ্গ গতিৰ সহিত কেজুতিৰ গতিৰ যেমন অবিছয় সম্বৰ, সেইকলে একনিষ্ঠাৰ সহিত অনন্তে আৰ্যাপুর্বিৰ অধিক্ষয় সহিত। নিবেদিতাৰ কীৰ্তন একনিষ্ঠার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টিৰে! নিবেদিতাৰ যে-পথ দৰিয়া চলিয়াছিলেন সে-পথেৰ কঠোৱাৰ ব্যৰ্থতা তাঁহার নিৰ্মল জুন্ন-আকাশে বিদ্যুতৰ সংশয়মেৰেৰ সৰকাৰ কৰিতে পারে নাই। একমাত্ৰ গ্ৰন্থকাৰীকে লক্ষ্য কৰিয়া অসম্ভৱে তিনি দেন আপন পথে নিয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। এক পৰিপূৰ্ণ চৰেৰ মধুৰ হোৱামতি তাঁহার তিচ মধুময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃকলে সকলকেতো বৃক্ষ ধৰিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা বাধগৰকৰিত, এজনই সে পেশে অতিদানেৰ কৰামাৰ ব্যাখ্যিত না, অত্যন্তিদানেৰ মান না হইয়া সম্ভাবিত উজ্জ্বল ধৰ্মকৰ্ত।

ସଂ ଲକ୍ଷୀ । ଚାପରଃ ଲାଭଃ ମହିତେ ନାଦିକଃ ତତ୍ତ୍ଵଃ ।

যশ্চিন স্থিতো ন দৃঃখেন গুরুনাপি বিচালাতে ॥

পার্থিব জগতে যত ছয়ই তিনি বেছাই বৰণ কৰিল্লা শলন নী কৰেন, মংশগুপ্তীভাৱ কথনৰ ও ভাস্তুৰ চিৰ পীড়িত হয় ছেন। এখনে ওখনে ছৃষ্টাছৃষ্টা কৰিবিহেনে, কেবলই হাসিতেহেন, আবাৰ কথনৰ ও আনন্দ অধীন হইয়া কৰিব।

বিজ্ঞানের পিক্সিলোগিস্ট, কখন ছাতীসিংহের এবং ভালবাসা দিয়া তিনি ভাবতকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। কখন বা মাসীর গলা পর্যাপ্ত অভিযাহনে ধরিতেছেন।

প্রিয় অধিবৃক্ষুমার মত প্রতি নবজন নির্বাসিত বেদিন সূক্ষ্মালভ করিলেন সিনেও নিমেতিতার এনেই আমর মেথিয়াছিল। সিনেও বিজ্ঞানের ধারে পূর্ণ কুস্ত কলনী বৃক্ষ প্রশংসিত হইয়াছিল। সিনেও আবাসের দিন লিয়ার মেথেরের অন্যথা হইয়াছিল।

তাহার অভিযানের ফলে নিমেতিতা মৃগালভীর মত উত্তীর্ণ হইয়া উঠিলেন, সে সময় তিনি কখনে কাহাকেও দৃশ্যপ্রত করিলেন না। তাহার রোগালভীর পৃষ্ঠির সম্মুখে অতি পর্যবেক্ষণ মন্তব্য অবলম্বন করিয়ে হইত। আবার অপর দিকে তাহার নম্ভাত্ত অনুচর্চ্ছণ ছিল, সে ন্যাতা মৌখিক বিনয় নহে, আস্তরিক সৌজন্য। তিনি অতি সরিয়ের সহিত যেকে সমস্য ব্যবহার করিলেন সেকে যবহার কেবল তাহাতেই সম্ভ হইত।

তাহার প্রক্তির মধ্যে একটা সদাজ্ঞাত ভাব ছিল, সেইটকে তাহার ঘোড়ের ভাবও বল বাইতে পাবে। তিনি একবিকে বাধা দুর্বিলেন তাহার ভিতর দেখে তিনি কিম্বার অভিলাঙ্ঘন করিলাম বা সশ্রেণের সম্পর্ক প্রাপ্তিতেন না, তেনি আবার অভিযানে ঘোড়া দুর্বিলাহনেন তাহা তাহার জীবনের প্রতিক্রিয়েই সফল করিবার জন্য পাদে দিয়ে দেখেন নাই। কিন্তু তাহার মেই আমন্দনী সূর্যু লোকগোচরের সম্মুখ হইতে অক্ষিত হইয়াছে, আজ বোসগাড়ার বিজ্ঞালগ্ন বৃক্ষ, নিমেতিতা আব সেখানে নাই। কিন্তু তাহার আজীবন সাধনার মূর্তিপন এখনও রহিয়াছে।

নিমেতিতা বাধা প্রাপ দিয়া প্রতিক্রিয়ে করিলেন তাহার ঘোড়ে দেখিলেন তাহার সম্মুখ প্রক্তিতে এই সদাজ্ঞাত ভাব পর্যন্তন থাকিত। এইজন তাহার কথায় ও কাব্যে বিশ্বামুর প্রয়োগ দেখা বাইত না। মাহুষের উপর শ্রান্ত নিমেতিতা ব্যক্তিতে সহকারে আপনার মন্তব্য দেন মাঝে হইয়াই তিনি চাহিতেন। যবহারের ভিত্তিতে দেখানে বে ভাতোই মহায়বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজবিনি সেখানেই শ্রান্ত সহকারে আপনার মন্তব্য নত করিয়াছেন।

নিমেতিতা জীবন অলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিলা উপর্যুক্ত হয় যে তাহা এই কৃষ প্রবন্ধ এবং লেখকের সামর্য্য কুলান্ব না। তিনি বেসকল প্রস্তুত লিয়ার সিগারে তাহার ভিত্তির তাহার পরিচয় অনেকাংশে প্রাপ্ত মাঝে কিংবা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে দে-

মাছের সন্তানবাস্তুল

অজানেশের মত আমাদের দেশেও নানারকম জীবজন্ম আছে। অভিযানের জীবজন্মের যেমন বৃক্ষ আছে, আমাদের দেশের জীবজন্মেরও সেইকেও বৃক্ষ আছে। আমাদেশের জীবজন্মের দেশে নানা শক্তি ও গুণ আছে, আমাদের দেশের জীবজন্মের পেঁচান পাতা ও পাতার প্রাপ্তিবিশ্বর পর্যাপ্ত করে। কিন্তু অজ্ঞ আমাদের সামান্যে পাতাকবিশ্বে "মাছ" করিতে বাস্ত থাকে, আর ঝোকাল পাশকে ঢাকা পুরুষ পক্ষীগুলো কেবল সূতা শীত লইয়াই থাকে।

কিন্তু ও মৎসদের মধ্যে উক্ত আমাদের প্রত্যন্তস্থৰ ও সঙ্গনেহে দেখা যাব। কেবলের মধ্যে অনেক পিতা সন্তানগুলিকে খুব শৈশবে পিলিয়া বেলে, কিন্তু তাহা থাইয়া পিলিয়ার জন্ম নহে। পিতার কর্তৃত পিতৃ ও নকল করিবার প্রয়োগ দৃষ্টিতের জন্য আমাদেশের করিতে হাস্তানে নাই। যদি দুর্বলের পেঁচান পাতা ও বিদ্যুতীর বর্ণনা করিতে হয় তবে আরবেশ হইতে দৃষ্টিতের জন্য আমাদের দৃষ্টিতের প্রত্যন্তস্থৰ আমাদেশের করিতে হাস্তানে নাই। যদি দুর্বলের পেঁচান পাতা ও বিদ্যুতীর বর্ণনা করিতে হয় তবে ওয়েলেম দেশ হইতে আমাদের দৃষ্টিতের আমাদেশের করিতে হাস্তানে নাই। যদি দুর্বলের পেঁচান পাতা ও বিদ্যুতীর বর্ণনা করিতে হয় তবে আমাদের দৃষ্টিতের জন্য আমাদেশের করিতে হাস্তানে নাই। এসকল পর্যবেক্ষণ করা আমাদের অভাস নাই। ইউরোপ আমেরিকায় বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পর্যাপ্ত এসকল বিদ্যবে আপোচোনা করিব বড় বড় পুরুক পিলিয়াছেন। এমন কিম যে কৈচেকে আমাদের এত নিকষ্ট ও গুণ জীব মনে করি, তাহাই তাহার সম্মুখে একখানি বহি লিয়ার দেখাইয়াছেন যে তাহার বাবা করিকে জীব উর্ভৱ ও চারুবোগা হয়। শাকু পিঙ্গা, গোলতা ও মৌখাছি সম্মুখে একখনি মনোরম বহি লিয়াছেন। বেসেম্ভ প্রতী জীবেরে হৃৎ" (Animal Intelligence) নামক প্রস্তুত গাধারণ পাঠিতে পরিচিত।

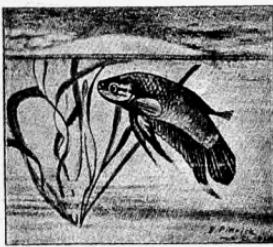
আজ আমাদের দেশে খুব হয়, এবং বাধালী খুব মৎসজালী। কিন্তু মাছের সন্তানগুলোর ধৰণটা আমাদিগুলে ভাতার বিল্লেহস, বাট' (Dr. Wilhelm Berndt) নামক এক জার্মান প্রাণিবিদ্বের ভিত্তির আমাদের জন্য বহু ব্যাখ্যাতা করে। অনেক আজীব মৎসমাতা শিশুগুলি তিম হুটো বাহির হইয়া করিক বড় হওয়া পর্যাপ্ত মৎসগুলিকে মুখের মধ্যেই রাখে। শিশুগুলি মধ্যে মধ্যে বাহিরে আসে, আবার ভূ পাইলে বা ক্লাস্ট হইলে তাদুর বাবা মামার মুখের ভিত্তির আমাদের প্রতি একটি প্রেক্ষ হইতে সাধারণ করিতে হইয়েছে।

মৎস-পিতা অনেক মানব-পিতাকে সন্তানবাস্তুকে প্রয়োজনিত করিতে পারে। মানবদেশের মাতৃস্থে প্রয়োজনিত করিতে পারে। মানবদেশের পিতৃগুলি মধ্যে মাতৃস্থে সেইকে পিলিয়া দেখা যাব, কারণ সন্তানবাস্তু-হামা-মাতা কঠিং দেখা যাব। কিন্তু সন্তানবাস্তুগুলী



মৎস্য-পিতা শিশুমাছদিগকে চরাইতেছে

মাছ আছে, বাধাদের মধ্যে পিতাই হেমলতা কিংবা মাতা রাখকৌ। তা: বার্ষিক বলেন, তিনি অনেক সময় মাতাকে ঘষ্টপ্রভাব আগোচরে ডিমগুলি ছুরি করিয়া খাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছেন! তখন হয় ত পুরুষ-ঘষ্টস্তু জলের উপর হইতে ফেন-বৃক্ষ সংগ্ৰহ করিয়া নিজ ফেননির্বিত বাসাটির ঊপতি করিতে পাশ্চ। পুরুষটি নাগীর এট রাঙ্গাসৈক্ষণ্য দেখিবামাত্র তাহাকে কামড়াইয়া



পুরুষ ঘোড়া ঘাছ ফেল-বাঁসায় পাহারা দিতেছে।

ত্বাঙ্গিত দেয়। এই মংসের যোকামাছও বলে। অমাদের ছবিতে দেখান ইচ্ছারে যে পুরুষ যোকামাচ কেন্দ্র আঙোবসের সহিত ফেরেন বাসার নৌপো পাহাড়া দিবেছে। এই বাসার শিল্পগুলি বাড়িতেছে। ডিম স্টুর্টের শিল্পগুলি বাহির ইচ্ছার, পর পড়ুনেই উদ্ঘাতনের আকার ধরিপ করে। তখন অস্ত কোন পুরুষ মাছকে জলশেষে হাপন করে।

କରିଲେ ମଂଦିପିତା ନିର୍ଦ୍ଦିତରେ ତାହାର ପ୍ରାୟଧର କରେ ।
ସମ୍ମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତଥା ଆଶ୍ରମ ଦେଖେ, ତାହା
ହିଲେ ମାହୀ ଶିଳା କୋଣରେ ଶହିତ ଏକ ମିନିଟ ଧରିବା
ଆଗୁଡ଼ଟାର ପିଲାଙ୍କ, କମର୍ଚ୍ଚିଲ୍ଡା କମର୍ଚ୍ଚିଲ୍ଡା, ସ୍କ୍ରାପ କରେ ।

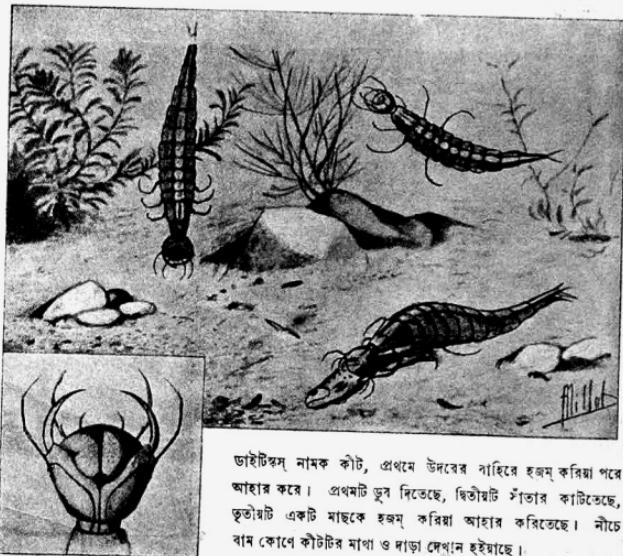
ଏହାମନ୍ତର ମୋର ମହାନାମ୍ବାସ୍ତ୍ର ମହାନାମ୍ବାସ୍ତ୍ରଙ୍କା ପ୍ରଦିତି ।

আগে ইজম পরে ভোজন

অমেরিকাটি আছে, তাহারের শাস্ত্রীয়ক গঠন একজন
যে তাহারা কেবল জলের মত তরল থাবাক এগুণ করিবে
পারে। আমদের খাদ্য উৎসের মধ্যে পেলে পৰে
পরিপন্থক করিবার অচ্ছ রস নিঃস্থত হয়। ঐ রসের দ্বাৰা
খাদ্য কৌৰ হইয়া রক্তমাংসারিতে পৰিণত হয়। পূর্বোক্ত
ক্ষেত্ৰলি কেবল তৰল খাইতে পারে বলিয়া আগোছে
তাহারের শিকারের মধ্যে জৈবকৌৰী একটু রস চালাইয়া দেয়। এই
একাকারে শিকারের শৰীরটা গলিয়া কৰিলে
হইলে, তাহা তাহারা চুবিয়া থাইতে থাকে। সেইসেই
কেবল শিকারের শৰীরের কূলনা চালাইয়া বাকি থাকে
আৰি হুণ্যা (Henri Coupin) নামক একজন
কৰাণী বৈজ্ঞানিক পাইয়ালা মাতভ্যাস (La Nature
পজে লিখিয়াছেন, যে, এইকল কৌটের সংস্থা বড় কৰ দৰ
পৰিপন্থক কৰিবার অচ্ছ রস নিঃস্থত হয়।

ତିନି ଡାଇଟ୍ରିମ୍ ନାମକ ଏକଟ କାରେ ଏହିଙ୍କଳ ଆଧିକ
ପ୍ରଦାତୀର କଥା ବଲିଥାଇଛେ । ଏହି କୌଟ ପୁରୁଷେ ଚରଣଚାର
ବାସ କରେ ବଲିଲା ଲିଖିଥାଇଛେ । ସମ୍ଭବତ: ହିଂ ଆମଦାନେ
ଦେଶରେ ପୁରୁଷେ ଥାକେ । ଆମରା ଛବି ବିଲାମ । ପାଠକ
ଗଲ ଚେହାରା ବେଦିଯା ସନ୍ଧାନ ଲାଇତେ ପାରେନ ।

এই কৌটির মৃত্যু নাই। ইহার সংস্কার দাঢ়া আছে তাহার ঘৰায় ইহা শিকার ধৰে, ও তাহার পৰ উহা শৰীরে জল মুৰি বস চালিয়া দেষ, এবং যখন শৰীরের জীৰ্ণ ইহাকা গলিতে ধৰে, যখন দাঢ়াৰ অপ্রভাগমুক্ত মৃত্যু হিছে দিয়া এবং জলোৱা আহাৰ চৰিয়া লয়। কৌটি প্ৰথমে শিকারেৰ বৰচটা চৰিয়া ধৰ্যা, তাৰ পৰ পূৰ্বৰ্কে কলে উহাৰ শৰীৰতা আগে হজম কৰিয়া পৰে আহি কৰে। মিষ্টিৰ পোটিহাৰ (Mr. Portier) এই কৌটি নিষ্কট একটি ছেটি মাছ খেলিয়া দিয়া উহাৰ সমস্ত ঝোঁ প্ৰক্ৰিয়াত দেবিবাহনে। কৌটি প্ৰথমে মাছটাকে দাঢ়া



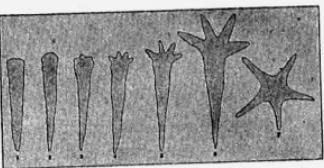
ডাইটিপস্‌ নামক কোটি, প্রথমে উদ্বের নাহিয়ে হজম করিয়া পরে
আহার করে। প্রথমটি দুর্ঘ দিতেছে, ডিটাইট স্টার্ট র কাটিতেছে,
চৃষ্টার্টি একটি মাছকে হজম করিয়া আহার করিতেছে। নীচে
বাম কাণে কৌটির মাথা ও দাঢ়া দেখেন হইয়েছে।

ବ୍ୟାକ ଦରିଆ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀରେ ଏକଟା ବିଷ ପ୍ରେବେନ୍ କରିଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତରକୁ ଅସ୍ତ୍ରାଳ୍ କରିଯାଇଲେ । ତାହାର ପର କଳେ ହୁଏ ମୋର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀରେ ଚକିତ୍ୟା ଦେଯ । ଅଗ୍ରବୈଜନ ବ୍ୟାକ ପରିକାରର ଦେଖ ଥାଏ ଯେ କେମନ୍ କରିଯାଇ ଏଠିମୁଣ୍ଡ ଶକ୍ତିରେ ଅନୁଭବ ଶିକାରେ ଶ୍ରୀର ପୂନରାଜ୍ୟ ତରଳ ହେବେ ଥାକେ ଏବେ କୌଟେର ଶ୍ୟେଷ ହତାମି କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ଆରାଜ ହୁଏ । ଶେବେ ବାରବର ଏହିକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକାରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକୀ ଥାଏ ।

মাহের শৰীরের সকল অংশ আর অংশ করিয়া তরল হইয়া আসে। এই জিম্মা কতক্ষণে চলিলে হঠাৎ মাহের শৰীরে একটা স্বেচ্ছাকৃত হয়, যাহার টানে উভার শৰীরের এইসমস্ত তরঙ্গনীতি অংশটা কোটির পাঁচার কাহে পেছে দেখিব থাকে, এবং মাহের অপ্রয়োগ্য হয়ে ছিয়া কোটির উপর প্রবেশ করে। এইসকলে মৃত্যু বা অজ্ঞ শিকারের শৰীর হইতে সমস্ত তরল অশ্ব দেখা হইয়া গোলে, প্রাণ আবার মিনিট কাল উভার শৰীর কৃত থাকে। তাহার পর আবার হঠাৎ কোটি হজ মীরস শিকারের শৰীরে ফুটিয়া দেয়।

আমাদের দেশে মিহি বালি ও ধূমাতে এককরম কটি থাকে; তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার বালি নাম আনি না। এই কটি বালি ও ধূমাত পদের খিলির মত, বা কেবেলসন ডেলের বোতলে তেল চালিয়ার্ব টিসেনের মত ক্রমসংকৰণ মহু গর্জি নির্মাণ করিয়া তাহার তলায় ও পাতায় বসিয়া থাকে। এই গর্জে কোন শিপিঙ্গ বা কাঢ়ি ছোট কৈ পড়িলে তাহাকে ধরিয়া থায়। উহা পাইবার চেষ্টা করিলে তুছার গামে ধূম বা বালি চাউলা উভারে চাপ দেওয়া হয়।

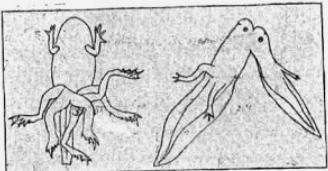
উহার পলাশন করে। এই কৌটকে ইংসালিতে কিছু দেখা যায় নাই, কিন্তু শ্রেণীর জীবে, এমন কি পিলিভিন-সিহ (Antlion) বলে। ইহার মাঝে যাকেও পর্যাপ্ত, দেখা গিয়েছে।



তাওয়ামংসের কঠিত ভূজ হইতে নৃতন তাওয়ামংসের উত্তরের অসমিকাশ।

আমরা যে ছাঁচ খিলাই, তাহার একটিতে দেখা যাইবে, একটি তাওয়ামংস (star-fish) হইতে তাহার একটি ভূজ কাটিয়া লওয়া যাব; এ ভূজটি হইতে ক্রমশঃ আরও বাহ গঁজাইয়া শেষে উভয় বক্তুর একটি তাওয়ামংসে পরিণত হইয়াছে।

অপর চিত্রটিতে দেখা যাইবে, যে, একটি ব্যাঙাচির শীরারের ক্ষতিহান হইতে চারিটি নৃতন পা যাহির হইয়াছে,



ব্যাঙাচির ক্ষতিহানে পদ-উৎপন্ন ও মাথায় মাথায় কোড়-কগম।

যাখি ব্যাঙাচির ব্যাঙাচির থাকে না। আর ছাঁচ ব্যাঙাচিকে, গাছের মত কলম করিয়া, মাথায় মাথায় কোড় তাওয়ার মেরিনে যে বেধেনে কেন জীবের চোঁড় ছিল, সেখেনে একটি পা গঁজাইল; সেখেনে একটি লেজ ছিল, সেখেনে ছাঁচ লেজ হইল; একটি বিশিষ্ট বাহ হইতে ক্রমশঃ একটি সমস্ত জীব উৎপন্ন হইল; একটি আহত জীব ক্ষতিহান হইতে একটি শাখা বা ফ্যাকুল যাহির করিল, ইত্যাবি। উচ্চ শ্রেণীর জীবে এ পর্যাপ্ত একপ

লাভ করা যায়, এতদিন তাহা প্রযৱিত হয় নাই। এখন তাহাও হইতেছে।

তাড়িতের সাহায্যে চাষ

আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ তাবে চাবের ভাব রয়িয়াছে নিরক্ষর অশিক্ষিত কৃষকদের উপর। তাহারা যে কৃষি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহা নয়। তাহাদের বাগ পিতামহ যে যে উপরে চাব করিতেন, তাহারা সেসব উপরাই জানে, এবং সে উপরাগুলি অনেক স্থলেই ভাল। তবে কি না, যাংসবে কোন বিষয়ই এক স্থানে হিঁস থাকে না, সকল বিষয়ই হয় উত্তি নয় অবশ্যি। অঙ্গাত সুসভা মধ্যে শিক্ষিত কৃষকের হাতে পড়িয়া চাবের উত্তি হইতেছে, বিজ্ঞানসম্ভূত নানা উপায় উত্তীর্ণ হইতেছে। সেইসব মধ্যের তুলনায় আমাদের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় অনেকে কৃষকাম্বাগত বীভূত অস্থানেও ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে না।

আমাদের মধ্যে নৃতন নৃক চাবের প্রণালীর পরীক্ষা প্রধানতঃ গবর্নমেন্টের কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে হয়, কিন্তু একসকল পরীক্ষার ফল চাবার কাছে আঘাত পেয়ে না। অমীরাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের নিজের তোগাত্ত্বা নিরুত্তি ও বাজপ্রক্রিয়ের মনস্থিতি সম্বন্ধেই বাস্ত। তাহারা চাবার বক্ত শেখব করিয়া জীবনধারণ করেন, কিন্তু চাবের উত্তির জৰু কিছুই করেন না।

অনেক উত্তিহীন যে বক্ত গাছের ছায়ায় পড়িলে, সেদের আলোক না পাইলে, “আওতায়” থাকিলে বাঢ়ে না, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অনেকেই সেখানে যে দেখপ্রদর্শনে বড় বড় গাছের তুলা সবাই চাক নয়। তাহার কাব্য ঔ আওতা। ইতোবাহি এই ব্যাঙাচির বৈজ্ঞানিক কাব্যগাথা বৃক্ষায়ৈ না বলিলেও ইহা সকলেই পৌরীক করিবেন যে অনেক উত্তিহীন পক্ষে রোমান্স আলোক আবশ্যক। পৌরীক থারা এখন হয়ে ইয়েছে যে তাড়িতশক্তি বিবরণ দার্শন ও টিক এক্সিপ কাব্য হয়। তাড়িতের থারা গাছের বৃক্ষের মাথায় করা যাব কিনা, তাহার পরীক্ষা গত ২০১৫ বৎসর খরিপ হইতেছে। তাড়িতশক্তির ঘোষণে উত্তিহীন বৃক্ষ হয়, ইহা এমাপিতও হইয়াছে। তবে এই শক্তিপ্রয়োগসম্ভাব্য যে ব্যবসায়িকাবে স্থূল বাহু থাকায় নাই, আর এক উপরের আলোর সহিত স্থূল কৃষক আছে। কৃক্ষণগুলি জৰুমুক্তার চারা লাইয়া মোড়ি, সাহেব পরীক্ষা করেন। যুব ভাল থাকাই চারা সহিয়ে একস্থানে সাগুন হয়, আর

ଲାଗେ । ଏତିଭିତ୍ର ସହ ଶୁଣିବାକୁ ଆହେ । ଜନମାର ବିଷକ୍ତ ଜୀବିକୁ
ଆଶଳୀଳା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ଅବସେଚିଲା । ଶୁଦ୍ଧାରୀ ଏକେବି
ବାଟେ ବୈକର ଛିଲାମ ।

ଅତିଭା (ଫାହୁନ) ।

ভারতীয় দ্বারা ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের ও বর্তমান

ଭୌଗୋଲିକ ଆବିକାରେର ସ୍ତରପାତ—

ଶ୍ରୀନୀତିଲାଚନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ—

ତୀର୍ଥ— ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଘୋଷ—

गान्धी (गांधे) ।

লিঙ্গম-সংরক্ষণ উৎপত্তি—শ্রীঅমৃলাচরণ ঘোষ বিশ্বাভূষণ—

କୁଟେ ଆସ ଓରେ ଉଡ଼େଲେଖାମନି । କବେ ଯା ମୁକ୍ତି-ପାନ,
ଶୁଣେ କୁଟେ କୁଟେରେ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଲାଇଛିଲେଖାମନି ।

[संख्या]

ଭକ୍ତି ଦୂରେ ଦୂରେ ଉପଳ କରି ବୌଦ୍ଧର ହବିଥାନ—
ଦୁର୍ଲଭ ! ତୋ ମହିଳାଙ୍କର ହେ କି ଦେ କୁଠା ଗାନ ?
କୋଣାର୍କ ଆଶା ପାରିବାରୀ-ତଳେ ବଢ଼ିଲ ଦୋଶ,
ପୃଥିବୀ ଫିରିବାର ବରତା ଯାଏ ପରିବାର ହେ ଦେବ ;—
ତୋରେ ଲୋକରେ ଯାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଦେବତାର ସବୁ,
କୃଷ୍ଣ ଦେବର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଯାଇ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ !
ଆଁ ହିନ୍ଦୁରୀ, ତେବେ ଆଜ ଖୋଲେ ହେ ଯା ମୁକ୍ତିଶାସ,
ତୋରେବେ ଭକ୍ତି ଉପଳ କରି ଦୂରେ ଦୂରେ ବୌଦ୍ଧନ ।

ତୋ ତାକେ ପରିମାଣ ମାତ୍ରେ ଦେଖେ ଦେଖିଲାହି ।
ଆପିଛି ତାଙ୍କ ପାଶରେ ଦିନିର ଦମ୍ପତ୍ତି ।
ଫୁଟିଲ୍ ଦେଖାଯି ଶତ ତରୀକର ଉତ୍ତର ବିବରଣ ।
ଆମ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେଳେ ଶାଶ୍ଵତ ମହିତୀ ।
ଜଳ ବନ୍ଦେ କରିଗାନ୍ତା ଥାଏ ପରିମାଣ ହିତେ ହିତେ ।
ଆମିନାହାରେ ଦେ ଦେ ମୂଳ ଆମିନ ଭାରୀ-ଭାରୀ—
ବିବରଣୀମାତ୍ର ତାହା ମାତ୍ରେ ବୁଝିଲାମେ ତାହା ଲାଗେ ।

ଦେଉଛି କୁଣ୍ଡଳ ଚମଗପାଳ ବହିତ ଥାଏ କି କୁଣ୍ଡଳ !
କୁଣ୍ଡଳ ମନେ କାହାର ଭାବିତୋ କିମ୍ବା କି ହାତର ତଳେ ।
ଅରେ କରେ ପରିପାତାର ହିକିବ ଲେ ।
ଚମଗପାଳ ଯାହା ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଷ୍ଠନ—
ସାଥେ ହିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବିଶୁଦ୍ଧ !
ପାଦରେ ବରିଷ୍ଠ ଘୁମି ଜାନନ କାହାର ପୂର୍ବାମ୍ଭାବ,
ଆମରେ ଯାହା ପାଇନାମନ୍ତର, ତାହା ମେ ଦେଖେଇ ଆଜି !
ମଞ୍ଚ ! ଉପର ଭଲନ ବାସର ମଞ୍ଜିତ କରି କାହା

ଆତ କୁଣ୍ଡାଳ ସହ ପାରମାହ ଦୀର୍ଘାହେ ମହାଶ୍ଵର !
ନାମିରାହ ଏବେ, ବାତିକାର ବେଳେ, ଅଧିକ କରିଲେ ଦୂର—
ଗମାର ଜେଳ ବେଳିଯା ମିଳେହେ ତୌରେ କୋହିବୁର !

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು

ପ୍ରାଚୀନ ହାତକାଳ—ଆଶ୍ରମଜଲ ରାଗ—
ପାଦରେ ଥୁ ଥୁ ୧୯୧୬ ଅବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତୈତିକୀର୍ତ୍ତି ଓ
ଆଶ୍ରମ ତୁମ୍ଭରେ ରଚନ। ଆଶ୍ରମରେ ବିଳାମେ ଓ ଆଳଙ୍କେ
ବାରିର ପତିକ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ; ବୈରିଲୁ ଯୁଣ ଏମ୍ବ ବୋଗେ
ଛିଲନ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଲାଇସେନ୍ସର ପଣ୍ଡିତକବନ, ପଣ୍ଡିତିମ୍ବନ

କରିବାକୁ କରିଲେନ । ସତରିନିଃତ ପଞ୍ଚ ଶହିର ସାଥୀରେ ଥାରା
ଏ ଶିଖି ଦେଇଲା ହିଟ । ଉପରେର ଆଶ୍ରମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅବୋଗ
ଏବଂ କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ସ୍ଥର୍ମ ଓ ଜ୍ଯୋତିଷ କରାନେ ହିଟ । କେତେବେଳେ
ତ ତୋର୍କ, ମର୍ମବିଦ, ଅର୍ଥତିରତ ଚିକିତ୍ସା ହିଟ । ଅମରିଜିତ
(ମି) ମର୍ମବିଦଙ୍କ ପଥ ଛିଲ । ଏଇ ଯୁଧେ ଅଳକିତିବଳା ବା

इंडियानार्थ टेलरलर लैरेंसके बतनाएँ वा सोचेके तथा व्यवहार हैं। लेकिन Psychopathyइन आमने हिले। कोइनप्रैच्युलियर (किम्बाको) और यूटोकोल लोकोंका व्यवहार करते हैं। लैरेंसके अन्य व्योगोंके बारे मान करता है। नियन्त्रण गाहायो अवधारणा विचारक है, ऐसे मता आक्रम घूमते हैं आक्रियाद्वय है। ऐसे यह व्यवहारिक आक्रियाद्वय गते गते तृप्तात्मकता के नियन्त्रणके बजाए प्रयत्न करते हैं।

বিজ্ঞান ('ফের্কচুয়ারি') :

—ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু—

ତୀର୍ଥ—ଶର୍ଵଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ—

ପାନ ଭାରତେର ମୂଳ୍ୟ ପାର୍କିଣେ, ଉଦ୍‌ବେ ବୈକ୍ଲେ, ଫୁର୍ଦ୍ଧ ଆହାରେ
ମସଖକ୍ଷୁତ୍। ଏହି ପାନେର ମଳକେ ଡିବା ଗୁରୁତ୍ବରେ ଶିଳ୍ପ ଭାରତେ
ର ଭାବେ ଉତ୍ତରିତ ଲାଭ କରିଯାଇଛେ । ଭାରତେର ଡିବା ଭିନ୍ନ ଅଧେଶେ
କରେଇ ପାନ ପାର୍ଶ୍ଵ ସାଥେ । ପାନେର ଲତା କରକ ବୁଲ୍ଲେ ପାଶର

এই প্রবন্ধ সমষ্টি আমাদের বক্তব্য পরে প্রকাশিত
হইবে; এবার স্থানভাব।

—୪୫୭

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গের নতুন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল কলিকাতা
পারে।

বঙ্গদর্শন (ফাল্গুন) ।

একজন যথেষ্ট পুরোহিত মনে করানোর মধ্যে স্থিতি বিপুলভাবে
অস্ত বাস্ত হইতেছে। তাহাদের এই চোরার পদ্ধতি একটা অস্ত
আসে। বৰ্ণনিত ও লিপি (literacy and education) এক
বস্ত বলে; আমাদের মধ্যে বৰ্ণনা নাই। আর লিপি আসে; গোচার
মেলে বৰ্ণনার আগে কিছি লিপি নাই। বৰ্ণনার পুরোহিত
বৰ্ণনারাজা তাহার পৈতৃক পদার্থকল্প পুরুষের মধ্যে আবে হয়ে
আসার মধ্যে বৰ্ণনার নিয়ম পুরুষের মধ্যে পুরুষের শক্তি অস-
পুরুষে কর বহু। বৰ্ণ আমাদের মেলে মোক মৈল ভূত তত
পুরুষে গোচ পুরুষের তাতা। পুরুষের পুরুষের
মে লিপি রাখ তাতা আমাদের সাথে পুরুষের তাতা। পুরুষের পুরুষের
দের প্রশংসা করিয়া বিলাসিতে যে তিনি তাহাদিগের
অত্যোক্তকে চিনিতে এবং তাহাদের বিখ্যাতভাবে হইতে
চোর করিবেন। হস্ত অনেক সময়ে তাহাদের তাহাদের
মতের বিকলে কাহা করিতে হইবে; কিন্তু “হস্ত” এমন
ঘটনা হয়, তবে একথা আমি তাহাদের জানাইয়া বাধি-
তেছি যে, তাহাদিগের প্রতি কোনোক্ষণ বিকল ভাব
পোষণ অত তাতা ঘটিবে না।” নিজি আরও বিলাসিতে—

প্রাচীনতমানে করিয়ে দ্বৃষ্ট শব্দ হইবে। প্রাচীনতমানে শিখ ছিল যথেষ্টে
শুধুই এবং মৌলিকের শিখ হইতে প্রাচীনভিত্তিতে। এর পুরো
বাহিরের পরিষ হইতে শুধুই প্রচারিত করিয়েছেন, তাঁদের শিখ
ভিত্তিতের পরিষ আগামীয়া শুধুই প্রচার করিত। এখনে সেই শিখ
প্রাচীনের পরিষ নাই; তবে সেই শিখ জাগীর্দা নাই, তাঁদের মতভীত
করিতে হইবে। আগামীয়া প্রাচীনের অন্যান্য প্রাচীন শিখ আগামীয়া
করিতে হইবে। আগামীয়া প্রাচীনের অন্যান্য প্রাচীন শিখ আগামীয়া
করিতে হইবে। আগামীয়া প্রাচীনের উপরে সমস্তের পরিষে
চাপাইয়ে আগোড়া করিতে পারে শুধু আগোড়া করিতে পারে সমস্ত কৃত,
শুধুই এবং অক্ষয়কারী হইতে পার। বর্ধনান্বিতপুরার অনোন্ধে
এখনে আমদের সেই হত হইব। প্রিয় হইতে অন্যান্য পুরো
হইলে বর্ধনান্বিত অপলু লেখা পাঠ প্রিয়ে; দেখো শাখা যা পুরো
করিবিতে পারে শুধুই হইব। প্রাচীন প্রাচীনের মধ্যে জোর করিবা
আরো অসম্ভব হটে। প্রিয় এ পুরো বিবেক অনেক
যাহাতে আগামীয়া মধ্যে একটা অবসর প্রাপণ হইত হু। যাহাতে
সকলের মধ্যে প্রসরণ হওত। এখন, অসমের প্রতিটা কাশুকের পুরো
শুধুই প্রাচীন, গৱর্ণমেন্টের দে পক্ষে আমার পুরো পুরো। আর এই
সকলের পুরো কৃত প্রতিক্রিয়া হইতে বাধাগুলি আসিবে। প্রেক্ষণ
পরিষে আমের পুরো করিবিতে হইলে সমস্তের একটু তাৰা
পুরো দেখিতে কৰিব। কোন পুরো যথেষ্ট বিবেকানন্দ করিবার সময়ে
শুধুমাত্র কোন পুরো বিবেকানন্দ করিব। পুরো
লেকে কৈ পুরো পুরো আগোড়া পাঠক, ভূষণ ও পুরো। ফলে
কোন পুরো যথেষ্ট কৃত কৃত পুরো পুরো পুরো পুরো
পুরো আসি এই করিতে পারি তাৰা হইতে কলিকাতার স্থলে—

२५ संख्या)

ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ

গোলির স্থাকে—ভারতের স্থাকে, আমাদের সংস্কৃতের স্থাকে কর্তব্য
ন করা হইবে। দেশী আর কিছু করিব পাইব না, তাহা করিবার
আপনারাও বলিবেন না; কিন্তু কহও আপনারা আশ। করেন
এবং কর করিবারও অধিকার আমার নাই।”

କିନ୍ତୁ କଲେମର ଦେଖେ ପାକା କଥା ସିଲିଙ୍ଗାଛନ୍ତି ଏହି ଯେ,
ହାତେ ବେଶେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ବର ନିୟମିତ କରା ଠିକ୍ ହିୟାଛେ
ନା, ତାହା ହିର କରିବେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗିବେ, ସମ୍ଭବତ୍
ବୁଦ୍ଧି: ପାଚ ବନ୍ଦମ ଲାଗିବେ । ଆମରାଓ ବଲି, "ଫଳେନ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীফুর মন্ত্রেন্দ্রনাথ বহু প্রাচীবিজ্ঞানের সম্বৰ্ধিনী করিয়া বস্তীয় সাহিত্য পরিষদ ব্যাধাযোগ্য ও করিয়াছেন। বিশ্বকোষ মন্ত্রেন্দ্র বাবুর ও বাপুলীর টি সাহিত্যিক কৌণ্ডি। এই বিংশতি জাতি জীবনের ওপর নির্মাণভিত্তে অবস্থায় মহসূল কৌণ্ডি বাস্তু দাই-ছেন, তাঁরাও এমসইডেরপীড়িয়া ভিত্তিনির্মাণ এক-সংকলণ শেষ হওয়া উপরে একটা ভোক সভার সংকলন করিয়া লক্ষ মলী প্রচুর সাহিত্যিকগণের দ্বারা করণাত্ত্বান্বিত।

সিঙ্গ দেশের মুসলমান জৈবোদারদের অভূতোহো ও সম্পত্তি-
বাননীয় শ্রীকৃষ্ণ হৃষী বোঝাই ব্যবস্থাপক সভায়
মৰ্য্যে একটি আইনের পাতুলিপি পেশ করিয়াছেন,
এই জৈবোদারদিগের উপর একটি শিক্ষা-টেক্স ব্যবস্থা
প্রচার এবং তাহার অধি হইতে সিঙ্গদেশের মুসলমান
বিদ্যালিগের মধ্যে প্রাপ্তিক শিক্ষা বিধায়িত হইক।
আইন ব্যবস্থাপক সভাটি ছিল মুসলমান সম্মুখ
কর্তৃকারী সভা হইয়া সমর্থন করিয়াছেন। এক আনন্দের
পুরণ অন্তে প্রেমের হিন্দু মুসলমান জৈবোদারের
সম্বোধন।

ଅମେରିକାର ହଟି ସିବରିଆଲରେ ଟୁଟିଜନ ଡାର୍ତଦାମୀ ଏଥିରେ ପାଇଁ ନିୟମ ହିଁବାରେଣେ । ଏକମେରେ ନାମ ଶ୍ରୀକୃତ ହୁଏ । ଟିନି ପାଇଁ ସିବରିଆଲରେ ଏକମେରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକୃତ ସତୋଜନାଥ ବହର ଭାଇ, ଏବଂ ଅମେରିକା ଇଲମର ସିବରିଆଲରେ ଏମ୍-ଏ ଉପାସିଧାରୀ । ଟିନି ସଂଗପରେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବିତେ ପାରେ ।

এ। অঞ্জলিকেও কিছু দিন পড়িয়াছিলেন। ইনি যথবের কাগজে দেখি গেল যে শেক্সপিয়র চরিত্বাগামীর নামক একজন যথর আমেরিকার স্টেশনে

লেক্টেক্টার্ট বা নিম্নতম সেনান্যকের কাজ পাইয়া-
শিক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনিতে পারিবেন যে
চেন। তিনি যথেষ্ট ফিরিয়া আসিয়া অদ্যুক্তির
বাণিজ্যালোগো (consular) বিভাগে কাজ লইয়া চীনদেশে
গিয়েছেন। অঙ্গভূমি হালুকুন্দার একটি সমুদ্রসৈকি বৃহৎ
জাহাজের ফিল্ড কর্মচারী এবং হিচারণ মুখ্যপাদ্যার
আপোকু কোম্পানীর একটি সমুদ্রসৈকি কাহাজের চতুর
কর্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নুন নূন অনভ্যাস রকম
কাজে ভারতবাসী স্থিতি দেখিলে বড় শুধুর বিষয় হয়।

ভারতের শৈক্ষুক কার্ডিকল্য বর স্বাক্ষ-সমাজের নামে
একটি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন। ইহার বৈশাখ
সংখ্যা পাওয়া ছাই। আমাদের মত রোগীর্ণ দেশে যে এমন
একখনী অভীব্র প্রয়োজনীয় কাগজ এতদিন ছিল না
ইহাই আমাদের বিষয়। এমন প্রকাশিত হইতেছে;
আশ করা যায় যে ইহার খুব কাটুত হইবে। কাগজ,
ইহার লেখাও খুব সাবলম্ব এবং বিষয়টৈচ্যাঙ খুব
আছে। অধিকত ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত কাহাজের বার্ষিক
মূল্য ও ভাক্সাম্বল এক টাকা সন্তোষ ঘটে। বৈশাখ
সংখ্যার আছে—স্টোন, খোঁকি, ভাবের জল, নিরামি-
ভোজীর বিষয় (গুর), মস্ত, বাহুর সহিত শৰীরের সংক্ষে,
শাম প্রথম, ব্যাহার, ম্যালেরিয়া, বিবিধ সংগ্ৰহ। আমরা
ইহার হাতিয় ও বহু প্রচার কাননা করি।

চাকার অধ্যানত: কয়েকজন স্বরক্ষারী কর্মচারীকে
লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়েছে। উদ্দেশ্য যেমন
শিক্ষা দেওয়া। ইহার জন্য গবর্নেন্ট-সাহায্য ও সহৃদ
হইয়েছে। চাকার অস্তঃপুরে বেদেহ বাস্তু শিক্ষা
যথেষ্ট পরিমেয়ে বিষ্টৃত হইয়েছে, উহার অন্য অধিকতর
বিজ্ঞতির দৰকার নাই; সেই জন্য এখন ইংল্যান্ডী
ভাষা না শিখাইয়ে আর চাকারেছে না। যাহা হউক,
কোন অকাজে কিছু শিক্ষা হইলে শুধুর বিষয় হইবে।
আর কিছু না—হউক এক বা একাধিক যেমনের
জীবিকার সংস্থান হওয়া শুধুর বিষয়। আর একটা
পরোক্ষ স্থুল এই হইবে যে গবর্নেন্ট ইছু করিবেই

শিক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনিতে পারিবেন যে
আমাদের অস্তঃপুরভূগূলিতে বেশ প্রস্তুত কারখানা
বা রাজ্যনৈতিক বড়বুরের অভাব নাই। তাহাতে
গবর্নেন্ট ও নিশ্চিত হইবেন, এবং আমারাও পদান্তরাসী
হইতে কতকটা নিশ্চিত লাভ করিব—কিন্তু প্রতিপেৰ
সহিত এই প্রশ্নটি মনে হইতেছে যে আমরা এমনই
অক্ষম যে গবর্নেন্টের সাহায্য কিৰ একজন অস্তঃপুর-
শিক্ষিতও নিয়োগ কৰিবে পাৰি না? অত আমরা
কেহ কেহ বাধীন হইতে চাই, অস্তত: পুনৰ্বিশিষ্ট
স্বার্থপূর্বন ত চাইই। কিমার্শ্যবাট: পৰম্পৰা।

অর্জোনীয় যোগের সময় বাস্তুলীৰ ছেলের মূল্যক
হইয়া শুল্কার সহিত কাজ কৰিবার শক্তি, কল্পনাহৃতী
যাহাতাগ, নারীকে মাতৃজাতি বলিয়া মাথান কৰা, সাহস,
এবং পংসেবার জন্য প্রাপ্তকেও তুচ্ছ কৰা, ইত্যাদি
গুণের পৰিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সম্পূর্ণ চূড়ান্তবিদ্যোগ
উপলক্ষে আমের সমষ্ট বাস্তুলী স্বৰূপের এইসকল
গুণের পৰিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের নিকট এই
ভিক্ষা কৰি যে আমাদের মধ্যে এইসকল শুণ বাঢ়িতে
গুরুক।

ভারতের প্রযুক্তচন্দ রাজ এবং তাহার ভূতপূর্ব ও
বর্তনান ছান্দের রাসায়নিক গবেষণার বহু ঘৃষ্টান্ত ও ফল
প্রতিবন্ধস্বৰূপ বৈজ্ঞানিক অগতের সম্মুখে উপস্থিত হৰ।
গতওয়ার এবং বর্তনান বস্তেরে ইহার ব্যাতিক্রম হয়
নাই।

চট্টগ্রাম প্রদেশিক সর্বিত্বির সভাপতি হইয়েছেন শৈক্ষুক
আবহ্য বহুল। বিশ্বাশে বৰ্ধন এই সমিতির অধিবেশন
হয় তৰনও বহুল সাহেব সভাপতি ছিলেন। তখন পুলি-
শের উপনূর ও টেস্টেরিভেডে সমিতিৰ কৌন কাজ হইতে
পারে নাই। এবাবে তাহার সভাপতি কৰা কিন্তু হই-
যাবে। তাহার বৰ্তনান বেশ সারাপৰ্ণ হইয়েছে। তিনি
চাকা বিশ্বিজ্ঞানী ও পূর্ণবেশে স্বত্ব শিক্ষাক্ষাত্মক
নিয়োগের বিষয়ে বলিয়াছেন। অভাবনা কমিটিৰ সভাপতি
শৈক্ষুক বাস্তুলীৰ সেনের বৰ্তনান বেশ হইয়েছিল।



শ্রীয়মিনীকান্ত সেন।

শৈক্ষুক যামিনীকান্ত সেন এই অধিবেশনে সাধাৰণ
সম্পাদকের কাজ কৰিয়াছেন। দৰ্শক ও প্রতিনিধিত্ব
সদস্য মণ্ডপ কৰিয়া গিয়াছিল।

তাত্ত্বর্যে বাস্তুলীৰ যে উক্ত হান, তাহার একটি
প্রধান কারণ বিশ্বাশিক। এই বিশ্বাশিকার স্বৰূপে
কৰিয়া দেলে আমরা নিশ্চিত ধারিতে পাৰি না।
শিক্ষুবৰ্গের জিজ্ঞাসারিং কলেজ উত্তীর্ণ যাইবার অস্তৰ
বহু আশীশৰ কৰাগ। আমারা গবর্নেন্ট এইসকল
একটি প্রশ্নৰ কৰিয়াছেন যে স্বৰক্ষকৰী বেশল টেক্সেন-
ক্যাম ইনষ্টিউটিউট উত্তীর্ণ যিনি স্বৰক্ষকৰী পেশিবাজারৰ
অধিবেশনে হার্পিত হইবে, তাহাতে লৰ প্রাপ্তি হউক।

আমরা এই উভয় প্রত্যোবেশেই সমূর্ধ বিৱোৱা। আশীশৰে
বিষয় এই যে কোন প্রাপ্তাৰ বিষয়ে বিশেষে কোন
আনোগন হইতেছে না। অজ্ঞতা ও দুরিজ্ঞা যে বে-কোন



শ্রীব্রহ্ম বৰহল।

জাতিকে সৰ্ববিধ অবনত অবহাব লইয়া যাব ও রাখে,
তাহা কি আমরা জানি না, না, দুলিয়া আছি?

চট্টগ্রামে রাজ্যনৈতিক ক্লাবেদের পৰ সহা-
সংস্থাৰ সমিতিৰও অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু হুরেজ-
নাথ বনেৱা পাধারী সভাপতিৰ বৰ্তনানে যে
সামাজিক উন্নতি ভিত্তি রাজ্যনৈতিক উন্নতি হইতে পাৰে
না, উভয়ে পৰম্পৰা সামৈক্য। বালিকাৰ বিবাহেৰ বৰস
অনুম বোল বস্তোৱ হওয়া উচিত; বালিকাৰদেৱৰ সুন্দৰীৰ
বিবাহে কেৱল সামাজিক বাধা থাকা উচিত নহ; বিবাহে
গুণগ্ৰহ-প্ৰথা রহিত হওয়া উচিত; নিৰশ্ৰেণীৰ লোকদেৱৰ
উন্নতিৰ অংশ শিক্ষা প্ৰস্তুতিৰ বৰ্দ্ধেত হওয়া উচিত;
বালিকাৰ ও নারীদেৱ লিপ্তিৰ বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত;
এইজৰপ অনেক প্ৰাপ্তাৰ গৃহীত হইয়াছে।

আহোম্বাৰ কথাবাবৰ শব্দে কথাবাবৰ বার্ষিক সমিতিতে
এবাব শৈক্ষুক সামৰাচৰণ ভিত্তি সভাপতিৰ কৰিয়াছেন।

জীৱ শুভে, মদো একধৰি নীচু কৃত্তিপৰের উপৰে
অৰ্জনলিঙ্গের শায়াৰ বালিকাৰ অৱস্থ বাটা মূখ্যনি বেশ
হৈছিলে শায়াৰ বালিকাৰ অৱস্থ বাটা মূখ্যনি বেশ
হৈছিলে। পাৰে মান বৃথৎ তাহাৰ মাতা বালিকাৰ
তাহাৰ মাথাৰ হাত বৃলাইতেছিলেন। উভয় বৰু বেশ কৰিয়া
পৰীক্ষা কৰিয়া ঘোষী দেশিতে লাগিল। বালিকাৰ অৱস্থৰ
থেওৰে অজ্ঞান অভিভূত। ঔৰথ দিব, শুশ্ৰাৰ স্বত্বে তাহাৰ
মাতাকে বেশ কৰিয়া উপৰেৰ দিব ছইজনে বাটা কৰিল।

প্ৰদৰিন সকলে অৱস্থৰ কলিকাতা যাওয়া হইলো।
একটা বালিকাৰ প্ৰাণচূড়ু তাহাদেৰ হৈতে। দেবেন একা
সাহস কৰিতেছে না বা নষ্টীকাৰ তাহাকে বাইতে নিতেছে
না। যাহাই হোক অৱস্থ বাইতে পাৰিল না। ছইজনেৰ
অশুভ চোৱাৰ ও হচ্ছে সাতদিনে বালিকাৰ অৱস্থাগ হইল।
বিদ্বাৰাৰ অজ্ঞ মেহেন্দিৰামুৰ উভয়েৰ মস্তকে বৰ্ষিত হৈতে
লাগিল। অমৰেৰ পৰিচয় লাইয়া বিদ্বাৰা তাকে বৰজাতি আনিয়া
পৰিচকৰ আনিলিভ হইলেন। কষ্টাকে বলিলেন “চাক
একে প্ৰণাল কৰ, ইনি তোৱ দাবা হন।” বালিকাৰ
উপৰ হৈতে থাকা মোহাইয়া বালিকাৰ প্ৰণাল কৰিল।
অমৰ হাসিমূলে তাহাৰ মাথাৰ হাত বৃলাইয়া দিল। চাকৰ
স্বল্প এগৰো বৰ্ষেৰ বেশ নহ।

অমৰ কলিকাতার চলিয়া গৈল। আৰাৰ কলেজ যাওয়া
লেকচৰাৰ শেৱা, বৃক্তিৰ মাতা, দিবেৰ দেখা প্ৰতিক্রিয়া
পৰীক্ষাৰ দুশ্মনেৰ দীৰ্ঘ অৱস্থেৰ আমোদ ও অচ্ছান্ন
ঘটনাৰ দুশ্মনেৰ ক্ষেত্ৰে এককোণে সৱৰিয়া গৈল।

অমৰেৰ পতা হৰনাথ বাৰু মালিকগঞ্জেৰ জনিদাৰ।
একাও বাটা, প্ৰকাও যুৰী এবং প্ৰকাও তুঁড়িৰ অধিপতি
হৰনাথ বাৰু নামে সকলে অঙ্গৰ হব কিন্তু মাছুলীৰ
পুৰু অৰনাথৰেৰ নিকটে তিনি একাধাৰেৰ পতা মাতা

পুৰু অৰনাথৰেৰ নিকটে তিনি একাধাৰেৰ পতা মাতা
উভয়ই। পুৰু থখন যে আৰাৰ ধৰে মেহেন্দিৰামুৰ
তাহাৰ তিনি বালিকাৰে তাহাৰ সম্পৰ্ক কৰিয়া পুৰুৰে হৰোঁ-
হুল মুখেৰ পামে সয়েহ নেতো চাহিয়া দেখেন।

মাতৰাক অভাৰ অৱস্থাখ কৰিবেন অভিভূত কৰে নাই।
আৰাৰ তিনি অভি সদাশৰ জৰীবাৰ। তাহাৰ মুকুতভূতা
এবং অপৰিমাত বৃষ্ণিলীভূত তাহাৰ প্ৰেৰণ প্ৰতিপক্ষ
বহুগোষ্ঠী বৰীকাৰ কৰিত যে এইসব কাৰণে এবং

প্ৰাবন্ধেৰ কৰিব তাৰ নাই।

আৰাৰ বালিকাৰ বাহি একটা, নিজেৰেও মনটা

“তাও ঠিক ভাই!—বা—মেহেতিত ভাৰি হুন্দৰ !
কামেৰ মেৰে রে দেবেন ?”—

দেবেন চাহিয়া দেৰিল একদিন বালিকাৰ তাহাদেৰ নিকটে
অগ্ৰহ হইতেছে, তাহাৰ মদো মীলাবৰীপৰাৰ বালিকাৰ হৈ
বেশৰে চৰু আৰুৰ্বদ কৰিয়াছে দেবেন নিমেৰে তাহাৰ বৃষ্টিয়া
হাসিয়া বলিল “বল দেবি কে ?”—

“দেৰখন দেন দেৰেছি বেশ হচে !—ওঁ—মনে
পৰেছে—মৈ যাৰ অথবা হ’যেছিল”—বলিতে বলিতে অহৰ
সহস্রা ঘোষিয়া গৈল।

বালিকাৰ বল নিকটে আলিয়া তাহাদেৰ একে একে
প্ৰণাল কৰিতে লাগিল। দেবেন সকলকে হাসিমূলে সহায়ণ
কৰিয়া বলিল “বাঢ়ীৰ ভেতৱে যা, মা মিষ্টিমুখ না
কঠামে পেনে রাগ কৰবেন ?”—

দলেৰ অশ্বার্থনীৰ বালিকাৰ বলিল “আমোৰ সব
বাঢ়ী নিষ্পত্তি কৰে আসি !”—

“তবেই আৰা তোৱা খেৰেছিল ! সবাই আগে বাইয়ে
দেবে। সে হৰেন !”—

চাক মাথা হৈত কৰিয়া মুহূৰ্বৰে বলিল “দেবেন মা,
মা আগন্তৰে একবাৰ দেক্কেছেন !”—

দেবেন বাপু হইয়া বলিল “সে তো আমোৰ তাকে প্ৰণাল
কৰতে থাই ! অমৰ চল !”—

অমৰ কুত্তি হইয়া বলিল “চৈনেৰ সময় থাকবে ত ?”—
“চৈ চৈ চৈ !”—

তুলয়ে পিয়া দেৰিল সেই জীৱ শুভেৰ অসমনে অৱান
চৰু-ক্ৰিয়ে দহিয়া বিদ্বা ছইয়াপি অসম পাতিয়া বাধাৰ্ম্ম
জৰাধৰণৰ মাছুলীয়া পেলিয়া আছেন। অমৰ ও দেবেনকে
আসিতে দেবিয়া তাহাদেৰ আমন্দ দেন আশোৰ অধিক কৃত্তিভাস
লাভ কৰিল। অমৰ তাহাৰ অভিভূত আৱায়ে দেন কৃত্তিভ
হইয়া পঢ়তে লাগিল। বিদ্বা দেবেনকে বলিলে “বাপ
দেবেন ! কোমাবেৰ খণ্ড আমি শোধ বৰ্তমানে পাৰো না !
তুম যে তোমৰ পৰিৱার কামিয়া কৰিব তো হৈলোৱাৰ !”—

দেবেন তাড়াতাড়ি দাখাৰ দিয়া বলিল “সে কি—সে
কি কাৰিমা ! আগন্তৰে যে আমি কাৰিমা বলেই
আৰানি !—ও সব কথা থাক এখন, অমৰেৰ চৈনেৰ সহয়
হৈয়েছে, আৰা দেৱী কৰা নহ !”—

“সেই দেৱী বাহি এখনে নাইলুক দেৰেছি ! পুৰুষী

বিদ্বাৰা দেৱ কি বলিতে হাইতেছিলেন বেছেজোৰ তাঙ্গা
তাঙ্গিতে তাঙ্গা আৰা বলা হৈলোৱা না।

উভয়ে তাঁহাদেৰ প্ৰণাল কৰিয়া বিদ্বাৰ গ্ৰেণ কৰিল।
দশমীৰ গুৰু ঝোঁংয়াৰ আৰা পথ আলোকিত। গ্ৰাম
বালক ও যুৱালুক তথ্যে। আনন্দোচ্ছান্তে পথ থাট মূৰৰিত
কৰিয়া বাটা নামৰ নামৰ কৰিব বেছাইতেছে। কোথাৰ
গোন্ঠৰ কৃত ঝুঁকী বাজাইয়া গাইতেছে—

“হৰ তুমি আৰাকাৰা আৰাৰ পথ নৰ,
আৰাম দেৱ তিচে হেলে শেৱাৰ আৰাই আৰাম হুন্দৰ !
আৰাম সুয়া আৰাৰ আৰাম হুন্দৰ !
আৰাম হৈত হৰ তোৱাৰ আৰাম হুন্দৰ !”—

দেবেন সহস্রা নিষ্পত্তি ভৱ কৰিয়া বলিল “তুম আৰাৰ
আগন্তৰ গোক কেটে নেই বলে আৰাকাৰে হেলেৰ শত
স্থানে, সব ভাৱ দেন, আমি কিন্তু কিছুই কৃতে পাৰি
ন। দেবেতে ত পাচ আমোৰ অবস্থা। বাধৰে খেতে
খেতে হয় বাতদিন নিজেৰ সংসাৰেৰ ভাৰনাৰ বাপ্ত ধাক্কে
হয় তাদেৰ কোন ভাল কাৰ বা পাৰেৰ উপকাৰ কুৱাৰ
উপাৰই নেই। কিন্তু বিদ্বাৰটি এমনি ভাল মাথাৰ মে তাৰ
মুখে একুচ ভাল মুখ কথা কইলেও তিনি দেৱ তাৰ
কাছে নিজেকোনে খৰি বোধ কৰেন !”—

অমৰ বলিল “সভাই বাধোক ! মুখে দেৱ একটা
মাহভাৰ আধানো ! আমোৰ বড় ভাল দেগোছে। ওঁ’ৰ
অবস্থা ধূ—”

বাধাৰ দেৱেন বলিল “সেজত নহ ! দেবেৰ বিবে
দেওয়াৰ বজে তাৰি বাধাৰ কৰে আস !”—

“এখনি ?—মেহেতিতো এখনো হোট !”—

“ছেট ! আৰা কই ? বছৰ এগার বহু হবে। হিমুৰ
থৰেৰ মেৰে আৰা কতমিন বাধা চৰু ? বিলেৰ সময়
থাকতে ন পুঁজল বৰি মেৰে একটা আৰার হাতে মেৰে
তিকে পিতে হয়। মা একটা ভাল পাত্রে দিতে পাৰোৱা
কিন্তু হুন্দৰ কিন্তু অবস্থা তো দেশে নহ। তোৱাৰ একটু
উপকাৰ কৰতে হবে তাই !”—

অমৰ দে কলাখ উত্তৰ না দিয়া বলিল “অত হুন্দৰ
মেৰে, অবস্থা নহি বা ভাল হল, লোকে আৰাম কৰেই নেৰে
নিশ্চিৎ !”—

“না অমৰ, তুমি এখনো নাবংক দেৰেছি ! পুৰুষী

ମଧ୍ୟରେ ବୁଝି ତୋମର ଏହି ଅଭିଜଞ୍ଜନ କରେଛେ ? କେବଳ ବଢ଼ି
ଲୋକରେ ଘରେ ବା ଭାଲୁ ଛେଲେର ହାତେ ଯେବେଟିକେ ଦିଲେ ପାରି
ତୁମି ବୁଝି ସୁଧ ମହିମ ମନେ କରନ୍ତ ? ତଗହିଁ ବଳ ଆମ ଓହିଁ
ବଳ ମକଳେର ମୂଳ ଉପଗଠିନ୍ଦା ! ଯେବେଟିର ଫଳେ ଦେଖେ ଓହ
ଏତ ବୈଶୀ, ଏତ ନରମ ମରଳ ସବ୍ବାବ ! କିନ୍ତୁ ହାଲେ କି ହେ
ତାହା—ଦେବ ଯେବେଟିକେ ଆମାର !”

ଅମର ଏକଟୁ ଉପରେଭିତର ଭାବେ ବିଲି “ବୁଝି ଦେବେନ !
ତୋମର ଏହି ବୁଝି ଏତ ଦିଲେର ଶିଖାର ଫଳ ? ଅଗତେ
ମରଇବି କି ଏହି ନୀତି !”

ଦେବେନ ଯାଦେର ସରେ ବିଲି “ବିଶେଷ ବଢ଼ ଲୋକରେ
ଥରେ । ଗୀତର ଭାନ୍ଦୋଳକ ବା ଏକ ଆମ ଜାଗଗାସ ମୁହଁରୀ
ଦେଖିବେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକରେ ସରେ ଏ ନୀତି ଆବହମନ
କାଳ ଚାହେ—ଚାହେ !”

“ଆଜାହ ବାହୁ ଦେବେନ ! ହୁ ଏକ ଜାଗଗାର ତାହିଁ ବଢ଼
ମତ୍ତ, କିନ୍ତୁ—”

“ତାହା ଓସବ ପାଇଁ ନନ୍ଦିର ରେବେ କର୍ମକଳେ ନେବେ ଏମ !
କହି କହାଁ ବଢ଼ ଲୋକରେ ହେବେ କଳି ଗ୍ରଂ ଓଖ ସବୁରେ ଆମର
କରେ ଥାକେ ଏହାମ ମାତ୍ର ଦେବି ! ମର ଏହି ଭୁବି ! ତୋମାର
ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିପରି ଦର ଥିଲେ ମେଧା ଆସିବେ । ତୁମି କି
ଦେବେନେ କଳ ପରମ କଥା ଦେଖି ମନେ ରାଖିବ ପରାବେ ?—
କପଟାଦେବ ରଙ୍ଗିଲ କି ଦେଖିଲେ ମେ ବେଳେ ବେଢ଼ ହେବେ ?”

“ଏ କଥାଟି ଆରୋ ଆଜାହ ବଳ ଦେବେନ !—ବାପ ଯାରେ
ଇହା, ଆଧୀର ଦେବେନ ଆହରୋଧ, ଏଥର କଥା ମନେ ନା ରେଖେ
କେବଳ ତାକାର କଥାହିଁ ଭୁବି ତାହୁ !”

“ହୀଥି ବୋଲୁ ହେବେ ମରେ ହୀତୁ କଳ ! ତୋମାରେ ହୁବିଦାହିଁ
ତାତେ !”

“ଆ—ଆମାକେ କେବ ଏର ମଧ୍ୟ ଅଛାଓ ତାହିଁ, ଆମି
କି କରିଲାମ !”

“କେବଳା ମକଳେର ଓପର ଖାଲ ଖାଚିତେ ପାରିଲା, ତୋମାର
ଓପର ପାରି !”

“ଏହି ନାହ ଭବିଷ୍ୟାତରଶରନ ! ଆମି ଏଥରେ ବଢ଼
ଲୋକରେ ମେଥେ ବିଲି, କବ୍ର ସବୁରେ ଥିଲେ ବଳେ !
ଯାହୁ ଆମାକେ କି କରିବ ବଳଛିଲେ ବେ ?”

“ପ୍ରିୟେର ଏକଟୁ ଉପକାର ! ଯେବେଟି କି ବେଳେ !
ଏକଟୁ ଭାଲୁ ପାର ଯିବ ସାହିନ କରେ ଦିଲେ ପାର !”

ମୁଖ୍ୟେ ମଳେର ମୁହଁରୁ ଶକ୍ତ ଏବଂ କଳଗୁରୁ ତୁମିଯା ଟିକେ
ଚାହିଁ ଦେବିଲ ବାଲିକାର ମଳ ଥିଲେ ବାଡ଼ା ବାଢ଼ା ନମଦାର
କରିଯା ପରିତେବେ । ଦେବେନ ଡାକ୍ତିର ବିଲି “ଚାହ !
ତୋମେ ବାଡ଼ା ଆମର ଦେବେ ଏହେ ଏହେବି ରେ !”

ପରତତ ନମେ ଚାହିଁ ଚାହ ମନ୍ତକ ନତ କରିଲ । କି ମେ
ମରଳ ମୁହଁର ଦୂରି !

ଅମର ନୀରେ ଗିରା ଶକ୍ତ ଆରୋହିଶ କରିଲ । ଶକ୍ତ
ସବନ ଛାଡ଼ିଲା ଦିଲ ଥିଲ ମହା ଯୁଧ ବାହିର କରିଯା
କରିଯା ବେଳିଲ “ଭୁବି ଯା ବେଳେ ମନେ ଥାବିଲେ । ପାତେର
ଚେଟା କବ୍ର”—ବାକୀ କଥାଟା ଚାକରା ସର୍ବର ଶକ୍ତ ଦେଲାଇଯା
ମେ ।

ଦେବେନ ନିଜ ମନେ ମୁହଁ ହାସିଯା ବିଲି “ତା ଜାନି !”

ଦିଲିତ ପରିଚେତ

ସୀକାର

ଅମରନାଥ ପିତାର ମେହ କିଳିଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ତୋଗ
କରାର ପର ତିଲି ତାହାର ବିବାହରେ ମେଧା । କହା କାହିଁ
ଗରେର ଜୀବିର ଶ୍ରୀରାଧାକିଲିରେ ଦେବେର ଏକମାତ୍ର ଛାହିଁ
ତୀର୍ମାତ୍ର ମୁହଁରା ମାତ୍ର, ମୁହଁରା ଏବଂ ଯଥା । ହରନାଥ ପାର
ନିଜେ ଗିରା କହା ଦେଖିଯା ମେଧା ପଦମ କରିଯା ଆମିହାରେ ।
ପ୍ରୀତି ମେଣା ଏହି କଥା ଦେଲିଲା ବେଳି ଆମରନାଥରେ
ପୁହୁଚିଲେ ଶେଷ ଭୁବି ପରାବେ ?”

“ଏ କଥାଟା ଆରୋ ଆଜାହ ବଳ ଦେବେନ !—ବାପ ଯାରେ
ଇହା, ଆଧୀର ଦେବେନ ଆହରୋଧ, ଏଥର କଥା ମନେ ନା ରେଖେ
କେବଳ ତାକାର କଥାହିଁ ଭୁବି ତାହୁ !”

“ହୀଥି ବୋଲୁ ହେବେ ମରେ ହୀତୁ କଳ ! ତୋମାରେ ହୁବିଦାହିଁ
ତାତେ !”

୧ୟ ମଂଥ୍ୟ

ପିତାକେ ନିଜେର କେବଳ ଆପଣି ଜାନାଇଲେ । କୋମନ
ଗ୍ରାହିରେ କହାକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଯା ତ ପିତା ଧିଲେ
କହାକେ ବୁଝ କରିତେବେଳେ । ନା ଅଭ୍ୟାସିତ କୋମ ଗ୍ରାହିରେ
ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏ ନୁହନ୍ତର ଓକାଲାତିତେ ମକଳ ହର ତ ତାହାର
ମନ୍ତକେ କୋମ ପିଲ୍ଲକ ତୈଲ ବା ପାତେର ଯଥାର କରିବେ
ଏବଂ ପିତା ତାତିକି ବିଲେଯେ ପୁଲେର ମୁହଁର ପାନେ
ଚାହିଁ ପାରିବେ । ନା, ସବୁ ମନ୍ତକେ ଏ କରିବେ ଦେବେନରେ
ବସେ ଚାଲ ଯଥା ନା । ଅମରନାଥ ଏ ବିବାହ ଆପଣିର
କାହିଁବେ ।

ଅମରନାଥ ଦେବେନରେ ଗାମେ ଗିରା ପୌଛିଲ । ବାଟା ପ୍ରମୁଖେ
ଦେବେନକେ ଦେବେନକେ ବସିଯା ବସିପାରିଲା । ବାଟା ପ୍ରମୁଖ
ପାରିଲା ଏବଂ କାହିଁବେ ।

“ଅଭ୍ୟାସିତ ଆମି ନା, ତାହିଁ ଏକଟୁ ବୁଝ କରେ ଆମାନାମ !”
ଅଭ୍ୟାସିତ ଏକଟୁ ଦୂର ଲୋକର ବିଲି, “ଏ ତାର ଆଜାହ—
ଏ କି ହଜେମାହିଁ !”

“ଓ: ଏତି କି ଆଜାହ ? କାହା କାହେ ତେ ଏଥିଲେ
ବସାବିଦିକ କରିବେ ହେ ନା, ତାର ଭୁବ କି ?”

ଅମରନାଥରେ ମୁହଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଲ ହିଲା ଉଠିଲ, ମେ ଆକର୍ଷିତ
କିଳୁଣ୍ଟ ବିଲିତେ ପାରିଲା ।

ବୈଲାଳେ ମେନେ ବିଲି, “ଓହେ ମେହେଟିକେ ମନେ
ଆହେ—ମେହେ ଚାକ ?”

ଅଭ୍ୟାସିତ ଅଭ୍ୟାସିତା ଆବର ମୁହଁ କରିଯା ଉଠିଲ,
ଏକଟୁ ଧାରିଲା କୌଣସରେ ବିଲି, “କେବ ? କି ହେବେ ?
ମେହେଟି ମାର ଗେହେ ନାକି ?” ବିଲିତେ ବିଲିତେ ବିଲିନ୍ତିକୁ
ମେହେ ରୋଗପାଦ ମୁଖଧାନି ଉପରେ ହାଶିମାସି ମରଳ ଚାରେ
କାଟିଯାଇଲା ବେଳାଟିକେ ।

ଦେବେନ ଅଭ୍ୟାସିତ ଦିଲା ଦେବେନ ଦିଲା ଦିଲା ଦିଲା ଦିଲା

“ନା, ନା, ମେହେଟି ନା, ତାର ମୁ ମୁହଁର, ଆମି ତାର
ଚିକିତ୍ସା କରି । ଚାଲ ଦେବତ ବସିବ ?”

“ଚାଲ, ଆହା—ମେହେଟି ବିଲେ ହେବେଲେ ତୋ ?”

“ବିଲେ ? କହ ଆହ ହେବେଲେ—ମେ ଗରିବ, ତୋମେର ଜାତେ
ଯେ ତାକା ଲାଗେ । ତୁହିଁ ସେ ବେଳିଲା ଗାତରେ ରୌର୍ବ ଦେଖିବି ।

ତାହିଁ ଆମାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମେ ହିଲା ହିଲା ।

ଅଭ୍ୟାସିତ ଅଭ୍ୟାସିତାରେ ମେ ମନ୍ତକ ନତ କରିଲ ।

রহস্য-চিত্র



ক্ষমতাহুক ও ব্রিটিশ-দিঘের নিকট পারস্পর-মার্জন
অভ্যন্তর চাহিদেছে।

যৌঙ্গ পুরিয়োতে শাস্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন,
কিন্তু দেখিতেন যে ঘৃটীর ভঙ্গ কামান ও অচানক
যুদ্ধের সরঞ্জাম পূর্ণ।



জাপ, আমেরিকাৰ মুক্ত-অধেশমুহ, এবং চীন, এই
শাস্তিদেৱী ইংলণ্ড ও জামেনোকে বন্ধুত্ব কৰিতে বলিছেন।
তিনি সাধাৰণতহেৰ সভাগতিতাইৰ নৃতা ও শীত।

ପ୍ରାଣୀ

“ ସତ୍ୟ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରୟ । ”
“ ନାୟମାଙ୍ଗା ବଲହାନେମ ଲକ୍ଷା । ”

୧୨୩ ଭାଗ
୧ମ ଅଂଶ

ଜ୍ୟୋତିଷ, ୧୩୧୯

୨୫ ସଂଖ୍ୟା

ଜୀବନଶ୍ଵରି ପ୍ରାତଃ-ସନ୍ଧିତ ।

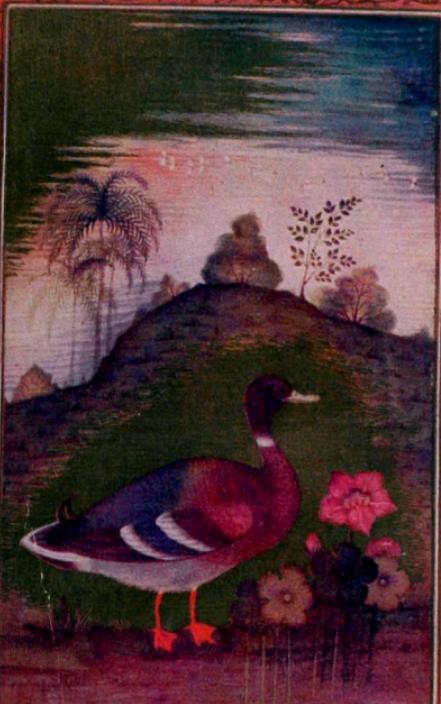
ଗାନ୍ଧାର ଧାରେ ସମୟା ସକ୍ଷା-ସନ୍ଧିତ ତାହା କିଛୁ କିଛୁ ଗଢ଼ି ଲିଖିଥାଏ । ମେଣ କୋଠେ ବୀର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ନାହେ—ମେଣ ଏକ-ରକ୍ଷ ସା-ଶୁଣ-ତାଇ ଲେଖା । ଛେଲେର ବେଳ ଲୌଳଜ୍ଞଳେ ପତ୍ର ଧରିଯା ଥାଏ ଓ ଏହି ରକ୍ଷ । ସନେର ରାତ୍ରେ ସଥର ସମସ୍ତ ଆମେ ତଥନ ହୋଟ ହୋଟ ସରାସ୍ତ ରାତୀନ ତାବନା ଉଡିବା ଉଡ଼ିବା ବେଢାଇ, ତାହାମିଳିକେ ବେହ, ଲକ୍ଷଣ କରେ ନା, ଅବକାଶେର ମିମେ ମେହିଏଣାକେ ଧରିଯା ରାତିବର ଧୋପ ଆମିରାହିଲ । ଆମେ କଥ, ତଥନ ମେହି ଏହି ଏକଟା ବେଳକେ ମୁସ୍ତ ଚାଲିଯାହିଲା—ମନ ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡଳୀ ଲିଖିଥିଲି, ଆମେର ଯାହା ଟାଙ୍କ ତାହାଇ ଲିଖିବ—ମି ଲିଖିବ ମେ ବେଳ ଲିହନା କିମ୍ବା ଆମି ଲିଖିବ ଏହିମାତ୍ର ତାହାର ଏକଟା ଉତ୍ସେଜନ । ଏହି ହୋଟ ହୋଟ ଗର୍ବ ଲେଖାଙ୍କଳା ଏକ ସମେ ବିବିଦ ଅଶ୍ଵ ନାମେ ଏହି ଆକାରେ ବାହିର ହେଇଥାଏ—ଅଥୟ ସଂକ୍ଷରଣେ ମେହି ତାହାମିଳିକେ ମୟାଧ ମେହା ହେଇଥାଏ, ତୀତୀର ସଂକ୍ଷରଣେ ଆର ତାହାମିଳିକେ ନୂତନ ଜୀବନର ପାତା ମେହା ହେ ନାହିଁ ।

ବୋଧ କରି ଏହି ସମୟରେ ତୋଟାକୁରାଗିର ହାଟ ନାମେ ଏକ ବଡ଼ ନବେଳ ଲିଖିଥିଲୁ ହୁଏ କରିଯାଇଲାମ ।

ଏଇକଥେ ଗୋଟାରେ କିଳୁକାଳ କାଟିଆ ଗେଲେ ଜୋତି-ମାତ୍ର କିଳୁଦିନେର ଜଳ ତୋରପି ଆହୁଦରେ ନିକଟ ଦଶ ମଧ୍ୟ

ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବାସ କରିଲେନ । ଆମି ତାହାର ସମେ ଛିଲାମ । ଏଥାମେ ଏକଟ ଏକଟ କରିଯା ବୋଟାକୁରାଗିର ହାଟ ଓ ଏକଟ ଏକଟ କରିଯା ସକ୍ଷା-ସନ୍ଧିତ ଲିଖିତେ ଏଥିର ସମେ ଆମାର ମୋ ହେଇଁ ଏକଟା କି ଉଠିପାଣୀ ହେଇସା ଗେଲ ।

ଏକଦିନ ଜୋତାକୋର ବାଡିର ଛାଦେ ଉପର ଅପାରାହ୍ନ ଶେଷ ବେଢାଇଥିଲାମ । ବିଦାସାମେର ଝାନିମାର ଉପରେ ଶ୍ରୀମତେର ଆଙ୍ଗିଟ ଅଭିତ ହେଇସା ଦେଖିନକାର ଆସନ ମହା ଆମାର କାହେ ଦିଖେବାକାବେ ସବେଳାର ହେଇସା ପ୍ରକାଶ ପାଇରାହିଲ । ପାଦର ବାଡିର ଦେଲାଙ୍କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର କାହେ ହୁଲା ହେଇସା ଉଠିଲ । ଆମି ମେନ କାହିଁତେ ଲାବିଲାମ, ପରିଚିତ କରିବେ ଉପର ହେଇସି ଏହି ମେ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ ଏକବେଳେ ଉଠିଯା ଗେଲ ଏହି ଶାଗରେର ଆମୋଳ-ଶମ୍ପତର ଏକଟା ଆମିରାହି ? କଥନେହି ତାହା ନାହ । ଆମି ବେଳ ଦେଖିବେ ପାଇଲାମ ହେଇସା ଆସନ କାରାପଟ ଏହି ମେ, ସକା ଆମାରାହି ମୋ ଆମିରାହି—ଆମିହି ଚାକା ପଡ଼ିରାହି । ଦିନେର ଆମୋଳେ ଆମିହି ସଥର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଉପର ହେଇସା ଛିଲାମ ତଥା ଯାହା କିମ୍ବାକେ ମେଖିତ-କ୍ଷମିତେ ଲିହାମ । ମେହିମାତ୍ରକେ ଆମିହି ଏକଟି କରିଯା ଆସୁତ କରିଯାଇଲାମ । ଏଥନ ମେହି ଆମି ସରିଯା ଆମିରାହି ବେଳାହି ଅଗ୍ରଥକ ତାହାର ନିଜେର ସକଳେ ମେଖିଥିଲାଇ । ମେ ସବୁଗ କର୍ମନ୍ତ ତୁଳନା ନାହେ—ତାହା ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଲାମ । ତାହାର ପର ଆମି ମାଥେ ମୋ ହେଇସାପୁର୍ଣ୍ଣକ ନିଜେକେ ଦେନ ସରାଇରେ ଫେଲିବା ଜଗଥକେ ଦର୍ଶକର ମତ ମେଖିଥେ ତୋଟ କରିତାହିଁ, ତଥନ ମନ୍ତା ଗୁଣ ହେଇସା



ମରୋବରତୀରେ ହେଇସ ।

(ଏକଥାନି ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ର ହେଇସ)

উত্তি। আমার মনে আছে, অগ্রটকে কেমন করিয়া দেখিবে যে কিমত দেখা থাই এবং সেই সঙ্গে নিজের ভাব লাগবে হয় সেই কথা একদিন বাসিন্দা কেনে আচারীকে বৃহৎবার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিম্বাত কর্তৃতা হই নাই তাহা আনি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা জাত করিয়া তাহা আমি পর্যন্ত তুলিতে পারি নাই।

সদরঘাটের রাঙাটা বেধনে পিয়া শেখ হইয়াছে সেই-খনে বোধ করি ঝুঁকুলের বাগানের গাছ দেখা থাই। এমনি সকালে বাগানের দীঘাইয়া আমি পিয়াকে চাইলাম। তখন সেই গাছগুলির প্রাণবন্ধন হইতে প্রয়োগ হইতেছে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হাতঁৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে দেখে একটা পর্দা সরিয়া গেল। পৰিবার একটি অপ্রয় মহিমায় বিষয়সম্বৰ সমাজে, আমালে এবং সৌন্দর্য সর্বত্ত্ব তরিখিত; আমার স্বামী তারে তত্ত্বে সেই একটি বিষয়ের আজ্ঞান ছিল তাহা এক নিময়েই তোম করিয়া আমার সম্মত তিতুরাটাতে বিষের আকাশে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ল। সেইনিনই নির্বারের প্রভৃতি করিতাতি নির্বারের মতোই দেখ উসারিত হইয়া বিহু চলিল। পেখা শেখ হইয়া গেল কিন্তু অগ্রতের সেই আনন্দগুলের উপর তখনে যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেবলই এবং কিছুই অপ্রয় রহিল না। সেইনিনই কিছি তাহার পরের দিন একটা ঘটনা দিল তাহাতে আমি নিষেই অক্ষয় বোধ করিলাম। একটি পোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের অপ্রয়জিজ্ঞা করিত, আজ্ঞা মশায় আপনি তিনি ঈষৎকরে কখনো বক্ষে দেখিয়াছেন? আমাকে সৌকর করিতেই হইত দেখি নাই—তখন সে বলিত, আমি দেখিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু প্রথম দেখিয়াছি? সে উত্তর করিত, চোকে-সন্দূকে নিজ কথি করিতে থাকেন। একে মাঝের মনে ত্বরান্বোধ করাগামী সকল সময়ে শীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত তখন আমি প্রায় লেখার কানেক পাকিতাম। কিন্তু সেকোন্ট ভালম্বান হইয়া দেখিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সরিয়া যাইতাম।

এইসারা, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আমিনি তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস, এস। সে যে নির্বার্য এবং অসুস্থ রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবণগুটি যেন খুলিগা গৈছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুল হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লাইলাম—সে তাহার তিতুরাটাকে লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনেক মাঝ, আচারীয়ত আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পিয়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে, আমার সময় নষ্ট হইয়ে—তখন আমার তারি আনন্দ হইল—বোধ হইল এই আমার মিথ্যা আল কাটারা গেল, একদিন এই সময়ে নিময়েকে বারবার যে কষ্ট সরিয়া তাহা অলৌক এবং অনাবস্থা।

আমি বারবার দীঘাইয়া থাকিতাম, বাঢ়া দিয়া খুঁটে মৃছুর মধ্যে হইতে চলিত তাহাদের প্রতিভূতী, শৰীরের গঠন, তাহাদের মুখ্য আমার কাছে তারি আক্ষর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই দেখ নিখিলসম্মের উপর দিয়া তরঙ্গলোক মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকে হিঁকে কেবল চোখ দিয়া দেখাই, অভ্যন্ত হইয়া সরিয়াছিল, আজ দেখ একবারে সমষ্ট ফৌজে দিয়া দেখিতে আরুপ করিলাম। বাঢ়া দিয়া এক মুক্ত যখন আমেক যুক্তের কাঁচে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলোকনে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামাজিক ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া প্রারিতাম না—বিশ্বগতের অতঙ্গপূর্ণ গভীরতার মধ্যে যে অহুমান সেৱের উৎস চারিদিকে হাসির ঘৰণা ঘৰাইতেছে সেইটাকে দেখিতে পাইতাম।

সামাজিক কিছি কাজ করিবার সময়ে মাঝের অনে প্রত্যন্তে যে গভীরেচিয়া প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে মস্তক মাঝেদেহের চলনের সৰ্বীত আমাকে মৃত করিল। এ সমস্তকে আমি প্রত্যন্ত করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পুরুষীর সর্বত্ত্বই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কেটা কেটা মনৰ চক্ষে হইয়া উঠিতে—সেই ধরণীয়ালী সমগ্র মানবের দেহকাঙাকে শুরুত্বতে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বৃক্ষে সেইয়া বৃক্ষ হাসিতেছে,

শিশুকে দৈয়া মাতা লাগন করিতেছে, একটা গোপ আৰ-একটা গোপ পাশে দীঘাইয়া তাহার গা চাটিতেছে, হইয়ের মধ্যে যে একটি অশ্বীন অপৰিময়তা আছে তাহাই তাহার অন্তর্বের অন্তর্বের অন্তর্বে মেন বেনা মিতে লাগিল। এই সময়ে দেখিয়াছিলাম।

হৃদয় আজি মোর কমেনে গেল খুলি

অগ্র আপি সেখা করিছে কোলাকুলি,—

হই বকিবনার অভুতি নথে। বস্তুত যাহা অভুতৰ করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আচারীয়া আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে গোত্তিমারা হিৰ কৰিলেন তাহারা দারিজিতে বাইবেন। আমি ভৱিলাম এ আমার হইল তাল—সদরঘাটের সহজে তিতুরে মধ্যে যাহা দেখিলাম—হিমালয়ের উদ্বার বৈশাখিশ্বরে তাহাই আমো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অস্তত এই মুহূর্তে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ কৰে তাহা আমা যাইবে।

কিছু একটা বৃহৎবার জৰু কেহত কৰিতা সেখে ন। হৃদয়ের অভুতি কৰিবার ভিতৰ দিয়া আকাৰ ধৰণ কৰিয়ে চৈষ্ট। কৰে। এই জৰু কৰিতা ভুলিয়া কেহ বৰন বলে বৰিলাম না তখন বিদ্যু মুকুলে পড়িতে হই। কেহ বৰি মুকুলের গৰ্হ ত্বকিয়া বলে কুৰুবিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হইতে বৃহিবার কিছু নাই, এ বে কেবল গৰ্হ। উত্তৰ শুনি, দে ত আনি, দেখি আৰ পৰি পুৰি নাই।

বাহির হইতে আনন্দ আনন্দে হাতে তাহাইলাম তখন হাতঁৎ দেখি আৰ পৰি পুৰি নাই। বাহির হইতে আসণ নিয়ম কিছি পাইব। বায়ি কৰিয়ে এইটে মনে কৰিয়ে দেখিবাকে হৰাবাকে আমৰ অপৰাধ হইয়াছিল। পৰামৰ্শ যত বৰ্দ্ধ অৰভে কেবলী হৰেন না তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া মিতে পারেন না অৰখ দিন দেমে-ওবলা তিনি গুলিৰ মধোই এক মুহূর্তে বিশ-সংসারকে দেয়াইয়া মিতে পারেন।

আমি দেবাস্বরে ঘুৰিলাম, ঘৰণাগৰ ধাৰে বলিলাম, তাহার অলে দান কৰিলাম, কাক্ষনশূলৰ দেৰ্মস্মূল মহিমার দিকে তাকাইয়া হইলাম—কিছু যখনে পাওয়া সুসাধা মনে কৰিয়াছিলাম মেইখনেই কিছু পুৰুষা পাইলাম না। পৰিয়া পাইয়াছি কিছু আৰ দেখা পাই না। বৰ পৰিয়েচিলাম, হাতঁৎ তাহা বৰ হইয়া এন্ত কোটা কিছুই তাহাকে আৰ কেবল শূল কোটাৰ বেঁচা দেখিতেছি। কিছু কোটাৰ উপরকাৰৰ কাৰক্যাৰ যতই থাক তাহাকে আৰ কেবল শূল শূল কোটাৰ বলিয়া অৰিবার আশৰা বলিল না। দেখা নোকায় পাই হইবাৰ সহজে আৰ কেবল শূল শূল কোটাৰ গোপ। দেখা নোকায় পাই হইবাৰ সহজে আৰ কেবল শূল শূল কোটাৰ গোপ।

ମାଛ ଧରିଯା ଲଈତେ ପାର ତ ମେ ତୋରାର ବାହଚରି କିନ୍ତୁ
ତାହିଁ ସଲିଆ ଖେଳନୋକା ଜେଳ ଡିଙ୍ଗୁ ନର- ଖେଳ ନୋକାର
ମାଛ ରଖାନି ହିତେହେ ନା ସଲିଆ ପାଟୁଲିକେ ପାଲି ଦିଲେ
ଅଭିଚାର କରା ହୁଏ ।

প্রতিবন্ধ করিতাটা আহার অনেক দিনের লেখা—
সেটা কাহারো চোখে পড়ে না স্মৃতি। তাহার জন্ম
কাহারো কাছে আজ আমাকে অবসরিষি করিতে
হয় না। সেটা ভালমান দেখি হোক এ কথা জোর
করিয়া বলিতে পারি ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধৰ্মী
লাগাইব্বর অঙ্গ সে করিতাটা লেখা হয় নাই এবং
কোনো গভীর অত্থকথা ফাঁকি দিয়া করিতাই বলিয়া
ইহার প্রাপ্তিশত তাহা নাই।

ଆମେ କଥା ହୋଇର ମଧ୍ୟେ ସେ ଏକଟା ବ୍ୟାକୁଳତା ଲମ୍ବିଯାଇଲି ମେ ନିଜେକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହିଁରେ । ଯାହାର ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାହାର ଆମ କୋଣୋ ନାମ ଫୁଲିଯା ନା ପାଇଁବା ତାହାକେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରତିବନ୍ଦିନ ଏବଂ କହିବାଛେ—

ওঁগো প্রতিখ্যান

ବୁଝି ଆମି ତୋରେ ଭାଲବାସି
ବୁଝି ଆର କ୍ରାନ୍ତେ ବାସି ନା ।

বিদেশ ক্ষেত্রস্থে সে কোনো গানের ধরনি জাপিতেছে, প্রিম্যুম হাইটে বিদেশ সমূহের স্বপ্নগুলোয় হাইটে প্রতিষ্ঠাত পাইয়া যাহার প্রতিভিন্ন আমাদের জন্মের ভিত্তে শিখা প্রেরণ করিতেছে। কোনো ব্যক্তে নব বিক্ষিণী সেই প্রতিভিন্নকেই বৃক্ষ আবহা ভালবাসি কেন না হাঁচা যে দেখা গেছে একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর একদিন সেই একই বক্ষ আমাদের সম্পত্তি মন ভল্লাইয়েছে।

এতদিন অগ্রকে কেবল বাহিরের মৃষ্টিতে দেখিয়া

ଆମିଶ୍ରାତି ଏହି ଅଞ୍ଚ ତାହାର ଏକଟା ସମ୍ପଦ ଆନନ୍ଦକାଳପ ଦେଖିତେ ପାଇ ନାହିଁ । ଏକଦିନ ହଟୀଙ୍ଗ ଆମର ଅଷ୍ଟବେଳ ଦେଇ ଏକଟା ଗତୀର କେନ୍ଦ୍ରାଳ୍ପ ହିତେ ଏକଟା ଆଲୋକରଣ୍ମି ମୁକ୍ତ ଇହିଥା ସମ୍ମତ ବିଶେଷ ଉପର ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଇ ପଡ଼ିଲା ତଥାମ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କେ ଆରା ଦେବଳ ଘଟନାକୁଝ ଓ ବସ୍ତୁଗୁରୁ କରିଯା ଦେଖା ଗେଲା ନୀ । ତାହାରେ ଆଗାମୋଦୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ଦେଖିଲାମ । ଇହା ହିନ୍ତେଇ ଏକଟା ଅହୁତି ଆମର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଆମିଶ୍ରାତିଲିଲ ଯେ, ‘ଅନ୍ତରେ କୋନ୍ତାଏକଟି ଗତୀରତମ ଶହ

ইতিহাসে দুর্বল ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিষ্ঠানিকগণে সমস্ত দেশকাল ইতিহাস প্রায়াহত হইয়া দেখাইনেই আনন্দজ্ঞাতে ফিরিয়া থাইতেছে। সেই সুবৃহৎ পরিস্থিতিতে এই প্রায় অকালে প্রায় অকালে এই প্রায়

সোন্দর্যে সিংকে দেবার দ্বৰে তাত্ত্বনহ আমদের
কলেক্ট সোন্দর্যে ব্যাকল করে। উনি যখন পূর্ণ জড়দের
উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন মেই এক আনন্দ;
শব্দার ধ্বনি মেই গানের শব্দ তাঁহাই কর্তৃ ফিরিয়া
করে তখন সে এক বিশ্বাস্ত আনন্দ। বিশ্ববির
চারাগান যখন আনন্দয় হইয়া তাঁহাই চিতে ফিরিয়া
করাইছে তখন মেইটকে আমদের চেতনার উপর
সেবা বহিয়া দাইতে মিলে আমরা আগতের মধ্য পরিষ্কারতিকে
যথ অনিচ্ছিয়ী কলে জানিতে পারি। দেখেন
শব্দাদের মেই উলঙ্কি সেইধৰনেই আমদের জীবি;
সবামে আমদের মধ্য মেই অসীরের অভিমুখীন
বানস্পত্যের টলে উক্তা হইয়া মেই দিক আপনাকে
ভাঙ্গিয়া দিতে চায়। সোন্দর্যের ব্যাকলতার ছাঁচই

ପ୍ରାଣ୍ୟ । ଯେ ହୁଏ ଅସୀମ ହିତେ ବାହିର ହଇଯା ଶୀଘ୍ରର
କେ ଆସିଲେହୁ ତାହାଇ ତଥା ତାହାଇ ମଧ୍ୟ, ତାହା
ମେଦେ ବୀର୍ଗ, ଆକାଶେ ନିର୍ମିତ, ତାହାରେ ଯେ ଅଭିଭବନ
ହେଲା ହିତେ ଅସୀମେ ବିଳେ ପ୍ରମଳ କରିଯା ଯାଇଛାହୁ
ତାହାଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାହାଇ ଆନନ୍ଦ । ତାହାକେ ଧ୍ୱାନିଶାର
ମୁଖ୍ୟ ଆମ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଯେ ଏମନ କରିଯା ସଂଚାଳିତ କରିଯା
ଥିଲା । “ଅଭିଭବନ” କବିତାର ମଧ୍ୟ ଆମର ମନେର ଏହି
ହୃଦୟଟିଟି ରଙ୍ଗକେ ଓ ଗାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହଇବାର ଚାଟେ କରିଯାଇଛେ ।
ଚାଟୋର ଫଳଟି ଶ୍ପଟ ହଇଯା ଉଠିବେ ଏମନ ଆଶ କରା ଯାଏ
କାବ୍ୟ ଚାଟୋଟାଟି ଆପନାକେ ଆପନି ଶ୍ପଟ କରିଯା
ନିନ୍ତନ ।

ଆରୋ କିଛି ଅଧିକ ସଥି ପ୍ରତିକାନ୍ଦୁତ ସଥି ଏକଟା
ଲିଖିବାଛିଲାମ, ମୋଟାର ଏକ ଅଳ୍ପ ଏଥାନେ ଉଚ୍ଚତ
ରି—

“ଜଗତେ କେହ ନାହିଁ ସବାହି ଆଶେ ମୋର”—ଓ ଏକଟା
ଶେର ବିଶେଷ ଅବଶ୍ୟା । ସଥି ଭାବୁଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜାଗାତ
ରହି ଥାଏ ବାକିରେ ଦେଇ ତଥନ ମନେ କରେ ଦେ ଦେଇ
ତ ଗଂଗାଟାକେ ଚାଯ ଦେଇନ ନବୋଦ୍ୟତ-ନତ ଶିକ୍ଷ ମନେ
ଚନେ ମହନ ତଥ ବିଶ୍ୱାସାର ତିନି ଗାଲେ ପୁରେ ମିଳେ ପାରେନ ।

२५ संख्या १

"জুনে জুনে দৃশ্যতে পাওয়া যাব। নিম্নো বধ্যবস্থ কিংচিৎ এবং
কি চাই না। তখন সেই পরিষ্যাপ্ত দৃশ্যবস্থ সর্বো
নীমা অবলম্বন করে জুন্ত এবং আগতে আরম্ভ করে।
একেবারে মস্ত অঞ্চলটা দারি করে দম্পলে কিন্তু পাওয়া
যাব না, অবশ্যে একটা ক্ষেত্রে কিছুর মধ্যে সমস্ত গ্রাম-
গুল দিয়ে নির্বিট হতে পারলে তবেই আমাদের মধ্যে
গুবেষের শিখিবারটা পাওয়া যাব। প্রভাত-স্নানীয় আমার
অস্তরপ্রতিতির প্রথম বহিশুরু উচ্চারণ, সেই অন্তে উচ্চারণে
আর কিছুমাত্র বাচ বিচার নাই।"—

অন্যম উচ্চস্তরের একটা সাধারণ ভাবের ব্যাপ্তি আনন্দ
জৰুৰে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে টেলিভিশন লইয়া
যাব—বিলের জল কুমৰে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে
চাব—তখন পূর্ণরাগ অভিহাসে পরিষগ্ন হয়। ব্রহ্মত
অভিহাসে পূর্ণরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সূর্যী। তাহা
এক ধারে সমৰ্থক না লইয়া জৰুৰ কুমৰ খেতে খেতে চাইবার
লাইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই
সমগ্রতা, সোহার মধ্যেই অসীমে প্রতিভাগে পারে।
তখন তাহার তত্ত্ব প্রত্যাক্ষ বিশেষের মধ্য পিছাই অপ্রস্তুত
অশেষের মধ্যে আপানের প্রসারণে করিয়া দে। তখন
সে যাহা পাখ তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনিস্তিষ্ঠ
ভাবাবধি নহে—পাখের সহিত এতক্ষের সহিত একাক্ষ
পিলিপ্ত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবত সৰ্বাক্ষেন সত্ত হইয়া
উঠে।

ମେହିତବ୍ୟାବୁର ଏକାଳୀତେ ଭାତ୍-ସଲିତର କିଣି-
ଶିଳିକେ "ନିର୍ଗମ" ନାମ ଦେଇଲା ହୀହାରେ । କାଣ୍ଡ, ତାହା
ଦୂରାରାଖ୍ୟ ହିତେ ସାହିରର ବିଶେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ।
ତାର ପରେ ହୁବ୍ରଚ୍ଛାତ୍ମଳୋକାଙ୍କଷରେ ସମ୍ବାଧରପଥେର ସାରୀ
ଏହି ଦୂରାରାଖ୍ୟର ମୁଲେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳେ ନାମ ହୁବ୍ରେ ଓ
ନାମ ହୁଲେ ଚିଠି ଭାବେ ବିଶେର ମିଳନ ଦିଲାହେ—ଅଥବେ
ଏହି ବୁଝିବିତ୍ତରେ ନାମ ଧାରାନ୍ତେ ଘାଟେର ଭିତର ଦିଆ
ପରିଚରେ ଧାରା ସିହିରା ଚଲିପି ନିର୍ମିତ ଆର ଏକବିନ
ଆବାର ଏକବାର ଅର୍ମି ସ୍ୟାପିର ମଧ୍ୟେ ଦିଆ ପୋଇଛି, କିନ୍ତୁ
ମେହି ସାଧି ଅନିନ୍ଦିତ ଆଭାରେ ସାଧି ନହେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ମନ୍ତ୍ରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রস্তরির সঙ্গে আমার খুব আরো একটা বিচিত্র হইয়া থাক হইয় আবার আরো।

একটা রক্তহর সমস্যার ভিত্তির মিয়া বৃক্ষস্তুতি পরিবেশে পৌঁছিছে চাহিবে। বিশেষ মাঝই জীবনে বিশেষ একটা প্রয়াই সম্পর্ক করিবে আসিয়াছে—পর্যন্ত পর্যন্ত তাহার কচ্ছতা বৃক্ষস্তুতি পরিবেশের অবস্থান করিবা পাইতে থাকে— একেও পাক্ষে হাঁটা শুরু বলিয়া আম হব কিন্তু খুঁজিয়া পেয়ে পাইতে পারি না।

ব্যথন সক্তি-সূচীত লিপিতেছিলাম তখন খুঁ খুঁ গঢ়
“বিবিধ অসম” মানে বাহির হইতেছিল। আর অভাস-
সূচীত ব্যথন লিপিতেছিলাম পিষ্ঠা তাহার ছিকু পর হইতে
ক্রিকেট গল শেখেওশলি আলোচনা নাইক এবে সংযুক্ত
হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই হই গঙ্গাশে যে প্রভে
ষ্টয়াগে তাহা পড়িয়া দেখিলেই শেখকের তিচের গতি
নির্ভুল করা কৰিন বল না।

ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ।

এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কলমা জোড়াভালার মনে উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বিদ্যা দেওয়া ও ধারণাগত সর্বশ্রদ্ধার্পক উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রস্তুতিস্থানে এই সভার উদ্বেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সই সম্বন্ধিত সভার প্রয়োকেনো অনেকে ছিল না।

ରାଜ୍ୟଶଳ ଯିତି ମହାଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଲେ ଗରିଛି ଏହି ଅପ୍ରାପ୍ତି ହିଂସା କରିଲେଣ । ତୋହାକେହି ଏହି ସଭାର ସଭାପତି କରି ହୀଲାଇଲ । ସଥି ବିଜ୍ଞାନାଶ୍ଵର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏହି ସଭାର ଆହାରା ବିବାହ ର ଜ୍ଞାନ ପେଣା, ତଥିନ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଭାଦେର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନିଶ୍ଚ ତିନି ବଳିଲେ—ଆମି ପରାମରଶ ଦିତେଛି ଆମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କୋକେ ପରିତ୍ୱାଗ କର—“ହେମ୍ବି-ଚୋରମ୍ବି”ଦେର ହେତୁ କୋନୋ କାଳ ହିଲେ ନା, କାହାରେ ମେଣ କାହାରେ ତେ ମିଳିଲେ ନା । ଏହି ପରାମରଶ ଏହି ଭାବର ଥୋଖ ଦିତେ ହିଲେ ନା । ବିଷ୍ଵବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଇଲେ, କିମ୍ବା ହାତେ ମଭାର କାହେ ମେ ପାଞ୍ଚା ଦିଲାଇଲା ତାହା ବିଲିଲେ ।

বলিতে গেলে “যে কঢ়িয়ান সভা বৈচিত্র্য ছিল, সমস্ত
জনতান।” দোষ কাম উৎকর্ষের কালের পাঠ্যপুস্তক-
খনিকাঠন সমিতির ডিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।
তাহার কাছে যেসব বই পাঠ্যনোট হাতে ডিনি সেগুলি

পেন্সিলের পথ দিয়া নেট করিয়া পড়িতেন। এক এক
বিন সেই কল কোন একটা বই উপলব্ধ করিয়া তিনি
বাংলা-ভারাইটি ও ভাস্তুত সবচেয়ে কথা কহিতেন,
ভাস্তুত আমি বিশ্বের উপকার পাইতাম। এমন অর
বিষয় ছিল যে সবচেয়ে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না
করিয়াছিলেন এবং মানবিক তাহার আলোচনাৰ বিষয়
ছিল তাহাত তিনি আজুল করিয়া বিস্তৃত করিতে পারিতেন।
যশের ফল ছিল বহুশ্রেষ্ঠ কাঁচি দিয়া ভোগ করিয়া দাবেন।
আজিও এতক্ষণ ঘূর্ণাত্মকখনী কথনে দেখা যায়, যে, যে
বাকি যদ্যপি কলম তাহার মনে ছিলে থাকে আমাই
বৃক্ষ কৃতি, কাঁচ ঘৰীতি বৃক্ষ অনাবশ্যক শোলা মাত্র।
কলম কেওচোর যদি চেতনা ধার্যি ততে লিখিতে লিখিতে
নিশ্চয় কোনু এক বিন মে মনে করিয়া বস্তি—লেখার
সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল

তথ্য দে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিচান্ডে ইহারাম কালী পঢে আর সেখকের খাতিভি উজ্জল হইয়া উঠে।
 সেই সভায় আর কেনো সভার কিছিমত মুখ্যপেক্ষ
 না করিয়া থাব একমাত্র মিত মুখ্যপেক্ষে দিয়া কাজ
 করিয়া নাই। লওয়া যাইতে হবে বৰ্তমান সাহিত্যপ্রয়বেদের
 অনেক কাজ দেবেন সেই একমাত্র বাস্তিবাটা। অনেক হৃৎ
 অঞ্চলের হইত সন্দেশ নাই।

কেবল তিনি মনুষীল লেখক ছিলেন ইইচ ভাহার
প্রধান পোর নহে। ভাহার সুর্যিতেই ভাহার মহাশয়
মেন প্রত্যক্ষ হইত। আবার মত অর্থচিনকেও তিনি
কিছুমাত্র অবস্থা ন করিয়া ভারি একটি মাধ্যমিকের
বিপুল হইয়াছিল। ভাহার আর একটা কারণ, বাংলা
ভাষার ভাহার বৈশিঞ্চ পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না এই
জন্য মেশের সর্বসাধারণের জন্মে তিনি প্রতিটা গান
করিবার স্বীকৃত গুণ নাই।

ଆମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ କି ଅହିନ୍ଦୁ

মন্তব্য কৈলে আমি অর হইতে আরোহণ শান্ত করিব।
যথাসময়ে বসিলা শান্তিভোগ করিতেছি এমন সময়ে উনিশাম্‌
তাম্‌ “আক হিন্দ কি অহিন্দ” এই প্রাণ্তর বীমাংশু উপরকে
আক-ভাসিগের মত একটা সত্তা বসিয়াছিল। আমার
মতে এই সোজা কখনোর বীমাংশু জন্ম ওকল বৃক্ষ
আঙ্গুষ্ঠরের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। সত্তা কখন
যদি বলিতে হয় তবে উহা এক প্রকার বশ মারিবেত
কামন পাত। জিজিসিত প্রাণ্তিকে উপলক্ষ করিব
আক-ভাসিগের মধ্যে দেখেক বর্ণ-বিজ্ঞানকারী বাস্তবিক্রি-
বাদের বাচ্চোভ্রম দেখিনী কল্পনান করিতেছে—সমস্ত
গোল দুই কথার মিট্টির শিখ নিমেকের মধ্যে ধূ-কে-ধূ-
অঙ্গ-কে-অঙ্গ হইতে পারে শক্ত যদি কেবল-হিন্দুদের প্রকৃত

ଅର୍ଥ ଏବଂ ତୋପରୀ କି ତାହା ଏକଟୁ ହିଲ ଚିତ୍ରେ ଭାବିଯା ଆର ମଳ ହାନେଇ ଯେ ବକମେର ଭାତିତେ ଆହେ, ମୃଗ-
ମାନିଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟେ ଲେ ବକମେର ଭାତିତେ ମଳେଟି ନାହିଁ ।

পূর্বের কালে আমাদের মেশে প্রকার্তা ছিল, আর্যাবৃত্ত ছিল, প্রকাণ্ডা ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কেবল স্থানটা হৈল হিন্দুস্থান। তাহা শব্দকার ভারতবর্ষীয়ার চক্রে দেখে নাই—কর্তব্যের পোনা নাই। পূর্বে আমাদের মেশে হিন্দুস্থান বিজিত মেমন কোনো হান ছিল না, তেমনি, হিন্দুস্থান বিজিত কোনো জাতি ছিল না, কিন্তু, কিন্তু তাহা সহেও পৃথিবীর সবচেয়ে মূলমানুষ জাতি একই জাতি। প্রাচীনী, আরবী, মণিগল, তৃকী, এইকল নাম দেশের নামা জাতি মূলমানুষ পর্যন্ত টানা আলে আটক পড়িয়ে গিয়া অর্থ পৃথিবী-জোড়া একমাত্র অধিক মূলমানুষ জাতিতে পরিষ্কত হইয়েছে। মূলমানুষের শারীরতে যথক্ষণেই জীবাতি; যা বই, কেবলমাত্রে দেশভেদে বা বশভেদে মূলমানুষের জাতিতে হব ন। আমাদের মেশের পোকেরা যদি মূলমানুষবন্ধুলৈ হইত, তাহা হইলে সেই হিসাবে মূলমানুষের আমন্ত্রিগের হিন্দু বলুক আর না বলুক জাতি-হিসাবে আমাদিগকে হিন্দু বলিত না—মূলমানুষই বলিত। মূলমানুষের যেমন আপনাদের জাতি এবং ধর্ম এই ছই পৃথক প্রেরীর পর্যার্থকে একসঙ্গে জড়াইয়া আপনাদিগকে বলেন জাতিতেও মূলমানুষ, ধর্মেও মূলমানুষ, তেমনি, আমাদের মেশের পোকেরও জাতি এবং ধর্ম একসঙ্গে জড়াইয়া এ মেশের অন্যান্যগুলিক মেটের উপরে বলেন জাতিতেও হিন্দু, ধর্মেও হিস; তা বই, হিন্দুশর্মণ এবং হিন্দুজাতির শাখা প্রশংসা বা কৃত প্রকার এবং তাহার কোনো শাখা যে কি কাব্য—এ সকল বিষয়ের খোঁস ধরব লইবার জন্য আকবর-সাহেব পূর্বের আমাদের মূলমানুষের বিষয়ে কোনো মাথ বাধা ছিল ন। মূলমানুষের প্রেরণাকৰ্তা হইলেন, তখন তাহার তাহারের আপনাদের ধর্ম ছাড়া হইবারে তাহাই হিন্দুশর্মণের প্রকৃত অর্থ।

মুসলিমানদিগের মধ্যে একটি অনঙ্গ-নাথারণ নতুন কাণ্ড
দেখিতে পাওয়া যাব এই দে, তাহারের ধর্ষণকন্ত জাতীয়
বক্ষনকে একেবারেই প্রাণ করিয়া দেলিয়া নিশ্চিত।
এটি একটি কর্ম আশ্কার্দ্ধে বিবর মহে দে, প্রবীরীর আর
কেবলমাত্র আর তিনিটি ধর্ষণের ব্যাখ্যাস্বরূপ নিশ্চিত সমাচার
অবগত ছিলেন; তাহার মধ্যে একটি ধর্ষ—জাইন ধর্ষ,
অন্য একটি ধর্ষ ইলেক্স ধর্ষ, তৃতীয় আর একটি ধর্ষ অধিঃ
উপাসনদিগের ধর্ষ, সৎকেশে—পার্শ্বধর্ষ; তা নই, ঘোষণায়

কলকাতাৰ ধৰ্মসংবলে বিশ্বেষ কিছুই আভিনন্দন না—কেবল প্ৰতিদিনৰ মনোযোগে একটা অকল্পনাকোৱালুক ধৰণৰ ইচ্ছণ যে, এদেশীৰ লোকেৰা প্ৰতিবাধুক ভিতৰ থাবাৰ কিছুই নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া দে তাহাদেৱ সেই অজ্ঞাতৰ প্ৰতিবাধন-মনসে ভাস্তবৰীয় প্ৰৱৰ্ষে অৱকল্প তথ্যৰ অৱস্থাকৌনে প্ৰত্যু হইবেন—তাহাদেৱ শাস্ত্ৰে তাহা খেয়ে না,—তাহাদেৱ শাস্ত্ৰে তাহা খাবাৰ লিখিবে ! এ একটা বিকাটোকৰ অৰু তাহাদেৱ প্ৰতিবাধনেৰ অধিবক্ষণৰ শিল্পৰীয়া ধৰ্মক্ষয় কৃতিৰেৰ অজ্ঞাতৰ দিবাৰাজি হৈ কৰিবা ইচ্ছাহৈ—তাহার নাম তনিনোই জনেৰ বৰক তথ্যৰেহাৰাৰ ! তাহার নাম পোড়ামি। সুলমান দিগ্ৰিবৰীৰা এই ভৰানক অক্ষটোৱ সমস হোগাবৰ অৰু এপল কোৱে—বাট হিলেন যে, এ মেলেৰ ধৰ্ম প্ৰতিবাধ তথ্যৰ অৱস্থাকৌন মৃত্যু ধৰ্মৰ্ত্তেৰ অৰু তাহাদেৱ তলোংৱাৰ ধৰণে পুৰুষৰেন, শতেক ইচ্ছণত বস্তৱৰেৰ ধৰণোৰ অৰু তাহাদেৱ হইয়া উঠে নাই। কাবৰী, এ মেলেৰ পোতাপৰিৰেৰ মধ্যে যাহাদাৰা ধৰ্ম-হিসাবে সুলমান হিলেন না, ঝীঁঠেন হিলেন, ইহুৰী হিলেন, পাৰ্শ্ব হিলেন, অৰ্থাৎ সুলমানৰ অধিবাসৰকৰিসেৱাৰ আনাঙুমান ধৰণথেৰে অহঘণ্হী হিলেন, স্বাহাহৈকে তাহাদেৱ মোটেও উচ্চে হিলেনমতে সংজ্ঞিত কৰিবাই কৃত হিলেন ; তাৰ হইয়ে হিলুৰ্মুখ যে কৃতপ ধৰ্ম তাহার অৰু অৰু সকলৰ কৰিবা আনিবাৰ অৰু তাহাদেৱ গৱেষণ গৰ্তে নাই।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ভারতীয়ভাষা স্বত্ত্বে
হিন্দুস্মরের নাম গড়ে ছিল না,—মুসলমান খাজারাই
ভারতসমাজবিপক্ষে মাঝেজোড় হইতে উনিজ্ঞ লাইয়া তাহা-
বিপক্ষে হিন্দুস্মরা পিলাইয়া রিষাছে; আর, সেই ক্ষেত্র
মুসলমানদের হিন্দু বলিতে যাহা বোঝে—হিন্দুস্মরে সেই
অর্থটাই এ বাক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মেলে নিরবচনে
চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনে পর্যন্ত চলিতেছে। কালোই
—হিন্দুস্মরের মুসলমানী অর্থটাই হিন্দুস্মরে প্রকৃত
অর্থ। সেই প্রকৃত অর্থটির প্রতি মুসলিম বৃহৎপাণি না
করিয়া মাঝেয়ের ঢাকা একটা মন্দক্রিয়ত যাই—হিন্দু-
সমূহে দীড় করাইয়া তাহার প্রতি বাক্যকাল বৰ্ধণ করিলে
করা হয় আর কিন্তু না—যিচামিহি কেবল আভাসের উপরে
অবে বলিয়ে, “আমরা হিন্দু নই” তবে আমাদের দে-
কখা মিথ্যা বর্থাই আর এক নাম হইয়া দাঁড়াইবে।
প্রকৃত কথা এই যে, যদেশ্বৰ ভারত প্রচলিত শব্দার্থের
পরিবর্তে নূন শব্দার্থ সঠি করিবার অধিকার বেদন
কোনো মেলের কোনো বক্তৃতাই নাই, তেমনি, কেবল-
মাত্র গাহের গোষে এ মেলের ভাবার একটিও কোনো
শব্দের প্রচলিত অর্থ উন্টাইয়া দিয়া মেলেটি নূন অবে-
বাক্যাবল করিবার অধিকার এ মেলের কোন বক্তৃতাই
নাই। তাঁর সাক্ষী—ঘট শব্দকে কলম-অর্থে বাক্যাবল
করিবার অধিকার, কিন্তু গাহ শব্দকে বোঝা-অর্থে বাক্য-
হার করিবার অধিকার, এ মেলের মহাবেশপ্রাপ্তির বিজ্ঞ-
বাণিশেষেও নাই। যদি কোনো শৃঙ্খলার সেৱ

কোনো বিবরণে সাক্ষাৎ প্রদান উপলক্ষে বিচারবলের আছাত হইয়া বিচারপতির সম্মুখে হল্প-করিয়া বলে যে, “আমি কোনো পুরুষের শাস্তিপ্রবাসী নহি”; আর, তাহা তনিয়া বিগকরে ব্যবিধাই শব্দে তাহার প্রতি চৃষ্ট রাজাত্মকা বলেন যে, “তোমার পাদা প্রতিবাসীরা এইমতি বলিল যে, তোমার পিতা শাস্তিপ্রবাসী, তোমার পিতামত শাস্তি-প্রবাসী, আর, তুমি অবশেষে শাস্তিপ্রব হইতে একপদম দ্বোধাও নড়ো না”; একল ঘলে, তুমি এই প্রকট দিবা-লোকে সচার যথার্থে কেন্দ্ৰ জগতের দলিতেছ যে, “আমি শাস্তিপ্রবাসী নহি?”. ইহার উভয়ে যদি শাস্তি-প্রবে লোকটি বলে যে, “আমি দেহান্তে বাস কৰি তাহা হইলে, কিপক ব্যক্তিতে হান তাহা আর কি বলিব! তাহার বিশ্বোবাসৰ মধ্যে শপথকর নামসকলে নাই!”. তাহা প্রতিক্রিয়া আনো! আমাৰ চারিবিংশে দেশ-হৃষ লোকেৱা কেহ বা অবিচ্ছিন্ন পিতৃতা, কেহ বা অবিচ্ছিন্ন বিভাস্তা, কেহ বা যাম্বল মোকদ্দমাৰ পিতৃতা। ইহা প্রায়ক দেবিতাণাও য-লোকে তাহাকে বলে শাস্তিপ্র, সেই লোকই নিখার-কৌশের অপরাধে রাজচিহনে মণোন্বিষ। আমি যাহা প্রায়ত বলিয়া জানি তাহাই বলি। আমি আমাৰ বাস-নামকে শাস্তিপ্র না বলিয়া প্রতিপ্র বলি। এখনও আমি এই প্রকট দিবালোকে সৰ্বসমক্ষে মৃক্ষকঠে বলিতছি যে, আমাৰ বাসহান কোনো হিসাবেই শাস্তিপ্র নহে, উত্তোলণ আমি শাস্তিপ্রবাসী নহি!”. বিচারপতি নিজি অব্যাক্ত! থুব সৰু যে, দুমান বিচারপতি লোক-দেহে অতি কোনো গাদাম না দিয়া বহুম্বুদ্ধের বা আলি-দেরে গোদান-বিলোবের বক্সের হত্যে সৰ্বসম কাৰণতে বেশে প্রদান কৰিবেন! এ যেমন দেখা পেল, তেহেনি—সুন্মুখের প্রচলিত অৰ্থ অৰুদেৱাৰে আৰি যখন সত্ত্ব সত্ত্বাই সু, তৰন, আমাৰ নিবেৰে অধিখান-মতে আমি যদি লে যে “আমি হিন্দু নহি”, তবে আমাৰ সে কথা একটা পঞ্জেলৰ কথা যিকি আৰি কিছু হইতে পারে না। বৰ্তন স্থলে বেশী তৰ্ক বিকৰে প্ৰয়োজন নাই—সহজ কৃত আৰমাৰ সহজেই বুৰিতে পাৰি যে, এটা থবন হিৰ ইলু-পৰ যেমন ইয়োৱি পৰ—হিস্তুলৈ তেজিন সহজেই পৰ; আৰা এটোও বলন কাৰাহোৰে অবিবিত নাই যে, এই মূলমানী শব্দেৰ মূলমানী অৰ্থ টাই মূলমানেৰ আৰম্ভ হইতে এ বাবকলৈ পৰ্যন্ত আমাৰে মেশে অকৃত ভাবে তিলিয়া আসিবেক, তখনে আৰ অৰ্থ টাই মূলমানী অৰ্থ কোনো অৰ্থে হিস্তুলৈৰ যথবৰ অভিবেক কলেৰ লেখাপন্থক-জনান লোকেৰ পক্ষে নিভাস্তই একটা বিস্মৃত ব্যাপৰ হৈছ বলা বাহ্য। এখন বিজ্ঞাপ্ত এই যে, সে অৰ্থ টাই কি? সে অৰ্থ টাই কি, তাৰাৰ কতক দ্বিতীয় আভাস বাধিব আৰি ইতিপৰ্যন্তে গ্ৰহণক্ষমে জাগৰ কৰিবলৈ জটি কৰি নাই, দ্বাধি তাহার স্থপক বৃত্তান্ত পৰি কৰিয়া পুলিয়া বলা আৰুক বিচেলনাৰ তাহার একমে ঢেঁচ দেখা যাইতেছে; অতএব অণিধান কৰোঁক হোঁক:—

সৌভাগ্য, ভাল, কোল, ধাপিয়া, কুলী অগ্রহত বহু অভিরূপ, এমন কি—কত পৰিবাসে মনেৰাও, ভাৰতবাসী হইতে ভাৰতবাসী নহে; কেননা উভয়েৰ বাসহানে লোকালয় হাতুড়ীয়া অৰেকে দূৰে—চৰ্ম অৰোগ, অনুকূল প্ৰাপ্তি, হৰাচৰণ পৰমত অকলে, অধ্যা-বৰ্ষা এবং ভাৰতেৰ মাঝামাঝি অৰ্হতাৰ সীমান্ত-অবেশে। এই জন শৰীৰেৰ অস্ত্রপ্রাত্মেৰ নিৰ্বাচন-কলা, আঁচিল, আৰু, প্ৰতি বৰে উপস্থৰণলা দেবন পৰ্যন্তৰেৰ মধ্যেই নহে, তেমনি, ভাৰতবাসীনিগৰেৰ ধৰ্মৰূপিত, আৰম্ভৰূপিত, ভাৰ্যাপৰ্যট, বা, আচাৰ-বাসহাৰ-বৰ্তীত-নোটী-ধৰ্মটি কোনো পৰাকাৰ অতিথাসিক বৃত্তান্তেৰ আলোচনাকলে উল্লিখিত বচাতিৰাৰ ধৰ্মৰ্যেৰ মধ্যেই নহে। এইকল বিবেচনায় যদি একসকল বৃত্তান্তিকে গণনাৰ মধ্য হইতে বহিতৃত কৰিয়া দেওয়া যাব, তবে হিস্তুলৈৰ প্ৰকল্প অৰ্থ যাহা মূলমানীনিগৰেৰ আৰম্ভ হইতে এ বাবকলৈ পৰ্যন্ত আমাৰেৰ মেশে নিবেশনজ্যে তিলিয়া আসিবেকে তাহা কাৰ্য্যত: (অৰ্থাৎ practically) যিকিৰ নীচাহীয়াছে একেকল :—যাহাৰা দেশ-বিশ্বাসী এ মেশ এবং বৰ্ষ বেগে মূলমানী নহে, ঝীঝোল নহে, ইহোণ নহে, পাৰ্শ্বী নহে, (অৰ্থাৎ মূলমানীনিগৰেৰ পৰিচত-পূৰ্ব কোনো প্ৰকাৰ ধৰ্ম পৰ্যটক নহে), সকলেই তাহারা মেটেৰে উপৰে হিস্তুলৈৰ অভিবেক।

এছলে আৰুকটি কথা বিবেচা এই যে ইংৰাজী

२५ मे १९६८]

ଆକ୍ଷମିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ କି ଅହିନ୍ଦୁ

বেদন জাতিতে হৈবৰা—ধৰ্ম শৈলোন, মূলমানের সেক্ষণ ধৰে একপ্রেছীকৃত এবং জাতিতে আৰ এক শ্ৰেণীকৃত নহে; মূলমানেৱাৰ ধৰ্মেও মূলমান জাতিতেও মূলমান। যাহাৰ কৃষ্ণ হুলুৰ্বৰ, তাহাৰ কৰে সহজ হুলুৰ্বৰ; শাকাৰ সুৰ্খ তিক, তাহাৰ সুখ সহজ তিক;—অতএব মূলমানেৱাৰ আপনানোৱা বেদন জাতিতেও মূলমান, ধৰ্মেও মূলমান, তেমনি, তাহাদেৱ কৰে এ দেশেৱ লোকোৱাও জাতিতেও হিন্দু এবং ধৰ্মৰেও হিন্দু হইবে, তাহা কৃষ্ণ পৰিচয় নহে। এখনে হইত বিৰ প্ৰথা:—

‘ধৰ্ম ঝুকাৰ এই মে, এ দেশৰ মদৰ প্ৰচলিত বে কোৱাৰ ধৰ্ম ইকুন কেন-তা’ দে শাকুৰধৰ্ম হোক, বৈকুণ্ঠধৰ্ম হোক, আৰ আগ্ৰহধৰ্ম হোক—সে ধৰ্ম পৰি মূলমানেৱাৰ শৈলোন হৈযোৰ এবং পৌৰী এই চাৰিটি মূলমান-জাতিত ধৰ্মে কোনোটি না হৰ, তবে মূলমান-দিগেৰ শাখাৰ তাহারটি না হৰ, তবে মূলমান-

বেদিকৃতিৎ ধৰ্মই হিন্দুধৰ্ম কেন না তোকুত্বধৰ্ম নিতাবৰ্তী অবৈধিক; বলিতে পারিবেন না যে, তাত্ত্বিকধৰ্মই হিন্দুধৰ্ম মে হৈতু তাত্ত্বিকধৰ্ম নিতাবৰ্তী অবৈধিক; বলিতে পারিবেন না যে, পোৱালিকধৰ্মই হিন্দুধৰ্ম, কেন না পোৱালিকধৰ্মে এম অনেক কথা আছে যাবা বেদিকৃত—বেদন উভা (বিনি ব্ৰহ্মিতাৰ আৰেক নাম) তিনি লিঙ্গহীনীৰ দশকুৰী; বিনু তৰেৱ ত্ৰিকুল হইয়া জৰিয়াছিলেন; এই সকল অবৈধিক কথা। বলিতে পারিবেন না যে, তাত্ত্বিক-ধৰ্মই বলে, পোৱালিকধৰ্মই বলে, আৰ বৈৰিকধৰ্মই বলে, সহজ হিন্দুধৰ্ম; কেন না ও তিনি ধৰ্ম মে, পৰম্পৰাৰ বিবোৰা হৈয়া কাহারো অৰোপৰ কৰিবাৰ কোৱা নাই। ইহার স্থাৱ পৰি কি হইতে পাৰে যে, ধৰ্ম স্থকে হিন্দুধৰ্ম নিতাবৰ্তী অক্ষয় বাক।

এখন ইহা কাহাদো বৃক্ষত বিলম্ব হইবে না যে, ব্ৰহ্মতাৰ্মসেৰ উপাখণ্ট প্ৰাণীট এক মুহূৰ্তে মৌলাম-

বিভিন্ন ভাষার এই যে, আমাদের মনের কোমিশনের মধ্যে যে-কোনো বাকি প্রকল্প না-সম্বলম্বন না-ঝীঁটান না-ইচীড়ী না-পার্স-গ্ৰেইভ কোনো অকার ধৰ্মে দীক্ষিত-সম্বলম্বনবিশেষ খালে তিনি ধৰ্মে হিন্দু, আতিতেও ছিল।

অবৈই হইতেছে যে, দিশুশূলক কেবল শেখহিসাবেই ভাবনাটক (অর্থ-এ conveying a positive meaning); তা বই, ধৰ্ম-বা-জাতি স্থিতে তাহা অভাব নাই (অবাব-বা-অভাব অর্থ-এ negative meaning)।

করিবা পিতে পারিবা মতো কঠিপাথৰ বলি কোনো থাকে, তবে তাহা হিন্দুশব্দের উপরি-উজ্জ প্ৰকল্প অৰ্থতি। ঐ প্ৰকল্প অৰ্থতি—কোনু আতি হিন্দু, কোনু আতি তিনু নহে, এটাৰও বেচন; আৰ, কোনু ধৰ্ম বিশুদ্ধ এবং কোনু ধৰ্ম হিন্দুৰ নহে, এটাৰও বেচন; —হয়েৱই কঠিপাথৰ। এ কঠিপাথৰটকে এদি কাজে আগোছাই উহার শুণাশুণ ঘৰতে প্ৰেথিত হইয়া কৰ, তবে তোমাৰ কঠ পদবীৰ প্ৰৱোদন নাই —এখনি আমি তোমাকে তাহা প্ৰেথিত কৰিব। অসম প্ৰদেশৰ প্ৰেথিত পথে—

বাক (অর্থাৎ conveying a negative meaning)।
 ত'র সাক্ষী—এ মেলে লোকদেরে বিরু তাহারের দ্বাৰা
 সম্প্ৰদায়ের মহাশয়ী ধৰ্মের প্ৰকৃত কথাটিৰ মহাচার
 কিংজীস কৰা যাব ততে শাক্তৰা বলিবেন যে, শক্তিৰ
 উপায়নাই শাক্তবৰ্ণৰ সাম কথা, বৈকুণ্ঠেৰ
 যে, বৃক্ষবনবিহুৰী রাধাকৃষ্ণৰ উপায়নাই বৈকুণ্ঠবৰ্ণৰ
 সাম কথা, তৈরোৱা বলিবেন যে, অহিংসাই জৈনবৰ্ণৰ
 সাম কথা, আৰোৱা বলিবেন যে, স্বীরোপানামাই রাজবৰ্ণৰ
 সাম কথা; —ইহারে একস্কল কথাগুলি আৰ্বাচক
 তাহা দেখিতেই পাওৰা থাইতেছে। পক্ষাবৰ্তে, যিৰ
 কোনো নথ হিন্দুস্কৌক হিন্দুধৰ্মেৰ প্ৰকৃত কথাটিৰ মহাচার
 কিংজীস কৰা যাব, ততে তিনি বলিবেন পাৰিবেন ন যে, যে

[কিঞ্চিতপৰে হৈল পুঁতেৰ হই নাম; এক পুঁতেৰ
 নাম তাৰ-পুঁতি, আৰেক পুঁতেৰ নাম অভাৱ-পুঁতি। হই
 পুঁতেৰ নিকৰ-বৰাহাই পৰীক্ষিত্বা।]

(৩) তাৰপুঁতেৰ নিকৰাক।
 বৈকুণ্ঠ, শাক্ত, আৰ্ক, শিখ, বৈৰে, স্বাহাই এমেশৈ।
 (৪) অভাৱপুঁতেৰ নিকৰাক।
 ধৰ্মবিহুয়ে, বৈকুণ্ঠ সম্প্ৰদায়েৰ লোকেৱা না-মুসল-
 মান, না-জীটান, না-ইষ্টো, না-গোৱা।
 (৫) অক্তএব
 বৈকুণ্ঠ সম্প্ৰদায়েৰ লোকেৱা আৰ্তিতেও হিন্দু, ধৰ্মেও
 হিন্দু।

[কঠিপাথরের ছই পুঁতির ছই নাম ; এক পুঁতির
-পঁতি, আরেক পুঁতির নাম অভাৰ-পঁতি। ছই
কু-ৰেখাতি পৰীক্ষিতবা ।]

(१) भावपृष्ठेर निकाल ।

(২) অভাবপৃষ্ঠের নিকবাক।

(৩) অতএব

ବାହି ସମ୍ପଦାରେର ଲୋକେରା ଆୟତିତେଷ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମେ

ଅଶ୍ରୋତସ ।

নৰকিশোৱা থাব্বি।—তুমই বিজেতা সে, পিতৃবৰা
হিলু। পিতৃবৰা আপনাবো তো তা বলে না। কেননো
পিতৃকে তাহার ধৰ্মবিবরের বা আত্ম বিবরের পরিচয়
জিজ্ঞাসা কৰিলে তুমই সে বলে “আমি শিখ”; বলে
না “আমি হিন্দু”।

বাস প্রতিনিধি হইলে, তৈমন ন্যায়বিদ্যাট কোভিন্ডের
স্বৈরে মধ্যে আভিন্নতাক হিসু শক্তি অঙ্গীরামে
হচ্ছে। আবার কাঠের মধ্য হইতে এগুলি প্রথমটিকে
প্রকাতে টিনিয়া বাহির করিলে কাঠখনার মধ্যে রক্ষণাবেক
হইলে, তেমনি, আভিন্নতাক হিসু শক্তির স্থূল উদ্বোধ
করিলে বৈকাশির বিশেষগুলিই ভাবাত্মক ঘটনা হোল্ড।
এখন বলিলেই মেমন চৃত্তপুর অধ্য বুধার, তেমনি, বৈকাশ
বলিলেই হিসু বৈকাশ বুধার। কিন্তু তাহা সহজেও একজন
বৈকাশির যদি বলেন যে, “আমি অসূক হাসে একটা
চৃত্তপুর অধ্য দেবিয়াছি” তবে তাহাতে বুধাইয়ে এই যে,
মেমন তিনি চৃত্তপুর ছান্না আর কোনো প্রকার অধ্য
বুধার কোথাও দেবিয়াছেন। এই জন বৈকাশির
বৈকাশির দিবার সময় হইতেকেরা বলে তথ্য, “আমি ইসু লিন-
জান, বলে না ‘আমি কোথির ইসু লিনব্যাসী’; যতকে

यं संख्या)

आक्ष इन्द्र कि अहिन्द्र

যে, এবং বন্ধুদেশের মাঝারিঃস্থানের মনের সুন্দরকের অভিযান। তাহা সহেও তুমি যদি আবৃত্তকে অভ্যন্তরে ইচ্ছা কর, অথবা সংগ্রহ এ মৈশী পর্যটকে ইচ্ছা কর, তবে ক্ষণিকিত্ব-গ্রহে এমন কেন্দ্রে আইন আভিভূত লিপিবদ্ধ হয় নাই যে, উত্তপ্ত একটা অক্ষমিয়া কথা বলিলে তোমাকে কেনো শুকার অপরাধের মানে পড়িতে হচ্ছে।

নব শাস্তি।—কেনো মনের পূর্ণ প্রমুখেরা যদি হচ্ছে তিনি শক্তিশালী ধর্মাচার প্রত্যামনী হয়।

অসুস্থ। তাহা যে অসুস্থ তাহার অমৃশ হই যে কেনো সংবাদপত্রের সম্পাদককে ধরি জিঞ্চাস করা যাব যে “হিন্দুমুগ্রের মধ্যে কেনু সাতি সর্বকেপকা বাণিজ্য বাসনারে পোর্ট” ? তবে তিনি তৎক্ষণাত্ব বলিবেন “মাহোরাসি জাতি”। পূর্ব হইতে যদি তাহার মনে একপ একটা ধারণা পূর্ণতা হয়ে জৈনেরা হিন্দু নহে, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রত্যটির উত্তর ধিতেন এইজপ যে, বাণিজ্য বাসনারে উত্তোলিত জাতি হিন্দুমুগ্রের মধ্যে কোথাও গ’জিবা পাওয়া যাব না।

শতাব্দীকর।—অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার মতে
তাহাকে এদেশী বলা উচিত। বিগত শতাব্দীর একজন
টোলের স্থানস্থ ধরন বলিয়াছিলেন যে—

“କଲାବୁ ବୁଲନ ସମ୍ପଦ ଦୀଙ୍ଗାଇବା ସୁଟୋ ନାହେ ? ।”

তখন তাঁর মুখে বলিষ্ঠ উষা বিলক্ষণই শোঁ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া ওপৰ ধৰ্মচার কৃতক তোমার অসমৰ আবি-এ এম-এ ছাত্রবৰ্ষের মধ্যে শোঁ পার না।

পৰমা জেলার মূলভূমিসিদ্ধির ভাই এমদলি মুলভূমি হব।
সত্তা কি মিথ্যা—কঠিপাখারে পরীক্ষা কৰিব। দেখিলেই হব।
অতএব মধ্যে :—

(১) স্বার্পণের নিয়মাবলী

ধৰিয়া চট্টগ্ৰামে বাস কৱিতেছে, তোমাৰ ও কথা যদি মতা
মুসলমান মুসান্ট ডাহা এছে

হয়, তবে বর্তমান শতাব্দীতে চট্টগ্রাম মধ্যে গিল সিল করিত।
কেন আ কাঞ্চুরের পিচাটি মাঝ আকাশের ওপরে আমাদের
এই বস্তি মিথ্যাট্টো মখদুমাতে ছলাপ ছট্টা গিয়াছে

(২) অভ্যন্তরীণ নিবারণ।
মুসলমান সজ্জানট ধর্মস্থিতিতে মুসলমান নহে, ইংল্যান
নহে, টেক্সান নহে, পার্সি নহে।

ହେଉ କମଳରେ ଆଜାନ କଥା । ଓ ସକଳ କାଳତୋ ଝୁଟୁଟୁରେ
ଅଭାଗିନୀ ନା କରିଯା ଫୁଲ ସିଦ୍ଧ ତୋରାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସତି
ଏହାଟେ ନରଜନ ଆହାର ନିକଟେ ଖଣିତ ହେବା କର, ତଥା
ଆମି ବଳି ଏହି ଯେ, ବୋକ୍ଷେବ ସିଦ୍ଧ ମଗନିଶେର ତାର ଏବେ
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତମେର ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଶୌକାଙ୍ଗ ପ୍ରସେର ଲୋକ ନା
ହେବା ଜୈନମିଶେର ତାର ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ଷେ ଏଦେଶୀ ହେବେଳେ, ତାହା
ହେଲେ ଅର୍ପିବେଳେ ବେମନ ଲୋକରେ ନିକଟେ ହିନ୍ଦୁ
ବଲିଲା ପରିଗମିତ ହନ, ତୁରାହାଓ ତେବେଳି ହିନ୍ଦୁ ବଲିଲା
ପରିଗମିତ ହେବେଳ ତାହାଟେ ଆର ନମ୍ବେହମାନ ନାହିଁ ।

ନବ ଶାରୀ ।—ଜୈନେରା ସେ ଲୋକରେ ନିକଟେ ହିନ୍ଦୁ ବଣିଷ୍ଠ ପରିଗମିତ ହୁଏ, ଏ ବିଷଟେ ତୋମାର ମନୋହ ନା ଧାରିକିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର ଖୁବି ହୁଏ ମନୋହ ଆହେ ।

সত্ত্বকষ্ট।—মে বিয়োর সন্দেহ তোমার খুবই আছে, তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি; কিন্তু মেই সন্তে এটা ও দেখিতে পাইতেছি যে, ও তোমার সন্দেহ নিষ্পত্তি

ক। তাহা যে অস্বীকৃত তাহার প্রমাণ এই যে কোনো
ব্যবস্থার মধ্যে কোনো আভি সর্বশেষে বাণিজ্য ব্যবসায়ে
নির্মিগের মধ্যে কোনো আভি সর্বশেষে বাণিজ্য ব্যবসায়ে
?" তবে তিনি ভঙ্গপাণি বলিবেন "আভোয়ারি আভি।"
ইহলেই দ্বিতীয় তাহার মনে একটা ধারণা ধারিব
জৈনেরা হিসু নহে, তাহা ইহলেই তিনি এই প্রশ্নটির উত্তৰ
তন এইপ্রয়ে দে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে উচ্চশিল্প আভি হিসু
গুরু হোৱা কোথাও খুঁজিব পাওৱা বাব না।

নব শারী—ও সকল কথা বাঢ়! এখন একটা
জৈনের কথা তোমাকে বিজ্ঞান করিঃ—একজন মুসলমান
আঝ হয়, তবে তাহাকে হিসু বলা সূচিত হইবে?
সত্যজ্ঞানে—পূর্বে সূচিত হইবে এম্বে মুসলমানট
জৈনেরা মুসলমানদিগের তাঙু হোলী মুসলমান হ।
কি বিদ্যা—কঠিপাথের পৰীক্ষা করিয়া দেখিলেই হয়।

তবে মথে :-

(১) ভাবপূর্ণের নিকবাহ।

মুসলমান সত্যান্ত ভাই হোলী।

(২) অভাবপূর্ণের নিকবাহ।

মুসলমান সত্যান্ত ধৰ্মবিহুরে মুসলমান নহে, আঁটান
, ইহলী নহে, পৰ্যান নহে।

(৩) অতএব

মুসলমান সত্যান্ত ধৰ্মে হিসু আভিভোগ হিসু।
অত্যন্তাত্ত্ব, চৈতন্য হাম্বাপ্রভুর পদার্থকৃত দৈক্ষব
ব্যবসায়সহন হইবাম বাবারি হিসু কি অহিসু, তাহা
জানিতে ইচ্ছা কৰ, তবে বিজ্ঞান বিবাহটির সত্যান্ত
গুণের পৰীক্ষা করিয়া দেখিলেই অক্ষত বৃত্তান্তটি
বাব নিকটে তাক ধৰিবে না। অতএব মথে :-

(৪) ভাবপূর্ণের নিকবাহ।

চৈতন্য হাম্বাপ্রভুর পদার্থকৃত হইবাম নামক মুসলমান-
নাটি ভাই হোলী।

(৫) অভাবপূর্ণের নিকবাহ।

ধৰ্মবিহুরে হইবাম বাবারি মুসলমান নহেন, আঁটান
ন, ইহলী নহেন, পৰ্যান নহেন।

(৬) অভিব্ৰ

বৈকৃত মুসলমান-সত্যান্ত ধৰ্মে হিসু, আভিভোগ হিসু।

ফলেও এইকপ দেখা যাব যে, হরিপুর বাবাজির বৈষ্ণব-সম্পদাবের হিন্দুসিদ্ধের মধ্যে হিন্দু বলিয়া পরিগ্ৰহীত হইয়াছিলেন।

পক্ষপন্থের মার্কিন দৈশীয় ধৰ্মযাজক পার্কার—মামে আপন না ছেন—কাবে তাঙ্গাসিদ্ধের আদৰ্শ স্থানীয় দেখা আপন ছিলেন তাহাতে সনেচনাত নাই। কিন্তু তাহা সবেও কঠিপাথের পোকায় কৱিয়া দেখিলেও প্রকাশ পাইবে যে, তিনি আতিতেও হিন্দু নহেন, ধৰ্মেও হিন্দু নহেন। তার সাক্ষী :—

ভাবপূর্ণের নিক্ষেপ।

পার্কার মার্কিন দৈশীয় অতএব তিনি ধৰ্মেও হিন্দু নহেন, আতিতেও হিন্দু নহেন।

অগ্রোধের এই পৰ্যায়ই ঘটেছে ; এক্ষেত্রে তাঙ্গাসিদ্ধের অতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাহারা মিছাবিছি বাতাসের সহিত যুক্তিগ্রহে অনুবন না হইয়া সকল দেশের সকল জাতির সকল সম্পদাবের উচ্চেষ্টীর সামগ্রে যাবা কৱিয়া থাকেন তাহাই কৰন—অথবের রিপগ্রামের সহিত যুক্ত প্রযুক্ত হউন—এবং দ্বিতীয়প্রমাণে অযুক্ত হইয়া তাপন নামের সার্বক্ষণ্য সম্পদেন কৰন—; তাহা হইলে আমাদের দেশে সত্তা এবং মনসের দ্বাৰা আপন হইতেই উদ্বাটিত হইয়া যাইবে, এবং দ্বিতীয়ের আঙ্গীকার আমাদের স্বত্তের উপরে বৰ্তিত হইয়া আমাদের সময় ছাঁথ দূৰ কৱিয়া দিবে।

আবিষ্বেন্দনাথ ঠাকুৰ।

মধ্যসুগের ভাৱতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere's ফণাসী গাই হইতে)

২

সামুদ্র্যতের কঠকগুলি সাধারণ লক্ষণ—আপ্র-অভিত্ত-তত্ত্ব—
ভূমিৰ অধিবাদী—ভাবতীয় সামুদ্র্যত—উচ্চায়িতের অধ্যয়ন—
ভাৱতীয় সামুদ্র্যের মধ্যে অবৈকাক্ত।—কি কাবে সামুদ্র্যত ভাৱতীয়
সামুদ্র্যকে কঠিপৰিত কৱিয়া পাইবে নাই।—তাঙ্গাসিদ্ধের তাজা ও
বৰ্তিতেও সামুদ্র্যকে কৱিয়া কৱে।

মধ্যসুগের ভাৱতীয় সভ্যতাৰ অহুশীলন কৱিতে হইলে
আপন একটি উপন্যাসের প্রতি লক্ষ কৱা আবশ্যিক।—
মেট সামুদ্র্যত।



হইয়া কঠকগুলি যুক্ত দেখো নিভত হয়। কিন্তু এই-
সকল দাতোৱ বাজাসিদ্ধের অনিষ্টিত অসীম প্ৰেৰণ
ছিল। শাস্তি: তাজাই ভূমিৰ প্ৰকৃত অধিবাদী ; তবে
বাজাকে বাজায় দিয়া, প্ৰাণবিশেৰ, বৰ্মবিশেৰ, বাবদাহী-
মংলৌবিশেৰ অথবা বৎসবিশেৰ ত্ৰি ভূমিৰ উপন্যাস ভোগ
কৱিতে পাৰিত। টাহাৰ বিপৰীতে, একাধৰ শতাব্দী
হইতে সামুদ্র্যতে অসুচু ত পদমৰ্যাদাৰ মোগোন-পৰশ্পৰা
ও আইগীবদাৰী স্বৰাধিকাৰেৰ প্ৰথা পৰিলক্ষিত হয়।
ইংৰাজৰে ভাৱতবিজ্ঞ পৰ্যাপ্ত, এইকপ পদমৰ্যাদাৰ পৰ্যাপ্ত
ও আইগীবদাৰী স্বৰাধিকাৰপ্ৰথা বজাৰ ছিল। এখনও
ৱাজপুতানায়, এবং অমোধা, পঞ্জাৰ, সিঙ্গু ও কাৰিয়াবারেৰ
কোন কোন অকলে এই প্ৰথা প্ৰচলিত আছে।

০°

বিভিৰ অভীত যুগে ও বিভিৰ দ্বিদেশে সামুদ্র্যত
আপিভৃত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যাব। সৰ্বতৰী, আশৰ-
আশ্রিতসদৃশুলক সামাজিক গঠনটী তাহার আদিম
লক্ষণ। এজন মহুয়া আৰ একজন মহুয়াকে থকীৰ
অসুচু ও স্বকীয় সৰ্দীৰ বলিয়া থীকীৰ কৱে;
ইহাৰ বিনামূলে মেষ একটি কোন সম্পত্তিৰ উপন্যাস ভোগ
কৱিবৰ অধিকাৰ মেষ অবীনজনকে প্ৰদান কৱে, এবং
মে তাহা নিষঙ্গভাৱে ভোগ কৱিতে পাইবে এইকপ
তাহার নিষ্ঠট অসীকাৰ কৱে। সে সম্পত্তি গো-
মেধাদি হইতেও পাৰে,—হৈম, আইগীবদাৰীৰেৰ মধ্যে ও
ভূক্তিগ্রহেৰ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাব। অনেক স্থলে ইহা
ভূম্পন্তি ; কথমবা ইহা চুক্তিকাৰী প্ৰজাৰ সহিত বন্দো-
বন্ধ-কৰা ভূমি ; চুক্তিকাৰী প্ৰজা, আবশ্যকতাৰ উপায়ীৰেৰ
পাদীন ভূমি অপেক্ষা, অসুচু আশৰিত ও সৰক্ষিত ভাইপিৰ
ভূমিই অধিক পছন্দ কৱে।

যে দেশে সামুদ্র্যত পৰিপন্থ হইয়া উঠে, সেখনে
আৰ একটি লক্ষণ প্ৰকাৰ পাব। ভূমিৰ স্বৰাধিকাৰেৰ
সহিত স্বামৈবেৰ অধিকাৰ আসিয়া পড়ে। অধীনশ্ব প্ৰজাৰ
নিষ্ঠট হইতে ভুক্তি দেখা হইয়া প্ৰাপ্তি। কিন্তু
আবাৰ মেষ প্ৰজাৰ ভূমিতে মেষ প্ৰজা হৃষ্মাৰি, সেখনে
তাহাৰ সম্পূৰ্ণ অধিগতা। পাৰে, এই সামুদ্র্যতেৰ আৰ-
বিকাশ হইতে অজ্ঞাত পৰিগমণ সমুংগ্ৰহ হয় ;—ৱাজোৱা

ঝৰ।

শ্ৰীমতী হৃষ্মাতা রাও কৃতক অক্ষিত চিৰ হইতে শিৰীৰ অহমতি অহুসারে।

বিশেষ কার্যা বংশজনক হইয়া পড়ে, যাকি-
বিশেষের পদবীয়ানা অন্তর্ভুক্ত হয়, কেবল ভূমিসংলগ্ন
পদবীয়ানাই রাখিয়া যায়। বে-কেহ ক্ষিমৎপং ভূমি রাখিতে
পারে, সেই ভূমিসংক্রান্ত পদবীয়ানারও অধিকারী
হয়। যাহার অধিকারে কেবল ভূমি নাই, ভূমিই তাহার
অধিকারী হইয়া দাওয়া, ভূমিই তাহাকে পেষণ করে—
সে ভূমিরই বাস (serf), ভূমিরই মুক্ত হইয়া পড়ে।

সামৰ্থ্যের একমাত্র দেশে—অরাজকতা। যে জন-
সমাজের অবনভিত্তিক বা ব্যৱচিত পরিস্থিত নহে,
সেই জনসমাজে স্বত্বাবত্ত্ব অব্যাকৃত উপস্থিত হয়। বেশপ
অভিভাবকে আপ্রয়াত্তিত্বে সেইজন্ম অবনভিত্তিক
সমাজে সর্বজ্ঞানী অধিকারীসহ পরিলক্ষিত হয়; কেবলমাত্র
বাজারগৃহালুক ভূমিষ্ঠের ধারণা কেবল উত্তৰণ অন-
সমাজের মধ্যেই বিষয়মান। তাই শোশণ ও ল্যাটিন দেশ-
গুলি বাস্তীত আর কোথাও সামৰ্থ্য সম্পূর্ণে প্রতিষ্ঠিত
হয় নাই। ইহার কারণ কি?—কারণ,—কেবল গৌ-
ল্যাটিনদিগের মধ্যেই ভৌমিক স্থানের স্বত্বে একটা সুস্থিত
ধারণা পরিষৃষ্ট হয়। প্রতিস্থানিক্যের পূর্বেও উহাদের এই
ধারণা বিষয়মান ছিল। উহাদের মেঝে পারিবারিক সমন-
প্রাণী, উহাদের মেঝে পারিবোরিক জীবনে বিশ্বাস,
তাহাতে স্বত্বী বংশধর ব্যাতীত আর বেছই পূর্বসূর্যদিগের
সমাধিমন্দিরের নিকটে গোলে পৃথিবীনকে অপব্রিত করা হয়
এইজীব উহারা মনে করিত। যদে অস্থাবর সম্পত্তিশূলক
ব্যাপিকারের কেবল ধারণা ছিল না তবেও যে ভূমিতে
মৃত্যু কবরহ হইত, সেই ভূমিসংক্রান্ত স্থানিষ্ঠের ধারণা
গুরুত্ব ও ল্যাটিনদিগের মধ্যে বিষয়মান ছিল। শুধু
শব্দ-বেছের পরিচ্ছবি অপহরণ করা অধিকারের মধ্যে
গণ্য হইত, কিন্তু তাহার সামৰ্থ্যাদানে অনধিকারের প্রেল করা
অসমাদের মধ্যে ধর্তব্য ছিল। ভূমিষ্ঠকারের ধারণা
ও ভূমিষ্ঠের ধারণা—এই ছুরের মধ্যে যে কোন গভীরে
আছে তাহা ল্যাটিনের কথনই সম্যক্ষণে দুর্ঘাতে পারে
নাই।

০°

একথে, ভারতীয় সামৰ্থ্যত্ব ক্রিপে উৎপন্ন হইল
তাহা আলোচনা করা যাইক।

মধ্য-এশিয়ার লোকেরা আপ্রয়াত্তিত্ব অবস্থা
ছিল:—সামৰ্থ্যের ব্যক্তিত্বে আবক্ষ হইয়া, অস্থানীয়
পুরুষেরা সর্বান্বিতের অধীনে এবং সর্বদেরা রাজাৰ
অধীনে একত্র সমিলিত হইত। ভারতে সামৰ্থ্যত্ব
প্রতিষ্ঠিত কৰিয়া, শক ও তুর্কমানেরা রাজপুতজাতিতুকু
হইল, এবং রাজপুতদিগের মধ্যে স্বত্বী সমাজপৃষ্ঠতি
প্রতিষ্ঠিত কৰিল। কিন্তু একস্থানে হির হইয়া বাস করিতে
আবক্ষ কৰাট ও ভূমির অধিকারী হওয়ায়, উভাদের সম্বা-
পক্ষতি একটু পরিবর্তিত হইল। আর একটি পারিবেক্রে
কথাও আমুন নির্বাচন কৰিব। পক্ষম ও বঞ্চ শতাব্দীৰ
তুর্কীয়ের স্বত্বে আমুন দেশের প্রাণপন্থেরা পাইয়াছি
তাহাতে দেখা যায়, উভাদের শাখাৰ্বংশগুলি পূর্বেই
ভাসিয়া পিলাইছিল; পঁয়ে দৈনন্দিন লইয়া যে জনসম্ব গঠিত
হয়, সেই জনসম্ব বিভিন্ন জাতিত্বের লোকের অভ্যন্তরে
অভ্যন্তরে ছিল। তিপাহাতে, অধিকারী রাজপুতদিগের
মধ্যে, কোন-এক শাখাৰ অস্থৰ্ত ব্যক্তিমাত্রই একই
বংশের লোক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বৈদ্যুতিত্বের
ফলেই হেতু অস্থানীয় করা যাইতে পারে:—হয়—রাজপুত-
গণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়ার পরে তুর্কশাখাগুলি খণ্ডে
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে, নব—আবাদৰ্বংশ স্বত্বে যে একটা
শাখাৰ্বংশ ধারণা ছিল সেই ধারণার প্রভাবে, বৰ্তমেন্দৰ প্রভাবে,
একস্থানীয় বাস প্রভাবে, হৃষিক্ষণীর প্রভাবে,
বৈদ্যুতিত্বের মধ্যে পৃথক্কৰণে অবস্থিতি প্রভাবে,
রাজপুত শাখাগুহের অস্থৰ্ত লোকদিগের এই বিশ্বাস
জয়যোগ্য ছে উহারা সকলেই কোন এক সাধাৰণ পূর্ব-
পুরুষের বংশধর।

কিন্তু, ভারতে রাজপুতদিগের প্রতিষ্ঠাই কি সামৰ্থ্য-
ত্বের একমাত্র কারণ? রোমকবিগের জ্ঞানসূর্যা কি
কৰিয়া আপ্রয়াত্তিত্ব অবগত হইল? নবম ও বশৰ
শতাব্দীৰ অধিকারী স্বত্বে, নির্বাচনে লোকেরা, রাজাৰ
আপ্রয়া, শক্তিমান আশঙ্কণের আশ্রয়, ধনবাণী বিক-
লিগের আশ্রয় লাভ কৰিবার অভি কি চোটা কৰিয়াছিল? হিন্দুদিগের অভাবাদের ভৱে, অস্থানীয়ের অভাবাদের
ভৱে, কুন্ত রাজাৰ কি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজাদিগের
শ্রণণাপন হইয়াছিল? অমালপনেগুলি হইতে এই সমস্তাৰ

কেন সমাধান হয় না। সে যাইছে হটক, হিন্দুরা
রাষ্ট্রগুলিগুরে দৃষ্টিশ অসমরণ করে। পেটুচীলি বাল-
দুরে মুখে উনা থায়, বিজননগুরের বাচা তাঁচার অধীনান্ত
ভূমিকারীগুলিকে একত্র করিছাইলেন; মার্কিপেগো
বর্ণনা করেন, মালাবারাদিগুলির বারান্দা ও দৈনন্দিনের,
তাঁচার চিতার পূজ্ঞা মরে। অধীন ভূমিকারীগুলের
এইরূপ আবৃত্তা একটা তাতার-প্রাণ। এই প্রাণ চৰণ ও
আপনেও পরিলক্ষিত হয়। আরও ক্ষুকা঳ পরে, তুর্ক ও
মেগোলোরা সমস্ত ভারতে গণমত্ত্বে প্রবর্ষিত করে। (১)

(5) Baden Powell ଅଭିଭିତ୍ତି କରିଲୁଣି ଏହକାରେ ଯତେ
 (Land System of British India) ପାଠୀର ଭାବରେ ରାଜିକା
 ପରମାଣୁତି - ସାମରଶ୍ଵରଙ୍କୁ - ଆଧିକାରୀଙ୍କ ଭାବରେ କାହାରେ
 ମୁନ୍ଦରରେ ଛି, ଆମାର ଛି । ଅନ୍ତରାଦେଶ ଅଧିକାରୀ
 କିଛି କମ ଥାବିଲୁଣି, ମୁନ୍ଦରରେ ପିଲେଗେ ସହିତ ତାହା
 ମନେ କରୁଣ୍ଡ ଦୋଷ କରିବ ।

1

কর্তৃক কল্পিত উপকরণ সমস্ততেজের শক্তি ও হারিষ্য বিদ্যা
করে সহায়তা করিয়া থাকে, যথা :—দেশের আকা
অভিজ্ঞত ও নিম্নলোকের মধ্যে চারিগত বৈলক্ষণ্য
জ্ঞানাধিকার-প্রথা সামৰাজ্যতাত্ত্বাবী উচ্চনীয় পৰম্পরায়ন
অতি লোকের অভ্যরণ।

কেবল, যে সময় রাজপুরতগনকর্তৃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাইসহ একটি সামরিক সংস্থা স্বীকৃত সামরিক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত করা হয়েছে। সকলেই সৈনিক; সকলেই নিজ নিজ গৃহের ও নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে আধিবাসী; সকলেই জাইগিয়ারবাজো-শপল হয়ে অবস্থান করে দুর্ঘাস্ত হওয়ার অধিনে। এবং সেই দুর্ঘাস্ত একজন আরও

२५३ संख्या]

ଚୌନେ ଗ୍ରାହ୍ୟିପତ୍ର

এক ভূমিকার অধীন—যে তাহা অপেক্ষাও শক্তিশালী।
আবার এই শেষোক্ত ভূমিকার যে অধিস্থানী সে একজন
চিন্ম বাজা বাঁজপত বাজা বা মসলমান বাজা।

তারতের অধিকার্পণ থামে, এই সমস্তভৱের প্রথা শান্তির্বন্ধন-প্রচলিত ছিল না। যুরোপ এই সমস্ত প্রয়োগ তত্ত্ব ব্রিটিশ ও সামুজিক পক্ষভিত্তে, খৃষ্টানবাসীর গঠনগ্রামাণীকে, জৌড়াবারী ও দেওয়ানো আইনকে, রীতি-নীতিকে, লোকের ধারণা-সংস্কারাদিকে, বৃহদের অস্থায়ী সমৃদ্ধকে, সম্পূর্ণেকে জগত্প্রতি করিবাছিল। ভারতে অক্ষয়ের অঙ্গুষ্ঠ দিল, বৰ্ষভেদে প্রাণাগত পদমৰ্যাদার পর্যায় ছিল, তাহারের কঢ়ক্ষণে নির্বিচিত আচার ও বাচাহার প্রয়োগ ও গ্রাম-সাধারণ হৃষ্মপ্রতির সর্বত বংশগত হৃষ্মপ্রতির পুরুষত্ব ছিল। কিন্তু ভারতের অধিকার্পণ লোকই বৰ্জিতী; এই সমস্ত ভারতের উহাবিগত কুমির মুকুর (serf) করিয়া তুলিবাছিল এবং ভারতের অনেক প্রদেশে এখনও উহারের ব্যবস্থা এইক্ষণ মুক্তের অবস্থা।

“আপনি সম্পত্তি পরিবার এখনে আবিসেন না, কারুল একটু গোলামের আশকা আছে।” আমি তাহাকে ঝিঙাসা করিলাম যে “কি একাক গোলামের আশকা?” তাহাতে তিনি অনেক স্নীগীভীভুল পুর কহিলেন যে “প্রাণগুণ গবর্নমেন্টের বিকেন্দে লজাই করিবে।” তখন আমি তাহার কথা সম্ভবপুর বলিয়া বোধ করি নাই। কিন্তু মনে মনে একটু চিত্তার উদ্দেশ হইল। ইহার পর পিছ ছাই মাস কাটিয়া গেল, কোথারেও কিঞ্চিত সুবাদ পাইয়ানি নাই। মাথে মাথে ছাই-ক্রমেন্দে দেশীবন্ধুদের মধ্যে কথাপ্রস্তে তাহাদের মনের ভাব ব্যৱবে পরিষ্কার তাহা কেবল মাঝ বাজবৎসের ও বাজকচৰ্চের দিগের প্রতি বিবেচ। তাহারা বলিলেন যে “বৰ্তমান বাজবৎসের চুল্লিতাৰ জগ চীন অধ্য:পাতে থাইতে পৰিয়াছে।

ଚାନ୍ଦେ ରାଜ୍ଞୀବିଳବ

ইউনান প্রদেশের কথা ।)

(3)

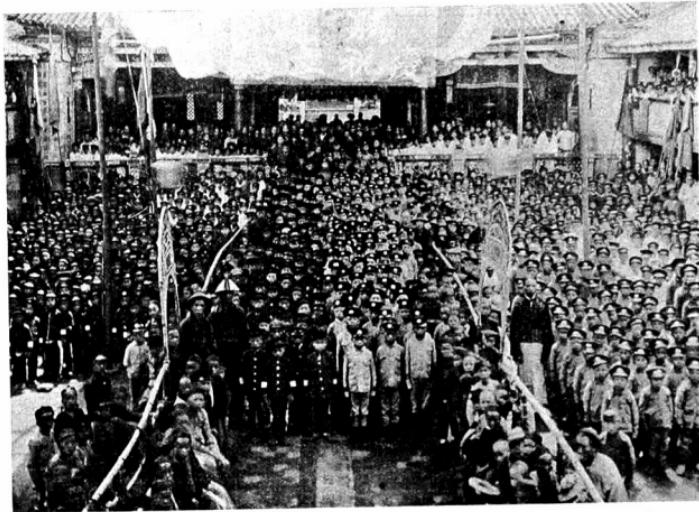
ଆମେ ସକଳେଇ ଜ୍ଞାନ ମେ କ୍ରେ କାଗଜାପାନ ମୁଦ୍ରଣ କଲେ ମସତ
ଏହିଥାରେ ଚେତନା କ୍ଷମାର ହିତ୍ୟାରେ । ତାହାରେ ଫଳ ଟୌରେ
ଏକ ପ୍ରାତି ହିତେ ଅପର ପ୍ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ
ଚାଉ ଖେଳିଛି । ତାହାରେ କଲେ ତୁର୍କୀର ଶୁଳ୍କତାନ
ରାଜସ ଆମର କରିଲେ ତୀହାର ସର୍ବତ୍ର । ଏ ସବେ ହା
ତ୍ରିନ୍ଦ୍ର ବା ଲାଲ ବୋତାମାଧାରୀ ମାତ୍ରାନିନ୍ଦଗିହେ ଦେଖେ
ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ।” ଏହିକଥ କଥାର ପ୍ରଜାସାଧାରଣର ମନେ ଭାବ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚ୍ୟା ହିଲାମ ।

ଆବସମ ରହମାନକେ ଶିଳ୍ପଗନ୍ଧାତ୍ ହିତେ ହିଲ ଏବଂ
ପାରତୀର ମାତ୍ରା ରାଜୀ ହିତେ ବିଭାଗିତ ହିତେ ହିଲ ଏବଂ
ମାହେବଗଣେ ମତେ ତାହାରେ ମନେ ତ୍ୱରାଖରିତ ଅଶ୍ୱାଷି
ତାରଭରେ ଉପରୁଷିତ ହିଲାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ଚିନେ ସେ ଏକପ
ଅମ୍ବର ମାଟ୍ଟିବିନ୍ଦୁ ଏତ ସହର ଉପରୁଷିତ ହିଲୁ ଏତ ଶୈତାନ
ପ୍ରକାଶର ଶାନ୍ତିପ୍ରଗାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଲିଆ ବୋଥ ହିଲେ ତାହା
ଚିନମେଳେ ଦୌର୍ଯ୍ୟବାନ କରିବାର ଏକମିନେର ଅଞ୍ଚ ମନେ
ଧରଗା କରିତେ ପାରି ନାହିଁ ।



চৈনের বালিকা ছাত্রদের রাষ্ট্রীয়স্বরে মোগাদিশের মিছি।—চৈনিয়ে বালিকা বিজ্ঞানের ছাত্রীগণ।

যদ্বে বহুংংখ্যক বালিকা-বিজ্ঞানের স্থাপিত হয়। প্রতি বিশ্বালয়ের ত কথাই নাই। এমন বক্ষণশূল চীন আনেই বালিকা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বালিকা-জাতি বাহাদুর মধ্যে স্নানশীক্ষা আদবেই ছিল না, সেই



চৈনের বালিকাদের রাষ্ট্রীয়স্বরে মোগাদিশের মিছি।—চৈনিয়ে সুলের সুন্তন জাহি বা ইউনিফর্ম পরিহিত ছাত্রগণ।

জাতির মধ্যে বালিকা-বিজ্ঞানের স্থাপন করিয়া সুলে উৎপন্ন করা মহান ব্যক্তির নামে। অটী বৎসর হইতে সতের বৎসরের বালিকা পর্যাপ্ত সুলে যাইবার নিয়ম। তদুক্ত বৎসরের বালিকাদিগকে গৃহে শিক্ষা দিবার বন্দোপস্থ হইয়াছে। বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার সমে সমে তাঁদের সমাজের নামা সুবীতির অপকারিতাতার বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সমে সমে বালিকাদিগের পা বীরিয়া কৃত করিয়া সৌন্দর্য বৃক্ষির প্রোত্তুন হইতে বিরত করার চেষ্টা হইতেছে। আমরা সেভশত বৎসর ত্রিপল গবর্নমেন্টের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, চোরা আর করে বৎসরের মধ্যে সেই-সকল কার্য করিয়া তুলিল। আমদের দেশের বালিকা-বিজ্ঞানের অবস্থা কি প্রকার তাহা সকলেই জানেন। যেখানে দেখানে বালিকা-বিজ্ঞানের হইয়াছে তথ্য বরে



মিঃ ওহেন, কেবিনেজেলের মারিছেট ও চীন পাল্মেসেটের জুতগুল
অধিনারক। ইনি রাষ্ট্রবিদ্বেষে দুর্বলত সময়ে ২৭শে অক্টোবর
রাতে উত্তর ফটক দিয়া পিলুক্কের গলামে করেন।

শেঙ্গুইডভাবে প্রাহেডের ধরণে আসিয়াছিল, মেই শত
বালিকগণও নানা গ্রাম হইতে নিশান লইয়া নিছিলের
ধরণে অসিতে লাগিল। সে এক মনোহর দৃশ্য। এই

দৃশ্য দেখিলে প্রত্যেক উয়েক্টিকীর্ণ বাক্তির জুহয়ই আনন্দে
পূর্ণ হয়। এই দিবস আমি এই উৎসু দেখিতে গিয়া-
চিলাম। মিঃ ওহেন এবং অস্তীত সভ্যগণ আমাকে
সঙ্গে করিয়া বৃক্তু-হল, শিক্ষাবিভাগের আফ্য প্রতিষ্ঠি-
ত দেখাইলেন। আমি ফটোগ্রাফ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ
করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্থান নির্বাচন করিতে বলিলেন।

মিঃ ওহেন নিজেও ফটোগ্রাফ লইয়া থাকেন। তিনি
বালক ও বালিকদিগের মে কটো লইয়াছিলেন তাহারই
প্রতিক্রিপ্ত এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অবশ্য ফটো ভাল
হয় নাই।

মিঃ ওহেন আট বৎসর ধৰণ আমেরিকায় চীন পিলু-
কের সেকেটার্টি ছিলেন। ইনি ইংরেজী বেশ বলিতে
পারেন এবং লিখিতেও পারেন। ইচ্ছার সঙ্গে চীনের
চার্লেন্টি সত্ত্বে আলাপ হইলে ইনি বলিয়াছেন যে



বেঙ্গের চান, তোপথানার অধ্যক্ষ। বিস্তোহী দৈনন্দিন ইংৰাজৰ শিরশেৰ
কৰিয়া বৎ চিৰিবা হৰণিত বাহিৰ কৰিয়া যায়; চীনাদেৱ
বিশ্বস অভাস হৰণ লোকৰ কৰিণিতেৰ দ্বাৰা আবৃত্ত-
জনিত শক্ত ব্যাপৰ আৰাম হয়।

আমাদেৱ দেশেৰ শাসনপ্ৰণালী ইংলণ্ডেৰ ধৰণে কৰিতে
হইব। রাজা ধাকিদেন কিংবা তাহার কৰ্মতা সীমাবদ্ধ
কৰিয়া পালনেমেটৰ দ্বাৰা রাজা শাসিত হইবে।” চীন
গবৰ্নেমেন্ট এই আবৰ্ষ লইয়াই কৰ্ম অগোৱা হইতেছিলেন
তিনি সুন-ইয়াক-মেনেৰ ঘনে যে আমেরিকার ধৰণে প্রজাত্যে
শাসনপ্ৰণালী প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবাৰ সংৰক্ষ ছিল তাৰা কেহই
তথ্য জনিত নাই।

গত সেকেন্দ্ৰেৰ মাসেৰ শেষ তাঙ্গে এবং অস্তীবেৰেৰ
প্ৰথমে চীনেৰ নানা প্ৰদেশ হইতে নানা প্ৰকাৰ সংৰক্ষ
আসিতে লাগিল। তত্ত্বাদ্যে ছি-ছোয়ান প্ৰদেশেৰ
চেঠো শহৰেৰ সংবাদ গুৰুত্ব। তথ্যৰ বাঙ্গৰীয় সৈজেৰ
সঙ্গে রাষ্ট্ৰবিবৰকাৰী সৈজেৰ বিষয় মুৰ হইয়া উভয়
পক্ষেৰ বহুসংখক সৈজ হস্তান্ত হয়। এইসকল
বিজোৱাহেৰ প্ৰথম কাৰণ ছি-ছোয়ান প্ৰদেশৰ বেঁচেওয়ে



চীন রাষ্ট্ৰবিপ্ৰী বিস্তুত কৰেকৰেন দৈক্ষ, বালক হইতে প্ৰতি গৰ্বাত।

লাইন নাকি চীন গবৰ্নেমেন্ট কেচিশ গবৰ্নেমেন্টৰ নিকট কঠিন চীন সিপাহীয়েৰ শুল্কাবী আৱ একজন সিপাহী
বিক্রয় কৰিয়াছিলেন। প্ৰজাগ্ৰ তাৰাতে ভাৰানক
আগতি কৰিয়া অবশেষে বিদোহী হয়। এইসকল
বিল মে ভাহাবেৰ উপৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মে ছাউক
সিপাহীগণ হতা। কৰ্ম চীন
মেশে সৰ্ববাহী সোন মা কোন দেশে বিস্তোহ অভিষ্ঠি-
ত কৰিয়া লাগিলা বাবেই। ইহা এদেশেৰ নিতা নৈমিত্তিক
বটনা বিশেৰ। গত ২৭শে অক্টোবৰ রাতি ৯টাৰ পৰ
যথাবৰ্তি তোপ পড়াৰ পৰ কৰ্কুতাল নিষ্কৃত ভাবে
কাটিল। প্ৰথা দশটাৰ সমৰ পৰিমিতিকে শহৰেৰ
বাহিৰে হঠাতে ঘন ঘন কতকুলি বন্দুকেৰ আওয়াজ
তুলি গেল, আমৰা ভাবা চীনাদেৱ পটকাৰ শৰ মনে
কৰিয়াছিলাম। ইহাৰ কৰ্কুতাল পৰেই বালকৰেৰ পৰিম-
দক্ষিণ পাত্ৰে আৰাৰ কতকুলি বন্দুকেৰ আওয়াজ
হইল। ইহিমধ্যে আমাৰ হিপিটালেৰ একজন গলা-
সৰলোই বিস্তুত, কাহাৰো মূৰ্খ কথাটা নাই। আমাৰ

বাড়ীর পার্শ্ব বাড়ীগুলি ছাড়া আর সকলেই প্রাইভেট করিল। একএকবার সদর দরজা খুলিয়া ছই একজন লোককে কোথায় কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করিল অবার দরজা বন্ধ করিল। ইতিমধ্যে একজন সংবাদ লিল যে মুন সৈকের কর্ণেল চ্যাটকে তাঁর অধীনস্থ সিপাহিগণ হত্যা করিয়াছে। তাহার কর্ণেল তিনি বিদ্রোহিগণের প্রতিরক্ষণ দেওয়া হিসেবে নামাজ হইয়াছিলেন। ইনি বড় ভদ্রলোক ছিলেন। ইহীর অস্ত অনেকেই দ্রষ্টব্য।



চৌথের শহরের বাজার।

ইহীর পরই মুন দৈন সৈক প্রতিদেবের স্বীকৃত একবোগে সদরপ্রাচারের অভ্যর্থন সম্বৰী ইয়ামেন বা আমিনাবি আক্রমণ করিল। সদর মধ্যে তখন শত শত রাইফেল-কার্যার হইতে গালিল। সোন অভ্যন্তরের রাতি, সদর শহরে জনমানবের সাড়া নাই, হৈ হৈ বৈ বৈ শব নাই, সকলেই অস্তর বিগম মনে করিয়া এবং ধৰে আলে মাঝা যাইতে অশঙ্কায় ঝুঁক্কাতেস পলায়ন করিতেছে। সে বিগমের কালুরাতির নিষ্কৃতি কেবল রাইফেল-কার্যারের শব ধৰা ক্ষেত্র ক্ষেত্রে ভৱ হইতে লাগিল। এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাজারের শব শুনা যাইতে লাগিল। আমার একটি চীনা ভৃত আমার বিন আমেরে আমাকে পরিভাগ করিয়া তাহার মাতা ও জীবিগুকে লইয়া মূরে কোন গ্রামে পলাইয়া গেল, অপর একটি চাকরও তাহার পরিবার কঢ়ার অস্ত আমার বাড়ী পরিভাগ করিল। অপর একটি চাকর ভয়ে কাঁপিয়ে লাগিল; তাহার পলাইবার স্থান নাই, সে অস্ত দেশের লোক, সুরক্ষার বাধ্য হইয়া আমার নিকটই থাকিবে বাধ্য হইল। আমাদের বিদ্রোহিগণের বাড়ী নগরপ্রাচারের বাহিনে, পূর্ব দরজার পার্শ্বে চুক্তিপূর্বে রাইফেলের শব শুনা যাইতে লাগিল। তখন আমি বাত তামে কিসে আবাসক করা যাইতে পারে তাহার চোটা করিতে গালিল।

এখনে আমার বাড়ীর একটি পরিচয় না লিলে কেহ ব্যাপারটা দ্রষ্টব্য পরিচয়েন না। রাস্তার ধারে সদর বড় দরজা, তাহা পুর হইয়া যাইতে বাম দিকে ডিপেন্সারি এবং তাহার পার্শ্বে কোনো ধাকিবার স্থান, সমুদ্রে এক সুন্দর আলিনা তাহার ছই পার্শ্বে আস্তরণ। সেই আলিনা

বেঁকে থবর জানিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে জেনারাল চাংকে বিস্তোগ্রণ শুলি করিয়া থারিছে; এবং তাঁহার ইয়ামিনের ব্যাসর্কুল স্টুট করিয়াছে। পরে টাওওঠাইয়ের (করিশনারের) ইয়ামিন ও টিং বা মারিষ্টেটের ইয়ামিন সুর্ত করিয়া উভয়ের কর্মচারীকেই হত্যা করিয়াছে। ইহীদের অস্ত বড় দুর্ঘ হইল। ইহার কিছুকাল পরেই ইয়ামিন হইতে সহস্র অধি জিয়া উঠিল। অধি জেলখানায়। জেল ভাসিয়া করেনী ধালাস করিয়া তবে জেলে আওন আলিনা দিয়াছে। ক্ষণকাল মধ্যে জেল ভুবীভূত হইয়া গেল। রাস্তার যাইলে কেহ বেহ কহিল যে বিদ্রোহীগুল ইয়ামিন সুর্তিয়া পরে শহরের অভ্যন্ত সকল বাড়ী লুটিবে। এইরূপ আশঙ্কা ও উত্তেজনার সময় আমি দিনু মাত্রও ভীত বা অব্যবহাৰ হই নাই। এখনে আমার জামতা আমান্ নীতীশচন্দ্ৰ রায় ছিল। রাধের বিষয় তাহার মুখে কেন ভয়ে চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। একজন পাশাৰী দৰজী ছিল তাহার নাম তাজদীন। তাজদীন তামে অঞ্চ বিসজ্জন করিতে লাগিল। চীনায় সকলেই ভীত। বাহির হইতে ছই একটি রমণী আলিনা আমার বাড়ীর ভিতরে আশ্রম লইয়াছে। আমি সকলকে কহিলাম “তোমরা ভীত হইও না। শুরু আক্রমণ করিলে প্রথমত আমাৰকাৰ চোটা প্রাণপণে কৰিব!” আমার হইটা কাৰ্ডুনেৰ বন্দুক, তাহার একটি আলিনা, অপৰটা আমান্ নীতীশচন্দ্ৰকে দিলাম; একধানি কাণ্ঠে বক্ষ তাজদীনকে এবং ওৰখা দা ধানি চীনা ভৃতকে দিয়া কহিলাম যে বিপুর উপস্থিত হইবে। শুরু যদি আক্রমণ কৰে, তবে সদর দরজা ভাসিয়া এথম আসিবে; তখন হইতে অপর একটা দরজা দিয়া ভিতৰকাৰ আলিনায় আসিতে আসিতে আমার ইলিত মত তাহার সুনেৰ বাগিচার দরজা দিয়া তৰকানী বাগিচার মধ্যে যাইতে পারে না; প্রাচীর বিশ কোঠা ইলিতে ধৰা নিশ্চিত।

এই বিগমের সময়ে কনসুল (consul) এখনে ছিলেন না। করিশনার ও তাহার এসিষ্টেন্ট ছিলেন। এই আলিনা তাহার ধারেই তাহাদের বাড়ী কিন্ত তাহাদের কোন

চার ওয়েল কোচান, চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের চৌরৰে হস্তে মৃত্যু।
চীন প্রাকে।

শুরু গতিরোধ কৰিতে চোটা করিতে কৰিতে ইলিতে পশ্চাতে দাইব। মূল কথা তাহার। নিরাপদ হইলে আমার অস্তু বাহা থাকে তাহাই হইবে। হৰ আঞ্চল্যক কৰিতে পারিব, না হব মৃত্যু।” সকলে এক স্থানে গোলমাল কৰিয়া, আক্রমকাৰ চোটা না কৰিয়েই

সকলেরই মৃচ্ছা নিষ্ঠ। আগ যদি শুরু বাটোর মৃচ্ছ ও পশ্চাত দিক দিয়ে আক্রমণ করে তাহা হইলে বাগিচার ভিতর প্রাচীরগুলো যে মই ফেলিয়া রাখিবাছি তাহার দ্বারা প্রাচীর উন্নয়ন করিয়া পার্শ্বের বাড়ীর দীপ্তির কাড়ের মধ্যে লুকাইতে হইবে। এই প্রকার আদেশ করিয়া আমরা পাঁচ ছয়জন লোক আমার মধ্য কক্ষে অঙ্গুলের পার্শ্বে বিস্থার উৎকর্ষ হইয়া কোন দিকে কোন শব্দ কূটা দাইতে লাগিল তাহার সকল মইতে লাগিলাম। মৃচ্ছের তিনি দরজা ও পশ্চাতের তিনি দরজা বন্ধ। মধ্যে মধ্যে সম্মুখের সদর দরজার নিকট আমিয়া সংবেদ লাই, আবার বাগিচার মধ্যে গিয়া গুনি। বাগিচার পশ্চাতের দরজা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিতেছিলাম লোক অন বা বিজ্ঞাহিগুণ দাইতেছে কি না। ইতিমধ্যে এক শুলি আমিয়া বাগিচার প্রাচীরগুলো লাগা মাঝ আমি দেখিয়া ভিতরে গেলাম। চীন দৈত্য বিজয়েই হইল কাঙ্কাণ-জান-বিহুন হয়। তাহাদের নবহত্যা ভৱ নাই। তাহাদের কেবল অর্থে লো, অর্থ পাইলে তাহারা সকল কার্যাত্মক করিতে পারে। বিজ্ঞাহিগুণের মধ্যে লুটের গোড়ে অনেক ব্যক্তিসহ ঘোগ দিয়াছে। রাইফেলশৈলী বিজ্ঞাহিগুণ আক্রমণ করিয়ে আমরা হইয়া কান্তুরের বন্দুক দ্বারা আস্তরাকার চেষ্টা করা বাল্লভার কার্য। তবু মনের ভাল। “পড়ে দ্বাৰা অপেক্ষা ল’ডে দ্বাৰা তাম।” বিপরীতে সকলেই ভয়ে বিহুল হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে দেখ আৰ, নষ্ট হইবার কথা। বিপরীতে দৈর্ঘ্য চাই, সামন ও মৃত্যু চাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যুৎসমস্ত চাই। এইসকল ধাক্কিল সহজেই লোকের অনিষ্ট হইতে পারে না। শুরু আক্রমণে হতাহ হইয়া পড়িলে মৃত্যু অনিবার্য। আস্তরাকার চেষ্টা করিতে পারিলে অনেক সহযোগ পাওয়া যায়, আর যদি ক্ষুকৰ কোন উপর না থাকে, তবুও “ব্যক্তিৰ খাদ তত্ত্বে আশ।” লক্ষ্য মুলিয়ে পোকৰ আছে, যে লক্ষ্য বরিতে গুৰে শুক্রতে তাহাকে সম্মান কৰে। এইসকল বিচেনা করিয়া, মন মৃত্যু করিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া অক্ষ সাধান ভাবে বহিলাম। কেহ বলিতে পারেন কোন সুযোগ বি ঘটে। অভিকার রাতি বে



চাঁও ওয়েন কোয়ান, চীন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেরিয়ে থেকের নেতা,
বুরোপার প্রেসকার্পে।

রাতি প্রায় ২০টাৰ সময় অব্যাহোহে কেজুজন সৈনিকপুরুষ কতকগুলি শৈল সহ আসিয়া আবার সদর দরজায় আবাস্ত করিয়া দৰজা খুলিতে বলিতে লাগিল। তথনকার সকলের মনে ভাব বি প্রকার হইল তাহা লেখা অপেক্ষা অহমানে বৃক্ষে লাইতে পাঠকগুলকে অহোরোগ কৰি। তখন আমার মনও কতক বিচলিত হইল। আমার লোকেৱা বাহিরের সৈনিকগুকে কহিল যে দৰজা খুলিতে আমরা সামল কৰি না। তাহারা পুনঃ

পুনঃ অহুরোগ কৰা সহেও আমরা দৰজা না খোলাৰ, তাহারা কহিল যে “আমরা তোমাদের শক্ত নহি, আমরা তোমাদিগুকে রক্ষা কৰিতে আসিয়াছি।” এই বলিয়া কমসোল ও কমিশনারের বাড়ীৰ দিকে চলিয়া গোল। নগর মধ্যে শুলিৰ শব্দ কুমে কৰ হইতে লাগিল। যে সিগাইটি অথব সংবাদ দিয়াছিল দে ভয়ে পাগলেৰ মত হইয়া গোল। সে কেবল বলিতে লাগিল বিজ্ঞাহিগুণ আমাৰ উপৰুক্ত কৰ্মসূচীকৰে মারিয়াছে, তাহারা জানে আমি এখনে আছি, আমাৰে হত্যা কৰিবাৰ জন্মই ঐ সিগাইটাৰ আসিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছুতেই শাশু কৰিতে পুৱারুলাম না। অবশেষে আমি কহিলাম যে “আমি কেহ তোকে হত্যা কৰিতে আসে তাহা হইল আমি আমৰ গিয়া পড়িল, তুই এই অসমৰে পলাইবি। আমাৰ মৃচ্ছে তেকে বিছুটে হত্যা কৰিতে পিল না।” হইয়াই কিছু গুণ প্রাচীরেৰ উপৰ বিসেৱাৰ শব্দ হইল, দে অসমি ভয়ে কালিয়া উত্তিৰ কলিল যে একটা বিড়াল লাকাইয়া অন্ত প্রাচীরে গুপ্তি পড়িয়াছে। সমস্ত রাঙ্গাটা অস্তি পাইয়া হইতে পিল দেখি আৰ, নষ্ট হইবার কথা।

অসমাৰ প্রভাতে তাৰা দেখিবাৰ অস্ত বাবে বাবে বাহিয়ে দাইতে লাগিলাম কিন্তু মনে হইল যে প্রভাতেৰ তাৰা বৃক্ষ আৰ আৰ উত্তিৰে না। তাৰা বৃক্ষ বা বিজ্ঞাহিগুণেৰ ভয়ে লুকাইয়াছে। এই প্রকাৰ উপৰেৰ সহিত দুৰ বাহিৰ কৰিতে কৰিতে অবশেষে প্রভাতেৰ তাৰা মধ্যে গোল এবং কুমে প্রভাতেৰ রাস্তা তেলিয়ে শব্দে পতিত হইল। সকলেৰ প্রাণে আশাৰ সংকল হইল। তখন নিয়ায় চুক্তি আটিয়া ধৰিল। সকলে মুমাইয়া পড়িলাম।

কিছুকাল পৰে সংবাদ পাইলাম যে কাঠম কমিশনার মিঃ হাওয়েল, তাহার এপিস্টেট মিঃ জলি এবং নবাগত ইংলণ্ডিয়াৰ গ্ৰো সাহেব গত দ্বাৰিতে পলাইন কৰিয়াছিলেন, তাহাদেৰ কোন গোল খবৰ পাওয়া দাইতেছে না। ইতাহতে মনে বড় দুঃখ হইল কেন সাহেব আমাকে এ বিষয় কিছুই জানাইলেন না? কাঠম আমিস এখন হইতে আৰ অৰ্পণ মালি দূৰে। তথাক হইয়া পুনঃ

একটা দেশ ছিলেন। মেমওয়াল সাহেবেৰ নাম মিঃ কেগু। কেগুসাহেব ও দেম বড় ভৌত হইয়া পলাইনেৰ প্ৰতিৰ কৰিয়াছিলেন, কিন্তু অপৰ সাহেব মিঃ নিমেট খু সাহেবী। ইনি পট-হাইলান্ডাৰ এবং বহুবিংশ শব্দত নোমেনাবিভাগে কাৰ্য কৰিয়াছিলেন। সুতৰাং হইয়া সাহেবেৰ অস্ত ইহারা কেহ পলাইন কৰেন নাই।

আমিৰ অন্যান্যেই পলাইতে পাৰিয়াছি। সে বাবি পলাইনেৰ কথা সহজে মনেও হান নিবিত নাই। তাহার কাৰণ আমাৰ পুৱারুলাম কৰিয়া হাতোৱাৰীকৰে তাৰাতে আৰাবৰ বাসালী। প্রাপ্তভূমে লোকে কাপুৰ ও ভৌত হাতা বলিত

নো গোল বিজ্ঞাহিগুণ গত রাতিতে কাঁওয়াই বা কমিশনারেৰ ইয়ামিন হইতে প্ৰথ ছুল লক টাকাৰ রোপ্য অপহৃণ কৰিয়াছে। এই টাকাৰ অধিকাপক কাঁওয়া অক্ষিয়েৰ ভূত আদায়ে টাকা। একজৰ জল এক কপি লাইয়াছে যে অনেকে কুপাৰ ভাৰে চলিতে অক্ষম হইয়াছিল। টাঁওয়াই হত হল নাই তিনি পলাইয়াছেন। মিঃ ওয়েনকে হত্যা কৰিয়াছে একজৰ কথা তনা শেল, বিষ্ট তিনি ঝীবিত ছিলেন। তাহার সামৰ পৰে দেখা হইয়াছিল। ইয়ামিনেৰ ভূতে আৰে অনেক লোক হত হইয়াছিল। জেনোবাল চাঁকে শুলি কৰিয়া মারিয়ে তাহার ঝী এক বৎসৱেৰ একটা হেলে কেলিন পলাইন কৰিয়াছেন। হেলেটোকে বিজ্ঞাহিগুণ দৱা কৰিয়া হত্যা কৰে নাই। জেনোবাল চাঁক বৰু বৰু মুক্তিৰাম্বে হুপার্যু-টেচেন্ড মিঃ ফোং (Mr. Fong) হেলেটোকে আপন পুজুৱে এগল কৰিয়াছেন।

টাঁওয়াই কোমেৰে মিঃ বাঁধিয়া বিশুষ্ট উচ্চ নগৰ-প্রাচীর হইতে বাহিয়ে নামাইয়া দেওয়াৰ তিনি বৰু পাইয়াছিলেন এবং মিঃ ওয়েন ভিত্তুকেৰ দেশে নগৰেৰ উচ্চত দৰজা অভিকৰ্ম কৰিয়া পলাইন কৰেন।

বেলা আটটাৰ সময় একজন আসিয়া আৰাকে সংবাদ দিল যে একজন বিদেশীকৰ আপনার সমে কাপুৰ ও ভৌত হাতোৱাৰ কৰিয়া হৈলৈ, গোল পৰে দেখি বিশুষ্ট পৰ্যন্তেৰ একজন লোক অপেক্ষা কৰিয়ে তাহার মধ্যে হৈলৈ কৰিয়া দেখিল আৰাকে। আমিৰ বিহুৰাতিতে পিল দেখি যে কুপুৰেৰ একজন লোক অপেক্ষা কৰিয়ে তাহার মধ্যে হৈলৈ কৰিয়া দেখিল আৰাকে।



চান ওয়েব কোম্পানির শরীর-স্বত্ত্ব সৈতে।

একথানা বর্ষা লুঙ্গ, পাবে এককোড়া ছেঁড়া জুতা।
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল তাহার নাম
আগল স্বামী ওরফে জন (John)। সে অর ইংরাজী
বলিতে পারে, ইনি ও বশী কথা বেশ জানে। সে
বলিল “আমি গতক্ষণ মিঃ গ্রেভ, ইঞ্জিনিয়ারের
সঙ্গে বর্ষা হইতে এখানে পৌছিয়া কনসালের বাড়ীতে
ছিলাম। রাতি দশটাৰ সহৰ শহৱে বিৰোধ
উপস্থিত হইল। কমিশনার হাওড়েল সাহেব, এনিষ্টান্ট
কলি সাহেব এবং আমার সাহেব ছড়তিনজন চীন
চাকৰ সঙ্গে লাইয়া পল্লায়ন কৰেন। বৰের বাহিৰ হইয়া কিছু
দূৰ গেলে নিকটে একটা বন্দুক কাঁচার হয়, তাহাতে সকলেই
কৃত হইয়াছিল এবং সাহেবদের কেবে কেহ আচান্দ হাইয়া
পড়িয়া গিয়াছিলেন। শহৰ ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর
যাইতে আমার মনে এই ভয় হইল যে চীনাৰা টোৰ পাহাড়ে
সাহেবদিগুকে ত ঘাঁটিবে সেই সঙ্গে আমাকেও হ্যা
কবিবে। আমি নিম্নেকে বাঁচাইবাৰ জন্য আস্তে আস্তে

পাছে পঞ্চায়া অকুকারে সাহেবগণ হইতে কিছু দূৰে গিয়া
পাড়লাম। সাহেবগণ আমাকে তজাশ কৰিয়া আৰ
পাইলেন না। আমি এখনে বৃত্ত, পথ ঘাট চিনি না,
অকুকারে কোথায় যাই। তাই সমস্ত দাতি দূৰ্বল কীৰ্তের মধ্যে
এক কৰৱেৰ পাবে বসিয়া কাটাইয়াছি। আজ প্রাতঃকালে
পথ না আনিয়া দুরিতে দুরিতে বাজারের মধ্যে যিয়া
উপস্থিত হই। চীনাকথা আনিনা, তাই বৰ্ণাকথার
জিজ্ঞাসা কৰিলাম যে গত রাতে তিনি জন সাহেব যে
গলাইয়াছিলেন তাহারা কোথায়? বাজারের মধ্যে গত
রাতেৰ বিৰোধি সিপাহীগণ উষ্ণতেৰ মত দলে দলে
বেড়াইতোৱে, অনেকেই মধু বাইয়া এবং রাতি কাঙাপথে
ৱাস্ত হইয়া চুলিয়া চুলিয়া বেড়াইতোৱে। তাহারা
আমাৰ কথা বুঝিতে পাৰিল না। আমি আঙুল দ্বাৰা
ইশৰা কৰিয়া দেখাইলাম যে তিনি জন সাহেবে। অবশ্যে
এক বাকি আমাকে সঙ্গে কৰিয়া আগমনৰ বাড়ী
দেখাইয়া নিল। সাহেবদেৱ গলাইয়াৰ কাৰণ এই যে

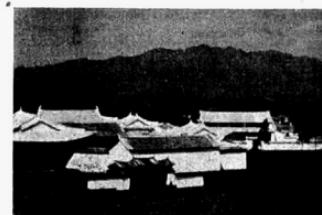
[২য় সংখ্যা]

চীনে রাষ্ট্ৰবিপ্ৰৱ

তাহাদেৱ চাকৰ সংবাৰ দিয়াছিল যে বিদ্রোহিগণ ইয়ামিন
ডৃঢ়াপ্রতিজ্ঞ ও পদেশপ্ৰেৰিক তাহার আৰ কোন সন্দেহ
আক্ৰমণ কৰিয়া তাহাদেৱ কৰ্ষ্ণচাৰিবিগুকে হত্যা কৰিয়া
পৰে বিদ্রোহিগুকে হত্যা কৰিবে।”

আমি ইয়েকে বন্ধ পৰিবৰ্তন কৰাইয়া চা ও গাঁট ধাইতে
বিশ্বা অৰ্থ কৰিলাম। এবং কলিয়াম তাহার মনিবক
পুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও তাহার কোন আশঙ্কাৰ কাৰণ
নাই। আমি বৰ্ধম এখানে আছি তথন তাহার কোন
চিষ্ঠাৰ কাৰণ নাই।

এ বিকে বিদ্রোহিগুমেৰ সৰ্বীৰ শহৱে ঘোষণা কৰিয়াছে
যে “প্ৰজাসাধাৰণেৰ কোন ভয় নাই, বামিজা বাবসা দেৱন
চলিতেছে তেমনই চলিব। বিদেশী লোকেৰ আমৰা
অনিষ্ট কৰিব না। আমৰা কেবল কল্পৰত মাঝু রাজবংশ



টেঙ্গিৰে শহৱেৰ কাষ্টিৰ বা শুভ আশিস।

চাই না, এই বাজৰবংশ আজ ২৬৮ বৎসৰ বাজৰ কৰিতেছে
এখন তাহার শেব। এবং তাহাদেৱ কৰ্ষ্ণচাৰিবিগুকেও
চাই ন। আমৰা প্ৰাতঃকাল শসনপ্ৰণালী প্ৰবত্তি
কৰিব।” বিদ্রোহিগুমেৰ সৰ্বীৰ চা-ওয়েবেন-কোচাইমাৰে
আমি পূৰ্ব হইতেই জানিতাম। তখন তাহাকে সাধাৰণ

লোক মধ্যে গণা কৰিয়া আহ কৰি নাই। তাহার অনন্য
অৰ্থ ও প্ৰতিগ্ৰিদ্ধি ছিল না যাহাতে তাহার কৰে দশেৰ
মধ্যে গণা কৰা যাইতে পাৰে। তবে হাঁঠং এ লোকটা
এমন গণা মাজ হইল যি ক্ষমতাৰ কাহাৰ মধ্যে কি
পৰাপৰ আছে তাহা বাহিৰ হইতে দেখিয়া বিচাৰ কৰা
যাব না এবং জুয়োগ উপস্থিত ন হইলেও লোকেৰ
ক্ষমতাৰ পৰিচয় পাওয়া যাব ন। লোকটা যে খুব সাহসী



চীন ভিত্তি।

স্বামীৰ সংবাৰ তাহার মনিব প্ৰেত সাহেবকে দিলাম। প্ৰ
বিন বেলা ৪টাৰ সহৰ অৰ্ধাং দুশ রাত্ৰিতে বিদেশী আৰাস্ত
হয়, আৰ দেবিন ২৯শে অক্টোবৰ, তাহারা টেঙ্গিৰে
কৰিবিলৈন। তাহারা পলাইয়া প্ৰথমত: এক পৰ্যন্তহীন
ভুক্তিয়াছিলেন এবং শৈতে বৰ্ষ কষ পলাইয়াছিলেন। তৎপৰে
হোল মাঝুল দূৰে এক উঁঁক প্ৰেৰণদেৱ নিকটত্ব এক আমে
গিয়া “আশুৰ লান।

এলিবে গত বাতিৰ ঘটনাৰ লোকেৰ মনে এমন আকৃত
উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা বৰ্মা কৰা কঠিন। লোকেৰ

মনে ধারণা হইয়াছে যে থখন রাজকর্মচারিগণ কৃত হইয়াছেন বা পলাশেন করিয়াছেন তখন আমার রক্ষাকারী এই বিজোবীরের দ্বারা হইবে ন। গত রাত্রিতে তাহারা ইয়াসিন সূর্যে বাস্ত ছিল, আর তাহারা পহর সূর্য করিবে। এই ভয়ে যাহারা গত রাত্রিতে পলাইতে পারে নাই তাহারা আর পলাইতেছে। যথাজনগ আমার অপন টুকরাকৃতি ও মালপুর খচপুর্ণে বোকাই করিয়া রাখিয়া রাখিতেছে। গুরু উটিল আর রাতে সূর্য ও হত্যা আরে ভৱানক হইবে। প্রতোকের মনোয় বিদ্যুদের চিহ্ন। আমার কোন কোন চীর করিলেন যে “আপনি আর রাতে কেন আমে কেবল পরিচিত লোকের বাড়োতে সিয়া অবস্থান করন?” বৃক্ষ আরে কহিলেন যে “এখানে বিদ্যুদ-বিগের রক্ষ করনল সাহেবে কিম্বনার পলাশেন করিয়াছেন, সুচৰু আপনার এককালীন আর এককালীন কর্তৃত্ব নাহি” আমি কহিলেন যে “আমি অস্ত্র যাইব না, তবে আমার জামাতক কৃষ্ণ একটু আশ্রাম, তাহাকে অস্ত্র পাঠাইবি।” কিন্তু আমার জামাত আমারে পরিত্যক্ত করিয়া অস্ত্র যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অন্তুরে উপর নির্ভর করিয়া সাহসে তর করিয়া রহিলাম কিন্তু মনে বড় আশ্রাম রাখিল। নিম্নবেত সাহেবকে কহিলাম যে আজ রাত্রি বড় আশ্রাম রাখি। আমাদের বাড়োতে পাহারার থাকে তজ্জ্বল বিজোবীর সর্বাঙ্গে অস্ত্রোধ করিলাম। পাহারা আসিলে এমন অঙ্গীকার পাইলাম কিন্তু কেন পাহারা আসিল না। সকার সময় আহোমীর করিয়া বাড়োর সমষ্ট দুর্বল বড় করিয় তিক্তে আমার পূর্ণ রাত্রের স্মরণ আশ্রক্তার সমষ্ট আহোমীর করিয়া উৎসেরে সহিত অপেক্ষ করিতে লাগিলাম। কোন থানে একটু গোলমাল করিলে বা বৃক্ষের আওয়াজে তানিলে অমনি মেন প্রাপ কৌশিক উত্তিতে লাগিল। আর আমিও অনেককটা চিনিত হইলাম। আপনামে আপনি নিম্না করিলাম যে আমার একল চুহাসে নির্ভর কর আচ্ছা। তরফে আপনার পাহারা দেখিলে এই ভয়ে কেন কেন তাহার ঝুঁ পুঁ কেলিল। এখনে মরিয়ার জন্য আসিয়াছিল, সে মেলিলে তাহাদের কি উপর হইবে? তাজীবীনেও ভয়ে কৌশিক কেলিল। এই ভয়ে বিস্মা সমষ্ট রাত্রি বাঁচিল।

হইলাম কোথাও ঘটে নাই। তাহা সর্বার চাঁও রাখাচৰী বটে। তিনি এই রাতে সমস্ত রাস্তার অন্তর্দীপী পাহারা রাখিয়া বিশ্বা বোঝা করিয়া সিয়াছিলেন যে রাতে ময়টাৰ তোক পদ্ধিবার পর কেহ হেন রাস্তার বাহির না হয়। তখন যাহাকে রাস্তার পাঞ্জাব যাইবে তাহাকে শুলি করিয়া দারা হইবে। সুতরাঃ এই কড়া শাসনে বদমাইশপুর টুকরাকৃতি ও মালপুর খচপুর্ণে বোকাই করিয়া রাখিয়া যাইতেছে।

কানসালের কেবলীয়ি বিঃ হানের কোঠ তাহাকে বিজোবীর গত রাত্রিতে আঘাত করিয়া দারা ভালিয়া পিছিলিল। তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার লোক আসিলো অস্ত্রোধ করিল। তিনি কেোৱা ভিতরে। তথাক বিদ্যুদিগণ কাঁকাকাঁজানহীন হইয়া বেড়াইতেছে। তথাক যাইতে আমাকে সকলে নিয়ে করিল। কিন্তু আমি তাহা না নিন্মি কর্তৃবৰ্যে অস্ত্রোধে পেশোৱ। সিয়া বিঃ হানের সদৰ দুর্জন সমূখ্যে আস্তার ধৰে একটী অস্ত্রবৰ্ষ লোকে বিজোবীগণ কাঁকিয়া দেলিয়া রাখিলো। এবিষ্য অবস্থায় এমন থানে যাওয়া কতুব বিপন্নসূল তাহা সহজেই বুলিতে পুরো যাব। হানের তাতাকে ওষধ দিয়া কেলিল।

এগুলি টেলিগ্রাফ পাঠান বক। বিদ্যুদিগণ গুট থাকে টেলিগ্রাফ আফিসের সমষ্ট সামগ্ৰী সুটীয়া লাইয়া কল ভালিয়া কেলিলাছে। এত বড় একটা ঘটনা হইল, তাহা টেলিগ্রেবের লোকে কেহ জানিতে পারিল না। আমি ঘটনাটা সংক্ষেপে লিখিয়া দাকে ভাবো পাঠাইয়া আমার অভেইকে লিখিলাম তারে রেচুন গেজেতে এই সংবাদ দেন পাঠাইয়া দেব।

কিম্বনার করিয়া আসিলাম পৰদিন বিদ্যোবীর সৰ্ব-বরে সকে সাক্ষ কৰিয়া বৰ্ষা পৰম্পৰামৈকে এক টেলিগ্রাফ পাঠাইতে অস্ত্রোধ করিলাম। এই টেলিগ্রাফ না পাঠাইলে অস্ত্রজ্ঞতি বিবৰণ উপস্থিত হইতে পারে এই ভয়ে সৰ্বার চাঁ নারিং উহা পাঠাইয়াছিলেন। সাহেবদেশের সকে সাক্ষ কৰিয়া কেলিল যে গুট রাতি অস্ত্র আশ্রক্তার কাটিগোচে। তাহাতে কিম্বনার সাহেবে কহিলেন যে আপনি দিলি তৰ পান তাহা হইলে পুৰো রাত্রিতে আমার বাড়োতে আসিয়া শৰণ করিতে পারেন। আমি তাহাকে

দুর্বল দিয়া কহিলাম যে আমি বিছুবাত্র ভীত নহি। সহেবে রাতি হইলেন। সেবিল আৰ যাওয়া হইল আবার কলি সাহেবের সকে সাক্ষ হইলে তিনিও পুৰো বটে। তখন আমি কহিলাম “আমাৰার নিজে তেওঁ পলাটলেন আবার আমাকে আপনাৰ বাড়ীতে যাইয়া দাখিল কৰিছেন।” এখনে থাক নিৰাপদ মনে না কৰিলো কেো ও তাহার মেম, শ্রীমান নীলচৰ ও দুরজী তাহামীন, ইজিনিয়ার গ্রোড ও আপন স্বামী প্ৰতিকে বৰ্ণনাৰ লো নবেৰ পাঠান হইল। তাহাদেৰ জন্য পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

২৩ নবেৰ আমি ডিপ্পেনম্যারিতে কাৰ্যা কৰিতেছি এমন সময় পাত্ৰী ফ্ৰেজোৰ সহেবে আসিলো আমাকে কহিলেন যে “ডাতার, কিম্বনার অভূত তামো চলিলেন, আমিও কলিলাম, আপনিও চলুন।” আমি আশ্রম্যাবিত হইয়া কহিলাম যে সেৱি, আমি এ মূহৰ্তে নেটোৰে টেলিবে তাগো কৰিতে পারিবো।

(ক্রম্যঃ) টেলিপে, চৰ।

ক্রিয়ালাম সৱকাৰ।

তত্ত্ব প্রকাশচন্দ্ৰ

উপনিষদের প্রাটীন ধৰি ইথৰকে বলিয়াছেন “যোগ বৈ সঃ” অৰ্থাৎ তিনিই রসবৰক্ষ। তাহার সৱাৰ মধ্যে তুলিখা পৰেৰ অস্তৰস্থ পুন কৰিতে পারিবেই জীবনের অনন্ত কৃষ্ণ নিবাৰণ হয়, প্ৰাণ তৃপ্তি লাভ কৰ। কিন্তু বৰ্তমান কালে এই কথাটা আবাসিকে বিশ্বাস কৰানো বড় কষ্টক হইয়া পাইছে। অৰ্থাৎ সহেবে ভীত হুলে হুলে তুলিখা বেচাব; আমৰা কেলিল সুখের জন্য সংস্কাৰে ভোগেৰ বক্ষে মহোদ্যে বেঢ়াইতেছি। চকুল সমূখ্যে ঐসকল কুপ, রস, শৰ, গুৰু বাতাত আৰ বে কোন অৰূপ অনন্ত পুৰুষের মধ্যে অসীম কুপ ও অমৃত রস আছে এবং উহার অস্তৰ বে জীবনেৰ অনন্ত কৃষ্ণ ও অস্তৰযাজ্ঞ বাকুল, এক কথা কৰ অন লোকই বা বিশ্বাস কৰে, কৰ অন গোৰই আমৰাৰ রক্ষ কৰিতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিতেছি। আপনাদেৱ কোন ভূ নাই। অনেক শীঘ্ৰভাৱে পুৰ হাওয়েল



পঞ্চত শুভ্র খিদবান শাস্ত্রী ও থর্ম অকাশচন্দ্র রায়।

স্বতরাং এই সংযোগের মুগ্ধ দে কচুয়ানু বাজি ইথরকে
দৰ্শন কৰেন, তাহার বৃক্ষপামাণ্ডুরী সুন্দর হন, তাহার প্রেমে
ভূবিজ্ঞ অস্তুরমে জীবনকে সুন্দর কৰেন এবং সেই
জীবনের আকর্ষণে নবনারীদিগকে আকৃষ্ট কৰিয়া সত্তা,
হৃদয় ও সরল প্রকৃতের সমাপ্তে লাইয়া দান, তিনি আমাদের
সকলেই সহায়ের পাত্র। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র এই প্রকৃতের
একজন সমাদরের পাত্র ছিলেন। সেই জন্য তাহার
জীবনের ভূক্তির কাহিনী ও প্রেমের কথা বর্ণনা কৰিতে
চেষ্টা কৰিব।

প্রকাশচন্দ্র দেশের সমস্ত গোকোরে সৃষ্টি আকর্ষণ করি-
বার প্রত কোন হৃষি কাণ্ডা সম্পর্ক কৰেন নাই; এক একটি
কূলের গাছ দেশেন আপনার ঝুলন্তিকে সুন্দর পাতার
মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তিনি প্রকাশচন্দ্র তাহার হৃদয়ে
জীবনটিকে আকসমাজের ঘটিকেরে সঙ্গীর মধ্যেই গুজ্জের
রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য বীরবিপুর বাস্তীত দেশের অনেকে
হারের গোকোরাই তাহার বিষয় দেখেন কিছুই জানেন না।



থর্মা অবোরকানী দেবী।

কিন্তু আকসমাজের বিস্তর পূর্বে ও নারা তাহার জীবন-
পুঁপের মধ্যে আকৃল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি
কেশবচন্দ্রের দেহের পাত, প্রকাশচন্দ্রের অঙ্গে বৃক্ষ,
শিবাদ্য শাস্ত্র বহুশয়ের পরম হৃষৎ এবং অনেক আক্ষ
পুরুষ ও রম্ভীর পথ-প্রদর্শক ও পরম আশ্চৰ্য ছিলেন।
আমরা অনেকই তাহার জীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া
তাহার চরণভূমে দশন্মা ভক্তি শিখ কৰিয়াছি। বলিতে
কি, প্রকাশচন্দ্রের চাহ উদ্বাচিত, সরসন্দৰ্শ, নিষ্কামকর্তা,
উত্তীর্ণত ও মানব-প্রেমিক আকসমাজে দে খৃ দেশী
আছে, তাহা বলা যাব না। তজ্জপ তাহার মৃত্যু-সংবাদ
কীরিয়া আমরা আব দেখের জন্য দেলিতেছি এবং তাহার
জীবনের কথা আব কৰিয়া ভক্তিকে আপ্নাই হইতেছি।

প্রকাশচন্দ্র ১৪৭১ সালের জুলাই মাসে বহুবর্ষপূর্বে
জন্ম গ্রহণ কৰেন। তাহার পৈতৃক নিবাস চৰিষ্পণগণার
অস্তরে প্রীতি গ্রামে। তিনি ১৮৬৪ সালে হোসের ঝুল

২য় সংখ্যা]

হইতে প্রেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮ বৎসর
বয়সের সময়েই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহ তাহার
জীবনপ্রাপ্ত প্রেমে পূর্ণ কৰিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিষ্ণত
বয়সে এই প্রেম দ্বিতীয় ও মানবের মধ্যে বাস্প হইয়া
পড়িয়াছিল। কিন্তু তরুণ বয়সে এই প্রেম একবার
পরীক্ষা স্বৰ্বাস্ত্রের অধিকার কৰিয়ার জন্য অধীন হইয়া
উঠিয়াছিল। তাহার স্তৰ দেশে পাকিস্তানে, আব তিনি
কলিকাতার পাকিয়া প্রেমসূল চিত্ত পরীক্ষা কৰিবেন।
ওই বক্তব্য হইলে আব পড়াজন্ম হয় কেমন কৰিয়া?
প্রকাশচন্দ্র পরিষ্ণত বয়সে তরুণ জীবনের প্রেমসূল প্রথম
কৰিয়া বাল্যবিবাহের নিম্ন কৰিবেন। তিনি এক-এ
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া আব বেশি পঢ়া কুনা কৰিতে
পারেন নাই। অর্থের অভাবও হইবার একটি কারণ
পারিবেন না।

অত্যন্ত প্রকাশচন্দ্র বিবরকার্যো প্রদর্শ হইলেন।
তিনি কিছুলিঙ্গ পোষাকপুরের কার্য কৰিয়া ও প্রেম চালাইয়া
হরিমাত্ত ঝুলের বিতীয় শিক্ষক হইয়া উত্তীর্ণে গমন
কৰিলেন। তৎকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও
ঝুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র সীর পরীক্ষাকে
লাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের দাসার উত্তীর্ণে। হইয়া পূর্বে
অবোরকানী দেবী কোন কাশ কৰিয়ে প্রেম চালাইয়া
হয়েছেন পান নাই। এনে তাহার ছই বাসী স্তৰী শাস্ত্রী
হরিমাত্তের ধৰ্মভাব দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে একজন
উপসনার কৰিয়া আত্মজীবন কৰিলেন। অবোর-
কানীর আকসমাজের প্রতি শুক্র পঢ়িয়া গেল।
অবশেষে প্রকাশচন্দ্র সরকারি কর্ম পাইয়া মতিহারি গমন
কৰিলেন। এই হাতে সাধু অবোরনাথের সঙ্গে তাহার
মিল হইল। সাধু অবোরনাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এই
ছই বক্তব্য আকসমাজের দ্বৈ শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন।
বিষয়ক ভক্তিরে প্রমত্ত এবং অবোরনাথ দেশে ইথুরের
সহিত যুক্ত হইতেছিলেন। ইথুরের জীবনের সংশ্লেষণ শক্তিশালী
পূর্ব ও রম্ভীর চিত্ত ইথুরেয়ানী হইয়ে উত্তীর্ণে। প্রকাশচন্দ্র
ও তাহার পৌত্রী, অবোরনাথের দৈবাশা, কঠোর সামনা
এবং উত্তীর্ণ জীবন দেখিয়া প্রিয় হইলেন। তাহারের
অস্তরে সাধনের পৃষ্ঠা বলবতী হইল। তাহার সুরক্ষা

ପାରିଲେନ, ମଂଗଳର କୁହମୋହାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତିର୍ଦ୍ଵାରା ଇହାର ମାଧ୍ୟମରେ -ତପଶ୍ଚାର ଏକଟା ମରକୁମ ଆଛେ । ପୃଷ୍ଠାକର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସହିତର ମହିତ ମେତେ ମରକୁମ ପାର ହଇଲେ ନା ପାରିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଭକ୍ତ ଲାଭ କରି କରିବା ଅବଲମ୍ବନ । ମେଇତଥେ ହୁଅଛେ କଟରେ ବୈକ୍ଷେଣ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ମୁହଁମୂଳକ ସର୍ବକାରିତା କରିଲେ । ଏହାକୁ ଏକଟେ କରିଯା ଆମକରିର ପାଶ ଦିଇ ହାତେ ଲାଗିଲେ । ତୋହାର ଦୁଇ ଆହୁମୂଳକ ଧାରା ଅଭ୍ୟମରେ ରିପ୍ରୋଣିକେ ଚିନିଲେ ନାହିଁଲେ । ବୈକ୍ଷେଣ୍ୟର ଅଭିନିତ ମେତି ଭାବେ ହାତେ ଲାଗିଲି ; ଆଜି ତୋହାର ସମେ ମେହେଇ ତୋହାରେ ଅଭ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ସୁକ, ମିଳିତ ହିଲେ ଉଠିଲେ ଲାଗିଲି ।

ଏହି ସମୟ ଉପଗ୍ରହ, ନାମଗନ୍ଧ, ଭକ୍ତମ୍ବ ଓ ଅକ୍ଷୋଦ୍ଧର ଇହାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଶୟଥ ହିଲେ ଦୀର୍ଘବିରାହିଲି । ହେଲି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ତୋହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିଲି । ଦୀର୍ଘବିରାହର ଅଭିନିତ ମେତି ଭାବେ ହାତେ ଲାଗିଲି ; ଆଜି ତୋହାର ସମେ ମେହେଇ ତୋହାରେ ଅଭ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ସୁକ, ମିଳିତ ହିଲେ ଉଠିଲେ ।

ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଅକ୍ଷୋଦ୍ଧର ଓ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦରମ ହିଲେ ଛଜନେଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହିଲେ ଦେଖିଲେ ଗମନ କରିଲେ । ଅକ୍ଷୋଦ୍ଧର ତୋହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପର କଟା ଯଜାଳା କରିଲେ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଘଟନା ଧରିଲା କରିଲେ । ଏହି ଦୀର୍ଘବିରାହର ଅଭିନିତ ମେତି ଭାବେ ହାତେ ଲାଗିଲି ।

ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ସାଧନକୁ ଆକାଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ କଟା ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ ।

ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ ।

ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ ।

ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ । ଏହି ସମୟ ପାରିଲେ, ତଥାମରେ ଏକଟେ ଯଜାଳା କରିଲେ ।

ଇହାର କିଛିଲି ପୂର୍ବେଇ ଆକାଶରେ ଏବେ ଦେବେ ମୁମାରେ ବିବାହ ହିଲାଇଲି । ମୁମାର ଧର୍ମଶାଲା ରଖି ଛିଲେ । ଆମର ତୋହାକେ ଅଭିଶ ଶକ୍ତ କରିବାର । ଏହି ମୁମାରେ ଅଭି ପ୍ରକାଶଚିତ୍ର ଓ ତୋହାର ପାଞ୍ଚକୁ ଦୋର ମଧ୍ୟମରେ ମେତି ପାରିଲା ଉତ୍ତାତେ ଯଥ ଶକ୍ତ କରିବ ହିଲାଇଲି । ମେତି ଅଭି ମୁମାରେ ଆମରର ଜୀବନର କହିଲି ।

ଏହି ଦୂରେ ଆକାଶରେ ଅନେକ ପରିଚିତ ସିଦ୍ଧି ହିଲିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ମୁମାର ବିବାହର ସମୟ ହିଲି ; ପିତା ମାତା ପରିଶର ସମୟେ ତୋହାର ମଧ୍ୟମରେ ବିବାହ ଆମରର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି । ଏହି ଦୂରେ ଆମର ଜୀବନର କହିଲି ।

ପ୍ରକାଶଚଙ୍ଗେର ସକଳ କଥା ମନେ ଲାଇ,
ବିଶ୍ୱାସୋଜ୍ଜଳ ଓ ପ୍ରେମୋଦୀଷ ମୁଖ୍ୟବିତେ
ଦେଖିଯାଇଛିଲାମ, ତାହା ଏଥନେ ମନେ ଆଛେ ।

স্মারণের বিষয় যাগারের পর প্রকাশন্ত ও তাহার
পশ্চি বেহারের একটি বিশেষ কার্য সম্পর্ক করিবার জন্য
প্রস্তু হইলেন। বেহার অফিসে ঝীজতির দ্বারের আর
যোগ নাই। ডজ পরিবারের মহিলাগণও অশেষ নির্মাণ
সহ করেন। তাহারের মধ্যে একজুড়ু জানের আলোক
অবেশ করে নাই। এসকল মহিলাগণের শিক্ষা জন্য
তাহারা দ্বৈ করিবেন। কিংব প্রকাশন্ত গবর্নেটর
কর্তৃতৈ অধিক সময় ব্যৱ থাকেন। এজন্য তাহার
কর্তৃতৈ দ্বৈ ধারণাবিনোদে উক্ত কঠিন কার্যের জন্য
কঠোর সময় ধৰণ করিলেন,—তিনি শুহসংসার-বাসী
ও পুরুষদের সকলক স্বার্থে রাখিয়া চোলা যাইলেন;
সেই পৌরোচ ব্যসে লক্ষ্মী ঝীজনাগণের বোর্ডিং থাকিবেন
এবং টেলিন স্কুলে উচ্চারণ শিক্ষা লাভ করিবেন; তাহার
পর বীকপুর অসমিয়া মেহেরের জন্য স্কুল ও বোর্ডিং
স্কুলেন।

একটি বস্তুমহিলার প্রোটো বয়সের এই সংকরণের কথা উল্লিখন করেছেই বিশিষ্ট হাইলেন্ড। বাঁচিপুরের অনেক দাঙ তাঁহার এই সংকরণে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“সে কি কথা? বর-সংসার ফেলিয়া কোথায় যাইবেন? এই বয়সেও কি মেমদের কাছে নিয়া লেখাপড়া শেষ সত্ত্ব?”

ତାହାରୀ ଡଗନ୍ ଏଇ ମରିଲିନୀ ନାରୀର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଭାଲ କରିଯା ପାଇ ନାହିଁ । ଅକ୍ଷାଂଶୁ ପ୍ରେମେ ସାଧନ ଥାରା ଏହି ରୟକରୀ ଦ୍ୱାରା ଏବନ ଏକ ଶକ୍ତି ଉପରେ କରିଯାଇଛିଲେ, ଯେ ଶକ୍ତିର ସ୍ମୃତେ କୋଣ ବାହୀ ବିଷ ଦ୍ୱାରାଇତେ ପାରିବ ନା । ମେରୀ ଅଧ୍ୟୋକ୍ଷମିନୀ ଏକବର ଥାରୀର କୁଳେ ଦେଖିଯାଇଥିବା କାହିଁ ହାତିଲା ପାଇଲେ ନା, ଆବଶ୍ୟକ ପଥ କଳିତେ ହିଁଦେ ଅନେକ । ଛାଟ ଫୋଟୋ ପାଖର ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧୋରକୁଣ୍ଡିନୀ ତ କୋଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଇ ଚଢନ୍ ନାହିଁ । ଦେଖାଯାଇ ନା ଚଢିଲେ ମେନିମ ଯେ ଅବହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାରେ ମହିତ ତାହାରେ ମତ ଯୁଦ୍ଧରୀ କରିଲିମେ । ତିନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବ ଅଧ୍ୟୋତ୍ତମଙ୍ଗ କରିଯାଇଲେ ।

ଚିନିତ ଲାଭିଲେନ । ଏହି ଡେବିଲିନ୍ ସମୟେ ଏଥିର ଆବଶ୍ୟକ ଛାତା ଚାଲାଇଗାର ମତ ଶିଖ । ଆଜି କରିବାର ଅଳ୍ପ ଲାଗେ ଚିନିତ ଲାଭିଲେନ । ଏକବେଳେ ଦୋଷିତର କର୍ତ୍ତା ଏକବେଳେ ହେବାର ମରିଲା । ଏହି ଏକ ମୁଣ୍ଡର ବୋଲିଗ୍ରେ ବାରୀରୀ ଝାଲୋକଟିର ଦୈରାଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଭିଭାବକ ପ୍ରକାଶ କରିଲୁଛନ୍ତି ।

এই হাতে আক্ষয়চূম্বো মন্তব্যের বিষয়ে একবার ঢিঙা
করা আবশ্যিক। তিনি ডেপুলিট কলেক্টর ; সরকারি কর্মে
প্রাপ্ত হাত ঘাঁটিতে হয়। ধৰ্মসাধনে সহজ অভিযাহিত
হয় ; অথচ ব্রহ্ম সংসার ও সংশ্লিষ্টিগুলির ভার গ্রহণ করিয়া
পর্যবেক্ষণ কিম্বালী নামীরিগের দ্রুত ঘোষেন্দের অভ্য লক্ষ্মী
পাঠাইয়া দিবেন। দ্বিতীয় প্রেমিক ধৰ্মিক লোক বাজীত
এ রকম কার্যা কি যেসে গোকের পক্ষ করা সম্ভব ? এই
সময় দেবী অধোকৃতাবিনাশী লক্ষ্মী হইতে আক্ষয়চূম্বকে
বৰ্ণনা পূর্ণ পরিচিতিতে, তাহার একগুলি পত্রের ক্রিয়াশৰ্থ
ও প্রকাশ করিবারিঃ—

ଅଧୋରକମିନ୍ ଦେବୀର ଲଙ୍ଘେର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶୈସ
ଇହିତ ଲାଗିଲି, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତି ତୁମାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ-
ଚନ୍ଦ୍ରର ତିଥ ଆକୁଳ ଇହାର ଉଠିଲେ ଲାଗିଲି । ଭରିଯାଉଥିରେ
କାହାର ସବକେ ଇହାର କି ବରକମ-କରନ୍ତି, କରିବିଲେ, ତାହା
“ଅଧୋ-ପ୍ରକାଶ” ଏଥ ଇହିତ ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରିଲେହି । ଦେବୀ
ଅଧୋରକମିନ୍ ତୋରାଙ୍କ ଡାରେଇବେ ଲିଖିବାରୁଙ୍କଣ ।

"এই কঠারের সুনিশ্চ পড়িল। কঠ কঠার যে করিতে হইবে, তাহাও লাগিবে; কিন্ত করিতেই হইবে। একটি উলসনা-গৃহ, একটি দেশেরে সুল, একটি লিঙ্গিতাম, একটি ছাত-অশ্বা পুরণ করিতে হইবে। সুল ত অতি নীচ করিবে। খৰত আপ্নাতত মদে আর ১০০ শত টাকা করিয়া লাগিবে।"

অবশ্যে অংঘোরকামিনী দেবী লক্ষ্মী হইতে শিক্ষাপাত
করিয়া বাকিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বাকিপুরের ধ্যাত
• রাজের প্রতি খেল কৈল টেকে

* ଅଶୋକ-ଆକାଶ ଗଚ୍ଛ ହଟେଟୁ ଉଚ୍ଚ ତ ।

ନାମ୍ବ ଉକିଲ ଶୁଣିପୂର୍ବ ଦେନ ମହାଶ୍ରମ ଅଧୋରକମିନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କେ
ଅତିଶ୍ୟ ଶକ୍ତା କରିଛେ । ତିନି ବାକିପୁରେ ପୂର୍ବତନ
ବାଲିକା ଶୁଳ୍କଟି ତାର ତୀରାହ ହତେ ଅର୍ପନ କରିଲେନ ।
ତୀରାହ ଚଟେରୀ ପରେରଟ ହିନ୍ଦୁମୁଖୀ ବାଲିକା ଆମିଗୀ ଥୁଲେ
ଭାବି ହିଲେ । ଥୀରେ ଥୀରେ ଦେବୀ ଅବେଳାକମିନ୍ତେ ଦେବେର
ଅଳ୍ପ ଏକଟି ବୋର୍ଡିଙ୍ ପୁଲିସେନ । ଶୁଳ୍କ ଏଟେଲ୍ ଥୁଲେ ପରିଷ୍ଠତ
ହିଲେ । ଏହି ସମୟ ପ୍ରକାଶତମ୍ଭର ଉପାର୍ଜିତ ଅଳ ହିଟେ
କିଛି କିଛି ଟାକା ଦିଲା ବୋର୍ଡିଙ୍ ରୀତି ନିର୍ମିତ କରିଲେ
ହିଲେ । ପ୍ରକାଶତମ୍ଭ ଓ ଦେବୀ ଅଧୋରକମିନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି-
ସବୁ ଥୁଲେ ଓ ବୋର୍ଡିଙ୍ ଏଥନେ ବାକିପୁରେ ରହିଯାଇଛେ ।
ବୋର୍ଡିଙ୍ ଏଥେର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରକାଶତମ୍ଭ ତୀରାହ ନୟାଟୋପାର
ବାଲିକା ଏକଟି ଅଳ୍ପ ହାତିଆ ଦିଲ୍ଲାହିଲେ । ଏଥିମେ ବୋର୍ଡିଙ୍
ଅଳ୍ପ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉତ୍ତିଶ୍ୟ ଗିଲାଇଛି ।

ইହାରୀ ଶୁଣ୍ଡ ଓ ଦୋଇଁ କରିଯାଇ ଦେବାର କାହାଁ
ମାନ୍ଦିପ କରେନ ନାହିଁ । ହଥୀ ଓ ଶୀଡିତ ଲୋକୋରା ଇହାଦେର
ଗୁହେ ଆଜିର ପାହିତ । ଏକଶତାବ୍ଦୀ ମୂଳ୍ୟପରିପରେ ଦାରୀ
ଛବିରିଗିରେ ମୁଖ୍ୟମ ଦାନ କରିତେଣ । ତାହାର ପଚାର ଦେବ
ଧାରୀ ଯଥେ ଯାନ୍ତିରିଗିରେ ସୁଧ କରିଯା ତୁଳିଲେନ । ଆମି ଏହି
ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବେ ବୀକିପିଗ୍ ଗମନ କରିଯା ଏକଶତରେ ଗୁହେ
ଅଭିଭିତ୍ତି ହିୟାଛିଲା । ଡକାଳେ ଏକଜନ ଯ୍ୟାଗରୋଗାପାତ୍ର
ତତ୍ତ୍ଵଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଶତରେ ଗୁହେ ଦାନ କରିତେ-
ଛିଲେନ । ବଲିତେ ପେଣ ଏକଶତରେ ହୁଣୀ, ପାଣୀ ଓ ଜୀବନ-
ମଂଗ୍ରୋମେ କଷତ ଶିକ୍ଷତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିହାର ନରନାରୀମାତ୍ରେରଇ ପରମ
ବସ୍ତୁ ଛିଲେନ । ତିନି ଡେଙ୍ଗୁ ମାର୍ଜିଟ୍‌ଟେର କର୍ତ୍ତା କରିଲେନ ।

କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥକେ ଧନୀ ଓ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟରେ ସମେ ଦୟନ୍ତ ଭାବେ
ମିଶିଲେ ଦେଖି ନାହିଁ । ତିନି ଶୋକାର୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତିବାହି
ଏକମଳ ପୂର୍ବ ଓ ଯମଲୀର ସମେ ଲିଖିଲେ ହିଟ୍ୟା ତୀର୍ଥରେ
ଚଢ଼େଇ ଜଳେର ସମେ ନିଜେର ଚଢ଼େଇ ଜଳ ମିଶିଲା
ମିଳିଲା ।

ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର ଏଇମକଳ ମେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୀର୍ତ୍ତାର
ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତ୍ ଶୁଭୋଦମନ୍ ରାୟ ବାରିଷ୍ଠାର ମହାଶୟ
ଲିଖିଥାଏନ୍

“ପିଲ୍ଲାରେବ ସମୟ କୌଣ ଥିବନ୍ତରପେ ଉମ୍ବର୍କୁ ହଇଲାଛି ।
ସତ ତିବ ପରମ୍‌ପ୍ରେଟୋ କାକୁରୀ କରିବାକୁମ ସୁଧର ଅବସର ସମୟ ଧର୍ମ
ମାଧ୍ୟମ, ଧର୍ମ ଆଶ୍ରମ, ମାଧ୍ୟମ ମନ୍ଦିରେ, ଆଶ୍ରମମାଜରେ ଓ ଜନମନ୍ଦିରେ
ଦେବୀର ସାଥ କରିବାକୁ । ଏକଳର କାହିଁ ଶରୀରକେ ଶରୀର, ଅର୍ଥକେ

ପ୍ରକାଶକାରୀ ଯାତ୍ରା ଓ ଲେଖିବାର ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ

ଅକ୍ଷାଂଶୁମର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ ଏ ଜୀବନ ହେଉ ଯଦୁକିମୁଦ୍ରା ଆମର୍ଦ୍ଦିତ
ମାର୍ଗର୍ ଆଗମର ହୃଦୟ-ପତେ ଝାକିଯା ଲାଇସାଇଲ୍ଡେ । ସହାଯା
କିତ୍ତ ତାହାର ପରମ ଶରୀର ଓ ଶରୀର କାଟୁଣ୍ଡ ତାହାର
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରମ ବୃଦ୍ଧ ଛିଲେ । କିମ୍ବା ଉଠାନ ଉଠି
ହୋଇଯାଇ ପାଶୀ ଓ ଅସମ୍ଭବରେ ପରମ ହୁଏ । ଯିତ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
ପାଠରେ ଭାବାର ବିଳାଗହେ—“ଅମି ହୁଏ ପାପର ଜତିରେ
ଏହି ପୁରୁଷିକାରେ ଆମିରାହି । ଲୋକେର ଦେବୀ ପାଇତେ ଆମି
ଆମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମିହି ଲୋକେର ପରଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଏବନାରୀରେ ମୁକ୍ତର ମୂଳ୍ୟ ସଙ୍କଳ ଆମିହି ଆମାର ଜୀବନ ମାନ
କରିବ ।”

এই মহত্বী বাণী ভক্ত ও দেবপ্রাপ্তর জ্ঞানচিহ্নেগুলি
অস্থায়ে কিংকুল করণা ও সেবন ভাবে জ্ঞানে করিবারে,
তাহা আমরা সমরেই শানি। এই মহত্বী বাণী প্রকাশ-
সম্বন্ধের অন্তরে করণা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবা তুলিব।
আমি যখন বৈক্ষিপ্যে বাস করিতাম, তখন পাগপকে
প্রতিনি এক অভিগ্নিনা নারী প্রকাশনের আশ্চর্য-
গ্রহণ করিছিল। এই ঝোলকে আমর দেওয়াল
প্রকাশনের ব্রহ্মণ তাহাকে তার ভূমণা করিছিলেন আর
বিনিষ্ঠ প্রকাশনে করণা আর হাতী অশ্রদ্ধিত মনে
বলিছিলেন—“আমি পাপীরের ভক্ত। আপনারা আমাকে
হৃষী ও পাপীরের মনেই তাৰিখা দিনে। আমি যেন
তাহাদের অঙ্গত অবিসর্জন করিতে পারি।”

ଆମରୀ ଆଜି ଏକାଶଚନ୍ଦ୍ର ପାଶର ପ୍ରତି ସହାଯୁତି
ଏକାଶ କରିବେ ଯିବ୍ବା ସମ୍ବଲିଗେର ସହାଯୁତି ହିତେ
ବ୍ୟକ୍ତି ହିସ୍ତାବନ୍ଦୀରେ ହେବାରେ ଶାଖିଦାରୀ ନରମାତ୍ରୀର ପ୍ରତି
ଏକାଶଚନ୍ଦ୍ରର ସହାଯୁତି କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଲ ସେ ବିବରେ
ଆଜି ସାଥେ ଥାନେ ବର୍ଣନା କରିବେ ଚୋଟା କରିବ ।

একবার শীতকালে বাম্পারেশের একটি সাক্ষিদে
দল বৰ্ষিগুরু গিয়া উপহিত হইল। তাহলে শীতে প্র
দলের একটি দুর্বল নিউডেনিয়া রোগ জন্মাল। দুর্বল
বিদেশে অসহায় অবস্থায় রোগে পড়িয়া অস্থির হইল
উটিল। এই অসহায় দূর্বলের কঠিন পিণ্ডার কথা প্রকাশ
চৰে ও তাহার পর্য তুলিতে পাইলৰন। আৰি কি তাহার

ହିନ୍ଦୁ ଧାରିକତ ପାରେନ ? ଯୁବକ କୋଣାକାର କେ ? କି ରକମ ଚିରି ? ସେମଙ୍ଗ ବିଷୟେ ଚିତ୍ତ ନା କରିଯା ଯୁବକଟିକେ ନିର୍ବିଳବେ ବାହାରେ ଲାଗୁ ଆସିଲେ ; ଏବଂ ଚିନ୍ତିତା ଓ ଦେଖା ସାଥୀ ଭାବରେ ଝଇ କରିଲେବେ । ଯୁବକଟି ସବୁ ହିଲେ ପର ଭାବରେ ପାରେନ୍ ସବୁ ଯିବା ଭାବରେ ବାହାରେ ପାଠିଅଯିବେ ।

ହଇଲେଛି । କାରଣ , ପ୍ରକାଶକ୍ରତ୍ତ ଭାବରେ ହେମମତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବୋରେର ମେଲେ ଆପନଙ୍କ ଝୀବନ ଏବଂ କରିବା ଫେରିଲାଛିଲେନ । କେହ ମନେ କରିଲେନ ନା ଯେ ଏଇମଙ୍ଗ ଉପକାଶରେ କିଞ୍ଚିତ କଥା ଅବଦାନ କରେବାର କାବ୍ୟର କବିତା । ପ୍ରକାଶକ୍ରତ୍ତ ଓ ମେବୀ ଅଧେରକମିଶ୍ନ୍ ଏକ ଜୁମା ହଇଲୁ ଛରନେଇ ଛରନେର ସାହାରେ

ଏକାଶରେ ପଞ୍ଜୀ ବିଳିମୁଦ୍ରର କୋଣ ଅନୁହାତ ଲୋକେର ମୃଦୁ ଝୁଲୁକିମିଗେ ଓ ଶିଖମୁଦ୍ରର ପାନ୍ଧାରା ସଂବନ୍ଧ ପାଇଲେ ଦେଖାର ଅଛି ଦେ ଥାଏ ଦେଖି ଉପରୁଷ ହିତ ହିଲେନେ । ତିନି ଏମ କୋମଳ ହେଁ ପଞ୍ଜୀ ହିତା କ୍ଷମା ବିଳିମୁଦ୍ରର ଦେଖି କରିଲେନ ଯେ ତାହାର ତାହାରେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଆହୁଳ ହିତ ତାହାରେ ମାତ୍ର ସଂବନ୍ଧର କରିବି । ଦେଖି ଅଧୋରକମିନ୍ଦର ଦେଖା ଓ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମାର ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ମମାଦର କରିବାର ପରିମାଣ ଦେଖିଲେ ଏହିକିମାର ଦେଖିଲେ ।

—**প্রকাশচন্দ্ৰ তাৰাচৰ** অংশে আছে—
“অ্যাকাডেমিকীয় অভিভাৱ পৰম্পৰাবলৈ এতে অতিৰিক্ত অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ ও উন্নিষদ হইয়া উলিলুম যে, অনুষ্ঠনৰ দ্বাৰা তাৰাচৰ
অভিভাৱে এখন কথা হইয়া উলিলুম।” * * * একসময় সাময়িক
বাণিজ্যিক পত্ৰিকাৰ পৰম্পৰাবলৈ কোন উচ্চ কৃষ্ণচৰণৰ পথী অন্যথায়
গৱেষণা কৰিব পৰি তাৰাচৰ এতেও তাৰাচৰ পৰিষ্কাৰ
কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব। কিন্তু বিশ্বাস কৰা পৰিব যেনে যথেন্দ্ৰ
হইয়া উলিলুম। এবং বিশ্বাস এই গৱেষণাৰ তাৰাচৰ নিকট কৰ্মসূৰ্য
পৰিষ্কাৰিতাৰ আৰম্ভ কৰিব কৰিব। কিন্তু বিশ্বাস কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব। তিনি আৰু এক কৰিব কৰিব।

ଆମର ଏହି ଚନ୍ଦନାର ମୁଁ ସକଳେଟି ହେଲି ତ ଏକତ ବିଷୟ ହେଲା କରିବାମୁଁ । “ଆମି ସର୍ଜନ ଅକ୍ଷେତ୍ରର ସମେ ମୁଁ ପାହାର ପାହାର କମ୍ପୁଟର ବିବିଧ ଯାଇଛୋଇ । ଦେଖିବାକୁ ଆମେଇନ ପ୍ରେମେର ମଧ୍ୟାତର ଲାଇକ ଉପଶିଥିତ ହିଲେନ । କୁଝ ପରିବେଳେ କିମ୍ବା ଏକବାରଙ୍କ ତୁଳପାତ କରିବାର ନା । ତିନି ସଥିନ ଡକ୍ଟିକେ ବିଶାଳିତ ହିଲ୍ଲା ଚୋରେ ଭଲ ଫେଲିଲେ କେଲିଲେ

य संथा]

ଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର

একাশচর্ম শাস্তিকার নমনীয় ও শোকার্থদিগের
পরম বৃক্ষ হিলেন। দেসকল পূর্ণ ও রঙীন জীবনের
শৌখিকায় ভোক ও জনহের সংগ্রামে অক্ষ বিক্ষত হইতেন,
এবং শাস্তিকার ইষ্টাই মানসিক ঘষ্টণার চটকটক করিলেন,
একাশচর্ম তাঁহাদের মনের ভাব অঙ্গত হইতে পারিলেই
প্রেম লইয়া তাঁহাদের কাছ উপস্থিত হইতেন। পুরুষ
মহামঞ্চ ছিল। তিনি তাঁহার পতাকার "নববিধান" এই
সম্প্রসারিক শব্দটি অভিত না করিয়া "মিলন" শব্দটি অভিত
করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু, আর্দ্র, আঠান ও মুসলিমদের
এই সকল সম্প্রদায়ের লোক টেরপেনে একপ্রাণী হইয়া
করে দেখেন তাঁরা প্রতিষ্ঠা করিবে—ইষ্টাই তাঁহার চিজ্জার
বিষয় ছিল।

মনে করিয়া নিঃসংকোচে মনের ভাব বাস্ত করিতেন। মহাশয় লিখিতছেন—

ପ୍ରକାଶକ୍ଷତ ତୀହାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସମା ଓ ଧର୍ମଲୋଚନା କରିଯାଇଥାରେ ତିତ ଈଥରେ ଦିକେ ବିବାହିତ ମିଳନ । ତଥାରେ ଈଥରେ ଶ୍ରୀତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରାଗର ତୀହାରେ କହନ ଜୁଡ଼ାଇବା ଘଟିଛି । ଆମି ଆଟ ସଂମର ବୀରିପୁରେ ବୀର କରିଯାଇଛିମା ; ଏ ମରମ ମେଲିତାମ କୌଣ କୋଣଗପରିବାରେ ମୃଦୁ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ପରିବାରର ହିଲେଇ ପ୍ରାକାଶରେ ଛୁଟି ଯୋ ମେହି ପରିବାରେ ଗମନ କରିଛି । ତୀହାର ଉପସମା ଓ ଧର୍ମଲୋଚନାରେ ଏହିନେ ଏକଟ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଛି ଯେ, ଶୋକାର୍ଥ ବୀକରିତା ମଧ୍ୟରେ ଥାର୍ଥନା ଲାଭ କରିବିଲେ ।

প্রকাশনের মুদ্রার পর এই অল্লদিন হইল শিলংগ্রন্থবাসী প্রস্তরে। ভাইসের ব্যক্তিকর্ত্তা গান্ধীর মৃত্যু ঘটে হয়, আর প্রস্তরের তিতোধৈনে তাহাদের শোক আবাদের অপেক্ষাও গভীর।"

ଅକ୍ଷେତ୍ର ଦାକାର ତୋହାର ଆକାଶରେ ଶମ୍ପନ୍ କରିଛାନ୍ । ଏଇ ଯିମ୍ବ କଟିଗଲା ତୋ ଏବଂ ଏକଟି ଅଞ୍ଜଳି ନାହିଁ ତୋହାର ସାଥିମାନଙ୍କରେ କଥା ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରିବିଲୁ କରିଲା । ମେଦିନୀ ଏକମଣି ବି-ଏ ଉତ୍ୟଧିରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦିତେବେଳେ “ପ୍ରାକାଶକୁ ଆମର ପିତା, ଆମର ସୁଧ ଏବଂ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଛିଲେ ।” ସଥାଏହି ପ୍ରାକାଶମ୍ଭର ମେଦିନିକୁ ଏକମେ ବ୍ସନ୍ ପୁରେତେ ପ୍ରାକାଶମ୍ଭର ବସ୍ତୁତ ଖୋଲାଯାଇଲା । ଏବଂ ମେଦିନି କଟିଲା ହିଙ୍ଗା ମୋଡ଼ାଲ୍ । ତିନି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପିନ କଟିଲା ଶୀଘ୍ର ଏକେବାରେ ଶକ୍ତିଶୀଳ ହିଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାଇଲା । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ଭାବନା ଦିଲା କିମ୍ବାରେ କିମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଉଚ୍ଚବ୍ରତ ସମାଜର କରିବା ପାଇଁ ପରମ ସୁଧ ଘାଇକିଲେ । ତୋହାର ପଢ଼ ବାଣିଷ୍ଠର ମୁଖୋଦର୍ଶକ କାହିଁ

কোন কোন প্রকাশ ও নাবীর এই রকম সহজে হালিপ্ত হইয়াছিল। মেই অন্য আঁক আবৃত্ত কত লোক তাঁদার অন্য অবিসর্জন করিতেছে।

ଅକ୍ଷାଶକ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଃଖ୍ୟ ସେ କି ଉଦ୍‌ବାର ଓ ମହିନ୍ତି ଛିଲ, ଆମି ପିଲାହେନ । ଅଭିଯୋଗେର କିଥା ଶାରୀରିକ ସ୍ଵଭାବର ପରିଚାଳକ ଏକଟି

কথা, একটি অকর, একটি কাতরখনিও কথনও মুখ হইতে বাহির করেন নাই। মুখের ত্বরণ পূর্ণ করেন বাসার পরিষ্ঠি দেন নাই।

তাঁর গভীর প্রস্তর শুরু দেন তে হোগ্যাকে এক দেশ আজার অক্ষেক্ষিত রাখিত। *

এইসময়ে পিছের পুরুষের নিজে সহানুভব ও ধূম ধোরে চীমের পাইয়া পেশেছিল, পারি ও আনন্দ সংগ্ৰহ কৰিতে করিতে গত ১১ দিনের পূর্বে বাসার ধূমদান সময়ে বীৰে বীৰে এবং শীর্ঘার হইতে চুলিয়া পেশেছে; অবৰধূমে পিজা শীর্ঘে দেৱতার সাথী, সাতজন্তুর সহিত ও জনীনীরোর সহিত চিৎ-বিশেষ মিহিৎ হইলেন। *

এ সংযোগের প্রকাশচক্র এক কজা ও তিনি পুত্ৰ রাখিয়া পিছেছেন। তোক পুত্ৰ অবৰধূমে রায় কলিকতা হাতি-কোটিৰে ব্যারিটাৰ। বাসার পুত্ৰ শৈৰূপ্য সাধনচক্র রায় বিলাতে ইঞ্জিনিয়াৰের কার্য কৰিতেছেন। তৃতীয় পুত্ৰ শৈৰূপ্য বিধনচক্র রায় ইংলণ্ড হইতে এমভি পৰ্যাকৃতাৰ উত্তীৰ্ণ হইয়াছেন। আমৰা আশা কৰি তাহার তাহারেৰ ধৰ্মীক পিতার একধানি জীৱনচৰিত প্রকাশ কৰিবেন। উহা যে সকল সম্প্ৰদায়ের লোকেৰ নিকট আৰু হইবে, তাহাতে আৰ সন্দেহ নাই।

আইমৃতলাঙ শুখ।

প্ৰশ্ন

(জাপানি কৰিতা)

আৰাব কৰে মিলন হৰে?

প্ৰথম কৰে দীৰ্ঘ—ধৰিয়া হৈ কৰ;

আৰাব পানে চাহিয়া ধৰি

কৰিতে নাৰি, শুধু মন কৰ বৰ!

অঞ্চল্যা মুছেৰে বিয়ে

কহিল দীৰ্ঘ ধৰে—হৈলে সে মিলন;

কিন্তু কোথা কত সে দূৰে

জানি না হায় কোন সে কৃতক্ষেৰ!

আইমুলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পৰভৃত

কোকিলেৰ সংষ্টুত নাম পৰভৃত, পৰগুষ্ঠ, অকপুষ্ঠ, ও ককপুষ্ঠ। কোকিলশাবক ভিন্নজাতীয় পারী দ্বাৰা পালিত হয় বলিয়া পৰভৃত নাম পাইয়াছে, আৰ কাক দ্বাৰা পালিত হয় বলিয়া ককপুষ্ঠ নাম পাইয়াছে। কোকিলেৰ পৰভৃত ও ককপুষ্ঠ পৰভৃত নাম কাৰণিক নহে।

Darwin লিখিয়াছেন “ * * instinct impels the cuckoo to migrate and to lay her eggs in other birds' nests.”

কুকু অৰ্থ পারীৰ বাসায় তিনি পাড়িয়া থাক, নিজে কেৰে বাস প্ৰস্তুত কৰে না, শাৰককে মেটেক পালন, Wagtail, Sparrow প্ৰকৃতি পারীৰ বাসায় তিনি রাখিবাৰ ছুবিবা অতীকাৰ কৰিতে থাকে, বাধা পাইলে তাহাদেৰ বাসায় তিনি রাখিবা আসে, এক বাসায় হৈটো তিনি বাবে না ইত্যাদি অনেক বিয়ে কুকু সংখকে প্ৰাপ্তিৰ্বিং পশ্চিমগ উল্লেখ কৰিয়াছেন।

কোকিল কুকু জাতীয় পারী। আমাদেৰ মেছেৰ কোকিলেৰ বাবীৰ বাসারে কুকু পারীৰ বাসাবেৰ মতন কিনা তাহা দেখিতে হৈবে।

কোকিল বাৰ মাস আমাদেৰ মেছে থাকে না ইয়া সকলকেই পৌকাৰ কৰিতে হৈবে। উহারা কোৱা হইতে আসে, আৰ কোঢাইয়া বা চলিয়া থাক তাহা ঠিক কৰিয়া বলা থাক না। সকলেই মনে কৰিব যেখনে বসন্তেৰ বালুক সেইখনেই কোকিল থাকে। বসন্তকালে কোকিল আমাদেৰ মেছে আসে তাই কোকিলেৰ অৰ্থ নাম বসন্ত-দৃত। ইংলণ্ডেৰোৱা কুকুকে messenger of the spring বলিয়া ধৰিবেন। কুকু এপ্ৰিল মাসেৰ মধ্যভাবে ইংলণ্ডে আসিয়া থাকে এবং জুনাই কি অগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে আভিয়া চলিয়া থাক। আমাদেৰ কোকিলও তাহাই কৰে, মৰ্জনাবে এদেশে আসিয়া জুনাই মাসে এদেশ তাগ কৰিয়া চলিয়া থাক। উৎকল মেছে ও মধ্য-প্ৰদেশে কোকিলকে কোইলি বলিয়া ধৰিব। আমেৰ আঁটিৰ ভিতৰকাৰ সকেও কোইলি বলে। একগুলি প্ৰাণী পৰিষ্ঠি অৰ্থাৎ পৰিবেশ কৰিব।



কুকু-শাৰক পালিতপৰ্যন্ত তিনি পিঠে তুলিয়া চুলিয়া বাবা হইতে কোকিলে নিবে।

আমেৰ মধ্যে কোইলি নাই হইলে কোকিলেৰ কুহুৰ অভিযোগ হ'ব না, বৰুত তাহাই সত্য। মাতৰাদেৰ মধ্য বা বাবে ভাবে আমেৰ কোইলি হইয়া থাকে, আৰ আৰ আৰ সেই সময়েই কোকিল এদেশ দেখা দেৱ।

কুকু ইংলণ্ডে আভিয়া বাহিৰ সময়ে Hedge Sparrow, Wagtail প্ৰতি পারীৰ বাসায় তিনি রাখিবাৰ থাক, আৰ আমাদেৰ মেছেৰ কোকিল কৰেক বাসায় তিনি বাখিবা থাক।

কাক যিমেৰ উপৰ তা দেয়, শাৰক হইলে বৰ সংকলন পালন কৰে ও সংকলন উভয়পথেকে আহাৰ দেয়।

কোকিল-শাৰক সৰু ও পুষ্ট হইলে এবং বহুদূৰ উভয় দৃষ্টিতে ও নিজেৰ আহাৰ সংগ্ৰহ কৰিতে সমৰ্থ হইলে পালনকৰকৈতে তাগ কৰিতে; অৱশ্যান ছাড়িয়া বসন্তোলাপীয়ত হালে পলায়ন কৰে।

পৰ্যাকৃত প্ৰদেশবাসী অধিকাংশ লোকেতে কাক দ্বাৰা কোকিল-শাৰককে পালিত হইতে দেখিয়াছে। পুত্ৰিয়াৰ অভিযাপ্তে অনেকেকে কাকেৰ বাসা হইতে কোকিল-শাৰক আনিতে দেখা গিয়াছে।

আমৰা বাঢ়িতে একটা নাৰিকেল গাছ আছে। তাহার উপৰে প্ৰতি বৎসৰ কাকে বাসা নিয়াৰু কৰিয়া থাকে।

ইতি বৎসৰ বাবে উক্ত বাসায় কোকিল তিনি পাড়িয়া ধৰিয়া আছিতে। গত বৎসৰ বৎসৰ কাকেৰ ছানাগুলি বড় হইল, বাসা হইতে বাহিৰ দোকা বৃক্ষেৰ শাখাৰ বাসাৰ দেখিতে আৰুষ কৰিল তথ্য আমৰা দেখিয়ে পাইলাম উহাদেৰ একটা কাক ও একটা কোকিল-শাৰক। কিন্তু কাক উভয় শাৰককেই অশৰ্প বৰ সহকাৰে পালন কৰিতেছিল। এক



কুকু-শাৰক বাসার নিবে কাহাদেৰ অধিকত পৰিষে সামৰ মতো গৰ্জন কৰে।

দিন কোকিল-শাৰকক কোখায় পালিয়া গেল আৰ আমৰা দেখিতে পাইলাম না। এবাবেও তাহাই আভিয়াছিল। বৰ্দন কৰ শাৰক ছাটাটোৰে বাসা হইতে বাহিৰ কৰিল, তখন দেখিলাম একটা কাক আৰ একটা কোকিল-শাৰক।

উহারা উভয়ে অনেকে সময় বৃক্ষশাখাৰ বনিবা ধৰিত, কাক ব্যসনকাৰে উভয়কেই ধাওয়াইত। পৰে কুকুৰ শাৰক বড়টা কাকেৰ সলে সলে ইত্তুক্ত উভয়ৰ বড়াইল। একবিন কোকিলটা কোন দিকে উভয়ৰ গেল আমৰা আৰ দেখিতে পাইলাম না। কাক-শাৰক একনং তাহার মাস সলে উভয়ৰে বড়াইতেছে, তাহার মা এখনও তাহাকে আহাৰ দিয়া প্ৰতিগুলি কৰিতে হৈবে।

কোকিল কুকু উভয়ৰ পালিয়া ধৰিব। কাক-শাৰক একনং আভাস মাস সলে উভয়ৰে বড়াইতেছে, তাহার মা এখনও তাহাকে আহাৰ দিয়া প্ৰতিগুলি কৰিতে হৈবে।

কোকিল আমাদেৰ মেছে মাৰ্জ হইতে জুনাই পৰ্যাকৃত অবহন কৰে। এই সময়ে বে-সৰ পারী বাবা নিষ্পত্তি কৰে ও ডিখ প্ৰস্তুত কৰে, তাহাদেৰ বাসায় কোকিলেৰ ভিতৰে পারীৰ বাজাৰ বৰকে দেখিতে পারে।

বেকল মাসেৰী পারী সম্পূৰ্ণ বিধৰণ এই বে- কোকিল কাক ভিতৰে অপৰ কেৱল পান পালিয়া ধৰিব। আৰ আৰ পৰিষে একটা বেকল-শাৰক কোকিলেৰ ভিতৰে পারীৰ পালিয়া ধৰিয়ে একটা বেকল-শাৰক কোকিলেৰ ভিতৰে পারীৰ পালিয়া ধৰিয়ে একটা বেকল-শাৰক।

মে মাসে বা তৎপূর্বে ডিম পার্দিয়া থাকে, তাহাদের বাসা এক ছোট ও একগ কোশিলে নির্বিত যে তাহাতে প্রেসে কোরিয়া ডিম পার্দিয়া আসা কোকিলের পক্ষে অসম্ভব। অধিকত কোকিল-শাবক এসময় পার্দী অপেক্ষা বড় কাজেট কোকিল এক ছোট বাসার ও অক্ষম পালনকর্তৃর উপর নিরের শাবকের পালনের ভাব অর্পণ করিয়া নিষ্কৃত গাঁথিতে পারে না, হতভাঙ্গ কুরুক্ষেত্রে পার্দীর বাসার কোকিল ডিম পাঢ়ে বলিয়া মনে করা অসম্ভব। বড় জাতীয় চিটাগাংহী আকারে কোকিলের মত। তাহারা মার্জ মাসে ডিম পাঢ়ে। কিন্তু টিমাপালী বৃক্ষের পেটোরে ডিম পাঢ়ে হতভাঙ্গ দেখানো কোকিলের প্রেশে করা সম্ভবপ্রয়োগ নহে।

কোকিল মার্জ মাসে আমাদের মেশ আসে, হতভাঙ্গ আসিবামাত্র তিনি পার্দীর বাসায় ডিম পাঢ়ে বলিয়া মনে করা অসম্ভব। এক প্রকার যদ্যো আছে তাহারা ডিম মাসে ডিম পাঢ়ে, হতভাঙ্গ তাহাদের বাসায় কোকিল ডিম পাঢ়ে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ন। যদেশ পার্দী বৃক্ষকেটোরে বাসা নির্মাণ করিয়া মে মাসের মধ্যেই ডিম পাঢ়ে। ডিমবার পার্দী আকারে ও বর্ণে কক্ষিকা কোকিলের মতন; ইহারা মে ও জুন মাসে ডিম পার্দিয়া থাকে। ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখে বলিলে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এদেশে এত অল্প ও একগ নিষ্কৃত স্থানে ইহারা বাসা নির্মাণ করিয়া থাকে যে কোকিল ইহাদের বাসায় ডিম পাঢ়ে বলিয়া অসমুচ্ছ করা যাবে ন। কেহ কথনও কোকিলের পক্ষে বাসায় ডিম পার্দিয়া থাকে।

১। কুকু দেশ ভাগ করিয়া যাইতে পারে নহই, আকারের সামান্য পার্দীর বালিলে চলে।

২। কুকু দেশ ভাগ করিয়া যাইতে পারে না, কোকিল পেটে ডিম লইয়া এদেশে আসে না বিছুক্তল এদেশে অবস্থানের পর ডিম পার্দিয়া লইয়া যায়। কাক ডিম কোকিল-শাবক পালন করিয়ে পারে এমন কোনও পার্দী দে সময়ে বাসা নির্মাণ করে না কিন্তু ডিম পাঢ়ে না, কাজেই কোকিল কাকের বাসায় ডিম রাখিয়া যায়।

৩। মূরুণি ও পার্দিহীন কিমা মূরুণি ও কৃত্তৱ্যের ডিমের মধ্যে আকারের যতটা পার্দক কোকিল ও কাকের ডিমের মধ্যে ততটা পার্দক নাই; বর্ণেও বিশ্বের কোন তাৰতম্য আছে বলিয়া অসমুচ্ছ করা যাবে ন। ডিমের বর্ণ ও আকারে দেখিয়া পালনকর্তাৰ মনে কোনজপ সন্দেহের উল্লেখ নাই হতৎপ্রতি কোকিলের প্রধান লক্ষ্য থাকা সম্ভব। বর্ণ ও আকারের সামুচ্ছ দেখিতে পেলে কাক ও কোকিলের ডিমের মধ্যে দেখে সৃষ্ট দেখা যাইবে অস্ত কোন পার্দীর ডিমের মধ্যে ততটা দেখা যাইবে ন।

৪। হতভাঙ্গ পুরুষ শালিক পার্দী বাসা নির্মাণ করে। ইহারা আকারে কোকিল হইতে বেশী ছোট নহ; হতভাঙ্গ ইহাদের বাসায় কোকিল ডিম রাখিয়ে পারে; কিন্তু কোকিল অসমুচ্ছ করা যাইতে পারে; কিন্তু কোকিল তাহা করে ন। হতভাঙ্গ পুরুষ শালিক পার্দী বাসা নির্মাণ করে তখন ইহাদের ডিম পার্দিয়া সময় হয় না, কিন্তু ইহাদের বাসায় ডিম রাখিয়া যাইতে কোকিল আসে। ইহারা করে না, কেন না ইহাদের সহিত কোকিলের বর্ণের সামুচ্ছ নাই। বহুসংখ্যক শালিকের বাসা দেখিয়াছি, কিন্তু

৫। Darwin লিখিয়াছেন—“That the common



কুকু হতভাঙ্গ



পরিপূর্ণ হতভাঙ্গ বেশভাব করিয়া যাইবার উপর

“That there is a reasonable probability² of each cuckoo most commonly putting her eggs in the nests of the same species and of this habit being transmitted to her positively, does not seem to be a very violent supposition.”

যে পার্দীদের অপর পার্দীর বাসায় ডিম রাখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন তাহারা যাইবার পার্দীদের বাসায় ডিম রাখিয়ে সম্ভবত: প্রথমে বলিল হইয়া থাকে।

যেখানে বর্ণ ও আকারে সৃষ্ট বলিল পার্দী রাখিয়াছে মেখানে পর্যত্বদের বাসা নির্মাণ করিতে কোন বষ্ট পাইতে হয় ন। আর বেখানে আকার ও বর্ণে সৃষ্ট সম্পর্কের পার্দীর অভ্যন্তর দেখানে পর্যত্বদের আকার ও কাক মুরুণি পার্দিহীন কিমা বাসা নির্মাণ করিয়া যাইতে অভাব করিয়াছে।

৬। আমাদের দেশ কাকবহু দেশ। এদেশে বস্ত কাক আছে অস্ত কোন পার্দী তত নাই। যে স্থানে ১০০ কোড়া কাক যান করে সে স্থানে ৫ কোড়া কোকিল অবস্থান করে কিনা সন্দেহ। কোকিল দেশ ছাইয়া যাইবার সময় যে স্থানে ডিম রাখিবার জন্য পার্দাটা বাসার এগোজন স্থানে ১০০টা কাকের বাসা মিলিতে পারে হতভাঙ্গ কাকের বাসা ছাইয়া অস্ত পার্দীর বাসায় কোকিল ডিম পার্দিয়ে কেন? কাক যে-কোন গাছে বাসা নির্মাণ করে, নিষ্কৃত থান মুরুণি লইয়া এগোজন হয় না, কোকিলের পক্ষে কাকের বাসা যত মুলত এমন আর কোনো বাসা নহ।

কুকু একটা বাসা হইতা ডিম রাখে ন। আমাদের দেশের কোকিলও তাহাই করে। বেখানেই কাকের বাসায় কোকিল-শাবক দেখা গিয়েছে স্থানেই এটা কাক-শিশু আর একটা কোকিল-শিশু দেখা গিয়েছে। এক বাসায় হইতা কোকিল-শিশু কিংবাল মৃত হইয়া থাকে। কাকের বস্তুর অঙ্গত হইল আমি একজন



কুকু-শবকের রাজনী সূর্য ও পালকগুলির "আধা" আইচ।

লোকের নিকট হইতে ছাইটা কোকিল-শবক এক সঙ্গে
ক্রমে করিয়াছিলাম। একবাসার এই ছাইটা শবক গান্ধী
গিয়াছিল বলিয়া সে প্রাকাশ করিয়াছিল।

একবার একটা কাককে ছাইটা কাক-শিশু ও একটা
কোকিল-শিশুকে খাওয়াইতে আমি স্বত্ত্ব দেখিয়াছি।
সর্বসাধারণের বিখাস যে কোকিল একবাসার একটী
মাত্র ডিম পাঢ়ে এবং কাক ছাইটা ডিম পাড়িয়া থাকে—
কাক যখন বাসার না থাকে তখন কোকিল থাকিয়া
একটা কাকের ডিম কেলিয়া দিয়া নিখে একটা ডিম
পাড়িয়া রাখিয়া আসে।

একবার অনুশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয় না, কারণ
যে বাসার কোকিল-শিশু থাকে সেখনে একটা বই
কাক-শিশু প্রায় দেখা যায় না। কাকের ডিম নীচে
পড়িয়া থাকে বলিয়া অনেকের স্মৃতি কঠিন
কথনও দেখি নাই। কঠিন এক বাসা ছাইটা কোকিল-
শবক পাওয়া যায়। ইহার কাশ এই বলা যাইতে
পারে যে কাক হ্যাত বাসা প্রস্তুত করিতেছে শেষ হয়
নাই, যিথা সেই হিন্দাছে তখনে ডিম পাড়িয়ার ছুটক
দিন বিলম্ব আছে, এমন সময়ে কোকিল আসিয়া এক
বাসার উপরে পুরুষ হই দিন ডিম পাড়িয়া গেল, কিন্তু
শুভ বাসার একটী কোকিল একটা ডিম পাড়িয়া গেলে

পরে আর একটা কোকিল আসিয়া আর একটা
ডিম পাড়িয়া গেল, আর পরে কাক ডিম পাড়িয়া
তা দিতে বাসল। বাসা নিষ্ঠাপের পর পদ্মদের
অতি মহত্ত্ব ক্ষমে যে পরের ডুরক্তেও তাহারা
বেলিয়া দেয় না। আপন ডিম বলিয়া মনে করে।
আর একটা কোকিল ও ছাইটা কাক-শিশু যে স্থলে
দেখা যায় যে স্থলে কাক একটা ডিম পাড়ার
পরে কোকিল ডিম পাড়ে, তারপর কাক আর
একটা ডিম পাড়িয়া তা দেয়।

কুকু-শবকের প্রবন্ধ কুকু শবকের জন্য আর করিয়া
লইয়া অতি পার্য্য বাসার রাখিয়া আসে। বেধ হয়
আমাদের কোকিল এমন করে না। কোকিল যেন
মাটিতে দাসতে ঘুঁট করে। প্রায় সকল পাদ্মাকে
মাটির উপর বসিতে দেখিয়া কিংবা জীবনে একবাসার
কোকিলকে মাটিতে বসিতে রেখি নাই।

কুকু-শবকের প্রবন্ধ কুকু নিবারণ করিতে বিলাতের
পাদ্মালিঙ্গকে বস্ত কঠ পাইতে হয়, আমাদের কাককে তত
কঠ পাইতে হয় না। যে কাক-শিশুর কুকু নিবারণ
করিতে সক্ষম সে কোকিল-শবকের কুকু অনাদাসে
নিবারণ করিতে পারে, ইহারা পালনকর্তাকে বিশেষ
কঠ দেয় না।

কাক-শিশু অপেক্ষা কোকিল-শিশু শীঘ্ৰ সবল ও
পূর্ণবয়স হইয়া উঠে—শৈশ্বরিক হইতে তাহাদিগকে
নিখের খাত অব্যবহৃত করিতে হইবে, বহুবৃত্ত যাইতে হইবে
বলিয়া কাকশৰ্বক অপেক্ষা তাহার সবল ও পূর্ণবয়স
হওয়া অবশ্যক। শৈশ্বরিকালীন অবস্থারিতা ক্রমে
পূর্ণবয়স অভাস হইয়া পড়াযাইছে। সেই জন্য কোকিল-
শবক আর লিবের মধ্যে পালনকর্তাকে ছাড়িয়া বহু
দূরে চলিয়া যায়, আর কাক-শিশু এবং হ্যাত মাস ব্যবহৃত
পাঞ্চের জন্য মাস মুহূর্পেক্ষী হইয়া সমে সমে সুরু
কৰিয়া। ছাইটা কারণে কোকিল আসিয়ান্তরিতা শিক্ষা
করিয়ায়। (>) পুরুষ সময় এদেশে ধারিতে পারে না।
(২) অক্ষয় কাকেরা যখন কোকিলকে কাকের দলে
মিলিতে দেখে তখন ইষ্টায়িত হইয়া তাহাকে কাকের



কুকু-শবকের পালনকর্তা কুকুক আধা বাস।
মনে ধারিতে দেয় না। ঠোকরাইয়া তাড়াকিয়া
দেয়।



কুকু-শবকের পিটে ডিঙিয়া পালকগুলী কুকু-শবকের হৃষ্ট
কুকু শবক পরিষ্কৃতে।

পাদ্মীরের ডিমের উপর বত মহত্ত্ব শিশুর প্রতি
তত্ত্ব মহত্ত্ব নাই। মনে কর ছাইটা ডিম হৃষ্টব্যর
উপরুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে একটী ডিম হান্দাকৃত
করিয়া তত্পরিয়তে একটা মুত্তে ডিম রাখিয়া দিলে
পক্ষিনী তাহা বুরিতে পারিবে না, পুরুষের ডিমটোক পক্ষিনী
গেলেও সে নৃতন ডিমটোকে পরিযাপ করিয়া আবিষ্টে না,
তা বিতে থাকিবে। শাবককে ডাকাইবাৰ পূর্বে বাসার
ডিম দিলে পক্ষী আসা তা দিয়ে পারে, কিন্তু বাসা আগ
করিয়া পেলে সেই পরিতাত্ত্ব বাসার ডিম দেখিয়া আবাবা
তা দিতে আসিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাদ্মীরা বাস
তাক করিবে পুনৰাবৃত্তে দেখিন যাবে তাৰে। তবে ইহা
মূল্যী স্থানে ত্বরিতপ ঘটিয়া থাকে। মনে কর এক
সঙ্গে ছাইটা ইহা ডিম খিলেছে, আমি প্রাতাহ তিৰ
লাইয়া আসি। একটা ইহা সাত দিন তিৰ দিল, অপৰ্যাপ্ত
নির্বান ডিম দিল, আরি নির্বিনের পৰ কয়েকটা ডিম
বাসার রাখিয়া দিলাম, তখন দেখা যাইবে উভয় ইহা
ডিমগুলিকে তা দেওয়ার জন্য চোট করিবে। উভয়েই
উৎপাদিকে নিখের ডিম বলিয়া মনে করিবে। এইলৈ
পক্ষিনীর মধ্যে তাহা আছে বলিয়া এইলৈ পঁচিল কিন্তু কুকু-শবক
পক্ষিনীর মধ্যে তাহা নাই। বাসা হইতে ডিম ছাইটা

লইয়া আসিলে পক্ষী ও পক্ষী দাঁড়া পরিচালন করিয়া চিম মেরিলে সকলকে পেটের ও ডানার নীচে রাখিত। চিময়া যাইবে আর সে বাসার মধ্যে হইবে না। কানার অপর মূরীর শাবকে নিকটে অসিলে তাহা বিত অথচ মৃগ-প্রাণকলিক অতি যথে রাখিব। লেয়া (সন্তুষ্ট সাব) কুকুট জাতীয় অতি কুকুট পাখী। তাহাদের ডিমও মূরীর কাছে দিয়াছিলাম, আশ্চর্যের বিষয় এই যে মূরীর অতি কুকুট লোয়ার ডিম হুটাইয়া শিঙ্কিতে পালন করিত। কৃতৃত বখন পাতিহাইসের ডিম, মূরীর পাতিহাইস মধ্যে তারুণ বৈবাহ্য নাই, তুরতংক কাক নিমসোদেহে মোরিলের ডিম হুটাইয়ে হইতে আর আক্ষণ্যাদ্বিত হইবার কি আছে? তবে বিলাতের পালীয়া যেনন বিসৃষ্ট ও আকারে বড় কুকুট ডিম হুটাইয়া মের সেই-ক্ষণ অপর কর্তৃত পাখীকে আকারে ও বর্ণে বিসৃষ্ট ডিম তা দিয়া হুটাইতে আমি দেখিয়াছি। কৃতৃত ঘাটা পাতিহাইসের ডিম তা পেঞ্জাইয়াছি, মূরীর ঘাটা পাতিহাইসের ডিম তা দেওয়াইয়াছি, মূরীর ঘাটা পাতিহাইসের ডিম তা দিয়া হুটাইয়াছি। মূরীর মূল্যের ভিত্তি আর আক্ষণ্যাদ্বিত হইবার কি আছে?

একটা কৃতৃত হুটাইয়া পাতিহাইসের ডিম বালিয়া দিলাম, কৃতৃত নিমসোদেহে তা বিতে লাগিল; কিন্তু দিমের পর পারাপার ডিম হুটাই কুটিল, পক্ষী-মাতা তথনও হাসের ডিম তা বিতে লাগিল। একটা পারাপারিত মরিয়া গেল, আহার আর দৈর্ঘ্য রহিল না, তিনি হুটাইয়া দেখিলাম কিন্তু হাসের শাবক ভীতিত হই। আর সাত অট দিন অপেক্ষা করিলে বেথ হয় ডিম হুটিতে পারিত। হাসের পর আর কখনও এ পরীক্ষা করিল নাই। প্রতি মূরীর ডিমের সহিত হাসের ডিম দেই, মূরীর তাহা তা দিয়া হুটাইয়া দেয়। আমি ইস ঘাটা কখনও হাসের ডিম তা দেওয়াই নাই। একবার তিনটা মূরীর ডিম পাইয়াছিলাম। ঐ ডিম আমিয়া একটা মূরীর ঘাটা তা দেওয়ালাম এক সঙ্গে তিনটা মূরীর ডিম ও তিনটা মূরীর ডিম দিলাম। ঘটনাক্রমে আর এক সঙ্গে ডিমগুলি কুটিল। মূরীর নিমসোদেহে ও আজ্ঞাদের সংক্ষেপ হুটাই শাবককে সঙ্গে করিয়া দেওয়াইত। রাজে সকলকে ডানার নীচে রাখিত। চিমের সময় হোল ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে বা

চিম মেরিলে সকলকে পেটের ও ডানার নীচে রাখিত। চিমের স্বাবকে নিকটে অসিলে তাহা বিত অথচ মৃগ-প্রাণকলিক অতি যথে রাখিব। লেয়া (সন্তুষ্ট সাব) কুকুট জাতীয় অতি কুকুট পাখী। তাহাদের ডিমও মূরীর কাছে দিয়াছিলাম, আশ্চর্যের বিষয় এই যে মূরীর অতি কুকুট লোয়ার ডিম হুটাইয়া শিঙ্কিতে পালন করিত। কৃতৃত বখন পাতিহাইসের ডিম, মূরীর পাতিহাইস মধ্যে তারুণ বৈবাহ্য নাই, তুরতংক কাক নিমসোদেহে মোরিলের ডিম হুটাইয়ে হইতে আর আক্ষণ্যাদ্বিত হইবার কি?

শ্রীমদ্বন্দ্বন দেব।

সাপুড়িয়া

কে গো তুমি বিদেশী!
সাপ-খেলানো বাঁচি তোমার
বাঁচালো হুর কি দেশী?
নৃত্য তোমার ছলে ছলে,
কৃতৃলপশ পদচে পুলে,
কাঁপচে ধরা রচে।
যুবে ঘূরে আকাশ হৃত
উভরী দে যায়ে উভে
ইন্দ্ৰধূৰ বৰেণ।
আকচেত আর দুরান না কেউ,
কলের পরে গেগেতে ঢেউ,
শাখার জাগে পাখতে।
গোপন শুধার মাখপানে দে
তোমার বাঁচি উঠে দেবে
দৈর্ঘ্য নারি তাজিত।
মিলিয়ে দিয়ে ঝুঁ নৌচ
হুর ছুঁচে সাবা পিছু,
রয়ান কিছুই গোপে।
ভুবিয়ে দিয়ে স্থৰ্য চম্পে
অক্ষয়ারের সংকে রক্তে
পশ্চিমে হুর বপনে।

নাটোরে লীলা হায় গো একি,
গুলক জাগে আরকে দেখি
নিম্নাঞ্চল পাতালে।
তোমার বীৰ্ণ কেমন বাজে!
নিবিড় ঘন মেদের মাজে
বিছাতেরে মাতালে।
চুক্কিয়ে মনে কে পো মিছে,
চুক্কিল ডাক মাটির নীচে,
হুটাই হুটাই পরে।
কৃত ঘনে দেহের দুঃখ দাঁকে
শুভ ভৱে তোমার ডাকে,
বাইতে মে কেট না পারে।

কত কালের আঁধার হেডে
বাহিত হয়ে এল মে রে
বৃষ্ট শুগুর নাগিনী!
নত মাধার লুটের আছে
ডাঁক তামে পারের কাছে
বাজিয়ে তোমার বাগিনী।
তোমার এই আনন্দান্তে
আছে গো শীঁই তারে আছে,
লঘুয়া তারে ছুলায়ে।
কাঁচালোতে তার পাতে আলো,
তারে শোক লাগে ভালো,

নাচে ফণ হৃলায়ে।
মিলে দে আৰ তেওয়ের সেনে,
মিলে দেনি-সীরীয়ে,
মিলে আলোৰ আকাশে।
তোমার বীৰ্ণ বশ মেনেছে,
বিখনচের রং জেনেছে

বৰে না আৰ চাকা সে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ।

প্রাচীন ঐতিহ্য

ভাৰতবৰ্ষের প্রাচীন অস্তৰত কাব্যবাবেৰ মধ্যে অৰ্থবৰ্ষ-ৰচিত বৃক্ষতাৰত কাব্যেৰ পূৰ্ববৰ্তী অতি কেৱল কাব্য পাইয়া গাব। উহার পূৰ্ববৰ্তী বে বছতৰ কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাৰ বিষয়ে প্ৰমাণ আছে; কিন্তু দেশগুলি অতিৰ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হৈব। অৰ্থবৰ্ষ-প্ৰতীক বৃক্ষতাৰত বৃক্ষ-চৰিত সম্বৰত পৃষ্ঠপূৰ্ব অথৰ শতাব্দীৰ গ্ৰহ। পাত আট বৎসৰ পূৰ্বে আৰি ঐ কাব্যবাবেৰ কৰিকু পচ অৰ্থবৰ্ষে “নব্যতাৰতে” বৃক্ষত কৰিয়াছিল। তথাপি ঐ কাব্যেৰ প্ৰতি পাঠকদেৱ বিষয়ে দৃঢ় আৰক্ষণ কৰিতে পাৰি নাই।

একটা বিশেষ বিষয়ে পাঠকদিনেৰ মনোবোগ আৰক্ষণ কৰিবাৰ ভজ আৰ আৰাবৰ ঐ কাব্যৰ কৰ্তৃক গোক ডৰাঙাৰ কৰিয়া একটি কথাৰ বিকাশ কৰিবাৰ ভজ উহাগৰ কৰিবিছে। যথ: পূঁ: প্ৰথম শতাব্দীৰ কাব্যে মাহিতা-বিষয়ক মে প্ৰবাদ বা ঐতিহ্য প্ৰচলিত ছিল, তাহাৰ বে অনেক মূলক স্থৰীত হইবে না। প্ৰথম সৰ্বোৰ গুৰু হোকে আছে:—

সাপবৰ্ষান্তি জাগে নষ্টং বেং সুন্দং বৃক্ষত পুৰুষ।

ব্যাসত্বেন্দৈ বৰধা চৰাক ন যং বশিত্বং কৃতবৰ্ষবিক্ষিঃ।

অৰ্থঃ—

কৃত কেহ বাহা পুৰুষে পুৰুষা পাব যাই, সাহসত দেই বৰে মে বশিবাবিক্ষিলেন। এই বেকে বাহা বৰ্ষে বশ কৰিত কৃতবৰ্ষে নাই, পুৰুষ বৰ্ষে বশ তারা কৰিত পাসে নাই।

কৈবল এই গোকুল নৰ ; যে কৰকেত গোক উদাহৰণ দিব, তাহাৰ সকলকলিহৈতৈ দেখিতে পাওয়া থাইবে, যে পূৰ্ববৰ্তী ক্ষমতাশালী লোক বাহা বাহা সাধিত হব নাই, তাহাৰ পে পূৰ্ববৰ্তী লোক বাহা হইয়াছে, একপ কথাৰ অনেক দৃঢ়ত দেওয়া হইয়াছে। বেং পূৰ্বকালে এক সময়ে নষ্ট হইয়া পুৰুষাছিল অৰ্থাৎ বাস্তুপদেৱ বেংময় বৃক্ষতাৰ কেলিয়ালিলেন, এ প্ৰয়াণ পৌৰাপিক সাহিতো আছে; কিন্তু কেৱল বৈৰিক সাহিতো পাওয়া যাব। তিনি ডিম বৎসৰে আৰক্ষণবিগ্ৰহে গুহে হৰত অমূল্পন্তৰে বেংময় বৃক্ষত কৃত হইয়াছিল, এবং পৰে সেকালেৰ প্ৰত্যৰোধৰে হুটাইতে উহার উকাৰ হইয়াছিল; এই গোকেৰ মৰ্ম হইতে এইকপই অভিন্নত

ହୁଁ କ୍ଷମି ଶରସ୍ତରେ ନାମ ଦୈତ୍ୟ ମାହିତେ ମେଖିତେ
ପାଗଜୀ ଥାଏ ନା । ଯେହି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ନାଟ ବେଦରେ ଉତ୍ତାପ
ହିର୍ଯ୍ୟାଛିଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେ ଅବସତ୍ତ ପାଇଥିବେ, ତାହାରେ ମୂଳନାମ
ଆହେ । “ପୂର୍ଣ୍ଣର୍ତ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଥାଏ କରିବେ ପାରେନ ନାଟ,
ଯାମ ମେହି ସେ ବିଭାଗ କରିବାଛିଲେମ,” ଏହି ଅବସତ୍ତ ଓ
ତଙ୍କର ରାଶାପ୍ରାପ୍ତ ନାହେ, ତାହାର ଅବସତ୍ତ ଏହି ସେ ମହାତାରେ
ତଙ୍କର ନାମେ ଯେକଣ୍ଠ ଗୋକୁଳ ଉଚ୍ଚିତ ଆହେ, ତଙ୍କନୀତିତେ
ତାହାର ଏକଟି ପାଗଜୀ ଥାଏ ନା । ଟାଙ୍କକର ନାମେ ପ୍ରାଚୀଲିତ
‘ଅର୍ଥାପ୍ତ’ ଏହେବେ ବିଚାରେ ଏହି ତ୍ରିଭୁବିନ୍ଦୁର ଅନେକ ମୂଳ
ଆହେ ।

৪৬ শ্রোকটি রামায়ণের সময়বিচারে উপযোগী হইতে
পারে। এই শ্রোকটি এই :—

ବ୍ରାହ୍ମିକିନୀରୁ ଯମରୁ ପାଇଁ ଜୟତ ଯତ ଦୂରରୋ ଯମରୀ ।

हिन्दूसिद्धिः सर्व चक्रात् जातिः शक्तात्प्राप्तेष्व विरुद्धः ।

ऐ जोके हिते अभिष्ठि इत्तेवे। सरपत एवं विस्त-सम्बन्धी के अवारियरे विकृप्ताश्रेणे तुटी अंशेन तुटी अद्यारे करकेटि कथा आहे। विकृप्ताश्रेणे उल्लेखि मेंदिलेहि पाठेकें। वृत्तिते पारिवेदने एहि उल्लेख अख्यायेवे काव्यावे उल्लेख्ये ये केवल पर्व वर्जी ताही नहे; वर्धन विकृप्ताश्रेणे एउल्लेखि इत्तेविल, तर्वन युग्म अवारिटि मध्ये चूळपै धरणा लूप इत्या वृत्तिधारा अस्त्र अर्थात् श्रेष्ठ तुरावे तुरावे लौटी लौटी पुन आहे। अति वृत्ति करिते पाहेन नाई, अजेवा वा अतिपृष्ठ ताता पाहेन चना कवियाचिलेन वा गायिकाचिलेन। दैत्य शार वा चिरिद्वाणा पाशेन उंगपति आद्ये हिते बलिला ए मेंशेवे प्राचीन ग्रन्थाव आहे। एवं ए अवारि त्रकसंहितारा भाष्यकातोंग पाओगा यावा।

ପିଲାଇଲି । ଉତ୍ତରିଷ୍ଠ ହିରାକ୍ଷେ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଦେବିଭାଗ ଚଳିଛିଲି ଏବଂ ଅନ୍ତରିଶିଳିବା ଧାରା ଯୁଗ ଆମିଶାଇଲି ଏବଂ ଅଟାଶିକ ଦେବିଯାଙ୍କ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନରାଜ ଭିତ୍ତି ତିରି ମନେ ଦେବିଭାଗ କରିଯାଇଲେଣ । ଏହି ଗନ୍ଧନାର ଅଞ୍ଚଳ ଧାର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତକୀୟ ସାମ ଏବଂ ନରମେ ସରସତକୀୟ ସାମ ସରି ଭାଗ କରିଯାଇଲେଣ ବର୍ତ୍ତି ଆହେ । ହିରାକ୍ଷେ ଏ କଥା ଓ ଆହେ ଯେ

চূড়ান্তর পারণ মুসলিম বাদামি বেদব্যাস হইয়াছিলেন, এবং অষ্টোবিংশ কৃষ্ণপুরন ঐ উপাধি পাইয়াছিলেন। তথ্য পাপর যথে অশৰ্থমান বেদব্যাস হইয়া ক্ষিদেন, সেখা বাদামি এবং বাজীক শব্দের চিহ্ন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আগুন বৈদিক মাহিতের ভাষা যত মিন প্রচলিত ছিল, ততদিন ঐ শব্দের ব্যবহারেই হইতে

ଆହେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଉଠାପାକ କି ଭାରତରେ ଅଣିବେଳ,
ତାହା ଦେଖା ନାହିଁ ।

୧୦ ମୋଟେ ଆହେ—
ଯଜମାନୀ ଫୁଲଗିରିବା ଯା ନ ଚର୍ଚୁଥିଲକାହିଁ ତେ ।
ତାହା ହେବି ତେ କି ମନ୍ଦରୂପ୍ସ-କାଳେମ କୁଳ ବୃଦ୍ଧିତିଥି ।
ଅର୍ଥ—
ଯେତେ କୁଳ ଏବଂ ଅବିଶ୍ଵାସ ବିଶ୍ଵାସର୍ବକ ବରିଷ୍ଟ ; ଏମନ କି
ବରିଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅବିଶ୍ଵାସ ବିଶ୍ଵାସ ହେବି ଦେଖିଲା । ଉଠାପାକ ବ୍ୟାକାତ କୁଳ ଏବଂ
ବରିଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅବିଶ୍ଵାସ ବିଶ୍ଵାସ ଦେଖିଲିମନ ।

মহাভারতে উক এবং বৃহস্পতির প্রযোগ তিনি কিন্তু প্রাচ্যবাসীর কথা প্রযোগ হইয়াছে। এখন উক্তানোটি বলিলা বাহা পাওয়া, বার, তাহা যে মহাভারতে উপর্যুক্ত

२४ संख्या]

ପରେ ହଇଯାଛିଲ ; ତିନି ତ୍ରେତାୟଗେର କ୍ଷରି ବା କବି ହିତେ
ପାରେନ ନା ।

গোপ-খেভুরে

উল্লেখ করিলাম, এ দেশের অন্তর্ভুবিদেশী ভাষার প্রতি
সংষ্ঠি কৃতিবেন আশা করি।

ଶ୍ରୀବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।

গোপ-খেজুরে

[ଆଲକଳ ହୋଇ ଶିଖିତ “ଲା କିଗ୍ ଏ ଜ୍ୟ ପାରେସ୍ଟ”
ମାତ୍ରକ ମାତ୍ରକାଣ୍ଡି ଗୁର ଅନୁମାନେ ।]

କେବଳ ଶର୍ମିତର ଧାର୍ଥାନ ଆର ଆରାମ ଆହେରେ ଆଜା ହିଲ
ଦୋଷେର ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର ? ଏମନ୍ତରେ ଏକକଣ ମୁଖ ଅଭିଭାବକେ
ବାସ ହେଲା—ଯାପି ମାତ୍ର ତାହାର ନାମ ବାବିଦାହିଲ ନିରି
ଲାକାରାର, ଆର ଶହରର ନାହାଇ ତାହାର ନାମ ବାବିଦାହିଲ
ଅନ୍ତରେ : ‘ଆଲାମ କୁଟେ’ ।

ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଅଳଟେରିଆ ଡୁଡ଼େରି ଜଣ ନାଥକାଙ୍ଗୀ;
ତାହାର ମଧ୍ୟ ତ୍ରୀଣି ଶହରଟି ବିଲେ; ଆର ତାହାର ମଧ୍ୟ
ମିଥି ଶାକାଙ୍ଗୀ ନରିବେ। ଏହି ମହାମହିମାପିତ ସାହିତ୍ୟ
ଆମଙ୍କୁକେଇ ନିରେବ ଆସନ ପେଶ କରିଯା ତୁଲିବାଛି;—
ଅଜା ଲୋକେକା କେଉ ବା ଦରକି କେଉ ବା ଭିତ୍ତି କେଉ ବା
ମରା ଇଶନାର ଶାର୍ପି, କିନ୍ତୁ ମେ, ମିଥି ଶାକାଙ୍ଗୀ, ଆମନେ
କୁଡ଼େ,—ଏତେ ତାହାର ଗୋରବ!

ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର ସିଦ୍ଧ ଲାକାରୀର ଓହାରିସ-ହେଲେ
ଏକଥାନି ବାଗାନ-ଦାୟୀର ମାଲିକ ହିଲେ । ସଂଶୋଧ ଅଳ୍ପର ଓ
ଆନ୍ତା, ଏଥାବେ ମେହନତ କରା ମିଥ୍ୟା—ଏହି ମହାଭାଗିଟି ସିଦ୍ଧ
ଲାକାରୀର ବେଳ ମାଲ୍ଯ ହିଲେଛି । କେ ହାତ ପା ଏଲାଇଲା

বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকাটোই উপরুক্ত মনে করিল।
তাহার কুড়েমির তাড়ে অম্বিনের মহায়ে অতি সহজে
বাড়ীটির মাটির মেঝে মাটিতে শিশাল; বাগানের চূকলাক-
করা নৌচ প্রাণীরটও পর্যন্ত খশিয়া এগিয়ে পতিতে থাপিয়;
বাগানের দুর্ঘাতা আগাছার আকেদে আটক হইতে অক্ষণ
হইয়াই রহিল,—কুড়েমির এখন হোচাইয়ে রহিল। বাগানে
বাঁচিল এত অবসর ও গোটাকত আঝীর আর কৈবল্য
পাচ আর বাসন মাঝে পোকি দেখিল পোক পাতা

অজ্ঞ পতিয়া পতিয়া জীৱনের মেয়াদ কাটাইয়া দিবে
সকল কৰিল।

সুখ লাগিলে সিৰি লাকদার হাতড়াইয়া এক আঢ়াটা
পাতিয়া-পতা আঝীৱ কি দেখেৰ মূলে তুলিয়া অতি কষ্টে
নাচৰ ভাবে গিলিয়া কৰিলে ; সুখ হৃষ্ণুৰ মৰিবাৰ মতন
হইলেও গা তুলিয়া আগন্তুৰ এত কষ্টেৰ অৰ্জিত নাম
হস্যাইত ন। বাগানে আঝীৱ আৰ দেখুৰ, গাছে পতিয়া
গাছেই শক্তিহীন ; হৈত হৈত পাখীৰ আঁক ফলকেতে
গাছে কলসৰ কৰিত, বাটাপটি কৰিত, তাহাতেই যে হৈ
চারিটা পাকা বল খিসিয়া কৰিয়া পতিয়া তাহাই লিবি
লাকদারেৰ ভোগে লাগিত ; আৰ লাল লাল কুণ্ডি পীঁ পড়ে
মিষ্ট রস আকষ্ট হইয়া তাহার বিগুল দাঢ়িৰ কৰিব
ক্ষতিৰ গীৰি লাগিত।

এই অৰ্পণৰ রকমেৰ বাস্তবাদী কুড়েমি লাকদারকে
দেৱৰামৰ কাছে সমাপ্ত সম্মানিত কৰিয়া ছানিয়াছিল।
দেলে তাহার ধাতি আৰ পথৰ সাথু সুষ নৰী পৰগঢ়ৰেৰ
চেৱে কৰ ছিল ন। তাহার আস্তানৰ সমূহ পিয়া কেছ
গুলিৰাঙ্কাৰ নল কুন্দিৰি। আমৰা ছানিয়াৰ লোককে
আলমে কুড়ে বানাই, আৰ তোৱ সাধা গোল কিনা নিজে
আসিয়া কুড়া হইতে নামিয়া পথিক পথৰূপে দেৱৰাম
লাগাম দৰিয়া চলিত ; এমন কি তাহার আস্তানৰ কাছে
শহৰে দেৱৰাম ও দেৱামতা টানিয়া চাগ গলাম বগড়া
কৰিত ; মকতেৰ মদৰামৰ গভৰণাৰ পাঠশালৰ ছুটিৰ
পৰ কুন্ড খোঁ বাটৰৰ সব তুলিয়া ভুৰে ছিটেৰ চাপকান
আৰ লাল লাল টুপ পৰিয়া উৎকুলে কৌতুকে তৌৰায়াৰী
মতো দলে আসিয়া পৰিচলে উপৰ চড়িয়া এই
মহাপুৰুষকে বৰ্ণন কৰিল।

ছোড়াৰ কিষ্ট এই মহাপুৰুষেৰ মৰ্যাদাৰ অধিকল্প রক্ষা
কৰিত পৰিত ন ; তাহারা তাহার নিশ্চল শৰণ লক্ষ্য
কৰিয়া হাসিত, নাচিত, কলসৰ কৰিয়া হাতড়ালি দিত,
লাকদারেৰ আটপোলৰ ভাকনাম ধৰিয়া ভাকিত, নেৰু
ধৰিয়া তাহার খোৱা তুলিয়া তাহাকে মৰিত। গুণশ্ৰম !
আলমে কুড়েৰ নড়মও নাই চড়লও নাই। মাথে মাথে
দে বালেৰ ক্ষতিৰ হৈতে অতি কষ্টে মেঢ়াইয়া শাস্তিৰ
মতে “ৰেণ ত ছোড়াৰ, ‘আমি যথি উঠি ত...’” কিষ্ট ওঠি
তাহার কথনে ঘৰিয়া উঠিত ন।

তৰিষ্ঠত্বেৰ লিখন আৰ খোদাইলাৰ মৰ্জিত, পৰ্যাপ্তস্বেৰ
পুলাঙ্কলে একটা ছোড়াৰ উপৰ আঝীৱ নেকনজৰ পতিয়া,—
তাহার মনে ঠাঠাং খেগল হলেন যে সিৰিয়া লাকদারেৰ
মতন সেও স্টোন কুটোৱা ভোমাকৈতে ঝাঁকি দিয়া কুণ্ডিৰ
দিবে। সকল বলো উঠিয়া দে বাপেৰ কাছে এঙ্গেল
কৰিল যে দে অংশৰ আৰ পাঠশালৰ চোৰ্দি মাঝাইবে
না, দে আলমে কুড়ে হইবে।

তাহার পিতা পৰিশ্ৰমী শিৰী, শুলি গাঁজা ধাইবাৰ
হকুম দল তৈৰি তাহার ব্যবস। দে দোৱেগেৰ সবে
আঝীৱা আগন্তুৰ ব্যবাদকলে মনেৰ গাঁথে নৰ্বা কৈবলে। দে
টোৱেৰ বাহন কুণ্ডি অবকাশ ! দে বলিল,—ইয়ে আঝা !
আলমে কুড়ে হৰ ! তোকা মতলব !
হৰত আৰু বাজাই ! পিতা রহ !

—হী বাবা, আমি সিৰি লাকদারেৰ মতন নন কৰব !

—আচাৰো তোৱা ! এও কি একটা কথা ! তুই
হলি আমৰাৰ বেটা, তুই গণেৰ বাবাৰ শিখে ধৰিব কৰিব,
গুলিৰাঙ্কাৰ নল কুন্দিৰি। আমৰা ছানিয়াৰ লোককে
আলমে কুড়ে বানাই, আৰ তোৱ সাধা গোল কিনা নিজে
আলমে কুড়ে হৰতে ? পথিক বাবাৰ কাজে তালো না
লাগে, তুই তোৱ আপি চাচাৰ মতন কাজিৰ মধ্যবেশামাৰ
দস্তৰ মতো দশ্তৰী হৰি ! কিষ্ট আলমে কুড়ে, দে কথনো
না ! যা বাবা, মকতেৰ যা, নহৈল দেবেছিস এই
আনকোৱা কোঢা, এই দিবে তোকে বিত্তিয়ে লাল
কৰে দেবো।

কোড়াৰ কচাকচিতে পতিতে বাগানৰ কঢ়াৰ কৰা
ছাড়া তাহার আৰ গত্যত রহিল ন। দে পতিতে গোল,
মকতেৰ নহে, বাগানেৰ এক রাস্তা,—একটা গালিচাৰ
মোকানেৰ গাটৰিয়েৰ আড়ালে স্টোন চিতপাত হইয়া।
চিতপাত পতিয়া পঁড়ায় বুৰ-জাবারেৰ লষ্টনেৰ গায়ে রোদেৰ
বলকানি, নীল রঞ্জেৰ টাকার তোড়াৰ বনৰানি, বুকেৰ
উপৰ অৱৰ কাজ-কৰা আৰ জোৱাৰ কৰতকানি দেবিয়া
শুনিয়া, আৰ গোলাম-জলেৰ কাৰ্যাৰ আৰ ভেড়াৰ
লোপেৰ বস্তৱৰ মিটে কড়া গুৰ কুণ্ডিৰ দিবেৰ পৰ দিব
বৰে রেৰে হৈতে আওয়াৰ আসিল দেখন্টা লালতে কলো
কি কালচে লাল, বৃক্ষ দৰ্শনে জানা দেল সেটা সিৰি
লাকদারেৰ বিলু দাঢ়ি আৰ পী পড়েৰ গীঁথি।

বাগানেৰ মাজা হুমকিয়া কঢ়াল কৰতল চোকাইয়া
সমস্যে দেলাম কৰিয়া বলিল—হৰতৰ মেহেবান ও

গোপ-খেজুৰে

পৌছিল। দে টোকাকৰ কৰিয়া আকাশল কৰিয়া আঝাৰ
নামে গোলাগালি কৰিয়া লোকানেৰ পুঁটিপাতা নল কঢ়ি
একে একে সৰষে ছেলেৰ পিটে পিটে পিটে পিটে ভািলি।
পুণ্ডৰ ! মহাজনেৰ সবৰেৰ মুচ্চা অসাধাৰণ ! বালক
পিতাকে বেদনাক কৰ তাৰথেৰে বলিতে লাগিল—আৰি
আলমে কুড়ে হৰ ! আমি আলমে কুড়ে হৰ !

এত মাঝাৰ পৰেও হৰেৱৰে দে আগন্তুৰ কুড়েমিৰ
কোণটিক হাতিকিৰি দিবে লাগিল।

নাচাৰ হইয়া পিতা পত্রকে বলিল—চৰ, নেহাতই
বখন আলমে কুড়ে হৰি, বখন চৰ তোকে সিৰি লাকদারেৰ
মাঘৰেৰ কৰে দিবে আসি। দে তোকে কুণ্ডিতে
ভালিম কৰে দেবো। বৰতিন তুই শিকানৰিষ ধোকিৰি
ভৰতিন আমিতি তোৱ ধোৱপো চালাৰ।

পুৰি আলমে কুড়ি দিয়া বলিল—সাবাস ! বাহৰ !
তোৱা ! এই ত আমাৰ বাবাৰ মতন কথা ! ভালো দেৱ

বাপেৰে !

পৰদিন প্রতিতে হুজুনে সেই মহাপুৰুষ দৰ্শনে যাতা
কৰিবৰ উন্মোগ কৰিতে লাগিল ; কুণ্ডিৰ দিবাৰ তুলিয়া
টোকাৰ সংজ মাথা চীঁচাই, একটু দেৱৰ ভেলে তুলি ভিজিয়া
কানে গুঁজিয়া, আংতুল আৰু মাঝেৰ মধ্যাইয়া দীৰ্ঘ-
প্রাপ্ত গোপে চাচা লাগাইয়া, দীৰ্ঘ দাঢ়িতে দেহেৰি
পতাকাৰ বাবা মাথাইয়া হুজুনে ফিটকাট হইয়া বাচা কৰিল।

বাগানেৰ বাবা অবৰিত। অভাগত পতাকুল
আৰাবে পেৰোকাড় কঢ়াকোথা ভিজিয়া বাগানে অগুস্তৰ
হৈতে লাগিল, কিন্তু বাগানে মৰিলকিৰে সকান লধা
দামেৰ অসলেৰ মধ্যে অনেক চোৱাৰ তথে মিল ; তাহারা
দেখিল আঝীৱ গাছেৰ ভল, উপৰে পাখীৰ নীচে
পী পড়ে ঝাঁকেৰ মাথে, আগাছাৰ বিছানাৰ একটা
ভৱলাৰ বলেৰ ছোড়া কাপড়েৰ পুলিনা পতিয়া আছে—
সেটা তাহাবিনেৰ আগমনে গৱাইয়া অভাগত কৰিল।
বেধান হৈতে আওয়াৰ আসিল দেখন্টা লালতে কলো
কি কালচে লাল, বৃক্ষ দৰ্শনে জানা দেল সেটা সিৰি

গড়াইয়া গড়াইয়া ছোড়াৰ পতিয়াছিল। জলেৰ নৰ্ব দামেৰ
বলে তুল কৰিয়া বিহোৰিল। চারিসিকে মূলেৰ
আলতেৰ আৰামেৰ বিশ্বাসে মেল একটা বোল লাগাইছিল।

বাদাম কৰিয়া বাবাৰ বিলু দাঢ়িতে বুলিয়াছিল।
বাদাম কৰিয়া বাবাৰ নমুনাতেই হৈত পৰি, গোৱেৰ
কেৰাবন ! এই আমাৰ বেটী, বেগুন ধৰেছে আলমে
হুড়ে হৈব ; এ-কে কত ক'বে বুৰিয়ে বলিম আলমে হুড়ে
হুড়া কেবলমাত্ৰ দিবি লাকদার আপনাকৈই পৰি, গোৱেৰ
ছেলেৰ পক্ষে এমন হুৰাশ হোঝাৰেগোৱে চেৱে সৰ্বিলেন্দৰ !

কিন্তু এ কেবলমাত্ৰ কেৰাবন ! তাই হুড়েৰ মৰবাবে
আলমে কুড়ে হুড়ে হৈত পৰি বলিল ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি !

বিলি লাকদারেৰ কেৰোনো কথা ন বলিয়া তাহাবিলিকে
বলিমনে বসিতে ইসারা কৰিল। পিতা বলিল, পুঁ
বালকেৰ উপৰ একবাবেৰ কুড়াৰ পতিলি ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি ! বাবাৰ কুড়েৰ
কেৰাবনেৰ পক্ষে একটা পতিয়া পতিলি !

এক ধৰ্ম, ছ ধৰ্ম ! এমনি ভাবাই চূপচাপ কাটিব

ମେ । କର୍ମଶଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନିକଟ ଏହି “ଦୈତ୍ୟ” (?) ନିରାଜନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୀକ୍ଷା ମେଳେ ହିତେ ଲାଗିଲ । ତୁ ମେ ନୀରାଜନ ନିକଟ, ଆମଙ୍କିଣୀଙ୍କ ହିତେ ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ଚିହ୍ନିତ ଚିଲିତ ପଢିଲେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକବର ଆମିଯା ଡିଟିଆ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଓତ୍ତାନ-ସାଗରେରେ ଶୀଘ୍ର ଆର ମହାଭାବ ! ଓତ୍ତାନେ ଆଶକ୍ତାନାର ଗମ ସାତମ ପାକା ଫଳେ ଗକାରେ ଅଳ୍ପ ମହର, ଆଗନାର ଚାରିଦିନିକ ଆଳଙ୍କ ଛାଇତେଲ ।

ହିଁଏ ଏକଟା ମତ ସବୁ ପକା ଆଶ୍ରମ ଟପ କରିଯା
ଛୋକରାନ୍ତି ଟୋଟେର ଉପର ପଡ଼ିଲା ଚେଷ୍ଟା ହିଁଯା ଗେଲା ।
ହିଁଏ ଆମା ! ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଥର ମତେ ଆଜୀବିଟର କିମ୍ବା
ରଙ୍ଗ, କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ, ଆର କିମ୍ବା ଚମକାର ଗଣ ! ଜିନ୍ତ
ବାହିର କରିଯା ମୁଖେର ମଧ୍ୟେ ଟାନିଆ ଲଙ୍ଘର ଓଜାଳା !
କିନ୍ତୁ ଛୋକରାନ୍ତି ଟୋଟେର ଉପର ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ରଲେପେର ମତେ
ଆଜୀବିଟ ଲାବିଯାଇ ରହିଲ, ଜିନ୍ତ ଦିଲା ଟାନିଆ ଲଈତେ
ତାହାର ରେଶ ଶେଖ ହିଁତେଛିଲ । ଧାରିବେ ଧାରିବେ ଲୋତ
ସବୁର ଅର୍ଥ ହିଁଯା ଉଠିଲ ତଥନ ମେ ପିତାକେ ଚେବେର
ଲାଗିଲା କରିଯା ଗୋଟିଏଇ ଗୋଟିଏଇ ସଲିଲ—“ବାବୀ, ‘ଗୋପେର

ଓগুলি আজীবনটি নামিয়ে দাও ত খাই !”
এই কথা উনিবার্সাল সিলি লাকডার মুদ্রের প্রাণ
হাতের মুঠার পাকা আজীবনটি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া এক
লাঙে উত্তিরা দীক্ষাত্ব ধালকে পিতৃকে সংজ্ঞের তর্জন
করিয়া বলিল—“বে-আকেল আইশ্বর ! এই ছেলেকে
ওমেচিত আহার সংগ্রহে করে দিস্তে !”

তারপর হোকুরাস সম্মে আহু পিতিয়া বিস্তা তাহার চৰণগতলোৱা মাটিতে মাথা ঢেকিছিঃ সবিনয়সন্ধৰে বলিল—
“প্ৰথম, শুক্ৰ, তুমি কুড়েৰ বাদশা, আলসেৱ ওষাদ, এই
প্ৰণালৰেৱ প্ৰণালৰ গাঁথ কৰ”

ଶାକ ରଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ।

কমেরু জয়

ପରିବେଳେ କାପଟ୍ଟେ ବୋଲାଲ୍ଡ୍ ଆମାସୁନ୍ ଦକ୍ଷିଣ
ମର ଆବିକାର କରିଯା ମଧ୍ୟାବଗ୍ରହକେ ଚମର୍ତ୍ତୁ ଓ ସୁଦେଶକେ
ଏ କରିଯାଇଛେ । ତିନି ଗତ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର (୧୯୧୧)

ଦକ୍ଷିଣ ମେରତେ ପୌଛିଆ । ୧୭୬ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା
ଅବଶ୍ୱାନ କରିଆଛିଲେ ।

তাহার পূর্বে বলকোর বহুবার দক্ষিণ মেঝে পৌছিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তত্ত্বাবধি নাই। তাহাদের সেই সব চেষ্টা অসম্ভব উৎসাহ, অগ্রপাত পরিস্থিতি ও অসীম অধ্যবসায়ের কথা; তুরার-সমুদ্রের পশ্চিম পথের উপর দিয়া আনাহারের অভিজ্ঞান, বড়কুফার মুখে অগ্রসর হইবার হৃষীর কাহিনী। দার্শন সৈতে তাহাদের দেহে কল্পিত হইয়াছে কিংবা দ্রুত উলো নাই; অনাহার তাহার পিণ্ডে রয়েছে কিংবা তাহারে অগ্রগতের বাধা দেয় নাই; অতএব তাহারিগুকে পদে পদে বায়িত করিয়াছে কিংবা তাহারিগুকে নিরবস্থাক করিতে পারে নাই। বাধানার অঞ্চল অবস্থাত্ত্ব, অবশেষে দক্ষিণদেশের আবিষ্কৃত

অতি প্রাচীনকলা হীক হৃষিকেলাৰা বৃক্ষবাছিলেন
যখনকমাৰ-জামিনত পৃথিবী উক্ত গোলককেৰ অত্যন্ত
মহানই অবিকল কৰিবা আছে। দৰিদ্ৰ গোলককেৰ
সমষ্টিৱাই অবিকলৰে প্ৰয়োজনীয়তা তোহারা অঙ্গুলৰ
প্ৰিয়শিখিন। ১৯১৫ সনে পৰ্তুগালেৰ রাজকুমাৰ
প্ৰিয়শিখি প্ৰিয়শিখি মণ্ডল বিশীৰ্ণ কৰিবা ও আধুনিক
দণ্ডনথ কৰিবা ভাবিবলৈ প্ৰেছিবাৰ অভিযানকে



Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣି ଯାହାର କାହାର ଦଖିଲେ ଆରା
କହ ଯାଇତେ ହିତର ଦଖିଲେ ଆରା
କହ ଯାଇତେ ପାରେମ ନାହିଁ । ୧୮୨୩ ଥାରେ ମେସ ଓରେଡ୍‌ଲ୍
୮' ୧୫' (୮) ପୌର୍ଯ୍ୟାଛିଲେ । ତିନି କୁମେଳ ଦେଖିଲେ
ନିମ୍ନଗ୍ରେ କରିବାଛିଲେ । ୧୮୨୯ ମାର୍ଚ୍‌ଚି ୧୫' ୧୫' (୮)
ପୌର୍ଯ୍ୟାଛିଲେ । ୧୮୨୫ ଥାରେ ଏବଂ ୨୦ ଜାହାଗାରୀ ନରପତି
ମଧ୍ୟେ ଯାତ୍ରୀଟିକ୍‌ରୁଷ' ନାମକ ଜାହାଗରେ କାନ୍ଦେନ୍ ନରପତିର
ଦେବେ-ହାମଦେଶ ପରାମର୍ଶ କରିବାଛିଲେ । "ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷମ
କାନ୍ଦେନ୍ ଜାହାଗରୀ ଆରା ଏକଟି ଅଭିନାନ ୧୮୨୯ ମାର୍ଚ୍‌ଚି ୨୨୭
କରିବାକୁ କେପ ଯାଇଲେ ପୌର୍ଯ୍ୟାଛିଲେ । ଏହି ଅଭିନାନ
ଅଗ୍ରମର ହିତର ମହା କୋଣେ ଝେଡ଼ା ଅକର୍ମ୍ୟ ହିତା ପାଇଁ
ମେଟିକେ ଉଲ୍ଲି କରିଯା ମାରିଯା ତାହାର ମାଂସ ଥାରାକୁ ବାରଜନ୍ତ
ହିତ । ୧୯୦୮ ମାର୍ଚ୍‌ଚି ବଢ଼ିଲେ ତାହାର ୮୫' ୧୧' (୮)
ଓ ୧୯୧୦ ମାର୍ଚ୍‌ଚି ଜାହାଗାରି ୮୮' ୨୦' (୮) ପୌର୍ଯ୍ୟାଛିଲେ ।
ଏହାଟି ସମ୍ପର୍କ ହିତ କେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ । ଆମେ କିଛି
ଆଜାନିକୁ ଲାଗିଲେ କେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନାନ ୨୭ ମାର୍ଚ୍‌ଚି ଯାଇଲେ
ଅଭିନାନ ହିତ ହାଲ । କିନ୍ତୁ ପାତାକ ଦାରକ ହାରି ହାରି ତୋଗ
କରିବା ୧୦୦ ମାଇଲ୍‌ରେ ଉପର ପର ଅଭିନାନ କରିବା ତାହାର
ଜାହାଗରେ କରିବା ଆସିଲେ ବାଧା ହିତାଯାଦେ ।

বাস পদক্ষেপটি কুসুম রহিয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহারা
শৈলন এক বসন কুসুম-বেশে বাস করিয়াছিলেন।
হাইচ মানবের কুসুম-বেশে বাস করাও প্রথম উভারণ।
কুসুমের পাটা চিড়িয়া মেঝ অধিকারের দেষী করিবার
জন্ম থাকে তাহাকে রক্তকাণ্ড হইলেন না, তবেও জীবজীব
বৈশ্বর শংগের ক্ষেত্রে পরিষেবা। ১৯০০ সালের শৰৎ
কালীন কুসুমের পাসে আলোচনা আর কিছি অভিযান

যাকৃষ্ণনের প্রত্যাবর্তনের পথে ক্যাটেন্ড আমাওদেন
মেঝ আভিকারের সফর করিয়া দাঢ়া করেন। ক্যাটেন্ড
আমাওদেনের মধ্যে উনিশ জন সোক ছিল। তাঁদের
জাহাজের নাম "জ্যাম"-এই জাহাজ উভয়ের অভিকার-
যাতো প্রশংসিত জাননের জন্য নির্মিত হইয়াছিল; তাঁদের
লেব দেখ-অভিযানে তিনি এই জাহাজ স্বার্বাহা করিয়া-

ଆମୋଡେ ଦେଣ କୁହାର ଶୈତରେ ଆଜ୍ଞା ହିତେ କୁଟୁମ୍ବନା
ଗାଁଟି ଚିତ୍ତର ମ'ର୍କ୍ସ ମେରଙ୍କ ଅଭିଭୂତେ ଛବ ଶାତ ଶତ
ମହିଲ ପଥ ଗିଯାଇଲେନ । ତିନ ତିନ ମେରଙ୍କ ଆରୋ
ଚାରିଟି ଅଭିଭାବନ ଏହି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାରା କରିଯାଇଲ ।
ଇଂରାଜ ଅଭିଭାବନ କାନ୍ତିନ୍‌ସ୍ଟୋର ଅଧୀନେ “ଟ୍ରେନ ମୋର”
ନାମକ ଜାହାଜେ ପ୍ରେରିତ ହିଇଯାଇଲ । ଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥି
ରନ ଲୋକ ଛିଲ । ସ୍ଵଳ୍ପରେ ଅମରର କମା କୁରୁ,
ଟୋରୋଡା ଓ “ମୋର ମୁସ୍ତର” ଛିଲ । ଅଗର ଅଭିଭାବନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ଏକଟ ଜାର୍ମନ, ଏକଟ ଅଗନ୍ତି ଏକଟ ଅଇଲୋ ।

আমাগু-শেনের বক্স চার্লস খবরের মত। তিনিই
সর্বপ্রথম (১৯০৩-০৪) আট্টোলিটিক মহাশয়ের হাইকে প্রশংস
মহাশয়ের উত্তর-পশ্চিম পথ পিণ্ডি জাহাজ লক্ষণ্য হাইকে সমর্থ
হইয়াছেন। এই পথটিই খুর্কিতে খুর্কিতে কলমান
দৈর্ঘ্যে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া দেনেন। আমাগু-
শেনের (১৯০৩-০৫ সনের) অভিযান লক্ষ টাকার দেশী
পথ হচ্ছে নাই। তিনি যার ধর্মাবাস ১০ হাঁটু লক্ষ এক
সুতৃ গোড়ে আরোহণ করিয়া তিনি এই কার্য সম্পন্ন
করিয়াছিলেন। আমাগু-শেন নিজ সুবে পর্যবেক্ষণাত্মক
বিবরণ বর্ণিয়াছেন তাহা নিয়ে আবশ্য হাতে।

"କୁଟ ସେ କିମ୍ବା କେତେ ପୌଛାଇଲୁଣ ତାହାର ବୋନେ ନିରନ୍ତର ମୋର୍ଦ୍ଵଷ୍ଟ ପାଇ ନାହିଁ । ହୃଦ ତିନି ଶେଖିଲେ ପୌଛା ଏଥିମ କୋଣେ ମାନ୍ୟମ ନିରନ୍ତର ରାଯିବା ଆସାଇଲୁଣ ଯାହି ଅର୍ଥେ ଉଡ଼ିଲା ଲାହିର ଗିରାଇଲ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଝଟନ ଅନ୍ୟର ଲିଙ୍ଗରେ ମନ ହୁ, କାରଣ ଯେ ତିନି ଦିନ ଆସି ଶେଖିଲେ ଲାହିଲା ମେ କର ଦିନଟି ବାହୁମ ଅବହା ବେଳ ଶକ୍ତି ଛି । ଲାହିର ଏଥେ ଶେଖନକାର ବାହୁମ ସାଧନ ଅବହା ବିଲାପି ବୋଧ ହେ । ରିମିକ୍ଷିତେ ଅନ୍ୟ ଦୂରାଗମିତ ସମତର୍କ୍ୟମ, ମେ ହେତୁ ପଥରେ ଏତରୁତ ପ ହାପନ କରା ଅନ୍ୟର ।

"প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ ঘটার পদের মাঝেই শিয়া
ই একটো নিরেক্ষা আহার করিষ্যে ও কুরুক্ষণলোকে
যাইতে বাসিত হইত; বাবি ১৭ ঘটো যুদ্ধাদ্বা-
র্ণিটাইবর ঘটো করা হইত। বিশ্বের সহজে
নিরেক্ষের পক্ষে ও কুরুক্ষণের পক্ষে নিতান্ত দীর্ঘ বিলো-
গাধ হওয়াতে ছিল করা গো, আব হচ্ছ ঘটার পদের
মাঝেই শোভা হইবে; তৎপরে ছাই ঘটো আহার করিষ্যে

ও কুরুক্ষেত্রে আহার কর্তব্য থাবে; তৎপরে
হয় নষ্টি নিয়া, তৎপরে পুনরায় কোজন ও ঘাস। এইকল্পে
করিম্বাস সময় আমরা মিনে বিশ মাহিল পথ অঙ্গীকৃত
করিবাচ্ছি। দেশবেশি প্রাণ ছবি সপ্তাহ খুব উচ্চ
কাটিয়াছিল, কখনো কখনো ১০-১৫ মুক্ত উচ্চে। এগনে
নিম্বস কেলিতে কষ হচ্ছাছিল, উটিশৰ সময় খুব ইপাইঝ়া-
ছিলাম। ঠিক মেঝ সামনা $10,000$ মুক্ত উচ্চে অবস্থিত।

“পথিমধ্যে কথনো আমদের ঝাঁঝার্যের অন্তর্নিঃস্থ হয়। কিন্তু অমনভাব হয় নাই বলিলে হই হৃত্যবেদন না দে আমারা পেট ভরিয়া ঘাঁঠাম্ব, কারণ কুকুরটানা পাঁচটে এমন করিবার সময় দুষ্টাণ মাত্রা ছাড়াইয়া ওঠে। কিরিবার মূল কিন্তু ৮৬° পার হইয়া তবে আমরা ভাঙার হইতে পেট ভরিয়া ঘাঁঠাইছিলাম। মেঝে যাইবার সময় ৮৫°^১ তে প্রথম কুকুরের মাঝে খাওয়া হইল। এইখানে ২৪টি কুকুর মাঝা আহাচিল। সর্বসম্ম পেট ভরিয়া ঘাঁইতে না পাইলেও আমারা পুরু ভাঁজেই ছিল; কুকুরের মাঝে খাইতে অতি ব্যাপ্ত; সে মাঝে খাইতে কোনো কষ্ট দেখ হয় নাই।

२४ संखा]

कृमेन्द्र अस्त्र

বাইচেছে, এমন কি চামড়ার দড়ি ও অঙ্গন ছল্পাট
বক্ষত বাব দেও নাই। মাত এগারোটা কুনুর আবাসের
সন্মে ভাসানে ফিরিয়াছিল।

“মেরুর অন্তে উচু পাহাড়ের উপর আমি ও আমার চারজন সঙ্গী কিছি মাস উৎসব সম্পর্ক করিয়াছিলাম। সে দিনকার তোকে কিছু বেশী বিশ্বাস ব্যাপ্ত হল। মনবরণের কিছি মাসের সহিত কত প্রভেদ, কিন্তু আমাদের কৃতি ছিল না। কিন্তুরাই সময় আমরা এক দিনও বিশ্বাস করিতে পাই নাই, এখন কি কিছি মাসের বিশ্বাস নয়। দিনের পর দিন বাহ্য সকল অবস্থাতেই চলিয়াছি। আমারের কোনো বিষয় ঘটে নাই, কিন্তু পর কর্তৃত পরিবেশ করিয়ে দেই হচ্ছিল।

অসম্ভব। অনন্ত স্থানে দৈবগান, বাঁচে চাটা প্রাণী দুটিপোচের হয়। স্মৃতির পাছ একেবারেই নাই। অনন্ত নামাঙ্কণ প্রকার আছে। নাম প্রকার তিনি ও শৈল দেখা হয়। অলে স্থলে পাশীয় ঘষেষ আছে, তথ্যে পেন্দুন্ত উভয়বোঝা। স্মৃতি বলত নাই—কৰ্বল একপ্রকার অর্জন কৃত পক্ষবিহীন পোকা দেখে যাব।”

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে মেরু আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের অনেক লাজ হইবে। বায়ুবিজ্ঞান, দূর্দণ্ড ও ভৱ্যবিজ্ঞান—বিজ্ঞানে এই ভৱ্যতা খাবার অস্ত গুরুত

ହାତରେ ଦେଖି ହାତ ; ଅମାଦେର ନମର ପାଇଁକାଟା କଲାଚ
ଖୁବି କାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ । ଆମ ଏକମ ଯେ ଆମାଦେର ମନେ
ଛି , ଏହି ଶାତ ଉପର୍ଦ୍ଦିତର ସବ । ଏକମ ପ୍ରାଣରେ ଦୀତ
ପରାମର୍ଶ ହାତିଲା , ମେଟି ଉପର୍ଦ୍ଦିତ ନିଭାତ ପ୍ରେରଣ ;
ସ୍ଵାତି ନା ଧାକିଲେ । ଏହି ଉପର୍ଦ୍ଦିତର ମୋ ଛିଲ ନା ।
ଆମାଦେର ମନେ କରେକରନ ଏକରକ୍ଷ ନୂତନ ଆତରେ ପାଦୀ
ଦେବିତେ ପାଇଁଥାଇଲି ।"

“কুমের-দেশ অধিনত স্থলবারাই গঠিত। এ দেশে
আগ্রেগিভির উৎপাত বর্তমান। সেখানে প্রবল কুরা-

দিদি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ অথবা মনে করিয়াছিল চাককে কোনো ব্যুত্তি ব্যাকে রাখিবা সবে কিন্তু মেনে তাহার ভার এগ করিতে শীক্ষণ করার আগে কোনো ব্যুত্ত নিকট সাহায্য চাহিতে তাহার প্রয়োজন ছিল না। কে কি বলিবে, হাত কর্ত কৈফিয়ৎ সাক্ষাৎ সহিতের তল পরিবে। শেষে হত তাহার বলিবেন— না বাপ ! পরের বালাই কে যাদে করে ? বিশেষ বিশ্বের ঘরের বিশেষজ্ঞেরা অন্তর করা ! এই ব্যুত্ত আর নাই ! অগ্রভাগ অধিক চাকে নিজের শাস্তি লইয়া গেলে। ঔচারণের অমরের এই প্রাণিগুলি গেল, বাটা বাগো হইল না। হৃদয়ব্যাপুর কৈফিয়ৎ চাক হাজাৰ পাঠাইলেন। অমর কেনে রকমে তাহা কঠিনভাবে বিশেষ।

অমরের বৃহৎ বাসাগাটোর ভৱন কোনো ন্তৰে বন্দোবস্তের মূলক হইল না। কেবল তাহার ভৱন একটা বৰ্ষার্থী খি পৰিষ্কত হইল। চাককে নামাগম সমেহ বাকে স্থিত প্রতিষ্ঠিত করেন যাহার জন্ম করিয়া উঠে কোনো কৃতি নাই। অগ্রভাগ অধিক চাকে নিজে ধৰ্মাদীক্ষিত করেন যাইতে আরম্ভ করিল এবং তাহার প্রাণান্তরকারের জন্ম সচেত রহিল। কি জানি কেন পিতাকে এসে কোনো বিশেষ তাহার সহজে হইতেছিল। সে ভাবিয়াছিল শীঘ্ৰই একটা হৃষিগুলির সহিত চাকের বিশেষ দিয়ে তারপরে পিতাকে সে অনুভূতি কৰিলেও চলিবে, না বলিলেও ক্ষতি হইবে না। এখন সকলের পৌতুলী কৃপণুষ্ঠির উপরে অসহায় চাককে ভিত্তিরিয়ে ঢাকা দিয়ে করাইতে তাহার অসুর শীঘ্ৰত হইয়া উঠিতেছিল। সেই মৃহুর্যাশা-শাস্তির সম্মুখে প্রকাশনাস্থৰের অঙ্গকরণ ও মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উনিত হইয়া তাহাকে কিংকর্যবিশুল করিবা চুলিতেছিল। তি করিবে হির করিবে না পারিয়া সেবে সে উৎক্ষিত ব্যাকতার সহিত পাইয়ে ঘূর্ণিতে আরম্ভ করিল। মেনে মধ্যে একধান্ব পড়ে চাকের কী বাবু সে করিবারে আনিতে হইয়া করিয়াছিল,— বিষণ্ণ ও ক্ষেত্ৰে অমরনাথ তাহার কোনো উত্তর দেয় নাই।

অবৰ্ধ সমাগ্রে মহানগীর নৰ্বান এই ধাৰণ করিল।

“এই মে কোহলিল ?”

“আজ হঠাৎ কেমন মন কেমন কৰছিল ?”

“কেন মন কেমন কৰল চাক ?”

“কি জানি, এই বৰ্ষা দেখে মন কেমন কৰছিল ?”

“কেন ?”

“বাইবে ধৰলে মা আহাৰ ঘৰে দেতে ঢাক্কতেন। আৱ—” বলিতে বলিতে চাক অশ্রূতে মূখ্যনির্মল নোচু কৰিল।

অমর সমেহ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—
“অন্ত কেউকি তোমার তেমন ভাল বাসনা চাক ?”

চাক নৌৰে অৱ মূল্যতে লাগিল।

“অৱ কেউ কি তোমার অজে তেমন ভাবেনা চাক ?”

চাক অৰ্থক কঠো বলিল—“আমাৰ আৱ কে আছে—আপনি ছাড়া ?”

অমর চাকের উপর কৰিবাৰ জন্ম হাত্তমুখ বলিল—“আপনি ছাড়া কথাটা বুধি এখনি ভেবে নিলো ? ধৰন কোহলিলে তখন মনে ছিলো— না ?”

চাক মুখ তুলিয়ে—ষেৎ অৰ্থক ও জ্ঞানৰ আভাসে পান মুখাপান কৰিত হইয়া উঠিল। মৃহুরে বলিল,—“না !”

অমর আবার হাসিয়া বলিল—“কথাটা অখুন ভেবে বলিন, সেই না, না, মনে ছিলো, সেই না ?”—

চাক আৰও একটু অৰ্থাত্বে নত মুখে বলিল, “আৱাৰ কথা আপনি ভাবেন—আমাৰ ভালগাসেন—সেকথা আৱাৰ সৰাহাই মনে থাকে। মা যে আমাৰ আপনাকেই দিবে দেছেন ?”—

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল—অমরের মুখ আৱাৰ একটা আধা লাগিল। সৱলা বালিকা হৃষত ঘূৰাইয়া ভিত্তিয়া বলিতে জানেন বলিয়াই কথাটা এনেন ভাবে বলিল। অমরনাথ সেই মন হইতে সাহায্যা কৰিবার চেষ্টা চোরখানা চাকের নিকট হইতে একটু দূৰে লাইয়া গিয়া কৃকৃষ্ণ তাহাতে হিৰ ভাবে বিশিষ্ট রহিল।

চাকও তেমনি নতমুখেই বিশিষ্ট রহিল। অধেক পৰে অমরনাথ গলাটা একটা পৰিকাৰ কৰিয়া লইয়া দীৰ ঘৰে

বলিতে লাগিল—“আমিও সেই জাতেই একটা ঘাৰ তাৰ হাতে তোমাৰ দেলে দিবে পাহুচি না ; এত দিন পুৰু পুৰু এখন একটি ভাল পাৰা পেৰেছি, উপৰ্যুক্ত পাতে দিবে তোমাৰ হৃথী দেখতে পেলৈই আমি এখন খল দেকে মুক্ত হই। চাক অত সংজ্ঞিত হয়োনা, ভূমি ত বড় হয়েছ, সব ত বৃক্ষত পাৰ, বৃক্ষ কাৰ্য, এমস কথা তোমাৰ সাক্ষাতে না বলে আৱ কাকে বলতে পাৰি এখন তোমাৰ কে আছে ? কেমন চাক, তোমাৰ বোৰ বৰে হৰ অৰত হৰে না ?”

অমরনাথ বেশ বুকিপে পারিতেছিল যে এগুলো তাহার অৰ্থক বকা মাত হইতেছে, দেন না এবং কথাৰ চাক বে কিউ উত্তৰ দিবে ইতিমুৰ্মু সে এখন কোনো অংশ পান নাই—বিবাহের প্রসং বাবে যাই চাক মুখে সত মৌল হইয়া পড়ে। বালিকামুখে লজ্জা ?—বিদ্যা কি এ ?—অমরনাথের মনে কেমন একটা কোহুত্তম ক্ষমতা বৃক্ষ পাইতেছিল।

“চাকস্বতি !—যা বল্লম বৃক্ষতে পাৱলে ত ? কোনো অৰত মেই ত তোমাৰ ?”

চাক নিষ্পল হইতে ক্রমে নিষ্পলতাৰ হইয়া বাইতে লাগিল। অমরনাথের প্ৰেৰণ কোনো উত্তৰ দিল না। তাহার ভাবের ব্যাপকভাৱে অমরনাথের মনে একটা অনিদিষ্ট আলগা দীৰে দীৰে আসিয়া উত্তীতে লাগিল। বিবাহ সম্বন্ধে চাকৰ এ নীৰবতা বেল কি এক বৰকেৰে, —ইহাকে টিক লজ্জাৰ সংজোও বলা যাব না। এ দেন মূৰত নিষ্পেক্ত।

অমরনাথের উত্তৰে কোনো উত্তৰ দিল না। তাহার ভাবের ব্যাপকভাৱে অমরনাথের মনে একটা অনিদিষ্ট আলগা দীৰে দীৰে আসিয়া উত্তীতে লাগিল। বিবাহ সম্বন্ধে চাকৰ এ নীৰবতা বেল কি এক বৰকেৰে, —ইহাকে টিক লজ্জাৰ সংজোও বলা যাব না। এ দেন মূৰত নিষ্পেক্ত।

অমর আবার হাসিয়া পড়িল—“কথাটা অখুন ভেবে বলিন, সেই না, না, মনে ছিলো, সেই না ?”—

চাক আৰও একটু অৰ্থাত্বে নত মুখে বলিল, “আৱাৰ কথা আপনি ভাবেন—আমাৰ ভালগাসেন—সেকথা আৱাৰ সৰাহাই মনে থাকে। মা যে আমাৰ আপনাকেই দিবে দেছেন ?”—

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল—অমরের মুখ আৱাৰ একটা আধা লাগিল। সৱলা বালিকা হৃষত ঘূৰাইয়া ভিত্তিয়া বলিতে জানেন বলিয়াই কথাটা এনেন ভাবে বলিল। অবৰ্ধ পাহুচে হইয়া আসিয়া কৃকৃষ্ণ তাহাতে হিৰ ভাবে বিশিষ্ট রহিল।

চাকও তেমনি নতমুখেই বিশিষ্ট রহিল। অধেক পৰে অমরনাথ গলাটা একটা পৰিকাৰ কৰিয়া লইয়া দীৰ ঘৰে

টিকটোকে, দেখেন দাবার বেগে ঝর্ণকে, দেখেন দাবাকে, আগনাকে—”

“আমাকে? সে কি চাক? তোমারে প্রায়ে আবার কোথায় পেলে?”

“কেন? আপনি যে ছবার শিখেছিলেন। আমাকে দেখের অর্থ থেকে ভাল করেছিলেন। মাও আপনাকে কত ভাল বাস্তুন, কত আপনার নাম করতেন, দেখেন দাবা কত আপনার গর, আপনাদের বাড়ীর গর বল্টুন।”

অমরনাথ বেবিল সে যাহা এড়াইতে শিখছিল সেই ষটাই সমূহে আসিয়া পড়িল। মনে মনে আবার একবার দেখেনের অবিস্ময়করিতার নিম্ন করিয়া অমর আবার গুরু করত মত তাবে প্রাপ করিল—

“আজো চাক! আমার মতন এই রকম কিছি আমার দেয়ে ভালো একটী লোকের সঙ্গে যাবি তোমার বিদে দিয়ে দিই তো কেমন হয়? তাকে খুব ভালবাসে?”

“না।”

অমরনাথ শিখিয়া উঠিল। “কেন চাক?”

“আপনি যে আমার ভালবাসেন।”

“সেও তোমায় আমার দেয়ে দেবী ভাল বাসে।”

চাক আবার কঠিনে মত শক্ত হইয়া গেল। অমরনাথ নীরবে থাকিতে চোঁ করিল, পরিল না। কেমন মনে অবস্থি বেধ হইতেছিল। আবার বলিলে লাগিল—

“হ্যা লাকা, সে তোমায় নিশ্চয় খুব ভাল বাসে। সে খুব বড় লোক। তার মত বাঢ়ি, কত চাকের চাকবালী। তোমার খেলার সঙ্গী বেধ হয় সেখানে অনেকে পাবে। বিদে হবে গেলেই সেখানে সে নিয়ে থাবে। তবে বেশ আলাদা হচ্ছে, না চাক? সে বেধতেও খুব হস্তু—খুব ভাল লোক।”—অমর সহস্র চাহিয়া দেখিল চাক হই হাতে খুব চাকিকা তোমারে হাতার মাথা রাখিয়াছে। অন্তর্ট গোলনক্ষেত্রে তাহার নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া সহজে ভঙ্গনাথ ঘৰে বলিল “ওকি চাক ওকি ওকি!”

চাক উচ্ছ শিত হইয়া দিলিয়া উঠিল—“আমি যাব না, আমি যাব না।”

“মেরি? কেন? চাক?”—

“আমি তা হলে মরে যাব না।”

অমর অভিভাবকে দাঢ়াইল। যাহা এতক্ষণ সবলে নিজের মন হইতে তাড়াইতেছিল এই তো তাহা প্রত তাবে তাহার সম্মুখে। আর তো তাহারে অলীক সদেহে দিলিয়া ঠিলিয়া রাখিতে পারা যাব না। এই তো বেমান-রিষ্ট ক্রমকল্পিত অশ্রমযৌ বালিকা নৌর নতুনে জানাইতে তাহারাই সে, সে অস্ত কাহারও হইতে পারিবে না।

একটু কিংকর্ত্ববিমুচ্য হইলেও অমরনাথ কি ইহাতে হৃষিক হইল? হচ্ছে? এমন সবল হিঁড় অক্ষিত প্লেনের মত কিশোর জীবনের এমন দেবতাঙ্গো প্রথমোবিত কুজ প্রয়োগের আঙ্গুলিকু কি সে অনন্দের করিতে পারে? এমন ভালবাসা সে কাহারে নিকটে পাইয়াছে বা কাহাকে এমন ভালবাসাহে যে তাহার জন্য প্রয়োগের অভিনাম করিতে পারিয়া না দিলিয়া সে হৃষিক হইবে? আর সেও কি এখন পর্যাপ্ত তাহার কি কর্তব্য দ্বি করিতে পারিয়াছিল? নিজের বিবাহের কথা, প্লিতার ক্ষেত্রে, এইসব নামা কারণ পর্যালোচনা করিয়া সে পাপ খুজিতেছিস সত্ত, কিন্তু মেই স্বচ্ছ নীল সূর্য চূঁ হটা কি একএকবার সব শোমাল করিয়া দিতেছিল না?

তথ্যি হয় ত অস্ত নিজের কর্তব্য একক্ষেত্রে করিয়া ফেলিত। কিন্তু এখন আরও বিচার। বিচারট বটে, তবু মেই বিচারটুকুতেই কি তাহার শোণিত-সুরজ হৃদোচ্ছসে দিলিয়া দিলিয়া উঠিতেছিল ন? চাক—চাকলতা তাহারাই। চাক তাহাকেই ভালবাসে। সে কি আর জানিয়া দিলিয়া তাহার সে ভালবাসা প্রত্যাখান করিতে পারে? মাথারের বধন মনের ইচ্ছা কর্তব্যের ভাবে প্রকাশিত হয় তখন সে তাহার পায়ে পুরুষী দলি বিতে পারে। অমর দুর্বিল চাক তাহাকে প্রবাস হইতে ভালবাসে। তাহা অসম্ভবণ নষ্ট, কেন না মাত্রার নিকটে অবেরে সহজে তাহার বিবাহ হইবে এইক্ষণই সে ব্রহ্মার ভূমি আসিতেছিল। অমরনাথ তাহার জন্য পাত খুঁজিতে কিন্তু সে এখনে হয়

২ঞ্চ মংখ্যা]

তাহাকেই থামী ভাবে। আর সে অস্তিময়াশায়নীর নিকট প্রতিজ্ঞা ও অমরনাথের মনে হইল।

প্রতিজ্ঞা বই কি? আপনি তো তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি অমরের নিষিদ্ধ তাবকে সম্মত বৃষিয়াই অস্তিময়ার কত আবাম পাইয়া পিয়াছেন। মেই সত্ত এন্ন অমরনাথ তাহার মেহের ধনকে কষ্ট দিয়া ও ভাস্তিতে চাহিতেছে? অমরনাথ নিম্নে আপনার কর্তব্য হির করিয়া লইল। বহু বিবাহ! নিম্নস্থানে তাচ এমনই কি দুর্ঘট্য? আপনিক সমাজ দোষ দিতে পারে? তাহাতে অমরের এমন কি অস্তি? এক পিতা আর জী কুল হইলেন! তবু কর্তব্য সকলে উঠেবে। পিতা ও জী হই ত ধটনা দিলিয়া অবধি বৃষিয়া তাহাকে ক্ষমতা করিতে পারেন। সে ত কুলে ইচ্ছা হৃষে কোন অপকর্তৃ করিতেছেন। কর্তব্যের কঠিন অস্তিত্বে সে ধৰ্ম করিতেছে।—ইচ্ছা অস্ত তাহার জীব করিয়ে কেন? যদি করেন অমরনাথ নাচার! অমরনাথ তবে হই হাতে চাপের মুখ দিয়া দুলিয়া হেঁসগুঁসকে ডাকিল, “চাক!”

চাক সবল কঞ্চ তাহার পানে চালিল।

“চাক আমার দুর্ম খুব ভালবাস, না?”

চাক সম্পত্তিচক মাথা নাড়িয়া অস্তুরে বলিল “হ্যা।”

“আমার হচ্ছে আর কোথাও দেখে পাবে না, না?”

“হ্যা।”

“তবে আমার বিবে করবে? তা’ হলে আর কোথাও দেখে নানে হচ্ছে—আমার জী আছে?”

চাক নীরবে থাড় নাড়িল, বিবাহ করিবে। অমর গঁষ্ঠীর মুখে বলিল—“জান চাক, আগে আর একজনের সমে আমার বিবে হচ্ছে—আমার জী আছে?”

“জানি। আপনি দেখেন দাবামে বলিছেন।”

“তবু আমার ভাল বাস? তবু বিবে করতে চাও?”

“আপনি যে আবার ভাল বাসেন।”

“ভাল বাসি, তবু আমি আরে অবেরে সদে তোমার বিবে কিং কুশি, সেখানেই দুর্ম বসু হবী হবে। আমার আগের জীৱ সদে তোমার বিবে না বনে তা হলে যে তোমার বড় কষ্ট হবে, আমিও তাতে হবী হব না।”

দিনি

তুমি একলাই থার ঘরের লাগী হবে তার কাছেই ত তোমার যাওয়া ভালো। তার ভালুবাস দেখে সহজেই আমার দুর্ম ভুলে দেতে পারবে।”—

চাক আবার চোরের হাতার মধ্যে মুখ দুকাইয়া অস্তু ঘরে বলিল—“আমি আমানকে ছেড়ে কোথাও দেতে পারব না, - তাহালে আমি মরে যাব।”

“বিবে না হ’লে কি চিরবিম একসমে থাকা যাব পারিবো?”

“তবে বিবেই হোক। মা তো আমার আপনাকেই দিয়ে দিখেছিলেন।”

“আমার একবার বিবে হচ্ছে, অস্ত জী আছে, তবু আমার ভালবাসকে, বিবে করতে পারবে?”

চাক থাড় নাড়িল।

“তবে তাই হোক। চিরবিম আবার একন ভাল বাসে তো চাক? সমস্তে নামা ভালবাসের মধ্যে আমার এবিনি প্রেম মুখ সকল হচ্ছে সহ করেও ভাল বাসক পারবে ত’ চাক?”—বলিতে বলিতে অমরনাথ ইই হাতে তাহার পুরুষ কুলিয়া দুর্ঘাগ্রহে হইয়া হচ্ছিল। আবার ছাড়িয়া দিয়া হির করিয়ে আবার ছাড়িয়া রাখিল।

চাক আবার সুখ দুকাইয়া মৃত্যুর পথে তাহার পানে হাজি হইল।

চতুর্থ পরিচেছে।

হুমজিত কুক উজ্জল আলোকে আলোকিত। দ্বিতীয় গবাক্ষণে উচানহ সাক্ষাৎ সেফালীর গুচ মৃচ তাবে কঞ্চে প্রবেশ করিতেছিল। টাকুবাড়ির বোখন-নমুনীর সানাইরে মৃচ সুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তজ্জ্বলাভিত্তি একটি অপূর্ব হৃষের অবশেষ বিতরণ করিতেছিল। একখনাকোটে অক্ষিত আবার বিজ্ঞাপন অবস্থা।

অমর সেইবিম আত বাতি আসিয়াছে। চাকের অন্তক দুর্ঘাগ্রহে কলিতাতে প্রবাস হইয়া আসিয়া। এখন পিতা ও জীৱকে তাহার পশপথের গুরুত্ব দুর্ঘাগ্রহ সম্ভত করিতে পারিবে আর কোন বাধা নাই। এ বিষয়ে জীৱই অহমতির দেখি প্রোজেক, তাই পিতৃকে এখন

ମେଳାଟୋଟି ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ହେଲିଛି । ସାହୁ ! ଆମି ବେଶ
କରେ ଦୁଇରେ ବିଶେଷ ଯଦି ମେ ମେ କାହିଁ କରେ ତୋ ତାଙ୍କ
ନାମକେହେ ତାଙ୍ଗପୁଣ୍ୟ କରିବ । ତାର ମୁଖ କଥନୀ ବେଶ ବାନ୍ତି ।
ଆମ ଯଦି ମେ ଏକ ମୂର୍ଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ମେ ଚିତ୍ତା ମନେ ରାଖେ ତୋ
ଦେଇ ଏଥିନି ଆମର ବାଡ଼ି ଥିଲେ ବାର, ଆମ ଜାଣେ
ଦେଇ ମେ ଦେଇ ମୁଢି ଆମର ସଙ୍ଗେ ଓ ଜୟୋତି ମତ ମୁକ୍ତଜ୍ଞ
ହେ ।"

বধু নীরেরে বাজন করিতে লাগিল। আবার হস্তানথ
বাজু উঠে মুক্তিটৈ বধুক দেন সামনা দিবার অঙ্গটৈ
বলিতে লাগিলেন,—“এত সাইস দে করবে না খোব হয়।
আমি তাকে আশই কলকাতা গিযে মেটোকে নিয়ে
আস্তে বলে দিবেছি। একটা পাত মেখে মেটোর
বিয়ে নিষ্ঠে শব্দ আপন চেয়ে থাবে।”

ମୁରମ୍ବ କିଛିଲ୍ପ ଚାପ କରିବା ରହିଲ, ତାରପରେ ମୃଦୁଲେ
ବଳିଲ—“ତା ଆମ ହବାର ଜୋ ନେଇ ବାବା!—ଆପଣି ତାକେ
ତ୍ୟାଗପ୍ରତି କରା କି ବିଶ୍ୱାସ ଥେବେ ସହିତ କରାର ଭୟନୀ
ଦେଖାଲେହି ଭାବୋ ହତ!”

“সেকি ? বল কি মা ?”

“আপনার নিয়েখের চেয়ে কি বিষয়ের মাম বড় ! ও
ভয়টা না দেখালৈই ভাল হ’ত বাবা !”

କର୍ତ୍ତା କିମ୍‌ବୁନ୍‌ଦ ନୋରବ ଥାକିଯା ଶେଷେ ବଲିଲେ— “ଯେ ମେ ମାନ ରାଖେ ତାର ପକ୍ଷେଟି ଓଟା ଧାଟେ ମା !”

“ମେ ସମ୍ମାନ ଯେ ନା ରାତ୍ରେ ମେ ସା ଇଚ୍ଛା ତାହିଁ କରନ୍ତି ନା
କେନ ବାବା ।”

“না মা । একপাই তুমি এখন বলতে পার নটে কিন্তু
যখন আমার মত হ'বে তখন বুঝবে আরওয়ের মেহের ধনকে

କି ତୁମ୍ହାର ଅଗମନ ନିଯମ ଏତ ସବୁ ଏଟା ତୁମ କରାନ୍ତେ
ବିଲେ ପାଇଁ ସାର ମା ? ମେ ସିରି ମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମତ
ଲାଗିଥାଏ ତାତେ ଏକ ପିଲେ ସାର, ଆମି କି ତାକେ ପ୍ରାଣପରା
ବଳେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟେ ଥିଲେ ନିରାଶାର ନା କ'ରେ ଧାରିବାରେ ପାରି ?
ତୁମ୍ହାର ମେ ଦେଖିଲେ ପିଲିତ ହାତ, ଦେମା ପାଇଁ, ତୁ
ଆମି ତାମେ ହେବେ ମୋର' ନା । ଆମର କ'ରେ ମା ପାଇଁ,
କାନ୍ଦିବାରେ, ଭର ଦେଖିଲେ ତାମେ ଚେଷ୍ଟେ ଥାଇଲେ ଟେକ୍ରା କରବ' !

ଶୁରମ୍ବା କରନ୍ତୁବେଳେ ବଲିଲ—“ବାବା, ଆମାର ଓ ଆପଣି ମେହେ
କରାନ୍ତେ—”

“কুম্ভে কি মা—এখনে কি করি না? তুমি যে
এখন আমার তার চেয়েও বড়, তুমি অস্থী হবে
বলেই তো ‘আরও’—

“ଆମିଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛେ ତାହିଁ ଲାହି ବାଧା,-- ମା ନେଇ ତାହିଁ
ଏସବ କଥା ଆପନାକେଇ ବଲିଲେ ହଚେ ।—ଆପନାର କଥାର
ପଞ୍ଚାଂଶ ବୋକାକେ ଯେଣ ଆରିଛି ଅଧିନ ବାଧା । ଆମି କି
ସତି ଏହି ଦ୍ୱାରା ପର ?”

“তোমার যদি কেউ তা ভাবে বা দেখে তো সেই খগতে
সর্বশক্তিকা বাধপুর। বড় দুর্ঘ হচ্ছে মা আমি হয়ত তোকে
এনে হৃষী কংগতে পারলাম না। তা যদি হব—”

“কই আপনি কিছিটা খেলেন না যে? মাছটা কি ভাল
হলুন! বাগা ওটা আমি নিজে রেঁধেছি। একটুও খাননি—
ডালনাটা ওভাল লাগল না?”

“এই যে খালি মা। না, দেশ হয়েছে, কিন্তু শোন
ম।—”

“ହୁଏଟା ନିଯେ ଆମିନି ଏଥେଣା । ହୃଦ ବେଶୀ ଗ୍ରହ ହସେ ଗେଲ ।” କୁରମା ଉଠିଯା କଷାୟରେ ଚଲିଯା ଗେ । ଅନ୍ତିମିଳିଛେ ହୃଦ ଲଟାଇ କିରିଯା ଆସିଯା ହାତୁମୁଖେ ବଲିଲ “ନା, ଠିକ୍ ଆହେ । ବାବା ଆପଣଙ୍କେ ଆଜି ହୃଦ ଖେରେ ବୁଲାତେ ହସେ ମିଳି ହିସେଇକି କି ନା ।”

বৃক্ষ হাতে-ভূমি মুখ পুনঃ পুনঃ মণিন করিতে হৃষণাখ
বৃক্ষে আস ইষ্টা হইতেছিল না। তিনি বৃক্ষেন্দ্র অবস্থা
এই আনন্দিতভাবে প্রাণ চাপ বিদে চাহিতেছে। তিনিও
কথাটা চাপা হয়ে ছেড়ে বাঠিয়ে ছুক্ব দিয়া বলিলেন—
“সুন্দর আপ বেণী যিতি রিমেশন দেট। আপও বেণী
সিএ ফেলেছিস নিষ্ঠিৎ।”

“ନା ଦାବୀ ମୋଡ଼େ ନା, ଆଲାଏ ସେଣ୍ଠି ମିହିନି ।”

“ଏହି ନୂତ୍ରନ କେମା ଗାଇଟାର ଦୁଧ ଆପନାର ଜଣେ ଆଜି

ଦିତେ ନିରୋହିଳାମ ।”
ମହା ହରନାଥ ବାବୁ ବଲିଲେନ—“ମେ—ମେ ବୁଝି ନା
ଥେବେ କୁଳକାଟା ଚଲେ ଗାଁଛ ?”
ବ୍ୟଧ ନୀରବ ରହିଲ । କର୍ତ୍ତା ସାହିକ କୋପଭାବ ଏକାକୀ
କରିଯା ବଲିଲେନ—“ଏହି ଆଜି କି ?”

କର୍ତ୍ତା ଆହାରାଙ୍କେ ସହିର୍କାଟିକେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ । ଶୁଭମା

२५ संख्या

ଦେଖେ ଥେବେ ସାହକର୍ତ୍ତବୀ ସମ୍ପଦମ କରିବା ନିଜ କଟେ ଅବେଳ କରିଲ । ଇହତ ମେ ଥାଣ ଭାଲ ଲାଗିଲା ନା, ଅଛ ଏକଟା କଟେ ଯିବା ରେଖନ ଥିଲ ଅଭିଭିତ ଲାଇଦା ଗବାକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟେ ବସିଲା ନିରିବି ମେ ଲୋଇାଇ କରିଲା ଲାଗିଲ ।

করেক বিন পৰে দেমিন পুত্তাৰ ঘষী তিথি। হৃষমা ঠাকুৰবাজীৰ একটা কক্ষে বেসিন নিম্পন ভাবে বৰতনৰ ডাঙা সাজাইতেছিল। চারিধারে নামা আঝীয়া হুটিনী-গুণ, নামা কাৰ্য্যা বাট। সকলেই হৃষমাৰ আজোক্তৈ ফিরিতেও পুৰৱতেছে। মৃৎ বাতানোৰ সম্পূৰ্ণপথে অৰূপহিত পৰম্পৰাকীভাবে কৰাৰে মৃৎ খেৰ নহবতে আগমনী বাজিতেছিল। আগমনি বিষ্টোলাভী বালকবালিকাৰ হাত চীৎকাৰ উত্তীৰ্ণিল। ঠাকুৰবাজীৰ মালাকুৰে ও কুমাৰৰ ঘোৰ বিবাৰা বাবিলোচন। কুমাৰবনমন সাম্পৰে বৃক্ষাইতে ঢেঁৰি কৰিতেছে, মালাকুৰেৰ রাজতাৰ আঁচাল ও গৱামৰ

“আৰে বলেন ন কি ভৰ্তাচার্য মহাশৰ, একি একটা কৰা হল ?” দেৱী পুৰাণেই তো পিছেছে “বশ্চক্ষণ বৃৰু শীঁতি” — “আৰে বাখ বাখ বাপু ! যা বেৰুনা তামে বাকাবাৰ কৰতে ঘোড় কেন ?” একটা হৃষ শুব্ৰ বলিল দেলিল “ভৰ্তাচার্য মহাশৰ মাসোহাৰ কৰেন না কি সেটা শুধু মাসিক, ন ?” তৎক্ষণাত তুলন কৰি উপলক্ষ্য হইল। মৃৎ দেৱোজনী আসিয়া তখন তাঁহাদেৱ বিবাৰা কৰিয়া দিলেন। একজুন হীচাহাৰে আৰম্ভ হৈছিল দেৱোজনী !

ବିହେନତାର ଅଛି ତାହାର ଅଭିଭାବ ତେବେ ‘ଖୋଲାଭାଟ’ ହିତେହେ ନା । କୁମାରେ ଏହି ମତେ ସଂଦ୍ର ଦିଗ୍ବିଶ ଆଳକର
ଏମନ ସମର ଏକଜନ ଦାସୀ ଆସିଥା ହୁରମାକେ ବିଲି
‘ଶ୍ରୀ, କଣ୍ଠାବାର ଡାକ୍ତରେଣ ଆପଣଙ୍କାକେ ।’

ବଲିତେହେ, “ଆରେ କୁମି କେହେ ବାପ୍! ତୋମାର ବାପ
ଆମାର ଚିନ୍ତ୍କୁ। ଆମାର ‘ଡାକ୍ଟର’ର ଗହନା ଏ ପୃଥିବୀରେ
ହୁରମା ଉଠିଯା ଦୀଡାଇସା ମାସିକେ ବଲିଲି,—“କେ
ବଳ୍ପେ ପାରିମୁଁ?”

ନା ଜାନେ କେ ? ଚନ୍ଦ୍ରମାଲୀର ନାମ ଏ ମାତଥାନା ଗୀତରେ
ମଧ୍ୟେ କେ ନା ଜାନେ । ଆସ ଏହି ଅଭ୍ୟାସବ୍ୱାଦୀର ଠାକୁରଙ୍କ
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀର କର୍କ ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକ ପାଇଁ ଦାଖଲା

সাজিবে আমি ঝুঁকা হয়ে গেলাম, তুমি কিনা এসেছ আজ
দোষ দরখতে।” মাটকুন্ড মুকুটকুন্ড মধ্যে পঢ়িয়া উভয়ের
বিবাহ ভঙ্গ করিয়া বিচেছেন। পরিচয়কেন্দ্রে সাম্মিলনার
তলে ঝাঙ্গ লংগ লইয়া বাষ্ট। কেহ টাওয়াইচে,
ছাড়াইয়া সিঁড়ীর নিকটে আসিতেই দেখিল সন্ধুরে শুক্র
তাকার মৃদ বনাকারীর মৃত্যু, হষ্ট একখানি পত্র। সুরক্ষ
চকিত তাবে বলিল “বাবা?”
“এই পত্র পত দেখে, বুঝতে পারবে!”

କେବେ ତେଣୁ ଆମୋଡେ, କେବେ ସାହି କାରୋହେ ଯାଦିକର
ଶମ୍ଭବ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମୋଡେ ବେଳ ଅଭିନନ୍ଦିତ ଟୁ ଟୁ ହିଟେ
କୌଣ ଛବି ବା ଦେଖାଇପରି ପଢ଼ିଲା ଶିଖ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧିଏ
“ପର ଆମ କି ଗୁଡ଼ ! ଆମଙ୍କ ବନ୍ଧ !”
“ନା, ନା, ପଢ଼େ ଥାଏ ସେ ଲୋକାରୀ କି ଲିଖେଇଁ !”
ଖଣ୍ଡରେ କୋଣଖିଳିବ ହେ ହିଟେ ପର ଲାଇସ ହରାଇ
ପାଠ କରିଲା —

“ଶ୍ରୀଚର୍ମେନୁ, ବିବାହ କରା ଭିନ୍ନ ଆମି ଆର ଉପାଳୁକୁ
ଦେଖିଲାମ । ଆପନାର ଅବେଳା ରାଖିଲେ ପାରିଲାମ ନା ଆମି
ଏହିନି ଅଧିକ । ହିତ ।—ହତତାଙ୍ଗ ଅଧିକ ।”

ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଖିକୀ ପରିମାଣରେ ଯାହାରେ ଏହାରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା

কর্ম করব। এই আগমনিতে আমার এই বিষয়টি।”
পত্রখনা প্রতিটি করিয়া দেখিয়া দিয়া হলনাথ বাবু, লেখকে চলিয়া দেলেন।

স্বরূপ দীর পথে ফিরিয়া গিয়া আপনার আরক কর্তৃ
নিয়ুক্ত হইল।

আলিমপুরা দেবী।

যাত্রাগাম

প্রথম ৩ বৎসর পুরুষ প্রকৌশলের চট্টগ্রামদ্বারা মহাশূর
তাহার “বস্ত্রশৰ্মণ” যাত্রাগামের স্থানেচনা করিয়াছিলেন।
এই শিল বৎসরের মধ্যে যাত্রাগামের কিংবল উপরি বা
অবনতি হইয়াছে তাহার বিভিন্ন করিয়া দেখিলে মন
হয় না।

আমি যাত্রাগামের একজন ভক্ত। আমার মতে
যাত্রাগামের তাহা সর্বজনপ্রিয় আমার আর নাই। কথ-
কর্তার চার্চ যাত্রাগাম লেকপিলকের এক প্রদর্শ উপর।
যাত্রাগামে একসময়ে চিত্রবন্ধনী বৃত্তির অঙ্গুলীয়ে এবং
ধৰ্ম ও নৌভিপ্লক হয়। একথারে কান্য ও সন্তকর্তার
চর্চার সহিত জড়িয়া লাগ হয়। কিন্তু চতুর্বের বিষয় যাত্রা-
গামের এখন আমি সে দিন নাই। সৌন্দর্য বাবুর সমা-
লোচনা পাঠে জানা যায়, তাহার সময়ে যাত্রা বলিতেই
সাধারণত বিজ্ঞানুসরণের পাশ দৃঢ়াইত, নচেং কালীন-বন
কিম্ব। রাম-বনবস। তখন যাত্রাগাম নিকাস্ত crude
(অপরিণত) অবস্থার ছিল। সেই অভীতের সহিত
তুলনার এখন যাত্রাগামের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।
সৌন্দর্য বাবুর সমালোচনা পর যাত্রাগামের ছাটু ধূ
ধূ বলা যায়। এই প্রোগ্রামিক ধূগুই যাত্রাগামের প্রকৃত
উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে প্রয়োগিক সর্বকান্তে
মৌলিক প্রকৃতি যাত্রার অভিকর্তব্য প্রয়োগে সকলের সন্তুষ্টি
দেহের মনোযোগ আপনার দ্বারা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ে
যাইয়া বাহিয়া পীলাচনা করিতে। তাহারের প্রতি
“কৌপের শৰস্বত্যা,” “হোলীর বস্ত্রহৰণ,” “অভিমৃত্যুৰ

“কৃষকজ্ঞ,” “মানিকী সত্যবান,” “লক্ষ্মণের শক্তিশালী,”
“গীতার বনবস,” প্রতিটি পাণি একসময়ে যাত্রাগামের চিত্ত
যাত্রায় চূলিয়াছিল। তাহারের সময়েই যাত্রাগামের
চৰম উপরিপ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চতুর্বের
বিষয়, সৈকলক গুণবন্ধন ও রসন্ত অধিকারিগণের ডিঝে-
লামের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার অনেক অবনতি হইতেছে। যাত্রা-
গামের বর্তমান যে ধূ চলিতেছে, তাহাকে “নাটকীয়
ধূ” বলা যাইতে পারে। এযুগে যাত্রা হইতেছে নাটকের
বার্ষ অঙ্কুরণ। এখন যাত্রা আর “গান” নাই, এখন
যাত্রা হইতেছে “অভিনন্দন” বা “অপেরা,” অথবা টেক্স-
বিলীন থিয়েটার। দেখন যাত্রা থিয়েটারে পরিষ্ঠ হই-
তেছে, সেইসময়ের আমার সার্কাসে প্রতিপ হই-
তেছে। কলে সার্কাসই সকলের আরামে দেবতা হইবে,
অঙ্গ সকল দেখে যাইতেছে।

কিংবুকল পূর্বে আমি কলিকাতার থিয়েটারে দেখিতে
পিলিয়াম। গিয়া দেখিলাম যাত্রার নাচ। তখন
মনে হইল, থিয়েটার দেখিতেছি মা সার্কাস দেখিতেছি?
অবশ্য আমি যাহাকে হাতীর নাচ দেখিতেছি, অনেক
দূর তাহাকে শৈশ্঵রিক প্রতাপের সহিত গলা গাঞ্জ
সমূহের অধিবা তৈর্যকালীন নিয়ন্ত্রণের হারিপেরে
নৃত্য মনে করিয়া করতাম। যাকা রংকুম ধূর্যাত করিয়া
ছিলেন। আমার কিন্তু সেই সমস্ত ও নৃত্য দেখিয়া
সার্কাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু ধূ এ কারণে
নেহ, আধুনিক থিয়েটারকে আমি অতি কারো সার্কাস
বলিতেছি। আধুনিক থিয়েটার ও যাত্রায় নে নাচ চুক্তি-
যাচে, তাহাকে সার্কাসের জিম্বাটিক (Gymnastic)
ভিত্তি আর কি বলিব? আর থিয়েটারে আকাশের
প্রাণপন্থে ধোয়ায় গেল।

এই বিলাতী নাচের বিকল স্থানেচনা করিতেছি
বলিয়া কেহ মনে করিয়েন না, আমি সেই পূর্বতন খেটো
নাচকে আমার আসন্নে আনিতে বলিতেছি। খেটো
নাচ থাটী রেখেন্নি নিনিব নহে। সৌন্দর্য বাবু বলেন উহা
আধুনিক থিয়েটার ও যাত্রায় নে নাচ চুক্তি-
যাচে, তাহাকে সার্কাসের জিম্বাটিক (Gymnastic)
ভিত্তি আর কি বলিব? আমার উত্ত্বার তি শেষে তাহার
প্রাণপন্থে ধোয়া যায়, হৃতরাঙ থিয়েটার সার্কাসে পরিণত
হওয়ার বাবী কি?

সৌন্দর্য বাবু পূর্বতন যাত্রার নৃত্য সময়ে দিখিয়াছেন,—
“বে কুন সময়েই ইটক, নৃত্য বলিয়ে পরবর্তে সকলের সন্তুষ্টি
দেহের মনোযোগ আপনার দ্বারা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ে
কৃষক প্রতিবিগৃহিত হারভার নাই, তাহা দেখন হৃতর তেমন
গুরু। আমাদের যাত্রায় সেই নৃত্য অচলিত করিলে
ভাল হব।”

সৌন্দর্য বাবুর সময়ে যাত্রায় নৃত্য এবল ছিল। তিনি
পিলিয়ামে—

“একসময়ে যাত্রায় নৃত্য এবল, সকলেই নৃত্য করে। কি দেহতে
কি পিলো, কি শানিনো কি পিলো, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ নৃত্য করেন,
* * * * * যে ধূলি আলোব, তাহারের যাত্রায় নৃত্য করে।”

কিন্তু এখন আর সে ধূ নাই! এখনকার নৃত্য দেহের
অবিবিশের সকলান নহে, এখনকার নৃত্য কোন আসের

বরেন,—বেগ হত রাজা বশবত দৃষ্ট করিতেন কিন্তু
আর সকল যাত্রার বেগে “বেহানাওগুলা।” দৃষ্ট করিতে গেল বেগাম
বৰে, স্বৰূপ তাহার কাহি কাহি নাই।

এখনকার যাত্রা পরিবে অনেক সভা হইয়াছে সহেই
নাই, এখন এই সুত্রামোগের তেমন বাজাবাঢ়ি নাই। তবে
তেও দে দেবী দিন ধাকিব তাহারই বা ভাসা কি? যাত্রার বেগ ও শুণে প্রতিটা উপর দণ্ডাবৰ্ধন।
এখনকার নৃত্য সিস দেওয়া, দীপি বাজান, পালীর ডাক ও
আরও কত কিছু আঁকড়ে অসুস্থ দেখিন তনা যাই। সে কালের
নৃত্য কেবল দেহের অঙ্গবিশেবের শুণিত আলোচন ছিল,
এখনকার নৃত্য প্রতিটা বহুবৰ্ধিত আলোচন। নৃত্যের কথা নাই,
নৃত্যের পুরুষ ও মহিলা নাই, নৃত্যের পুরুষ মিলন।
ইহাই নাই নাকি প্রতিটো বাজাবাঢ়ি করিয়া দেখিব নাই। নৃত্যের আঁকড়িনক
দেবিয়াছি। আবুহাসেলের বৃক্ষ অনন্তীর সহিত তাহার
নৃত্য ও গানের স্বরে কথোপকথন সেই প্রাচীন যাত্রাকেও
হাত মানব। অংশ সেই আবু হোসেলের এখনকার
তাহার পুরুষে বাজাবাঢ়ি করিয়ে দেখিব। আবু হোসেলের এখনকার
যাত্রার অভিনব হাজার পুরুষে বাজাবাঢ়ি করিয়ে দেখিব।

আবু কা঳ অকে প্রাপ্ত এই—শুণি নাচগাম না শুনিলাম তবে থিয়েটারে
পিলো কল কি? সেইসকল প্রোত্তাৰ মনোরূপে
করিবা পিলো থিয়েটারের পালা লেখকগণও আকাশে
নৃত্যের বাজাবাঢ়ি করিয়েছেন। এই শুণির মাটককার
সাবিত্রী নাটকের মধ্যে নাচ না হৃতোয়া পারেন নাই।
সাবিত্রী নাটকেও যাত্রায় নাচ দেখিতে ইঝা করেন,
তাহাদিগের সে নাটক না দেখাই তাল।

নাচের সঙ্গে গানের কথা ও আলোচ। কিন্তু নাচই
বসুন আর গানই বসুন আমি এসে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
আমার এসবক্ষে উপরে দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনবিকার
চৰ্চা। তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কেবল দৰ্শক বা
প্রোত্তাৰ ভাবে বলিতেছি, সবলাবৰের ভাবে। পূর্বে
কালে যাত্রার গানের বড় পোরায়া ছিল। কথার কথায়
গান, সময়ে অসময়ে গান, অভিনবের গান, হোকারার
গান, জুড়ীর গান। ইহাতে অভিনয়ে বিষয়ের রসতত্ত্ব
হইত। প্রোত্তামিসের কান বাজাগালা হইত। যাত্রার
পে পর্যন্ত দেখা বা কুন অসমৰ হইয়া উঠিত। এই

গান স্থানে জোৱা বাবু এবল একসময়ে করিয়া উঠিবল পিলাইছেন,—
“আৰাকান লেখক সময়ে যাত্রায় আবাসী উত্তোলন কৰিয়ে দেখিবল
আমুন পুরুষ, পুরুষে যাত্রায় আবাসী পাইল কৰিয়ে দেখিবল
আমুন পুরুষ, পুরুষে যাত্রায় আবাসী পাইল কৰিয়ে দেখিবল
আমুন পুরুষ, পুরুষে যাত্রায় আবাসী পাইল কৰিয়ে দেখিবল

লক্ষ্য। কি লিখেন, মা আসকো, আর আগনি চলিতে পাবেন না ?
আসকো ! না লক্ষ্য, আর আবি চলিতে পাবি না। আবার
সর্বোচ্চ অবশ হইয়াছে।

লক্ষ্য। সে বিষেঙ একাম করিয়া থাব।

সে বিষেঙ, তাহা ও দাসকো একাম করিয়া বলিসেন, আবার
কি অবিক অগো করিয়া বলিসেন ?

একাম করিয়া বলার অর্থ শীত গাইয়া বলুন। অমনি
শীত অবশ হইল—“গৰ্জবতী নারী, চলিতে না পাৰি,
হইয়াছে অৱ অৰশ !” ইত্যাবি।

এখন নাটকের অহুক্ষে যাতা হওয়াতে এই শীতের
উৎপাত অনেক করিয়াছে। এখন আৱ কথাৰ কথাৰ
কৃষ্ণ নামধাৰী চোগ-চোপকন-পৰা পিৱালী-পাগলী-মাঘাৰী
“মোকাব লোক” (এক কল দেবৰিছি হাতকটা পাউড়-
পৰা ভাকীল লোক) উঠিয়া দাঁড়ান না, এবং একজনের
পৰ আৱ একজন জৰুপাত পাগলী ধৰিয়া প্ৰোহৃতেৰ
বৈধুত্বাত ঘটান না। ছোকৰাব মুখে এখন ঘন উঠিয়া
সকলে সময়ে টীকৰাৰ কান কাঞ্জাপালা কৰে না।
কোন কোন দলে এখন ঝুলৰ নিয়ম দেবৰিছি, একটি
গোকৰ একলা দাঁড়াইয়া আগে গানটি গাইয়া থাব, পৰে
ছোকৰাব দল কুড়ীৰ দল উঠিয়া সেই গানটি গায়।
হইয়াত গানটি কি তাহা বেশ ঝুঁঝু থাব। আৱ অবিকশে
ভাল গানই এখন বিহোটোৱেৰ ভাব অভিমেতা নিজে গাইয়া
থাকে।

কিন্তু তাহা হইল কি হয় ? এখনকাৰ গানেৰ স্বৰ
তেৱেন মৰ্মপৰ্ণী হয় না। যাতাৰ পোৱাশিক হৃষে এক
একটি ভাল গান তনিয়া প্ৰোত্তিলিগেৰ অজন অঞ্চলত
হইত, অতি আৱ সময়েৰ মধ্যে সেই গান বৰেৱে পোলোতে
পোলোতে প্ৰতিবন্ধিত হইত, ও কৰে তাহা মহিতোৱেৰ স্বার-
সম্পদে (classics) পৰিগত হইত। এখনকাৰ গানে না
আছে ভাল, না আছে মৰ্মপৰ্ণী ঝুল। অনেক গানেৰ স্বৰই
বিহোটোৱেৰ অহুক্ষে মিশ্ৰিত রাগালিতে (অৱলা) বাধা।
বিশুল ভৈৰবী, পুৰুষী, বাধাৰ, বেহগ, ভিভাস প্ৰচৰ্তি
উচ্চ অৱেৰ স্বৰ এখন যাতাৰ আসন হইতে অৱসৰ অগ্ৰহ
কৰিয়াছে। বে হৰ গাজীয়ো অঞ্জোবিনোৰো, মুৰুৰ্যো
পিঙ্কৰুজে, উত্তোল পালিয়াৰ বৰলহৰী, কোমলতাৰ চৰকেৰে
কৃষ্ণকৃজে, গাজীলৈ সলিলেৰ ঝুল ঝুল দৰ্শন এখনকাৰ
যাজাগানে তাহা স্বৰ থাব না। এখন কুড়ীৰিগেৰ অৱে

হৃষেৰ অস্তুলে প্ৰেশ কৰিয়া কৰুজাতুৱেৰ হৃষেৰেৰ
শুভ আগাইয়া দেৱ, যাহা মধ্যে মধ্যে কৃতি হইয়া ভাবী
হৃষেৰ সম্পৰ্ক কৰিয়া থাবে, এখনকাৰ যাতাৰ সে হৃষ
নাই। তাই এখনকাৰ যাতাৰ আসন প্ৰোত্তিলিগে আৱ
বড় কৰিদিতে দেখি না। সজীৰ থাৰুণ এ বিষয়ে আকেপ
কৰিয়া বলিয়াছে,—

“যাতাৰ আৱ বে লোকেৰ হৰ নাই।” হৃষিঃ। লোকে সহজৰো
বেয়। এক বাব। আৱৰিক শোক কৰিবৰ অবৃত্ত থৈ না; শোক
পৰিব : শোক বৰোৱ ; শোক আৰক্ষণ।”

এখন অবিকৎং সুৱেই গাজীয়ো নাই, আৱ হৃষই হালক।

বেমৰ দৈনন্দিন জৰুৰী-বাপুৱেৰ অমৃতা গাজীয়ো হৃষাই-

তেছি,

সমীক্ষিতে তাই। ভাবন আমাদেৱ কেবল “কৃতিতে”

ভাৱা, তৰল উভালে মাতোহারা, আমাদেৱ আমোদ অমোদও

মেইকিপ।

কেহ হৰ ত বেলিবে,— আৰোৱ কৰিতে গো

কৰিব কেন;

কিন্তু ধীৰাব কৰিবৰাব উপৰূপ হৰু আছে,

তিনি হাসিতে হাসিতে কৰিনে আৱৰ কৰিতে কৰিবতে

হাসেন।

নিৰবিজ্ঞ হাসি ও বিবৰিষিৰ কাহাৰ বোলিবে কেন?

তাই যাতাৰ রাজা মঝী সেনাপতি হৃষাই সকলেই

অভিমানৰ ছন্দে কথোপকথন কৰেন।

হৃষাই হৃষেৰ প্ৰোত্তিলিগেৰ যোগ দেওয়া থাব না,

বে দোষ পালাপ্ৰেতো” কৰিব। এইসকল কৰিপুচৰেৰ

বিকে আৱৰ অনেক অভিযোগ আছে, কৰে তাহা

হাসিলে।

আৱৰ মতে এইসকল পালা-লেখকই যাতাৰ-গানেৰ

পৰম শৰু। সন্মতি আৱৰ কলিকাতাৰ হইত প্ৰথম

মলেৰ গান শুনিবৰ সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু জুহুৰেৰ

একটি মলেৰ একটি পালা ও তেলন বলিল না। মেসকল

লেৱ ভাল অভিমেতাৰ অভাৱ ছিল না, ভাল গোক ও

থেছেট ছিল, আৱৰ উচ্চত পোৱাক পৰিজন অসৰবণও

বিশুল ছিল। গান ভলিল না বেল পালা রচনাৰ দোৰে।

এইসকল মলেৰ সন্ধানকৰিগেৰ আৱৰ মতে বুল অৰ্থব্যৱ

ও শক্তিৰ অপচয় কৰিবতেছেন। আৱ ধীৰাব এইসকল

মল বায়ুৰ কৰেন তাহাদেৱ ও ভৰ্তাৰেৰ অভাৱ

জনাইৰ অভি হইতে আৱৰ উচ্চত পোৱাক হৃষেৰেৰ

অভিমুক্ত হইতে আৱৰ উচ্চত পোৱাক হৃষেৰেৰ

</div

আধুনিক যাত্রার ভাষ্য দেখেন ছুরোটা, পালাৰ গঠ
তত্ত্বাত্মিক জটিল।^১ অনেক পালা পৌরাণিক নামে
চিহ্নিত, কিন্তু তাহারের মধ্যে পৌরাণিক আধাৰিকার
মতি অৱ অশেই বিশ্বাস আছে। ইকাব নলিচা ও
গাল ছইই বৰলাইয়া পিছাইছে। কাৰণ পালা-চৰিতা
মূলিকতা দেখাইৰ কৰি না সাৰ্থক কৰিবলৈ ইচ্ছা
হৈলৈ। কিংবা রোৱা, দৰাৰা, একটু ঘৰ দেখি। কালিদাস
ও একজন কৰি দেখিলৈ? সেই কালিদাস সংৰক্ষ কৰিবলৈ
প্ৰাৰ্থ হইয়া উপহাসক কভ ভৱ কৰিবাইছিলেন, আৰ
কৈ কি একেবাবেই? রূপুন্মুখ? যদৃ বাসীকী বাস যে
মাধ্যমিক কৰন কৰিবা পিছাইলৈ তুমি কেন সাহে
হাতাহাতি উত্তৰ কৰুন পৰিবে যাও? সংৰক্ষ কৰিবার কালিদাস ও
কৰিবাইলৈ ও বস্তুৰ সংৰক্ষ কোই পৰিবিবেগের পদাৰ্থ অহুসৰণ
কৰিবাইলেন।

পোরানিক পালা যদি বা কতক গোলে সুবিত্তে পারে, তথাকথিত ঐতিহাসিক ও মনোগাম পালার প্লট আরও হোর্জেও। অর্থ তাহার সম্বন্ধিত প্রাপ্ত এক হাতে ঢাল। সেখানে একটা মনুষ হিতেও। ছিলেন এক রাজা, ছিল ইংরাজ একটা সেনাপতি ও এক মহী। রাজা ধার্কিনেই ইংরাজ এক বা ততোধিষ্ঠিত রাণী থাকেন। সেনাপতির স্বত্ত্বাত্তিত ছোট রাণীর জন্মল প্রে। সেনাপতি ইচ্ছা হলেন যে রাণী হাতে। রাণী ছোট রাণীর সাথে— যখন হইয়ে থাকে। তিনি ছোট রাণী ও সেনাপতির জ্ঞানে পড়িয়া মজুরী কথা না বানিয়া বড় রাণীকে প্রাপ্তিলেন বনবসে। বড় রাণীর এক শিশুগুরু সহ প্রজন্মে বা জ্ঞানের জ্ঞান হারিভক্ত। বাধেরে তাহাকে করিয়া লইয়া কালীর কাছে দলি দিতে গেল। এদিকে সেনাপতি অস্ত দেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার স্বত্ত্বাত্তিত বড়বুজ করিয়া রাজাকে রাজাপ্রাপ্ত করিল। রাজাও স্বত্ত্বাত্তিতে কৃতিত্ব বনে গেলেন। সেনাপতি ও ছোট রাণী যাজ অভিক্ষা করিয়া বসিল। রাজার সেই হরিভক্ত শিশুকে স্বরং হরি আপিল্যা উজ্জ্বল করিলেন। রাজা ও রাণী সুবিত্তে সুবিত্তে দেখানে আপিল্যা উপস্থিত হইলেন। রাজার সুর অহতাপ হইল। মহীর সহিত সহিত হইয়া রাজা হরির ক্ষণের আবার নিজবাজু উজ্জ্বল হইয়ে দেখা দেন। এই অবিধানিকার মধ্যে হাতাতের পিতৃর প্রেতাঙ্গা ও কিং পিতৃর নাটকের সেই পাগলগুলে যে দস্তান হইল না, সে কেবল আমার নিজের জুটি বৃশ্টি; পালাদেখকগুলের মে বিষয়ে কেনে জুটি শৃঙ্খল হয় না।

বাজার পালার এই যে মনুষ বিলাম ইহাত যথেষ্ট। ইহাতেই পালাদকক্ষের কবিত্ব স্মৃতিপূর্ণ। একটা “নৃন কিছু” না করিলে কবিকৌতীল্য স্থান হইবে কেন?

বিকল একদিনের মনোরূপ কিছু চায় না। তাহারা চায় পুরাণকাহিনী উনিষে। পুরাণকাহিনী তাহারা পুরাণকাহিনী সহিত বিজড়িত। রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণকৃষ্ণু, যুদ্ধিষ্ঠির, ভীষণ, দ্রোগ, কৰ্ম, অভিমুক্ত, হৃদজা-হোলীপী, সীতা-সামুদ্রীর লোক-গানের কাহিনী সহ্য সহ্য বৎসরের পুরাতন হইতে ও তাহা নিয়ে মুন। কাব্য যাহা উত্তম আৰ্পণ, যাহা পোক অৱস্থ কৱিতে পারে না, তাহা চিরিমনই মুন। হিমালয়ের উচ্চভূঢ়া ছুরিখাগা বলিয়া চিরিমনই অভিনন্দন ভাবের romance-এর রাজা ধার্কিবে। তুমি ধার্কার, লোকশিক্ষার মহাবৃত্ত যদি তুমি শ্রেণ করিয়া থাক, তবে সকল মজাজগত ভাবের স্মৃতি করিয়ে পারিবেই তোমার উদেশ্য সফল হইবে। তুমি নাটকের অহকরণে মনোগাম কুৎসিত তিচ দেখিয়া সরলপ্রাণ

ग्रन्थ संख्या]

গতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ক্ষেত্ৰ

বীরামীর চিত কস্তুরি করিণ ন। অগতে কবিশ্বরকি
হই হৰ্ভত বষ, মূল আঘায়িকা গঠন ও মূল চরিত
দেনের ক্ষমতা একমাত্র কবিতাই আছে। পরাদের
পোল অক্ষয় মিল করিতে পারিলৈই দেখন কেহ কবি
ন। না, হই একটি গান রচনা করিতে পারে ন। উত্তম পালা
রচনা করিতে হইলে কবিশ্বরকির প্রয়োজন। যাতার
ক্ষিকরিগঞ্জ অনবিকাশীর হাতে পালা রচনার ভাস
য়া তাহাদের শক্তি অপর করিতেছে সবে সবে
প্রেরণেও অপকার করিতেছেন। যতদিন পর্যাপ্ত উপযুক্ত
শালকের দ্বারা পালা রচনা সম্ভব না হয় ততদিন সেই
পোলারামিক শূগের দ্বারা তসু। এখন সেই
কল কৃতি ও কবরসমাধির পালার শোভা অস্তিত্ব হয়
নাই। এইসকল পালার প্রস্তুত মহুষ শিখ দেখ।
আমার মনে পড়ে একদিন “ভূগুণের” হৃতজ্ঞ-চরিতের
কৃতি আৰি অঙ্গু মুহূর্ত হইয়াছিলম যে, মানাহার
ক্ষিয়তাগ করিয়া বেলা ছাটী পৰ্যন্ত সেই যাতাগান
নামায়ছিলাম। কিন্তু এখন সেব পালা আৰ পড়
নি ন। এখন আমাদের চৰি পরিষ্ঠিত হইতেছে।
আমাদের কৃতির এই নাটকভিত্তীৰী পতি রোধ কৰা
ব্যবস্থক হইবাবে। আমাদের র্থাতা ঘৰোৱা জিনিয় এই
যাতাগানকে অধোগতি হইতে রক্ষ কৰিবাৰ আবশ্যক
হইবাবে। কামং যাতাগান শোকশিখাৰ এক প্ৰধান
উপায়। কলিকাতার প্ৰধান পথেন দলেৱ অধিকাৰি
দেনের নিকট আমাৰ বৈনোট নিবেদন, তাহাৰা যাতাগানকে

ଏହି ଅଧୋଗତି ହିତେ ଉକ୍ତାର କରନ୍ତି ।

বিজ্ঞায

ପେଯେଛି ଛୁଟି ବିଦ୍ୟାର ଦେହ ତାଇ,
ସବାରେ ଆଖି ପ୍ରଗମ କରେ ଥାଇ ।

ফিরামে দিয়ু ধারের চাবি, রবে না আর ধরের দাবী,
সমাপ্ত কামি প্রয়াত্মণী ছাই।

ଅନେକ ଦିନ ଛିଲାମ ପ୍ରତିବେଶୀ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସତ ନିର୍ମେହି ତାର ବୈଶି

ପ୍ରଭାତ ହରେ ଏସେହେ ରାତି, ନିବିଡ଼ା ଗେଲ କୋଣେର ବାତି
ପଡ଼େଛେ ଡାକ ଚଲେଛି ଆଜି ତାଇ ॥

ଶ୍ରୀରାମନାଥ ଠାକୁର ।

জগতের বন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ফেড

বোগাত্তের উর্ভরনের নিয়ম কৌবঙ্গতের সর্বজনই থাটে।
যাহার মধ্যে দীক্ষা পাকিবার বোগাতা আছে, কৌবঙ্গ-সংগ্রহে দশখনকে ধূস করিয়া দে সেই বোগাতা লাভ
করিয়াছে, সেই এই অসতে দিক্ষা পাকিবার অভিক্ষম।
আর, যাহার দে শক্তি নাই, তাহার জল নিমাশের
মুকুটীর অনন্ত প্রস্তাবিত রহিয়াছে, সে সেই পথে
যাইবে, কেহ অচিহ্নিত্যা মাখিতে পারিবে না। হইতে
প্রাক্তিক নিয়ম। ইতু জীব বৰন মানবের পদবৈষম্যে
প্ৰথম প্ৰশ্ৰে কৰে তথনই যে হইত এই নিয়ম শক্তি
হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহা যদি হইত তবে
“দ্বিতীয়েরপি” অঞ্চলকাৰী যাহারা ধাকিতে পারিত না,
সুতৰঙ্গে মাঝে কোনো অবস্থাতেই উক্ত নির্মাণের অভীত
নহে। কিন্তু স্বাভাৱিক মাঝে (Natural man) এ
নৈতিক মাঝে (Moral man) একটা অনভিক্ষমতা
পৰ্যাপ্ত বৰ্তনুন রহিয়াছে। কেবল এটি নৈতিক মাঝেয়ে
ঐ নিয়মের বাতিলণ ঘটিবা পাবে। এই মাঝেবের কৰে
এমন কিছু বিকল্পিত হয় যাহার আলোকে দেখিতে পাওয়া
যায়, যে বোগাত্তের উর্ভরনের নিয়ম নট পড়িয়া প্ৰিয়জন
তাহার বৰঞ্জতের অবসন্ন হইয়েছে। এৰন যদি কোনো
হানি থাকে যেখানে নীচাঙ্কিত্যা জড় কৰিলে পারে, যে, যে
মাধ্যমিকেশের নিয়ম অভিক্ষম কৰিবাতে, তাহা
দেখাইল হয়, তৈতে কীৰ্তনে প্ৰেম কৰিবা মানবের
সৈকতুণ কৌবঙ্গতের এই মাধ্যমকৰ্ত্তৃ শক্তিৰ অভীত হইয়ে
যায়। এখানে আসিয়া মানব দেন একটা পিণ্ডোৎকৃত
ভাবাপন নির্মাণের অবৈন হইয়া পড়ে। যে “অব্যোগা,”
শক্তিতে যে হীন অৰ্থাৎ ক্ষম, হৰঙল, আতঙ্ক, অক্ষম—হইতে
নিমাশেই যেন বীচিবারা দাবী বৈশী নীচাঙ্কিত্যা বাইজেন্টে

A black and white portrait photograph of Georges Clemenceau. He is an elderly man with dark hair and a prominent mustache. He is wearing a dark suit jacket over a white shirt with a cuff visible. His right hand is propped under his chin, and he is looking slightly to the left of the camera with a thoughtful expression. The background is dark and indistinct.

ପର୍ଗୋଡ଼ ମହାନ୍ତା ଛେଡ଼ ।

সমৰ্থৰ সমত পশি আকমের উষ্ণায় নিয়োগ কৱিতে
হইবে; নতুন কৰ্মতাৰ সাৰ্থকতা হইল না, তাহাৰ
অপৰাধবাহৰই হইল! মাহুদেৰ মনে এ ভাৰ গ্ৰেট প্ৰেল
যে সে হইলৈ বাচিভো সহা কৱিতে পাৰে না। সেই
জন্মই দুৰ্লভেৰ অজ্ঞ সবলেৰ আৰ্দ্ধাভাগ এমন কৱিয়া
মাহুদেৰ কৰসকে আৰুৰণ কৰে। তাই তো, ধীগোৱা
আৰুৰকাৰৰ সমৰ্থ হইয়াও, আৰুৰকাৰৰ অশৰ্ম অপৰাধ
নৰ্তী ও শিপুবিশেৱ জন্ম স্থান কৱিয়া দিয়া, সে বিন
'টাইটলিঙ্ক'ৰ মধ্যে অতলাস্তিক মহাসাগৰেৰ অতল গৰ্জে
আৰুৰিসৰ্জন কৱিতেন, তোহাদিগকে মাহু কুড়ুতেই ভুলিতে
পাৰিতোছ না। উষ্ণীয়া প্ৰাকৃতিক নিয়ম অৰোকাৰৰ
কৱিয়াছেন বলিয়া আৰুৰ তোহাদিগকে মাহু বলিয়া

ଶ୍ରୀକାର କରିଲେ ବାଧ୍ୟ ହିତେଛି । ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦୀପର ଜଣ୍ମ ଯାହୁଳିତାତେ ନହେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦ୍ରତାଙ୍ଗେର ଜଣ୍ମ ସେ ଶୃଂଖା, ତାହାରେ ମଧ୍ୟେ ମାନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିଭିତ୍ତି ।

ସ ଶ୍ରୀମନ୍ ରକ୍ଷଣ ଉତ୍ତରେ ପରାମର୍ଶରେ
ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିବିଦ୍ଧିତା ତାହା ଯୋଗାତ୍ମରେ ଉତ୍ତରନେ
ନିଯମରେ ବାହ୍ୟପରିକାଶ । ଏହି ପ୍ରତିବିଦ୍ଧିତା
ତାବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭାତାର ବିଶେଷଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ତାହାତେ ସହ୍ୟ ମନେ ହିଁତେ ପାରେ ଯେ, ସଭାତାର
ପ୍ରେସିଭାରେ ଉତ୍ତର ସଭାତା ସଭାତାର ନିଯମରେ
ଅବଶିଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ “ଟାଟାଇନିକ ନିଯମରେ”
ଆସିଲିଗକେ ଅଜ୍ଞ ବାର୍ତ୍ତା ଘନିଛିତେ ।
ଅନୁଭବବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମୁଖ୍ୟମନୀ ହୁ,
ତଥବା ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟବଳିଥିବା କରିବ : ଆହସରମ
କରିବେ ମରମ୍ଭନ ହୁ । ତାହାତେ କିନ୍ତୁ
ଆସିଲା ଏହିବାର ଆଶର୍ଥୀ । ଉଠିଲେ ତାହାର
ପିଲାଙ୍କର ମର୍ମାମାଟି ରହିଲି ହୁ । କିନ୍ତୁ
ହୃଦୟବଳିନିତ ଶ୍ୟାମ ଶାରିତ ଆଜିମା ହୁବେ
କ୍ରେତେ ଲାଗିଲି ପ୍ରକଟକରାବାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ
ବସାବାତ୍ମକରେ ତାବ ଅକ୍ଷ୍ମା ମୁଖ୍ୟମନୀ
ହେବାର ଆଜାହାରା ହେ ନା, ପରିଷ ଆସିଲାକାର
ମର୍ମା ମୂର୍ଖ ଆନିମିତ ମନେ ହୃଦୟର କଣ୍ଠ ପଥ
ଛାଡ଼ିଲା ଦିଲା ନିର୍ଭାକଟିତେ “ଆମି ଆମର

“ই” এই আঞ্চলিকদের মধ্যে শুভকে আলিঙ্গন
র, তখন শুভতে হাঁ যে এই প্রতিবন্ধিতার
ইহাইয়ে “শিকা” ও সভাতা মহাযুদ্ধের অভি উজ্জ্বল
রাহে করিয়াছে। কি নাও কি পূর্বের
বিচারের অভিত ইহায় দেসমত শুভূমি
র হইলে মাঝুকে আমরা মাঝু বলিয়া গাইশ
য়, ‘টাইটানিক’ যদি কঠিতে তাহা দেখাইবার
মাঝুমের মহাযুদ্ধ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া থাকে,
ও আমেরিকা কোটি কোটি টাকা তাহার
করে মাই।

ইটানিকের নিমজ্জনে অগ্ৰমৰ একটা মহা
পৃষ্ঠ হইয়াছে। এ হাতাকার কিসের কুন্তা?

୧୨୯ ଭାଗ, ୧ମ ସଂ

সংখ্যা]

କଟ୍ଟଗତେର ବନ୍ଧୁ ସ୍ଵଗୀୟ ଅହାନ୍ତା ଟେଲ୍

কত লক্ষণগতি কোড়গতি আগনাদের অর্থের সুপ্রে মধ্যে
বিশিষ্টাই ভূত্যাগেলেন তাহাতেই কি এই শ্বেতের উচ্চাস
উত্তীর্ণে? মাঝম আসে মাঝম চলিয়া যাব ইহা নিত
ব্যটনা। নিত্য ঘটনা হইলেও এত বড় একটা হৃষ্টিমার
মাঝম শোক না করিয়া পান। কত অর্থ সন্দৃগ্ধগতে
ভূত্যাগেল। শোক কি মেই জন্ম? কোড়গতি লক-
পতি শিখছেন, আবার কত ক্রেতেপতি সন্মতি রহিয়া-
ছেন, অর্থ শিখে সে স্মৃতি পূরণ হইতে বেশী দিন লাগিয়া
ন। মাঝমের জন্ম মাঝমের জন্মেও ধৰিয়া। বিদ্য-
বিজ্ঞানিক এবং অন্য কল্যাণ সংগ্ৰহীত লাভাত্মক চৰ্চায়েত
যাইবেল, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তথনই বুদ্ধিমত
কোন অশ্চ নাই। পৰে তাহাই” প্রামাণ্যত হইল।
ভিড়ের মধ্যে কেহ তাহাতে মেলে নাই। একবার মাঝ
তিনি বীৰ্য কামৰার ধাৰ পৰ্যন্ত অসিয়াছিলেন, বাপুৰ
বৃক্ষে নিম্নে নিন্দাকচিতে বীৰ্য ছিনানৰ জৰুৰ গ্ৰহণ
কৰিয়েন। তাৰপৰ সব ভূত্যাই গিয়াছে। শ্ৰেণি ধৰণ
যাহাদের নিকটে পাওয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাতে সন্মু-
গতে ভক্ত কৰ্ত্তালখনে ভাৰী মান দেখিয়াছে। আজৰামে
চেষ্টা কো কৰিবিলৈহ। যা “আজৰামেৰ সততং শেগুচিতি”
তাহা সত্য, বিদ্য “প্ৰৱৰ্তনী” নহে।

ধীহার দেশের আরও কচে দেখিতেছি না। আমি যে সবুজ দেখিব দে আশা ও হইতেছে না। তাই শেক সময় করা আবশ্য হইয়া উঠিগুছে। মনের মধ্যে এক'দিন একটা হাতাপাখ লাগিয়াই রহিছে। মাথুর তো সকলেই। কিন্তু সময়ে সময়ে একএকজন এমন মাঝখন দেখিতে পাই ধীহারা সাধারণ জনমনগুলো হইতে একটু উচ্চ কৃমিতে বাস করেন। আকিন্ডিস বলিবাছিলেন, আবশ্য পৃথিবীর বাহিরে একটু স্থান মাও আমি পৃথিবীটা উত্তোলিয়া দিতেছি। ধীহারা পৃথিবীর গায়ে ধাকা দেন, ধীহারা পৃথিবীকে নাড়াচাড়া দেন, তাহারা যে পৃথিবী ছাঁকিয়া একটা ষষ্ঠ থাণে উপগঠিত তাহাতে আর সদেহ কি ? তাহারা কাহারও মৃত্যু এড়াইতে পারেন না। টাইটানিকের মধ্যে এমনই একজন গোক ছিলেন। ইতিবাংশসত্ত্ব অঙ্গের শোক-বসন পরিবর্তন করিগুছে। আর্টের রক্ত, নিম্ফীডের সহায়, জগৎবিজ্ঞান। Review of Reviews পতের শপলাপ মহাশূন্যে ভেঙ্গে এই জগতের ছিলেন। ধূম কাগজের পশ্চিম 'কেপেলিয়া' একদল ধীকৈকে উক্তরা করিয়া আনিতেছে, তখন ক্ষণকালের জন্য একটা আশার স্থীর রশি দ্রুত মধ্যে প্রকাশিত হইল। কিন্তু পরম্পরাগুলো মনে হইল অসম্ভব। যতক্ষণ না শেখ কুরুক্ষেত্র প্রাণ্য জীবনবন্ধুর বেটো নিরাপত্তে অস্ত্র পাইতেছে, ততক্ষণ টেক্কে কেহ কাহার হইতে বাহিত করিতে পারেন না, তাহা নিশ্চিত। যিনি সমস্ত জীবন অঙ্গের জন্য জীবনপাত্র করিলেন, তিনি আসুর-কালে অঙ্গের উপরে আপনার দাও প্রতিষ্ঠিত করিতে

তিনি সর্বদাই মহসুসের উচ্চতমিতে বিচরণ করিতেন, বড়লোকেরা কেমন করিয়া রয়েছিলেওকে কুপথে লাইয়া তাই কোন নিম্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় ব্যৰ্থ থাইয়া করিয়া বিবরণে তিনি একবার তৌরে “আলোচনা করণেও তাহার দৃষ্টিকে সুচিত করিতে সমর্থ হয় নাই।” অভিযান সময়সূচীতেই অভিযান। তিনি করণেও অভিযানের প্রতিবাদ করিতে ব্যরত হন নাই। সাংগৃবিক শোকে কাণ্ডকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হ্রিদায় (Expediency) ব্যাখ্যে সামাজিক বা জাতীয় ব্যৰ্থের জন্য অভিযানকে ঢাকা পিছে ঢেঁকি করে, অস্ততেকে অশ্র দেয়। কিন্তু মহসুসের এই ঢিকিত পূর্বেই, সময়ের দ্বেষক ও জাতীয়ের অভিযান করণেও এই সংস্কৃতিকর্তার দোষে হৃষ্ট হন নাই। তাহার মত চৰলের এমন প্রবন্ধ সহজে আর কে ছিল। তাই বলিয়া তিনি হৰ্ষলের অভিযান করণেও সমর্থন করেন নাই। তীব্রতা এবং বেশাপৰ্যায়ে অধিবেশনে রাজনৈতিক অনুমতি প্রিয়ার করিয়ে উপনুষে সিদ্ধান্তে লিঙ্গে বাইরা গান্ধীন্তিক-অধিবক্তৃ-প্রয়োগিনি রয়েছিলের জন্মালা আর যারা তারা সমর্থন করিয়ে দিয়াছেন। Cecil Rhodesএর উত্তরাধিকারী মুসু মুর্দার প্রতিবাদ করিয়া বার কোড়া টাকা হইতে বৰ্কিন হিলেন। ধারার কি সত্তা, কি জায় তাহা জানিয়া হ্রিদায় (Expediency) অনুযায়ী অগ্রণ হইতে অসম্ভব তাহার মানবতাসত্ত্বের এই কার্য তিনি সমর্থন করেন নাই। যাহা তারা, যাহা সত্ত্ব তাহারই সমর্থন করিতে হইবে, যাহা অভ্যাস, যাহা অস্তত তাহারই প্রতিবাদ করিতে হইবে, কাহার যাহা কাহার স্বাক্ষর তাহার স্বাক্ষর করিয়ে অসম তাহার ছিল না। সেই স্বাক্ষর তিনি ভারতবাসীর বাসবশাসনের দায়ী সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু অসমের সামাজিক অভিযানের সমর্থন করেন নাই। তিনি পারাপৰে অভিযানের প্রতিবাদের অংশুল আর চিন্তা নিয়াছেন। সে বীর্য, সে তেজ আর অতঙ্গস্থিত মহাসম্মুদ্রের বিশ্বল বন্দে বিশ্বাসলাভ করিয়াছে। ইহা সুন্ধিত্ব হইয়াছে। সে বহু মহাসাগরের বাসিয়ালি ভিন্ন আর কিছুতে নিয়ন্ত্রিত হইলে সুন্ধিত্ব তাহার ব্যেষ্ট সম্ভাবন হইত নাই। সে তেজ যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সমর্থন করিলেন, তাহারই নাম ধূম হইক। তিনি যাহা সত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাহারই সমর্থন করিয়াছেন, যাহা আর বুঝিয়াছেন তাহারই অভ্যন্তর করিয়াছেন—ধীরী দৃক্ষুটি ও দরিদ্রের গালাপাগাল বিছুই গ্রাহ করেন নাই। তিনি একবার সামাজিক দুর্বলি দমন করিতে যাইয়া দেখে নিয়াছিলেন। ইঙ্গেরে

তীব্রবেদ্ধমাথ চৌধুরী।

জাহাজ ভূবি

এই সময়ে, লাইস্নেচেন্সে অলে নামাইতে না নামাইতে, জাহাজের সমস্ত আলোক নিয়িরা পেল এবং শীতল অবসরে সংপৰ্কে তৎ বচলার কাটা। টাইটানিক হই টুকু লাইয়া পেল।

যে কোথা তারামত হিল সে কিন্তু নড়ে নাই, সে ক্ষমাগত অবসর আভাইন তাত্ত্বিক সহযোগে চৰ্তুভূক্তি ব্যব পাঠাইতেই “টাইটানিক” দুরিত, বাঁচাও, বাঁচাও!”

তিনি দেখিয়ে যাইয়াই কর্কের কোরেবক পরিয়া অলে কীঁব দিবার জন্য প্রস্তুত। হঠাত কাণ্ডেরে হৃষ্ম হইল, “পুরুষের পিছাইয়া থান, প্রথমে বাসক ও ঝীলোকিপিগকে বাঁচাইতে হইবে।”

ধন্যবাদের হ্রস্ব এবং গগনবীমী, কর্কেল আগুর এবং অগুরিযাত তেজ সাহেবে হইতে অবরং করিয়া দরিদ্র তৃতীয় প্রেরণ যাতী পর্যন্ত সময় পুরুষ পিছাইয়া দীঢ়াইল। ঝীলোকদের মধ্যে অনেকেই নৌবে যজ্ঞালিতের মত নোকার নিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কেবল করেক জন সধাৰ কোনোমতই বাসায়ে ছাইজ্বা নিজের আপ বীচাইতে সহজ হইল না; তাহার সহস্রতা হইবার জন্য দৃঢ়সকল। ইহাদের মধ্যে আবার হই একজন, সুন্ধিত্ব সম্মানের কথা স্বৰূপ করিয়া দেওয়ার, যাঁর সন্তুষ্ণক অভ্যরণে ও সহে অভ্যরণে, অসন্নতে শেষ বিদায় পাশ্চ করিয়া নোকার অভিযুক্ত চলিল।

এই সময়ে যাওতে বালিতে লাগিল—

“আমে কাছে, অসু! তোমার আমে কাছে!”
কেহ হই তে কৰিল না, হড়াভড়ি কৰিল না; কেহ কীমিল না, আর্দ্ধনাম কৰিল না। ধীরে ধীরে টাইটানিক ভূবিতে লাগিল। আর, দেড় হাজাৰ বলধান পুরুষ উন্মুক্ত মতকে মৃত্যুকে অলিম্পন কৰিবার জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ওয়াকে তাৰ-ঘৰে অৱ চুকিয়াছে, তাৰেৰ সাহেবে তুষ্ণ চোৱা ছাড়ে নাই; কাণ্ডেন বলিলেন “গুৰি কৰ্ত্তা তো পাশন কৰিয়াও, এখন নিয়ের আপ বাঁচাও!”
বেচাৰা তু নড়িল না, শেষে একটা চেট আসিল। উহাকে তাপাইয়া লাইয়া পেল। কাণ্ডেনেৰ শেষে এই গতি। তিনি একটা চেউদেৱ ধাকাক পঢ়িয়া পিছিয়া পুনৰ্মূল উঠিয়া

ଦୀପାଧ୍ୟାଛିଲେନ; କିନ୍ତୁ, ତାହାର ପର ସଥନ ଆର ଏକଟା
ଚେତୁ ଆସିଲ ତଥନ ଆର ମାମଳାହିତେ ପାରିଲେନ ନା।
ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଜାହାଙ୍ଗ ଡ୍ରବ୍ୟା ଗେଲ ।

ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଦେଖାଇର ମୁଲ୍ୟାନ ଜୀବନ ଅକାଳ-
ବସ୍ତରେ ଦୈପାଦିତାର ଆଶୋକମଳାର ମତ ନିଃଶ୍ଵେତ ନିର୍ବିଗ୍ରହ
ପାତ କରିଲ ।

ଆତକ ଉହାନିଗେଟି ଅଭିଭୂତ କରିପାରେ ମାନି ଏହି
ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ପୋରବ, ଉହାରୀ ସଥରେ ପରାକର୍ଷାଣୀ ଦେଖିଯାଇଛେ,
ବସାତିର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ କରିଗାନେ । ଉହାରୀ ମରଣଭାବ
କରିଯାଇ ମୃଦୁଲୀଙ୍କ ହିରାଯାଇନେ । ଆମରା ବିଦେଶୀ,
ଜାପାନୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ କାଳାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିପାରିବୁ ।

ଯେହାରୁ ବୀଜିଆ ଫିରିଯାଇଛନ୍ତି ତୋଟାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୀଜିଆ ଏବଂ ଶୈଳୋକେର ମଧ୍ୟାରୁ ଅଣିକି । ଏଥିମୁଁ ଶୈଳୀର ଏକଷକ୍ତ ଉନ୍ଦରିଲିଙ୍ଗ ଅନ ସାତିଗୀର ମଧ୍ୟେ ଫିରିଯାଇଛନ୍ତି ଏକଷକ୍ତ ଉନ୍ଦରିଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ; ଶିଖ ପାଟାଟି ଫିରିଯାଇଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଏକଷକ୍ତ ଉନ୍ଦରିଲିଙ୍ଗ ଅନେକର ଅନେକ ମଧ୍ୟେ ବୀଜିଆ ଫିରିଯାଇଛନ୍ତି ମୋଟେ ଉନ୍ଦରାଟି ଅନେକର ଅନେକର ମଧ୍ୟ । ବୀଜିଆ ମେଲୀ ଯାଇଲୀ ମୋଟ ତିରନାକରି ଅନ , ଫିରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଟାଟାର ଅନ ; ଚରିବିଟ ଶିଖ , ମକଳ ଓହି ଫିରିଯାଇଛେ ; ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଶକ୍ତ ବାଟ୍ , ଫିରିଯାଇଛେ ମାଟେ ତେବେ ଅନ । ଭୌତିକ ମେଲୀର ଯାତିଗୀର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଶକ୍ତ ଉନ୍ଦର-ଆଶ୍ରୀ , ଜୀବିତ ମୋଟ ଆଟାନାକରି ; ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀର

ଦ୍ୟା ଚାରି ଶତ ରୂପା, ଜୀବିତ ସେଠି ପକ୍ଷାନ ଜନ ।
ବିତ୍ତିର ଶ୍ରେଣିତ ଶିଖର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମୋଟ ହିଲୁର ଅଧିକ ବିଚିତ୍ର
ବିରାହିଛେ ମୋଟ ତୈଶିଟ । ପ୍ରସମ ଏବଂ ବିତ୍ତିର ଶ୍ରେଣିର
କଳ ଶିଖକେଇ ବୀଚାନ ହିଲୁ ଅଧିକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣି ଅର୍ଦ୍ଦକ
ଅନ୍ତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏ ଦେବ ବୀଚାନ ଗେଲ ନା, ତାହା ଦୁଇତେ
ବିରାହିଲାମ ନା । ରିପୋର୍ଟେ ତୋ ଦେଖିଛି କୁଞ୍ଜରାର ସମୟେ
ଶର୍ମୋର ତାରମ୍ବା ବିଳାବର ଯଥେଇ ଧରା ହୁବା ନାହିଁ । ତମ
ଶର୍ମୀର ବିଳାବ ବିଳାହିରା ଦେଖିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ କଥାଟାର
ଏ ଦେବକୁ ମୂଳ ଆହେ ତାହା ମନେ ହେଲା । ସାକ୍ଷ ଦେ

খণ্ড, “নবী খন আপনার শীরেন বাঁচাইবার পাশৰ তুলিয়া
জগতকে নোকৰ উঠাইয়া দিয়া মৃত্যুবীকার কৰিবাছাহে,
খনবান খথন অবলা শীলকে এবং হর্ষল শিতলগঙকে
বাঁচাইবার জন্য শীরেনের চৰম সময়েও নিজেকে সংযত
হৈতে পারিবাছাহে, এবং ভিত্তির মত সম্বৰ্ধের পরম

উপকাৰী অগ্ৰিমত্ব বাঢ়ি থখন কোন এক অ্যাক্ত
অজ্ঞাত বাঢ়িৰ জন্য নিজেৰ হাত্য দাবী আনন্দসে
পৰিত্বাগ কৰিতে পাইছোৱেন, তখন ওৱল একটা
বেতোৱা আগোৱানা নাই কৰিলাম। যাহা দেখিলাম বাহা
পাইলাম তাহাৰ ভুল্য জিনিস তো এ সংহারে বড় বেলী
মেলে না।

প্রায় তের শত বৎসর পূর্বে বোগাসাগরে এমনি
একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন চীন জাপান, শান্ত,
অবশ্য অভ্যন্তর নামদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিজুর ভারতবর্ষে
তৌর করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ তখন এসিরাব
সময়কেন্দ্র। সেই সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধ সহায়ী অভ্যন্তর
যাত্রীর মধ্যে ‘হাটি’ বা উত্তৃণে চড়িয়া সাগর সমূহ
করিতেছিলেন। মগ শৈলের ছান্দাগ ঠেকিয়া হাটি হাটি
আসিয়া গেল। আসার দুর্দুরু এখন সময়ে আর এক
বাণী ভাটি আসিয়া পৌছিল। হাতির মালিক সকলের
আগে বৌদ্ধ সহায়ীদের উজ্জ্বল করিতে ঢাকিল, উহীরা
বলিলেন “আগে আর সকলে উত্তৃণ, তাহার পর মেধা
বাহিবে।” ভগবান প্রাণিতাছেন, জগতের শুভতম কীট
পর্যাপ্ত শতক্ষণ না যোগ্যলাভ করে ততক্ষণ আবাকে অপেক্ষা
করিতে হইবে। আমরা বৌদ্ধ হইত্ব নিলের প্রাণ আগে
বাচাইব? ” অসমৰ্পণ।”

বখন আর সকলে উঠিল তখন আর হড়িতে আগুণা
নাই। শশ্যাশ্রীরা বোঝিদ্বয়ে বেষমন্ত শশ্যাশ্রী উৎসর্প
করিবেন বলিগু সকল লইয়াছিলেন তাহা অত শাজীরে
হাতে শপিয়া দিবা প্রয়োগেনে ‘অভিষ্ঠাত’ নাম অপ
করিতে করিতে অন্যাণে ভূত্যাগ করিলেন।
ছইটি ঘটনার মধ্যে তেরোশত বৎসরের ব্যবধান। একটি
ঘটনার প্রাণ অলঙ্ক মধ্যবিদ্ধাস অপেরে দৈত্যী করণ
ও ক্ষীরবিটোকা; আরএকটি ঘটনার মৃত্যু—ঠিক এক
কথায় প্রকাশ করা যাব না।

হয় তো উহা অতিগত পৌর্ণাঙ্গিনিৎ সংথম, হয়তো
উহা বৃহৎ ব্যাপারে মনিষ থাকার মাহাত্ম্য,—পৌর হইব
হয় তো অক্ষিক্ষিত। টিক যে কী, তাহা তো করিয়া
বলিয়াও জো নাই। কেহ মরিয়াছেন মহাশ্চা ডেডের মত
পরামোকে আভাবশত; কেহ মরিয়াছেন কাশেন প্রিদেৱ

মত আচারিক কর্তৃপক্ষের বশত ; কেবল মরিয়াছে ইঞ্জিনের কয়লাখালী কুলির মত উপরও শালীর রিভন্টেরের অভ্যন্তরে ; আবার মৌরোর সমসাময়িক অতি গর্জিত প্রেট্রোনিয়েলের মত, কেবল ‘গোল’ লোকের এতি তাছিলাবশত, —বাবে লোকের সমৃদ্ধে প্রাণের মাঝ প্রকাশ করিবার গভীর অনিচ্ছাবশত ; যে একজনও দূরে নাই এখন কথগুড়ে জোর করিবা বলা যাব না। আবার মধ্য দৃষ্টিশৈলী সময়ে সময়ে সংজ্ঞাবশক। এইসমস্ত নানা সমস্য সহেও, মনতথের এইসমস্ত পাংক্ষণ প্রথ সহেও এই আজগামের অবসর শান্তিপ্রিয়তায়ে প্রাপ্ত হয়।

ଟାଇଟାନିକ ଡ୍ରିବ୍ସାରେ । ଲତାମୁଣ୍ଡ, ଯାହାମୁଣ୍ଡ, ହୁରୁଂ
ଶୁଷ୍ପଗୁଣୀ, ବିଶ୍ଵାର୍ଥି ଅର୍ଜୁନଶ୍ରୀମାଣି ପଦଚାରୀର ହୁ-
ନିର୍ମିତ ବ୍ୟା, ହୁମ୍ବର୍କ ତୋଜନମନ୍ଦର, ରୁଖ୍ସାଜ୍ଞାନେର ହୁହ
ଉପରେର ରାଜ କରିଯା ଟାଇଟାନିକ ଡ୍ରିବ୍ସାରେ । ସମ୍ମାନର
ମେ ଶକ୍ତି କାର କରିଲେ, ଯାହାର କଳେ ମେ ପକ୍ଷଭୂତେ
ଓପର ପ୍ରଦୃତ ହାଗନେ ଆମ୍ରା ହିଇଲେ ତାହା କଥାରେ ମେବତାର
ଅନିଭିପ୍ରେ ନାହିଁ, ତାହା ଦୈବକରିନ୍ତି ଫୁଲିନ୍ତି । ଇହାଏ
ଭାବରେରେ ପ୍ରାଣିନମ୍ବ ବିଶ୍ଵ ।

কোরারা, ঠাণ্ডা অলের রঁধি, পুরুষের সজ্জাগৃহ, মৰ্মণ্ডিত নৃত্য গতি, এই সমস্ত লইয়া, এবং কৃতিত্বে দেড়হাজারের উপর নমনারী, আশা-প্রসূক মেঝেভিলিশ, হেমচৰ্টির আগমনিক দেহচৰ্ষণ নমনারীকে লইয়া টাইটানিক ভূমিকায়। তঙ্গ ইহা ভৱান্বি নয়। যে সাত শত শোক বৈচিত্র্য কৃতিত্বাত্মক আমরা তাইদের কথা বলিতেছি না। টাইটানিক ডুবিল, কিন্তু উহার যাত্রীরা যে মহৎ দৃষ্টিশক্তি পেল তাহাতে ঘূরণে ধূমী হইয়া উঠিবে, সবে সবে সমগ্র মানবজগত ধূম হইবে।

উভয় শোক যে একমাত্র শুধুর পক্ষে—তথা দাসের পক্ষে শোভনীয় তাহা এতদিনে শপ্ত বুঝিলাম। “বিপুল দৈর্ঘ্য কথাটা যে পাঠশালার পড়িবার এবং পাঠশালার বাইর হইয়াই ভুলিবার জিনিস নহ, তাহাও জঙ্গলাম্বন পেলিবার।

ରୀବିଂ ସ୍ଟେପ୍ ଶିଳ୍ଡି କରିଲେ ଶିଥା ହାର ମନ୍ଦିରାଛିଲ ।
ଅମେରିକର ମତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତିର ଉପର ଅଭ୍ୟୁଷ ସାଧନେର
ଦେଖି ମାତ୍ରର ପକ୍ଷେ, ରୀବିଂର ସର୍ବମୋଳନ ଗଢ଼ିଆର ମତ
ହେଲେ ଯାତ୍ର ; ଓ ଏକ ଧୂତା ଦେବତାର ସଥ କରେନ ନା ।
ଏହିତେ ଟୌଟିଟାନିଙ୍କ ଜାହାଙ୍ଗ—ମାତ୍ର ଗଡ଼ିଯାଛିଲ, ବିଶେଷଜ୍ଞର
ବିଲାଙ୍ଘାଛିଲିନେ “ମୋଳା ଅଳେ ଝୁବିବେ, ତୁ ଟୌଟିଟାନିଙ୍କ ଝୁବିବେ
ନା !” କୋଣାର୍କ ସହିତ ମେ ଗର୍ଜ୍ଞ ? ମାତ୍ରରେ ଗର୍ଜ୍ଞ ଏହି

হে তেজবী ! অধিবাপ্ত ! হে তেজবী ! বদেশ দিলে
ভিরন নহে তব চোখি ; তোমার নাহিক আপগুপ ;
থেগেন করেছ তুম নিতা সত্তা ; চিত্ত স্বাধীলেশ-
শৃঙ্গ তৰ চিরবিন ; মৃত্যুত তুমি শক্তির ।

“আতির প্রতিষ্ঠা বাঢে ভাস-বিছি উচি অস্থানে”
এ তোমার সূর্যমুক্ত, এ তোমার আগের সামনা ;
অরুড়া নামে তাই আতাভিত হ'তে তুমি আগে
হৃষেরে শীঘ্র ভয়ে । বিশ্বাসনের আরাজনা ;—

সন্তান শায় ধৰ্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত,
কৃত অভিভাৰ সম নষ্টীৰ্ণ তত শৰীরে,
হে বিশ্বাসী ! বিশ্বস্ত ! ওগো কৰ্মী উত্তোলিত ;
নিঃস্ব নির্জিতের পক্ষে এক তুমি যুক্তে গোৱেৰে ।

হে ধৰ্মিত ! আশ্রমিত ! লভিষ্য সমুদ্র-সমাপি
অস্তে তুমি সুমুদ্র ! মাথুৰের বাজোৱা বাহিৰে ;
উর্কে তুম নৌকাকাশ, সৌমাহীন অনন্ত অনাদি
নিমে লৌপ্যালিত লীল, উচ্ছ্ব স্মিত জ্ঞান মিহিৰে ।

তোমার সহায় ভূল কৰিবে না তৰস হৃষ্য,
আশ্রমাপন দানে তৰ আৰ্ত্তাপন ঘটেছে হৃষ্যে ;
কৌরীতিৰ তৰ নাম, কৌরীতি তৰ অমৰ অকৃত,
ক্ষান্তধৰ্ম সৃষ্টি তুমি হে যশোৰী জীবনে মৃতে ।

অগ্রসূত্রান্ত সন্ত ।

আলোচনা

পোথ সংক্রান্তি ।

পূর্ববৎসনিবী কেৱল বৃক্ষ মহিলা পুরুষ পৰাবৰ্ত কৰিবা বলিতেছিলেন, তোহাদেৱে মেৰী আকৃতিকৰণ হোলো মেৰাপৰ্যটক “তুমই তুমি” অৰ্থত তুমই আৰু তুমই অৰ্থে তুমই হৈবাইল এ কথা নিনিৰা বৃক্ষ মুক্তিৰ কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন, আৰামে একেজাই তুমি আসিতেছি । এবং তাহা জৰুৰ না বলিতেছি তৈৰি পোথ বোঝ কৰে । ভাবিলেন, একেজাই পোথ পৰাবৰ্ত কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুমই হৈবাইল এ কথা নিনিৰা বৃক্ষ মুক্তিৰ কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন ।

নিনিৰা বৃক্ষ উচ্চ তুলি কৰিবাকৰে অৱস্থাৰ পুৰুষ-
বলে প্ৰসাদত ; হৃষিপুরে—তুম কৰিবাকৰিবেৰ একটি হৃষ্যায়
হৃষি অৱশ্য কৰিবাকৰে । এই হৃষাটি সন্ধে আৰাম কৰি বৃক্ষে
কৰিলাম । এ উচ্চে পৰি তৈৰি তৰক সকল প্ৰেৰণ বলিকৰে হৈ মেঘ
বিশ্বাস ধৰে ।

ফ্ৰিদপুৰেৰ গ্ৰাম ছড়া ।

গত বৎসৰ তৈৰি মাসেৰ অবস্থাতে শৈক্ষ মুক্তিমুন্দৰী দাশগুপ্ত সুৰ-
কৰণ—অধৰণ—হৃষিপুরে—তুম কৰিবাকৰিবেৰ একটি হৃষ্যায়
হৃষি অৱশ্য কৰিবাকৰে । এই হৃষাটি সন্ধে আৰাম কৰি বৃক্ষে
কৰিলাম । এই উচ্চে পৰি তৈৰি তৰক সকল প্ৰেৰণ বলিকৰে হৈ মেঘ
বিশ্বাস ধৰে ।

নিনিৰা বৃক্ষ উচ্চ তুলি কৰিবাকৰে অৱস্থাৰ পুৰুষ হৈল । হৃষাটি
কেৱল নিনিৰা বৃক্ষে অৰমণে পুৰুষ হৈবাইল এ কথা নিনিৰা বৃক্ষ মুক্তিৰ
কৰিবারেন, আৰামে একেজাই তুমি আসিতেছি । তবে নিনিৰা বৃক্ষ
পৰাবৰ্ত কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুমই হৈবাইল এ কথা নিনিৰা বৃক্ষ
মুক্তিৰ কৰিবারেন । নিনিৰা বৃক্ষ পুৰুষ হৈল এ কথা নিনিৰা আসিতেছি ।
বৃক্ষ পুৰুষ হৈবাইল এ কথা নিনিৰা আসিতেছি । এবং তাহা জৰুৰ না
বলিতেছি । যদো কেৱল বৃক্ষে মান হৈল এ কথা নিনিৰা আসিতেছি । বিশ্বাস পৰাবৰ্ত
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুমই হৈবাইল এ কথা নিনিৰা আসিতেছি । এবং বেশ
মুক্তি নাই । সুৰ হৃষাটি অৱশ্য কৰিবার বোঝ আৰাম আসিতেছি এবং বেশ
মুক্তি নাই । সুৰ হৃষাটি অৱশ্য কৰিবার বোঝ আৰাম আসিতেছি ।

নিনিৰা বৃক্ষ বৰ্খেন দেখাবে “মৰিয়া বৃক্ষ” বিশ্বাসৰে সেখানে
থেকে আৰু অৱশ্য কৰিবার বোঝ হৈবাইল এ কথা নিনিৰা আসিতেছি ।
কৰিবাকৰণ, একেজাই তুমি আৰাম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন
তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন । তিনি কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন । তিনি কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন । তিনি কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন ।

কৰিবাকৰণ সহেৰে অৰমণত মান আৰাম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন । তিনি কৰিবার
কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন তুম কৰিবার কৰ্ত্তব্যেন ।

“হৃষাটু মুক্তি হো ।

হৃষামু, পৰামু,

মুড়া বাইছ তুমিৰামু ।

মুড়া বাইছ বল পাতো,

তিপ কাহা আৰা (আমু) লাজীৰ হাতে ।

হাত পিখ, তাপ বৰ,

খেনে চাউলে বৰ পাতো ।

হৃষামু মাসেৰ চাহ কৰিব, মান্দাৰুনৰ বেৰা,

লাজীৰ হাতে চাহ পিখ মাই আৰামা (হামামু-সুক) পাতো,

আলা পাতো বাইতেৰে মাসে লাগ দোস,

(কোৱা) হৃষাটু মুক্তি হো ।

(২)

অতি, অতি,

সোনাৰ বাকা লাজীৰ (লাজী) ।

এগৰ হান (পৰামু) হৃষাটু বাকা,

এগৰ হান হাজীৰ হোৰে,

লাজী বৰকেৰে চাহ কৰেো,

বৰকেৰে লাজী দিব বৰ,

খেনে চাউলে বৰ পাতো (পাতো বৰ) ।

হৃষামু মাসেৰ চাহ কৰিব, মান্দাৰুনৰ বেৰা

আলা পাতো বাইতেৰে মাসে লাগ পাতো (লাজী) ।

এগৰে মাসেৰ চাহ কৰিব, মান্দাৰুনৰ বেৰা

কুলাহিৰ গীত আৰু আৰু আৰু আৰু আৰু আৰু ।

কুলাহিৰ গীত আৰু আৰু আৰু আৰু আৰু আৰু ।

কুলাহিৰ গীত আৰু আৰু আৰু আৰু আৰু ।

কুলাহিৰ গীত আৰু আৰু আৰু আৰু ।

3

তোমার দোলার রুখ
ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মেহমনি,

প্রেম ভরা নহে বুক

জীৱন মদণ সৌমা বীৰ্যা তাই,
বেই জল' উঠি, সেই নিতে যাই,
তুমি ধৰে' তোল—দেধিবালে দাও

তোমার অসাধ-মুখ,
সমীম হইতে অসীম পুলকে

श्रीकृष्णनाथ लाहिड़ी ।

କଟିପାଥର

ভারতী (বৈশাখ)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী—

ପରମାଣୁ ଶାକ-କାର୍ବ ହିତେ ରୂପରେ ତଥ ଶାହିଜାଳ ଲାଦ କରନେ
ହାତରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଫେରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କରେ ମୁଦ, ଶାଶ୍ଵତରେ ମୁଦ, ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କରେ
ମୁଦ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା-କାର୍ବକରେ । ମେଦେଖାରେ ଯୌନିକାରେ
ହାତରେ ଉପରେ ଅପର ଅପର । ଶାହିଜାଳ ପିତାମହର ଚତୁର ପର ଶଶାନ-
ର ଦେଖି ତୀରର ମୁଦ ଦିଲାର ଅନନ୍ତର ଓ ଅନନ୍ତରାକାରିଗା ଉଠି
ପାଇଲାର ପାଇଲାର ପାଇଲାର ପାଇଲାର । କିମ୍ବା ପାଇଲାର ପାଇଲାର
ପାଇଲାର ପାଇଲାର ପାଇଲାର ପାଇଲାର । ତୁମ୍ଭୁ ଆତମକାରୀ କିମ୍ବା ଆତି
ନି କିମ୍ବା ଧାରେ ତାହାର ମୁଦ, ଏବଂ ମେଦ ପାଇଁ ଅଭିଭିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ
ଯହାରର କରିବାର ଶୁଭାର ପାଇଁ ଲିଖିଲାର ଅଭିଭିତ୍ତାରେ ଯିବା,
ମୁଦ ୧୫ ମିନ୍ଟ୍‌ରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜୀବନ ମୁଦରେ ମୁଦିଲାର ଏବଂ ଦୁଇ
ଜୀବନ ଡେଇ କରିବି ସମ୍ଭବ ହିଲା । ହତକାରୀ ଆତମକାରୀ ଅବହେଲା

মহাকবি দণ্ডী—শ্রীশরচন্দ্ৰ ঘোষাল—

শারীর-স্বাস্থ্য-বিধান—ত্রীচনীলাল বসু—

—ପ୍ରମାଣିତ କାହାର ଦୁଃଖ କରିବା—ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ—

୨ୟ ମଂଧ୍ୟା]

৩০×৩, ১০×৩ এই কাবে ব্যক্ত করে; ইহারের মধ্যে
চতুর্ভুক্ত প্রণালীর অসম দেখা যাই, এ প্রকাশ করিতে ইহলে
২×১০ হাবা প্রকাশ করে। পরিগ্র আমেরিকার মুদ্রণ টুকু,
২×১০ হাবা প্রকাশ করে।

এবি পলিমেরীয় জাতি ১৪ পর্যন্ত সংখ্যাবিচক শব্দ দ্বাৰা অনুচ্ছেদ কৰিব।

বাবিলনো-ক্রিয়েল মধ্যে ৬ মূল সংখ্যা; বোধ হয় এই পৃষ্ঠাটির
অন্তর্গত আধিক্য জ্ঞানিক বিভিন্নভাবে এই পদ্ধনাপত্তি অঙ্গিত।

স্বাদশী-পচার-

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପିଲାମ ଅଧିକାରୀ । ମୁଁ ହେଉ ଗମନ ଶାର । ଏହାକାରେ
ନିଷିଦ୍ଧ କାଳାନ୍ତର, ଜ୍ଞାନ କାଳିନ ଟିକାରୀଙ୍କ ଗାତ୍ରା ସାଥ । ଏହା ପ୍ରତିକାଳ
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପିଲାମ ଯାହାରେ ବାହୀନରେ କାମକାରୀ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା
ଅଛି, ଯେହି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ହେବାରେ ଯେହି ବିଭିନ୍ନ
କାମକାରୀ ମେଲେ ଗମନ ଶାର କାମକାରୀ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରେ ଆବଶ୍ୟକ
ଅଛି । ଏହା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ହେବାରେ ଯେହି ବିଭିନ୍ନ କାମକାରୀ କରିବାରେ
ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ।

ভার ও গাথা—

ଓଡ଼ିଆରୀ ମହାକୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର

বনমুলগী—
কৃষ্ণপুর পরিচিত। একাধিক চৰকাৰি চাটোৱা বিদ্যালয়, ১৫ বছৰী শোৱা, কলিজিয়া। মুল নাম আৰু। ইহা আৰাধিক আৰু উভয়কূল কলিজিয়াৰ সংস্থা; যাই নামটো দেশ ও ভৰ্তুল ও কলিজিয়া হইতে। ছাণা কাঠাৰ পৰিষিক। তাৰ ওপৰে কলিজিয়া হিসাবে কলিজিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ সময়ৰ কথা বলা মাৰি। যাই ছাণা ছৰা (পৰিচয় আৰু পৰিবেশ পৰিবেশ) পৰাপৰা ও কলনা পৰাপৰা হৈলৈ।

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀମାଯି

ଶ୍ରୀମଦ୍ବିଜ୍ଞାନ ବିକ୍ରି କରୁଥୁବା ସଂଗ୍ରହ ଆପବତ ପୂର୍ବାବ୍ଲ ହଇଲେ ପରେ
ବ୍ୟାପି ତାମ ଅବସାଧିତ । ଆପିଥିଥାନ ୩୫ ନଂ ନିକିଳିପାଦା ଦେଇ
କରିବିଲୁବ୍ଦ, ଏହକାରେ ନିକଟ । ଦୂର ଚାର ଥାର । କେବେଳ କଥାର ଯାଇଲୁ
ବ୍ୟାପ ଓ ନିଲେ ନାମିକରିବା ପଟଣ ବିବୃତ ହଇଲେ, କମିଟି ଏକ ଏକ
ବ୍ୟାପର ଏକ ବିବରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଲା ଯାହା । କିମ୍ବା ହଇଲେ ନ ଆହେ
ଏହାର ଗାର୍ଜିଲୁ କାହାର ଜାତି । ଆଜି ନ ଆହେ ବ୍ୟାପ କରିବାର କୁଠି ।

বিবরণ—

জিনিসপুরণ হির পেট। মূল চাট আনা। এখানিক পক্ষ-
পুরুষ : ৩টি সনেটের সবচি : সনেটগুলি হয় তথ্যসূক্ষ, যথ গত্বসূ-
ক্ষের উপরে চেতু তরল তানে, দে ছায় লো মাতিল গামে,
বিরিশা তারে ফিরিব তরী বাহিরে।

ଭାର୍ତ୍ତା ବିଷୟକ ;

ପ୍ରକାଶକ—
ବୈଜ୍ୟିକୁଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିତ । ୨୦୯ ମିନିଟ୍ ଗୋଡ଼ ଇଟାରୀ, କଲି-
କାଟା ହିଁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଥିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃ ଅବ୍ୟାପିତ । ତୁମ ହଇ ଆମ ।
ଆମଙ୍କ କାମ ନାହିଁଲା । ନିଷ୍ଠାର ଓ ଦେବତା ଆହୁତି ହୁଏ ମୁଖ୍ୟୀ
କାହିଁଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ବରତାରୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହିଁଲା
ଏବଂ କାହିଁଲେ ବରତିତ । ନାଟିକାର କେବଳଗତ ଭାବରେ ଏହି ଏହି କାମଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ
କିମ୍ବା ନିମିଶ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ଯେଉଁ ମୋତେବୁ ଯଥ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ହିଁଲିପିଲେ ।
ତୁମ ବିଶ୍ଵାସ ହୁଏ ଆମଙ୍କ ମାରିବା କେ ଆମଙ୍କର ମାର ।” ମିଳ ଓ ଅଭିନ୍ନ
ହାତ କାହିଁଲା । କାହା ଭୁବିକର ଓ କରିବିଲା ହୁ ନାହିଁ ।

ইডেন হিন্দু হোম্টেল কাবসাম্বলনা—

ডকে বাণ ফোঁড়ার ইতিহাস

* ऐसा स्थान जो अपने अपने लोगों के लिए बहुत अचूक हो।

ব্যবহার—এই অস্থানে কোথাও রাখে কোণাও নিবেদন
শ্রেণিভাগার সময় হইয়া থাকে। হইতে বাহর নিয়ে পাশ্চায়েরে
উভয় পার্শ্বে, বাগানবের অগ্রভাগ সুষ্মৃদ্ধের ক্ষেত্রে রাখিবে
পার্শ্বভূমি করে, এবং দৃশ্যপ্রতিকাণে চূল্পুর রিশুলং অংক
প্রচাপ্যার দেখ। স্যামো হইতে বাধের অগ্রভাগ সুষ্মৃদ্ধ
কিংবিং উচ্চ করিয়া ধৰিয়া হইতে বাধের অগ্রভাগ একজন
সংযুক্ত করিয়া হই হাতে হইতে বাধ ধৰণ করে
তত্পরে হস্তসিদ্ধ বাধের রিশুলালং অড়াইয়া ধৰিয়া অবস্থা
সংযোগ করে। স্যামো উচ্চ লম্বা পূর্ণ করিতে থাকে
স্বামী স্বামী পুরুষের নিকটে প্রতিবেদন করে

জিহু বা সর্পণিৰ্গত লোহনিৰ্মিত, সুক্ষ্মস্তৰের তার হুলু
দৌৰে ছবি হাত ইচ্ছে নেন হাত পৰ্যন্ত হইয়া থাকে। সাক্ষী
উৎসবে জিহুবাগ চোড়া শালেভ দিবসে আঠটি
কালে অভূতিত হয়। এই বাধের এক প্রাপ্ত সর্প
বগুর তার, অপৰাহ্নে যথু অধিক অতি যথু নহে, অশ্বারো
তেওতা, এই বাগ জিহু ভেড়ে কঢ়িতে ব্যবহার কৰে।

বাধাব্রহণ ও প্রয়োগ—সুরক্ষিত বেগেনে জ্বালা হইতে
বিছ করা হবে। এখনে বিভিন্ন চৰিস্ক কৰিয়া কার্বনে
জিলিউট নিরীক্ষিত কৰ্ত্তাইয়া দ্বারা তৎপৰ শিরার সম্মানান্মূলক
জ্যাগ প্রদর্শিত কৰিব। ‘লেবেলকৰ্ট’ নামক কৃত একটি তীক্ষ্ণাত
প্রেক্ষণ কোশলকারী দিয়া আছে। এক পার্শ্বে নিরীক্ষিত
বিছ করে; তৎপৰে সেই বিছ অঙ্গের ছেদ পথ পথ
‘জিলিউট’ টোতা হস্তান্তে প্রদেশ কৰিয়া বায়ো প্রিপ টিকিব
মধ্যভাগ মুখগ্রহণে রাখে। এই বায়োটির উভয় প্রাঙ
সমতুল্য-ভাগ নিশ্চিত রাখিবে হয়।

এই সংস্কৃতাঙ্গিত প্রাণী সিম্পুলিশ ও অপর প্রাণী
কেন্দ্র প্রকার ফল বিষ করে। স্যামো উচ্চভয়ের বালে
উভয় পার্শ্ব ধরিয়া নাইচেটে থাকে। এই সবস্ব বালকগুলি
বারিতে থাকে। এইচিক্কারে অনেকেই জিহ্বার
ধরিয়া নাইচেটে থাকে। সবস্ব সবস্ব পৰ্যবেক্ষণে
নিকট জিহ্বার মধ্য স্থিত বাল চাটাইয়া দ্রুত করে।

* “কুর বাণ” নামেও কোশাবাণ কোশাবণ খায় আছে।

+ পারিব বা : ক্ষেত্রে এই লোক উচ্চ উচ্চ একান্ত বাস দেখিবার
প্রয়োজন হইয়া থাকে।

—
কেবল মুখে কামড়াইয়া বাঞ্ছকোড়া দেখান হচ্ছে। একথে তাহাও বলা যাবে না।

২। কৃষি নামাবিধি ।

ক্ষিবেগো অমি নামা প্রকার। কোন কোন থান
বর্ধাতে জলমণ্ড থাকে এবং কাস্টিং রাসের মধ্যেই আবাস
শুক হয়। কোন কোন অমি বর্ধাকালেও জলমণ্ড হয় না।
অনেক অমি টিলা, অনেক অমি অলের অভ্যন্তর প্রযুক্ত শত
উৎপাদনের অবোগায়, অনেক অমি অলমালীর্ণ। আবাস
অনেকের অভিতে পুরুর, মৌখি, লিল, খিল ইত্যাদি অলাশয়
আছে। অমির এইসকল প্রকার তেজ অঙ্গসূত্রে তাহার
উপলব্ধেই ক্ষিবেগ নামা প্রকার, যথা:—(১) শত ক্ষিব
(২) গবা ক্ষিব, (৩) গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, মহিষারি পশু-
পালন ক্ষিব, (৪) গৃহপালিত হস্ত, কপোত, হৃষ্টটার
পক্ষীর ক্ষিব, (৫) মস্তক ক্ষিব, এবং (৬) মোহার্ছি, লাঙা
বা রেখেরের ক্ষিব ইত্যাদি। ক্ষিব শব্দের খার্ষণ থাহাই
হচ্ছে একস্থানে ক্ষিব ব্যবসায়ের অঙ্গসূত্র। অন্তর্ভুক্ত
মোলিতা মুষ্ট ক্ষিবক প্রকারে এইসকল হিসেতে একটি ক্ষিটো
বাছিয়া লঘু ক্ষিবকার্য পরিচালনা করিতে হব। অতি
ক্ষিবিত অমি—যাহাতে মুল সোনের কেসেন রহিবে নাই,
দেখেন টিলা প্রসূতি—পশ্চাপানেই থেগে। যথাম পেটের
অমি যাহা বর্ষার কলে দ্রুবেরা না থাব এবং যাহাতে পানীয়ে
অলেরও অন্ধিধা আসে, তাহা গবা ব্যবসায়ের বিশেষ
উপলব্ধেই। উৎকষ্ট অমি যাহাতে গৌরুক্ষলেও জলাশয়
হব না, অথবা বর্ধাকালেও হাজা লাগিবা শত নই হইবার
আশঙ্কা না থাকে তাহাই শতক্ষিবের পক্ষে বিশেষ
উপলব্ধেই। হৃষ্টকারে ক্ষিবকার্য পরিচালন করিবার
ক্ষেত্ৰেই।

পকে পিছুরিব বিশেষ উপযোগী। এগুলো কৃতি সংস্কীর্ণ সাধারণ হৃত। উন্নতিত নামা শ্রেণীর কৃতির মধ্যে শক্তি এবং গবাক্ষণিত অধিবান। আহাদের বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক এই দ্বয়ের মধ্যে কেনেভ গরিব তত্ত্বাবধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহাদের অসমীয়া মুক্তি আমৰা শক্তুরির সহিত গবাক্ষণির তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব— যা, তাহাদের অসম গবাক্ষণিত বিশেষ উপযোগী এবং তাহার সঙ্গে কতক পরিমাণ শক্তি পিসিলত পাকা সুরক্ষা হচ্ছে এবং কৃতি।

୨୭ | ଶାସ୍ତ୍ରକୁମାର

শষ্ঠকৃষি বলিতে আমাদের হলে প্রধানতঃ ধান এবং পাটের চাষকৈ বুন্দা। ধান বা পাটের চাষে কেপল পরিশ্রম এবং বৰ্ষাতগ সহ করিতে হয়, বা কাঠা এবং জলে নামিয়া কার্য করিতে হয় ভুদসভানের পক্ষে তাহা প্রয়োজন। চাকরের উপরেই তাহালিঙ্গকে অনেক পরিষ্মাণে নির্ভর করিতে হয়। মাছাকার আমাদের বিশ্বত্ব পরিশ্ৰমী চাকর আজকাল হচ্ছে। আবার ঠিক প্রয়োজন হইলেই দে উপরূপ সংখ্যক চাকর পাওয়া যাব তাহাও সহজ। শপথকৃতিতে সময় বিশেষে অনেক লোকের প্রয়োজন হয়, অনেক সময়ে আবার চাকরের কোন বৰকারাই কোথাকোথা নাই। একজন অবস্থার সামা বৰ্তন বেতন বিশেষ উপযুক্তস্থানে চাকর নিযুক্ত রাখা কোন মাছেই পোরাইতে পারে না। এতজন চার্য চাকরেরেও নিজেদের এবং পরিবারের সামাবস্থার অন্তর্ভুক্ত আমাদের দেশ সামাজিক পরিবেশে বেতনের উপরে নির্ভর কৰিতে পারে না। তাহারা সকলেই বৎসরের পোরাইর অভ্যন্তর কুণ্ডি বৰ্ষাতে অস্থি কৰিবিব। পারে। এবং ‘যো’ বা ‘যুক্ত’ শব্দটি যে মূল্যে তোমার অভিতে লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই মূল্যেই সম্বৰ্ধ চার্য নিজ জোত অভিতে লোকের প্রয়োজন। তখন কোন চাহাই নিজের অভি ফেলিবা আত্মার দেশ বা দিনের বেতনের লোতে তোমার অভিতে কার্য করিতে সম্ভব হইবে না। তাহার নিজ অভি শেষ কৰিতেই হৰত ‘যো’ চলিয়া গিয়াছে। ঠিক ‘যো’ মত তোমার অভির কার্য হইতে পারিল না। ‘যো’ মত

२४ संखा ।

সাধাৰণ কৃষিৰ সহিত গোপালন ও গৰ্ব্য ব্যবসায়ের ভুলন

କୁରିବାରୀ ନା ହାଲି ସେ କଥ କଥ କ୍ରମ ଅପରେ ତାହାର କି ବୁଝିବେ ଯେ ଧାର ବା ପାଟେର ଚାହେ ଭ୍ରମଶାନଦେର କ୍ଷତିର ହୁବିବା ଚାଇ ଅର୍ଥାଏ ଏକ ଦ୍ରୋଗ ଜାରି ଥରୁ ଏକ ଚାପେଣ ହଞ୍ଚା ଆବଶ୍ୟକ ।

ইষ্টাই একটি প্রধান কারণ। আবার চৌরা ঢাকরের নিজের জমিতে কথা পরস্পরের জমিতে দেখে প্রশ়্নার সহিত মন দিয়া কার্য করে, ডজলোকদের ক্রিয়াবিষয়ক অজ্ঞানতা বা ওঁধালীভূত বশতঃই হউক, অথবা নিজেদের অগ্রগত বশতঃই হউক, ডজলোকদের জমিতে মুকুরী করিয়ার দেশা দেখে প্রশ্না বা মনোযোগের সহিত কার্য করেন। এস্ত সচাচাই হওয়ার করা যাইতেছে। আর এক কথা এই, সাত সপ্তদশ ধূন এবং পাটের তুলনা করিয়ে দেখা যায় ধূন অপেক্ষা পাটের চাইয়ে লাভ কিছু বেশী, কিন্তু তাঁহাও প্রতি বিষয় ১০০% টাকার বেশী দেয়ে না। একের অধিকার বেশী পরস্য ধূম করিয়া প্রয়োজন মত এক সময়েই বেশী লোক শংগাই করিয়া নিষ্পত্তি করিয়ে লাভ প্রাপ্ত থাকিয়ে না। অবশ্য “ডজল লাভ পিপলডার” খাইয়া থাইবে। ধূন সপ্তদশে এই কথা। অতএব মোটের উপরে দেখা যায় ধূন বা পাটের চাই দ্বারা গরিব ডজলস্তানদের পক্ষে লাভবান্ন হওয়া অসম্ভব।

ଆସ, କପି, ଇଙ୍ଗ, କଳା, ତାଥାକ ଅନୁଭିତ ଚାହେ
ଧରନ ବା ପାଠ ଅନେକୀ ଶୈଳେ ଲାଭ ହେ ବେଟେ । ତାହାତେ
କୃତି ମୂର୍ଖ ପରମାଣୁ-ବିଜ୍ଞାନ ମରିଯୁ କୃତକମିଶେରେ ହାତେ ଛାଟା
ହେଉଥାଏ ସମାଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ ରକ୍ତକୁଣ୍ଡ ଦୂରଳ ଏବଂ ରଥ
ଅବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେ ଶୋଭାନୀୟ ।

କରିବାର କଟ୍ଟଓ ନାହିଁ । ଲାତ ଅତି ବିଧା ୨୦୯ ଟାକା
ହିତେ ୮୦୯ ଟାକା । ଗଡ଼େ ୩୦୯ ଟାକା ସଂଖେରେ ଲାତ
୪ । ଗୋପାଳନ ଓ ଗର୍ବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ।

ଲାଭ କରିବେ ହିଲେ ପ୍ରେସ ଏକ ଦୋଷ ଅମିର ଆଶ୍ରମ । ମେ ଅମିର ବାଗାକର ହାନେ ୧୫୫, କଥିଙ୍କ ୭ ଉଚ୍ଚ ହିଲେ, ଅଧିକ ଅଳଟେଚେନର ଉପରେମ୍ବେ ଉପମୁନ୍ଦରସଂଖ୍ୟକ ଜଳାଶୟ ଥାକିବେ । ତତ୍ତ୍ଵମାନ ବିକ୍ରି ଅଣ୍ଟ ନିକଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥାକିବେ କିନ୍ତୁ ମାନ ବସ୍ତନୀର ଅଣ୍ଟ ନିକଟ୍ ବେଳଟେଚେନ, ନମ୍ବି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ୀ ଟଳାଟେଚେନର ରାତ୍ରା ଗାଢ଼ି ଆଶ୍ରମ । ଆରା ଟାଇ, — ଗର୍ଭ ଛାଗଲେର ଉତ୍ପାଦ ହିଲେ ଶୁଭ ରକ୍ଷା କରିବାର ସବସବୀ । ମେଜେ ବେଳେ ଦେଖାଇବାକୁ ହିଲେ ଅତି ସଂଦାର୍ଥ କରିବାକୁ ଏ ବସ୍ତନୀର ଚିଲିତ ପାରେ । ଏମ କି ଏକ ଏକଟି ଗାଈ ଗରନ ଅନ୍ତରେ ଭିତରେ ୬ ହାତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ତାର ହାତ ଅଶ୍ଵ ଏକଟି ମାଡାଇବାର ଏବଂ ଭିତରେ ହାନେ ଯଥେଷ୍ଟ—ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ହାତ

ଏ ଅର୍ଥାଏ ତୁ ଏକ ଦୋଷ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତ ଏକ
ଶୀଘ୍ରାବଶ୍ଵକ ।

ପତେଲଙ୍କ ପୁଡ଼ିବେ ନା, ରାଧାଙ୍କ ନାଚିବେ ନା ।”
ମହାଶୁଦ୍ଧ ସୁଖିତା ଆଛେ, ଏହିକଥ ଜମି ଏକଚାପେ

ପାଓରୀ ଏକକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠବ । ତାରପର ଜମି
ଏକ ଦ୍ରୋଗ ଜମି ଏକଜନ ଭାଇଲୋକେର ଭାଲକୁପେ
ଏହି ଅନୁଷ୍ଠବ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟିକାର ଯୁଧ୍ୟକ୍ରମ

এইকল সামাজিক পর্যালোচনা করিব
গুরিব ভজনসময়ের পক্ষে শক্তভবি হারা
কর্মসূচীপর্যবেক্ষণ করা এক অসমীয় অসমীয় বলিশা মনে
বিনিয়োগ দেখা হাইতেক কৃষি আয়াধৰ দেশে
প্রধান সাধন ও অপরিকে দেখা হাইতেক হে

শতক্রিয় দ্বারা ফলপূর্ব। সভাগতে নানা-
বৈজ্ঞানিক সত্য এবং ন্তুন কলকোশল আবিষ্কৃত

শৈতান: শৌখখরিদিবিক্রী ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে
আয় বৃক্ষি এবং ব্যয় লাভ সাধিত হইতেছে।

ଏକ ଭିନ୍ନ ମେସକଳ ହୀବଦ୍ଧ ଅଣ୍ଟ କରା ଅପରେ
ତୁବ । ଦେଶେର ଜ୍ଞାନପିତ୍ରଙ୍କପ ଭାରତେର ଶ୍ରୀ-

। গোপালন ও গব্য ব্যবসায় ।

শাস্তি ভদ্রসন্ধানের পক্ষে গোপালন এবং
যাই কিংবিধি তাহার আলোচনা করা
গোপালন সম্বন্ধে একথি বলা যায় যে জমি

ଇଲେ ଅତି ସଂସାଧନ ଜରିତେଇ ଏ ବାବସାଯ୍ ଥାବାରେ । ଏମନ କି ଏକ ଏକଟ ଗାଇ ଗରୁର ଅଛି

ଦେବ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚାର ହାତ ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ଏକଟି
ଏବଂ ଶୈଖିବାର ଶାନ୍ତି ସେଷେ—ଆର୍ଥି ୧୯ ହାତ
କି ୨୦ ବସନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସାଦେବ ଶାନ୍ତ ଜୀବନି କୃତ
ମୂର ପଦେ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ନାନାହାତିନେ ବିକିଳ ଛି । କିମ୍ବା
କରିବା ସରକାରର ମାଧ୍ୟମେ ପଞ୍ଜାବେ ନିରତ ଜାଗ ବିଭିନ୍ନ
ବୋଲି ମାନୋବିନ କରିବା ହେଉଥାଏ । ଆସାଦେବ ପକ୍ଷ ବି

ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ୬ ହାତ ପ୍ରେଷନ୍ ଏକଟ ସରେ ଚାରିଟା ଗାଈ ବେଳ ଆରାମେ ଥାରିଲେ ପାରେ । ସମ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଞ୍ଚ ବାହିରେ ଓ ଏକମଣ ଏକଟ ହାତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ—ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ ହାତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ୬ ହାତ ପ୍ରେଷନ୍ ଏକଟ ଟୋଟନ ବା ଆଲିନା ହିଲେଇ ଚାରିଟା ଗାଈ ଥାରିଲେ ପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ୫୨ × ୬ ହାତ ଆରାମଗାର ଟୋ ଗାଈ ଥାରିଲେ ପାରିଲେ ୮୦ × ୮୦ = ୧ ବିଦା ବାନେ ୧୨୨୮ ଥାରା ସମ୍ଭବ ହେ । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଅମି ଛପାପ ହିଲେ ପିରା ମାତ୍ର ଅମିତିରେ ଶମରେ ଶମରେ ୫୦×୫୮ ଗାଈ ଥାରି ଗରନ ହୁଏ କରା ଯାଏ । ଅପର ଫିଲିକେ ଆରାମ ଅମି ହୁଲାତ ହିଲେ ଗରନ ଥାରାର ଲାଧାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ଗରନ ଅଞ୍ଚ ୩ ବିଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବିରାର ଅମି ମେଗୋ ଯାଇଲେ ପାରେ ।

ତାହାରେ ହୁଏ ପରିଵର୍ତ୍ତନ ବାରିଙ୍ଗ ଏବଂ ଛୁଟ ଥାରାରେ ଆଗର ବୈଶି ଥାରିବେ । ଗୋପନୀ ଏବଂ ଗବା ଯବଦୀରେ ଅମି ସଥକେ ହିଲେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବା । ବୈଶି ଅମିଇ ଉଚ୍ଚ କାର କମ ଅମିଇ ଉଚ୍ଚ ତାହାରେ ଏ ଯବଦୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାଇ ନା ।

ଅମି ସଥକେ ତ ଏହି କଥା । ଗବା ଯବଦୀରେ ମୂଳଦନ ସଥକେ କଥା କି ? ଗଢକ ଦେବୀ ସଥକେ ଶିକ୍ଷଳାଭ କରିବାରେ ଏକମ ଏକଜନ ଡର୍ବାରାନ ମାଦିକ ପୂର୍ବରୀତି ୩୦୦ ଟାକା । ସଥି ସଥି ୫୦୦ ଟାକାର ଲାତ ପାଇଲେ ତାର ତବେ ତାହାର କି ପରିମାଣ ମୂଳଦନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ? ସଥିଲେ ଜାନେନ ଯେ ଗାଇଫିଲ ନାମାଲୋରିଇ ଆଛେ । ଆରାମର ଦେଲ ଚରାତାର ଏକଟ ଗାଈ ଦେଲିନିକ ୨ ମେରେ ବୈଶି ଛୁଟ ବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇ ନା । ତାହାର ଦାମତ ୩୦୦୦୦ ଟାକା । ଏକମଙ୍କ ଗରନ ବାରା ଗବା ଯବଦୀର ଚିଲେକେ ପାରେ ନା, କାରିନ ତାହାରା ସଥି ଛୁଟ ଦେଇ ଥିଲା ବାହା, ଲାତ ହେ, ଛୁଟ ଛାଟାରେ ତାହାରେ ଖୋରାକୀ ଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ କାମିକି ଯାଏ । ଅପର ପରେ ଆମାଦେର ମେଲେଇ ନାମାଲୋର ପରିଚ୍ଛା ଗାଈ ଆମେ ଯାଇବାରେ ଦେଲିନିକ ୧୦ ମେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟ ଦେଇ । ଅଟେଲିଯାରେ ଗାଇଓ ସଥରେ ସମୟ କଲିକିତାତେ ପାଇଁ ଯାଏ ତାହାର ଦେଲିନିକ ଆରାମରେ ଓ ବୈଶି ଛୁଟ ଦେଇ । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଗାଇଓ ନାରାଗିଛି ଉପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଯାଏ ପାଇଁ ଦେଲିନିକ ୬ ମେର ତବେ ଛୁଟ ଦେଇ ଯାଏ । କଲିକାତାର ଚିତ୍ପୁର ବାଜାରେ ଏକମଣ ଏକଟ ଗାଈ ପ୍ରତି ମେର ୨୦୦ ଟାକା ହିଲେ ୧୨୦୦

টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা আনাইবলৰ বেরভাজ্জা
প্ৰতি থৰচও আৰও ২০- টাকা মাণিবে। মেটেৱ
উপৰ একটা ৬ মেৰি ছহেৰ গাঈ গৱণ মৰ ১৪০- টাকা ধৰা
যাব। কুমিল্লাৰ মত কৃষি শহৰেই ছহেৰ মৰ টাকাতে
৬ মেৰি, তাহাত অনেক সময় “ছুমে জল, কি অলে ধূ”
ক্ষেত্ৰগুলি গভীৰ গৰেণো ধাৰণ হিক কৰিবলৈ পাবেন না।
সেৱা যাহা হউক, একটা ছুমেৰি ধৰণ গাঈ মোৰ এক
টাকাৰ এবং মাণিবে ১০- টাকাৰ ধৰ দিবে। উপকৃত
সময়ে যৰ কৰিবলৈ আজিলে এবং কৰিবলৈ এই ধৰ সাধাৰণত;
প্ৰথমেই এক মশুক পৰ হইতে গভীৰ হওৱাৰ পৰ
আৰও ১৫ মাস কল পৰ্যাপ্ত পাখৰ যাবিব। উপকৃত কৃপ
স্বৰ্ভাবতো পৰিমাণে কিবিং হাস হইবে। উপকৃত কৃপ
কৃপ পাইলৈ বাগলুৱাৰ বেঝে জল বায়ু ‘নামৰা’ কি ‘চূলানি’
এমন কি অঞ্চলিয়া দেশেৰ শৰ্টহোৰ্ন(‘short-horn’) গৱণও
তাহা বেশ সহ হয়। আৰম্ভ চট্টগ্ৰামে মেৰু ওড় নামক
ভদ্ৰলোকৰ অনেকগুলি অঞ্চলিয়াদেশীয় গুৰু
দেখিবাছিছি। মেৰুলি বেশ সহ ছিল। যাহা হউক ১৪০-
টাকা দামেৰ একটা ছুমেৰি ছহেৰ গাঈ উপকৃতকৃপ সেৱা
জৰুৰ পাইলৈ প্ৰসবেৰ ২১ মশুক পৰ হইতে গভীৰ
হওৱাৰ ও ১৫ মাস পৰ্যাপ্ত গতে দেনিক ৬ মেৰি হিসাবে
ধৰ দিবে। গুৰ গভীৰ হওৱাৰ স্থৰে সাধাৰণ সহ এই
১৫ মেৰিৰে ছুমেৰি সতত মাস পৰে গাঈ গাভীন হয়। তাৰে
দৰ্শনৰ গাঈ স্বৰ্ভাৱে অনেক হলৈ এ নিয়মেৰ ব্যাকিৰীত
দৰ্শন যাব। কেৱল কেৱল গাঈ ‘মোৰাল’ যাব। যাহা
ডেক্ক উক সাধাৰণ হৰ অৰুভূতিৰ ভালোৱা দেখিবা শৰণী
কৰিবলৈ পাৰিবলৈ একটা ছুমেৰি হৰ কী আৰ ১১ মাস
কল গতে দেনিক ৬ মেৰি হিসাবে ধৰ দিবে। মহৎকল
হৰে ঐৱে ছুলি গাঈ ২০- টাকা মূল্য পৰিমাণে
কৰিবলৈ এ ১১ মাস কল গতেক গাঈ মাণিক ৩০-
টাকা হিসাবে ৬০- টাকাৰ ধৰ দিবে। মাণিক
ধাৰাকৈ কৃত লাগিবে দেখা যাব। মহৎকল শহৰে
তাৰ সময়ে বৰ্ষমৰে ঘূৰ, কলাই, খড়, কি তুলাৰ
চৰি প্ৰতি গুৰুৰ ধৰণ পাখ পৰিমাণ কৰিবা গৰিবলৈ
ত্যোক গুৰুৰ কৃত মাণিক হৰ টাকাই যথেষ্ট—ছুলিৱে

সংখ্যা]

ধারণ কৃষ্ণর সাহিত গোপালন ও গব্য ধ্যাপসারের ঝুঁঢ়া

১২০ টাকা। চাকর স্থানে কি হইবে ? “ খুঙ্গিং ন
ম ”—মহর এই ইঙ্গিত শিরোধৰ্য্য করিবার যাহারা
উপরে জীবিকা উপজৰ্জন করিবার উদ্দেশ্যে
কার পরিশ্ৰমেই সামান বোধ কৰেন, তাহারা অবশ্য
এই গাই ছছিলে শিরোধৰ্য্য এবং নিজ হাতে তাহার
যত্ন কৰিবেন। এমন কি দৈনিক বার সেৱ হৃষি
হাতে বিল কৰিবলৈতে অপমান বোধ কৰিবেন না।
যাহারা প্ৰস্তুত আভ্যন্তৰীণ অপেক্ষা বৰাপুৰীহই বেশী
ন মনে কৰেন তাহারা চাকৰ ভাৰী গো-দেশেন
গুৰুৰ যুক্তি কৰাইবেন, নিজে মাত্ৰ তাৰাধৰণ
বন এবং তচুপযোগী শিক্ষা অবশ্য গ্ৰহণ কৰিবেন।
যাৰ প্ৰথম রাখা কৰ্ত্তব্য যে একট আটা টাকা বেতনেৰ
পৰ্যন্ত গাই ছচ্ছিত দেখে দেশৰ হোট গাই নহৰীৰ
বৰ্ত এবং তচু বিকাণ প্ৰস্তুত কৰিবলৈতে পাৰে। হুটো
ও উপরে তাহার সমস্ত বেতন চাপেন। আভ্যন্তৰীণ
১। হার মত ৬ মেৰি দুহু হুটো গাইএৰ চাকৰৰে
২। টাকাৰ বেঁচে ধৰা যাব না। এই
যাব চাকৰ রাখিলে ১১ মাসে মাসিক ৫৮,
এবং চাকৰ না রাখিলে মাসিক ৪০, টাকা লাভ
কৰ, তাহাকে মূলধন ২৮০, টাকা নৰকৰাৰ। এখন
এই—গাই দুহুৰ দৰ বৰ হৈলে কি হইবে ?
ন গাই গড় ন য়ত মৰ্ম মাস কৰ্ত্ত গৰ্জুৰণ কৰে।

। গব্য ব্যবসায়ে শিক্ষা ।

টাকা প্রচলিত করিয়া আরও ছইটা নবপ্রস্তুত ছয় টাকা দ্বারে গাই খরিদ করিতে হইবে। যদি মালিক মোট ১১ মাসের আর হইতে ২০০ টাকা সময় করিয়া করে তবে ত কথাই নাই। যদি কতক কর্জ করিতে এবং মালিকের এক অধিকার্য অধি বক্তব্য দিবার ক্ষেত্রে ৬ বার আনা বি এই টাকা শক্তকরা হন্দে থাকে করা ভাবার পক্ষে কঠিন হইবে না। যেকেপেই ২৮০ টাকা প্রচল করিয়া আরও ছইটা ছয় টাকা দ্বারে গাই জরু করিলে সেই গাই ছয়টা দ্বারা পুরুষের মত সিক ৬০ টাকা আর বাহাল রোখা যাইবে। তবে অর্ধেক এই যে এখন হইতে পাচ মাস কাল পুরুষের হ্রাস

যাহা হউক দিও ৬০০ টাকা মাঝ মূলধন এবং যসমাঞ্চল জমিখণ্ড লইয়া গোপনীয় ও গৃহ বস্তুসমূহ আবিষ্কার করিলে মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত লাভ হইতে পারে তথাপি একাথা সকলেরই আনা আবশ্যক যে অলিঙ্গিত অনভিষ্ঠ বাক্তি মাত্রেই যে এই ব্যবসার করিয়া কৃতকার্য হইবে তাহা বলা যাব না। এ ব্যবসারের মূলই নিষ্পত্তি ব্যবসার মাত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষতঃ এ ব্যবসা জীবন্ত প্রাণীদেহ লইয়া, মাঝদেরেই মত শৰীরবিশিষ্ট গোষ্ঠী। “শৌরোঁ ব্যাধিমিন্দিঃ”—মাঝদেরও ব্যক্তি ইহাদেরও প্রায় ভক্তুরূপ। খাতের দোষে, কিংবা বৰ্ষা ভিজিলে, কিম্বা ভিজা দুর্ব্বলসম্বৰ্ধে দাম করিলে মাঝদে

শামান্ত অবস্থা বাহু মারিয়া যায়, বাহুর মুখলে দ্রুত কামনার
কথা, তাহার অপ্রিকার অবস্থাক। গুরুতর শুরু
প্রচুর দোষ ঘটে কিংবা অননশিক্ষ হাস হয়। তখন কি
কর্তব্য তাহা জান আবশ্যক। দৃশ্যমান গাড়ীর কি কি
লক্ষণ অবস্থা গাই গাড়ীন কিনা তাহার পরীক্ষা হওয়ার
নাম প্রয়োজনীয় বিষয় স্থলে বিশেষ জান ধোকা

চিত্রপরিচয়

সর্বোবৰতীৰে হংস ।

ଆସନ୍ତକ । ଆବାର ଯେ ହୁଣ୍ଡ ଲୈଦୀ ଗରା ସ୍ବର୍ଗମାର ଟିଲିବେ, ମେ ହୃଦୟ ସେ ଉପରେ ହିଲେବା ମାତ୍ର ନକଳ ନମ୍ବରେ ଖିଚି ହିଲେ ଥାଇଲେ ତାହା ବୋ ସାର ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ସତ୍ତା କାଳ ଥାଇଲେହେ ହୁବ ନଷ୍ଟ ହିଲ । କି ଉପରେ ହୃଦୟ ଅମେରିକାଙ୍କ ଭାଗ ଥାଏ, ଅଥବା ନାମାଙ୍କଳା ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ପାଇଁ କି, ଏକମାତ୍ର ବିଶେଷ ଆତ୍ମବ୍ୟା । ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପାଇଁ କି, ଏକମାତ୍ର ନାମାଙ୍କଳା ମାତ୍ର ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ । ରମ୍ବ ଜାତୀୟ ମାନ କରିବାର ପାଇଁ ।

୩୯

অসমায় হিরণ্যতজ্জ ভক্তিমান শিশুর তপস্থার ভাবটি
চিত্রে চমৎকার ফুটিয়াছে। এ চিত্রগানি ভারত-চৰকলা
পঞ্জতিতে অঙ্কিত।

চাক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় অনন্ত সময়ে সুবিধা হচ্ছে না। একগুলি অভিযানের পোগলান এবং গবর্নেটিভে ভৱসমাননিমিসের বিশেষ আশা। কিন্তু উপর্যুক্ত শিক্ষা ভিত্তি মে আশা পুরুষত্ব হইবার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধক্ষণের পরে মেই শিক্ষার স্থিতি কৈবল্য জনসাধারণেরই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে অনন্তাধীন দল এবং অন্তর্ভুক্ত নির্মিত। আমরা আপত্তিত: আমাদের ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া সম্ভব নেই। শিক্ষা বিষয়ের উদ্দেশ্যে কুনিঙ্গতে একটা পোগলান এবং পৰা বিজ্ঞানের পুলিতেছি। তাহার শিক্ষা-

২য় সংখ্যা



ଶ୍ରୀମୁଖ ଯାତ୍ରାମୋହନ ମେନ, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେ ବଞ୍ଚୀଯ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ପଲନୀର
ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟାତ୍ମୀୟ ।



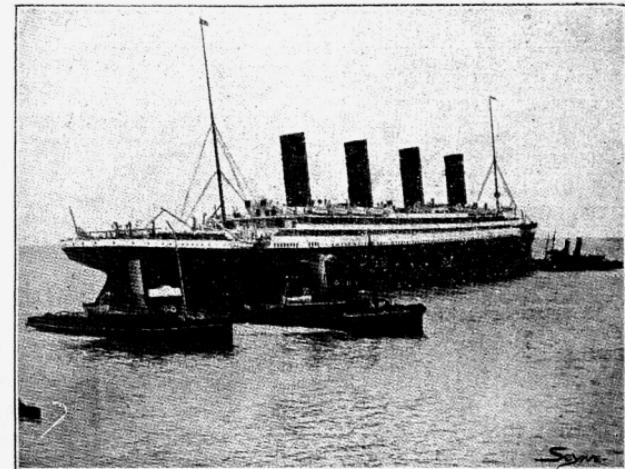
পারঙ্গ মৈত্রের অভ্যাসীনী হশ্চির কলাক নৈতিকভাবে তারিখের সমিতির অন্দেশ হইতে বিভাগিত ক্ষিপ্তির জন্য যুক্ত করিয়াছে।

চিকিৎসাল ব্যক্তি মার্শেরই মত এক হইবে। কিন্তু পৃথক ও কাপুরদের মধ্যে ইহার পর মতভেদ ও আচরণভেদে দৃষ্ট হইবে। পূর্বে বলিবে, প্রাক্তিক শক্তি অগ্রবাজের বটে,

কিন্তু উহার সাহায্যে উহাকে বলে আমিন্দা কর্তৃত্বের পর্যাপ্ত স্বকার্য সাধন করিতে পারি তাহা দেখিব; নহুবা অবই বৃথা, বীচুরাই বা লাক কি? কাপুরদের বলিবে, "বিগড়ের মুখে আপনাকে কেলা বুক্কিনামের কাজ নয়; যে ক' দিন বলিল, "ত্বরণ তুমি প্রতিমিন্দ ঘরে থাক, ও বিছানার পরমাণু আছে, কোন প্রকারে আরামে কাল কাটানো ভাল।

কাপুরদের বলিবে, ধৰ্ম মরিতেই হইবে, যে ক' দিন পারা যায়, শীঁচা ভাল; মরিবার সময় নিজের বিছানায় তাইয়া আরও আর্থিয়স্তরের দেখা লইতে পাইতে যব্ব ভাল। পূর্বে বলিবে, যদি মরিতেই হয়, বেগে ভুবিলা, আর্থিয়স্তরকে তোগাইয়া মরায় কি লাভ? পূর্বের মত যুক্তিতে যুক্তিতে মরায় তীব্র আনন্দ আছে; —তা সে যুক্ত মার্শের সহেই হউক, হিংসক্রজ্জন সহিতই হউক, বা প্রাক্তিক শক্তির সহিতই হউক।

কথিত আছে, একবার একজন ডাঙার মাহস এক নারিককে জিঞ্চা করিয়াছিল, ভাই, তোমার প্রিতামহ মরিয়াছে, শুধু ভারতে এসে তার চেয়ে বেশী মাহস মরিয়াছে দেখে আবির্দন্তা (preventive) রোগে ও



টাইটানিক জাহাজ।

গঠিতে। অতএব, হে ভারতবাসী, টাইটানিক জাহাজ ভুবিলা গুলিতে লাক দিয়া পড়িয়া মেগুলি উটাইয়া দিয়া শত শত ১৫০০ লোক মরিয়াছে বলিলা, শোক করিও, কিন্তু তার লোকের প্রাণহানির কারণ হয়, তাহারের কর্মচারী-পাইও না। যাহাদের আসীয়বজেন ভুবিয়া মরিয়াছে, মেই প্রেক্ষাগৰের ভয় পায় নাই। তুমি গৃহকোনে বসিয়া ভয়ে আস্ত হইও না, সম্মুভ্যাতা হইতে পৰিত হইও না। প্রেক্ষাগৰের মত যদি তোমার পৃথ্ব হও, উজ্জ্বল হও, তাহা হইলে, তাহাদের দেশে যেমন এখন আর দেশে ও ছর্কিত নাই, তোমাদের দেশেও তেমনি থাকিবে না। জাহাজ ভুবি, অজ্ঞাত দেশ আবিকার, পৃথক্যাতিক ঝোড়া, আকাশে উড়ুক্কল, ইত্যাদিতে যদি ২০০০০০ লোক মরা সহিতে পার, তবেই তোমার বড় ভাবিত হইতে পারিব।

টাইটানিক জাহাজে হই হাজারের উপর পৃথক নারী শিশু ছিল। তাহাদের মধ্যে ২৪ জন ভীর নিজপ্রাণ-ব্রহ্মের ব্যাপ্ত লোক পাছে জীবনতরী (life-boat)

কি কারণে কতকগুলি নারী ও বালকবালিকা এবং দরিদ্র লোকের প্রাণবন্ধ হয় নাই, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে স্তোকোক এবং শিশুদের প্রাণবন্ধের চেষ্টাই সর্বাঙ্গে হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় যে দরিদ্র লোকবিদ্যকে বাব দিয়া আগে— লক্ষ্যত্বের

প্রাপ্তরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই, অজ্ঞানাম, শশোচৈন লোকদিগকে বাদ দিয়া বিদ্যাত পোকদের প্রাপ্তরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই। অনেক নারীকে জোর করিয়া তাঁহাদের প্রাণীদিগের নিকট ইতো বিজিত করিয়া জীবনত্বৰিতে দেলিয়া পিতে হইয়াছিল, অনেক নারীকে স্বামীসংহ হইতে বিচৰ্ত করিবার চেষ্টা ফিল হইয়াছিল; তাঁহার স্বামীর সমে সম্ভৃতগতে প্রাণ্যাগ করিয়া গতে সমৰ্থনৰ্ত্তের অলঙ্ক দৃষ্টির রাখিয়া দিয়াছেন। কর্মে আভিরে মত জোড়া-পতি অনেক পরিব লোককে, অনেক সংজ্ঞাবিহীন বক্তে জীবনত্বৰিতে ঝুলিয়া দিয়া, নিজে বেছৰার প্রাপ্ত দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস্থ কোথে অভিত, কোথের কেনে বৰ তাঁহাদের আভিরে বহুত্ত ছিল না, কিন্তু তাঁহার আস্মা মৃত্যুতে ভৌত হইলেন না, নিজের প্রাপ্ত বাঁচিতে বাস্ত হইলে খুব অনেক জীবন করেন, তাহা হইলে খুব ভাল কাহি হয়।

ইহা অতি সত্য কথা। হৃষ্ট রক্ষা, কোন কাহেই, কোন কানেই হয় না।

পিতৃস্মৃতি

(৩)

পিতামহ প্রথমবার বিলগত হইতে কিন্তু আপিয়া তাঁহার বেলগাজিয়ার বাগান চুপেরে দোনোদের প্রামোদকাননের অহুকরণে সাঙাইয়া ঝুলিবার চেষ্টা করিলেন। বহুমলা ছিল, মৃত্যি, গৃহসজ্জা এবং রিল, কৃতিম পাহাড় ও ডিডিয়া-খানায় তাঁহার সমৃত্যু বাগান কলিকাতায় বোঝ হয় আপ ছিল না। এই বাগানে প্রতি শিনিগুর রাজে পিতামহ শহুরের বড় বড় সাহেব দেমদের ভোজ দিলেন, অনেক সন্তান হিন্দুও গোপনে তাঁহার ভাগ লইয়া যাইতেন। তথনকর কাগজে বিজ্ঞ করিয়া একটা কবিতা বাহির হইয়াছিল তাঁহার এক অংশ আমাৰ মধ্যে আছে:—

“বেলগাজীয়ে বাগানে হয় ছুরি কাঁটাৰ ঘনকুন,
খানা খাঁড়াৰ কৰ মজা আমাৰ কি জানি!

জানেন ঠাকুৰ কেোপানি !”

পিতামহের মৃত্যু পৰে এই বাগানে মেজকাকা এবং কাকীয়া প্রাপ্ত থাকিতেন। তথন আমাৰ সেখানে এক-একদিন দেখাইতে যাইতাম। সেখানে সেই রিলের মধ্যে

পৰবন ও ডিডিয়াখনার পত পালী আমাৰ বাপেৰ মত মন পড়ে।

কিন্তু পিতৃদেৱ এই বাগানের ঠাকুজমকে থধে ধাকিতে তাঁহাসিদেন না। পলতায় গোলাৰ ধারে একটা বাগানে সে। সেটা একটা হৃৎ আৰুৰেন। সেখানে সামৰ সকা বিলুই হৈ না, কেবল সামাজ একটা বেঁচ বাঢ়ি ছিল। সেই আমাৰগুৰে পিয়া তিনি প্ৰাপ্ত ধাকিতেন। প্ৰাপ্তেৰ সময় সেখানে তিনি বৰুজুকৰেৰ লাইয়া গোলাৰ কুনো কুনিলেন ও গাছ হইতে আম পাঁড়িয়া পাইতেন ও ধৰ্জাইতেন। প্ৰথমাবেগ তাঁহার মনেৰ সমে মিলিত তিনি সেইসমষ্ট বিশুলে নিবাৰণেৰ অজ বাঢ়িতে বটা বাজাইবাবা বাবস্থা কৰিয়া দিলেন। বিজানা হইতে উত্তীৰ্ণ মুহূৰ হাত ধূঁয়া প্ৰস্তুত হইবার অজ হৰ্ষতাৰ বটা বাঢ়িত। দালানে শিগ প্ৰাতিহিক উপসন্ধনৰ বোগ দিবাৰ অজ সাম্ভৰ্তাৰ ধটোৱাৰ আহান পড়িত। সান কৰিবার সময় আনাইতে বেলা দশটোৱাৰ সময় বটা বাঢ়িত। সেই সময়ে কাছিকৰ কৰ্মচাৰীৰা আপিয়া কাজে নিযুক্ত হইত। যদ্যোহ বৰেটোৱাৰ ধটোৱাৰ আভিৰেৰ সময় তাপন কৰিব। চারিটোৱাৰ ধটোৱাৰ আনা যাইত এইবাবাৰ ছেলেৰ কুল হইতে আপিয়া আভিৰামি কৰিবে। পাটটোৱাৰ সবৰ কাছাকাছি বৰ হইত। অবশ্যে বাজি দশটোৱাৰ ধটোৱাৰ শবনেৰ অজ তাৰ পড়িত। এইকলে পৰিৱারিক কৰিবলৈ তালাপ বেলা হইবাৰে না দৰ্শকাৰ সেই অজ তিনি এইকলে তালাপ তাৰেৰ বাবস্থা কৰিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভূতকৰেৰ মধ্যে বৰ্ষবিভাগ ছিল। যাহাৰে বাস্তুত তাঁহার এক অংশ আমাৰ মধ্যে আছে:—

“বেলগাজীয়ে বাগানে হয় ছুরি কাঁটাৰ ঘনকুন,—
খানা খাঁড়াৰ কৰ মজা আমাৰ কি জানি !

কোনে বিষয়ে তিনি কোনো প্ৰকাৰ অপৰাধ ভাল-বাসিতেন না। কাৰণ, অপৰাধ একটা অধিন অবৰুদ্ধ, এবং অবৰুদ্ধ মাঝেই তাঁহার কাছে ঝুংসিত কৰিব; সেইসমষ্ট শৈশবেৰা জীবনত্বৰাব যে ছন্দভৰ কৰে তাহাৰ কাছে পীচাজনক ছিল। আমাৰ বখন হোট ছিলাম, তখন বৎসৱে আমাৰেৰ যে ক্ষম ঝোঁড়া কাগড় বৰাক ছিল তাহা প্ৰাতান হইলে সেই পুৰাতন কাগড় সৰকারকে কেবল খোঁধিয়া দিবাৰ আমাৰ সুন্দৰ কাগড় পাইতাম। এমন কি প্ৰাতান সাবানেৰ টুকুৰ সৰকাৰকে না দিবা

তাঁহার কোল্পানিৰ কাগজ তাঁহাকে সান কৰিয়াছিলেন— স্বদেৱ হৃৎ মে কৰ বড় তাঁহা তিনি আভিতেন পৰিয়াই ধৰ্মীয় প্ৰতি তাঁহার সমৰবেনা এত প্ৰেল ছিল।

পিতৃদেৱ হৃৎ বড় সৰকল কাবেই শুল্কলাৰ কৰিয়া চলিলেন। তাঁহার মনেৰে আভাৰে আভাৰে প্ৰচৰ্তি সৰত কাৰাই ষড়ি ধৰিয়া সৰোৱ হইত। তিনি বখন পাহাড়ে হিলেন আমাৰেৰ বাজিতে বাজালৈ ঘৰেৰ প্ৰচলিত নিমিত অৰ্থাৎ অনিয়ৰ আহসানে নিয়াকৰণে সৰবৰকাৰ কেৱলো কৰিবলৈ ও গাছ হইতে আম পাঁড়িয়া পাইতেন ও ধৰ্জাইতেন।

প্ৰথমাবেগ তাঁহার মনেৰ সমে মিলিত তিনি সেইসমষ্ট বিশুলে নিবাৰণেৰ অজ বাঢ়িতে বটা বাজাইবাবা বাবস্থা কৰিয়া দিলেন। বিজানা হইতে উত্তীৰ্ণ মুহূৰ হাত ধূঁয়া প্ৰস্তুত হইবার অজ হৰ্ষতাৰ বটা বাঢ়িত। পদালনে শিগ প্ৰাতিহিক উপসন্ধনৰ বোগ দিবাৰ অজ সাম্ভৰ্তাৰ ধটোৱাৰ আহান পড়িত। সান কৰিবার সময় আনাইতে বেলা দশটোৱাৰ সময় বটা বাঢ়িত। সেই সময়ে কাছিকৰ কৰ্মচাৰীৰা আপিয়া কাজে নিযুক্ত হইত। যদ্যোহ বৰেটোৱাৰ ধটোৱাৰ আভিৰেৰ সময় তাপন কৰিব। চারিটোৱাৰ ধটোৱাৰ আনা যাইত এইবাবাৰ ছেলেৰ কুল হইতে আপিয়া আভিৰামি কৰিবিবে। পাটটোৱাৰ সবৰ কাছাকাছি বৰ হইত। অবশ্যে বাজি দশটোৱাৰ ধটোৱাৰ শবনেৰ অজ তাৰ পড়িত। এইকলে পৰিৱারিক কৰিবলৈ তালাপ বেলা হইবাৰে না দৰ্শকাৰ সেই অজ তিনি এইকলে এইকলে তালাপ তাৰেৰ বাবস্থা কৰিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ভূতকৰেৰ মধ্যে বৰ্ষবিভাগ ছিল। যাহাৰে বাস্তুত তাঁহার এক অংশ আমাৰ মধ্যে আছে:—

আমরা নৃত্ন সাধন পাইতাম না। তথমকার কালের হইত। এই কান বিদ্যুতীর উৎসব প্রতি উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের অস্ত বিশেষ করিয়া ফরমস দ্বিতীয় করামাড়া হইতে কাপড় তৈরি করাইয়া আমা হইত। অম্বকালে অবিভাদো কাপড়ের বিলাসিতা পিতা গচ্ছ করিতেন না—জ্ঞানকার্যের উপরোক্ত পরিষ্কার পরিচয় সংগৃহীত তাহার মনঃস্থত ছিল। পিতামহের আমলে পূজার সময় বসন্তের বৎসরে ছেলে মেরে ও বৃদ্ধু ঘূর্ণ দাঢ়ী দাঢ়ী জুরি মেঝে কাপড় পাইতেন। ইতো তিনি মাস আগে হইতে বাড়িতে পর্যবেক্ষ কাল করিতে পাইতাম। প্রত্যেক চেলের পরিসর টুপি, একটি ছুট চাপকান ইত্যাদি ও একধৰি মেঝেরী কুমাল প্রতিবন্ধ বরাবর রাখিছিল। পিতামহের মৃত্যুর পরেও এই বৃদ্ধ বুক কাল চাপিয়া আলিপ্পাইল। কিন্তু প্রথমের আভাসের পিতার পক্ষে প্রাতিকাঙ্ক্ষ ছিল না বলিয়া একসময় প্রথম অবিকল্পন পিতৃতে পারে নাই। অথবা যাহা ধৰ্মের অব্যুক্ত তাহার পৃষ্ঠ তীক্ষ্ণ ছিল। তখন শীতকালে সারে গৰম কাপড় পৰার বীতি মেঝের মধ্যে ছিল না, আমারা পালন কাপড় পরিহাই শীত ধাপন করিতাম। মিসনরি মেরাম শীরের সময় আমাদের দেই পালন কাপড় পৰা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত—তাহার বলিত, তোমাদের কি শীত করে না? পিতা আমাদের অস্ত বেশের রেঞ্জাই তৈরি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যন্ত, সে রেঞ্জাই আমরা পরিতে পারিতাম না, গৰম হইত, খুলিয়া ফেলিতাম। একবার শীতে আমাদের অস্ত শালের আমিয়ার তৈরি করাইয়া দিলেন—কিন্তু সেও আমারা গায়ে দিতে পারিতাম না। তাহার পরে আমার ব্যবস্থা হইল। মা একবার আমার হোত হই ভেনীর নাক বিদ্যাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও, কর্কসে মেথাইস নোলক চাহিয়া আম। তিনি নাক দ্বেখান মেথাইস বলিয়া উঠিলেন, একি সং সারিয়াছ! যাও যাও ও খুলিয়া দেল। বল বক্রবাহি তাক কান হুঁচিয়া দিলেন। পূর্বে আমাদের বাড়োতে মেঝেরে কৰ্ম-বেশের সব সম্বৰোহপূর্ক মেঝেরে ডাকিয়া থাওয়ানো

মৃদুতে ও ধৰ্মোসাহে যে তথমকার অনেক ধূকের বিধি দূর করিয়াছিল ও সদেশের দৰ্শনের উচ্চতম আবশ্যের প্রতি তাহাদের শুচা অকৰ্ম করিয়াছিল তাহাতে সনেহ নাই। আবার হিন্দুমারের বেথে দুর্গন্ধের কারণ প্রস্তুত মিন্টিং হইলেন। একবার এইক্ষণ পরিবারিক অভিযন্ত দেখিয়া তাহার সম্ম দেখা করিতে গোলাম তিনি আমাকে সমস্ত বিদ্যুৎ বিজ্ঞান করিলেন। তাহার একটি নাম্বো পূর্বৰ সংজ্ঞাছিলেন ও সেই সম্মান তাহাকে সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল কুমিলা তিনি হাসিতে লাগিলেন।

তাহার প্রতিপাদিত আবীরণজনের তাহার ইচ্ছার বিরক্তে কতবার কত অপমানই করিয়াছে, সেসমস্ত তিনি গান্ধীরভাবে সহ করিয়াছেন। বাহির হইতে বল-পূর্বক কাহাকেও কোন বিষের প্রতিরোধ করা তাহার স্বত্ত্বাবস্থা ছিল না। যে আমৃত অস্তরের মধ্যে ধোকিয়া মাঝখনকে সত্যাবাদে নিয়মিত করে তাহারই প্রতি তাহার স্বত্ত্বাবস্থা সহ করিয়াছেন।

তিনি যে দিন সিভিলদার্সের কুল বিলাতে যাত্রা করিবেন সেই বাবে আমাদের অস্তপুরের উপসামান্যের আমার প্রয়োবারের সকলে মিলিয়া উপসামান করিয়াছিলেন। সেই উপসামানভাবে কেশু বায়ু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের সকলের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার পর মেজদার সিভিলদার প্রিলিয়ার হইয়া করিয়া আসিলেন। দেখিবার দ্বিতীয় পর্যাপ্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিলেন। দেখেলো হইতেই দেখানো অব্যর্থনা-প্রথম দ্বিতীয় দেখিলেন, বিলাত হইতে করিয়া তাহার উৎসাহ আবার অপূর্ব হইয়া উঠিল। মেজদোঠাকুরার্পী ব্যবহৃত অস্ত পৰি লজ্জাবতী দিলেন; তাহার দেই চিরনিবের সকলে দূর করিয়া দেওয়াই দেখানোর বিশেষ অধ্যয়ন হইল। বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে একসময়ে বসিয়া থাইয়ে মেজদারের এই ইচ্ছা জানিতে পৰিয়া পিছবের একটি বড় ঘরে থাইবার স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের সকলের এককে থাওয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। অথবা প্রথম আমরা সজ্জা থাইতেই পারিতাম না—আর কিছু মুখে দিয়া বসিয়া থাকিতাম, কেমে কেমে আমাদের সজ্জা ভালিল। মেজদোঠাকুরার্পীট বধাই ধরলে শাড়ি পৰা আমাদের মেঝের মধ্যে প্রথম প্রবৃত্তি করিয়াছেন।

আমাদের বাড়িতে নাচ বা সুস্কুলিক করিয়া আমাদের মেঝের পৰ্যবেক্ষণ ও সমাজনীতির প্রতি যথন শিক্ষিত কোথাকে অশ্বক সঁকার হইয়াছিল তখন অনেক দ্রুত হিন্দুদের ছেলে খুলনদৰ্শ ধৰণ করিতে আরুষ করিয়াছিল। আমাদেই কোনো আবীরণ ধৰণ এইক্ষণ পুরুণবৰ্ষে দুর্বিল হইয়াছিলেন। আমরা পিতা যথঃ গিয়া তাহাকে অনেক বুঁচাইয়া পুনৰায় তাহার মতি করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাহার উপসেশ

অনেক দিন পূর্বে দিন, মাস, বৎসর, কাল প্রতি নামকরণ হইবার বহু পূর্বে, ভৌগোলিকভাবের মধ্যে আমি অস্তরণশীল করিলাম। জলের পথে বহুকাল অস্তিত্বাতে যত্নত আমি কিছু দেখ করিতে পারিম না, চারিদিকে বিস্তৃতা, ও অক্ষকার আবাসক দেশে করিয়া ছিল। দুর্ঘাট্যী নিশ্চিতভাবে মধ্যে অস্তরণশীল করিয়া থাক্যুন তবেও অবস্থা ছিলম। আহার পার্শ্ববর্তী কলসামুদ্রে ধূমে উনিতাম, দূরে বহুকাল কলসামুদ্র আলোকে দেখিতে পায়; যাইহাপেক্ষ আলোকের শৰ্প করিয়াতে তাহারা জল, ধূম, ধারু প্রতি নানারূপ প্রক্রিয়া দেখিতে ও শৰ্প করিতে পায়। তাহারা এবং এর পর কলসামুদ্রের উপর দিয়া গুড়ি কুল জলস্তোত্

ବହିଆ ସାର । ଏତିଭିନ୍ନ ଶତ ଶତ କଣ ଅଜେଳ ଶୋଭେ
ଜୀବିତା ଦୟା । ସେ ପାରାମ ମଧ୍ୟ କଣସୁମ୍ବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆହେ
ତାହାର ବିଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପର ଯିବା ନିର୍ଭଲେଖିଲା ନିର୍ଭରୀୟ
ଫ୍ରେଂଗମନକାଳେ ସ୍ଵର୍ଗେ ତାହ୍ୟକ କ୍ଷୟ କରିଯା ଥାକେ ଓ
ଏତିଭିନ୍ନ ଶତ ଶତ କଣକେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଟ କରିଯା ଦେଇ ।
ପାରାମ ଛିଠ ପାଇଲେଇ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅଜ ଅବେଳ କରେ ଓ
ମଧ୍ୟର ପାରାମକେ ଖିଚ ଓ ଶୈଳ କରିଯା ରାଖେ । ସେଇ ମଧ୍ୟ
ପାରାମକେ କଟିଲା ଏହି ଶତ ଶତ ପରିଷକ ହେଲା, ତଥାନ ଆମ
ଆୟାମିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତ ନା । ଏହି ଦିନରେ, ଏହି ରାତରେ
ନିର୍ଭରୀୟରୁ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଇଗିଥିଲା । ଇହାତେ

ଆମାଦିଗେର ଏକଟି ମହିଳପାତର ସାଥିତ ହିତ । ପାରାପରେ
ମଧ୍ୟେ ଛିପିଥିଲେ ଯେ ଯେ ଫଳେ ଅଳ ପ୍ରେସ କରିବି ତାହାଙ୍କ
ଏହି ସମୟ ତୁମରେ ପରିଷିଳନ ହିତ, ଅଳକଣ୍ଠାଙ୍କି ତୁମରକଥାର
ପରିଷିଳନ ହିତର ସମୟ ଆକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିତ ଓ ଶେଷ ସମୟ
କଟିନ ପାରାପ ବିନିର୍ବାନ ହିତରୀ ଯାଇତ । ହିତରେ ଆମାଦିଗେର
ବର୍ଷିତ ଅନନ୍ତ ହିତ, ଯେ ନିର୍ମିତ ପାରାପ ଆମାଦିଗେର
ଚାଲଜିକିତ୍ତିନ କରିଯା ସାଥିତ, ଯଥାତେ ଅନ୍ତର ହିତରୀ ଆମରା
କରିବାର ଅକ୍ଷରାନ୍ତରେ ଅନ୍ତର ଅଭୟାର ପରିଷିଳନ
କରିବାରେ ଅନ୍ତର ତୁମରେ ପରିଷିଳନ ଶଖାରେ ବିନିର୍ବାନ ହିତରୀ
ଯାଇଛି । ଏହିକଲେ ଆମରା ଜ୍ଞାନ: ଆକୋରେ ନିରକ୍ତ
ଆମିତାମ, କାରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧର ଗଲିଯା ଯାଇତ, ହୃଦୟାଙ୍କାଳେ
ହିରିପରି ଜ୍ଞାନରେ ପରିଷିଳନ ହିତ, ତଥନ ଅର୍ଦ୍ଧପିଲିତ
ଏହିକିମ୍ବନ୍ତ ତୁମରକଥାର ପରିଷିଳନ ପାରାପରିଷିଳନ ମହିଳରେ
ନିରାଭିଭୂତ ଗମନ କରିବ, ଅଳକଣ୍ଠାଙ୍କି ଆମାଦିଗେର
ନିରକ୍ତ ସରିଯା ଆମିତ । ଏହିକଲେ କ୍ରମେ ଆମାଦିଗେର ଓ
ନେତ୍ରିର ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତରର ହିତରେଛି ।

একদিন কৃষ্ণ শত সহস্র পায়াগেরের পতনে
আমুর ময়কের নিকট পর্যট একটা কৌশ ছিদ্র হইল ;
বাইরের পর দীরে থাই ছিদ্রকা জলকণার পর জলকণা
পথের করিতে লাগিল ; একটা জলকণা আসিবা আবাকে,
স্বপ্ন করিল, তাহার কোমল শীতল শীতল আশেকে মৃদ্ধ
করিলো বারিল ; আমি আজীবন করিন পায়াগেরের মধ্যে
চীলাম, জলকণার গ্যার কোমল পদমূর্তি করিমও
মনের মাঝি বাই স্বপ্ন করি নাই, স্বতরাং আমি অতি
ছেবেই মৃদ্ধ হইলাম।

জলকণা কৃত কথা কহিল। মে বলিল, তারকাম্ভিত
নীল আঞ্চলিক তত মেঘপুরের মধ্যে তাহার জন্ম হইয়াছিল, “
তাহার অবস্থা দিন তত মেঘপুরে নীলকাণ্ঠে তৃণীভূত
হইয়াছিল, ইন্ধনু তত তু পুরো নানা পথে গতিক করিয়াছিল,
তারের বরের আলোক নীল লেখিক আভার জঙ্গ উচ্চল
করিয়াছিল, অম্ব হইয়ামাত্র পে সহশ সহশ বাকিগণার
কহিত পর্য হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মর্ত্ত্য আসিয়া
স্বর্ণ অলক্ষণা একজন প্রতিশিখ হইতে বেগে
নিরাপত্তিয়ে অবস্থ করিতেছিল। পথে বেগমুখে
বিনে না পারিয়া মে ইচ্ছার বিকলে ছিল মধ্যে প্রবীষ

২য় সংখ্যা । প্রবাসী-বাঙালী

হইয়াছে। জলকগা আমের দিন আমার মর্তজুকের পার্শ্বে
হিল, সে কেত কথা কহিত। আমারিমের উপরে পর্যবেক্ষণ
শুধু লক কক্ষ বস্ত্রের তুষার সত্ত্ব আছে, তুষারের
তাঁ অধিক হইলে কিরণের পর্যবেক্ষণ হইতে খলিত
একটা হিয়ারের নম আছে, সে হানে তুলনা বা ওজনক
হিলুই মাট। এই দিনে আমিসু তুষারের নম নির্বিচারে
পরিষ্ঠেত হইলে, যে স্থানে তুষারের নম হানে
শত শত তুলনা করাগুলে করিয়া হানিটোকে উভারে
পরিষ্ঠেত করিয়াছে। পর্যবেক্ষণে একটা গভীর ক্ষত
আছে, হানিটা অবিভাসী, ক্ষত বৃত্ত শত বৃক্ষ
বনের পরিষ্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদিন সুষ সহজ
হচ্ছে ও লতার নামে বৃক্ষের পুল প্রচুর হইয়া ক্ষয়
বনটোকে ঘূর্ণিজ্ঞ করিয়া রয়ে। পর্যবেক্ষণ হইতে
জুরাতোর নির্ভর হইয়া আবিরাম পর্যবেক্ষণ সামুদ্রে
যে পর্যবেক্ষণে আমরা আমার আছি তাই উপরে নির্ভিত
হইতেছে, শত শত জলকগা পথচারী হইয়া জলকনেটে
যিনি রাখা রাখিয়াছে। জলকগা পথচারের শখ বহুবৃত্ত
হইতে শৰ্ক হয়, তবে রজনীটো সেগুলি কোরোনা
নির্ভর আসে ন। সময় সময়ে নির্ভরিত হয়ে পরিষ্ঠেত
হয়, জলকগা পুরার মধ্যে আবক্ষ হইয়া গণপন্থীর
ক্ষতিক্ষতিগ্রস্ত তাঁর দণ্ডাবুকে ধৰে, তুলনা পতঙ্গুয়া
হইয়া দায় ও রহস্যীয় কানন মূলকভূত পরিষ্ঠেত হয়।
জলকগা আরও বলিত যে আমি অবিক দিন এখনে
জুরাতোর না, আমারকে শহিয়া যাইতে দেখাবাজোরে শত শত
জলকগা, এতি আমার আশে আশে, তাহারা যে দিন তুষারে
পরিষ্ঠেত হইবে সে দিন আবিষ্কৃত তুষারে পরিষ্ঠেত হইব,
তাহার পর একজন হইয়া চলাগুলৈ। আমরা ভাবিতাম
যে দিন আমার আশে আশে আশে আশে।

দিন আসিল, অলকণা ফৌজ হইতে গালিল, কর্মে বছ
বেশে অলকণা ধূরবৰ্ষ কঠিন তুমারে পরিশেষ কৃতি।
মই সময়ে পৰামোহৰে পশ্চ হিসেবে শুভ অলকণা তুমারে
পৰিশেষ হইয়া আকাশের পশ্চ কঠিন হইল, মনু তাম পৰের
পৰিশেষ হইয়া পৰামোহৰে হইল। কোথা হইতে
উজ্জ্বল আলোক অধিষ্ঠিত কৰিয়া অক কৰিয়া, দেখ,
অস্থমানে বৃক্ষিলাম আমরা মুক্ত হইতে চিনিয়ো। তখনও
বৃক্ষিলাম যদো আকাশ হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে,
উজ্জ্বল আলোক উত্তুমারে প্রতিশিখি হইয়া হেম-আভায়
পিণ্ড প্রতিষ্ঠি কৰিয়া তুলিছাম, চতুর্দিকে মহা শাশি
বিমিশিম।

একদিন দুর হইতে ব্রহ্মরে একটা কৃতি পক্ষী
উজ্জিল আসিল, তাহা দেখিয়ে আমার অপিলেবেলি
আসিল এবং কাটার সময়ে আসিলে কলারে এক

প্রবাসী-বাঙালী

তিপুরা তাঙ্গখেড়িয়া মহকুমার অঙ্গর্গত আঞ্জানেমের অধিদফন, পশ্চিম বাধাকাস্ত লিমেস্ট্রি ভট্টাচার্য মহাশয়ের মহাবাস বাবু পোলীসের ভট্টাচার্য, সিংহাশ-বিদাইয়ের পুরু হাটে হাইকাম্প-প্রবাসে ছিলেন। তিনি তথাকে সেকেটের একটি কর্ম করিছেন। সিংহাশ-বিদাইয়ের পুরু বাবু কুমারচন্দ ভট্টাচার্য মেই স্থে বাধাকালৈ প্রথম প্রবাসে আসিয়াছিলেন। এখনে এবং আগুর তিনি সিংহাশপ্তি হন। লক্ষণের গবর্নমেন্ট-এক্সকুয়ারে প্রশিক্ষণ প্রদান-বাণিজ্য পরামোক্ষণ কর্তৃত বিপ্লবিকাশ বয়, এবং, একই তাঙ্গখেড়ি মহকুমা ছিলেন। কুমারচন্দ বাবু শীঘ্ৰ কলেজ ত্যাগ করিয়া একটি এন্টেল কুলের হেক্সাটার হন এবং অধীনসন পরবৈ অধীনসন অঙ্গর্গত প্রতিষ্ঠানের ঢাকা চিপাল সিং (এক, পি, এম) মহাশয়ের প্রাপ্তিষ্ঠান দেখেকোরী স্বীকৃত হন। এই কর্তৃত কালো কুমারচন্দ বাবু শুধু আইন অধ্যয়ন করিতে থাকিলেন এবং অধ্যকালের মধ্যে হাইকোর্ট মৌতাবলিপি, পৌরীকীয় উভৌ হাইক প্রতিপক্ষ খেলা অধ্যালোক ও কলাত্তা ব্যবস্থা আঙ্গকৃত করেন। ইহার ক্রিকেট প্রতি তিনি প্রশংসনীয় কোল দেখিয়ে প্রশংসন করেন। মেরো আংশিক

জনে শৰ্ষ
তত্ত্ব চলে।
কুমাৰ পৰী
অভিনবে কৃষ্ণ
ৰামি—এক
কুমাৰ পৰী
অভিনবে কৃষ্ণ
ৰামি—এক
শত আপিস
প্ৰচৰ্তি সমষ্টি ইহাৰ
অধান শৰূ লৰীগুৰে
অবিহীন। “আৰ্থ-বৈদিকিশ” ৱেলপেংথ এখনে আসিত
হৈ। লোটো কুসুম পৰী সমাজ প্ৰচৰ্তি সমষ্টি এখনে আসিত
এণ্ডে বৰ কুমাৰ পৰী আছে; কুমাৰ পৰী বৰ্তৰ
আগমন কালে ত নিভাতীতি অহুমত ছিল। ১৯১৬ বৎসৰ
এখনে চিনিয়া কাৰণামা, কাঙঢা, মাঝৰ, চাৰ্টারড প্ৰচৰ্তি
প্ৰতি কোণোপোণীয়া সামৰে কাৰণামা, ও কুসুম, গৰানি
গৰানি প্ৰশংসন ও কৃষি এবং বন উন্নয়নৰ কথন হৰুতপৰ
হওয়াৰ ইহাৰ উত্তীৰ্ণত সমূহ প্ৰকাশ পাইলে ততন
ইহা নিৰ্বিভুলজনকলপনীৰ্পুৰ ও হিংসকজনমালুল ছিল।
বৰিষ সেই সময় জৰুৰ হৰুতে শালকত এচুৰ পৰিমাণে
পাঞ্জাৰ বাইতি এবং এখনও তাৰাৰ বিশৃঙ্খল ব্যক্তিগত
হিন্দি, তথাকথি সেৱানে প্ৰবাৰী বাস্তুৰ অৰূপেৰে
বৰ বিশে কিছুই ছিল না। এই কাৰণত সন্মত আৰু পৰে

এখনকার উৎকৃষ্ট আবাসী কর্ম নাম যাত প্রাচনের পণ্ডিত হারি দেবীকা বহু হতে কোন কোন বাজারী এখনে ভূমপ্রস্থ করিয়া হাতী বাস থাপনের প্রয়োগ পাইয়াছে। এখনে কুমারচন্দ্ৰ হাতী বাস থাপনের প্রয়োগ পাইয়াছে। এই কুমারচন্দ্ৰ হাতী বাস থাপনের নাই একজন কুমারচন্দ্ৰ বাবু—এখনে এখন হাতী বাস থাপন করেন। হাতীর আদৰণতে তাহার প্রসার বৃক্ষ ও প্রাণীত জনসাধারণের মধ্যে সম্ভব প্রতিশোধ এবং হাতী বাস থাপনের তামুকার বিষের সত্ত্বেও সোজাটো হইতে তাহার পক্ষে অধিক আকর্ষণের বিষে ছিল এবং তাহাই তাহার বৰো-প্রাণীর দ্বা। তিনি বখন লৰীমপুরে আগমন কৰেন, তখন এখনে বাবু প্রাণী নারায়ণ নামে অনেক ডেউলী পেটে মাটো ছিলেন। পিলাহী বিৰোধের সময় বিশ্বত ডাকপেয়াদানের ঘাজি গোপনে বিষের লাবণ্যপুরুষের নিকট বিদ্যোতি গণের গভীরিতির সংগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰিতেন। দেশে শাপি হাতীপিত হইলে, গৰ্বমেট তাহাকে পুৰুষের বৰপ কুমারচন্দ্ৰ বাবু কৰেন, কুমারচন্দ্ৰ বাবু তাহার নিকট হইতে এই অবিদারী কুমার কৰিয়া হাতীর জনিতান্ত্রিকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। আবু ২৫ বছর মৃহুপুরে সহিত ওকলাটী কৰিয়া ১৮০০ অব্দে কুমারচন্দ্ৰ বাবু পৱলক গমন কৰেন। তাহার অত্যাধুনিক পৰৱৰ্তন রঞ্জিতনগুৰু দান কৰেন, কুমারচন্দ্ৰ বাবু এবং বিষের কুঠো কৰিয়া সপ্রিয়াৰে এবং বিষের উটাইয়া বৌ ভাতারীকে নিকট পূৰ্বৰ্ণ কৰিয়া কুমার কৰিয়া হাতীর জনিতান্ত্রিকের অধীন বাসস্থানে চলিয়া থান। অবিদারী কুমারচন্দ্ৰ বাবু কুমারচন্দ্ৰ পৃষ্ঠি-চৰকুৰক তাহার সহৃদয় অটোলিকা মৰ্ত এখনে লৰীমপুরে নিষ্ঠালাল রহিয়েছে। আমোৰ পঢ় বসন্ত পূৰ্বে দেবিয়ালী তথ্য অনেক হাতী বাবু কুমারচন্দ্ৰ বাবু এখনে হাতী অবিদারী হন নাই বটে, কিন্তু রেল ও গৰ্বমেটের বিষিদ্ধ ভিত্তিতে কৰ্ত সহজে বহু বাসগুলী মধ্যে দেৱো লৰীমপুরে আগোবাস কৰিয়া থান। তত্ত্বে চিকিৎসা বিভাগে তাহাদের আবিৰ্ভাৰ থান কুমারচন্দ্ৰ বাবু এখনে ওকলাটী কৰিতে আসিয়া একজন বাসগুলী তাজা কুমারকে দেবিয়ালীর ঘাজি কৰিয়া কুমারচন্দ্ৰের আবিৰ্ভাৰ বাস বহুবাস সিলিল মেডিকেল অক্সিজেনের কৰ্ত সহজে কৰ্ত কুমার তাজা কুমারিহাতী দেৱোকে কার্যালয়ে দিয়া থানাতে গমন কৰেন। বিলোৰ কুমার বাসগুলী গুল সিলিল মেডিকেল অক্সিজেন হইয়া আসিয়া সাম বসন্ত দেৱো-প্রাণী অৰ্থাত্বিত কৰেন এবং ১৮০০ অব্দে কুমারচন্দ্ৰ বাবু মৃহুপুরে বহু বহু বিষে এপিটেট সার্জেন বহুবাস বাবু হাতীবাসে গমন কৰিয়ে এপিটেট সার্জেন হৰকাত বচনীয়া বাসগুলী আগমন কৰেন। পঢ় বসন্ত পূৰ্বে আমোৰ বধন দেৱো পিলাহীলাম, তখনও মৰীচপুর হীসগালামে বাসগুলী ভাক্তাৰকে দেবিয়ালী।

এবং সেই সময় দেবিয়ালীলাম পেৰীজেলোৱ অন্তর্গত "বিশিষ্টপুরুষ" তাজকেৰ মাদেজোৱ অন্তৰ্ভুক্ত কুমারচন্দ্ৰকে অধিবৎকাশ সময় সময়ের অৰ্থাৎ লৰীমপুরে দাবিতে হয়। তাহার সমত আলাপ প্রসঙ্গেই কুমারচন্দ্ৰ বাবুকে অবিদারী লাভ ও প্ৰাণসদামেৰ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার নাম শ্ৰীযুক্ত বিলিমানজু ভট্টাচার্য। তিনি কুমারচন্দ্ৰ বাবুৰ ভাই। ১৯০৩ শ্ৰীষ্ঠীৰ হইতে তিনি দেৱোবালী হইয়া আছেন। দেৱো বেলোৱ অধীন "ভূম" নামে একটা তালক আছে। তাহার বাচিক আৰ আৰ হইল লক টাক। পূৰ্বে উভা "দাবৰ্গাঁই" ও 'জগদেবপুৰ' নামে হই অভিযোগ বিভক্ত ছিল। চোলান বাবুপুতুলৰ বাজিলাপ সিং ও তাহার ভাতা রাজদিলোপ সিং সিং তাহার অধিকৰণে ছিলেন। মিলাপ সিং এক কস্তা রাখিয়া পৱলোৱ গমন কৰিলে নিঃসন্দান লৰীমপুৰ কুমারচন্দ্ৰের একাধিকৰণ আপ হন। তাহার মৃহুতে তাহার তিনজন আতিভাতা দেৱোবৰু, মৃহুবৰু ও মৃহুল সিং সহাম তিনি অপ্পে উহা তোগ কৰিতে থাকেন। রাজদেৱোবৰুৰ এক কস্তা রাখিয়া দেবতালাম কৰিলে মৰ্গাইএর ভাসুকুমার মৃত মিলাপ সিংহেৰ কস্তা পিতার উত্তৰাধিকৰণ বৰেৰ দালা কৰিয়া আমালতেৰ আৰম্ভ প্ৰাপ্ত কৰেন। এই গৃহ-বিবাহস্থলে দেৱোবৰুৰ অভ হই ভাতা রমুল সিং ও মৃহুলাম এই মৃহুলাম হংঠার কাগজৰে পৰিৱেক্ষণে অভ বিশিষ্ট বাবুক কৰেন। ইহোৱ তিনি বসন্ত পৰে দেৱোবৰুৰ বিদ্যা পঁঢ়া রাখি চৰকুৰল কৰ অৱ মৃহুলাম অধিক অগ্ৰণ না হইয়া বাবীৰ পৰিতাতক এক-ভৱীজিৰ সম্পত্তিৰ পৰিবৰ্তে দীৰ ভৱণপোৱামেৰ উপযোগী বাবিক ও হাজৰ টাক। আপোৱ কৰেখৰখনি মাত প্ৰাপ্ত-শৰীৰাই অপোৱে মৃহুলা নিষ্পত্তি কৰেন। এই অংশই "বিশিষ্টপুৰুষ" তাজকেৰ ছেট অংশ। কুমারচন্দ্ৰের বৰ্ষমান নাম "বিশিষ্টপুৰুষ"। এই ছোট ভাসুক তিনি জন জলাধাৰ বা তচলীলামেৰে অধীনে ভিসাটি চাঙা বা জিলাপ বিভক্ত। কোটি অৰ ওৱাৰ্ডেৰ কুৰ্যাপত্তিতে ইহোৱ কৰ্তা পৰিচালিত হয়। পূৰ্বে অভাতা সামত বাবোৱ ভাতা কুমারচন্দ্ৰে প্ৰধান কুমারী "দেৱোবালী" নামে আভিযোগ হইতেন। ভাসুক খণ্ডিত হইয়া উক্ত পদে একদে মুৰেজালা নিষ্পত্তি হইয়া থাকেন। রাখি চৰকুৰক অৱ সল্পতিৰ অধিকাৰ আপ হইয়াই বিলিমান বাবুকে দীৰ টেটোৰ "দেৱোবালী" ঘননীত কৰিয়া দেৱো ডেটা কুমারচন্দ্ৰ বাসগুলীকে দেবিয়ালী। কুমারচন্দ্ৰ বাসগুলীৰ সহিত "বিশিষ্টপুৰুষ" ছোট টেটোৰ ম্যানেজোৱী কৰিতেছেন।

প্রবাসী

"সত্তা শিবম শুন্মরম।"
"নায়মাক্ষা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩১৯

ওয় সংখ্যা

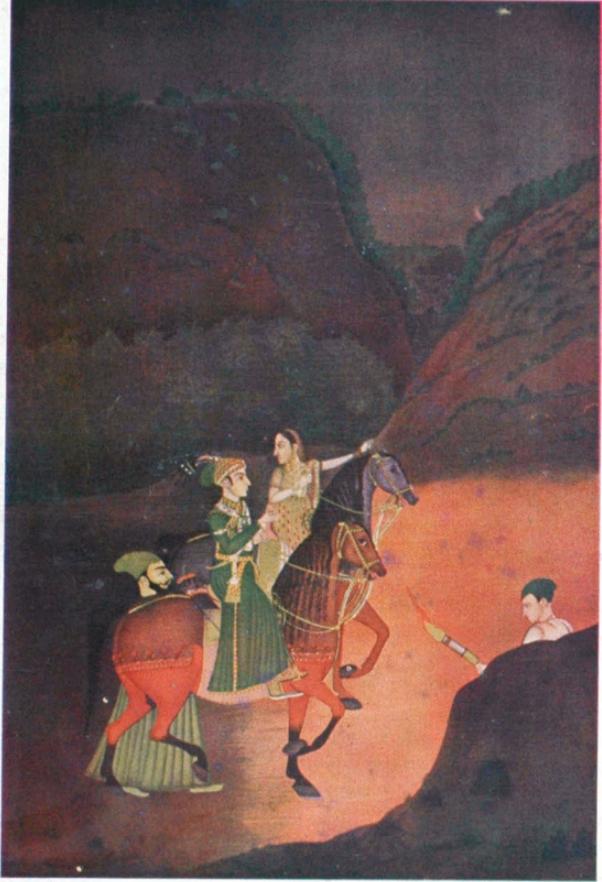
জীবন-স্মৃতি

কারোয়ার।

ইছার পথে কিছুবিমের জন্ত আমরা সদৰ হাটের মল
কারোয়ারে সুস্মৃতীরে অধ্যয় লভ্যাছিলাম।

কর্মাচার বেথাই প্রেসডেপির দক্ষিণ অঞ্চলে হিত
কর্মটোর অধ্যান নগব। তাহা এলাঙ্গাতা ও চলনতকের
অব্যাহৃত মলয়ালের দেশ। যেখানে তখন রোখানে অফ
চিনেন।

এই কুস শৈলভাগাবেষ্টিত সমুদ্রের নদৰ পথে নিচত
এমন প্রক্ষেপ যে, নগব এখানে নাগরীমুক্তি প্রকাশ করিতে
পারে নাই। অর্থচর্চাকার বেলায় মুক্ত নোপাধ্যাত্মিন
অভিযুক্তে রহিত বাচ প্রসাৰিত কৰিয়া দিবাচে—সে যেন
অন্যতক অপিলন কৰিয়া ধৰিবার একটি মুক্তিমতী
যাকুত্তা। প্রশংস বার্জুটোর প্রাণে বড় বড় ঝটিলাচের
অরণ্য; এই অরণ্যের এক সীমানা কালানন্দ নামে এক
কৃত্ত নদী তাহার রহিত শিববন্ধুর উপকূলেরের মুখানান
বিয়া সুযোগ আসিয়া দিবাচে। মনে আছে একবিন
কৃত্তপক্ষের যোগ্যতাতে একটি ছেঁট নোকাক কৰিয়া আমরা
এই কালানন্দ বাচিয়া উভাইয়া চলিয়াছিলাম। এক
জারগায় তৌরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিশগ়ৰ
দেখিয়া আমরা নোকা ভাসাইয়া দিলাম। নিষ্ঠক বন



মশাল-আলোকে।

(আচার চিরের অতিলিপি।)

গ্রহণলগত ইহা ছাগনো হয় নাই। কিন্তু আশা করি
ভৌগোলিক মধ্যে তাহাকে এইখনে একটি আসন বিলে
চাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না।

যাই যাই ভূবে যাই,
আরো আরো ভূবে যাই
বিভূত অবশ অভেতন।

কোথা থেমে কোন দূরে,
বিশ্বেরে কোন মাঝে
কোথা হৈবে যাই নিমগন।

হে ধৰণী, পৰতলে
দিয়োনা, দিয়োনা ধৰণী,
মাও মোৰে মাও চেছে মাও!

অনন্ত বিদ্বনিপি
এমন ভূবিতে ধৰি
তোমৰ হৃষে চলে বাও!

তোমৰ চাহিয়া ধৰ,
হোয়াজামুতগানে
বিভূত বিলীন তাজাখি;

অপৰ বিশ্বক উগো
ধৰ এ মাধ্যার পৰে
হই বিলে হই পৰা ভূলি!

গান নাই, কথা নাই,
শব্দ নাই, শব্দ নাই,
নাই ঘূম নাই আগৰণ,—

কোথা কিছি মোসে,
সৰ্বেতে কোজো লাগে,
সৰ্বার পুলকে অভেতন।

অসীমে হৃষীনে শুল্ক
বিব কোথা ভেমে গেছে,
তাবেন বেন বেনে নাই যাব;

বিশ্বেরে মাঝে তুম
মহান একাকী আমি
অভেতনে ভূবিতে কোথায়!

গাও বিব মাও হৃমি
হৃমি অবৃঙ্গ হতে
মাও তব নাবিকের গান,

শতলক হাতী লায়
কোথায় যেতেছ ভূমি
তাই ভাবি মুভিয়া নয়ন।

অনন্ত বৰনী তুম
ভূবে যাই নিবে যাই
মৰে যাই অসীম মুদ্রে—

০. বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
বিন্দুয়ে বিন্দুয়ে যাই
অনন্তের হৃষের হৃষের।

একথা এখনে বলা আবশ্যক কোনো সত্ত্ব আবেগে নম বধন
কানার কানার ভূরিয়া উঠে তখন বে লেখা কাল হইতে
হইবে এমন কথা নাই। তখন গমগম বাক্যের পালা।

তাবেন সমে ভাঙ্গের সম্মুখ ব্যবহুন ঘটিলেও দেমন চলে

ন তেমনি একেবাবে অবস্থান ঘটিলেও কান্ধচনার পক্ষে
তাহা অভ্যুল হয় না। ঘৰের ভূলিতেই করিবৰ রং
গেটে ভাগ। প্রত্যক্ষের একটা ব্যবস্থাপি আছে—বিছু
পরিমালে তাবের শাসন কাটাইতে না পাবিলে কলনা
আপনার ভাগপাতি পায় না। শুধু কবিতে নয় সকলপক্ষের
কান্ধচলাতেও কান্ধচনের চিরে একটি নিশ্চিপ্তা ধাকা
চাই—মাঘের অস্ত্রের মধ্যে যে স্ফটিকতা আছে, কর্তৃত
তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই
যদি তাহাকে ছাপাইয়া কার্তৃত করিতে যাব তবে তাহা
প্রতিবিষ্য হয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই কারোয়ারে “প্রকৃতির প্রতিশোধ” নামক
নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিল। এই কারোয়ার নামক স্ন্যামী
সংস্কৃত মেঘবন্ধন মাথাবন্ধন ছিল করিবৰ প্রতিতি উপরে জীৱী
হইয়া একত্ব বিশ্বতভৱে অনন্তকে উগলকি করিতে
চাহিয়াছিল। অনন্ত দেন সব কিছু বাহিরে। অবশেষে
একটি বালিকা তাহাকে মেঘগাপে বৰ্জ করিয়া আনন্দের
ধৰ্ম হইতে সংসারের মধ্যে কিন্তু যাবে। যখন
করিয়া আসিল তথন স্ন্যামী হইয়েই দেখিল—সূর্যকে
লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই
মৃত। প্রেমের আলো ধৰ্ম পাই তখনে মেঘেন চোখ
দেখি দেখাইলে দেখি স্ন্যামীর মধ্যে নীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য দে কেবলমাত্র আমাৰ হৃষে
মৰীচিকা নহে, তাহার মধ্যে বে অসীমের আনন্দই প্রকাশ

পাইতেছে এবং সৈকান্তিকই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমাৰ
আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া হৃষাইয়া
কোথায় ছিল যেই সৈকান্তিকার সমূহেৰে।

বাহিরের প্রকৃতিতে যথেনে নিয়মের ইচ্ছাকলে অসীম আপনুকে

প্রকাশ করিতেছেন দেখানে সেই নিয়মের বৰ্ণনাবিবৰণ মধ্যে
আমাৰ আসনকে ন দেখিতে পাৰি কিন্তু দেখানে সৌন্দর্যা

ও শীতির সম্পর্কে ভূম্য একেবাবে অবস্থিতভাৱে ক্ষেত্ৰে
হইয়াছে এমন বৃহৎ শৰ্প লাঙ কৰে দেখানে সেই প্রত্যক্ষ-

বোদেৰ কাছে কোনো তক থাটিবে কি কৰিয়া? এই
দৃষ্টিতে পথ দিয়া প্রকৃতি স্ন্যামীকে আপনার স্নীমা-

সিংহসনের অধিৰো অসীমের ধামসন্ধনে লইয়া
আৰু পৰ্যাপ্ত আমাৰ সমষ্ট রচনাকে অধ্যক্ষৰ কৰিয়া
লিখিয়াছিলেন। প্রকৃতিৰ প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে

ব্যতস্ব পথের লোক ব্যতস্ব প্রামাণে নৰনারী—তাহাৰ
আপনাবনেৰ ব্যৱহাৰ প্রাত্যাহিত তৃজ্ঞাত মধ্যে অভেতনভাৱে
বিন কাটাইয়া দিতেহে; আৰু একদিকে স্নায়োমী, সে
আপনাবন ব্যৱহাৰ এক মধ্যে কোনোভাবে আপনাকে
ও সমষ্ট কিছুক বিছুল্প কৰিবিব দিবাকে চোৱা
কৰিবেতে। প্ৰেমের স্মৃতিতে ব্যথন এই হই পক্ষেৰ তোৱ
ঘণ্টা, শুধীৰ সবে স্নায়োমীৰ ধৰণ মিলন কৰিব, তখনই
সীমাবে অসীমে মিলিত হইয়া সীমাবে মিথ্যা তুচ্ছতা ও
অসীমেৰ মিথ্যা শূন্তা দূৰ হইয়া যাবে। আমাৰ নিজেৰ
প্ৰথম জীবনে আমি দেখিল একদিন আমাৰ অস্ত্রেৰ একটা
অভিশৰ্ক্ষাত্মক অভিশৰ্ক্ষণ অভিশৰ্ক্ষণ কৰিয়া
বাহিৰেৰ ব্যথন অবিকাশি, হৃষাইয়া লিখিয়াছিল,

অসীমেৰ মাঝকে স্মৃত হৈতে দেখে দাও—
আমাৰ ব্যথক পৰাক গোটৈ যাব
আমাৰে জীবনেৰ শামকে দিয়ে দাও।

সকলেৰে স্থৰ্য উত্তিৰেছে, হৃষু পুত্ৰিয়েছে, সাখল বালকস
মাঠে যাইতেছে,—সেই হৃষোবৰ্ষ, সেই দুৰ্ম হোটা, সেই
মাঠে বিহার তাহার পূৰ্ব বাপিতে চাই না,—সেইৰানেই
তাহার তাহারেৰ শামেৰ সমে মিলিত হইতে চাহিতেছে,—
সেইৰানেই অসীমেৰ সংপৰ্কে কপট তাহার মেঘিতে
চাই না,—সেইৰানেই মাঠে ঘাটে ঘাটে দেখ পৰ্যতে অসীমেৰ
সমে আনন্দেৰ খেলোৱা তাহার মাঝে পৰাক দেখিলাই
তাহারা বাহিৰে হইয়া পড়িয়াছে—সূৰ্যে নৰ প্ৰের্যেৰ মধ্যে

নহ, তাহারেৰ উপকৰণ অতি সামৰণ—গীতভৰা ও
বনকুলেৰ শালাই তাহারেৰ সাজেৰ পক্ষে ঘৰ্য্যে—কেননা,
সৰ্বজনই বাহিৰে আনন্দেৰ পক্ষে কৰিব।

আমাৰ ত মনে হয় আমাৰ কান্ধচনার এই একটিভৰ্তা
পৰাক। সে পালাব নাম বেগোৱা যাইতে পালে সীমাৰ
মধ্যেই অসীমেৰ সহিত মিলন সাধনেৰ পালা। এই

ভাবটাকৈতে আমাৰ শেখে ব্যথন একটা ভূমি। এই ভূমি
গোপনীয় হৃষে হইয়া পৰি কৰিব।

তাহারেৰ পৰাকৰণ অতি সামৰণ—গীতভৰা ও
বনকুলেৰ শালাই তাহারেৰ সাজেৰ পক্ষে ঘৰ্য্যে—কেননা,
সৰ্বজনই বাহিৰে আনন্দেৰ পক্ষে কৰিব।

তাহারেৰ পৰাকৰণ অতি সামৰণ—গীতভৰা ও
বনকুলেৰ শালাই তাহারেৰ সাজেৰ পক্ষে ঘৰ্য্যে—কেননা,
সৰ্বজনই বাহিৰে আনন্দেৰ পক্ষে কৰিব।

কারোয়াৰ হইতে দিবিয়া আসাৰ কিছুকল পৰে
১১২০ সালে ২৪শ অগ্ৰহণে আমাৰ বিবাহ হয় তখন

আমাৰ ব্যথ ২২ বৎসৰ।

ছবি ও গান।

ছবি ও গান নাম ধৰিবা আমাৰ বে কৰিবাগুলি
বাহিৰে হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সমষ্টকাৰ লেখা।

তোৱিলিৰ নিউটোৰি সাকুৰিস্যোডেৰ একটা বালক,
বাড়িতে আসাৰ কালো কোনো মূল আছে কিনা,
এবং কাৰ্যাবৰণে প্ৰকৃতিৰ প্রতিশোধ-এর স্থান
নৈতিক আইডিয়া অসীমকাৰে কৰিব।

বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমাৰ ভাৱি
ভাল লাগিত, সে যেন আমাৰ কাছে বিচ্ছি গলৱে মত
হইত।

ନାମ ଜିନିହକେ ଦେଖିବାର ବେ ମୃତ ଶେଇ ମୃତ ଦେବ
ଆମକେ ପାଇଁଯା ବସିଯାଇଲି । ତଥନ ଏକଟି ଏକଟି ଦେବ
ବ୍ୟକ୍ତ ଛବିକେ କରନାର ଆଳୋକେ ଓ ମନେର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା
ବିରାଗ ଲେଇଯା ଦେଖିତାଣ । ଏକଏତି ବିଶେଷ ମୃତ ଏକ-
ଏକଟି ବିଶେଷ ରୂପ ରେଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ହିଁଟା ଆମାର ଚୋପେ
ପଢିଲି । ଏମିନ କରିଯା ନିଜେର ମନେ କରନାପରିବେଶରେ
ଛିପିଲି ମଧ୍ୟ ତୁଳିତ କରିଲା ମାତ୍ର । ମେ ଆମ
ବିଶେଷ ନୀର, ଏକଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତିତ ଝାର୍ଦ୍ଦିଲାର
ଅକାଙ୍କଳ । ଚୋପ ଦ୍ୱାରା ମନେର ବିନିଯତକେ ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା
ଚୋପେ ଦେଖାଇଲେ ଦେଖିଲେ ପାଇବାର ଇହ । ତୁଳ ଦ୍ୱାରା
ଛବି ଆକିଲେ ସବି ପାରିତାମ ତବ ପଟେର ଉପର ଦେଖା ଓ
ରେ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତଳ ମନେର ମୃତ ଓ ଶୁଣିକେ ବୀଧିରେ ରାଜିବାର
ଚଟେ କରିତାମ କିନ୍ତୁ ମେ ଉପାର୍ଥ ଆମାର ହାତେ ଛିଲ ନା ।
ଛିଲ କେବଳ କଥା ଓ ଛନ୍ଦ । ବିଷ ବଧାର ତୁଳିତ ତଥନ

স্পষ্ট রেখার টান বিতে পিখি নাই, তাই কেবলি রং
ছাঁচাইয়া পড়ত। তা হউক, তুম ছেলেরা যখন প্রথম
বর্ষের পর উপহার পর কুন্ত দেশ-ভেদে করিয়া
নামাচৰণ করে আঁকিবার চেষ্টা অঙ্গীর হইয়া
স্থানিক মেইনিন নববোধনের নামানু-
রঙের বাজীটা
মাঝে মাঝে পাইয়া আপন মনে
কেবলি রক্ষণ-বেরকম
ছবি
আঁকিবার চেষ্টা করিয়া লিঙ্গ কাটিয়াইয়ি।
এবং সেইসময়ে
মাঝে মাঝে
বাই বাই বছে
ব্যবস্থের সমে
এই ছিলাঙ্কনে কাজে
বিলাপ্তী
দেখিলে হত
হাইদের কাঁচা লাইন ও খালুসা
তরে ভিতর
স্বামো ও একটা কিঞ্চিৎ ছেহারা ঘুঁজিয়া পাওয়া
যাইতে পারে।

পুরুষেই লিখিয়াছি অভিত্বসন্ধীতে একটা পর্ক শেখ
ইয়াচে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আৱ

এক্ষেত্রক কৰিবা সুন্দর হইল। একটা ভিন্নদের আবস্তের অযোগ্যানে বিস্তৰ বালু থাকে। কাজ শত অশুম্প হইতে পাকা তত সেমসত সরিব পড়ে। এই নৃতন পালকে প্রথমের দিক বেধ করি বিস্তৰ বাজে ভিন্নদের থাকে। দেশগুলি যদি গাছের পাঞ্চ হইত তবে নিষ্ঠ সরিব হাতিত। কিন্তু বইয়ের পাঞ্চ ত অত সহজে করে

ତାହାର ଦିନ ଫୁରାଇଲେ ଓ ମେଟ୍ କିଯା ଥାଏ । ନିଭାନ୍ତ୍ରମାଯ୍ୟ ଜିନିବକେ ଓ ବିଶେଷ କରିଯା ଦେଖିବାର ଏକଟା ପାଳା ଛାଇ “ଚାରି ଓ ପାତା” ଓ କାହାର ପାଇଁ କାହାର

ମୁଣ୍ଡର ପାଦରେ କଥାକେତେ ଗଜିର କରିଯା ତୋଳେ ତେମିନ କୋଣେ
ଏକଟା ଶାଖାର ଉପଲବ୍ଧ ଲାହା ସେଇଟେ କହୁରଣ ରହେ
ଲାହାରେ ତାହାର ତୁଳାତ୍ମକ ମୋଟାନ କରିଯାର ହେବୁ ଛାଂ ବେଳେ
ନାହାନ୍ତି ହେବୁଛାଇଁ । ନା, ଠିକ୍ ତାହା ନାହିଁ । ନିଜେର ମନେର
ବାଟା ସଥିର ହୁବେ ବୀଧି ଥାକେ ତୁମର ବିଶ୍ଵାସିତରେ ଅଭିଭାବ
କଲ ଜୀବାଙ୍କା ହିତେ ଉଠିଲାଇଁ ତାହାତେ ଅଭ୍ୟବନ୍ଧ ତୋଳେ ।
ତେମିନ ଲେଖକେରେ ଚିତ୍ରରେ ଏକଟା ହୁର ଜୀବିତରେ ବସିଲାଇଁ
ହିରେ ବିଛୁଇ ତୁଳ ଛିଲ ନା । ଏକଏକଦିନ ହଠାତ୍ ଯାହା
କଥେ ଗଢ଼ି ଦେଖିବାର ତାହାରିଟ ମୁଁ ଆମାର ଆଧେର
କହିବାକୁ ହୁବେ ମିଳିଲେ । ହେଠ ଶିଖ ଦେମ ଧୂର ବାଲି
ଅଛିକ ଶାସ୍ତ୍ରକ ଯାହା ଖୁବି ତାହାଟି ଲାହା ଖେଲିଲେ ପାରେ
କହନାମ ତାହାର ମନେର ଭିତରେଇ ଖେଳ ଜୀବିତରେ ； ଦେ
ପାନ୍ଦରର ଅଭିଭାବରେ ଖୋଲାର ଅନନ୍ତ ବାରା ଅଗତରେ ଅନନ୍ତ-
ଅଳକାରେ ଯଜ୍ଞଭାବେଇ ଅଭିଭାବକ କରିଲେ ପାରେ, ଏହି ଅଭି
ଭିରାଇଁ ତାହାର ଆଧୋଜିନ ; ତେମିନ ଅଭିଭାବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା
ମାଦ୍ରାଦର ଯୋଗେର ଗାନ ନାମ ହୁବେ ଭାରିଯା ଉଠେ ତଥାନି
ମାଦ୍ରାଦ ଦେଇ ଯୋଗେ ବାରା ମଧ୍ୟ କରିଯା ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ଯେ,
ଯେବୀଗମ ହାଜାର ଲକ୍ଷ ତାର ନିଯା ହୁବେ ସେଥାମେ ବାବା
ଏମିନ ଆରଗାନ୍ତ ନାହିଁ—ତଥବ ଯାହା ଚୋଥେ ପଢ଼େ, ଯାହା
ତେବେ କାହେ ଆମେ ତାହାତେଇ ଆସନ ଭିରିଆ ଓଟେ, ଦୂରେ
ହେବୁ ନା ।

বালক ।

ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল-এর মাঝখানে বালক
দক একথানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওধির
৫ ফসল ফলাইয়া শীলসন্ধৰণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্ত কাগজ বিশেষ করিবার জন্য মেমোরোকুর্সিন বিশেষ আগ্রহ জনিয়াছিল। তাহার ছিল, হৃদীন্দন বলেন এভিত আমাদের বাড়ির ধালকগণ এই কাগজে আপন অপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু মুশ্যমান তাহারে লেখেন কাঁওজ চিপতে পারে না আমিনা নি সম্পর্ক হইয়া আমাদেকে রচনার ভার এহশ করিতে

হৰেন। দুই এক সংখ্যা “বালক” বাহিৰ হইবাৰ পৰ
একবাৰ দুইএকবিনেৰ জন্ম দেওথৈৰে বাজানাৰামৰ বালুকে
দেখিতে থাই। কলিকাতাৰ ফিরিবাৰ সময় বাজোৱাৰ
গাড়ভিতে ভিড় ছিল, ভাল কৱিয়া ঘূৰ হইতেছিল না,—
টিক চোখেৰ উপৰ আলো অলিভেছিল। মনে কৱিলাম
ঘূৰ যখন হইবেই না তখন এই স্থোগে বালক-এৰ জন্ম
একটা গৱ তাৰিখ রাখি। গৱ ভাৰিবাৰ বৰ্ষ টেকোৱাৰ
টানে গৱ আসিল না, সুল আসিল পড়িল; সপ্ত দেবিলাম,
কেনে এক মাসবেৰে সি ডিস উপৰ বলিল রক্তচিৰ দেখিয়া
একটি বালিকা অতত কৰলৈ বালুকৰাৰ মনে তাহার
বাপকে জিজামা কৰিছে—বাবা, এই ! এ মে বৰক !
বালিকাৰ এই কাঠৰতাৰ বাবাৰ বাপ অসুস্থ যথীত
হইবাৰ অথবা বাহিৰ রাখেৰ ভাল কৱিয়া কোমেডোতে তাৰ
প্ৰেমজনে কাপী পিতে ঢেকে কৰিছে—জিগোৱা উত্তিৰাই
মনে হইল, এটি আমাৰ পৰামৰ্শক গৱ ! এমন ঘোৰ-পাওণ্ডৰ
গৱ এবং অভাৱে আমাৰ আৰো আছে। এই স্বীকৃতিৰ
সমে হিপ্পোৰ বাজাৰ পোৰিবারামিৰেৰ পুৱাহুত শিশুইয়া
“সারাজি” গৱ মাদে মাদে দেখিতে লিখিতে বালক-এ বাহিৰ
কৰিবলৈ লাগিলাম।

তথ্যকর দিগন্বলি নির্ভাবনার দিন ছিল। তিনি আমার জীবনে কি আমার গঢ়েগতে কোনোভাবের অভিভাব আপনাকে একাধারে প্রকাশ করিতে চাই নাই। পথিকের মধ্যে তথ্য দেখি নাই, কেবল পথের ধারের দরজাটে আমি বিস্তা খালিকাম। পথ দিয়া নামা লোক নামা কামে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বৰ্ষা শৱে সমস্ত দুর প্রবাসের অতিথি মত অনাহত আমার ঘৰে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।—কিংবৎ শুধু কেবল শৱ এবং সমস্ত লইয়াইয়ে আমার কারবার ছিল না। আমার ছোট দরজাটে কর অঙ্গু মাঝে যে মাথে মাথে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সৌমা নাই; তাহার দেন সোনওড-চোকি—কোনো প্রাণের প্রাণের নাই দেবল তাসিগ দেউতাই। উহারই মধ্যে দই-অক্ষয়ক লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্ৰমে আমার ঘৰার অভদ্ৰপুর কৰিয়া গৈবাব অন্য নামা ছল কৰিয়া আমার কামে আসিত। কিংবৎ আমাকে কাকি মিতে কোনো কোশলেরই প্রাঞ্জনে আপনার ঝী আমার মাতা ছিলেন কাহার পাদাবলীতে থাইলৈক আমাৰ আবেগালাপনা হইবে। বলিল—একই হাসিলাক হইল, আপনি বিশ্বাস নাই কৰিয়াম, জোমাৰ বোপ দিব সামে ত সাকড়। ঝীৰ পাদাবলীক বলিয়া একটা জল চালাইয়া বিলাপ। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকাৰ বোধ কৰিল। কৰ্ম অভিযানৰ পদ্ধতিৰে জল হইতে অভি সহজে সে অৱে আসিয়া উঠোঁৰ হইল। কৰ্ম আমার ঘৰের একটা অশ্ব অধিবাসৰ কৰিয়া বৃক্ষাবৰ্ষিককে ডাঙাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সমস্তে সেই ধূমৰাশ যৰ কাহিড়া বিলাপ। কৰ্মেই অস্ত্যক শুল কৰেতে কিন্তু স্পষ্টকৰণে আশ্রম হইতে লাগিল তাহার আমা যে যাবি ধূল মন্ত্ৰের হৰ্ষণালী ছিল না। ইহোৰ পৰে পূৰ্বজোয়ের সজননালিকে বিশ্বিত এশৰ ব্যাপ্তিত বিশ্বাস কৰা আমার পক্ষেও কঠিন হৈলৈ উলিল। দেবলালৰ এ স্থবৰে আমার ঘাপি ব্যাপ্ত হইল পঞ্জিয়া। কেবল

ଚିଠି ପାଇଁଲାମ ଆମର ଗତଜୀମର ଏକଟ କହାନୀରେ
ହୋଗିଥାଏଇ ଅଛ ଆମର ଗୁଣ୍ଡାପ୍ରଧିନେ ହିସ୍ତାନେ ।
ଏଥିଥେ ଶ୍ରୀ ହିସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଟାନିତେ ହିସ୍ତ, ପ୍ରତିକେ ଲାଇୟ
ଅମେକ ତୁଳି ପାଇଁଲାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗତଜୀମର କହାନୀର
କୋନୋମହିତେ ଆମ ହୁଏ କରିବେ ମୁୟ ହିସ୍ତାମ ନା ।

ଏହିକେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହାଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମେ ଆଶାର
ବସୁଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଉଠିଲାଛେ । 'କଥାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଶାର ଦେଇ
ଦେରେ କୋଣେ ତିନି ଏବଂ ପ୍ରସବ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଜୁଟିଲେ ।
ଗାନେ ଏବଂ ଶାହିତ୍ୟାଳୋଚନାଯା ରାତ ହିଲୁଣ୍ଡା ଥାଇଲା । କୋଣେ
କୋଣେ ଦିନ, ଦିନରେ ଏବଂ ଏବଂ କରିବା କାହାଟି । ଆଶାର
କଥା, ମାହୁରେ ଆଶାର ବିଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ ଟା ସଥନ ନାମାନ୍ତରିକ
ହିଲିଲେ ପ୍ରତି ଓ ପରିପୃଷ୍ଠ ହିଲୁଣ୍ଡା ନା ଓତେ ତଥନ ଯେବେଳ ତାହାର
ଜୀବନଟା ବିନା ବ୍ୟାକାତେ ଶର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ମତ ଡାଯିରୀ ଚଲିଲା
ଏବଂ ଆଶାର ତଥନ ମେଲିଗଲା ଅବସଥା ।

ବକ୍ଷିମଚନ୍ଦ୍ର ।

ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୁର ମନେ ଆମାର ଆଗାମିପରେ ଘୃପାତ
ହେ । ତୀବ୍ରକିଷ୍ଣ ଏଥିମେ ଦେଖି ମେ ଅନେକ ଲିମେର କଥା ।
ତଥବନ ବଳିକାତା ବିଶ୍ୱିଭାଗରେ ପୂର୍ବାନ ଛାତ୍ରୋ ମିଶିଆ
ଏକି ବରିକି ସମ୍ମିଳିତ ଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଲେଣ । ଜ୍ଞାନାଥ

বহু মহাশয় তাহার প্রাণ উজ্জেল ছিলেন। বোধকরি
তিনি অশা কবিতাহিলেন মোনে এক দূর ভবিষ্যতে
আমিস তাহাদের এই সম্পদনীতে অবিকাশ শুভ করিতে
পারিব—সৈই ভৱাম্বাব আমাকেও মিলনহস্তে নি একটা
কবিতা পড়িবার ভাব দিয়াছিলেন। তখন তাহার যুবা
বয়স ছিল। মনে আছে, কফোনে গৃহস্থ ঘোষ কুরি
যুক্তকবিতার ইঁরেজি উর্জা প্রেমাদেনে স্বৰ পড়িবেন
এইসমস্ত কবিতা যুব উৎসাহের সহিত আমাদের
বাসিন্দি দেশগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিতায়ের
বৰ্ষিপার্বতের প্রেরণা সমৰ্পনী তরঙ্গাবৰী প্রতি তাহার
প্ৰেমোচ্ছসীলিত মে একমিন চৰুণাখ বাবুৰ প্ৰেম কবিতা
কুল ইহাতে পাঠকেরা দৃশ্যে দে, কেবল মে এক সময়ে
অনুমতি দাব যুবক ছিলেন তাহা নহে তথনকৰ সহজেই
কৃত অভ্যরকম ছিল।

ପେଟ ସଞ୍ଚିଲନ ସତ୍ତାର ଭିଡ଼େର ଖଧ୍ୟ ଯୁଗିତେ ଯୁଗିତେ ନାମା ବସ୍ତି

• ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା]

জীবন-স্মৃতি

দেখোন তাঁর বাসায় সহস্র করিয়া দেখা করিতে পথ অবলম্বন করিয়া একটি গম্ভীর ভাবেছে, স প্রকাশ দিয়েছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও করিয়াছি।

କେତେ କରିଲାମ, କିନ୍ତୁ ଫିରିଯା ଆସିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ
ଥିଲେ ହେଲେ ଏକଟା ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଫିରିଲାମ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ
ଦେ ନିର୍ଭାବରେ ଅର୍କାଟୀମ ମେଟେ ଅଭ୍ୟବ କରିଯା ଭାବିତେ
ଲାଗିଗଲାମ ଏମନ କରିଯା ବିନା ପହିଚାନେ ବିନା ଆହାମେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାହା ଆମିଲା ଡାଳେ କରି ନାହିଁ ।

ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ଆମ ବନ୍ଦି
ବୁଝୁ କାହେ ଆବାର ଏକବାର ସାହି କରିଯା ଯାତାପାତା
କରିତେ ଆରାଶ କରିଯାଇ । ତଥା ତିନି ଭାବାନୋଡ଼ିର ହାତେ
ଛାଇଟେ ବାଦ କରିଲେ । ବନ୍ଦିମୁଖୁର କାହେ ଯାଇତାମ ବେଳେ
କିନ୍ତୁ ବେଳେ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାତେ ନା । ଆବାର ତଥା

তাহার পরে যথে আরো কচু বড় হইয়াছিল; সে সমস্করণের লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা অসম পাইয়াছিল—কিন্তু সে আসন্নটা কিন্তু, ও কোনোভাবে পড়িয়ে তাহা ঠিকমত হির হইতেছিল না;—জন্ম জন্মে একটু ধার্তি পাইয়েছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট ঝিল ও অবকাশ পরিমাণে অবজ্ঞা ভঙ্গিত হইয়াছিল; তথনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বলিয়া ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়বন, কেহ এমাস্ন, কেহ জীর কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরও করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অগমান এবং আমার পক্ষে উপগমস্থলুণ ছিল; তখন আমি কলভাবার করি বলিয়া উপাধি পাইয়াছিল; তখন বিজ্ঞাও ছিলাম, ভীবনের অভিভূতা ও ছিল অল, তাই গত ক্লিনিকার বয়স, কথা বলিয়ার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত
আলোক জয়িয়া উচুক কিন্তু স্বাক্ষোকে কথা সরিত ন। এক
একবিন দেখিতাম সঙ্গীর বায়ু তারিখা অধিকার করিয়া
গঠিতহৈছে। তাহারে দেখিলে বড় খুন হইতাম
তিনি আলাপাণী শোক ছিলেন। গুরু করায় তাহার আনন্দ
ছিল এবং তাহার মৃখে গুরু নিন্দিতেও আনন্দ হইত
বাঁচারা তাহার প্রবক্ত পড়িয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই ইহা
লক্ষ করিয়াছেন সে সে লেখাগুলি কথা কহার অন্তর্ভুক্ত
আনন্দবেগেই পিণ্ডিত—চূপার অপরে আসে জন্মাইয়া
যাওয়া; এই শক্তাত্ত্ব অতি অসম সোকেরই আছে; তাহার
পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে সেখার মধ্যেও তেলিবে
অবশ্যে প্রকাশ করিয়ার শক্তি আরো কয় গোকের দেখিতে
পাওয়া যাব।

ପଞ୍ଚ ଧାରା ଲିଖିତାମ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ଭାବୁକୃତା
ଛିଲ ତାହାର ଚନ୍ଦେ ବେଳି, ଉତ୍ତରାଂ ତାହାକେ ଭାଲ ବିଶିଷ୍ଟ
ଗୋଲେ ଜୋର ଦିଲା ପ୍ରେଣ୍ସ କରା ଯାଇଥିଲା । ତଥବା ଆମର
ବୈଶ୍ୱରୀ ବ୍ୟବହାରେ ଦେଇ ଅର୍ଦ୍ଧଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଘଟେଥିଲା
ଛିଲ ବ୍ୟବ ବ୍ୟବ ଏବଂ ଭାବାଗତିକେ କରିବିଲେ ଏକଟା ତୁରାଯୀ
ବକମେର ପୌର୍ଣ୍ଣବିନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗାଳ
ହିତାର୍ଥିଲାମ, ବେଳ ସହଜ ମାହୁରେ ପ୍ରଶଂସନ ଆଚାର-
ଆଚାରରେମ ମଧ୍ୟେ ଯିବା ପୌର୍ଣ୍ଣାଳ୍ୟ କରିବିଲେ ମଧ୍ୟ
ଉଠିତେ ପାଇ ନାହିଁ ।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় “নবজীবন”
মাসিকপত্ৰ বাহিৰ কৰিয়াছেন—আমিও তাৰতে দুটা
একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্গিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধৰ্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অচার বাহির হইতেছে।

ଶ୍ରୀବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିତେଛିଲେନ ତାହାର ଉପରେ ତୁର୍କଚଢ଼ାମଣିର ଛାର୍ବା
ଦେ ନାହିଁ, କାରଙ୍ଗ ତାହା ଏକେବାରେଇ ଅସ୍ତ୍ରବ ଛିଲ ।

সমবেত-উপাসনার পক্ষপাতী। পরে অনেকগুলি হিন্দু-
সম্প্রদায় এই পক্ষতির অঙ্গসমূহ করে।

ମୁଲମାନଦ୍ୱେର ଆର ଏକଟି ଲଙ୍ଘ – ପିତୃଶାମନତଥେବ
ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା; ଏହି ପକ୍ଷକରିତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆରବଦିଗେର ସଭାବ-
ମିଳ ।

এই পক্ষতি হইতে অনেকগুলি ফল প্রস্তুত হয়।
পিতামহ কর্তৃপক্ষ—পুত্র ও পৌত্র, পিতা ও পিতামহের
আজ্ঞাজ্ঞানীয়তা হইতে। ক্ষম এই পরিবার বিস্তৃত হইতে,
বংশ ও শাখা জারিতে পরিগত হয়। এমন কি আজ্ঞাকর
দিলেও, আরব শাখাজারিগণ তাহাদের সর্দারকেই
মনিয়া চলে, তাহাদের উপর মুসলিমদের কর্তৃত নাম মাত্র।

ନାରୀଜୀବିତ ନିର୍ମିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା । ଆପଣଙ୍କରେ ଚାରିଟି
ଧର୍ମପଣ୍ଡିତ ଓ ହତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପପଣ୍ଡିତ ଏହି କରିଲେ ପାଇଁ,
ଏଇକଙ୍ଗ କୋର୍ଟମେ ଦିବି । ପଣ୍ଡିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାସ
କରିଲୁ, ଏବେ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ହିଲୁ ଯୁଗ ହିଲୁ ବାତିର
ହିଲୁ ନା, — ଏଇକଙ୍ଗ କୋର୍ଟମେ ଆବେଦନ । କିନ୍ତୁ ଆବେ-
ଦେଶେ ଏହି ପରିବିନ୍ଦେଖିମ୍ବନାମ୍ବିଧାରକଙ୍କ ପାଲିତ ହିଲୁ
ନା ; ଯଥାପରିବିନ୍ଦେଖି ହିଲୁ ଉଠିଲେ ପର, ତଥବା ଏଇକଙ୍ଗ
ନିର୍ମିଷ୍ଟ ଦେଶୀ କର୍ତ୍ତାବାଦ ହୁଏ ।

বিগ্নিয়ের পর, পারস্যদেশীয় শাসনের স্থায়, কালিক ও আরব-প্রধানদিগেরও অসংখ্য উপপত্তি ছিল। Cesiphon ও Byzancia উভদিগকে খেজা প্রদান করিত।

প্রিয়ামন করে নিয়ন্ত্রিত রাপ্তির জলি সমাপ্ত হয়।

বাকে :—
ব্যক্তি,—সম্বৰ্ভে ভাবে জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট, অভিভক্ত
সম্পত্তি, বৃক্ষগথের প্রতি অঙ্গাত্মক, আদব-কঠিনতা গাণ্ডীর,
আবৰ্ষণিগের বাহি অভীব প্রিয় সেই অতিথিসম্মতকর এবং
কোরামের আবিষ্ট সামর্থ্য।

মস্তবকট এইসকল উপরে, হিন্দুদিগের উপরে নানা-
প্রকার প্রভাব প্রস্তাব করিয়াছিল। আরবদিগের
প্রত্যাশনমতস্ত, আর্যসমাজের নিয়মপ্রক্রিতির সহিত সংজ্ঞে

ମିଶ୍ରା ସାଇବାର କଥା । ତୀଳୋକନିଗେର ଅବଧୋଷପ୍ରାୟ,
ହେଙ୍କପ ମୁଲାମାନିଗେର ମଧ୍ୟ, ସେଇଙ୍କପ ହିନ୍ଦୁନିଗେର ମଧ୍ୟ ଓ
ମହାରାଜ ; କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁର ଆକଳ ଛାଡ଼ା ଆର କାହାକେ ଓ

(১) কিন্তু বাধার-কেতে মুসলিমদর্শ একটি যাজক সম্প্রদার গঠন করিয়াছে। “উলেমা” (মুসলিমদের ডাকাত্য) খর্চালভেষণ।

ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଠମିଶ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଧିରେ; ଏତୋକାରେ, ଡାହାର ହୁଲାଭିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମସଜିଦର ଜଳ ନିଷିଦ୍ଧ କରେନ। ଆରାଗ୍ଯ ହୁଲାର ପାଇଁ ସଂତୃତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ବା ଶାଶ୍ଵତ ଏହ ପାଠ କରି ନିରିଖ; କିନ୍ତୁ କୋରାନ ପାଠ ରୀ ଓ ତ୍ୱରମ୍ବଦେ ଉତ୍ସବିତ୍ତ କରି ମୁମ୍ବମାନର ଅଧିକାର ହେବ।

মুস্তাম আজিদ (Jazyd) যিনি কোয়ে আত্মপূর্ণ ও কৃষিকলা প্রচারক ছিলেন। তার পুত্র আবু আব্দুল্লাহ আবাবিদ সাহাবী করিম, আবাবিদ কৃষি প্রচারক। যদি আবু আব্দুল্লাহ আবাবিদ সাহাবী কৃষি প্রচারক হয়ে তাহা হলো আবাবিদ সাহাবী কৃষি প্রচারক তো তারের জন্ম একটি কৃষি প্রচারক আবাবিদ। কিন্তু একটি কৃষি প্রচারক আবাবিদ এবং একটি কৃষি প্রচারক আবাবিদ হলো অন্য বিষয়। একটি কৃষি প্রচারক আবাবিদ হলো আবাবিদ কৃষি প্রচারক আবাবিদ এবং একটি কৃষি প্রচারক আবাবিদ হলো আবাবিদ কৃষি প্রচারক। যদি আবাবিদ কৃষি প্রচারক হয়ে তাহা হলো আবাবিদ কৃষি প্রচারক আবাবিদ।

²⁾ A. Von Kremer, Kulturgeschichte des Orients
P. 387)

তেমনই শায়াবাণী এ গণগঞ্জস্বরূপ তাহাতে সম্মেলন নাই। নাগ, অর্থাৎ-শব্দের অর্থ অধোমুখ। অবাটী কিন্তু সকল দশের লোকই এই ধর্ষ অবগতন করিতে পারে। নিম্নভূমি (lowland)।

এই ধর্ম, বৰ্ণভেদপ্ৰাণৰ স্থানে সমষ্ট-জনকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবাবে। অতিৰিক্ত বৰ্ণভেদপ্ৰাণৰ উচ্ছেসণস্থিমে এই
ধৰ্মই উপগ্ৰহী, এবং বৈকল্পিক যে কাৰ্যৈ সকল হয়
নাই; এই ধৰ্ম আৰাৰ সেই কাৰ্যৈ আৰাঞ্জ কৰিবলৈ অসমত
কৰিব।

ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନିତିବ୍ରିଲ୍ଲନାଥ ଠାକୁର ।

ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের পূর্বাভিমুখী পথ্যাত্মার নৃতন একটি প্রমাণ

(৫) পৃষ্ঠা দিকের আর এক নাম আছি। অ-উপসর্গের টান সম্বন্ধে বিকে ইহা খুঁট প্লট। তার মাঝী—গ্রাম্য কিমা সম্বন্ধে দিকে গমন ; প্রসারে কিমা সম্বন্ধিকে লব্ধিক করা। pro উপসর্গেরও প্রতিক্রিয়া টান - তার মাঝী

এই সবে আর একটি কথা আমার বক্তব্য এই যে, pro-উপসর্গ এবং ob-উপসর্গ ছোলে টান সন্ধুর দিকে। প্রতের কেবল এই যে, pro-উপসর্গের বিশেষ দ্রুত সন্ধুর প্রযৱিত কিয়ার প্রতি (যেমন proceed, progress,

(३) उत्तर की अर्थात् उग्र के अकल (किम् high-land—पर्वतीय दोषेश्च)। उत्तर विक्रमेर आर एक नाम उल्लेख। १० उपसर्वेश्वर टान उपराजिके इहां बला बुद्धिः । तार साक्षी—उत्तोग्नि किम् उग्राम तोला, देवम् इत्तोग्नेन ; उद्गम किम् उत्तरामिके निर्विमन—
वेसम् अज्ञाताम् ।

(8) দশিন্ত দুর্বল কিমা দক্ষিণ হস্তের বিন্দ। দক্ষিণ দিকের আবাস এক নাম অবশ্য। অব উপসর্গের টান নিরাপত্তিমূলে; তাঁর সাক্ষী—অবতরণ শব্দের অর্থ নাই

Occident শব্দের অর্থ ভাস্তো বল হইয়াছে এইরূপঃ—
Occiden(t)s=(ob, before)+(cadere, fall...)(ক)

* Century Dictionary edited by Professor W. D. Whitney of Yale University.

• ३४ संख्या १

५८

262

..... (গ) লাভ। আর আজ? বাড়িতে সেই পূজা, সেই পিতা;

পৰামুৰ্ব occident শব্দেৰ অৰ্থবৰ মথৰ ধাৰ্থৰ হইতে
 (ক-ইচিতে) তাহাৰ মাটে অৰ্থত (অ-অৰ্থত) কিম্বতে
 আসিল, অভিধাৰ থানায় তাহাৰ মৃত্যু হৈ কেনে। উজ্জ্বল
 নাই। ক-ৰ মধ্যদৰ্তী শুষ্ঠুনটিতে (গ-শুষ্ঠুনটিতে)
 যদি এই ভাবেৰ একটি কথা বসাইক্ষা দেখা যাব
 তাহাৰ অপৰাধেৰ বিচাৰ কৰিব। তাহাৰ দেৱেৰ ভাৰ
 মাধ্যম দ্বাৰা সহজে তথনি তাহাকে চলিয়া আসিতে
 পিতার আশেৰ হইল। হইবলম তাহাৰ দেৱীও সহ
 হইল না।

ক্ষেত্রে "ইহাতে প্রমাণ ইহাতেছে এই যে লাটিন, আর্থিক-
বিদের পথব্যাকরণে তাঁদের সম্মুখের পথ পরিচয় হয় ? নিজের প্রাদীপ্ত শাস্তি আহত ইহলেই শাস্তি আবশ্যিকে শতঙ্গ বলে অস্থা করিতে চাই।
আধুনিকতার পথে তাঁদের সম্মুখের পথ পরিচয় হয় ? নিজের প্রাদীপ্ত শাস্তি আহত ইহলেই শাস্তি আবশ্যিকে শতঙ্গ বলে অস্থা করিতে চাই।

ଶ୍ରୀ ଦିଜେନ୍଱ନାଥ ଠାକୁର

५८

ସଂପର୍କ ପରିଚୟ ।

ଅମ୍ବରନାଥ ଉଦ୍‌ଭାସ ଭାବେ କଲିକାତାଯ ଆସିଯା ପୌଛିଲ ।
ଅନାହାର, ଅନିଜ, ଭାବନା, ସବସୁଳା ମିଳିଯା ତାହାର ମନ୍ତ୍ରକ
ବିଶ୍ଵାଳ ଭାବେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଗେଲି ।

অমৃত হাবড়া হইতে গাঁজি বরিয়া বাসার অভিমুখে
চলিল। বড়বাজারের শাড়োহাটীদের দোকানে পোকিমে
কেশাচ্ছান্ননের ভিতরে তাহার দাখণ বেদন-চাকলা
দেখিয়াও কই অসন্মাং এখনে তাহার কর্তৃত্ব হিস করিয়া
উটিতে পারে নাই। মেই পিতা, পুত্রের অধীনে, ধাহার

ଦେଶ ଭାରତୀୟ ପାଦିଚିତ୍ର ଚାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତୀ ମହିତ୍ତର । ସାଥେ ସାଥେ ଅଭୟାସର ଓ ଭାଗ୍ୟବନ୍ଦର ବାରେ ବାରେ ମୟଳକଲମ, ଆରପ୍ଲାନ୍‌ଫେରର ମଳା ଓ ମଳା ବୃକ୍ଷ; କୋଣା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବା ସାମାଜିକେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭୟାସର ଚତୁର ପାହିତ୍ତର । ଅଭୟାସରେ ମେଳ ପଡ଼ିଛି, ହିଁ ତାହାରେ ହେଲି ହୁଏ ପୂର୍ବମଣ୍ଡଳ, ତାହାରେ ହେଲି ହୁଏ ପୂର୍ବମଣ୍ଡଳ, ତାହାରେ ହେଲି ଆନନ୍ଦମଣ୍ଡଳ । ପ୍ରସମ ହିତେ ଆଗନ୍ତ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରତି ପିତାର ହେଲି ସମେହ ବସାହାର, ତାହାରେ କେବଳ ମୟଳ ପ୍ରସଂଗ୍ରୂହ ଦୁଇ । ଶୈଶବରେ ଖେଳାଧାରୀ ମେଳ ପଢ଼ିଛିଛି । ପୂର୍ବ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରାର ମୁଁ ଆହାର, ଯିଜ୍ଞା ତାଗ, ମୟଳିଲ ଲାଇସ ମଧ୍ୟ ମେଳେ ପ୍ରତିଭାର ମୟଳିଲେ ବସିଥାର ତାହାର ଦୋଷକ୍ଷେତ୍ରର କରା, କୌଣ୍ସ କୌଣ୍ସ ପୋର୍ଟାରୋଡ଼ି କରିଯା ବେଦୋଇଯା ପିତାର ସମେହ ତିରହୁଟା ହେବେ ଆମେରେ ଉପର ମୟଳିଲ ଆଜିନିର୍ଦ୍ଦ ବାରିଯା ବାଲକ ଅଭୟାସରେ ମୁହଁ ଛୁଟିବାରେ ନିଜେରେ ଅନ୍ତିମ ତାହାକେ ବୁଝିତେ ଦେଇ ନାହିଁ; ଆଜ ଅଭୟାସରେ ମେଲେ ବୃକ୍ଷ ପିତା, ଅନ୍ତରେ ତେମନି ବ୍ୟେକିଲ, ତଥାପି ମେଲେ ପିତାକେ ଅନ୍ତିମ କରିବା ଅଭୟାସର ତାହାର ଏଥମକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଦୋହ-ପତକ ଡ୍ରାଇଟେ ତ କିମ୍ବାରୁ ପଶ୍ଚାତମ ନନ୍ଦ । ହା ! ଯୌବନମାଲାମୁକ କି ଅଭୟର ସାମନାର ନନ୍ଦ ? ତାହିଁ କି ଆଜିନର ମହିତ ମେହେ ଭାଗ୍ୟ ଭୁବନ୍ଦେ ଶୁଭ କରିଯା ଫେଲିଲା ଯିବା ନାକୀବନ-ନୁହେର ଦୂରେ, ଆଶାନୋକିତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାସର ନିମି ମହେର ମରକ କରିଲି ଉତ୍ସର୍କ ? କୀର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତିନିଧି ପାତା ଫେଲିଲା ଯିବା ନୂତନ ବସନ୍ତ ନୂତନ ଖାତର ନୂତନ

• ପଞ୍ଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଣୁ ଯେ କେବଳ ନୀତି ଗଢା, ତାହା ନହିଁ । ତାର ସାମ୍ବାଦୀ—Accident—AD+cident ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ବେ—“falls” (ଝଟିଲ) ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଲା । (ଆଜି ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସରରେ ଘଟିଲା) ।

শুলিতে হইলে সে পুরাতন খাতাখানা টানিয়া দেলিয়া
দেওয়ার বেশী প্রয়োজন?

অমরনাথ বাসার গিয়া পৌছিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে
উঠিয়াই দেখিল সন্মুখে হৃষ্ণ খি।

“আঁ: বাবু এসেছেন, বাবা গেল, এমন ভাবনা
হয়েছিল—”

“কেন বল দেবি? চাক কোথায়? সে ভাল আছে
তো?”

“ভাই ত বল্ছি বাবু, তাই যদি খাক্কে তবে আর
ভাবনা বল্ছি কেন?”

“কেন কি হ'য়েছে?”

“অর হচ্ছে আর কি। এমন মেয়ে কিন্তু বাপু
বাপের জন্মে দেখিনি। একি ঢাকা বাপু! শাখার
আনন্দাটা খোলা আছে তা হ'স নেট; রাতে না হয়
বক্ষ করবে তব কলম সকানে বক্ষ ক'রে রাখ, কি আমার
বল,—তা নয়, হ'লাস্তির দিয়ে লাগিয়ে অর হচ্ছে, যদি
ভেবে। হরেকে দিয়ে নরেশ ডাকারকে ডেকে আনন্দ,
গুরু দেখাও, আর আমি কি করব—”

“বাবু বাবু অর হচ্ছে তো? কেন অর হ'ল?”

“কলম হচ্ছে। ডাকার বলে অর এখনে ছান্নেনি।”

অমরনাথ বিশ্বপনবিহুকে চাকের শরমকক্ষে এবেশ
করিল। আরক্ষ সহে চুক্ষ সুবিহু চাক শুভায়া
বেখিতে লাগিল, ছাঁচ বৎসরে পুরুক্ষের বধা মনে পড়িয়া
গেল। এনি আরক্ষ সুখে সে অরের ঘোরে অচেতন
হইল সেই কৌর শুহের মণিন শ্যাম পঢ়িয়া ছিল। এগম
দেখিতে যে বসে তাহা অস্তের বক্ষে হইলেও সেই শান্ত এই

“পূর্ববিনোদ শত্রু ক'রে দাঁড়ালো এই পুরুক্ষে
বিশ্বপন শত্রু। বিশ্বপন সুজি আসে তো আমার
বলেন নয়। প্রিয়তম উত্তম সজিজ্ঞ শৃঙ্খল
পালনে কোমলতপ্রয়াস, বনমৃত্যুনে সজিজ্ঞ চাক। কিন্তু
মেই চাক কি হ'ইয়ার অপেক্ষ অনাগু, হইয়া অপেক্ষ অধিক
পুরুক্ষপ্রাণ্যাত্মা, অধিক সহায়ীনা ছিল? যে অমরনাথ-শক্তি-
কাত্তির অট্টেমুরু মাঝারু তাহার পার্শ্বে বসিয়া রুঝ

সুখবিহুর পানে ঢায়িয়া ছিল, সেই মেহ-কাত্তি দৃষ্টি
কি তাহাকে বিশ্ববিনোদের উপরে থান দান করে নাই? তিনি

কি জনিতেন তাহার মেহের ধন একজন নিঃস্পর্শ কাত্তোর-
কলম বিনারের সন্মুখে অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিনোদের জাহান দৃষ্টান্বিতে?

সে হ'চু করিলেই হ'ইকে পদবিস্তীর্ণ করিতে পারিবে?
অমরনাথের কচে জল আসিল। আবার মনে পড়িল,
কোথায় দে সুজু বনমৃত বনে সুটো শীতিক কি বিহুর
পঞ্জিত কে জানে? তাহারে হ'চুয়া এখন গোকামারে

আমিয়া নিয়াগুর বাড়ী হ'লেই কি তোমার পক্ষে সেজোরগা
সন্মুখে নিয়াগুর চাক? আমাদের বাড়ী হ'লেই তোমার
সেই আরও ভয়ের জাগামে?”

“ভয়ের জাগামা? কেন?”

“কেন? তুমি আমি দেখানে কত মোরী তা কি
বুঝতে পার না?”

বিশ্বপন কল্পিত মুচে চাক দীরে দীরে বালিশের উপরে
মাথা রাখিল। একটু দামিয়া ক্ষীণকর্ত গলিল, “আমি তো
বুঝতে পারছি না, তাঁকি আমার খুব বুক্বন?”

“বুক্বনে না হত ত। হয় ত বেশ আমুর ক'রেই
আরগু দেখেন।”

“তবে তাঁকিরে? তবে আমি যাব?”

“বেও। আমার সমষ্ট অপরাধ মাথাখ' ক'রে নিয়ে
দেখানে অপরাধিনীর মত পাক্কতে পারবে তো? আমার
পাশের প্রাণিচিত তুমি করতে পারবে তো চাক?”

“আমি বিছু বুক্বতে পার্চি না। বড়ত তা করছে
আগন্তন কথা শুনে। আপনি দেখানে খাক্কবেন তো?”

“আমি? মনত্বপ্রয়োগ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অরে
আবার বলিতে লাগিল “চাক, তুমি কি কিছু বুক্বতে
পার না? জগতের কচে এমন কুপ ও অবহেলা
পাঁচার জগতেই কি তুমি এমন হয়েছিমে? তুমি
আমার কে যে তোমার কাছে আমি ধোকা? আমি
হয় ত দেখানে বাক্সে ধোকা কিন্তু তোমার দেখানে
হাম হ'লে না, তোমাকে অঙ্গে কাছে তাঁড়িয়ে দেবার
জগতে তো দেখানে দিয়ে যাচি!” অমরনাথ সবেগে
চাকের নিকটত্বে হইয়া হই হাতে তাহার খুব দুলিয়া ধরিয়া
কল্পিতকাটে লাগিল “যেতে পারবে তো চাক? আমি মেরে
যাচি আমার বাঁচা—তুমি যেতে পারবে তো? তাহালে
বাবু আমার কথা করবেন, জগতের কচে আমি নিপৰণবৈ
হ'লে পারব? তুমি অজ্ঞকে দিয়ে করতে পারবে তো? অজ্ঞের ঘরে যেতে পারবে তো?”

আবেগলো টৈবং প্রশ্নিত হইলে অমরনাথ দেখিল চাক

“চাক গেলেই হ'বে। তোমার দেখানে যেতে আকলার
হচ্ছে চাক?”

“চাক গেলেই হ'বে। তোমার দেখানে যেতে আকলার
হচ্ছে চাক?”

“চাক গেলেই হ'বে। তোমার দেখানে যেতে আকলার
হচ্ছে চাক?”

ওয়ে সংখ্যা]

“হী।”

“কেন?”

“অপনাদের বাড়ী হ'লেই কি তোমার পক্ষে সেজোরগা

সন্মুখে নিয়াগুর চাক? আমাদের বাড়ী হ'লেই তোমার
সেই আরও ভয়ের জাগামে?”

“ভয়ের জাগামা? কেন?”

“কেন? তুমি আমি দেখানে কত মোরী তা কি
বুঝতে পার না?”

বিশ্বপন কল্পিত মুচে চাক দীরে দীরে বালিশের উপরে
মাথা রাখিল। একটু দামিয়া ক্ষীণকর্ত গলিল, “আমি তো
বুঝতে পারছি না, তাঁকি আমার খুব বুক্বন?”

“বুক্বনে না হত ত। হয় ত বেশ আমুর ক'রেই
আরগু দেখেন।”

“তবে তাঁকিরে? তবে আমি যাব?”

“বেও। আমার সমষ্ট অপরাধ মাথাখ' ক'রে নিয়ে
দেখানে অপরাধিনীর মত পাক্কতে পারবে তো? আমার
পাশের প্রাণিচিত তুমি করতে পারবে তো চাক?”

“আমি বিছু বুক্বতে পার্চি না। বড়ত তা করছে
আগন্তন কথা শুনে। আপনি দেখানে খাক্কবেন তো?”

“আমি? মনত্বপ্রয়োগ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অরে
আবার বলিতে লাগিল “চাক, তুমি কি কিছু বুক্বতে
পার না? জগতের কচে এমন কুপ ও অবহেলা
পাঁচার জগতেই কি তুমি এমন হয়েছিমে? তুমি
আমার কে যে তোমার কাছে আমি ধোকা? আমি
হয় ত দেখানে বাক্সে ধোকা কিন্তু তোমার দেখানে
হাম হ'লে না, তোমাকে অঙ্গে কাছে তাঁড়িয়ে দেবার
জগতে তো দেখানে দিয়ে যাচি!” অমরনাথ সবেগে

চাকের নিকটত্বে হইয়া হই হাতে তাহার খুব দুলিয়া ধরিয়া
কল্পিতকাটে লাগিল “যেতে পারবে তো চাক? আমি মেরে

যাচি আমার বাঁচা—তুমি যেতে পারবে তো? তাহালে
বাবু আমার কথা করবেন, জগতের কচে আমি নিপৰণবৈ

হ'লে পারব? তুমি অজ্ঞকে দিয়ে করতে পারবে তো? অজ্ঞের ঘরে যেতে পারবে তো?”

আবেগলো টৈবং প্রশ্নিত হইলে অমরনাথ দেখিল চাক

নিপৰণ আড়ত তাবে শব্দ্যার পড়িয়া আছে; চাহিয়া
আছে কিন্তু চুক্ষ স্পন্দনীয়, দক্ষের স্পন্দন সম্পর্ক নিষ্কর,
মাথার হাত দিয়া দেখিল অতি মুহূৰ বশিলীয় শব্দ

পড়িয়েছে।

“চাক—চাক—অমন ক'রে রাইলে কেন? তুম পেছেছে?

“চাক—চাক পারে তাহার পারে চাহিল।

“বড় কি ভয় পেছেছ?”

কেবে নিয়াস ত্যাগ করিয়া চাক শৌখিয়ে বলিল,

“বড় কি!—অরটা এখনো ছান্নেনি। একটু যুদ্ধো দে
বিৰি।”

বিশ্বপন করিয়া শুলিল “বাবু বাবু নামটো হৈবে তো? তুমি আবার
বাবু তা পাওয়ার নামটো নেই? তুমিহি বা কেমন দেব

বাপু, পুরু মাহু কিংবা এমন আপনি বলে? বোঝ ব্যৰ
নিতে হই। এস বাবা বাবে গো, আহা মুখ্য কুক্কিয়ে
গ্যাতো?”

আবার করিয়ার জন্ত অমরনাথ কক্ষ হইতে বাহিরে
যাওয়া মাত্র চাক ভার্তারের বাইরে উঠিল “আমার একলা
ধাতুকে বড়ত করছে; ফিকে একটু ডেকে দিন।”

অভ্যত্তপ্তাবে অমরনাথ তাহার নিকটে করিয়া আসিয়া
মাথার হাত দিয়া বলিল—“একলা কই চাক—এই তো
আমি এসেছি—তার কি। আমি বসে আছি—তুমি

“না আ আপনি খেতে থান।” বলিলো চাক বালিশে মুখ
নুকাইল। অমরনাথ নীরের বেসিয়া রাখিল।

বাবে চাকের অৱৰ ১০৫ ডিয়া উঠিল। যতনার
বালিকা টৈকার করিতে লাগিল। অমরনাথ সমষ্ট বাজি
বিনিয় নয়েন তাহার বস্তুকের নিকটে বেসিয়া মাথার বক্ষ ও
অ-ক্ষেত্রে কলেন নিকট করিল। যি সম্পৃতি বাজাইয়া আকৃক্ষণ্য

କୌଣସି ଉଡ଼ିତେଛିଲୁ “ଆମି ସାବ ନା—ଆମି ସାବ ନା—
ଯୁଦ୍ଧାଳି ବିଶ୍ୱରୂପ, ତଥା; ମାଙ୍ଗଳ ସର୍ବୀର ହେତୁ ରଥି ତାଙ୍କର
ତୁମର ଆମି ର'ରେ ସାବ ।”

ପ୍ରଭାତେ ଡାକ୍ତାର ଆମ୍ବିଗ୍ ଦେଖିଯା ବିଲିନେ, "ଏହି ଶୋଧ ହସ ରେମିଟେଟ କିବାରେ ଥାଏ । କାହା ଏଠା ତାଙ୍କ ବୋଲି ଥାଏ ନି; କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଶକ୍ତ କରେଛିଲାମ । ଆଜ ଦେଖି ଥାଏ ଆଶକ୍ତ କରେଛିଲାମ ତାହି ଘଟେଇ ।"

অৱ কমিল না। উত্তোলনৰ কুণ্ঠগণই প্ৰকাশ পাইতে লাগিল। অমৰনাথ দৈৰ্ঘ্যে পঞ্চকে পত পিলি— “চীৰখেয়ে, বিবাহ কৰা ভিৰ আভি আৰ উপলব্ধতাৰ মেধে না। আপনাৰ আদেশ রাখিতে পাৰিলাম না আৰি এমনি অধম। ইতি—চতুর্দশ অধ্যয়।”

এক মনে মেই সহস্রকষ্ঠাখিত পিচিত বাণগী শুনিছে। কঠিন পীড়িৰ পৰে যেন মাঝৰ অজ্ঞ অগত হইতে কিৰিয়া আসে, চারিদিকেৰ উৰেছিত অনন্দ বা হংখেৰ তৰঙ্গ কিছুই তাৎক্ষেতে পৰ্য কৰিবত পাৰে না, সে যেন এখন সে সকলেৰ অনেক উচ্চে বৃত্তিযোগে—সব কল্পনাজোড়ে

তারপরে অচেতন চাঁদৰ মাথা ধৰিয়া তুলিয়া বলিল
 “চাঁদ—চাঁদ—আমি কোথায় বাড়ী নিয়ে যাবোন—আম
 কোথাও যেতে হবে না, তুমি আমৰ, তুমি আমৰ কাছেই
 থাক ।”

অথচ পিছুয়ে ভাল দোধগম্য হয় না, কেবল অবহীন মৃষ্টিতে
 চাহিবা থাকে মাঝে ।

অমুনামথ মৃষ্টিমেন্দে দেখিয়া দেখিয়া বলিল—“এখন
 কেমন আমি চাঁদ ? কেন অসম কৰুণা না কে ?”

চাক তাহা কিছি শুনিতে পাইল না, মেঘের ঘোরে
অজ্ঞান, কিন্তু অবস্থার পিতৃকে পর্যবেক্ষণ দিয়া
নিশ্চিন্তভাবে তাহার শয়ার এক পথে পড়িয়া কহিল
পরে আজ একটু আরামে বুম্ভাইয়া শইল। আজ তাহার
মুখ হত্তে সমস্ত ডিমা সকল দ্বন্দ্ব কঢ়িয়া গেছে।

চতুর্দিশ দিন পরে চাকর জ্বর ত্যাগ হইল। বলকারক সেবেছি তো, — কিন্তু উঠলে মাথা ঘোরে।”

অম্বুলেন্স মহেশ চৰাকাৰী বৰকলা—“যে হৃষিৰ ছায়ে
পৰেছ। ভাল হ'ব তা কি আৰা আৰাৰ আৰা ছিল ?
কটা দিনোৱা কি ব'লি কোৰি কোৰি কোৰি কোৰি পৰিৱে

তারপরে বি ও হরি চাকর রাতে পালা কর্মে আগিবার চাকর অনেকক্ষণ পরে ভীত চক্ষু দুটি তাহার মুখে স্থির

ଭାର ଲଈଲେ ଅମ୍ର ଦୁଃ ଦିନ ସ୍ଥିର ସୁଧାଇଲ ଓ ତୁଳିଷ୍ମରିକ
ଆହାର କରିଲ । ଚାରିର ଯାହା ଶୁଣ୍ଟା ତାହା ସନ୍ତ କଥା
ବିଲାତେ ଗେଲେ ତାହାରୀ କରିଯାଇଲ । ଅମ୍ର କେବେ
କରିଯା କୌଣସିଟେ ବିଲି । “ଆମାର ତଥନ ମେଣ ହାତ ଆପନି
ମେଣ ଆମାର ଏକଳା ଫେଲେ ରେବେ ବୟାଢି ଚାଲେ ଗିଯେଛେମ ।
ତଥନ ଆପନି ଏଥାନେ ଛିଲେନ୍ ? ଯାନନି ?”

ନିଜେର ଚିତ୍କାର ଭାବ ମାଧ୍ୟମ ଲିଙ୍ଗା ଅନାହାର ଅନିଦ୍ରାଯ ଥାରୁ ସୁଧେର ପାଣେ ଚାହିଁବା ସିଂହ ଥାକିବ ମାତ୍ର । ଯାହାକେ କଥନୋ ନିଜେର ସତ୍ତ୍ଵ କରିବେ ହସ ନାହିଁ, ମେ ଅଞ୍ଚେର ସତ୍ତ୍ଵ କିମ୍ବାପେ ଶିଖିବେ ।

“କେବି ଚାକ ? ତୋମାର ସାରାମେ ଫେଲେ ଆମି ଚଳେ ଯାବ—ତୋମାର ଏବଂ ବିଷୟମ ହୁଁ ?”

“ତୁମ ଆମାର ଭାଇ ମନେ ହୁଅଛିଲ ।”

‘ଅମରନାଥ ଏକଟ ଶରୀର ଅନ୍ୟା ଭାଇର କୁଟୀର ହାତକାନି

କୁମେ ଚାକ ଅର ପଥ୍ର ପାଇଲି । ଦୈକାଳେ ଅଭିନାଶ ତାହାର କଙ୍କ ପିଲା ଦେଖିଲ ଚାକ ସଂଧାରେ ଉଠିଯା ଖୋଲି ବସନ୍ତପଥେ ନୌଜିଙ୍ଗ ଆକାଶର ପାନେ ଟାହିଲା ଆଛେ ।

३०४ संख्या]

“কেন লতা ?”

ଚାକ୍ ଚକିତ କଟେ ବସିଲ—“ମେଦିନ ଯେମନ ରାଗ କରେ-
ଛିଲେନ ଆରାର ସୁର ତେମନି କରେନ ।”

“বাগ ! বাগ না লাভ। তোমার ওপর বি বাগ হ'তে
পারে ? তবে নিজের ওপর হচ্ছিল। কেন আমি
হৃষ্ণলতার বকে নিজের কাছে বেগে তোমার তরুণ মনে
যে ছুল ধৰায় ছিল তাকে আরও দূর ক'রে তুচ্ছিল।
তথনি বাড়ী নিয়ে পাখার কাছে তোমার লিলে তুমি
কেন দিন আমার স্তুলে মেঠে, স্বীক' হ'তে। তা না
নিজের হৃষ্ণলতার চারি দিকে অশান্তির সৃষ্টি করলাম,
তোমাকে কতখনি কষ্ট করিয়া—তোমাকে তো মেঠেই
হচ্ছিলাম !”

“আপনি বাড়ী যান, আমার যেতে বড় ভয় করবে,
আমি যাব না।”

“এখনো তাই ভাৰ্ছ লতা ? আৰ আমি বাজি বাব
না, তোমাকেও ব্যেট হবে না।” শবি কৰমে বাবা আমুকে
তোমাকে এক সঙ্গে মাপ কৰেন তবেই যাব, নইলে ছজনে
এমনি সংকলনৰ পৰিয়াতক হ'য়ে স্থৰু প্ৰস্তুতিৰে হ'য়ে থাকব।
আপো সহজে পৰাপৰা কো ?”

“ଆମାର ଆର କୋଥାଓ ପାଠିଯେ ଦେବେଳ ନା ?”

“পাঠিয়ে দেবো ? চিরদিন আমাৰ কাছে এমনি ক’ৰে
বলা থ’ব।” বলিয়া অমৱনাথ চাকুকে বুকেৰ মধ্যে চাপিয়া
দিবিল।

ବିକ୍ରିକୁ ପରେ ଅମରନାଥ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ତେବେଳି ଅବସ୍ଥା
ବୁଝାଇଯା ପଡ଼ିଥାଏ । ହାତେ ହାତ ଛବାନି ତେବେଳି ବସି
ଗଭିର ହେବେ ଅମର ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତକେ ଚୁନ କରିଯା ଆଣେ ଆଣେ
ଦିଜିନାମ୍ ଶୋଟିଟିଆ ଦିଲ ।

একমাসের মধ্যে কার মস্তুর হস্ত হইয়া উঠিল। তাহার
পাঞ্জুর গঙে রক্তের স্বাক্ষর হইয়া দে ছাটকে আবার পুরুষের
মত কেবল লেজিত পোতার্মা ডরিয়া ঝুলিল। তাহার কুপ
চন্দুটাটো আবার পুরুষের মত মুন্দু হাসি ঝুলিয়া উঠিল।
সহজে একদিন প্রভাতে উঠিলে সন্ধিন তাহার বিবাহ।

বিশাহের পর সে বাসা ছাড়িয়া দিয়া অমরনাথ ভাল
একটা ক্ষুদ্র বাগানবাড়ী ভাঙা করিয়া তাহাদের খিলন-

ମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟାରୀତିକେ ଅବ୍ୟାହିତ କରିବା ଲୁଳିଲା । ଅଶ୍ଵାଷ
କର୍ମକୋଳାଳିଲ ଓ ଆନାଦୋନାର ମଧ୍ୟେ ଏ ନିର୍ଭୂତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା
ପ୍ରମ୍ବ ସେଣ ଆଶ୍ରମ ପାଇନା । ଚାରିଦିକ ହିତେ ଶ୍ରୀକିରଣାଠୀର
ମଧ୍ୟ ଆସିଯା ଥେବା ମୌର ମୌର ତଥାକେ ସମୟେ ସମୟେ
ପ୍ରସମ୍ପାନ୍ତରେ ଚିତ୍ତାନ୍ତେ ଲେଇଯା ଦେଲେ । ଏ କର୍ମଶିଳନଙ୍କ
ଅଭି ବେଳିଯା ଉପହାସ କରିବା କର୍ମର୍ଥ ତାହାର ସ୍ଵରମାନୀ
ବ୍ୟବସ୍ଥକେତେ ନିର୍ମୋହେ ସୁଧାଳମ ପ୍ରାଗକେ ଚାରିକିତ କରିବା
ଦେଇବା ଯଥ ; କୋଣାରକ୍ତ ସାମରତ ଅଭିବା ଆଛେ ତାହା ବ୍ୟା
କରିବା ଚକ୍ରର ଉପର ଆନନ୍ଦୀ ଦେଲେ । ସମୟେ ସମୟେ ଏକ-
ଏକ ଦିନରେ ଜାନିବାଯା ଦେଇ ଏମନ ସ୍ଵର୍ଗ ବିଲାପିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା
ତଥା ଉପଗୋଚି କରିବା ଘରେଟେ ବାହୀ ଆଛେ, ସମେତ
ତାହାର ଦୃଢ଼ ପୁଣ୍ୟନାଟି ଲେଇଯା ସମୟେ ଏମନ କୌଣ୍ସି
ଦିଗ୍ବିଜ୍ୟର ହାତ ହାଶିଯା ଉଠି ଯେ କର୍ମକୁଳ ଓ ଗଣ ଆଶ୍ରମ
ହିଂହା ଉଠି । ସମେତର ମଧ୍ୟେ ସଂସାର ବାଦ ବିଶାଖ ତୋ

କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥାନେ ? ଏଥାନେ ଶ୍ରୀନିନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଜଭ୍ରତ ନିମର୍ଗରେ ମସେ
ଏକ ହୁଅ ଛାଟା କେହି ଅଜ୍ଞ କେଣ କଥା ବେଳ ନା । ପିଲିରେର
ନିର୍ମଳଦେହ ଗର୍ବ ନିତାତ୍ତ୍ଵ ନିଷିଦ୍ଧ ତାବେ ସ୍ଵର୍ଗ ରାଜିଙ୍ଗି ଗାହିବା
ଉତ୍ତାନେମେ ପଚାତ ଦିନ୍ଯା ଦିବିସ ରଜନୀ ଏକ ତାବେଟି ଚଲିଯାଇଛେ ।
ଯାହା କୋଥାପାଇଁ ବ୍ୟାଧ ଯାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଗତିରେ ଶେର ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଜାବ
ଯାଏ ନା । ଦୟମର୍ମିତି ତରିହୀପି, ତାହାରେବେ କେଣ ଢକାନ୍ତି
ନାହିଁ । ପ୍ରଭାତେ ସଥିନ ତରମ ଦୟମ୍ପତୀ ଉତ୍ତାନେ ବେଳିଯାଇବେ ଦେଖି
ତଥବନ ହୁଇ ପାରେ ତାମ ଦୂର୍ଲଭମୁଦ୍ରା ପିଲିରେବିଲୁ ଅନେକଶଙ୍କି
ଏକତ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ବିନ୍ଦୀର ନାୟାରିତ ନିତେଜ ଶ୍ରୀକିରଣଦେ ଚାକର
ଅଭିମାନାଶ୍ର ମହିତ ଫଳ ସ୍ଵର୍ଗ କରିବିଲେ ଥାଏ । ପରିକାର
ଆକାଶେ ଉତ୍ତର ଶୋହିତଛ୍ଵା ତାହାର ତୁଳ କପୋଳେ
ତାବୀବେଗନ୍ତିନି ଯାହାର ମହି ମହି ମହି ମହି ମହି
ନିହାଜରାଜ ରୂପକଲିକାର୍ଣ୍ଣ ତାହାରେ ଯଥ ସମସ୍ତକୋଟିରେ
ନତ୍ୟରେ ପ୍ରାଗପରେ ଆଗମାର ଯୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ମୌରତୁରୁ କର
କରିଯା ରାଖେ, ସ୍ଵର୍ଗେ ଦୋଷାଗତତ୍ୱ ଉତ୍ସବ କର ଅନେକ
ତୋରିତ ତୋରିତ ତାହାରେ ସ୍ଵର୍ଗ ଥିଲେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଶାଶ୍ଵତର
ଶୋଭତ୍ୱ ପ୍ରେ ବ୍ୟବଧିତିର ମିଳନଶଙ୍କନେ ଦେବତ ଭାଗି
ଥାକେ ଯାଇ । ଶକ୍ତାନ ରାତେ ତାହାରେ ଆଲୋକିତ କରେ
ପେ ମିଳନ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

বৈকালে খোলা বারান্দায় একখানা 'লোহাসনের উপরে

চাক বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছিল। অমৱনাথ তখন নিবিষ্ট না ছি, কক্ষের মধ্যে কি কৃতিতেছিল। চাক জানিত এখন অমৱনাথ তাহাকে নিবিষ্ট না দেবিয়া বাহিনী আসিবে, তখন হইয়ে দেখো যাক।”

তখন ছাইজনে মালা প্রাণে নিষ্পত্ত হইল। উভয়েই প্রাপ্ত সমান শিশু, তবু অমৱনাথ বয়স-তাহি চাক ধূমাদা গাঢ়ীবৰ্ণ রক্ষা কৰিবার জন্য সম্মুখের উপরে গোলাপ গাছে তাহার সুচুম্ভূত কুঠিতির উপর মনোনিবেশ কৰিয়াছিল। মুগ্ধের অমৱনাথের সহিত তাহার বড় বৃংগটা হইয়া পিছিয়ে। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তথাপি অমৱনাথ আসিল না। চাক ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চুরি কৰিয়া পক্ষতাত্ত্ব উচ্ছুক ঘৰপথে গৃহমধ্যে দৃঢ়িপাত কৰিল কাহিকেও দেখে নেল না। তখন ধৰে বীৰে ঘৰের নিকটত্বে হইয়া গৃহের সন্তুষ্টা দেবিয়ার জন্য উকি দিল, তবু হইতেছিল যদি অমৱনাথ এখন কেনে গোণ হান হইতে বাহিব হইয়া তাহাকে দৰিয়া দেলে।

পক্ষতাত্ত্ব হইতে কে একৰাঙ্গ কুল কুল মাথার ও মুখের উপরে দেলিয়া দিল। চাক চৰকৰিত হইয়া দিয়িল। পক্ষতাত্ত্ব অমৱনাথ। অকৰ্ত্ত্ব আনন্দে সমস্ত মুখটা চাসিয়া উঠিল, রাগপ্ৰকাশ কৰা আৰ বটিল না।

“ঘৰের মধ্যে উকি দিয়ে কি দেখা হইল?”

“এওঁ: রাগ পচেনি বুঝি?”

চাক মুখ্যাদিনি তার কৰিয়া দিলিন “না।”

“দেখ কৃতগুলো কুল দুচোহি। এস হৰনে ছাঢ়া মালাপৰ্মা, দৰা ভাল হ'বে তাৰাই বিক্ষ, পৰা তাল হৰনে তাৰ হাৰ; সে আৰ আমাৰ ওগেৰে রাগ কৰতে পাৰে না।”

“আজ্ঞা দেশ। আমাৰ বিক্ষ ভাল কুলগুলো হিতে হ'বে।”

“বা: তা দেবমা। দীড়াও হচ হয়তো আনি। ভালগুলো চৰি কৰো না দেন।”

“আমি বুঝি চোৱ নো?”

“নৱত কি? বিশিষ্ট হাসিতে ইসিতে অমৱনাথ মুখ-মধ্যে প্ৰেশে কৰিয়া হচ সূত লইয়া আসিয়া হাসিয়া দিল—“আগে হ'তে মুখ ভাৰ কৰলে চলবেনা, মালা গাঢ়া চাই।”

“আমি বুঝি তাতেই ভাৰ পাচি? আমাৰ মালা নিষ্ঠ তোমাৰ দেঁচে তো ভাল হ'বে।”

তখন ছাইজনে মালা প্রাণে নিষ্পত্ত হইল। উভয়েই প্রাপ্ত সমান শিশু, তবু অমৱনাথ বয়স-তাহি চাক ধূমাদা গাঢ়ীবৰ্ণ রক্ষা কৰিবার জন্য সম্মুখের উপরে গোলাপ গাছে তাহার সুচুম্ভূত কুঠিতির উপর মনোনিবেশ কৰিয়াছিল। মুগ্ধের অমৱনাথের সহিত তাহার বড় বৃংগটা হইয়া পিছিয়ে। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল তথাপি অমৱনাথ আসিল না। চাক ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চুরি কৰিয়া পক্ষতাত্ত্ব উচ্ছুক ঘৰপথে গৃহমধ্যে দৃঢ়িপাত কৰিল কাহিকেও দেখে নেল না। তখন ধৰে বীৰে ঘৰের নিকটত্বে হইয়া হইয়া পিছিয়ে। বিক্ষ হইতেছে সেটা সহজে এড়া হইয়া চুলিতে থাকে, পৰ্যন্ত হয় না কাণেক পুলিয়া দেলিতে হয়। তখন বার খুলিতে পুলিতে পৰাইতে পৰাইতে খুলগুলি বেঁচিব তাগ মান ও ছিঁয় হইয়া যাব। অৰ্থ দুটা কাটিয়া গেল তথাপি চাকৰ সহজে আটিচির দেৰী ফুল পৰামো হইল না। অমৱনাথ মালাৰ মুখে এগি বিক্ষ হাতত্ত্বে বলিল—“এইবাৰ কাৰ জিত হ'ল? আৰ লাগবে আমাৰ সেৱে?”

মালাটা হাতে কৰিয়া লইয়া অমৱনাথ একৰাঙ্গ হাতিয়াৰে তাহার পানে চাহিয়া কি ভৱিল, তাঁপুৰে মুপ কৰিয়া চাকৰ মাথাৰ উপরে ফেলিল দিল। মালা মাথা গুলিয়া গুলাব পড়িল। চাক অভিযোগে মুখ অকৰ্ত্ত্ব কৰিয়া মালা পুলিয়া অমৱনাথৰ গোৱে দেলিয়া বিক্ষ দাইল “চাইলে?”

“হেৱে আৰমা উকি রাগ? চাইলে বই কি? ” দিয়া অমৱনাথ তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। তাৰপুৰে বাব হস্তে তাহাকে বেঠে কৰিয়া ধৰিয়া দৃঢ়িপাত কৰিয়ে হস্তে অনামৃত মালাটা পুলিয়া লইয়া দেলিয়া পোছিত কৰিবে চৰুন কৰিয়া দিল—“এই পাচি।”

“হাও আমি এ মালা নেব না।”

“কেন?”

“আমাৰটা তবে পোঁচে দাও।”

“কৃতক্ষণ ধৰে বৈ কঠে একটা গাঁথলাম, আৰমা? তুমি এইচেই নাও, তোমাৰ গাঁথা মেন ক'ৰে নাও।”

“তবে হাও আমি নেব না।”

“খুলে ফেল দিকিনি কত জোৰ আছে।”

উভয়ে টানাটৰিনি কৰিতে কৰিতে মালা গাঢ়টা চিৰিয়া গেল। অমৱনাথ হাসিয়া দিল—“বা: আপুৰ গেল।”

চাক অপ্রতিত হইয়া দেই ছেড়া মালাটাই অমৱনাথের গোলাৰ জড়াইয়া দিল।

ওঁৰ সংখ্যা]

এমন সময় উভয়ে বৰ্বৰসৌ পৰিচারিকাকে নিকটত্বে হইতে দেবিয়া সাথত হইয়া বলিল। তুমি আসিয়া অভিভাৰিকাৰ জ্ঞান পৰম গুণীয়া মুখে বলিল,—“না বোৰেও তো নৰ বাঢ়া, বৰে তুমি বেৰুক হও তাই আমি এতিমৰ কিছু বলিবি, বলি মৰকৰণে চলে যখন কোনো রোকে মাৰণ হইতে বাঢ়া গোপনীয়ত হৈলোক কেন তাৰ কৰি, এৰ পৰে আপনিই কিছু উপায় কৰবেই। তা বেলা কৰা ছাড়া তোমাৰে তো আৰ কিছু কৰতে দেবিয়ে। ও বাড়ী ধৰ্মতে ভঁড়ি চেন আসিয়া বাবে দিবিতেলৈ হৰিকে দিয়ে তা বেচিবে এতিমৰ তথ্য বৰ্ণন কৰিব।”

বেনোৰ স্থানে আৰাধা পাটিলে যেমন লোকে বিবৰণ মুখে শিখিয়া উচ্ছুক অমৱনাথ সেইটপ চমকিত হইয়া উঠিল, বিশেষে তাৰপুৰে সম্মুখে একধণ্ডা হওয়াৰ মে লজা সে মৰ্যে বৰ্ণে অভূত কৰিল। একধণ্ডা নুনিয়া চাকৰ মুখ পুলিত হইয়াছে চাহিয়া দেখিতেও তাহার সাহস হইল না, নতুন মুখে রহিল।

“হিৱিৰ কাৰে হনৰ বাঢ়া তুমি বড় লোকেৰ বাঢ়া, তা বাপ কি ধৰচৰণ দেব না? রাগাৰাগি কৰেছ বুঝি? তা অমৱন কৰ দৰ হৰ, হচো খোসামূৰ্তি কৰলৈছে তো আৰ নৰ?—”

“চূপ কৰ, চূপ কৰ বুঝি? বাবাতে আমাতো সাধাৰণেৰ মত রাগাৰাগি খোলামোৰে সংস্কৰণ নৰ। ও কথা নহ, তবে অৰ কৰি কেৱল উপায় ধৰে তো—”

“উপায় আৰ কি? বাপটা ছেলে একটা কিছু চাকৰী বাঁকৰী কৰলৈও ত হয়।”

“চাকৰী? আমি তো কিছুই জানিনা, মেডিকেল কলেজে আৰো দৰছৰ পঢ়েতে হত।”

“চেষ্টা কৰ বাঢ়া চেষ্টা কৰ, ঘৰে বসে থাকলৈ কি হয়?”

“তাহলে কল্পকাতা দেতে হয়। চাকৰ কাৰে কি ধৰ্মত্বে?”

“কেন আমাৰ রহেছি। আৰ, চাকৰী কৰলৈ কি দিবেৰাগি হামুৰ আপিসে ধৰেকে?”

“বাঢ়া দেবি ভেড়ে দিয়ে। তুমি এখন বাও।”

দিনি

বি চলিয়া গেল। অমৱনাথ কলেক পৰে চাকৰ পানে চাহিয়া দেৰিল, সে নত মুখে দীড়াইয়া পা বিয়া মাটা পুঁতিতেছে। তাহাকে নিবিষ্ট টানিয়া লইয়া অমৱনাথের বলিল “কি ভাৰ্তা চাক?”

চাক বিছুক্ষণ নীৰৰে ধৰায়ি বলিল—“তুমি একবাৰ বাবাৰ কাৰে বাঢ়া দেলে।”

অমৱনাথ কলেক ভাৰী বলিল—“বাবি না কৰা কৰেন? আৰ, আমিও কি তাৰ ওপৰ অভিনাম কৰতে পাৰি না?” তাৰপুৰে তাঙ্কাতাঙ্কি বলিল, “বি কিছি হইয়াছে চাহিয়া দেখিতেও তাহার সাহস হইল না, তুমি তাৰ কাৰে হেলেই হইতে তাৰ সে বাগ কৰে বাবে। তুমি তাৰ কাৰে হেলেই কৰ কাৰে কাৰে কাছে।”

অমৱনাথ কলেক ভাৰী দেবিয়া বলিল—“বি কি বি কৰে? বাবা তোমাৰ ওপৰ হ্য ত বাগ কৰেছেন এই তো বললৈ দে। বাবা তোমাৰ ওপৰ কেন বাগ কৰেছেন? কি এত দোষ কৰেছ তুমি?” বলিতে বলিতে চাকৰ গলাপৰ বৰ বুঝায়ি আপিল।

অমৱনাথ চাকৰে তাহাকে অপহৰণে গুৰুত্ব দৃঢ়াইতে ইচ্ছুক হইল না বা পিতা যে তাৰকে আৰ কৰিবাই হৈছে তাই হইল না। যে এত সৰল তাহার মৰে কেন আৰ গৱেষ মাথানো। অমৱন ঘৰে বলিল “আমি দৰি বিনকৃতকৰণ” জন্য বিশেষ বাঢ়া, কল্পকাতা চাকৰী কৰতে পাৰব না, তুমি ধৰ্মত্বে পৰাবৰে তো?”

চাক সত্ত্বে বলিল—“আমি এক ধৰতে পাৰবৰা, আমাৰ নৰে চলে চল।”

অমৱন একটু বিশ্বকিৰণ ঘৰে বলিল—“ক'বে তোমাৰ বৃক্ষ তকি হবে চাক? যাক এখনি যাচি না, তোমাৰ ভৱ নাই।”

চাক ভৱে সুচুম্ভূত হইয়া নতমুখে দীড়াইয়া রহিল।

ବଲିଲେନ “ହାଓ ମା, ଥେବେ କାମ ଆଦେଶସ୍ତୁଚକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବଧୁ କାମ ଧିର ପଦେ କଞ୍ଚାସ୍ତରେ ଚଲିଆ ଗେ ।

ହରନାଥବାସୁ ଚାକରକେ ଆଜି
ଆମେଶ ଦିଲିଆ ଶୟନ କରିଲେନ
ଚଲିଆ ଗେଲ ।

অস্কুকার কক্ষে শ্যাম উপর
ব্যথাসাধা উপসামনা করিলেও
গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
চতুরে উপর নিয়া মে কলের
ভাসিয়া চালিতেছিল। নিবেশে
গৌরীয়েরে, মে ভালবস্তি মধ্যে
বিদ্যার, শেষে সেই মেহেত্তিমার
বেহশুল্পলটির আর্থিক ঘেন চতুরে
উচিতভেক্ষণ। দেশের মেই
আহার সর্বশৈলীর তেজের কাটিবে
শ্যাম আগনীকে সম্পূর্ণ ময় মে
মেই স্বৰূপস্থ আজও ঘেন সর্কার
লাগিলেন।

ମହା ହୃଦ ଲିଖ୍ୟା ଏବନ ପ
ବା ଛନ୍ଦରେ ଦେଲା କୋଣ ଦିନ ତା
ଧୂରୀରୀ ସୁଛିରୀ ସ୍ୟତ ତାମ ମା
ଗନ୍ତୀର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ମା ଶଳ୍ପରୀ
କରିଯା ନିଜର ଦେନା ପାଞ୍ଚନ ନି
ଚାଲାଇଦିତେ, ଥଥାପି ମେଇ ନୂତନ
ତାହାକେ କୋଣ ମସମ ହାନିବାର
ଆନିବା, ମେଇ, କୌରିପାର ମସମ
ମୁହଁରକ କାହା ଅବଶ ହାତାପାର

তাৰ পৰে হৈন আসিতে লা
হিমোৰে কালচক্রেনিৰ আৰুৰ্ণল
এক প্ৰত্ৰথণ অকষ্টাঃ আৰি
আধাৎ কৰিল। মুহূৰ্ম তিনি
শিক্ষকে বঞ্চেৰ নিকটে টেনিগৱা
ছইজনে তাহাৰ স্থৰ দ্বিতীয়েৰ ভাগ
তিনি তাহাৰ একা, সেও তাৰ

বেদনার স্থিতিতে হরমানবাব
হইতে লাগিলেন। শেষে
আসিল। সে মিদ্রাটুকু
বাল্যস্থিতিময়।

ପ୍ରଭାତେ ଶୟାତ୍ୟାଗ କରି
କରିଲେନ । ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସଥାରୀର
ତୋହାର ଅସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜୀର ମୁଖେ
କରିଯା ସଥାକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରି
କାହାର ' ସହିତ ଭାଲ କରିଯା
ସମ୍ମତ ଦିନ ତୋହାର ସମ୍ମୁଖେ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ

সক্ষাকলে নিয়ম মত
হৃষির বাস্তু দেওয়ানকে
বধূ পাখা হতে শয়াগ্রাম
একটা কথাবাটার পর এ
না চাহিয়া একখানা ধরণে
বলিলেন—“আমি এখন কে
সম্ম রক্ষার জন্যে তাকে
উচিত।”

ଦେଖାନ କିମ୍ବକଣ ନୀରତି
ଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟୁକୁ ମାତ୍ର ଯଦି କହ
ତାର ପରେ ମେ ଆପନାର ମାନ
ମେ ପରେର କଥା ।”

“পরের কথা নয়। আমা
হয়ে নিতে হবে। বোমা, তো
না ক’রে স্পষ্ট কথা বল। ম

“না ? তাকে কিছু দে
বলবে আমি আশা করিনি !”

“ନା ବାବା, କ୍ଷମା ସିଦ୍ଧି
ମନେ କରଲେଇ ଆପନାର ପକ୍ଷେ
“ଓঃ—তাই ବଳ୍ଚ ?

ମେଘାନ ସଲିଆ ଉଠିଲେନ-
ଠିକ ହଜେ ନା ।”

ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର

“ଆମର ମତ ସାଥେରୁ ଟିକି ହାତେ, ଏ ଆମରାଇ ପକ୍ଷେ
ମୁହଁରେ !” ତାର ପରେ ବୁନ୍ଦି ପାନେ ଫିଲିଯା ବିଲୋନ—“କା,
ତୁମି ତାକେ କ୍ଷମା କରେଣ ପାର ? ବେଳେ ତୁମି ତାକେ
କରେଣ, ଏଥିନ ଆମିଓ ତାକେ କ୍ଷମା କରିଛି । କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା
ବିଲୋନ, ସଥାପନ ଯା ମଧ୍ୟ ତାକେ ଡୋମାଇ ବଲେଣ ହେବି ।”

ମୁଢ଼ପଦବିକ୍ଷେପେ ଶୁରୁମା କଙ୍କାନ୍ତରେ ଚଲିଯା ଗେଲା । ତାହାର
ବାଞ୍ଚକୁ କଟେ ‘ନା’ ଶବ୍ଦ ଚଲିଯା ଚଲିଯା ଉଠିଛେଲା ।

ପରିମିତ ଅଭିନ୍ନ ନାମେ ଦେଓନାମ ଏକଶତ ଟାଙ୍କା କଲି-
କାତାର ପ୍ରେସ କରିଲେଣ । ମିଳ ଟାଙ୍କେ ପରେ ତାହା
ଦେବତ ଆମ୍ବଲ । ଅଭିନ୍ନ ଇମ୍‌ପର୍ସନ୍ ଫେଲାଫାର ପଢ଼ାଇଲେ
ଏହି କହିଟ ତଥା ଲିଖିଲୁ ଦିଯାଛେ—“କାହା, ଆଗମାର ସେଇ
ଚିରମିଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରିବେ, ଆଗମିନ ଆମର ଜୀବ ସାରାଂଶ
ଏହି ବସେବାବେ କରାଇବାର ବୃତ୍ତିଆଛି । ଆଗମାନେ
ଧ୍ୟାନିବ, ଆମି କରାଇବାର ଅରୋଗ୍ୟ ।” ସଞ୍ଜଳ କଞ୍ଚେ ଦେଓନାମ
ପତ୍ରାବଳି କର୍ତ୍ତାର ହତେ ଦିଲେନ ।

তৎশঙ্গণ হরনাথবাবু এক টুকুরা কাগজে পিলিখি
দিলেন। “আমি জীবনের হরনথ মিত, আমার পৃষ্ঠ ভূমি,
ইহা সকলেই কোনে। কর্ণেষ্ঠ আমার সুরম কর্তৃপক্ষে
তোমার উপর নির্ভর করিছে। ভূমি কেন হেতু চাকরী
করিলে মে অগ্রহণ আবশ্যক পৌছিবে। অতুর ব্যক্তিমূল
না ভূমি তোমার অবস্থা সম্ভব করিতে পারিবে না তত্ত্বিক
তোমার পুরুষ কর্মসূল একশত টাকা মাসে মাসে যাইবে। এবং
ভূমি তাহা লইতে পাশ্চ। ইহা কেন তোমার সুরম আমার
অসু কেন স্বৰ্য নাই। টেক্টি, শৈৱনাম মিত!”

କ୍ରୟେକ ଦିନ ପରେ ହରାନ୍ଧାରୁ ଅମରନାଥେର ଏକଥିମ୍ ପତ୍ର
ପାଇଲେନ । ଆବେଳକମ୍ପିତ ହେଲେ ସୁଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେନ
“ଆମାର ସମ୍ମାନେର ଜ୍ଞାନ ଆମାର ମୁଣ୍ଡକେ ସେ ଶରୀରକାରୀ
ପ୍ରାଣ କରିଲେନ ତାହା ଆମି ମାଗୁଣ୍ୟ ତୁଳିଯା ଲାଇଲାମ
ଆମଗାର ମାତ୍ର ହେଲାଏ ଆମଗାର ଜ୍ଞାନକି ଆମି ଏଥେରେ

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ଧାରିନ୍ତି, ଇତି । ଅମର ।”
 ପଥନୀମି ସହବର ପାଠ କରିଯା ସଥରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମିକ୍‌ସମ୍ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟେ ତୁଳିଯା ରାଖିଲୁ ହରନାମବାବୁ ବହକଳେର ଶୁଣିଷ୍ଟ
 ଅଶ୍ଵତ୍ତ ଚକ୍ର ହିତେ ବ୍ୟା ବ୍ୟା ହୁଏ ଫୋଟୋ ଅଞ୍ଚ ମୁଦିଶ୍ଵର
 ମେଲିବେଳେ । (ଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ)

ଶ୍ରୀନିକୁପନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ ।

নিজের বিষয়ে নিজের কার্যের সবচেয়ে কিছু লিখিতে পেরে একবিংশ বৎসর অধিকিরণ প্রকাশ পার, অভিবেচে পাঠকের মনে নিকট তেমন 'বিজ্ঞাপন' মনে হত। কিন্তু এ বিষয়ে লিখিতে দমিতেও, দুর্বলিয়া লিখিলেও তাহাতে অভিবেচে প্রকাশের আশ্চর্য আছে। তা ছাড়া, বিষয়টা টিকে নিজের নয়। বাঙালি শব্দ বাঙালীর; তাহাতে কেবল তোমার আমার সবচেয়ে নাই। বিশেষত: সংজ্ঞিত-গ্রন্থিতে গত কয়েক বর্ষের পুঁজিকার্য আমার বাঙালি শব্দকোষের সঙ্গমের সংজ্ঞা দেখাল করিছেন। কেহ কেন ভাবিষ্যতে আমি রাঢ়ের প্রাণ-শব্দ সংগ্ৰহ কৰিতেছি সংগ্ৰহে কোঁচুলোৱা হৃষিকা঳কৰ্তনের শুধুই হইবে বাঙালি তামার ইতো সাধিত হইবে না। ইহারও একটা উত্তৰ আবশ্যিক।

ଆମର ବାପାଳା ଭାବୀ-ଚାରି ଇତିହାସ କୋଟକାର
ଇହାର ଆରମ୍ଭ ଖୋଲା; ଏଥର ବେଳେ ଗିଯା ଏମନ ଅବସ୍ଥା
ଦୀଢ଼ାଇଛାହେ ଯେ ଶ୍ଵତ୍ସର ମନେ ହିର୍ଷାରେ ଶେଷ ହିଲେ ବାିଚି
ଆମ ଦଶ ସଂସର ପୂର୍ବ କରନ୍ତି ତାବି ନାହିଁ, ବାପାଳା ଭାବୀ
ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଳେକ୍ଷମ କରିବେ ହିର୍ଷେ, କିଂବା
ବାପାଳା ଭାବୀ ଶିଖିବାର ବୋଗାତା ହିର୍ଷେ । ସର୍ବକାଳେ ଏକବିନ୍ଦୁ
ଅପରାହ୍ନ ଅନେକଙ୍କର ଧରିଯାଉଛି ହିର୍ଷିଲି, ନିତ୍ୟ ଦେଖ-ପଢ଼ି
ମନ ଗେଲେ । ଶିଖିତ-ନିରାଜ ହିର୍ଷେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟକୀୟାନ୍ତରୀ
ଠୀକର-ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରିତ୍ ଏକ-କାହିଁ କ୍ରିୟାପାଦରେ
ଚାହେ ପଢ଼ିଲ । ହି-ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇତେ ଉଲଟାଇତେ ମେଳେ
ହିଲେ ଆମ ଓ କ୍ରିୟାପାଦ ଆହେ । ତାମିକାର ମେଳେ ଅଭ୍ୟାସପାଦ
ଛିଲ ଏବେ ମୁନ୍ତନ କ୍ରିୟାପାଦ ମନେ ହିଲେ ତାମିକାର ଲିଖିତେ ହିର୍ଷେ
ବାପାଳା ଶବ୍ଦ ଏକତ୍ର କରିବେ ହିର୍ଷେ । ଯାହାରେ ଜୀବନ
ତାହାରେ ଲିଖିବେନ, ପରିଦର୍ଶର ମଞ୍ଚକରେ ଅଭ୍ୟାସର ପାଦ
କରିବେନ; ଆମି ଖୋଜିଲେ ମୁନ୍ତନ କ୍ରିୟାପାଦ ଲିଖିବେ
ବସିଲାମ । ଲିଖିବେ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ କଲମ ଚଲିଲ ନା
କ୍ରିୟାପାଦିଟା ଏହି ନା ଆହି? ବାନାନେ ହୈ ନୀଏ, ସ ନା ଶ

ইতামি সদেহে পড়িয়া ভবিলাম, যার কর্ম তারে শরে— বাঙালা অভিধানে আছে। প্রকৃতি-বাদে আধা পরিবর্তে কথটা সত। ইতিমধ্যে ভাবতের দুর্ভিল ও পদচন 'আউক' দেখা দেখিয়া কোবিকার কেন্দ্ৰে দেশের শব্দ লিখিয়াছেন। ইহার পর বাঙালা ছাপে অভিধান ব্যাকরণ ইহিতে সাহায্যের আশা হাতিয়া দিয়া শব্দশক্তি আবশ্যিক কৰিলাম। ইথিবন সংস্কৰণের আকৃষ্ণ পদচনে পদচনে মনে ইহিতে লাগিয়া আমার সরলিত শব্দের অনেকগুলু সংস্কৰণে অপৰাপ্ত। ফালোন সাহেবকৃত হিস্টোরি অভিধান পড়িয়া বাঙালাভাষার চিলিত যাবিনিক (আরো ফালো) শব্দগুলু চিনিতে পিলিলাম। অহুমান কৃষ্ণ: প্রথম ইহিতে লাগিল যে এককাল যে শব্দ 'দেশেশ' অর্থাৎ আৰ্যাভাসছৃঙ্খল না ইহায় প্রাচীন বালী অনুমানভাৱে ইহিতে প্রাপ্ত দেশিয়া রচিয়াছিল, যে 'শব্দ 'দেশেশ' নহে, সংস্কৃতসূক্ষ্ম। প্রকৃতিবাদে দেখা আছে বাপ শব্দ চুক্তি-ভাবা ইহিতে আমিয়াছে। কেবল প্রকৃতিবাদে নহে, যে অভিধানে বাঙালা শব্দের বৃংশত্ব-নির্মাণ আছে, তাহাতেই— 'দেশেশ' 'দেশেজ'—এই এক মন্ত্র শব্দলাভের 'কৰা' ইহিয়াছে। আমি শব্দের এই প্রকাৰ অবহা দেখিয়া একেবাবে বিশ্বাসীতি প্রকৃতি দৰিলাম। দৰিলাম, বাঙালা-ভাবার 'দেশেশ' শব্দ নাই। মেহেত শব্দটির মূল বৃত্তিতে পাগিতেছি না, কেন্তে সংস্কৃত শব্দের অবৈধে দেখে শুন ধাকিবে না, কত শব্দ জানা আছে, তাহাতও আনিতে পারা যাইবে না। আমাদের আনন্দে বিভাগ কৰিনা কৰিলাম, অবৈধ-কোবের বৰ্গের ভাৱ দৰিলাম। এখন শুন পাওয়া যাইছে, বানানের চিতাৰ নাই, ইহু সপ্তাহে প্রাপ্ত হাজাৰ শব্দ একত ইহল। গণিতা অক্ষয় ইলাম; এত শব্দ মাথাৰ ভিতত দৃক্ষীয়িছে, ছিল, আনিতাম না। অনেক শব্দ অক্ষয় ছাপে উঠে নাই। কেৱল দেখেলো আমে একবাবে শুনিয়াছি, দেখি সে শব্দ আমিনা উপৰাষ্ট! চিৰকাল প্ৰবাসী ইহায়ে ও আমাৰ মাহাত্ম্যবাচনে এত শব্দ—মূল শব্দ—মনে বাধা, না গলিলো বিশ্বাস ইহিত না। এইবাবে দেখা পৰে হয়, বাপা পদচনা ঘৰকে। পৰে শব্দগুলু গঢ়াইয়া অৰ্থ সাহিত্য-পৰিবৰ্তনে পৰিবৰ্তনীয় কৰিব নহ। তখন মেই বানান-সমস্তা পৰিকচৰনার কালও বৃত্তত: জানা আৰম্ভক হই। কৃত্তিবাদ ও কৃতিবৃক্ষ, বিশ্বাপতি চাহীদাস জননদাস কৃষ্ণবাস পড়িলাম। সব সৰানানভাৱে পদচন পাই নাই। কৃত্তিবাদ অভিধান দৰিলাম। আমাৰ সকলিত শব্দেৰ অত্যন্ত শব্দ

ও কৃতিবৃক্ষ পড়িতেই তিনবাব লাগিয়াছিল। এই সময় সাহিত্য-পৰিবৰ্তন ইহিতে মাধ্যিক গান্ধীৰ ধৰ্মবৰ্তন প্ৰচাৰিত হয়। ইহার ভূমিকায় দেখা ছিল এই ধৰ্মবৰ্তন প্ৰাপ্ত ভিত্তিশত বৎসৱের পূৰ্বাব। ইহু এক পৃষ্ঠা পড়িতেই না পড়িয়ে ভূমিকাৰ ভূল বৃত্তিতে পাগিলাম। কিছু দিন পৰে পৰিবৰ্তন ইহিতে প্ৰকাশিত শূণ্যপূৰ্ব পাগিলাম। বলা বাধ্য তাহা আটান বলিয়া দিশেৰ কৰিবা পড়িতে ইহিয়াছে। এই সব প্ৰাতান পৃষ্ঠক ইহিতে শব্দ সংগ্ৰহ কৰিবিতে কৰিবলৈ দেখে শব্দ বাড়িতে লাগিল।

শব্দেৰ বৰ্তমান উচ্চারণ এবং স্থানবিশেষে বৃংশত্ব-প্ৰাপ্তি—চুই-ই শিক্ষা কৰা আৰম্ভক। শব্দেৰ বৃংশত্বিতি নিৰ্বাচন পৰে বিভিন্ন স্থানীয় বৃংশত্ব আলোচনার ফল আছে। তথ্যেৰ বিষয়, এই পথ 'দেশেশ' নহে, সংস্কৃতসূক্ষ্ম। প্ৰকৃতিবাদে দেখা আছে বাপ শব্দ চুক্তি-ভাবা ইহিতে আমিয়াছে। কেবল প্ৰকৃতিবাদে নহে, যে অভিধানে বাঙালা শব্দেৰ বৃংশত্ব-নিৰ্মাণ আছে, তাহাতেই— 'দেশেশ' 'দেশেজ'—এই এক মন্ত্র শব্দলাভেৰ 'কৰা' ইহিয়াছে। আমি শব্দেৰ এই প্ৰকাৰ অবহা দেখিয়া একেবাবে বিশ্বাসীতি প্রকৃতি দৰিলাম। দৰিলাম, বাঙালা-ভাবার 'দেশেশ' শব্দ নাই। মেহেত শব্দটিৰ মূল বৃত্তিতে পাগিতেছি না, কেন্তে সংশ্লিষ্ট নিজেৰ ইচ্ছাভৰণ বানান দিয়াছেন। একই শব্দ বিভিন্নবাবন-তেৱে বিভিন্নভাৱে চৰে থাব। শব্দেৰ ধৰণিভাৱত আংশক। প্ৰচলিত বানানেৰ সতত মিলিয়া পিলিয়া পাঠকৰণেৰ বৃংশত্বৰ হৱিবা হয় বটে; কিন্তু মনে মেহে উচ্চারণ জানিতে না পাইলৈ সংশ্লিষ্টকৰণে নিজেৰ পৰিকল্পনাৰ পৰিমাণ পোজা যাব না। আৰম্ভ এক কথা, বৰ্ণহৃষুকৰ শব্দভালিকা না কৰিয়া বৰ্ণহৃষুকৰ কৰিলৈ জানিয়া শব্দ শৈলী পাওয়া যাব।

শব্দেৰ মূল ধৰিবাৰ পক্ষে সংস্কৃত-প্ৰাকৃত ভাবাব যাকৰণশীকৰণ অভ্যন্তৰক। যে স-প্ৰাকৃতভাবাব বস্তুমে প্ৰচলিত ছিল, ঠিক তাহার ব্যাকৰণ নাই। তথাপি দেশেৰ স-প্ৰাকৃতভাবাব মধ্যে কৰক মাঝ ছিল দেশিয়া এক শব্দেৰ উচ্চারণে প্ৰাচীনবৃপ্তেৰ চৰি 'অস্তা' প্ৰত্যৰূপ আছে। গোটাৰ দেশে না গলে সংশ্লিষ্ট পোজা যাব না। এই হেতু কৰকেৰাবাব আমাৰ উচ্চারণ বলি, তাহা প্ৰাচীন প্ৰকৃতি শব্দ 'গো' 'অস্তু' 'প্ৰাচীন' প্ৰত্যৰূপ ভাবিবা দ্বাৰা কৰৱেন, তাহার বাপা পৰিবৰ্তন-কৰণ পৰিবৰ্তন কৰিব। এই অংশে পৰে পৰে রচিত পৃষ্ঠক পঞ্জীয়ে ভাবাৰ পৰিবৰ্তন-কৰণ পৰিবৰ্তন কৰাৰ বাপা আছে। এই কৰণে পৰে বিষয় আৰম্ভ হাতিয়া দিয়া হৈল। শব্দগুলু ভাবাৰ সংস্কৃত আৰম্ভ দেখিবা অস-সংস্কৃত হয়েন। শব্দেৰ বানানেৰ সংস্কৃত আৰক্ষাৰ দেখাইয়া আজেৰ চৰে শুলিয়িকেৰে কৰিত নাই। বাঙালাভাবাব অৰ্থ

হয় না, অ আ বৰ্ণহৃত্যে শব্দবিজ্ঞান হচ্ছে হইল। আস্তর্ণ
এই, অগ্র পুস্তকের ঘটা লিখিতে যে উপর ধরিয়াছি, তাহা
মনে হইল না, শব্দের অঙ্গল পরিকার করিতে বসিলাম।

বাধা পাঠা কেলিয়া খোলা আ-বাধা খণ্ড খণ্ড
কাগজ লাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক সময়
অ-বাসামায়েক কুসুম কুসুম বাগামে এইধূপ দোর পথে
পুরুত্ব হয়, জানা উপর সুন্দর আবিকার করিতে হয়।

যখন কুল পাইয়াছি, তখন পূর্ব হইল বেন্দুসমূহ সাহেব
তাহার এক বিহেতে এইধূপ খণ্ড কাগজে শব্দ
লিখিতে উপদেশ করিয়াছেন। এখনও আমার টেবিলের
এক পাশে এক গাঢ়া কাটা কাগজ আছে, যখন কেন্দ্ৰ
শব্দ মনে আসে বিহো কেন্দ্ৰটা বৃংগতি মনে আসে
অমনই তাহা দেখা হইয়া আম এক পাশে পড়ে। অবসর
হইলে দেখা কাগজগুলা গৱে গৱে গুছাইতে অধিক সময়
লাগে না। এখনেও একটা কুসুম কথা পিলিখার আছে।
কাগজ অনেক হইলে ধূমাদুনে ব্যাহিতে সময় লাগে।
শব্দের আঙ্গুলের দেখিবে প্রথমে বর্ণে ভাগ, তার পর
অক্ষরের প্রথমের দেখিবে পরে পরে ভাগ করিবার পর ব্যব
হৃনে আমা সহজ হয়। টেকিন্স শেখের জান, মন্ত
জান। যাইহার কোষ-সমানুসূতি কর্ম করী হইয়াছেন,
আমার এই কাহিনী শুনিব হৃত তাহারা হাসিমে।
হইয়ার উপর যথম শুনিবেন যাবতীয় কর্ম নিয়ে করিতে
হইয়াছে ও হইতেছে, পিলিখার নিযুক্ত করিয়া আম
ছনা হইয়াছে, তখন হতৎ গভীরভাবে এ কর্ম ভাগ
করিতে পরামর্শ দিবেন। পিলিখারের অপরাধ নাই;
একবিনে একবাসে এক বৎসরে যাহা সিদ্ধ হয় নাই,
তাহা হই দশটা মৌখিক উপদেশে কোথায় হইবে।

কোথের নিমিত্ত উল্লিখিত চৰ্যাবিদ্য সুন্দর পৰ্যাপ্ত হয়
না। মূলের সহিত বাঙালা শব্দের অর্থের সাময় না
হইলে মূলনির্বাপ সম্ভব হয়। শব্দশিক্ষার হাতাহায়ের
মূল আসিল, কিন্তু বাঙালা শব্দের অর্থ দুটা থাকিল, এনেও
বাটিয়াতে। এ রকম ঘলে আম এক হত পাইয়াছি।
দেখা যাব, মেশবের অহুধূপ শব্দ অজ্ঞ তিনি তামাতে
নাই, তখন পুরুত্বে হয়, মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থ-সম্পদামূলে
বাঙালা শব্দের অর্থ আসিয়াছে।

এই পৰ্যাপ্তি কুদের সৃষ্টি শেওয়া যাইতেছে। বথ,
(১) অংগ-তলা একটা শব্দ আছে। অর্থ, ঘরের হাতাহ
তলা। সংস্কৃত মূল কি? অংগ-তলা উচ্চারণ হইতে
পুরুত্বে, অংগ শব্দের সংক্ষেপে অং। ঘরের বিশ্রাম পুরুত্বে
হইতে পারে। অতএব শব্দটি অলি হইতে পারে। কিন্তু
সংস্কৃত অলি শব্দের অর্থ গোলা হইতে ভিন্ন। অতএব
সংস্কৃত শব্দের ছই এক বৰ্ণ লুপ হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত
কোথে দেখি, বলীক শব্দের অর্থ ঘরের চালের প্রাপ্ত
(থথ, অমেরে, বলীক নৌকে পটলপ্রাপ্তে)। শব্দশিক্ষায়
পাইয়াছি ব ক লুপ হইতে পারে। অতএব সং বলীক
হইতে বা* অলি অইল—ইহা নিম্নেসহে বলা যাইতে
পারে। ঘটনাক্রমে ওভিয়া ও হিনোতে অহুধূপ শব্দ
আছে। ও-তে উলী, ও-তে ওলী শব্দের অর্থ
বা* অলিতলা। অতএব আমার কোথে অলিতলা শব্দ
মূল, অলতলা সংক্ষিপ্ত কিবিবা ছাইত হইয়াছে।
(২) আমারা ইচ্ছে করি। শব্দটা ধারণিক কিংবা মোছ
মহে। হইয়ার অহুধূপ শব্দ অজ্ঞ তামাত নাই।
প্রথম এই, যদি শব্দটা সংস্কৃত হইতে আসিয়া থাকে,
তবে তে সংস্কৃত শব্দটা কি হইতে পারে? ইচ্ছে—
শব্দের ডু মুশ্লের উচ্চারণের বৰ্ণ হইতে পারে। ইচ্ছে,
ইচ্ছে, ইচ্ছে ইচ্ছাপি সংস্কৃত শব্দ নাই। ত স্থানে চ
হইয়ে পারে। ইচ্ছে, ইচ্ছে ইচ্ছাপি শব্দও নাই। হ্যত
তই একটা বৰ্ণ লুপ হইয়াছে। সংস্কৃতকোথে দেখি
ইচ্ছেক, ইচ্ছেক শব্দ আছে, অর্থ বিষয়। ইহা
হইতে অর্থ ওকড়া গাছ। এখন মনে হইল ওকড়া
ফলের গায়ে দেখন কাঁচা কাঁচা আছে, কাঁচা কাঁচালের
গায়েও দেখন আছে। এই হেতু ইচ্ছেক হইতে ইচ্ছে
নাম আসিয়া থাকিবে। শব্দশিক্ষায় দেখিতে পাই, ত
স্থানে চ হইতে পারে, ক লুপ হইতে পারে। অতএব
সং ইচ্ছেক হইতে বা* ইচ্ছে শব্দ আসিয়াছে। (৩) একটা
শব্দ, (বাদের প্রাপ উচ্চারণে) এবড়া-চেঁড়ো আছে।
ইচ্ছের সংস্কৃত মূল কি? দেখা যাব, অনেক শব্দের আগ আ
বাটীয়ে বিকারে এ হইয়া পিলাবে। বাটীয়ে কে রাতে ঘোল
খেজুল, মুচুকে বলে বুঁড়ো। অতএব শব্দটা আকুল-ওকুল
হইতে পারে। শেবের চ সং শব্দের অবঙ্গ নাই। টেবি

হইতে আলি প্রভৃতি পৌকাৰ কৰিয়া কোথে আল+পানি—
আমানি—আমানি ধৰিয়াছি। (৪) সময়ে সময়ে বাঙালা
শব্দের শব্দের আত আ সামুতমূলে প্রাই অ থাকে, এবং
অলিকাখ স্থলে সংস্কৃত শব্দের ছিটীয়ে বৰ্ণ সংস্কৃতৰ থাকে।

ও-তে আকুল-ওকুল আছে, হিঁ-তে উবড়া-থাবড়।
অতএব মূল সংস্কৃত হইতে আৰুড়া এবং সু-ধূৰ্বল হইতে আৰুড়া
এবং সু-ধূৰ্বল হইতে পারে। কিন্তু অলি শব্দের অর্থ গোলা হইতে ভিন্ন।
অর্থে সংস্কৃত শব্দের ছই এক বৰ্ণ লুপ হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত
কোথে দেখি, বলীক শব্দের অর্থ ঘরের চালের প্রাপ্ত
(থথ, অমেরে, বলীক নৌকে পটলপ্রাপ্তে)। শব্দশিক্ষায়
পাইয়াছি ব ক লুপ হইতে পারে। অতএব সং বলীক
হইতে বা* অলি পাইল-ইচে হইতে পারে। অর্থে
মুল লিখিলে শব্দটা পুরু হয়, এবং অৱেলে রাতের উচ্চারণ
পাওয়া যাব। (৫) আমার সময়ে সময়ে ঘৰটে পড়ি।
ঘৰটের সং মূল কি? ঘৰটের পাই-পুঁপ ঝঁঝট।
ব স্থানে ক হইতে পারে এবং ক কথন কথনত ঘৰট
শব্দও শুনিতে পওয়া যাব। অতএব শব্দটা ঘৰট ধৰা
গো। সং-তে ঘৰট-বাপ শব্দ আছে। ব লুপ হইতে
পারে, এবং ত স্থানে ত আসি আবি বিচি ন যি। অতএব সং
মূল ঘৰটারটা কি? ঘৰটের পাই-পুঁপ ঝঁঝট।
ব স্থানে ক হইতে পারে এবং ক কথন কথনত ঘৰট
শব্দও শুনিতে পওয়া যাব। অতএব শব্দটা ঘৰট ধৰা
গো। (৬) একটা কেন্দ্ৰ-কেন্দ্ৰ শব্দ হইল ই দিত হইতেছে।
যেমন গুঁড়া—গুঁড়ী, গুঁটা—গুঁটী বানান না কৰিয়া গুঁড়ি,
গুঁল (সহচ) লিখিতে হইতেছে। এইধূপ, যাজেন হৃক
না হইলে ই বসে, যেমন কলিকাতাই, রেঁকো। তুলনা
কৰ, সে, বাঁ, বাঁ।

কোথের ধাবতীয় শব্দ মৃষ্টাপের মতন কঠিন নহে।
অনেক শব্দ সোজা; অনেক শব্দ এমন কঠিন যে মুল
অভ্যন্তর করিতে পারিলেও প্রমাণভাবে নিম্নেসহে হইতে
পারি নাই। যে শব্দের প্রাচীন পুরু, বিভিন্ন স্থানের
বিকার, কিংবা অজ্ঞ তিনি তামার অহুধূপ পাই নাই, সে
শব্দের মুল নির্বাচে সম্ভবে বৰিবা পিলাবে। অবজ্ঞ কোথে
প্রত্যক্ষ শব্দের প্রথমের বৃংগতিচিহ্ন সন্তুষ্পণ নহে। কিন্তু
একবার অবসরিত কৃত হস্তযন্ত্রে হস্তে সহজ শব্দ সেই
কুমের অবসরিত দেখা যাইবে।

বাঙালা-শব্দকোষ—যাহা চাপা হইতেছে—সে সবকে
সাধাৰণের একটা ভাসি হইয়াছে। এই ভাসিৰ কৃতক
কাৰণ, আমি। প্রথমে লক্ষ নিকটে ছিল; রাতের চলিত
কথাবাৰ্তাৰ শব্দ লক্ষ ছিল। এ কথাব বেহ কেহ মনে
কৰিয়াছেন, এটা গোয়া শব্দকোষ, 'রাতের 'আদেশিক'
শব্দকোষ।

বিস্তু কোন শব্দ প্রায়? কোন শব্দ নহে? প্রায়
শব্দের বিপৰীত কি? প্রায়ের বিপৰীত মগন বৰা যাইতে
হইল, তাহা আমাৰ সুন্দৰ অভিযোগ দেখে যে 'প্রায়ের' স্বাক্ষৰ
হইল, তাহা আমাৰ সুন্দৰ অভিযোগ। যাইহো একটা অমেৰে ভাব,
যাই এই পৰ্য দিয়ে আমাৰ সবকেৰে আৰি কৰিয়ে আসে। এই পৰ্য দিয়ে আমাৰ
আৰি অৰ্থ হইতে পারে।

গৱে। নাগরিক ভাষার কি অভিজ্ঞ শব্দ নাই? ঘাঁইয়ার মহে। কবিদিগের নিচৰ হিয়া, বৈষ্ণবদিগের উচ্ছব, শিল্পদিগের নাট (সং বৃক্ষ, সং-প্রা* বেন্ট), নাটক (সং নতকী, সং-প্রা* নটক) প্রতি শব্দ গ্রামা বলিলে চলিবে মেন। অধ্যে দ্রিঙ্গাপের সংস্কৃত হইতে অপংশের উভারণ পিঙ্গান। কেওগো স্ব* ভৱক, কোওগো পালী হোতি, আর কোথায় বাং হয়। হোই পিথির বি? স্ব* যাতি স্থানে বাই পিথিরে মুনের নিকটতা হয় বটে, কিন্তু যায় অর্থে বাই পৰ কে বুঝিবে? এই মে জয় উত্তোলণ, হাইতেও সংস্কৃতের দ্বা (যা) দাহুর বিকার ঘটিয়াছে।

বস্তুত: হচ্ছে শব্দ লাইয়া এটা শুক্ষ ও অশুক্ষ বলা এক কথা, আর সুক্ষ বুড়ি (সং তুরি) শব্দের বানান-নির্মলে কোনোটা উকিবে, ভাবা না দেখিলে শ্রম বার্ষ হয়। বৰ্ণন বাগান, পৰ্য পাপ, কৰ্ম কাগ, কার্য কাম হাত্যাকি সহজ শব্দ; কিন্তু দেখানে মূল শব্দ নিরূপে করিবে ভাবাইয়া দেব, ভাবিয়া মাথা কুঠিয়াও নিঃসহে হইতে পারা যায় না, দেখানে সাগরে শুক্ষাক ভাবিয়া যায়। তখন অনিজ্ঞাসেও বনিনস্বার্দী বানানই আশ্রয় করিতে হয়।

এই হেচু ভাবা এককারে তাপ করিয়া লিখিতে পারা যায় না। শুক্ষ সাবধান হউলে, ভাবা-ভাবা কৃত্যবীয় হইলেও হইতে পারে, সীমার বনবসনে দেখে চলে না। নাটক গুর উপকথা প্রতিরূপে তাপায় কল্পন কল্পাত্মক ভাবা পারিবে; অচ লেখন বন-সংকৰণ করিতে হইলে ভাবা অনিলেই আসিবে। যাহা চলিত বাগান, ভাবা বলের সর্বত্র চালিত নেহে, এবং এ অকলে যাহা চলিত, ভাবা কয়বাংশে অজ অকলে পকে ভাব। কানে শুনিলে ভাবার পরিমাণ বাড়িয়া উঠে; লেখাতেও দেখককে চিনিত পারা যায়। শব্দের বৃগত্বের আছে; লেখক স্বাভাবিক নিজের জ্ঞান বৃপ্তের পক্ষপাতী হন। সং বৰণ, কোথাও লোম, কোথাও জুন, কোথাও বা মূল হইয়াছে। এক অকলে বেগুন দেখুর টিক, অং অকলে বাগান বা বাগুন ভাজুর টিক। এখানে রক্ষা এই, এক শব্দের বৃগত্বের সীমা বুঝিতে পারা যায়। দেখানে এক বৃক্ষ নামাকৃত ঘটিয়াছে, দেখানে শব্দ হইতে বস্তু জ্ঞান তয় না। খড় খেট (সং খড়; সং খেট—খেট), নাড়া (সং প্রাক্তিক, সং-প্রা* পাইটো), দাগ (সং দাগ, সং-প্রা* দাগ), মাছি (সং মুক্তিক, সং-প্রা* মজ্জাক), প্রতি শব্দ গৌম নেহে। এইবৃগ, ‘এক’ ‘হচ্ছ’ ‘তিনি’ হিতাবে সংখ্যাবাক শব্দ সংস্কৃত হইতে বহুবিকৃত হইলেও গৌম

না, নতু বুঝিতে পারি; বেবের এক নাম বিচালী ভাব। বাবনিক ও মৌছ শব্দও বেবের সৰ্বত্র প্রাপ্ত এক। হৈতেহার, একেহার; লোকান, নোকান, লোকনান; মুকদনা, মুকদ্বা; রূল, বেইল, ইটিসেল, টেসেল, ইটিসান প্রতি বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। সম্পত্তি এই প্রতে অধ্যে অধ্যাতে করা যাউক। বস্তুত: সংস্কৃত-শব্দের জুনানৰ বাবনিক ও মৌছজ্বৰ প্রতি বুঝিবে। (১) শব্দের মূল এক, কিন্তু ভাষাত্মে প্রত্যেকে বুঝিবে। (২) শব্দের মূল এক সংস্কৃত-শব্দের তেবে অধিবাসী; (৩) শব্দের মূল এক সংস্কৃত-শব্দের অভিকে, চলিত শব্দ বস্তুতিতেন, ভাবাইয়া মানাবিন আকার দিয়া একটাকে স্থাপী করিতে পারিবেন না।

বাঙালী-শব্দ পিচার করিলে দেখা যায়, প্রায় সাতে পৰন্ত আনা সংস্কৃতমূলক, আর আনা অভ্য-দেশৰ। সংস্কৃতমূলক শব্দ বিবিদ; (১) সংস্কৃত-সম শব্দ, (২) সংস্কৃত-ভব শব্দ, ‘সংস্কৃত’, ‘সম’, ‘শব্দ’, ‘ভব’ প্রতি শব্দ সংস্কৃত পদ। দেখানে ভাবিয়া সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ হ। অন্তিম, এই প্রেরী সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃতুপে বাঙালীর প্রচলিত নাই। ‘প্রেরী’, ‘সকল’, ‘অবিকল’, ‘শুপ’, ‘অচলিত’—শব্দগুলি দেখিতে সংস্কৃত শব্দ নিতে বাঙালী। যাহা চটক, যখন দেখিতে সংস্কৃত কিংবা প্রায় সংস্কৃত, তখন এগুলি সংস্কৃত শব্দ বলা যাউক। যে শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তাহা সংস্কৃত দেব। দেখন, যে, হইতে, ভাব। অভ্যদেশৰ শব্দও হচ্ছিল করিতে পারা যায়। (১) বাবনিক, (২) মৌছ। সংক্ষেপে বলিবার পক্ষে বাবনিক ও মৌছ নাম স্বিদ্বাজক। কাঁচী ও কাঁচী শব্দ বাবনিক, এবং পুরুণী ও হৈবেলী প্রচার্ত হ্যাত্বাপীয় শব্দ মৌছ।

(৩) হেচু ভাবা এককারে তাপ করিয়া লিখিতে পারা যায় না। শুক্ষ সাবধান হউলে, ভাবা-ভাবা কৃত্যবীয় হইলেও হইতে পারে, সীমার বনবসনে দেখে চলে না। নাটক গুর উপকথা প্রতিরূপে তাপায় কল্পন কল্পাত্মক ভাবা পারিবে; অচ লেখন বন-সংকৰণ করিতে হইলে ভাবা অনিলেই আসিবে। যাহা চলিত বাগান, ভাবা বলের সর্বত্র চালিত নেহে, এবং এ অকলে যাহা চলিত, ভাবা কয়বাংশে অজ অকলে পকে ভাব। কানে শুনিলে ভাবার পরিমাণ বাড়িয়া উঠে; লেখাতেও দেখককে চিনিত পারা যায়। শব্দের বৃগত্বের আছে; লেখক স্বাভাবিক স্বাভাবিক নিজের জ্ঞান বৃপ্তের পক্ষপাতী হন। সং বৰণ, কোথাও লোম, কোথাও জুন, কোথাও বা মূল হইয়াছে। এক অকলে বেগুন দেখুর টিক, অং অকলে বাগান বা বাগুন ভাজুর টিক। এখানে রক্ষা এই, এক শব্দের বৃগত্বের সীমা বুঝিতে পারা যায়। দেখানে এক বৃক্ষ নামাকৃত ঘটিয়াছে, দেখানে শব্দ হইতে বস্তু জ্ঞান তয় ন। খড় খেট (সং খড়; সং খেট—খেট), নাড়া (সং

অং অক্তিক, সং-প্রা* পাইটো), দাগ (সং দাগ, সং-প্রা* দাগ), মাছি (সং মুক্তিক, সং-প্রা* মজ্জাক), প্রতি শব্দ গৌম নেহে।

(৪) মৌছ | (৫) শুক্ষ সংস্কৃত | (৬) ভুট সংস্কৃত | /০ এক-মূল | /০ অনেক-মূল | (৭) যাবনিক | (৮) শুক্ষ যাবনিক | (৯) ভুট যাবনিক | (১০) মৌছ | (১১) শুক্ষ মৌছ | (১২) ভুট মৌছ | এখন দেখা যাইবে, বেবের সর্বত্র শব্দমালাটান কর হচ্ছে বাগাল। শব্দকোষের অভাবে ভুট শব্দের বাহ্য হইয়াছে। আদৰ না পাইলে সকল বিবরেই এইসূচি ভুট শব্দ দ্বারা পাকে। যখন আদৰ বাই, এই টিক নয়, তখন দীক্ষার কৰিয়া লাই বে অস্তত: একটা টিক আছে কিম্বা ছিল। যেটাকে টিক জ্ঞান করি, সেটাই আদৰ। বাবনিক এই আদৰে বাগান শব্দের সংস্কৃতের (standardisation) নিমিত্ত স্বাভাবিক-প্রবিদেশের বহুবাহী শ্রীয়াবেঙ্গুলুম্বুর বিবৰণী-যুক্তির উত্তোলনায় এই অ-বাবনিকী লেখক বাবনিকের চীড়ের ভাবে প্রকাশ আসিবে। একটা আদৰ নিজের মনে করি সুস্থিতি পরিস্থিতে কাঁচ, মুনে করি বাগালীমাত্রেরই কাঁচ। এই হেচু বাঙালী-শব্দকোষে

চুক্তিকার ক্ষয়বংশ হইতে এই অবক্ষ সংক্ষেপে সুজিত প্রথম প্রথম কোন কোন থেকে কোর্টকারের দ্বেষাল মনে হইতে পারে। এই আশঙ্কা ঘৃণ্যবাস উপর নাই। যে শব্দ প্রস্ত সংস্কৃত, সে শব্দ এই কোথে প্রাপ্ত নাই। কারণ সংস্কৃতকারের অভিয়ন নাই। এবং সংস্কৃত-শব্দকোষের চলমান যোগাযোগ কোথায়? অতএব বাঙালাভাষার শব্দ সহিত শব্দের নেকটা থাকে, (৩) অর্থ পরিস্থিতি থাকে, এবং (৪) প্রাচীন প্রয়োগ থাকে। এতেকোন প্রয়োগ থাকে প্রয়োগ দেখান। যাইতে পারে না, এবং বর্তমান পুরণ প্রয়োগ দেখান এবং পাওয়া যাইতে না। তথাপি শব্দটা পাইলে প্রেক্ষিত পোর্সন বিচার করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছাক্ষেত্রে প্রাপ্তি করিতে পারিবেন। এখন শব্দটা লেখকের নিজের কানে ও শ্রদ্ধান্বাসীর মুখে আছে। স্বতরাং তাহা জানিবার সকলের স্বীকৃতি নাই। কোথে থাকিয়ে সকলেই জানিতে পারিবেন।

কথনও কথনও আবশ্যক শব্দ মনে আসে না, প্রচলিত কোথের সীতিতে লিখিত কোথে “ভূজিবা পাইবার হুওয়া” থাকে না। এই অভিযান দূর করিতে ইচ্ছা আছে, বাঙালা-শব্দকোষের থেকে প্রধান কর্তৃক বর্ণন শব্দ একত্র দেখায়। মনে করুন, টেক্কাৰ অপরিবেশের নাম জানিতে চাই। তবে “টেক্কাৰ” শব্দ দেখিলে সে নাম পাওয়া যাইবে।

কিন্তু মনে করুন একটা মাছের নাম জান আবশ্যক। তথাপি পরিস্থিতে মাছ-বৰ্গ দেখিলে হত সে নাম পাওয়া যাইবে। গড়ে কোথে মধ্যে সে নাম দেখিলে পুরণত হাতের চলিত শব্দ এই কোথে পাওয়া যাইবে না। একাধি বর্তমানের সকল শব্দের চলিত শব্দ এই কোথে পাওয়া যাইবে। অধিকাংশে অর্থ প্রচৰ্তি পাওয়া যাইবে। অধিকাংশে অর্থ প্রচৰ্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই রকম অর্থ হইতে বৃক্ষ ও জন্ম চিনিতে পাওয়া যায় না। এখন সাধারণের নিমিত্ত বিচিত্র স্থূলকারে পরিচয়-লক্ষণের ওপরে যাইতে পারে না। এই সমষ্টি পড়িয়া মধ্যবয়স অবস্থার করা গিয়াছে। গুরুত্ব ও জন্ম এখন ছই একটা বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে, বৃদ্ধারা বয়সবেশবাসী তাহা সহজে চিনিতে পারিবেন। টিক চিনিতে না পার্ন, এক জন্মস্তুকে অপর জন্মস্তুকে অপর বৃক্ষ মনে করিতে পারিবেন না।

এই সমিক্ষ ইতিহাস হইতে পাঠক সুনিতে পারিবেন, বাঙালা-শব্দকোষের এই নাম সার্ক হইয়াছে কি না। যাহাতে কোথানি সুরক্ষণ-গ্রাহ হইতে পারে সে বিষয়ে যেরে কৃতি হইতেছে না। পিছিলাং অবক্ষ এহাকারের হাতে নাই।

বখন অতি লিখিলাম, তখন কথাটা সম্পূর্ণ করি। আশৰ বলি, ভাসা একাইতে পারেন, এমন বৈষ্ণবকার সম্ভবে না। বিশেষত প্রথম চেষ্টায়, অভিয়ন দৃষ্টির অভিয়ন, ভাষাদের ক্রিয়া পদ্ধতিস। সূর্য দেখাইলে, বাঙালকরণে হ্যে গাঁথিলে, যাইতে প্রয়োগ থাকিলে

কটক।

শ্রীমোগেশচন্দ্ৰ-ৱায় বিজ্ঞানিঃ।

চাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান

১। বাজাসন ও নারা।

চাকা জেলার চৰু প্রতাপ পরগণার নাম নামক একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি উচ্চ “ঢিবি” বা মৃত্যুপ দৃষ্ট হয়। এক সময় এই “ঢিবি”-গুলি ৫০০-৬০০ ফুট উচ্চ ছিল। গত ২৩০ বৎসর থাবৎ ক্রমাগত বৰ্ষার অন্ত মনে করিতে হইবে। কোর কর্তৃত সম্পূর্ণ হয় না, বাঙালাশব্দকোষের মে নিয়মের অভিয়ন নহে।

কথনও কথনও আবশ্যক শব্দ মনে আসে না, প্রচলিত কোথের সীতিতে লিখিত কোথে “ভূজিবা পাইবার হুওয়া” থাকে না।

এই অভিযান দূর করিতে ইচ্ছা আছে, বাঙালা-শব্দকোষের থেকে প্রধান কর্তৃক বর্ণন শব্দ একত্র দেখায়।

বাঙাসনের পশ্চিম সীমার মাঝে মাঝে কোথায় পুরুষ পুরুষ হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা, হৃষিকেলে পীড়ানো কৃষকের মত দেখায়, তক্কার বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্য গাঁজাইয়া থাকে।

এই ঢিবিগুলিকে দেশের লোকেরা “বাজাসনের ভিটা” কহে। এক সময়ে গ্রাম অর্কিডাল বায়িগুলি “বাজাসনের ভিটার” প্রসারণ। বাজাসন শব্দ “বাজাসনের অপরাধ়”। বাজাসন শোক ধোকে যেকোন তত্ত্বাবলী পুরুষর হৃষিকেল হইতে এই প্রতির আলিমা যাহারা তত্ত্ব নিয়োগ করিয়াছে, তাহারা বৈশে সম্মত ও প্রাপণালী ছিলেন সদেহ নাই। “বাজাসনের ভিটা” পুরুষের বহুসংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায় কিন্তু নানা অকার প্রবল তিনিশ লোকে এই হাত পুঁড়িতে জু পোর। এই অব্যাখ্যালি ভাল করিয়া অহমাদবান করিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিত্তি ধৰ্মবলগ্রহণের আশৰ ছিল, এই জন লোকিক সংক্ষর উভাবে তৃত ও প্রেতের সম্বাধনার উভাবে আবাসন আভিয়ন আভাজ ছিল। চাকা জেলার অস্তর্য বজায়েলীনী গ্রাম এই বাঙাসনের আবাসন আভিয়ন আভাজ ছিল।

এই “বাজাসনের ভিটাকে” শ্বানীয় হিস্তুণ খুব উচ্চির উপরে দেখেন না। নিকটবর্তী কোনো গ্রামে এক শ্রেণীর আশৰ আছেন যাহাদিগকে প্রাচীন লোকেরা “বাজাসনের ঠাকুৰ” বলিয়া আনেন। বাজাসন-সংস্কৃতি আর একটি বিশিষ্ট জন পরিবারে দেখেন নাই। কিন্তু তাহারা সকলৈই বাজাসনের সহিত সংস্পে আপনাদিগকে অবস্থান মনে করেন। “বাজাসনের ভিটা” তৃত ও দানাগুণের প্রধান আভাজ, ইষ্টক নিকটবর্তী পোরীবাসি-গৃহের ধৰণ। হিস্তুণ উভাব সহিত কোনোক্ষ সংশ্বে

কার করিতে হৃষ্ট ছিল। তাহাদিগকে জিজাসা করিলে,

তাহারা বেন বে এই সংশ্বে দ্বীপক করেন না, তাহার সহিত পারেন না। অথব এ বিষয়ে তাহাদের বিরক্তি স্পষ্ট; বেন বাজাসন-সংস্কৃত হইলে তাহারা সম্ভবের চেতে নিতান্ত হেব হইয়া পড়িবেন হইয়াই আশঙ্কা করেন। বৌদ্ধ-বিদ্যের শেষ পিণ্ডা এখনও হিস্তুণারের অবিমুক্তায় অলিত্তেছে। এক সময়ে যাহারা বৌদ্ধ-তাত্ত্বিক ছিলেন কিন্তু এখন হিস্তুণারে অগ্রিমত, তাহারা ও পূর্বৰূপ করেবারে লোপ করিতে ইচ্ছুক।

বাজাসনের পশ্চিম সীমার মাঝে মাঝে হাইল দূর, হৃষাপুর নামে একধৰনি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। সেই গ্রামের অবৈত্তি-পুর বৃক্ষ নবীন কৃষি ও হরিচৰণ প্রযোগিক বলিয়া থাকে মে এই বাজাসনের ভিটার নিয়মাবে খুঁট প্রকাশ প্রত্যক্ষত হইল, এখন সম্ভবত; তাহা সুনিতক নিয়ে প্রোত্তৃত হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে উপর বায়িশ বিশালাকার ভিটা করিয়াছে। এই প্রদেশ বায়িশ প্রতাপ পরগণার বৈশে উচ্চতা প্রাপ্তি পুর বৃক্ষ নবীন কৃষি ও হরিচ�রণ প্রযোগিক বলিয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে; তাহারা বৈশে সেই স্থেতে “ঢিবি”গুলি অনেকটা উপরে মধ্যে গাঁজাইয়া থাকে।

এই গ্রামের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যায়, বনে গ্রাম তক্কারি তাহাদের নগ পেছের অর্কিডাগ পৰ্যায় অলোক দ্বৰা হৃষাপুর হইতে হইয়া যাইয়াছে



বজ্রসনা।

মুণ্ডতরীর বৈক্ষিকীর বাসগ্রাম ছিল। অনেক প্রাচীর মৌজাতার এখনও নামাগ্রে প্রচলিত আছে। তথাকার প্রাচীন কালীবাটীতে এখনও শূক্র বলি পঢ়িয়া থাকে। পোর্জ তাত্ত্বিকগণ এক সময়ে যে হাতা দেবীকে সমাপ্ত প্রাণ চালিয়া নৃত্য করিতেন, এবত্তে তৎসময়ে প্রাপ্তব্য আছে। সেই দেশের লোকেরা হাতাপুর বা নামার পরিচয় স্বল্প বলিয়া পারেন, কি—“হাতাপুর—নামা। মেষভাতে পারা।” হাতাপুর গ্রামে যে শীঘ্ৰ পূৰ্ব একবার হইয়া তাত্ত্বিক তকে বসিতেন তাহার প্রথম এন্দৰণ আছে। হাতাপুর বহুগ্রামের অপ্রদল হওয়াত আশ্চর্য নহে।

বজ্রসনের প্রাচীন সুস্মৃতির আৰ একটি নির্বন্ধন এই যে ভিটাও সামৰিদে একদা অক্ষত বড় রকমের একটা মেলা বসিত। সেই স্থানে “জিঃ” পুরুর নামে একটা পুরুর আছে। এই পুরুরের জলের অসাধারণ শুক্র সময়ে নামা প্রাচীর অনুসূতি শোনা যায। বস্তদেশের নামা হাবেটে “জিঃ”, পুরুর নামবের দীর্ঘিকা বর্তমান। এই নামের পুরুর দেখনে দেখনে মৃষ্ট হয, সেই সেই স্থানে ইহাদের স্থানে বিভিন্ন প্রাচীরের অনোন্বিক কথা প্রচলিত আছে। এই জিঃ পুরুর অন্তিম যে এককালে বৈক্ষিকগতের কেবল ধৰ্মীয়াচানের অঙ্গীয় তিনি তৎসময়ে কোন সন্তুষ্টিনাম নাই।

বজ্রসন নিবাসী শৈয়ুক্ত পণ্ডিত রঞ্জনীকান্ত চক্রবৰ্তী মহাশয় তাহার পোতের ইতিহাসে লিখিতছেন যে তাকা কেলোর বজ্রসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।



বশ অবস্থারের চিত্র।

গ্রাম সর্বান্বিত বজ্রসন তাহা মনে হয না। যে

বজ্রসন হইতে বিক্রমপুর মাত্র ১০১২ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই বজ্রসনের অঙ্গত না আনিয়াই রায় শৰৎ চন্দ্ৰ দাস বাহাদুর বৃক্ষস্থার কলনা কৰিয়াছিলেন। এই দুই বৌকার কৰিয়া তিনি আবাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উক্ত কলন।

“In my Indian Pundits in the Land of Snow I remember to have alluded to a place called Vajrasana lying to the west of the Vikramapura, the birthplace of Dipankara Srijana, the famous Atisa of Tibet. Had I then any knowledge of the existence of any locality called Vajrasana close to Vikramapura, I would hardly have conjectured that Vajrasana to have been Gya and not Bajasana. Bajasana is evidently a corruption of the name Vajrasana. In the mounds of Bajasana, it is said, there existed ruins of a Buddhist Bihar of old and there Atisa must have got his early education.”

অবিং যাব বিক্রমপুর কৰেক মাইল পক্ষিগতিক বজ্রসন নামক চাকাৰ অঙ্গত আবিসিনা, তবে কলন বজ্রসন ইতিহাস পতিত ইন্দু বি শান্ত ধৰণ যে, মোৰাব দূৰেক অঞ্চলীয় লীপোৱৰের অবস্থান বজ্রসনের পক্ষিগতিক বজ্রসনের উপরে বৃক্ষস্থার কলনত আবিসিনা। এখন আবি পতিত পারিয়ে তই এই বজ্রসনের পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন বৈক্ষিকগতের অঙ্গত ছিল এবং তথাক সৌধৰ তাহার প্রাচীনিক শিখা লাভ কৰেন।

স্বতৰাং নামা এবং হাতাপুর সৌধৰ স্থানে যে সুস্থ মৃষ্ট পুরুল পুৰুষৰ ইহাক থাকে তাহাতে এক সময়ে হৃষ্টবৎ সৌধ বিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল “বজ্রসন বিহার”。 বহস্থাক মুণ্ডপুর বৈক্ষিক ভিক্ষু ইহার নিষ্ঠটৰ্কী নামাগ্রে বাগ কৰিয়েন। শুভী দশম পতাকালত ভিক্ষুৱাৰ কীজনা এই বিহারে শিক্ষালাভ কৰেন। বিশাল প্রস্তরস্তু মালা পোতিক যে হৃষ্টারাজি একদা এই বিহারে শেলা বৰ্জন কৰিত, এখনও মৃষ্টিকনিম্ব তাহার নিষ্ঠট নিম্বন রহিয়াছে। স্বতৰাং বৈক্ষিকগতের কুকে “বজ্রসন বিহারেৰ” বৰ্তমান ভাগৰ পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া সম্মত।

বস্তদেশের অধিন প্রধান নগরে দেশকল মুলকৰ্ম পুষ্টি পৰিবেশতে পাণ্ডু যায, তাহার অধিকাংশই চৰক্রপ্রাপ পৰিগণৰ ও তৎসমৰিহত মালিকগণ মহামুরাৰ লোক। একদা সহজেই মনে উপিত হয যে এই বহস্থাক মৃষ্টী দেখান হইতে বস্তদেশের সৰ্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে দেখান নিষ্ঠট এক সময়ে বিক্ষিকীর একটা অধিন ক্ষেত্ৰস্থান ছিল।



ମେଘି-ଶକ

মুসলিমনগণের সময়ে এই অঞ্চলে তেমন কোন বিজ্ঞান কেন্দ্রের কথা শোনা যায় না। কোন প্রকৃতি “ব্রহ্মত মদবুল” বা আরবি কারমী পড়ার পাঠশালা এই অঞ্চলে থাকিলে তাহা আবেক্ষণ্যের জানা থাকিত; কারণ মুসলিমন ভূভাব এবেশে বেশি দিনের কথা নহে। এদেশে ধর্মিণ মুসলিমদের সংখ্যা বেশী, তথাপি সংস্কৃত বা শিক্ষিত শিল্পনের এই অসামাজিক ক্ষেত্র গঠিত হইগাছিল তাঙ্গারা কে? মুরোগে যেকপ সাধারণের বায়ে একপ বাস্তুগুর সম্পর্ক হইয়া থাকে এবেশে তাহা হইত ন। কোন বাস্তু বা অর্থসম্পর্কশীলী স্বত্ত্বাকে আশ্রয় করিয়া শির ও বিজ্ঞ বিকাশ পাইত; জনসাধারণ দিনা বায়ে সেই বিজ্ঞ ও শির চৰ্চার স্থুলবিধা লাভ করিত।

২। শ্রয়াপুর।

সুবিধা পাইতাছিল? এটসময় দণ্ডবীর পুরুষগুরুবর্ষণ হৈছিল তুরান হৈতে আদে নাই, ইহাও মোগল পাঠান মনে, ইহা নিশ্চিত। অদেশের নিয়ন্ত্ৰণৰ লেকেজেই মূলমান দৰ্শক পৰিবাহক কৰিণ্বাও তাহাবেৰ পুনৰাবৃত্তিৰ ব্যবস্থা পৰিবাহক কৰে নাই। এমন কি দেশকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ লিঙ্গ “পৰ্যাপ্ত পৰিস্থিতি” পাইবা জীবিকা অৰ্জন কৰিব, তাহাবাট মূলমান হৈয়া যে পৰামৰ্শ হচ্ছে নাই। লোক বিহুৰ উল্লেখ পৰ্যন্ত পৰিশ্রান্ত পৰিবাহকৰ বিশ্বে পৰিবাহক হৈতে। সময়ের “পৰামৰ্শ বিহুৰ বিশ্বে” বিহুৰ পৰ্যন্ত পৰিশ্রান্ত কৰকাৰ হৈলৈ পৰিবাহক কৰিবার পৰিশ্রান্ত পৰিবাহকৰ বিশ্বে পৰিবাহক হৈতে।

জ্ঞান বহুসংখক দণ্ডবীরের প্রয়োজন হচ্ছাইল। তাই বাজাসনের নিকটবর্তী রঁটায়, ইর্ণা, হৃষাগুর, পপুলিয়া, যোতাগুর, অর্কতি গ্রামে দণ্ডবীদের সংখ্যা এত বেশী ঘৃষ্ট হচ্ছিল যাকে।

যে বৌদ্ধ বিশ্বার এককালে একগুলি সমৃদ্ধ ছিল, তাহার পৃষ্ঠাপোক ক্ষীরাবা ছিলেন। ক্ষীরাবের অর্থ ও অভ্যাস

আধাৰিশক বৎসনের প্রাচীন হস্তক্রে লিখিত বাদব-
পঞ্জী নামক কুলগ্রাম আমাৰ নিকট রফিত আছে। সেই
পঞ্জোতে ঘৃষ্ট হয় দিগব্দৰ, মৌলাথৰ ও বিহুসাঙ হোৰোৱা
নামক দাশবংশীয় তিনি বাঢ়ি খুঁ চতুর্দশ শতাব্দীৰ মধ্যাব্দাপে
হৃষাগুর গ্রামে আসিয়া বাস কৰেন। ইছারাই “বাজাসনের
দাশ”।

প্রকারের সহায়তায় বিরাট-প্রস্তরসম্পত্তি-সমন্বিত বিজ্ঞান-এই তিনি বাকি সামগ্র্য বা নগণ্য ছিলেন না। ইহারা

୩ୟ ସଂଖ୍ୟା]

ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান

295

প্রসিক পদ্মাশোর বাস্তবের, এবং পদ্মাশোর হইতে নম্রম
হানীয়। পদ্মাশোর মহারাজ বালা মনের প্রধান মনোগতি
ছিলেন; চুরু প্রভাব হাঁথার স্থাদে এই ভাবের উরেখ পৃষ্ঠ
হইতে নম্রম হানীয় চট্টীর এইভাবে— অজ্ঞত-সম্বলে
অবিসম্ভাব প্রক্ষেপ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাজবংশে
মৌখিকের গ্রাম বাস করিতেন। বিজ্ঞ বৃক্ষ এবং মৰ্যাদার
ধীরারা তৎক্ষেপে বৈষ্ণ সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁর দেব

“সংগ্রামক্ষেত্রে হতবৈরিপক্ষে গোড়েশ-সেবার্জিত-পৌরুষ, তীঁ;।
দাতা বিনাত: পরিপালা লোকান্ম বালিমহ্যাং বসতিং চক্রাৰ”
(মুক্তি চৰণপ্রাতা, পৃ. ১১৫)

এই বংশের ভূতপুরুষ পুলিশ স্থাপিতিকেন্দ্রে কলিকাতানিরবাসী অগদীনশামাৰ বায় মহাশয়ের বাড়ীতে বাজালমনে কৰ্তৃত পথদাশকে প্ৰস্তু সন্মন সেদিনপৰ্যন্ত রক্ষিত ছিল। স্থাপত্যশৈলী নিৰ্বাচনী তথোনাম দাশ এই পথদাশ হিঁতে মহের হই সহোদৰা বিক্ৰমপুৰের বৈত্তোৱাবশলে বিবৰণভূত হন। বিক্ৰমপুৰের ২য় বৰাকালমন (যিনি গোজুবাৰী নামে খৃত হন) এই হই সহোদৰাৰ জোড়াকে বিবাহ কৰেন। হিঁতীয় সহোদৰা উক্ত বায়বশ্যের কাহু



४३-४४

২৫ পর্যায়ের। পদ্মশিখকে বজাল মেন মহাকুল প্রদান করেন। কিন্তু চওলিনো-দোয়া-মপ্পু কৃত বজালের প্রদান কুল বৈষ্ণবগণ প্রথমতঃ সীকার করেন নাই।

"ବାରେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ, ଐସିକ ଆକ୍ଷଣ ।
ହଲାଜର କଳ ମା କହେଲ କିନ୍ତୁ କଳ ।"

এই প্রথার অভি প্রটোন। লঞ্চ দেশের সময়ে বৈষ্ণবগুলু এবং করেন কিন্তু সে সময়েও বাজারী কুল এবং শুণ্গরাজ্যত হয় নাই। প্রটোনের অভিভাবক-শুণ্গ বেশে দেশবাসীরা এই নৃত্য কুলীন স্ফুর বিপক্ষে প্রবল আভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বাজারী কুল ক্রমে সেই বাধা অভিক্রম করিয়া দেশবাস শুণ্গরাজ্যত লাভ করিল। কিন্তু বাজারী কুলের প্রেতস্থ ও প্রতিগম্ভি লঞ্চদেশের প্রায় মার্কিন্যত্বসম্পর্ক পরে বদলদেশে ঝৌপ্ত হইয়াছিল। পূর্বশ



卷之三

বৰী সহিত পরিচালা হন। ২য় ব্যালের এই মহিলাই
অভিযুক্তে প্রাণতাঙ্গ করিয়া দায়ীর অগ্রগমন হন।
সকলেই অবগত আছেন, নিদায়ের মৃষ্টিভাজ ব্যাল তাঁর
মহিয়ে ও অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত অবস্থ তিতার
আবৃবিসর্জন করিয়াছিলেন। ১০৫০ খ্রি অব্দের কিছু
পূর্বে এই ছুটনা সংখ্যিটি হয়। চওড়াবের আক্ষীগণ
এইক্ষণ উচ্চ সম্মান ও প্রতিগঙ্গাশী ছিলেন। চওড়াবের



গোটলো।

হয়ে তখুন প্রিমিক কূজীন ছিলেন না, তিনি সহজে সর্ব-বিদ্যুতে একজন প্রের্যাক্ষিত হিলেন। এইক্ষণ অবস্থায় আর একটু পূর্বে একটা ঢিপি ও তৎসংলগ্ন কর্তৃক উচ্চ তাহার গুরুগণ রাত দেশ পরিভ্যাগ পূর্বক পূর্ববর্ষের সীমান্তে হিত হ্যাপুরের জাত প্রামে কেন আসিয়া আবাস স্থান করেন? বৈজ্ঞানিকগণ স্থান তাঙ্গ করিবেই অনেকটা মার্যাদাহীন হন। এজন্ত তাহার সহজে কুলাশান তাঙ্গ করিতে সীকৃত হইতেন না। কি প্রোগ্রামে পদচিহ্ন বিহুদাস কোজদার প্রচৰ বিলিষ্ঠ বাণিজ্যগ সীর সমাজের সহিত এককঙ্গ সম্বন্ধ পরিভ্যাগ করিয়া এক স্থূল পর্যাতে বাস হাপন করিলেন হইতে অসুস্থান করিতে যাইয়া প্রয়োগ স্থানকে কর্তৃক বাণার আমরা জানিতে পারিয়াছি। হ্যাপুর যে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধবাঙ্গার রাজধানী ছিল এবং তাহা মুসলিমগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিলেছে। এই বিনষ্ট সামাজিকে বিহুদাস কোজদার প্রচৰ তাহার রাজপ্রতিনিধি হইয়া সমাপ্ত হন তাহাও জানা যাইতেছে।

হ্যাপুর গ্রামে এখন যে স্থানে প্রাকৃত কোজদানাখ রাজ প্রাচীত কাঙ্গ গোটাইয়া আক্ষণ অবিনাশগ্রন্থের বাড়ী সৈ পাড়ার প্রাচী নাম ছিল “রাজাৰ পাড়া”। সেই পাড়াৰ একটি স্থানে শৈতান শব্দের বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃলালের ভিত্তি নোচে—চৌপ্রিমত তথুৎ অষ্টালিকার চিহ্ন আছে। অন্যত্বে এই যে ঐ গৃহে এক সময়ে কেন বাণিজ্য বাস করিলেন। তাহার অন্দুর শৈতান মেবঝী বসন্তের পাড়ী যে স্থানটিতে অবস্থিত তাহাকে



গোটলো।

বেটীচৰণ দাম মহাশয়দের মেড শত বৎসরের প্রাচীন টক্কালুগ ভালিয়া গেলে, উচ্চ ঘূরের ভিত্তি পূর্বভিত্তি বৃক্ষে বৃক্ষে নিয়ে একটি প্রাচীনের অগ্রভাগ আবিষ্টত হইয়াছে। হ্যাপুর নবাসী প্রাকৃত অবিনাশগ্রন্থ দাম মহাশয় জানাইয়াছেন যে এ প্রাচীন সময়ে মুক্তি পূর্বলিপি পরিদৃষ্ট হয়, উচ্চ একটা হৃষে পাড়ার সমষ্টী জুড়িয়া আছে। এই দাম বন্ধনবেষ্টন প্রাচীনের প্রাচীনতম জমিদার বিহুদাস কোজদার প্রভূতির বৎসরের, এবং একসময়ে ইহার হৃদিপ্রভৃত হৃতাগ শাসন করিলেন। তাহাদের প্রাচীন দলিলগতে, তথ্যগুহ এবং মন্দিরবিলিসে সৈ প্রভাবের ঘটে পরিষ্কৃত আছে। পহাড় হইতে বারশ হাবান দিবাকার দামের একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা গ্রামের পক্ষিনী বিজ্ঞান ছিল, এখন তাহা ভৱাট হইয়া পিলাইছে। এই নীলির অনেকগুলি দাটি ইল। তাহাদের নাম এখনও চলিত কথায় শোনা যায়,—“আহান ঘাটি” “শৰ্মণ ঘাটি” ইত্যাদি।

উপরি বিবরণ হইতে আমরা এই কয়েকটি তথ্য উক্ত করিতে পরিব। হ্যাপুর গ্রাম এক সময়ে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল; এ গ্রামেই তাহার ছৰ্ছ বা কোটিবাড়ী ছিল; রাজপ্রাসাদ বে পাড়ায় ছিল তাহার নাম “রাজাৰ পাড়া” এবং তৎসমিতিত হাতীশালার নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে; তাহারা বিহু ও বৃক্ষ উভয়ের পূজা করিলেন; তাহাদের প্রস্তুত-প্রশংসিত পদচিহ্ন পাওয়া পিলাইল, তাহা অত্যাচারীয় নির্মল অক্ষয়ান্তরে ভূগুণ। এই মুর্তি বহুমন কৃপণ নারী কোন নির্মাণের সৌন্দর্যের ঘৃহে পূজা পাইয়াছিলেন। তাহার মৃছুর পান এই দেবতা বৃক্ষ দেনের আবাসটিক্কায় কয়েক বৎসর অন্যান্য অবস্থায় একটি নারিকে বৃক্ষের মূলদেশে পড়িয়াছিলেন, এখন উচ্চ নিকটবর্তী পোয়াইল গ্রামে অভয় ঠাকুরের পাছত্বায় আছেন। এই মুর্তি ভিত্তি আর ছই-খানি অন্তর্মুর্তি আমুসামিয়ে পাওয়া গিলেছে, এক-খানি একেবারে নষ্ট হইয়া গিলেছে, আর একখানি হ্যাপুর সংলগ্ন বউগাঁও গ্রামে কেন মুসলিমদের বাড়ী আপ্ত করিয়া আছেন। এই ছই মুর্তির একখানি বোজুর্ণি। মুর্তি-গুলি জ্ঞানিক সহ্য বৎসরের প্রাচীন। হ্যাপুরে শৈতান



গোটোলা।

মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি দশবৎসূরের হতে ক্ষত হয়; “বাজাসন বিহুরে” নাম ও প্রতিগতি এত বেশী ছিল দশবৎসূরগম এখনও “বাজাসনের দাশ” নামে অভিহিত হচ্ছা থাকেন; “ফৌজদার” উপাধি ও চতুর্ভুক্ত শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদের সে অঞ্চলে বিস্তৃত অধিকার (যাহা প্রাচীন দশবৎসূর হইতে আজনা যাইতেছে) প্রাণ্যালোচনা করিলে অভিহিত হয় ইহারাই প্রাচীন বিনষ্ট সামাজিক মুসলমান-রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ হয়াপুর গ্রামে আগমন করেন। হয়াপুরের হিন্দু বা বৈক্ষণ দৃঢ় কেন্দ্ৰ বংশীয় ছিলেন তাহা আজনা যাই নাই। বিস্তৃত আমুরা জনিয়াছি সে এই গ্রামে এবং নিকটবৰ্তী আৰ কয়েকটি গ্রামে অনেক সময়ে প্রাচীন মুসলিম পাওয়া যায়। সেই-সকল মুসলিম আমুরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া এখনও হস্তগত করিতে পারি নাই। তাহা পরিলে হয়াপুরের প্রাচীন বাজবৎসূরের কোন না কোন সন্দান পাওয়া যাইবে অশ্ব করি।

বেসকল মুসলমান ভাওয়ালে ও চুক্রপ্রাতাপে হিন্দু বাজুত ঘৰে করেন তাহাদের মধ্যে ভাওয়াল পৰগমার চেৱাগ্রাম নিবাশী পছন্দন শা গাজী ও তাহার বৎসূরগম বিশেষ বিখ্যাত। পছন্দন শা ও তৎসূত্র কাবৰুণ্যা গাজী সম্ভবত: চতুর্ভুক্ত শতাব্দীর শেষভাগে হয়াপুরের ধৰ্মস সাধন করেন। হয়াপুর যে নদীৰ উপরে অবস্থিত তাহা ধলেখৰীৰ একটি শাখা। টেলুৰের ঢাকাৰ উপোগ্রাম নামক পৃষ্ঠকে যে শনিচিত প্রস্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় ধলেখৰীৰ এই শাখাৰ প্রাচীন নাম ছিল কানাই নদী। গাজীগণেৰ প্রতাদেৰ সময়ে উহা “গাজীবালি” নামে অভিহিত হয়।

৩। দামুরাই।

কানাই ও বাশাই এই ছই শাখাগৰী হিন্দু বাজবৎসূরে বিলীন পৌৰবগাথাৰ প্রতি বহু কৰিতেছে। বাশাই নদীৰ তীকে সুপ্রসূক দামুরাই গ্রাম। এই গ্রাম অভি প্রাচীন। সাভাৰ, হয়াপুর, বাজাসন, ও নারা—দামুরাই গ্রাম হইতে বহুদূৰে নহে। “বাজাসন বিহুৰে” অভিঃ অধ্যামন কৰিতেন। উহা ধৰ্ম শতাব্দীৰ শেষভাগেৰ কথা। এ

বিহারৰ সম্ভবত: আৰও ছই চাকা গ্রামেৰ প্রাচীন নামসমূহ বৰুৰ মস্তক নিৰে উক্ত ত হইল।

“বৰ্ষবিস হইল, হজুৰৰ বৰ্ষে বৰ্ষবিসেৰ দেৱ দশবৎসূরে নিকট আৰক প্রাচীন প্রাচীন নাম কৰিবিলৈ পৰে এই স্থান দামুরাই।” মোৰ্তা সৱৰ্ণ কৰিবিলৈ, এ স্থানে আৰকেৰোৱাৰ হইতে একজন পৰম পাহাৰি—অশোকেৰ নামা কৰি বৰ্ষেক কৰিবিলৈ। দেৱ পৰমবৰষাপূৰ্ণ পৰমাপুৰীক স্থান অভিহিত। যাহা কৰিবৎসূরে আপনতে তাৰ তল ধৰে আপনাই।”

উক্ত অশোকামাদাৰ হইতে আনিতে পাৰি বে সন্তোষ অশোক মেসকল ধৰ্মবৰ্গিকা প্রতিটা কৰেন পৃষ্ঠুতিৰ সেই-সকল ধৰ্ম কৰেন। দামুরাই গ্রামে এইজনক কোন দৰ্শকাবিকা বিশমান ছিল তাহা হইতেই এই স্থানেৰ দৰ্শকাবিকা নামকৰণ হইয়া থাকিব। দামুরাইবাসী শৈক্ষুক কামৰাগোপনীয়াৰ বহুৰ নিকট যে আজাইশত বৰ্ষেৰ প্রাচীন দলিল দেখিয়াছি তাহাতে এই স্থানে “ধৰ্মবৰ্গী” নামক ধৰ্মন পাহারাঙ্গ তখন ইহা নিশ্চয় যে এই “ধৰ্মবৰ্গী” চলিত ভাষাৰ হইয়াছে “ধৰ্মবৰ্গী”।

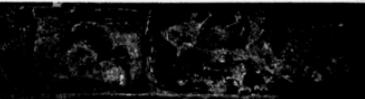
৪। সাভাৰ।

ধৰ্মবৰ্গী ও হয়াপুর হইতে পাঁচ কোণ ধূৰে ধলেখৰীৰ বৰকৰ্মণ আৰকাকাৰীৰ প্রাপ্ত ক্ষেত্ৰবাপক তৌৰেশে আশ্বৰ কৰিয়া সাভাৰ আৰকে বলিয়া-কলিনেন উহা সম্ভবত: ধৰ্মবৰ্গাকৰণৰ পৰামৰ্শ কৰিবাবলৈ পৰামৰ্শ কৰিবাবলৈ অপৰাধ হইতে পাৰে। ধৰ্মবৰ্গী অশোক তাহার ধৰ্মবৰ্গী সাভাৰে ১৪ হাজাৰ ধৰ্মবৰ্গিকা বা কৌটিওষ্ঠ প্রতিটা কৰেন,— দামুরাই মেই ১৪ হাজাৰেৰ একটি হইতে পাৰে। অশোকৰ বিশ্ব অভ্যাসেৰ অভিহিত হইয়া আছে যে সম্ভৱত ধৰ্মবৰ্গী সহ কৰিয়া আৰুট হৰিবাবে। এই হৰিবিত উচ্চ তত্ত্বক আৰাদত সহ কৰিয়া আৰুট হৰিবাবে। এই হৰিবিত উচ্চ তত্ত্বক আৰাদত উপৰ গুৰুত ও নারিকেল ধূৰেৰ পেট্রিত শৰ্মাজ্ঞেৰ প্ৰভাৱ বড় হৰন দেখিব। সাভাৰেৰ মতম প্রাক্তিক সৌলৰ্যা বোঝ হৰ বস্তুদেৰে আৰ কোথাও নাই। হ্যাপুৰ নদীতোৰে অভিহিত এই পৰৱী বস্তু বাগিচোৰ কেৱলৰুমি হইবাৰ গোগ। প্রক্তি দেৱ বৰ্ষ বাজাবাণীৰ সিদ্ধুৰ ইহার লজাটে পৰাইবা রিষাছেন। দূৰ হইতে এই স্থান সিদ্ধুমণ্ডিত বলিয়া দৃষ্ট হৈয়া। সাভাৰেৰ হৰিশচন্দ্ৰ বাজাৰ কেৱলৰীৰ অৰ্থাৎ হৰিশচন্দ্ৰ বাজাৰ কেৱলৰীৰ অৰ্থাৎ হৰিশচন্দ্ৰেৰ অন্ধাৰে বিগতেন। এই হৰিশচন্দ্ৰেৰ হই কৰা অন্ধাৰ ও

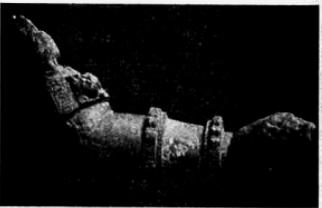
প্রদৰ্শনকে পটকাণগরের রাজা বিদ্যাত গোচৰিচজ্জ
(গোচীচজ্জ) বিদ্যাত করেন। ১০ ইংলি ঘৃতীয় দশম
শতাব্দীর শেষভাগে বসন্তের রাজাত্মক করিছিলেন।
যে অঙ্গন পঞ্চনাম নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের
সর্বত্র ভাটী মোঁগী ও চারগণগের গাথার প্রচারিত
হইত, মেদিনি বোঁধাই হইতে রাজাদের চির

বিবৰণী অঙ্গ করিয়া কৃতার্থ হইয়ছিলেন, দাঙিশাতে
যে বস্তীর রাজা ও তাঁর মহিলাদের কৃষ্ণ প্রেম পঁঠীয়া
এখনও নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর-
পশ্চিমে দক্ষগণাম প্রযুক্ত বসন্তের প্রেম প্রেমিলিন এই
সভারেই হইয়ছিল। এই স্থানে, বর্তন্তর ধূলিতে
এক সময়ে অঙ্গন ও পঞ্চনা বালাঙ্গজ্জা করিতেন। হিন্দু-
চৰ্ম রাজা বসন্তের মৃত্যুমুখে পতিত হন। হইয়াকে অনেকে
হিন্দুপাল বলিয়া আনেন। হিন্দুস্তনের মহাবি এখনও
বিবাহন। অঙ্গন ও পঞ্চনা রাজা রংগবৰ্তী তথন ভারত-
বর্ষে আর দেহই ছিলেন ন। আঁচোড়া বিষয় হইয়ের
পূর্ব হচ্ছে নির্মিতির জন্য প্রবাসান্তর হইয়া আছেন।
সভারে হিন্দুকু পালের পাড়ী ছাঁড়িয়া আরও উত্তরে
শিল্পালয়ের বাড়ী। ধীমাত্র হইতে খোলা মূরে
যশোপালের রাজধানী মাধ্যপুর, এখন গাজীবাড়ীতে পরি-
গত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা
রাজাত্মক করিতেন। পালবশের ধন্দনের পর এই স্থানে
চঙাল আঁচোড়া প্রতাপ ও প্রসর নামক ভাস্তুর কতক দিন
রাজাত্মক করিছিলেন। তাঁহারের মহাপ্রতাপশালীন
ভগিনীর নাম ছিল মোঁগী। সভারে এখনও “খাইড়া
ডোঁগা” নামক রাজার নাম শেনা যাব। কলিপতা
স্ত্রিমূলা, ১৬ নং সং সাগরবন্দে লেন নিবাসী শৈক্ষ্মী হইয়ে
রাজা, এই “খাইড়া ডোঁগা” রাজার স্থানে ভাটীর ধান
সংগ্ৰহ করিয়াছেন। তাঁহাতে তিনি “কাঁকে” বলিয়া
বৰ্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু অনুভূতি ও নাম পর্যালোচনায়
ইনি যে ভিত্তত দেৱীয় ছিলেন তথনকে সন্দেহ নাই।

* See Martin's Eastern India.



গোঁড়ীলী।



মারিকার শৰ্কুণ।

দিতে প্রজানী। ভাগোলের কাপামিয়া ঘৃতীয় প্রথম
শতাব্দীতে কঙগপ্রসিদ্ধ মন্দিনবশের অভ্যন্তরি ছিল।
যে রাজগণ এই বসন্তবসন্তান্তিদের অশ্রদ্ধাতা ছিলেন

তাঁহাদের রাজধানীর চিহ্ন ভাগোল ও চৰ্মপ্রতাপের সৰ্বত্র
পড়িগুলি আছে। “বাগুর বাজার ও তেপোর গলি”
এক প্রাচীন “বাগুরা” নামক নগর সম্ভবত: ইচ্ছাদের
অন্ততম রাজধানী ছিল। এখনও ঢাকার “বাগুলা
বাগুরা” সেই সুন্দর রাজধানীর নাম বহন করিতেছে। হে
পুরুষবের শিক্ষিত সুব্রত, একবার সচেত হইয়া এই প্রেমেশের
পুরুত্ব অভ্যন্তরীন কর। বেসকল সামাজিকের উপরেও
ও বিল হইয়াছে, তাঁহাদের পৌরবের শেষ শিখ তোমারাও
নলতা শৰ্প করিতেছে, পুরুত্ব পারিবে। ইচ্ছাদের মৌল
ভারতী অনেক সাধা সামাজি তোমার সহিত কথা কহিবেন;
তখন বুঝিবে তুমি যে স্থানকে নগভু তাবিরা উপেক্ষা
করিতেছে তাহা এক সময়ে পৰাক্রান্ত দিবিয়ারী বীৰ, সমুদ্র-
যাতী মারিক ও শত শত অগ্রবিহারী বণিকের শীলাক্ষেত্র
ছিল; স্থানে অগ্রণ্যত ধৰ্মপ্রচারকগণ অস্ত্রহস্ত করিয়া
ছিলেন, এবং অপূর্ব আঁচোড়স্তৰের কথা প্রতি ধূলিপুরুক্ত
কৃতিক করিয়া রাখিয়া গিয়েছে।

এই একব মধ্যে যে ত্রিগুলি দেওয়া হইল, তাহা
হয়গুপ্তের দাল বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত দেববিশিষ্টের এক-
শানি কাঁচিমহানে খোদিত ছিল। এই খোদিত
ভিত্তি বৰ্ষাহৰজ্ঞত ছিল। তিনি শত বৎসর কঁক্বিং
কুকু কাল পুরু এই সিংহাসন নির্মিত হইয়া
ছিল। ইচ্ছাতে কয়েকটী অতি হৃদয় বড় বড় কাঁচ-
পুরুলিকা ধ্বনি ছিল। সিংহাসনের ধান পোকা তাঁ
গত ৪৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমতাই পৰে পাইয়াছে।

ইচ্ছারিবানি ভগ কাঁচ বাহু উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহাদের
প্রতিলিপি দেওয়া হইল। প্রথমধানি অৱলী।
স্বাধ-বৃক্ষগুল ধানক্ষেত্রে সুলম শুরু ও ছুই পারে সৰী-
গুণ। স্বাধের পরিবহন মুন্দুমানের অভ্যন্তর। তাঁহা-
দের কাহারও হতে তুমার, কাহারও হতে সানাল অৰ্জি-
বিক্ষিপ্ত পোগ্যপ্রস্তুত, কাহারও হতে বাজনী, কাহারও
হতে চামৰ, কাহারও হতে বা পুশ্পমালা। ছুই পারে
আর ছুই ধৰি কুঁকুলীয়া চিত। ম্যাথবাটী কুকুমুরির
নিচে ত্রিপলী “রামপ্রদামের” নাম শোবিত। প্রতি-
লিপিতে এ নাম পঢ়া যাব না। বিতীয় চি একটা
মিলের ঘৰ,—তাঁহাতে দশ অক্ষতারের সৃষ্টি খোদিত।

অড়ত

(হাইদের বিবাহ হইতে।)
মহার সন্দেশ বিব
সমগ্র ধৰণী
নিপিলিন পাগলের বেশে,
মৰ্মকেনে সোপেনে
অৰ সনে তাঁ’সে
দেছে কি ? —আলো করে কে সে ?
সোভাগ্য-মৰ্মল-শৰ্ম
হৃদারে দ্বারা
কৃকারিচে দিবস রজনী ;
কামনা—সাধনা দ্বা’র
সেই লভ তাৰে !
তা’র প্রাপ্তে বৰে সে’ রাখিব।
বীদেশেন্দ্ৰণ ধৰিব।



কর্তৃপক্ষ বাণিজীক বানানের পথে বানরজাতিকে বিশ্ব-বৃক্ষ-আন-কোম্পনি মানবের অঙ্গুল করিয়া চিহ্নিত করিয়েছে। ত্রেতায়ুগের দে বৰ্ণনা, প্রাচীক দৃষ্টিপ্রের অভাবে, বৰ্তমান সহযোগ সৰ্বজন-গ্রাহ না হইলেও, ডায়ানের মতে সারা বিশ্বে একধা আনন্দিতের দীক্ষার করিতে হইয়ে যে, নব ও বানরের শারীরিক পঠনপ্রণালী অনেকাংশে অভিন্ন। চিকিৎসা ও বৃক্ষপ্রক্ষেত্রে আবাস মতিকে ইহাদের অধিকার নিতাত কর নহে—বাভাবিক বৃক্ষবলে তাই ইহারা মানবসমাজের ক্রিয়াকলাপ অনুভব করিয়া অনেক সহযোগে অনেক আশ্চর্য কাও করিতে পারে।

বানরসমাজে শিল্পাঞ্জি ও বনানাথ সর্বাঙ্গেক বৃক্ষমান। স্বত্বাবতঃ ইহারা মানবচিত্তে বহু হাবভাব ও আচার ব্যবহারে অভিন্ন; উপর্যুক্ত শিক্ষা পাইলে, আজ্ঞার অনেক বিষয়ের ইহারের গৌণ অনেকাংশে নবজীবনেই অভ্যর্থন হইতে উঠিতে পারে। স্বত্ব লজেনের চৰ্ত্তাবশন হইতে ও বিষয়ের করেকটি দৃষ্টিক্ষণ পাওয়া যাবাহে। ঐ সন্দের বানর-বিভাগের অধিন অ্যান্ড বা রক্ষ মিঃ ম্যান্সপ্রিজ (Mansbridge) আপনার অধিনাম করেকটি প্রাণী দ্বারা ইহার উত্তৃত্বে প্রদান নিয়েছেন। মিঃ ম্যান্সপ্রিজ নিয়ে বানরজাতির একজন উপর্যুক্ত শিক্ষক। প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যতীত চিকিৎসাপানাম কাজ করিয়া তিনি এই শিক্ষিকাত-ক্ষেত্ৰে অপৰূপ সম্পত্তি লাভ করিয়েছেন।

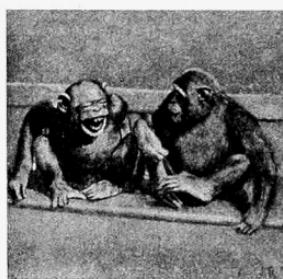
কর্তৃক ব্যবহৃত পূর্ণে এই চিকিৎসাধানের শালী (Sally) নামক একটা শিল্পাঞ্জি ছিল। অধিক ম্যান্সপ্রিজ তাহাকে এক, দুই প্রতিক সংসাধনে গণনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একবিন দৰ্শকগণ ম্যান্সপ্রিজের সঙ্গে বানরাবাসের সম্মুখে দৰিয়া আছেন, এমন সময়ে ইচ্ছাং জেরী ও ফেনো

গৃহ হইতে ভৱানক চৌকারামনি উপর হইল। বাপার কি জিনিসের জন্য সকলে উজ্জ্বলীর হইয়ে চাহিয়া দেখিলেন, জেরীর হতে বাৰ বাইয়া কেনো আপনগুে চৌকাইতেছে, কিন্তু জেরী তাহাকে কেনে না কৰিয়া দীপ্তবৃত্ত বিচাইয়া দিলেন তাকে কৰিয়া যেন তাহাকে শাসাইয়া দিলিতেছে—‘ও! আবাৰ কাজ হচ্ছে।’ ও সব আমি গাহ কৰিবৈ—চূঁ রও!’

ম্যান্সপ্রিজ ধৰ্ম শিক্ষকের অধীনে হইটা শিল্পাঞ্জি ও ফেনোটা বনানাথের অত্যাশ্চায় বৃক্ষক্ষেত্রের সঙ্গে অসম্মানৰ শিক্ষাগুরুরে দৃষ্টিক্ষণ প্রদর্শন কৰিয়াছে।

শিল্পাঞ্জি হইটার নাম জেরী (Jerry) ও ফেনো (Fanny)। জেরী সুজীভীয় ও ফেনো সীজীভীয়। আকৃতিতে ফেনোই একটু বড় পটে; কিন্তু বয়সে জেরী অপেক্ষা ছেটে—উহাদের বয়স ব্যাক্তে পাঁচ ও সাত বৎসর। উভয়েই তিনি চারিবৎসর ঘাবত এই চিকিৎসাধানের অধিবাসী।

ফেনো ও জেরী ম্যান্সপ্রিজের অভাস পেয়। বলিতে কি, ইনি উত্তীর্ণিগুকে নিজের সন্তুষ্টেই জায় জান কৰেন। অনেক সময়ে ইহাদিগুকে সঙ্গে লাইয়া চিকিৎসাধানের গোলা রাস্তায় ও জেডাইয়া বেড়ান। ঐ সময়ে দৰ্শকগণ এই প্রাণিদের মানবচিত্তে বহু লীলা দর্শনের স্থোগ পান। উহাদের এই লীলাখেলোৱ কয়েকটা দৃষ্টিক্ষণ অন্য আমুরা পাঠকগুলোর সময়ে উপর্যুক্ত কৰিয়েছি।



ফেনো দ্বাৰা খাইয়ে বলিয়া জেরীৰ কাগ।

একবিন দৰ্শকগুে ম্যান্সপ্রিজের সঙ্গে বানরাবাসের সম্মুখে দৰিয়া আছেন, এমন সময়ে ইচ্ছাং জেরী ও ফেনো



জেরী ও ফেনো মেলাম কৰিয়েছে।

বানবিসিধান সকল ভূমিয়া এবাৰ জেরী ও ফেনো উত্তৃত্বিতে পৰিবে আনিল। অধিক বলিলেন—‘এখন



জেরীৰ নাকেৰে উপৰ আৰুৰ রঞ্জ।

টাইপা লইল। অতঃপৰ অধিক ফেনোৰ হাতে একটা আৰুৰ দিয়া জেরীকে তাহা ধাওয়াইয়া দিতে বলিলেন;—ফেনো অবিবেদে রক্ষকের অধীনে পালন কৰিল। পেৰোক এই কাৰ্যাতি নিৰ্বাহ কৰিবাৰ বেলা জেরী কিন্তু এত

বড় ব্যর্থতাগ্রে নিমিত্ত আস্তরিক হেলের খণ্ডেচিত পরিচয়
বিদে কর্তৃ করিল না।

মানন্ত্রিক ফেনোকে ভারিয়া বলিলেন—‘ফেনি, চোক
বুঝে হৈ কৰ, তোমাকে একটা জিনিস দিছি।’ তৎক্ষণাং
ফেনি হৈ করিয়া চোক বুঝিবার ভাব করিল; কিন্তু প্রক্রত-
পকে অলঙ্কৃ ডান চোকটা দিয়া মিটির করিয়া
তাকাইতেও লাগিল। অধৃত তাচার ছষ্ট মি বুঝিয়া বলিয়া
উঠিলেন—‘গুরুতন! এই বৃঞ্চি তোমার চোক বোঝা ?—



“চোক বুঝে হৈ কৰ, তোমাকে একটা জিনিস দিছি।”

ডান চোক দিয়ে ও কি হচ্ছে ?—বোজ—বোঝ—ও
চোকটাও শৈলুরী বোঝ।’ এবাং ফেনি সত্ত সত্তাই
চূঢ়ভাবে ঘূঢ়ি করিল। মানন্ত্রিক শ্র অবস্থার উহার
নাকের ডগাটা একটা আত্ম বাবিল দিলেন,—‘মুখের হৈ
শাব্দিক করিতে শিশুগোষ গুণ করিয়া তাহা মিলিয়া
ফেলিল।

তেলকুচালাদের তায় ম্যানন্ত্রিজের পকেটেঙ্গলি
সর্বাঙ্গই নানা জ্বাসন্তে পূর্ণ থাকে। তিনি তাহার
একটা পকেট হচ্ছে একখনো ছাই ও একটা আপেল কল
বাহির করিয়া ফেনোকে তাহা কাটিতে দিলেন। ফেনো
ব্যথান্তরে তাহা কাটিয়া রক্ষকের আবেশে অক্ষণ
খাইল এবং অপর একত্বে ছুরি বাঁচে ঘূঢ়িয়া ভেরোকে
শাওয়াইয়া দিল—ফুলটা অবশিষ্টালে ম্যানন্ত্রিক নিজে
গুণে করিয়া ‘পকেটেঙ্গল’ করিলেন। মুখের তায়ের এইকপ



ফেনি নিজের আপেশের ভাগ ভেরোকে শাওয়াইতেছে।

অসামৰিক অপ্যবহার দেখিয়া জোরে কিন্তু ক্ষেত্রের শীমা
বহিল না। সে আপেশের অবশিষ্টাল পাইবার জন্য হাউ
মাউ করিয়া দানা ঘূঢ়িয়া দিল। অধৃত বলিলেন—
‘বাঁও ! এখন আমাকে বিবৃত করো না। আজ আর
কিছু হচ্ছেন, যা পাওয়ার আশৰ কাল পাবে !’ কিন্তু
সে কথা মনে কে ?—জোরে দিয়ে বৎসেরের রক্ষণাত্মক
মত ফোঁগাইয়া ফোঁগাইয়া কানিদিত লাগিল। উপায়স্থর
না দেখিয়া ম্যানন্ত্রিক শেষে তাচার পকেট হচ্ছে উহা
বুঝিয়া বাহির করিতে বলিলেন। আচারে দেখোকার কাগা-
কাগি অমনি বার্মিয়া দেল—অপ্রচেতে জিনিস আসের
আশৰ জোর মহা উৎসাহে লাগাইয়া উঠিয়া রক্ষণের পকেট
অহস্যকামে ব্যাপৃত হইল এবং এপকেট ও পকেট করিয়া
বুঝিতে ঘূঢ়িতে এক পকেটে আপেলটা পাইয়া অতি
অনন্দে উত্তোলণ করিল।

বাহিরের খেলা এইভাবে শেষ করিয়া থাবের ভিতরের
ব্যাপার দেখিবার জন্য ম্যানন্ত্রিক অতি পোরো ও
ফেনোকে গৃহে বাবিল আসিলেন। উহাদের একজন
অধ্যক্ষের কোমে চৰ্ডিয়া ও অপরজন তাহার হাত ধরিয়া
গৃহে প্রেমে করিল।

ম্যানন্ত্রিক বিবিয়া আসিয়া দশকগুণকে উহাদের
গৃহাভ্যন্তে লাইয়া চলিলেন। এই গৃহ বানানামের মূল
ঝোঁকার পচাতে সংস্থিত এবং তিনিদিনের কালো



জোরী রক্ষকের পকেটে হাত চুকাইয়া আত্ম পুঁজিতেছে।

দুরজা ঘূঢ়িয়া কবাট ঘূঢ়িল এবং মূল বাড়াইয়া আগুনকের উদ্দেশে
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে দীরে রক্ষকেই
বারমারিয়ে দেখিতে পাইয়া মহা আনন্দে দুরজার উপর
লাকাইয়া উঠিয়া পিচিগতিতে মোল ধাইতে আস্ত
করিল। ম্যানন্ত্রিক তাচাদিগকে অবিজ্ঞে রাস্তায়ে
আসিতে বলিলেন। বাধা ও হৃদোধ হেলেটোর মত দেরী
এবার মহা চট্টপটে হইয়া উঠিল—বৰ হচ্ছে তুটিয়া আসিয়া
তৎক্ষণাং সে রক্ষকের হস্ত ধারণ ক'র'ল। ফেনোর বিষ্ট
তথ্যে দেল খাইবার সে পিটে নাই—সে পূর্বের ভাব
ভাবী পুঁজিতে দুরজার উপর চালিত লাগিল। ম্যানন্ত্রিক
জুকিয়া বলিলেন—‘বেশ। তুমি তোমার দেল নিয়েই
তবে থাক। আমরা কিন্তু চৰু—শেষে তোমার একলা
একলা যেতে হবে, তা বলে রাখ'লি।’ এই কথা তনিয়া
ফেনোর চক্র ভাট্টিঙ—তৎক্ষণাং সে নামিয়া পড়িয়া গুজে-
গমেরে হেলিয়া ছালিলা রক্ষকের অভ্যন্তরীণ হইল।

রাস্তায়ে পহুঁচাইয়া উভয়েই দীর দীর নির্দিষ্ট আসনে
বিস্থিত পড়িল। ম্যানন্ত্রিক পকেট হচ্ছে এক খোক
কালো আঙুর বাহির করিলেন এবং তাহার একটা হিঁড়িয়া
ফেলের নাকের উপর রাখিতে দেলেন। ফেনো হচ্চি
করিয়া আঙুরটা নোচে ফেলিয়া দিল। ম্যানন্ত্রিক
বলিলেন—‘একবোধ পষ্টিমিতা ও চিচাত্তে আর একটা
আঙুরের পোকেই হচ্চি এটাকে দেলে দে !’ বাস্তুরিক
পোকেও ঘটল তাই। অধৃত বিভাগের ব্যবস্থ আর একটা
আঙুর উহার নাকের ডগাম হাল্প করিলেন, তথ্যে সে
অশৰকাম এই ব্যবস্থ উহাদের জন্য ব্যবহৃত। জোরে ও
ফেনো প্রভাবে গোতোখান করিয়াই প্রচার হইয়া এক
এক কোজ পান করে। এই প্রকার ব্যবস্থ দেশে নেই হচ্ছের
কোন প্রকার বিভিন্ন পরিষেব পাওয়া যাব না।

রাস্তায়ের দুইবার কেবলো সাজাইয়া রাখিয়া
ম্যানন্ত্রিক অতি পোরো দেনোবের অবসরাভিয়ে চলিলেন।
পুরোন্তরিষ্ঠ কামার তিনিটা সর্কনে সুহৃদ্যানিই উহাদের
এই অন্দরহল। মহলটাৰ সমুখ্যালে অঙ্কুচাকুস্ত কপাট-
মৃগ্নৃত। ম্যানন্ত্রিক এই কপাটে ধাকা দিয়া প্রথমতঃ
গৃহক্ষে সাজাগ করিয়া লইলেন, তাৰপৰ তেনোকে ভাকিয়া

দিয়া তাহার খোসা রাখিতে বলিলেন। ফেনী চুবিয়া চুবিয়া রংস্টকু থাইয়া এবার সত্য সহাই খোসাখানি বাহির করিয়া রংককের নিকট দিল এবং সমস্তকুই যে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রাণাগার্জ আর একটা ঘূর্ণ বৃষ্টি উঠাইয়া দেখাইল—মুখ একেবারে খালি।

ইহার পর জেরীর পালা। ফেনোকে থাইতে দেখিয়া একেই জেরীর লোকসম্বরণ ছক্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর খাওয়ার জিনিস লটাই অধ্যাক্ষ দলি ফেনীর মত উহার সহিত দেলা করিলেন, তাহা ছিলে বেচারার আর ছন্দের সীমা পারিত না। অধ্যাক্ষ উহার স্বত্ত্বাল বুরিয়াই সে দিকে ন গিয়া ফেনীর শরিত বট্টন করিয়া থাইবার জন্য বাকী আঙুরগুলি উহার হাতে দিলেন। আকৃতির ছন্দের সহিতই জেরী ফেনোকে এই বাস্তুবেরের অংশীদার করিল।

এই সময়ে মানসভিজ্ঞ এক পেটালা ধূ-আনিবার জন্য পেটে করিলেন, ফেনোও এই অবস্থায় পীড়িয়া উঠিয়া কেদারার তলে চাত বাড়িয়া পুরুনিক্ষে আঙুরটা ছুটিয়া লাল। তারপর টপ্প করিয়া তাহা গালে প্রিয়া যথাস্থানে পুনরাবৃত্তি হইয়া বসিল।

ইতিমধ্যে মানসভিজ্ঞ কঢ়ে পেটালা আনিয়া ফেনোর হাতে দিলেন এবং জেরীর উহা খাওয়ায় দিতে আবশে করিলেন। ফেনী ডান হাতে পেটালা রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া চামচে দরিয়া অত্যন্তে আবে জেরীরে তৃপ্তিপান করাইতে লাগিল; কিন্তু সেই সমস্ত নিজেও সত্ত্ব ও অক্ষোভাতে ব্যরংব্যর ছজের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবপ্রিক বুরিয়া মানসভিজ্ঞ তাহাকে বাকী ছাটুরু পান করিবার হৃত্ত দিলেন। তাহার ঘূর্বের কথা ঝুটিতে না ঝুটিতে ফেনী এক নিখাসে সমস্ত ধূ নিম্নের করিয়া দেলিল।

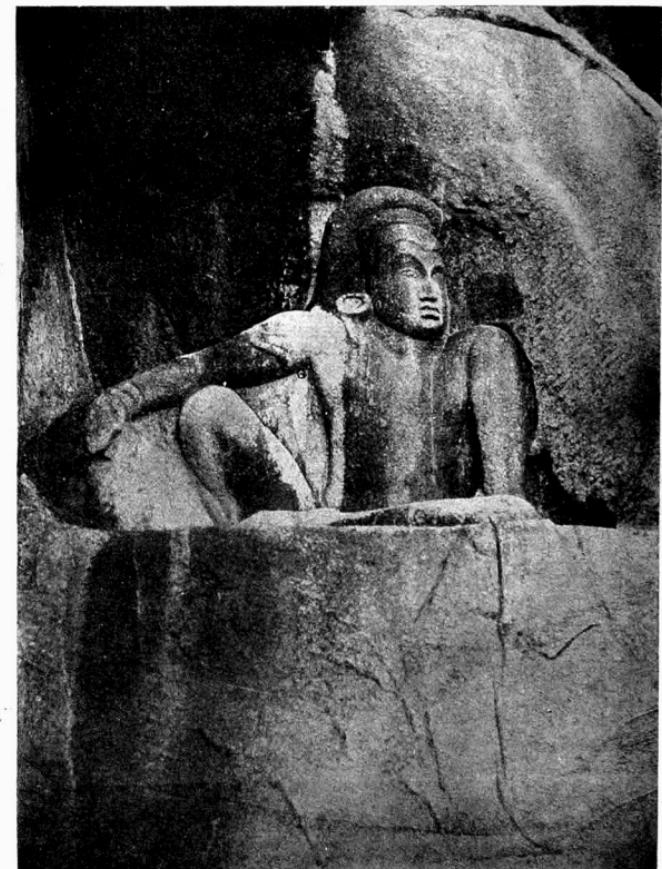
এই প্রকারে আভাসারি সমাধি হইলে মানসভিজ্ঞ শিশুজীয়কে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আবশে দিলেন। ফেনী কেবলয়া হইতে উঠিয়া আসিয়া অধ্যাক্ষের হস্ত ধারণ করিল। জেরীর কিন্তু তথমও খাওয়ার আশা মিটে নাই; সে পেটুক ছেলের মত ঠায় বাধার আসানে বসিয়া রহিল। কিন্তু অধ্যাক্ষ যথক্ত তৎপ্রতি বিশেষ দৃঢ়গত না করিয়া ফেনোকে লংগু ইঁটিয়া চলিলেন, তখন সেও নিতান্ত অনিজ্ঞাত চলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরে পৌছিয়াই



ফেনী জেরীকে ধূ ধু আওয়াইতে।
একগাছা দক্ষির উপর উঠিয়া গোসাডের গোঁজ হইয়া
হইল। অধ্যাক্ষ তাহাকে দোল খাওয়ার জন্য কত
সাধারণান্ম করিলেন, কিছুতেই তাহার রাখ পঢ়িল না।

শিশুজীয়দের গৃহ হইতে অত্যপি মানসভিজ্ঞ বন-
মহাবের আভজায় চলিলেন। এই স্থান ফেনোদের গৃহেরই
নিকটবর্তী, গৃহশোভাবের ইহা শিশুজীয়দেরই
মহাবার অসুরূপ। দর্শকগণ এই স্থানে যাইয়াই সর্বপ্রথম ছাইটি
থেতবর্ষ দীর্ঘবাহ সর্কটে সাক্ষাৎ পাইলেন। সর্কটবর্ষ
আভিকার বনমাহায় সমাজের প্রাণী। উহাদের মধ্যে একটা
একেবারে ছবিপোষ্য, অপরটা চারি বৎসর বয়স
থেরোজ্জন প্রাণী এক বৎসর বয়স এই চিড়িয়াখানার
আছে—উহার নাম জিমি (Jimmy)। জিমি বড়ই
অশাস্ত্র। তাই অনিষ্টের আশঙ্কায় ইহার নিকট খোক-
বনমাহায়টাকে রেখিবে দেওয়া হয় না।

স্তৰবর্ষঃ লক্ষে ঝল্পে ইঁটাটা চলায় বনমাহায়গুলি অস্তি
পাই। তার উপর কুস্তি শিশুয়া জিমি তো এক
পাকা পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছে! হাইটেন্টার্ন বারে
(Horizontal Bar) ঘূর্ণপাক থাইতে ইহার সদান
ওজান চিড়িয়াখানার নাই। মাহবের মত ধপ ধপ
করিয়া চুট পায়ে ইঁটাটেও ইহার অচুট ক্ষমতা। এই
ক্ষমতা পরীক্ষা অংশ মানসভিজ্ঞ ইহাকে আভাসান
করিলেন—অমনি জিমি মাধ্যাৰ উপর ছুট হাত তুলিয়া
হই পায়ে দীড়ায় ছুটাছুটি আৰাষত কৰিল।



কপিল মুনি।

(সিংহলের একটা প্রকার মুরুর প্রতিক্রিয়া।)

ଭିତର ଶୁହାତାକୁ କାଟିନିଶିତ୍ତ ଏକଟା ହରାଇଟେଲ୍‌ପ୍ଲାନ୍‌ଟର ଆହେ । ଶୁହେ ମେଘାଳୀ ହିତେ ସଥାଧେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଲା ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଛବେର ସମ୍ବିତ୍ତ । କୋଟାଟାଇଟିବ ପ୍ରୋକ୍ରିମ୍ ସମାପନାରେ ମାନ୍ୟଭିତ୍ତି ଭିତରିକ ଏହି ବାର୍ଟିବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସୁଧାପାତ୍ର ପାଠିବେ ଅବେଳେ ଦିଲେନ ଅର୍ଥରେ ଭିତରି ଏହି ପାଠିବାର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା । ଶାର୍କାରୀ ଏହି ଏକ ପାଠିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରେ କାହାରେ ଏହି ଏକଟା ପ୍ରେସ୍‌ର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା । ଏହି ପାଠିବାର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା । ଏହି ପାଠିବାର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା । ଏହି ପାଠିବାର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା । ଏହି ପାଠିବାର ପରିଯାକ କୁହାରେ ଚାକରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଲାଗିଲା ।

ହଟ୍ଟାର ପର ଏଥିନ ଓରା ଓର୍ଟାଙ୍ଗ ଆତୀର ବନମାଟୁରେ ପାଶୀ । ଏହି ପ୍ରାଚୀର ବାମପାଦମ ବାନରାବାଦେରେ ସମ୍ମନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶିଷ୍ଟ । ମେଣ୍ଡି (Sandy) ଓ (Jacob) ନାମର ହଟ୍ଟାର ବନମାଟୁରେ କିଛାକଳାପାଇଁ ଏ ବିଭାଗେରେ ପ୍ରଥମ ଶର୍ମିନ୍ ବସିଥାଏ । ମେଣ୍ଡି ୧୯୦୫ ମାଲ ହଟ୍ଟେ ଏହି ଡିଜିଗ୍ରାଫିକର ଅଧିକାରୀ ; କିନ୍ତୁ ହଟ୍ଟାର ପୁରୋକେ ଆରୋ ସାଠ ସବ୍ସ ଶିଖଗୁମେ ପାଲିତ ହିସ୍ତିକିଲା । କେବଳ ୧୯୦୮ ମାଲେ ଏହାମେ ଆମେ । ମେଣ୍ଡିର ବନମାଟୁରେ ବରସ ବରସ ବୋଲି, କେବଳେ ବରସ ଆଟ । ଉତ୍ତରେ ବାମପାଦମ ଦୂର ।

শক্তিমান রেকর্ড সেভি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেভির
উত্তীর্ণবীণাক্ষি সহাবতেই প্রথম, কিন্তু এশিয়ার উৎকর্ষ-
সাধনে জ্ঞাতবেষ্ট তত্ত্বপর্যটা বেশি।

କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବେଳୀ ରୂପେ ଦେଖି ଓ କେବଳ ମୁଣ୍ଡାର୍ଥିରେ
ପ୍ରିସ୍ତଗାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଅଭାସ ବୁଲାନ୍ ଓ ହର୍ଷିଳ ବିଜ୍ଞା
ତିନି ହିନ୍ଦିଙ୍କୁ କାହେ ଡିକିଯା ବେଳୋ କରିବେ ମାହିଲ
ପାନ ନା । ସଂଖ୍ୟାର୍ ପ୍ରଦାନେ ଶମ୍ଭବ ତିନି ଉଚ୍ଚଦେଶ
ପାଇବୁ ପରିମାଣରେ ବାରଗଠିତ ରାଜତାତ୍ତ୍ଵ କରେ ।

— মেগির কাও দেখিবার জন্য মানসভিত্তি একথালি
ঘটে আলিলেন ; এবং পক্ষাভূত দিয়া মেগির বাঁচার
ভিত্তি প্রবেশ করিয়া ভাসাকে খাইবার জন্য ডাকিলেন।
মেগি হইত্বে অবক্ষেপ দিকে ঝুঁটিয়া আসিল ; কিন্তু



କେବୀ ଭାବର ରୁକ୍ଷକରେ ଚଥନ କରିଲେ ।

ମଧ୍ୟରେ । ଇହାର ପାରେ ଉପର ବାଢ଼ା ହିଲ୍ଲା ଛଇ ହାତ
ଦ୍ୱାରା ଗଲା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟରେଟି ନିତ ଚାହୁଁ ଥାଏ । ଶିଳ୍ପାକ୍ଷର
ଯେବେ କେନୋ ଓ ତାହାର ଅଧିକରେ କରିବାକୁ ଦରିଯା ସମେତ ସମେତ
ଏତେ ଚାହୁଁ ଥାଏ ବେଳେ; କିନ୍ତୁ ଉହା ତାହାର ଶିଳ୍ପର ଫଳ ।

পূর্বে বলিয়াছি, উকাবনী পঞ্জিতে সেই ষষ্ঠে
হাইলেভ, উকার উক্তকৃষ্ণাধমে কেকবের শুভতা অধিকরণ।
যামুনাপুরিয়ে নিজেই ইহার সাক্ষ দিয়া বলিলেন—একস্তুর
সেমি একগাহা গড় জলে চুবাইয়া তাহা ছিয়াজ অলপন্থ
করিবার পথ আবিষ্কার করে; কেকব তৎস্থগং এ
প্রক্রিয়া নলক করিয়া একগাহা হলে চারিগাহা গড় লইয়া
তৎস্থায়ে অধিক পরিমাণে অলপন্থের উপর নিষ্কাশন
করে। এবিষয়ের প্রত্যক্ষ অধ্যাপক প্রবৰ্ণালী তিনি তখন

হই কুটি খড় আনিয়া উহাদের গৃহস্থে নিষেপ কৰিব। একাইয়া হাতলের মত এবং মাথাৰ কিটকা ইড়ানোৱা জায় দেন এবং গৃহস্থুষ কুড় গৰাঞ্ছবাৰেৰ বাহিৰে এক এক পৰা অল বাখিৰা দিলেন। সেতি উহা পাইয়া তৎক্ষণাৎ একগাছি খড় দৰাৰ অপনাপৰে অপালী অদশন কৰিল; কিন্তু কেৰেক চারিগাছি খড় বাহিয়া গৈলি, খড় সমেত উভৰ হস্ত আনালাপনে গুৱাইয়া দিয়া এক হাত দৰাৰ খড় ডিলাইতে ও অপৰ হাত দৰাৰ তাহা দৰিব; অলপন কৰিতে আৰম্ভ কৰিল। একার্যে কেৰেক পূৰ্ণপৰ ইউৰু চারিগাছি খড়েৰে সহায়তা লইতে অভাস। বোধ হয়, অধশ্বৰেৰ চারি সংখ্যা পৰ্যাপ্ত গণনা কৰিবাৰ পক্ষে ইহারও একটা ব্যাভাৰিক শক্তি অনিয়াছিল।

পূৰ্ণোৱিষত দৃষ্টান্তটাু সেতি ও কেৰেকেৰ উত্তোলনী শক্তিৰ চূচাত নিৰ্বাসন নহে। অভাস হইটা বিভিন্ন ঘটনায় ইহাদেৰ বৃক্ষ-কৌশলেৰ আৰো আকৰ্ষণী অৱশ্য পণ্ডৰা পিয়াছে।

সেতি ও কেৰেকেৰেৰ বাসগৃহেৰ সম্মুখালৈ ছুটিকৰিয়া কুস্তি গৰক আছে, উহাৰ চৃঢ়ানীৰা হৰ লোকতামে আৰক্ষ। একদিন ভোৱে মানসুন্তি, মেৰিতে পাঠিলেন, কেৰেক একটা বৰ লইলৈ ঐ গৰকমুখে কি এক কাৰ্যো



কেৰেক তাৰার আৰো কি ডিতেন?

বাস্তু! তিনি উত্তোকভাবে ছুটিয়া আসিয়া যাবা দেখিলেন তাৰাতে যো তাৰাৰ চৰ হিৰি! কেৰেক কোখাৰ হইতে একটা মোটা তাৰ সেতোহ কৰিয়া তাৰার গোঁজাৰ দিকটা

যাত্ৰী

ওগো পথিক, দিনেৰ শেষে

যাবা তোমাৰ দে কেৱল দেশে,

এ পথ দেছে কেৱল থানে?

কে জানে ভাই কে জানে!

চৰ হৰ্যা এৰ তাৰাৰ

অলোক দিয়ে প্ৰাতীৰ দৰাৰ।

আছে যে এক নিকুঞ্জন নিষ্ঠতে—

চৰাচৰেৰ হিয়াৰ কাছে

তাৰি সোগন ছহাৰ আছে,

সেইথানে ভাই কৰ গমন নিশ্চাপে।

তয় সংখ্যা]

ওগো পথিক দিনেৰ শেষে

চলেছ যে এমন গোৱে,
কে আছে বা সেইথানে?

কে জানে ভাই কে জানে!

বৃক্ষৰ কাছে আমাৰ মেতাৰ

গুৱাই নাম মোঁঝা রাতৰেৰ ঘপনে।

অপূৰ্ব তাৰ দোৰেৰ চাঙ্গা,

অপূৰ্ব তাৰ গাহেৰ হাঁজা,

অপূৰ্ব তাৰ আমাৰ হাঁজাৰা শোগনে।

ওগো পথিক, দিনেৰ শেষে

চলেছ যে এমন হেসে,

কিদেৱ বিলাস সেইথানে?

কে জানে ভাই কে জানে!

জগৎকৌড়া সেই যে দেৱ

কেৱল ভাটি মাহুৰ দেৱ,

কাৰ দেখানে টাই নাচিত কিবুৰি!

দেখানোতে ঘন দেৱে

আৰ ত বেচেষ্ট নাচি কোৱে,

একটি নাচে আনন্দমৰ বিছুৰী।

ওগো পথিক, দিনেৰ শেষে

চলেছ যে, কেইতু এসে

পথ দেখাৰে সেইথানে?

কে জানে ভাই কে জানে!

জনেছি সেই একটি বাণী

পথ দেখাৰেৰ মৰখানি

লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো !

সে যুৰ এই প্ৰেৰণৰ পথে

অনাহত বীৰ্যাৰ তাৰে

গভীৰ হুৰে বাবে সকাল মাঝে গো !

ব্ৰীৰীৰীৰীনাথ ঠাকুৰ।

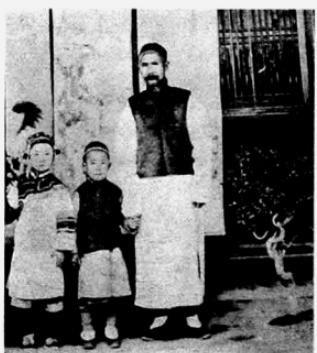
চৌমেৰাষ্ট্ৰবিশ্বৰ

চৌমেৰাষ্ট্ৰবিশ্বৰ

২

আমাৰিদেৱ পলায়ন

মাহেবহুৰেৰ সঙে অৰনি বিনা বাক্যবাবে অৰাবোহৃষি কৰিলাম। এবং কাঠৰ আকিসে পিয়া পাতি ফোকৰ সাহেবেৰ ও নিস্বৰেট মাহেবুৰেৰ সঙে বিভিন্ন ইলাইৰ। কয়েক জন চীন কেৱলাণি অৰাবুৰেৰ সঙে চলিলেন। পোতাকিসেৰ কেৱলীৰ সপৰিবাৰে এবং কৰিলনৰেৰ বড় কেৱালিৰ বড়ল পৰিবাৰ আমাৰিদেৱ পশ্চাৎসূৰ সৱল কৰিলেন। আমাৰ সঙে মাত একটা ওভাৰেকটি



কৰিলনৰেৰ বড় কেৱালি বিৰাম ও তাৰাৰ পুৰুক্ষ।

(অক্ষয় আৰম্ভৰ সৱলৰ কৰিল শুভৰ কটোৱাক)

ও একটা কৰিলা কৰিল লাইয়াছিলাম। বাজাৰ আৰক্ষেৰ অক্ষ কুলিৰ দক্ষে কেুলু, পঞ্চ, চৰি, চিনি, হৃবে তিম মাত্ৰ সঙে লওয়া লাইয়াছিল। কাৰণ মালবহ অক্ষৰ হাঁজ্যাপ্য লাইয়াছিল। আমাৰিদেৱ মূল্যবান বথসৰুৰ এই প্ৰকাৰে টেলিয়ে মেলিয়ে যাইতে হৈল। বিদ্যোৱীৰ সৰ্বিগ্রহণ হইতে আৰম্ভ বৰ্ত অন লোক বাইৰ তাৰা এক পান্থ-পোৰ এবং কৰেকজন রাইকলদাৰী সেপাই আমাৰিদেৱ শৱৰীৰক্ষণে পাইলাম। সকলে মিলিলেৰ ধৰণে

ପ୍ରେସ୍‌ରୁଷ-ଭାବେ ପରିଭାଷା ପାଇଁ ମୌରେ ଧୀରେ ଚାଲିତ ଆର୍ଥିକ କରିଲାମ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ସାହେବ ଆମାଦିମେରେ ମେତା କିନ୍ତୁ ତିମି ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଚ ଚାଲିଗିଛନ୍ତି ଓ ତା ପାଇତେ ଲାଗିଦେଲା । ପାହାଡ଼ରେ ଉପର ଡିଟିକ୍ ଆମି ସାମାଜିକ ଏକ୍ ପିଛେ ପଢ଼ିଯାଇଲାମ ଅମନି ତିମି ଦୋଢ଼ା ହିଙ୍କାଟାର ଆମାଦିଆ କହିଲେନ, “ଡାକ୍ତାର, ପାଇଁ ପାକିବେଳେ ନା ସକଳେ ଏକସମେ ଧାର୍କ କରିବୁ” । ଆବା ରିକ୍ଷ ଦୂର ଯାଇତେ ଯାଇତେ ଆମି ଏକଟା ଅନ୍ଧାରୀ ଲୋକେର ସମେ କୋଣ କଥା ବିଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଗରଥୀ ହିନ୍ଦୀକାଳିମ, ଅମନି ଫେରାର ସାହେବ କହିଲେନ ଯେ “ଡାକ୍ତାର, କମିଶନାର ସାହେବ ଆଶକାନ୍ତେ ଅଗ୍ରେ ଯାଇତେ ନିଯମ କରିଛେନ । ତିମି ସକଳେ ଜଞ୍ଜ ବଡ଼ ବ୍ୟାପ ହିଲ୍ଲାଇଛେ ।” ଆମି ତଥକଣ୍ଠାନ୍ ପିଛେ ହିଟାମି ସକଳେର ସମେ ଏକଟ ହିଲାମା । ହାତରେଲ ସାହେବ ମେନ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ବ୍ୟବ୍ସର୍ଜିତିଗାମ କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣରେ ଆଶକା କରିବେ ଲାଗିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମେନ ଏକ ମୁହଁର୍ରେ ଜନାଏ ଓ ଏ ଧାରଣ ହେଉ ନାହିଁ । ସାହେବେ ଏହି ଭୟ ଦେଖିବା ମେନ ମେନ ହାତ ସମ୍ବରଣ କରିବା ପାରିଲାମ ନା ।



অবসরআণ জেনেৱাল চাৰ ও তোহার পৃষ্ঠা।

(ଡାକ୍ତର ରୀମଲାଳ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କର୍ତ୍ତକ ଗୃହିତ ଫଟୋପ୍ରାଇୟାମ୍)

ପ୍ରାଚୀନବିଶ୍ୱାକାରୀମଣେଜମେନ୍‌ର ନିତାନ୍ତକୁ ଅନିଜ୍ଞା ଯେ ଏଥେ ଛାଡ଼ିଯା
ବର୍ଷାର କୋଣ ଲୋକ ଚଲିଯା ଥାଏ । କାହାର ତାତୀ ହିଟେ
ଏହାମେନେ ଦୂର୍ମାଣ ହିଲେ ।

ଆସିଲେ ହୁଏ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଟେ ଆଏ
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମୂଳେ ପଦେର ଧାରେ ଏକ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିକଟ
ଆମାର ଅଖି ହିଲେ ଅବରତନ କରିବା କୁଣ୍ଡାଳିଙ୍କ ତୁମିର
ଉପର ଉପବେଶନ କରିବା ବିଶ୍ଵାସମେ ହୁଏ ଏକତ୍ର କଳା
ଓ ହିଏକେବଣିମା ବିଶ୍ଵାସ ଥାରା ମାଧ୍ୟାକ୍ରିକ ଭୋଗନକ୍ଷିତା ମନ୍ଦର
କରିଲାମ । ଏହି ଥାନ ହିଲେ ହାତୋରେ ମାହେର ନିଶ୍ଚିନ୍ତା

ଆমରା ଟେଲିକେ ପରିଭାଗ କରିବ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାନ୍ତକର ଅମେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲୋକ ମଗିରିବାରେ ଟେଲିକେ ପରିଭାଗ କରିଯାଇବା ଥାବେ ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହିଲେବୁ । କାରଣ କଲେବେଟ୍ ମେ ଏକତା ବିଷ ଆତମକ ଉପଶିଷ୍ଟ ହିଲେବାକୁ । କେହିହି ଏହି ହାଦି ଧନ ପ୍ରାଣ ନିରାପଦ ମନେ କରେନ ନା । ଏହିକୁ ଜୀବନଶୀଳ ଲୋକର ମଧ୍ୟେ ଅବରନ୍ଧାରେ ଜେମୋର ଚାରି ମହିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲେବିଲିଭାଗେ ଥିଲାରିନ୍ଦ୍ରିଟେକ୍ ମିଃ ଫୋର୍ଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିତିର କଥା ଉପେକ୍ଷାଗ୍ରହ । ଏହିଶକ୍ତିର ଆୟ ଶତାବ୍ଦିକ ମହିନେ ବାଲକ ବାଲିକ । ଆମରେ ପଞ୍ଚାଂ ପଞ୍ଚାଂ ଧୀରେ ଥିଲାମେ ଚଲିଲ । ତାହାର କାରଣ ଏହି ମେ ବିଜ୍ଞାନିଷ୍ଠିତ କରିଯାଇ ଲିଲ ମେ ଭାରୀର ଭାରତୀୟ “ବ୍ୟକ୍ତିଗାନ୍ଧୀଜୀବନ୍ମାନ୍ଦ୍ରାଳୀ” ମେପାଇଗଲି ମିଥୋକ୍ତି ହିଲେ ତାହାରିପରେ ଅନିମା-ବିକାଶକ ହଜାର । ତଥାର କାହାରେ ଧନ ପ୍ରାଣ ନିରାପଦ ନାହିଁ । ଅଭିନନ୍ଦନ ପଞ୍ଚ ଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ

ମାତ୍ରାମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାମାନଙ୍କରେ ପାଞ୍ଜାବୀ
ଅମ୍ବା କାଠିଗିର ପଥକହିଗେର ସଥାର୍ଥର୍ଥ ଲୁଟ୍
କରିଯାଇଛି । ଏହି କାଠିଗିର ସଂଖ୍ୟା ଟୀନାରା ବର୍ଷାରେ
ହିତେ ହିତେ ଆମାଗିରେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇୟା ନିରାପଦ ମନେ
କରିଯା ଏତ ଲୋକ ଆମାଗିରେ ଗିଛେ ଚିଲି । କିନ୍ତୁ

ॐ संख्या ।



ଶ୍ରୀମତୀ ପର୍ବତୀ ପାତ୍ରାହିତ୍ୟ ।

एक विद्युत वितरण सेक्टर की ओर जाएगा।

କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲ । ଅବହୁମୁସାରେ ଆହାରେର ବାବନ୍ଧା କରା
ପାଇଲ ।

ପର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଗାତୋଧାରା କରିଲା ତା ଓ କଟି ପାଇଁଯା
ନିଶ୍ଚିନ୍ନାନ ପରିଭାଗ କରିଲାମ । ଆଜକାର ପଥ ବୁଝିରୁ
ପଞ୍ଚକ୍ଷୟ ମେସକଳ ପାହାଡ଼ ଅଭିଭାବ କରିତେ ହିଟାଯାଇଲ
ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଛିଲ । ଅଚ୍ଛକାର ଉଚ୍ଚ ପରିଷତ୍ ଓ
ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ପିରିଗପଦକଳ ଅଭିଭୂତ କରିଲେ ତୁଳୁ ହିଟା ପଡ଼ିଲାମ ।
ପରିଷତ୍ତବୀରୁଥିଲେ ପଥିଗପଦର ବିଶ୍ୱାସର ଏକଟା ଆଭା
ଆଛେ । ବେଳେ ଏକଟାର ସମୟ ତଥାର ଯିବା ଆଖି ହିତେ
ଅବତରଣ କରିଲାମ । ଏହି ଦ୍ୱାନେ ତିନି ତାର ମହିନେର
ମଧ୍ୟେ କୋଣ ବସନ୍ତ ନାହିଁ । ଏଥାନେ କରକୁଣି ଗରିବ
ଶ୍ରୀଲୋକ ଖାଚେ ଦେବକାନ ଖୁଲ୍ବା ଦିବାଭାଗେ ଅବସିଦ୍ଧି
କରେ । ମନ୍ଦାରା ପୂର୍ବ ଗ୍ରାମେ ଚିଲିଯା ଥାଏ । ହିଟାର ଭାତ,
ଶତ ବା ତୋରିକର ଗଜ ନିମ୍ନେ ପଢିତ ହିଟାର ଭାତ । ହିଟାର
ମଧ୍ୟେ ଆର ଏକ ବିଶଳ ଏହି, ଯେ, ସୁନ୍ଦର ହିଟାର ଏହି ସେଇ
ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବ ମୋହାଇ ମାଳ ମହ ଆମିଶା ଭାବୁ ହୁବ
ତାହା ହିଟାରେ ମେଖାନେ ନା ଯାଇ ପିଲେ ହଠା ନା ଯାଇ ସମ୍ମୁଦ୍ରେ
ଯାଉନା । ଚିନୋର ଏହି ଜଳ ସମ୍ମୁଦ୍ରର ଆମାରକିମିକର
ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ଅଛ ଅଭିଭାବର ମଳେ ଅଣେ ଅଣେ
ଏକ ଦୟା ପିଟୋଇତେ ପିଟୋଇତେ ଯାଇ । ତାହାର ଯାହା ଦୂର
ହିତେ ଜାନା ଯାଇ ମେ ମଧ୍ୟେ ମଳ ମହ ଖଚର ଆମିଶିଦେଇ ।
ମେହି ଜଳ କୋଣ କାହାର ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ହିଟାରେ ଜଳ ଅଭିଭାବ
କରିଲେ ହାବ । ଏହି ପ୍ରକାର କଟେ ଏହି ପିରିବର୍ଷ ଅଭିଭାବ
କରିଯା କାହାଇ ନାମକ ଅମ୍ବିକ ଉପାତାକାର ମୟାକାର ପ୍ରାକାଳେ

শুরুরের মাস্স, ডিম, গৃহাত্ত হস্তা প্রচৰ্ত পেকানে
রাখে। আর কঠকগুলি শীলোকে ঘোষণা দাস অনিয়া
বিচারের জন্য প্রস্তুত রাখে। এখানে উপর্যুক্ত হইলে এই-
উপর্যুক্ত হইলাম।

কাগজ উপত্যকার অবস্থার হইয়ার পূর্বে পথে
তরঙ্গরিক্ষে বহুশ শান জাতীয় লোককে শ্রেণীভূত ভাবে

সকল প্রাণীকে কলিকাতার চীনা বাজারের দোকান-দুর্গণের মত যাত্রীদিগকে বাতিলাপ করিয়া ঠোকে। আমরা কখনই ইহাদের কেবল খাত ব্যবহার করি নাই। আমাদের খাত সহজেই ছিল। তবে ইহাদের দোকানে বিসিনি সময়ের খাত ব্যাহুট হাতে ছিটকে। ইহারা আমাদের বিস্তৃত দোকান চিনি প্রক্রিয়া দৈর্ঘ্য শূলভ সময়ে করিবলৈ না পারিয়া কেহ কেহ চাহিয়া তাহার খাত গুণে করিবলৈ ইহাক প্রকাশ করিল। আমাদিগের ভোকানবিশিষ্ট দ্রষ্টব্যগুলি দিয়ে হাতারা মহাশয়ী হইল।

এই স্থানে আমাদিগের ও বোঝাপ্পলির উভয় খণ্ডে
হইলে গুনৱার অবস্থারূপ করিলাম। এখন হইতে আর
তিন মাহিন পথ পাহাড়ের নিম্নে নমিতে হয়। এতি
মুহূর্তেই পতনের শৰা হয়। এই পর্যট হইতে নিজাব-
তরণের পথ টাইপিং নামী বিচ্ছিন্ন প্রকার ও গৃহের
সঙ্গে উপস্থিত হইয়া পর্যটের পার্শ্ব কাটিয়ে বে রাঢ়া
প্রেক্ষত হইয়ে তাহা অবলম্বন করিয়া কথনেও বা নিজাবারী
কথনেও বা উক্তকারী হচ্ছা চলিতে হইল। এই স্থানের
প্রাণীগত মৃত্যু অতি মনেয়ে। অভিজ্ঞতে থামে থামে
পর্যটপার্শ খনিয়া পড়িয়া যাওয়ার রাঢ়া কোন কোন
স্থানে অতি সক্ষীয় হইয়েছে। তাহার অবস্থারূপে চো
আতি সংকট। অবশ্য কিন্তু অভিজ্ঞত হইলে ছই তিন
শত বা ততোধিক গুণ নিম্নে প্রতিষ্ঠ হইবার ভৱ। হইবার
মধ্যে আর এক বিপুল এই, যে, সমূল হইতে এ পথে যদি
শতাধিক অবস্থার বোঝাই মাল সহ আসিয়া আস হয়
তাহা হইলে সেখানে না বার পিছে হঠা না বার সমূলে
যাওয়া। টৈনেরা এই জন্ত সমূলের অগ্রগতক্ষণকে
সাবধান করিবার অজ্ঞ অবস্থারের দলের অন্তে অন্তে
এক ঘটা পিটাইতে পিটাইতে যায়। তাহার রাঢ়া মূল
হইতে জান বার মে সমূলে মাল সহ খণ্ড আসিয়েছে।
সেই জন্ত কোন ফুকা প্রশংস স্থানে ইহাদের জন্ত অঙ্গেকে
করিতে হয়। এই প্রকার কষ্ট এই নিবিবৰ্ধ অভিজ্ঞত
করিয়া কালাই নামক অস্তিক উপভাবক স্থানের প্রাকাশে
ক্ষেত্ৰে পুনৰ্বৃত্তি হইল।

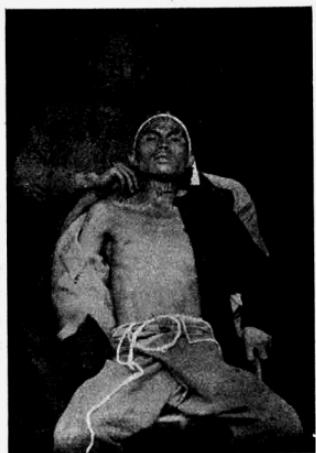
କ୍ଷାମାଇ ଉପତାକାଯ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦାର ପୂର୍ବେ ପଥେ
ତରମାରିକୁ ବହଶିତ ଶାନ ଜାତୀୟ ଲୋକକେ ଶ୍ରେଣୀବନ୍ଧ ଭାବେ

টেলিকমিকে যাইতে দেখা গে। তখনই বোধ হইল যে ইহারা বিশ্বের মিশনে সমৃদ্ধভাবে ইহার জগত গমন করিতেছে। তাহাদের সর্বশক্তি আপনী ধরণের সামুদ্রিক ইউনিফরম-পরিষিত অনেকগুলি সৈজ সহ এক পার্ক সিডিজ চেয়ার বা বাশের মোলার মত যানে প্রয়োজন করিয়া যাইতেছেন। তাঁরাও আরো ইউনিফরম এবং যাঁরা সোলার বড় টুপি। আরি, নিম্নোক্ত ক্লুকের সাহেব অসমে যাইতেছি, অপেক্ষ ইহুনে প্রয়োজন পাচ্ছে। আবার নিউটনবৰ্জ ইহুনে যানকাট কর্তৃ হচ্ছে বাবু জগৎ মঙ্গলের পুরুষ।

ପିଲା ଆମ୍ବାକେ
ତଥା ତାହାକେ
ତାହାରେ ତାହାକେ
କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବାର
ନା । ତାହାରେ
କିନ୍ତୁ ଖାତ୍-
ଚିନ୍ମଣି ଉଠିଲେ
ଉତ୍ତର ହିତେ
ରିଲେନେ “ହିନ୍ଦୀ
କୁଛି ବିଲିତେ
କିମ୍ବିକେ ଆମି
ପାରିଲାମ ନା
ଛିଲାମ, ସେ
ବୀ ହିଲେନ ।
ଏ ସେ “ହିନ୍ଦୀ
ତଥା ଆମ୍ବାର
ନା କେବେ
ହିନ୍ଦୀ ଆମର
ଗୋଟିଏ କରେ
ପିଲାହେଲେ ।
ନାମା ବିଷ୍ଟ
ଓ ରମ୍ପଣୀ
ଗର୍ଭତାରେ
ହିଲା ବିଷ୍ଟ
ତଥା ଚାରି
ପାଶ ହିଲା

କାହାରେ ହଟା ଶର । ଏକଟି ପୂର୍ବାତମ ଅପରାତ ନୁହନ ।
ପରିଧିରେ ଥାକିବାର ସତା ପୂର୍ବାତମ ଶର । ନୁହନ
ଶର ପୂର୍ବାତମ ହିତେ ତିନ ମାଟିଲ ମୂର । ତଥା ହୃଦୟ
ରାଜଧାନୀ । ପୂର୍ବାତମ ଶରେ ଆମ୍ବା ଭୁବା କର୍ତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ମିତ
କରିବାଲୀର ଅବଧିତ କରିଲାମ । ଏହି ଥାନେ ଅଭ୍ୟୋକ
ବାଢ଼ିଏ ଓ ବାଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପତାକା (Republican
Flag) ଉଡ଼ିଲେ ଦେଖା ଗେ । ଗୋକେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲ
ଚାଲ ତବେ ରିଲେନ ଲକ୍ଷ କରିଲାମ । ବେବ ହିଲେ
ମହାରାଜେ ମେ ସାଧନଭାବୀ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାସ ମେବନ କରିଯା ସଙ୍କ
ପ୍ରାରମ୍ଭିତ କରିଯାଇ । ଏଥାନେ ଏକଟି ବାଶ କରିଯା ପରିମିତ
ଛିଙ୍ଗ-ସିଂକ-କାହିଁ ନାମକ ହାନେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତ୍ତ ହିଟ୍ତ ତଥାକାର
କଟିମ ହାଉମେ ପୌଛିଲାମ । କଟିମ ହାଉମେ ଅନୁଭୂତ ।
ତଥାକାର ଟାଙ୍କାକ୍ରି ସିଂ ବିରାଜିତିରେ ମହିରରେ ଲୋକେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗିରିବେ ଏବଂ କଷଟାରୀର ପଲାଶ କରିଯାଇ ।
ତଥାକାର ଏକଜନ ପରିଚିତ ଲୋକ ହାତୁଳେ ମାହେରେ
ମଂଦିର ଦିଲ ଯେ ଚିନ୍ତାକ୍ରିଯାରେ ଶୀମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟ କାନ୍ଦିନିମ
ପଥକେର ମର୍ମର ପୁଣିତେ ଆଶ୍ରମ କରିଯାଇ । ତାହାରେ
ଶାରେ ଶର୍କିତ ହିଲେନ, କାରଙ୍ଗ ସମେ ଏକଟା ବ୍ରଦ୍ଧ ବାରେ ବହୁ-
ଟାକାର କପା ଛିଲ । କୁଲିଗିର ତାହା ବନ କରିଯା ଲାଇଛା
ଯାଇଥିବିଛି । ମେହି ଲୋକଟାର ସାହ୍ୟୋ ଏକଜନ ଓପରଟରଙ୍କେ
୧୨୦ ମଲ ଟାକ ବିଦା ଅର୍ଥମେରେ ଶୀମାନ୍ତର ମିଲିଟାରୀ
ପୋଟେ ନେଟ୍ବର ଅବିନାଶରେ ନିକଟ ଏକ ପତ୍ର ପାଠାନ ହିଲେ
ଯେ ତଥା ହିତେ କତକ ମେପିଛି ଆମିଶା ଆମାରିଗିକେ ସମେ
କରିଯା ନିରାପଦ ହାନେ ପୌଛିଯାଇ ଦେସ ।

ତୃତୀୟ ମଂଥା ।



গলাকাটা সিপাহী ও তাহার শুভবাকালী সিপাহী।

(डाकुआर रामलाल सरकार कर्तुक गृहीत फोटोग्राफ़ ।)

কে।” সকলেই প্রথমে অভয়ন করিয়াছিল, যে, বুঝ কোন জাগুন্নাম সৈনি কর্তৃত কষ্টাদী হইবেন। আমাদিগের সঙ্গে একটা সেগু কৃতি যে “হিন্দুদের বর্তমান ভূত; তাওফেস-সিন”। উগন আমার ইহল এবং মনে মনে পর্যটক ইহল যে কেন সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করি নাই। ইনি আমার পরিচিত পুরুষন বৃক্ষ। ইনি আপনের পিছ করেক থাকিবা নানা বিষয় দেখিয়া তন্মো আসিয়াছেন। একটা সাধ বালিকাকে আপনে নষ্ট করা পিছ নানা বিষয় দিয়াছেন। এবং আপন হইতে পুরুষ ও রম্ভী গুর আনন্দিয়া নিজের এলাকায় জাপান ধরণের তত্ত্বের ও নানা শিল্পকার্য পিছ দিতেছিলেন। ইহার বিষ

কাম হাতে পৌছিলাম। কাঠি হাউস অনশুষ্ট। তথাকার টাকাক সব বিজ্ঞেহিদিগের সৰ্বাবের লোকে লইয়া গিয়াছে এবং কর্মচারীরা পলায়ন করিয়াছে। তথাকার একজন পরিচিত লোক হাতওয়ে সাহেবকে সবাদ দিল যে চীনকের শীমান্তের অসভ্য কাটিনগণ পথিকের সৰ্বস্ব লুটিতে আগত করিয়াছে। তাহাতে শহরে শক্তি হইতেন, করাগ শব্দে একটা বড় বাজে বহুটাকের জগা ছিল। কুলিগণ ভাঙ্গ বন্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই শোটার মাহাত্ম্যে একজন ঘৃণ্টচরকে ১০০ মশ টকা দিয়া প্রক্ষেপের শীমান্তের বিলিটারী পেটের নেটের অধিকারে নিকট এক গজ পাতান হইল যে তাঙ্গ হইতে কতক সেগু আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিবেশ করে আসে।

ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ହିଁଛିଲା । ଆମୀ ତିନି ଚାରି
ଇହାକେ ଦେଖି ନାହିଁ । ଇହାର ମୁଖେ ଗୋପ ଛିଲ
ଦୟାରେ ନିରାପଦ ହାନେ ପାଇଛାଇଁ ଦେଖ ।
ପରମିନ ଆମୀ ମନମୋହନ ନାମକ ଚିନ ଶୀମାସ୍ତେର ଶେଷ
• ଯାମୀର ପକ୍ଷ ଥିଲୁ ନାହିଁ ।

তাঙ্গৰ পথখন বকি (Mr. Maw) ন নামক এক সুজীবল
কর্তৃচারীর সঙে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন যে
“আগমনিদের সৌম্যত প্রদেশে কেন্দ্র ভর নাই। আমি
সঙে কাঠিন প্রছৰি দিব।” আতঙ্কে দেবি দশব্রান-
জন কাঠিন তুরবারি ঘৰে এবং বৰম হাতে কৰিয়া
আগমনিদের নিম্বট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহানিঙ্গে
তুরবারি খিলা দেৱত দিলেন। মাত্ৰ এজন লোক
পথ প্ৰদৰ্শকত্বে সঙে বাধিলেন। তাহার ছই অৰ্থ মনে
হইল। অথবা দোষ হইল সাহেব বৰ্ষা হইতে সেপ্টেম্বৰ
আসিব মনে কৰিয়া কাঠিন প্রছৰি লাইলেন না, আৰ এক
অৰ্থ এই হইতে পাৰে যে পাছে এইসময় চৰ্জুন
কাঠিন দহাগণহৈ বৰ্ষক হইয়া শেষে বা ভক্তেৰ কাৰ্যা
কৰে।

এখন হাইটে ১২ বাইল দূরে প্রিতি বর্ষাৰ সৌমান।
সেই সৌমানৰ ঘূৰিমা নাৰক কৃষ নদী পাৰ হইয়েই বৰ্ষাৰ
সৌমান। আৰুৱা প্ৰাৰ্বণৰ বেলা বাৰটাৰ সমৰ তথাৰ উপলিখ্য
হইয়া দেখিব বিশিষ্ট কন্সুল শিখ সহেৰ আৰাবিগেৰ সহে
শাকাং কৰিবত আসিয়াছেন। এই স্থানে এক ভৱ পুৰে
মধেৰ উপৰ উপগ্ৰহেন কৰিয়া মাধ্যাহিক ডোকানকৰ্ত্তা
সপৰি হইল। তথা হইতে ৯ বাইল দূৰে এক ভাঙবালাজী
পিয়া অৰ্থিবৎ কৰিলৈ। কন্সুল ও তাহাৰ সহে
ইতিনিয়াৰ পোত বীভিত্তি স্বত বিনা পাইলেন।
আৰু কৰণীকৰণেৰ সাহায্যে অসম ও সৈন্য কৰিয়া
জৰুৰীন নিৰ্বাচিত কৰিলৈ। ফ' ক' শৰণৰ প্ৰক্ৰিয়ে
বচ অৰ্থি হইলৈ। এই স্থানেৰ পাহাড়েৰ হাতোৱা এত
বৰ ও অসমীয়াৰ মে মুন শোক এখনে অসমিয়া সময়ৰ
পীড়িত হয়। এই হাতোৱা ও টেকেই নদীৰ জলপ্ৰপাৰেৰ
শবে কৰ বৰ্ধ হইয়া গাঠিতে লাগিল। এবং শৰ্পে পৰীৰ
কীপিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক টেলিগ্ৰাম কন্সুলৰে
নিকট পৌছিল। সে টেলিগ্ৰাম কন্সুল পঢ়িয়া হাতোৱে
সাহেবকে দিলেন। তিনি পঞ্জিৰা আহাকে দিলেন।
আমি টেলিগ্ৰাম পঢ়িয়া মনে মনে হাসিলাম এবং
পাদি ফ্ৰেছাৰ সাহেবকে দিলাম। - ভাওৰা ডিপুল্টি
কৰিশনাব এ টেলিগ্ৰাম পাঠাইয়েছেন। ইহা আৰাবিক

ভাবে পাঠাই। সেই খিলোহের মারিব ঘটনা। ইছামতি দেখেই আমের না কে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে।

কেবল তাঙ্গার মেরের উপর ঝুঁটিলেন, কেবল ইচ্ছাচোরে ঝুঁটিয়া রাজি কাটিলেন। পরদিন আমরা ভাবে অভিযুক্ত রঙাম হইলাম এবং কন্দাল চীন অভিযুক্ত ঘোর হইলাম। তিনি যে কোথায় যাইবেন তাহা কাহাকেও বলিলেন না। আমরা কলাখা নামক ডাক-বাজারে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তিনি মাহিল দূরে পাহাড়ের উপর টংহং নামক স্থানে মিলিটারি পুলিশের ফাঁড়ি। তাহার অভ্যন্তর কর: হইল যে আমাদের ঝেতুকেন তাৰ থাথা পৌছিয়া কোন পত্ৰ দিবাছিল কি না। প্রেরিত চুক্তি পত্ৰ তিক্রি ছিল, এবং পেটকমণ্ডাট মেটিৰ অধিসার ভাবের ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডেটের নিকট পেশাই পাঠাইত হইল পুরুষীয় সমষ্ট সংবাদপত্রে তাৰয়েৰে উহা প্রেরিত হৈ। পেলি প্রতিকূলৰ কাগজে যে সংবাদ প্রেরিত হইয়া বেছুন দেখেতে পাইল।

উদ্দেশে বাবু ভাবতোকে একজন নৈমিত্তিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক এবং আমার একজন বৃক্ষ। তিনি কহিলেন যে “আগনোৱা সাহেবেৰ ও মৃচ্ছাতাৰ প্ৰশংসা কৰিব। ইংৰেজৰা বখন তথ্যেতে পলায়ন কৰিলেন আগনি তথ্য সাহেব নিৰ্ভৰ কৰিব। ছিলেন এবং দীৰ চিতে বহুভিংশতে টেলিবেজন চলিন্নার সংবাদ প্ৰেরণ কৰিয়া সকলেৰ মন্তব্যাদেৰ পোত হইলেন। প্ৰকৃত পোক এই কৰ্যা সাহেববিগেৰ কৰ্ত্তব্য ছিল।” তিনি আৰো কহিলেন যে “ব্যাটালোনৰ মৰস্তুতি সাহেবেৰ ও মহানৰেৰ পৰিচয় দিতছেন, তাহা সহজেই অহুকৰিয়া।” ইনি এক সময়ে বড় ব্যাটালোনৰ কৰিব।

কলাখা হইতে ২০ মাহিল দূৰে মোকাব নামক স্থানেৰ ডাকবাগালাৰ পৰদিন উপস্থিত হইলাম। এই থানে আমৰ উৱা পৰোক্ত আহাৰ কৰিতে পৰিয়াছিলাম। এখান হইতে ভাবো ১০ মাহিল দূৰ। পৰদিন ১১ই নবেৰ ঘোড়াৰ পাড়তে আমৰা ভাবো পৌছিয়াছিলাম। ভাবেৰ পৰিচিত গোলোকে সংবাদ দণ্ডনী আমৰ সঙ্গে সাক্ষী কৰিতে আসিলেন এবং টেলিবেজন বিপৰীতৰ কথা দণ্ডনী অনন্দে কাস্টমার্টিংত হইলেন।

আমি টেলিবেজন হইতে ২৯শে অক্টোবৰ যে তাৰেৰ সংবাদ ভাবো পাঠাই তাহা আমৰ ঝেতুক সৰকাৰি টেলিগ্ৰাফ আলিমে না ইয়েৰা মিলিটাৰি পুলিশেৰ পাজাৰী হেডকোঞ্চ বাবু উঠেনেমেনে বেধিলেন। উদ্দেশেন বাবু উহা ব্যাটালিয়ন-কমাণ্ডাট ক্যাপ্টেন অৱস্থাতে দেখাইয়া তাহার মত জিজ্ঞাস কৰেন যে “ভাক্তাৰ সৰকাৰ এই টেলিগ্ৰাফ কথাগৰে পাঠাইতে পাৰেন কি না।” তাহাতে ক্যাপ্টেন অৱস্থ নাকি বলিয়াছিলেন যে “He must, it is his duty to do so.” অক্তোবৰ অঞ্জেট মহাশয় টেলিগ্ৰাফটা, টেলিগ্ৰাফ আলিমে পৰান কৰেন। টেলিগ্ৰাফ মাছিৰ মোকাবিও সাহেব আমৰ উহা ভাবেৰ

পেটে কমাণ্ডাট (Commandant) ছিলেন একজন বৰ্তমান ইউরোপীয় লেন্টেনার্ট। সাহেবেৰ নামি ২০০ টাকা মূলৰ এক তিঃ পিঃ পৰ্যৱেক্ষণ ঘৰ। সাহেবেৰ আৰম্ভালি পাঠাইয়া পৰ্যৱেক্ষণ ঘৰীয়া বান কৰিত তিঃ পিঃ মূলা বেৰেছৰ বৰেন বলেন যে একমাত্ৰ পৰ বেতন পাইলে পৰ্যৱেক্ষণ ঘৰীয়া বিবেন। বাবু ভাবতোকে কনই রাজি হইত পৰেন না। কাৰণ, পোষ্টল বিভাগৰে নিকট তিনি এই টাকাৰ কৰ্তৃতাৰ মুকুটৰ মহাবিপৰে পঢ়িলেন। পৰে চালাকি কৰিব কোন স্থে পার্শ্বে পুনৰাবৃত্ত আমাৰাইয়া আৰ প্ৰেতত বিলেন না। সাহেবেৰ আৰম্ভালি বাহীয়া পৰ্যৱেক্ষণ চালিলে তিনি কহিলেন “টাকা আন ত পৰ্যৱেক্ষণ হৈই” আৰম্ভালী শিলা সাহেবকে রিপোর্ট কৰিল, সাহেব রামেৰ কৰ্তৃত পৰ কৰিতে কৰিতে অশৰ্কাৰ তাৰা ঘৰোগ কৰিব। ভাক্তাৰকে পৰ্যৱেক্ষণ কৰিলেন। এবং বলিলেন যে “কুমি যিৰ পৰ্যৱেক্ষণ না দেওবে তোমাকে পিলু ঘৰা শলি কৰিব।” বাবু কহিলেন যে “আগনি যে প্ৰকাৰ অভজ্য ব্যবহাৰ কৰিবছেন তাহা কজোকেৰে অসমীয়া।” আগনি যিৰ পুনৰাবৃত্ত এই প্ৰকাৰ অভজ্য ব্যবহাৰ কৰিব।” আগনি একজিতে কনসাল অপৰ দিকে কৰ্তৃত কমিশনাৰ উভয়ৰ অধিবেশন চালিব। কনসাল টেলিবেজনে, আৰম্ভাল পুনৰাবৃত্তে বাহীবৰে বাহীবৰে কৰ্তৃত আগনিৰ কৰিব।” এই বলিলা দীৰ্ঘ একধাৰি ছোৱা দেখাইলেন। সাহেবে দেখিলেন যে এককাৰ মাধ্যম-ভাবী সেৱেৰ সমে বাহীবিপ্ৰতাৰ কৰিলে হ্যত কোৰেৰ বশে একটা হাতিনা ঘটিত পাৰে। এবিবেৰে আগনোঢ়া তাহাৰ হাত কৰিব।” শুভৰঃ কুৰুক্তি অপস্থিত হইয়া তাহাৰ মন্তকে হস্তুকিৰ অধিভীৰ কৰিব। হইলে, দ্বেৰ কোৰে অহিৰ ছিলেন দেখিলে কোৰে অতাৰ্থৰ্ত কৰিলেন। এই বিশ্বাসী ভদ্ৰ ভাবেৰ চৰকান নিকট পুনৰাবৃত্তিত হইলেন। শোনা কৰিব কোন অৰ ধাকিলে ভজজ আমি দৰী নহি।

ভাবো পৌছিয়া টেলিবেজনেৰ ঘটনাৰ বিস্তাৰিত বিবৰণ পৰিবেশ বেছুন পৰেতে পাইলোঞ্চিম। তাহা ১৭ই ডিসেম্বৰৰ প্ৰেৰণটা অক্ষয়িত হইলে সকলেৰ পুৰি হইলেন। কেৰো কাষ্ট কমিশনাৰ হাওৱেলো সাহেবে বড় দ্রুতিত ও লজিজত হইলো। তাহাৰ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আমৰাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোকে হইলে, কেৰো না তাহাৰ মনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোকে হইলে কোথাৰে মেলে? অবজ্য প্ৰেৰণ আপোকাৰ ধৰিকলেও আমি তাহা প্ৰাপ্তি কৰিব। কমিশনাৰ সাহেবকে আমৰ অস্ত্ৰিকিৰ কথা বলাতে তিনি পৰামৰ্শ দিলেন যে “কনসালক টেলিগ্ৰাফ বাবু এই তিনি যিনিলিখিত মুদ্রাৰ কৰিব। মিলেন।”



ক্যাটলি প্ৰেছেন্সিক বা ভলাটিচাৰ।

(ভাস্তুলাল সৱকাৰ কৰ্তৃক মুকোত, প্ৰেছেন্সিক)

"Britain.

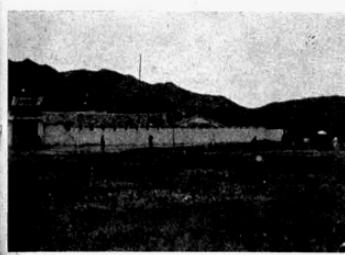
May I return.

Sircor."

কন্দাল টেলিগ্ৰাফে উভয়ের কথিলেন You may return. কিংবা পাত্ৰী ঝোঁটকে ফিরিত অহমতি বিলেন না। গ্ৰোস সাহেৰকে যাইতে তাৰ বিলেন।

উপসংহৰে ভাস্তুল চীনা মহাদেৱৰ কথা কিংবিং জ্ঞাতৰা মনে কৰি। আমৰা ভাস্তুল পৌছিবাৰ মূলৰ কলম্বৰ ভাৰক-বাস্তুলাৰ উপসংহৰে উপসংহৰে পাহিলাম দে প্ৰায় ৪০ অন ভৰ্ত চীন যুৰু অখদোহেনে শ্ৰেণীকৰ ভাবে টেলিগ্ৰাফে অভিমুখ ঘাইতেছে। তাৰাদেৱ অধিকচৰ্ছিত ক্যাটলি।

তাৰাদেৱ মধ্যে কাহাকে কাহাকে আপনি বলিয়া গোপ হইল। ইহোৱা সময়েই ভলাটিচাৰ। বেজুন চীনা জ্ঞান থক দিয়া ইহাদিগৰে পাঠাইয়াছেন। ইহোদেৱ মূলৰ কলিনাম লে-শাহাহাই হাইতে টেলিগ্ৰাফ আপিয়াডে মে "শাহু সজীত পেছিদেৱ রাজপুট পেছিদেৱ রাজপুট পেছিদেৱ রাজপুট" পেছিদেৱ

চীনা কেমা "ইহোৱাৰ ভাৰতীয় কৰ্তৃল ছাট বিসেৱেৰ
ৱাবিলে নিঃত হন।

ওহোৱাৰ বাখিয়াছিলেন। এবং কোন চীনা তাহাৰ নিকট ঘাইতে না পাৰে তজুল কড়া আদেশ কৰিয়া কৰিয়া ছিলেন। কাৰণ তাহাৰ আশঙ্কা হইগাছিল যে পাছে কোন বিসেৱৈ তাহাকে হতা কৰে। আৰ সমাধাকা঳ এই প্ৰকাৰে কাটিলে ভাস্তুল আধুন প্ৰদান চীনসদৰগৱণ দাবী হইয়া ডেপুটি কমিশনাৰেৰ আদেশ দাইয়া তবে তাহাকে চীনাৰেৰ মিলিবে আনন্দ কৰেন। তিনি চুক্তে এত বিৰুদ্ধ যে কাহাবো সঙ্গে প্ৰসৱবন্মে কথা বলেন না। কাৰণ এই বিসেৱে তাহাৰ ব্যাখ্যাৰ্থনাৰ মিয়া ভিন্নি কোলাল হইয়াছেন। তাহাৰ কোমৰে চোট লাগায় বেনাৰে কাৰত, তাট আহাৰ নিকট ষষ্ঠৰ চাইছিল। আমাৰে একটোক গৃহ আলোকিত কৰিয়াছিল। ভাস্তুলে টিকি কাটোৰ ধূম পড়িয়া গিয়াছে। একদল লোক অবৰদতি কৰিয়া লোকেৰ কাটোৰ পেছিয়া কেলিতেছে। যাহাদেৱ এখনও সন্দেহ আহে, স্বাট প্ৰাণৰ কৰিয়াছেন কি না, তাহাৰা "ৰামভক্তি বা বহিমুক্তি" ভাবিয়া ঠিক কৰিতে না পাৰিয়া কেহ একসপ্তাহেৰ জন্য মাপ চাইয়া উভাৰ পাইয়াছে।

পূৰ্বে উৱেষ কৰিয়াছি যে টেলিগ্ৰেফ মাছিটো মি: ভৱেল এবং টাওঠাটোৰ সঙ্গে দেখা হইল। টাওঠাটো এত ভীত হইয়াছিলেন যে তিনি ছাড়াবলে ভাস্তুল ডেপুটি কমিশনাৰেৰ শৰণাবেৰ হন। ডেপুটি কমিশনাৰ তাহাকে বিলিতাৰি পুলিশেৰ কেৱল ভিতৰ রাখিয়ে সেগাহিয়েৰ

জমা হইয়াছে যে তথাৰ দৰ ভাড়া পাওয়া কৰিল হইয়াছে। চীনা মহাদেৱৰ প্ৰস্তুত স্থানেৰ মূলা বিশুণ বৃক্ষ হইয়াছে। মেছুন ও মাতাপুল হইতে দলে দলে চীনা ভলাটিচাৰ টেলিবে অভিমুখে চলিয়াছে। ভাস্তুল হইতে রাস্তাৰ আগাৰ নামা গোলবোগেৰ শৰণৰ বাটা হইতেছে। তাহাতে অনেকেৰ মনে ভীতি সকারা হইতেছে।

এইসকল ভয়েৰ কাৰণ সেৱেও আমি ও গ্ৰোস সাহেৰে পুনৰাবৰ টেলিবে যাতা কৰিবাৰ জন্য প্ৰস্তুত হইলাম। ২১শ নথেৰ যাতা কৰা হইল।

(ক্ৰমশঃ)

চীনসদৰ সৱকাৰ।

শ্যামসুন্দৱ

তথ অনংশ শ্ৰম, মাথাৰ।

সাগৰে কথনে না,
ধৰণীৰে বুকে আড়াৰে ধৰণী
ৱারেছে কুৰৰময়।

শাৰল তোমাৰ দেহেৰ কাস্তি

তাই চাৰি মিকে বাজে, —
গৱেষণে কু শৰাল
ধৰণীহৰী মাবে !

প্ৰাণ শৈবাল বহ ;

গোপন শৰাল নিৰত ঝুঁৰারে
মূৰৰী নোৰে বহে !

হুৰুন শাম কেৱল মাহুৰী

তৃতীয় নিয়ত নথ,
বাসৰ বৰষ বহি অৱল

শৰিন্দৰে গৱেত ব !

প্ৰাণ-লেহন অৰূপ-বনে
বৰ-বেৰন আৱ,
শাৰল তুণেৰ মূল প্ৰাণে
চাকা পেছে বাব বাব !

ঐশ্ব্ৰিদৰ্মা দেৰী।

একজন বেঙ্গা কুয়ার ধার দিয়া গাইবার মসম একটা মাত্র হচ্ছে
তৃষ্ণার্ত কুরুকে দেখিতে পায়। তৃষ্ণার উহার জিহ্বা
কেবল এ
লোলায়মান। সৌলোকটি নিকটে কোনো পাত্র না পাইয়া
না করা।

ନିଜେର ଓଡ଼ିଆ ନିଜେର ଏକପାଠ ପାଞ୍ଚାଳର ବୀଧିଯା ହୁଏ ଛିତ୍ତେ ଜଳ ତୁଳିଯା କୁରୁଟିର ଥକା ନିବାରଣ କରେ । ଏଇ ଏକଟି ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଅତ୍ଯାତ୍ ଜୀବନେର ସମସ୍ତ କଲକ ନିଃଶ୍ଵେଷ କାଳିତ ହିତ ଗିରାଇଛେ ।

ପରିଚ୍ଛନ୍ଦନେର ଅଞ୍ଚ ଯେ ଅତେର ସାହୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ
ସାହସ କରେ ତାହାର ସମେ ଆମଦାରେ କୋମୋ ମୂଳକ ନାହିଁ;
ବ୍ୟାକିତେ ଅକ୍ଷୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରେସ୍ତ୍ର ଜୀନିଆୟ ଓ ସେ ବ୍ୟାକିତିର ପକ୍ଷ
ଅବଲବନ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଝୁକୁ କରେ ତାହାର ସମେ ଆମଦାରେ କୋମୋ
ସମ୍ଭବ ନାହିଁ; ଅଞ୍ଚରେ ଅନ୍ତିମ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଅଧିର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ସେ
ପ୍ରାୟ ହାତର ମହିମା ତାହାକେ ସ୍ଵଲ୍ପକୁ ବଲିଯା ଗଲା
କରିବେନ ନା ।

ତୋମରୀ ଆମର ଅଧ୍ୟା ପୌରିବ ହୃଦ କରିଯେ ନା; ଶୈଟିନେବେ ମେଲନ ମେଲିବ ପ୍ରତ ପୀତକ ଡଗିବାରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେ—ଏହି କି “ବସ ଡଗିବା” ବସିଲା ଥାକେ ତେମନ ବଲିଲେ ନା । ଆମି ଡଗିବାରେ ଛନ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମକେ ବଲିଲା ନା । ଆମି ଡଗିବାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଅର୍ଜନ ଓ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶିନ୍ତା ଉପରେ କାହାର କାମ କରିବାକୁ ବିଷୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟାମ୍ଭାଦେଶ କୋମ୍ବୋ ଇଣ୍ଡିଆର୍ ବିଷୟରେ ଧାରିବେ ନା । ମେ କେମନ ବିଧିବା ଆନ ? ମେ ଏକଦିନ ପରାମା ଭୂର୍ବାହୀ ଛିଲ, ପେବେ, ବିଦ୍ୟା ହିହୀନ ନିଜେର ରୁହ ସାଙ୍ଗେ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ମନ୍ତର ତୁଳ କରିବା ଦେଇଲ ମନ୍ତର

ପାଳନେର ପରିପ୍ରମେ ଆପନାର ଦେହ ପାତ କାରିଯାଇଛେ ।

ମାତ୍ରାହିତ ତାହାର ବିଲଦ ନାହିଁ ।
ସେ ବିଜ୍ଞାନୀ ସ୍ଵର୍ଗ ତାହାକେ ପରିଭ୍ୟାଗ କରେନ ; ତାହିଁ
ବିଲଦା ଅନ୍ଧରେ ଯତ ପରିଭ୍ୟାଗ କରେନ ନା । କୁଳଥ ଜାହିନୀ ମୁଗ୍ଧରେ
ଚାହିଁକେ ପାରିଲେ, ନେବଲ ହଟିଲେ, ଧର୍ମ ଆଶର ଫିରିଯା ଆମେନ ।

* হ
উপরবেক্ষণে

ମାତ୍ର ଦୁର୍ଲିପ୍ତତାର ଅନ୍ତର୍କାଶକେ ଅଧାରିକ ନା ବଳା ; ତୃତୀୟ,
କେବଳ ଏକଟା ସାତ ଦ୍ଵାରା ରୂପାନ୍ତର କାହାକେବେ ମୋର୍ଦ୍ଦା-ବହିକୃତ
ନା କରା ।

যে ব্যক্তিকার করে, যে মঞ্চপান করে, যে পরশ্বাপণাহীনী, যে দম্ভ এবং যে বিশ্বাসবাতুক সে উখনো মুমিন (বিশ্বাসী) নামের বেগগা হইতে পারে না। **সাধান, সাধান।**

যে ব্রহ্মপুরায়ণ এবং পরলোকে বিখ্যাতী, সে, হয় ভাল
কথার আলোচনা করুক ; না হয় তো চৃপু করিয়া থাক ।

ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣେର ଜୟ ଯେ ଯୁକ୍ତୋଷ୍ମ ଦେଇ ଅଗତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେହାନ୍ ।
ମଂବମରବାପୀ ନାମକୌର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରହର-ବାପୀ ଧ୍ୟାନ
ଧରଣାଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠର ।

ଭୀବେର ପ୍ରତି ସେ ସମୟ, ଡଗବାନ ତାହାର ପ୍ରତି ପ୍ରସମ୍ଭ ।
ମାହୁତ ତାଙ୍କୁ ହୋଇ ଆଏ ମନ୍ଦହିଁ ହୋଇ ସମୟ ବସହାର କରିଲେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲୋ ନା । ଅମ୍ବରେ ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାହୁତକେ
ମୂଳଲେଖ ପକ୍ଷେ ଚାଲାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଇହାର ବାଜ୍ଞା
ଶିଖିବା ନାହିଁ ।

ଅନାଥ ଶିଖ ଯେ ବାଡ଼ିତେ ଆଶ୍ରମ ପାଇ ଦେଇ ଭାଲ
ମୁଲଭାବେର ବାଡ଼ୀ । ଆର ସେଥାନେ ଅନାଥେର ଅନାମର, ଦେଇ
ବାଡ଼ୀ ମୁଲଭାବେର ବାଡ଼ୀ ହିଲେବେ ଅବିଶ୍ଵାସ ବିଧ୍ୟାର
ବଦେରଙ୍ଗ ଅବୋଗ୍ରା ।

শিষ্টাচার ভদ্রলোকের শ্রেষ্ঠতম প্রেক্ষ সম্পত্তি। যে পিতা পুত্রকে শিষ্টাচার শিখাইয়াছেন তিনি উহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যারের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

সিংহদ্বার দিয়া যে স্বর্গে প্রবেশ করিতে চাহলে
আপনার পিতা মাতার তৃষ্ণিমাধ্যম করুক।

ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ସହି ମନ୍ଦାନେର ଅହିତ ସାଧନ ଓ
କରିଯା ଥାକେନ, ତଥାପି ତୀହାରେ ସେବାକୁଣ୍ଡ୍ୟ କରା
ମନ୍ଦାନେର ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ ତର୍ଜନୀ ।

পিতার ভূষিতে ভগবান সন্তুষ্ট। পিতার অসঙ্গোরে
ভগবানের রোষবৃক্ষ ইন্দ্রনলঃযুক্ত হইয়া ওঠে ।

ମାତ୍ରମ ମରିଲେ ତାହାର ଦୋଷେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ନାହିଁ ।

* হস্তৰত মহাপ্রদেৱ এইমকল ইষ্টান্ত উকিলেৰেও পিতৃজোহী
উপনিষদবেক ধৰ্মনির্দিত মূলমানেৱা কি কৰিবা পৰম ধৰ্মিক বলেন ?

२५४ संखा]

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେବ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦେଶଚର୍ଯ୍ୟ କି “ବଞ୍ଚିତବ୍ରତାଧୀନ”

३०६

বৌদ্ধনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা
কি “বস্তুতত্ত্বাহীন ?”

জীৱনীৰ জীৱন্ত বিশিষ্ট পাতা মহাশ্য বস্তবদৰ্শনে গত
সময়ের তৈরি সংখ্যাক কবিতাৰ বৰীভূনাথেৰ চৰিত্ৰিতে
ন কৰিছোৱেন। তাহাৰ আলোচনেৰ বৰীভূনাথেৰ
ত শাহিদপৃষ্ঠি, সমাজ সংস্কারেৰ প্ৰাণ ও ধৰ্মসাধনা
ওয়াৰ প্লানামাড়ী হইয়া দৃষ্টিৰে—অৰ্থাৎ বৰীভূ-
নাথেৰ সমষ্ট স্থানই যে বস্তুতাতাই ন হৈছ'ই তিনি প্ৰতি-
কৰিবার ঢেঢ়া কৰিছোৱেন।

ଏହି ଚିତ୍ର ସିଂ ମାହିତୀ-ଶମାଲୋଚନାର ବିଷ୍ଟ କୀତ୍ଯାଇଥାର ଲିଖିତ ହିତ, ତଥେ ତାହା ବିଚାରିବିତକେ ବିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନ ନାହିଁ । ମାହିତୋର ଭାଗମ୍ବ ମାହିତୋର ଦିବ୍ୟାରୁ ଆଳୋଚା, ମାହିତୋରଚିତ୍ତତାର ଜୀବନେର ଭାଗମ୍ବର ସହିତ ତାହାର ଏକାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ତାର ଏ ନମ୍ବ ସେ ଜୀବନେର ସମ୍ବେଦନ ମାହିତୋର କୌଣ ବୋଗାଇଛି, ସେବା ଖୁବି ଆହୁ—କାରା ଉତ୍ତରାହୁ ପରମପାରାପେକ୍ଷି ।

ମଧ୍ୟ ତାହାର ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେସେର ପରିଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ—ଜୀବନେର ଏଇଶକଳ ତୃତ୍ୟଭାବର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଭର ମେ ପରିଚାରକେ ବାଢ଼ାଇ ନା କରାଯାଉନା । ଶ୍ରେଷ୍ଠଶୀର୍ମୂଳୀର ଦୋଷାର ସହିତ ଛିଲେନ, କି କୋନ୍ ଦିଲ କାରା ବାଗମ୍ବ ଶେଷାଳ ଚାରି କରିତେ ପିଲାଛିଲେନ, ତିନି ଯିବିଜ୍ଞାନ ଦୋଷ ଛାଇ ଛିଲେନ କି ନା, ଇହା ତୋ ଦେଇ ବୁଝି ବିଲୁପ୍ତ ତାହାର ମାନନ୍-ଜୀବନେର ପରିଦ୍ୟାନେ କୋନ୍ ନାହାଯ କରେ ନା ।

ইত্যা জীবনের ভিতর হইতে আপনার স্ট্রিংট উপরোক্ত
চৰ্চা কৰে। এই উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু জীবন আপনাকে
সংগ্ৰহ দেখেন তাবে প্ৰকাশ কৰে, সহিতের প্ৰকাশ
হৈয়া অভূতপূৰ্ব হয় না। সাহিত্যে জীবনচিত্ৰণে স্থথ
কৰ দৃঢ়ে হটে প্ৰিমাণে একটি শৃঙ্খলাৰ আৰুৰ
চাই। মাঝৰে মন নদীৰ মত—নীৰ্মলৰ ঘোষিত
কৰিয়া আপনাকে প্ৰিচ্ছিতাৰ মধ্য দিয়া বহন কৰিয়া
যা হাতীত তাহাৰ আৰম্ভণ নাই কিন্তু শ্ৰেণীলাঠী
টো মুহূৰ্মোহৰ কিমা ছান্দে শুন্দৰৰ মধ্যে তাহার
চাই। এক প্ৰিমাণে মধ্যে মেশা চাই। কিন্তু মনৰ
বেধানে সংস্কৰণে কেৱে মাঝৰে মনেৰ—এই প্ৰিমূল
ভ্যোক্তিট বি সকল সময় দেখা যাব? না। সেই
ইতো তো জীবন এবং সাহিত্য এক জিনিস নহ—জীবনেৰ
বিবিক্ষা সাহিত্য নাই এবং সাহিত্যেৰ ভাবসমূহতা
হয়ে নাই—অখণ্ড সেই ভজ্ঞই আৰু পৰম্পৰাকে
স্পৰে এতই প্ৰোগৱন। এই কাৰণে শায়ু আৱনন্দ
কৰতকে জীবনেৰ শমাচোনা বলিয়াছিলেন—জীবনকে
বেধানে তাহার নটো, তিনি উভাব মনৰ-প্ৰতিভাৰ
ডড় তৃপ্তিয়াছেন, হেগেল যাহাকে আন্তৰ দ্বৰ
“geist”—মাঝৰে আপনাৰি কিভৰেৰ ইচ্ছাৰ
সমে টোকৰ, এক বাৰ্তারেৰ সমে অতি বাৰ্তাৰে, উচ্চ গ্ৰন্তিৰ
সমে নিৰাঙ্গুতিৰ মে অৰূপভাৱী অভেজকৰ বিৰোধ
হয়িছে—বেধানে শ্ৰেণীলাঠীৰ আশ্চৰ্য ধৰ্তনৰ সহাবেৰ
সেই যোগাদেৰ প্ৰলভাকে: প্ৰেটিগৱাহেন—সেখানে গ্ৰ-
সন্দৰ ভূক্ত ঘটনাৰ সহিত তাহাৰ সম্ভৱ কোথাৰে?
তবে কেৱল কৰিয়া শ্ৰেণীলাঠী, মনৰমিলেৰ এত
অভিজ্ঞতা শৰ্ক কৰিবলৈ, শ্ৰেণীলাঠীৰ জীৱনচিত্ৰণ
হইতে যিৰ তাহা দেখাইতে পৱা যাবত অৰে তাহা বাৰ্ধা
জীৱন হইত। কাৰণ তিনি মে কৰি, তাহাৰ জীৱনই
মে ভাৰ্জীবন—তাহাৰ অজ জীৱন বেধানে আৰে,
সেখানে অনেক আৰুবিৰোধ, অনেক দৰ্শনলা ও মানি
হয়ত মুক্তিৰ বইখা আছে—না হব তাহারা সভাই
হইল, তথাপি মে সত্য তো কৰিজীবনেৰ সত্য নহ।
এন কোন কৰিব নাম কৰাই শৰ্ক—যোগ হব ছত্নি-

অন ছাঁচা—ঝীবনের ঝীবন এবং কণিকা সম্পর্কিপে
এবং সর্বভূতের মেলে। কিন্তু মে অন্ত তো জগৎ
তীক্ষ্ণের কবিতারে প্রেতাকে মথীকীর্ত করে নাই।
শেলি এপিসিকডিভন লিখিয়াছেন, কিন্তু এমিলিয়া
ভিত্তানি কি সেই প্রেমের অলকাপুরো, সেই অপূর্ণ
সৌন্দর্যেরকে অবিজ্ঞাতো দেবী সন্তান? কথাই নয়।
শেলি নিজেই কি বলেন নাই—

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought."

অর্থাৎ অনেক দানবপুরের মধ্যে আমি ঝালু তার আমার
চিঠার মধ্যে আভিজ্ঞানে হাতাকে অবশ্য করিয়াই।

কিন্তু শেলির ঝীবনে বরাবর কি দেখি আমার প্রতিমার
সঙ্গে মানব প্রতিমার অধিম হয় নাই? আর তখন শেলির
অহিচ্ছিতাতে—অনেক সময়ে নির্ভীর নির্ভীর কি
সর্বাঙ্গেই প্রেতাকে? ওরাট হটেম্যান ঘোষেন উচ্চ-
অন্তর্ভুক্ত বশন্তী হইয়া চিরবাসী অবিদ্যাকে ধোকা সঙ্গেও
ছাঁচি সন্দেহের অনন্ত হইয়াছিলেন। সেই অন্ত তিনি
খন মানব সঙ্গে আমার মনিয়া কীর্তন করিয়া-
ছেন, ঝীবনের শরীরকে "আমার প্রেমের" বলিয়া-
ছেন, শরীরকে আমারকে এক করিয়া অভিযোগ করিয়া
দেখিয়াছেন, তখন একান্ত কেনে গতি তীক্ষ্ণের ঝীবন-
চরিতার অশ্বিপ্রের উর্মের করিয়া তীক্ষ্ণে সেইসকল
ভাবুকতার কি অবিদ্যাস্থান করিয়াছে? ঝীবন দেখন
নাই বলিয়া অধ্যাত্ম সত্য তীক্ষ্ণ অনাস্থ ধার্যা
যাইতে বাধ।

বীজ্ঞানাধ আশেশের ধূমীর গৃহে লালিত-বৰ্ষিত
হইয়াছেন এবং তিনি আপন অভিমানীতে "আমার বিহুত"
তারে তীক্ষ্ণের প্রাণের সঙ্গে তীক্ষ্ণের সন্তোষে পারিয়াছেন
কি না, এসকল ঘটনার সঙ্গে তীক্ষ্ণের সন্তোষের বাস্তুভিত-
অনেকের কি বোগ আছে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না।
বীজ্ঞানাধ যদি অসাধারণ চরিত বা মহাপুরুষের ধূমী
করিতেন, তবেই এসকল প্রেমের সর্গকার্তা ছিল। কারণ
দেশের ধূমীর ফেরে, ঝীবনকেই বড় করিয়া দেখিতেই,
তাহার লেশমাত্র অভাব-অসম্পূর্ণ সেই ধূমীকেই ধূমী
করিয়া আনে। পৃষ্ঠাক বলিয়া সাহিত্যের ধূমী প্রতি
স্মেদশীলের গভো—চৈতিকাটি, মিটেমের আর্দ্ধা-
কর্তৃব্যন্তি, পেলির মানবপ্রেম ও মানবের হৃদয় হৃদৰ্শ হৃ-
করিবার অচ প্রাণপ্রাণ অগ্রস—এসমেরে ঝীবনহিসে-
মূল ধূমী ধারণা পেয়ে, কাশ করায়হিসে কেনে মূলী মানী।
কথ্যে ধন এসকল শুভ করিবার সম্পর্কে ধূমীত হইয়া
রসপু ধূমী করিয়া দেখা দেয়—কবির তাবের সঙ্গে
কবিতার প্রকাশের মাধ্যমাবী যোগ হইয়া যায়, কবিতার
বিদ্যের আর পাকে না, তখনই কবাৰ সম্পূর্ণ হয়। ঝীবনের
চেতার উপর এই অম কাব্যের প্রেতাকে পিছু থাক-

আর তা ছাঁচা, বাহিরের ঘটনার বিক দিয়া কেনে
মাথুকেই বিচার কুরাটাই অজ্ঞান, কবিকে বিচার করা
আরও অজ্ঞান,—কারণ তীক্ষ্ণের ঝীবনটাই ভাবম ঝীবন।
অনেক সময় এই বাহিরের ঝীবনের সঙ্গে আম তাবময়
আস্তুর ঝীবনের বিরোধী কবির কবিতাকে আমার উ-
সারিত করিয়া দেয়, কারণ ব্যক ভিত্তি স্থানেই সঙ্গে না।
এই অন্য শেলি এক আগামী লিখিয়াছেন:—

Most wretched men are cradled into poetry by wrong
They learn in suffering what they teach in song.

অর্থাৎ অনেক হতভাগ্য লোক অস্ত্রের তাঙ্গাতেই হনের
ঘোল আগুন, কুর—আমারা হৃষের মধ্যে ধূম। পিছু সর্বতে তাহাই

নির্ভুল নাই। মিটেন কর্তৃব্যন্তি হইয়া কবি নাও হইতে
পারিতেন এবং কবি হইয়া কর্তৃব্যন্তি নাও হইতে
পারিতেন, তাহাতে তীক্ষ্ণের কবিতার কবিতে কি হাস্তুতি হইতে
তাহা তো দেখি না। অবশ্য কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মিটেন
ওক্তাবীনাথের মত যদি ঝীবনের মহৱ ঘোটে, সে তো
মৌনের মোহাম্মাদ—তিনি পূর্বৰূপে যে কবিতার
চিত্রকালে ঝীবনের ঘটনার স্বিক হইতে নিচার কৰা
জাত। কবিতার সঙ্গে আমারের বিক হইতে, তাহার
মানবনার দ্বিক হইতেই বিচার করিতে হইবে। বীজ্ঞানাধ
মিনিস্টার বলিয়াই যে কবি হইয়াছেন তাহা যেমন কোন
মুক্ত বলিয়ে না, তেমনি কবি হইয়াছেন বলিয়া ধনের কেনে
বক্ষে তীক্ষ্ণের জড়াইয়া ধীকিনো এমনি কি মানে
আছে? শৰ্ক টেনিসেরে আভিজ্ঞান ছিল না? তিনি
আল অব ওয়াইটের "প্রাসাদকে বসিয়া কর্তৃব্যন্তি
পিছল পরীপথ প্রাক্ষ করিব" তীক্ষ্ণের ধারণ কোন
মুক্ত বলিয়ে না, তেমনি কবি হইয়াছেন বলিয়া ধনের কেনে
বক্ষে তীক্ষ্ণের জড়াইয়া ধীকিনো এমনি কি মানে
আছে একক কথা নিষ্ঠাত্বেই অবস্থাৰ হইয়াছে। কেন
হইয়াছে তাহা পথে বলিতেছি।

সত্য বে বাহির এবং ভিত্তির এই ছাঁচে শৈলী, হৃষোদাঃ
একবিকে যেমন হাস্তুতি অবলম্বন অধ্যাত্ম সভ্যকলকে
আগমন ভিত্তি হইতে উপলক্ষ করিতে হইবে, অভিনিষ্ঠে
তেমনি শাশ্বত ও ইতিহাসের প্রামাণ্য সংগ্ৰহ কৰিয়া সেই
হাস্তুতিকে তীক্ষ্ণের উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে, এ স্বত্বে
কেনে বিক্ষত নাই। শৰ্কর রাখাহুল প্রতি প্রাচীন
আচার্যাঙ্গ এবং আধুনিক সূর্যের ধূমসংক্ষেপ রাখাহুলে
রায় এবং আশিকভাবে মহৱ দেবীজ্ঞান তাহাই
করিয়াছেন—সীকৰ কৰি। তবে শৰ্কণেশ কৰাও বে
শাশ্বতভিত্তে আলোচনাৰ জায় কৃত্যা আবক্ষ, ইহা আমি
মানিবার কেনে কৰাব খু কিয়া পাই না। কৰণ বৰ্কিপ্রকত
অহভুতিকেই ধূম ভয় কৰ, তবে শৰ্কণ অহভুতিই বে সে
ভক্তক দূৰ কৰিবার পথে কি সাহায্য কৰে? শৰ্কণ
ক্ষেত্ৰে তীক্ষ্ণের "ভালুকই তীক্ষ্ণের চক্ষে
মৃষ্টকুটি মসলোচক তো সেই মহাকথিক এ দোষও দিয়া
বাক কথে যে বাস্তু ঝীবনের "ভালুকই তীক্ষ্ণের চক্ষে
মৃষ্টকুটি পচে নাই"—তিনি মাধ্যারণ
হংসপুরিভূম ঝীবনের "মৃষ্টকুটি আমারা কৰিয়াছেন,
তাহাৰ তীক্ষ্ণে গামী যিদে নাই"; তিনি বলিয়াছেন—
"All's right with the world!" কিন্তু দেশের
অস্তুতিৰ স্থানে ভালুক মহিমাকে তিনি অমন নিঃসংশয়ে
বৈকল্পিক কোনো ব্যক্তিক রচনা মুক্তাবান—
তাহা অনেক কথিৰ অনেক কালেৰ সাধারণক তীক্ষ্ণ-
প্রাচীন পৰীক্ষিত পৰীক্ষিত অধ্যাত্ম সভ্যে—সভ্য—তাহা
এমন একটি অস্তুত ভালুক ধোন হইতে সকল

শাশ্বত বালতে কোনো একজন ব্যক্তিক রচনা মুক্তাবান—
তাহা অনেক কথিৰ অনেক কালেৰ সাধারণক তীক্ষ্ণ-
প্রাচীন পৰীক্ষিত পৰীক্ষিত অধ্যাত্ম সভ্যে—সভ্য—তাহা
এমন একটি অস্তুত ভালুক ধোন হইতে সকল

সাধিকেই রসায়ন করিয়া আপনার পৃষ্ঠি সংগ্ৰহ কৰিতে হৈবে। এক এক দেশের এক এক সভাতাৰ শাস্তি মানে দেশেৰ race-culture, যাহাকে না বুৰিয়া এবং না আলিয়া কোন ধৰ্মসংস্কাৰক ভূমতৰ যাকিসগত বেচালেৰ উপৰ ও কলনার উপৰ কেৱল বৰ্মত স্থাপন কৰিতে পাবেন না, ইয়ে সত। কাৰণ ইতিহাসক অৰীকাৰক কৰা, বে আজিতে অস্মাণক কৰিছিল সেই জাতিত সকল বিশিষ্টতাকে অৰীকাৰ কৰণ থা, আৰ যে-গোৱে যাবিছি সেই গোৱে মূল ঝুঁটুন্তাৰ কৰণও তাই। বিজালেৰ কেৱল বৰ্মত আজিতিক কৰিতে হৈলে তাহাৰ পূৰ্বে যি বিশে কি বিশাল হিন্দুকৃষ্ণ হৈয়াছে, ও কি পূৰ্বে হৈয়াছে তাহা স্মাৰক আনা চাই—বিশিষ্টবৰ্মত প্ৰথমেও একত্ব নৃত্ববৰ্মত হাবে নাই—ধৰ্মত নাই। কিন্তু কথা হৈতেছে এই একসকল আলোচনাৰ বাবেৰহুন রায়, মহৱি বেচেজনাথ, কেশচৰ্জন হৈতেছেৰ স্বত্বে বেশ থাটে, কাৰণ হৈতাৰ সকলেই তাৰখণকে গড়িবাছেন, হৈতাৰ ধৰ্মসংকাৰকেৰ দলে পড়েন—কিন্তু বৰ্মনাথৰ তো তাহা নহেন। তিনি তৰজনীনো নহেন, ধৰ্মসংকাৰক নহেন—তিনি আপনাৰ কৰিবৰে ভিতৰ হৈতে মেঠুৰ অধ্যায় প্ৰেৰণ শাল কৰেন তাহা কৰিব ভাবাতে কৰিব মতনই অৱশ্য কৰিয়া থাকেন। তাহাকে কি বিলম্বিৰ মত কৰিয়া কেহ পাঠ কৰে না আলোচনাৰ বেচিবাৰ কৰনা কৰে? তিনি যিৰ আৰাধনৰ্ম্মবৰ্তন হৈতেন বা নববিধান প্ৰচাৰ কৰিবেন বা অল কেৱল ধৰ্মত বা তৰজনীন স্থিৰ কৰিবে যাইতেন, তবে বৰ্ণ ইচ্ছা তাৰিখক কৰিয়া তাহাৰ যাহুন্তিকে তাহাৰ কৰিবকৰিৰ অস্তুৰীভৱতাৰে, তাহাৰ প্ৰাণান্তৰেৰ উপৰ ভৱ না কৰিবাৰ অপৰাধকে গুৰি কৰিব না কৰিব না কৰিবাৰ অপৰাধকে না) ছিৰ ভৱিব যাইবাবে যাইবাবে পাৰিত। অবশ্য ইতো আমি যে বাহুচৰ্ত্তি যৰি সত্য হয়, যিৰ তাহা উচ্চ অৰ্থ আৰাধনীতিৰ ছল মাত্ৰ না হয়, তবে কে আপনিনি আপনাৰ শাস্তি হৈয়া বদে, আপনিনি আপনাৰ অৱশ্য—হয়—তাহাৰ অধ্যায়ীছিল উপলক্ষকি গভীৰতাকে বাহিৰে কোন মানবাঙ্গলি তখন নাগাম পাইয়া উঠেন। স্থিৰ বৃক্ষ মোহৰণৰ প্ৰতি বড় বড় মহাপুৰুষগৰ

কৰিতে হৈলে এমন কথা বলেন তাহা তো বোধ হৈন।

কাৰণ আৰম্ভ কৰিবে তিনি লিখিতেছেন:—

“অৰ্পণ কৰি তাৰ কৰেন না, ঘৃণ কৰেন না, বিচাৰ কৰেন না, আলোচনাৰ কৰেন না, ব্ৰহ্মানন্দ অস্তুৰত কৰে, স্থৰ্যো মেৰে আৰ একত্ৰে বাহা বেচেন, তাহাকে তাৰ তুলিবলক অৰ্পণ কোৱসমৰে ঘৰণ কৰে। এই কৰিবিত দৃষ্টি কৰিব আৰ। একসকল বিশ্বিত কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিবৰ্ণ কৰিব আৰ। বৰীজনাথেৰ উপৰ আপনাৰ নিখনকৰণ কৰিব। বৰীজনাথ সন্মত কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব। বৰীজনাথেৰ উপৰ আপনাৰ নিখনকৰণ কৰিব। বৰীজনাথ সন্মত কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।”—হৈলে তো সামৰণত কৰিব বৰ্মণ এবং ঘৃণ সমৰ্পণ ও বৰ্মণৰ বিভৱনাত বৰীজনাথেৰ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব। আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব আৰ আলোচনাৰ নিখনকৰণ কৰিব।

তাহাৰ একবাৰ দ্বিতীয়ে পৰিয়ে কৰিব সমষ্ট কাৰ্য তাহাৰ
সমূহ বিচিত্ৰতা লইয়া একটি অখণ্ড তৎপৰ্যোগ মধ্যে ধৰা
দেয়। তাহাৰ অভিযোগ কৰিব নানা ব্যসনের নানা
ভাৱেৰ ও রসেৰ বিচিৰণ গঠনৰ মধ্যে অনেক সমৰ ক্ষেত্ৰ
পাওয়া যাব না। তথাপি ইহা মনে কৰা ভুল যে এই
জীবনেৰ উভয়ে কৰিব কোথাৰে সুস্থিতিক্ষেপে নিৰ্দেশ কৰিবা
যান। তাহা কেমন কৰিবা তিনি শাইবেন, —তিনি তো
তাৰকে স্থতৰ কৰিবো দেখিতে পাৰিনৈ না, তাহা যে
জীবনেৰ জিনিস এবং জীবনেৰ সঙ্গে একেবাৰে শেখাণো।
যেহেন, জীবন জিনিসটোকেই কি আমৰা শৰীৰেৰ নানা
অৱ অংগৰ হইতে ছিছিব কৰিবা দেখিতে পাৰি?
স্মৃতিক্ষেপ কৰিব সকল সময়েৰ সকল কাৰ্যে একই তথ্যে
নানা আভাস ইলিত নিশ্চয়ই আমৰা পাইব এবং তাহাৰ
সমষ্ট রাসানোক মেই তথ্যেৰ ধাৰা ও উত্তোলক কৰিবা
আমৰাক্ষেত্ৰে দেখিতে হইবে যেহেন আমৰা শৰীৰেৰ
নানা অস্ত্রপত্ৰ ও ভাগবিভাগকে এক অখণ্ড শৰীৰ
কৰিবো পাৰি।

ଆଉଣିବୁ ବଳ, ଗ୍ରାମଟେ ବଳ, ଓରାର୍ଥାର୍ଥ ବଳ, ସକଳରି
ମଧ୍ୟେ ଏହି ଏକଟ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ଵାନ୍ତନିଶିତ୍ତ ଭାବେ ତୋହାରେ
ଶକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଦରେ ଶକ୍ତ ଚନ୍ଦର ତଳେ ତଳେ ଆପିଗ୍ରହ ରଖିଥାଏ ।
ଏଥାଣେ ଲେ ଆଲୋଚନାର ଫଳ ନଥେ ଏହି ଏକ ପ୍ରେମନାଚାର ।
ବୈଜ୍ଞାନିକରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଙ୍କାଣ ଏକଟ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ଵ ଆବେ,
ତୋହାର ଯୋଗନର ମୌର୍ଯ୍ୟବିଲାସ ଛାଇ ଓ ଗାନ୍ଧ, କରି ଓ
କୋମଳେ, ଜ୍ଞାନାଦ୍ୟ କି ଆବେଗତୋବ୍ରତେ ରଖିଲ ହିନ୍ଦ୍ରା
ଦୂରିତାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୈ ଦୀଥୁତୀଜାମୟ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେ
ତୋହାର ମତ୍ୟ ତା ନଥ୍ୟ । ମତ୍ୟ-ସମ ତାହାକେ ଅଭିଜନ
କରିବା ତାହାକେ ସମ୍ଭବ ବିଷେ ବ୍ୟାପ କରିବା ବ୍ୟାପ କରିବା

“বে প্রয়োগ আলো দেব তাহে কেল বাস
মারে ভালবাস তারে করি বিনাম।”

—**ପିଲାମ୍ବର କୁଣ୍ଡଳାର ମହାତ୍ମା ରାଜିବାବୁ ପାତ୍ର**—

বিশ্বাস করেন, এবং তার পক্ষে আমাদের মুক্তি নির্ভর করে।

আমি আবার “বৰীপ্ৰাৱণ” (গত বৎসৱেৰ প্ৰদানী—আঁচাট
ও প্ৰাবন্ধকৰণ প্ৰক্ৰিণি) প্ৰথমে দেই জৈবেৰেৰ ভৱষ্ট
• এখনো পাহে কেহ ভুল গ্ৰন্থ এই জৰু বলিয়া মাঝি দে
কৰিবলৈৰ আলোচনাৰ আৰম্ভ কীৰ্তন পৰিবে কি সুন্দৰ তাৰা পুৰোহিত বলা
হইয়াছে। কীৰ্তন সনে এখনো মাধৰেৰ বাখৰ কীৰ্তন নহ, কিন্তু
নিষ্পুণ কৰিবলৈৰ। কীৰ্তন সনে আৰম্ভ মাধৰেৰ বাখৰ কীৰ্তনেৰ
ভৱষ্ট কৰিবলৈৰ কৰিবলৈৰ আৰম্ভ প্ৰথমে দেই জৈবেৰেৰ ভৱষ্ট

তেমনি তাৰ প্ৰেমেৰ কৰিবলৈৰ, যতক্ষণ পৰ্যন্ত প্ৰেম
কৰে৬ বাঞ্ছিগত ভোগেৰ গভীৰ মধো আৰব হইয়া আছে—
সহজ সৌন্দৰ্য সমত কলামে মানা বিচিত্ৰভাৱে আপনাকে
সাৰ্থক কৰিবলৈৰ না,—ততক্ষণ পৰ্যন্ত কি কি তাৰ দেনো!
কাৰণ “আকাশৰ ধন নহে আৰু মানবেৰ!” কাৰণ
“তাৰি যে অপৰাধী”—

* ଏଥାନେ ପାଇଁ କେହ ତୁଳ ଦୂରେ ଏହି କଷ ଲମ୍ବା ରାଖି କରିବେବର ଆଲୋଚନାର ଆମ୍ବାର ଜୀବନ ବିଲିତ କି ବୁଝି ତାହା ଶୁଣିବେ ବେହିକାରୀ କାହିଁବା ମାନେ ଏଥାନେ ତାହିଦର ବାତର ଜୀବନ ନା, ତାହିଦର ଜୀବନ ନାହିଁ କାହିଁବା ନାହିଁ । ଯାହିକୁ କେବେ ଯେ ଆମରା ତାହିଦର ବାତର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମନେ କରିବିଲା । ଆମରା ଏକବର୍ଷାବ୍ଦୀ ଏହି ଲମ୍ବାକଷି ପାଇଁ କରିବାକୁ ପରିପାଲିତ କରିବାକୁ ପରିପାଲିତ କରିବାକୁ ।

३५ संख्या ।

বৌদ্ধনাথের সাহিত্য ও দেশচর্চ্যা কি “বস্তুতন্ত্রতাহীন”

“ଆଖି ଆମାର ଶ୍ଵରୀର ତୋ ନାହିଁ ଫୁଟେହେ ମର୍ମିତଳେ
କୁଣାଙ୍ଗିନ ଅଛାଇ ସମ ନିଶିଖିଲ ଜୁଧ ଅଳେ ।”

একবার সেই আধির অগঁ সেই বাসনার অগঁ বিলুপ্ত
হলে, তাৰপৰ যে নতুন অগত জাগিবে—

স নৰ অগতে কালশ্বোত নাই, পরিবৰ্তন নাহি,
জি এই দিন অনন্য হ'য়ে চিরবিন রবে চাহি।"

“ଶାନ୍ତି” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେ ତଥେର ଆଭାସ, ଯେ, ସମ୍ପଦ ଥିବା ମହାତ୍ମିକ ଏକତ ଅଥବା ବିଧାତୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାପେ ନାଥେର କବିତା କହିବି ବସ୍ତୁତଃ ହିଟେଇଛା” ଏବଂ “ବାଙ୍ଗାଳୀ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୀର ମାତା ପାନ୍ତା ଚିରମନିଷ ରବୀନାଥ ନାଥେର ପୂଜ୍ୟ ବହିତ୍ ହିଟେଇବା ଆହେ”?

বাংলাৰ পৰাজয়ৈন কৰিবাত, গৱেষণাধৰে পুনৰ্বৃত্তি হ'লৈ আৰু এত প্ৰচৰ বৰকম, এত অনৱাচ দৃঢ়ীভূতি আৰু মেৰা অকিছিলৈ আমি তো তাৰ জৰিন ন। কৰিবাতে—

কবিতা, অর্থ হইতে বিশুদ্ধ, এসকল কবিতা কৃষ্ণনাম গড়া
বারান্দাকে হইতে বাস্তুবিশ্বালোকে প্রয়াণৰ্ভন করিবারই
কথা সমোরে ঘোষণ করিছাচে। বিশিষ্ট বায়ু কি এই-
কল কবিতাকে ও বস্তুভূতিকাবিতীন ও মাহিক বলিতে চান?
বেক্ষণ করিত্বিশের কবিতা হইল এইসকল কবিতার দ্বয়ে
মধ্যিক বস্তুত, কারণ তাঁরা মোহসনকুর মনিনের কিন্তু
এ কথা লেখক একবার ভাবিষ্য ও মেরিলেন না দে বৈক্ষণ

“চীজা”র পুরাতন হৃষ্ট, হইবাব জি, “চেতালা”য়ে
মধ্যাহ্ন, দিবি, পরিচ, পুটু প্রভৃতি কবিতা বালো
পৌরীজীবনের ও পুরীপ্রতির সোজা প্রাণের চিত্ নব-
সমস্ত “কণ্ঠিকা” কাব্যাখনি সোনুর হস্তে হেমে বৈধানে
বালোর পৌরীজীবন বই আর কি বলিব? গড়ে—
গোকাবাবুর প্রয়াণৰ্ভন রাইচের হতোক চিত্; পোলো
বাবুর গড়ে প্রত্নতত্ত্বের চিত্; ছুঁটি গড়ের সেই কফিতে
ছেলেবির চিত্; মানবজীবনের বাস্তুভূতিক কিম্বা

"সে গীত-উৎসব মাঝে
যখ কিনি আমা সজ্জ নির্ভুল বিদেশে।"

start —

“ଏଥେ ବୈକୁଣ୍ଠର ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଗାନ୍ ।

* * *

সেই প্রকারণের মধ্যে নাম ব্যবহার
নাম সংজ্ঞায়ী এবং নাম সংজ্ঞায়োগে
অতি জনপ্রিয় আর অতি বিদেশের
তথ্য প্রেরণের।

“ব্যবস্থাপনাধীনের কবিতা কাঞ্চিত ব্যস্ততা হইয়াছে” এ
ইত্য বিশিষ্ট বাবু কেনেন করিয়া সম্মত করিতে পারেন
তাহা তো আমি ভাবিয়া পাই না। এ একেবারে বাহি-
প্রামাণ্যালোচন তৎ স্বাচ্ছিতির উল্লিখ। যথেষ্টে জীবগতভাবে
কবি ভাবগত (subjective) অস্থুতিকে অবিদ্যম করিয়া
কাঞ্চিত প্রস্তুত বিশ্বস্তাকে প্রত্যক্ষির গোদার্থী, মানবপ্রেম,
মানবের স্মৃতে হৃষে কল্যাণকর্ম সকল নিক দিয়া আগাইয়া
চুলিতেছে—যথেষ্টে বাস্তুর বাস্তুর উল্লিখ দেশকে ভৎ সন।

কবিতা বলিতেছেন:—

“শান্তিশার চির—কত নাম করিব। সমস্ত গুরুত্বটিকে
গুরুত্ব নাম না দিয়া বাংলার পর্যাপ্তিভালো নাম দিলে
কোন ফল ছিল না। বাংলার বাস্তুর গৌরীত, গৌরী
জীবনের ধৰণের মাঝবের অথ হৃষেরে এমন কৃতিনিম্ন-
অভ্যন্তরে আর কে এমন কৃতিতে দেখাইতে পারিবাছে
জিজ্ঞাসা কর? বাংলাকী তাহা আপন দেশের এমন
বরের খবর এমন বৃক্ত খবর আর কোন করি কোন
গুরুত্বেক দিয়াছেন? এসকল গুরু বরি বাস্তুর উচি
হয়, তবে বাস্তুর দেশগুলি আছে তাহা বিশিষ্ট বাস্তু
অস্থুত পূর্ণক লাগলী পাঠকসমাজকে দেখাইয়া দিতে
হুই হইব।

তবে শেষেক বিশ্ববেদের এসকল দিয়ে “শান্তিভিত্তিকে

“ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ି ଖୌବ ଲାଗେ ଏ ବିଶେଷ ମେଳା
ତୁ ବି ଆନିତେଛ ମନେ ସବ ଛେଲେଥେଲା ।”

କଥାଟି ସଜୋରେ ବଲିତେ

"ଚାହିନା ଛିଣ୍ଡିତେ ଏକା ବିଷୟାଦୀ ଡୋର
ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ସମେ ଏକ ଗତି ମୋର ।

ମେଳେ ହଠାତ୍ ଏମନ ପିକାଶ କି କରିଯାଇ ବେ ଦେଇ
ଥର କବିତା କହିଏ ସମ୍ମତଙ୍କ ହଇଛାହେ” ଏବଂ “ବାଲା
ଜୀବନ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୀର ମାଟ୍ଟା ପ୍ରାଣ୍ତୋ ଚିତ୍ରମିଳିବେ ରୈବୁନ
ଥର ମାଟିମ ବହିର୍ଭୁତ ହଇବା ଆହେ”?

বাংলার পঞ্জীয়ন কর্তৃতায়, গলে, বরীকুন্দাথের পুরু
প্রচুর রকমে, এত অনাস্থাস ফুর্তিতে আর কে
ক্ষাহেন আমি তো তাহা ভাবি না। কৃতিতে—

ପ୍ରାଚୀର୍ଦ୍ଧରେ ପୁରୁତ୍ତମ ହୃଦୟ, ଛିନ୍ଦିବା ଜିବି, "ଚେତାଳୀ"ରେ
ଲୁହ, ଦିବି, ପରିଚି, ପୁଟ୍ଟ ଅଭ୍ୟତ କବିତା ବାଲୋ
ଜୀବନେର ଓ ପୋତାପ୍ରତିକରିତ ଶୀଘ୍ର ଆପେର ଚିତ୍ତ ନାହିଁ
ଏହିରେ "କଥିକି" କାବ୍ୟାବଳି ମୋର ହୃଦୟ ହେବେ ସିଧାନ୍ତରେ
ଗର୍ଭାତ୍ମିକାରେ ପାଇଲା ଏହି ଆର କି ବିବିଧ ? ଗେ—
କାବ୍ୟାବଳି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରୀତରେ ଚିତ୍ର; ପୋତାପ୍ରତିକରିତ
ପରିଚି ପରିଚିତ ହେବେ ଚିତ୍ର; ଛାଟ ଗରେ ମେହି କିମ୍ବା କିମ୍ବା
ଲୁହ କିମ୍ବା ଲୁହ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ହେବେ ଚିତ୍ର;

কতা ও শোভাতা পশ্চিমের নীরব অসম সেই কর্তৃত ; অতিথি—যে গ্রামটিতে তারাপুর তিনি বাংলার প্রতিভাবেই মানবপুর দেওয়া হইয়াছে মাতৃ—শান্তি গমনের ৫ নির পাখীজীবনের চির, দৃষ্টিনৈ, সমাপ্তিতে বাঙালী প্রচণ্ড নাম না দিয়া বাংলার পাখীজীবনালা মাঝ বিলোলে ন অক্ষি ছিল ন। বাংলার ধৰ্মার্থ পরীক্ষিত, পরীক্ষেনের পর্যবেক্ষ মাহুদের হথ হৃষের এমন কর্মণ-নিপুণ আমে আম কে এমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবার্হে বাঙালী করি ? বাঙালীকে তাহার আপন দেশের এমন ধৰ্মার্থ এমন বৃক্তের পর্যবেক্ষ আম কেন করি ? কোনি কেনি সেৱা দেখক দিয়াছেন ? এসকল গুণ বৰি বাস্তবিত ন তবে বাস্তবিত কোথাৰ আছে তাহা পিলিম বাস্তব হইব।

মন্ত্রচূড়ান্ত আমারা আগবংশ করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হৃষ্টা গবেষণা বিদ্যে না।” তা সত্ত্ব। আমি পুরোহিত বলিয়াছি মে ডাইনিংরের ভাবুকতা সন্ধে অনেক ঝুলুটি সমালোচক এই একই কথা বলিয়া থাকে যে তিনি পাপের চিরের ভালচূড়ান্ত দেখান, মন্ত্রচূড়ান্ত দেখান না এবং সে জন্ত তিনি পাপকে অনেক জায়গায় প্রশংসন দেন। অর্থাৎ ইহাদের অভিযোগ এই যে ডাইনিং কেন এমিলি জোলা নল বা হেনরিক ইর দেন নন। তিনি কেন The Ghosts না সাহিত্যে যদি সেই সম্পূর্ণতার আবশ্য না থাকিত, তবে সংগৰ তাহাকে এত আবশ করিত না।

বাংলাদেশের যে চিত্রচূড়ান্ত বিপণনাবৃত্ত করকে ছত্রে পাওয়া গিয়েছে, রবিবারু যদি তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই চিত্রচাহায়ে গুরুত্ব ও কবিতা রচনা করিলেন তবে বাংলাদেশকে এমন সত্ত্ব করিয়া চিনিতে ও ভাগবাসিতে বাঙালীর ছেলে আজ পরিত কিনা সন্দেহ। বিপণবাবু লিখিতছেন—

“ଏମୋହାନ୍ତିରୀ ହିତେ କରିବାର ପୂର୍ବିଳେ ସହାୟ, ପୁରୁଷ ପର୍ଦ୍ଦିତ ଅନ୍ତରୀମ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ କରାଯାଇ ଯେ ଆମ ଆମୀର ଦେଇ, ଶେ ହେଉଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜୀବିତକାରୀ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୀଚିମାର୍ଗ କରିବାକୁହିଲା ଏବଂ କରିଲେ ଆମ ଏ ଆମାହିର କରିବାକୁହିଲା”

—সলোনের বাস্তবিক সাহচর্য নাই, সাহচর্যের ভাস্তবিক সময়ে নাই। Pippa Passes স্বল্পনা রেখে নন। Ottima শুরু কৃতিকামীর সম্মতি রেখেই আছে এবং সেই পাশে তারের সাহচর্যকামীর সম্মতি রেখেই আছে।

এবং অটীমার সাথ্যে সিবাব্দ তাহার স্বাক্ষরে ক্রেতেলে
হত্তা করিয়াছিল তাহার খবরের কাগজ ধাঁচে প্রাণই
পক্ষ পাইতে পারে। কিন্তু মে বিশেষ একটি মনস
অবস্থায় আউনিং তাহারিগুকে মেলিছেন সে অবস্থা তে-
সময়ে একসঙ্গ লোকের ভাগ্যে ঘটেন। দার্ক অচারের
জন্য যখন ভিতরে তাহার পরম্পর হইতে পরম্পর
ছিল ইয়া পড়িতেছে এবং তাহা দুর্বিল অটীমা
আগন্তন সৌলভ্যের ঝুকজাল সিবাব্দের উপর বিস্তার
করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইতেছে ঠিক সেই সময় পিপার
গান—

God's in His Heaven
All's right with the world !

বাজের মত তাহাদের কানে আসিয়া পড়িল এবং উভয়ই
মোহের সুর হিতে উপর্যুক্ত ইহারা মেবিল যে কি মিথারা
উপর তাহারা মেবিলৰা প্ৰয়াণী।—এমনটি ঘটনা
তো সংগ্ৰহে ঘটেন।। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে
অসম্ভব ও শাৰিক বলিবাৰ কোন হেতু নাই। “বটে যা
তা সৰ সতা নহে” । সুতৰাঙ্গ অভাবক সংগ্ৰহে যে হচ্ছে ইহ
পাঞ্চাশা বায়, মাহিতো সে হচ্ছে ইহাই কাৰু পচে এবং
দেখান হ’বে হল আছে বটে কিন্তু মধুষ্টী আসল।
তবে হচ্ছে হচ্ছে—কিন্তু অস্ত দিক্ষা দেখিবে পাঞ্চা-
শা গেল বলিয়া সমস্ত দাবিদোষৰ উপৰেও কি একটি শুভ-
গভীৰ আলো পড়িল যাহাতে সেই বৃক্ষটি এক নিমেষেই
আহাদেৱ সমস্ত শহুচূতি আৰুৰ্বণ কৰিয়া সহল।
“কাদুলিওয়ালা” গৱাঞ্চিতেও একটা কথেৰাটা ধূৰী যে
একজোগ্ৰাম কথখানি বেহেৰেমেৰ অবিকারী সেটুৰু বি
আৰ্দ্ধে দৈপ্যগ্ৰামৰ সদে দেখান হচ্ছিয়ে—তাহাকে ধূৰী
কৰিয়া বাচিবলৈ কি কাৰিগৰি খুব বড়ৰ হইত?

১০ সংখ্যা : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি “বস্তুতস্তুতাহীন

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଓ ଦେଶଚର୍ଯ୍ୟା କି “ସ୍ଵତଂତ୍ରତାହୀନ

কেবল দৃষ্টিশৰণ উপর দৃষ্টিশৰণ বাড়াবিবার পথেরেন
নাই। বিনিম বাসুর সমষ্টি আলোচনাটি যে কেবল
উচ্চ বরের সংস্থাতে সংযুক্ত গাঠনা, আমি তাহাই এতিপৰ
করিবার চেষ্টা করিবাম।

বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্টাটিকেই শুধু বস্তুত-
বিলীন বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—অবশ্যেরে লিখিবাছেন—

“বেশি কুণ্ডা করায় ও গোল হয়ে মারা হয়ে থাকে, সেইজন্তু তাঁ
মানবসম্মত আগ্রহ, ও পূর্বে লিপিতে এই প্রকারের ব্যক্তিগত অভিযন্তার
হয়েছে। তিনি একটা কবিত বর্ণন করে বর্ণনা করিবার পরে, তাইবাবুর উপরে
কর্তৃত শুধু মুখে মুখে পর্যাপ্ত প্রতিজ্ঞা নির্ভর করিয়ে দেন। দে মারায়
ও কেবল মুখে মুখে আবেদনে আপোনি নির্ভর করিয়ে দেন।”

ବ୍ୟାକ୍‌ରାଜନୀତିରେ ସମେଶକତା ମାତ୍ରିକ ହିଂସା ସୁଧା ଦୋକାର କରିବ—କାଳେ, ତିନିହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲିଏବେ ଯତ୍ତ ପାଇବାର ବ୍ୟାକ୍‌ରାଜନୀତି ଦେଖିଲାମୁଣ୍ଡିରେ ଏହି ସମ୍ବଲିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲାମୁଣ୍ଡିରେ

ପାଇଁ କାହାରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏବଂ ତାରଙ୍ଗ ତାହାର ବୈକେର ଅଭିନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଭିନ୍ନିମି ଉନିତେ କନିତେ ଦେଶରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଳୀ ହେଲେ ଉପରେ ହେଲୁଛି । ଏବଂ ହେଲୁଛି ସତ ତଥା ପ୍ରତିଭିନ୍ନିମି ଦେଶରେ ଆମିନିମି ବା କଲୋନିମି ଲୋକ ଗର୍ବରେଷେ ନାମିକ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତତାକେ ଭାଲ କରିଯା ସରିପା ପାରେନ ନାହିଁ । ତିନି ବେଳେ ସମବା ହିଲେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହି ବିନିଯୋଗିଛିନ୍ତା ତାହା ଏହି ଯେ, ସମାଜରେ ଫେରେଇ ଆମଦାର

এইবাবে “বিদ্যমানব” সন্ধে ছাট একটি কথা বলিয়া এই
প্রবক্ত আজিকার মত সন্তুষ্ট করিব।

হাতে হইবে, দেশের মধ্যে যাহাতে বৃহৎ হইবা কর্তৃক
করিবার শক্তি এবং অভিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসি মৈবে থীরে
পুরিয়া উঠে, তজ্জ্বল আমন্ত্রণে সকলকেই কোমর
পুরিয়া লাগিবে হইবে। তিনি নিজে শিক্ষার অন্য
প্রয়োগান্ত একটু আরোক্ত করিবাইছেন এবং একদল
ব্যক্তির পর্যাপ্ত তাহার জন্য নিজের স্বীকৃত, অধ্যক্ষ
ব্যক্তির উৎসর্গ করিয়া, সকল ধারাপত্রিত ভিত্ত
হইয়া তাহাকে সকলতার দিয়ে দেখিলে উল্লেখ করিয়া
দিবেন হইবে এবং সামাজিক একটি কাজকেও এ দেশে সকল
কর্মী তোলা যে কি হক্কটিন যাপার তাহা হাতে হাতে
প্রতিষ্ঠানেন। স্বতন্ত্র তাহার বেশ্যার্থকে বস্তুত্ত্বাত
পুরীয়ান ভিত্তি আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে ?

ମେହେ ନାନା ଡ୍ରାବିନୀଶ୍ଵର ଲାଗିଯା ଆଛେ । ଡାରତବର୍ଷ
ସମ୍ବଦ୍ଧ ତୋଳାଯ ବଡ ହୁଏ ଏହି ଯେ “ଏଥାନେ ଆମାଦେର ଜୀବନ
କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ଆମାଦେର ସର୍ବପ୍ରକାର ଆମାନାମାନେର ବଡ ବଡ
ରାଜଗଥ ଏକ ଏକଟା ଛୋଟ ମୋଳାର ସୁମୁଖେ ଆମିରା ଧରିତ

ହିତୀ ଶାଖାରେ । ଆମ୍ବାଦେର ଜୟ ସାଥେ ଏକା ପ୍ରଧାନତ ଆମ୍ବାରେ
ନିଜେର ସବୁ, ନିଜେର ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟା ଭେଦାଳିତେ ।
ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆପନାକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଯା
ବିବାହ ଅବସର ପାଇ ଦେଇ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସାହିତେ ଭାରତରେ
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକ୍ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତିନି କୌଣ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱାସ
କରେନ ନା । ତାହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭାରତରେ ସେ ଏତ ବିଭିନ୍ନ
ଭାବରେ ଏକା ଆଚାର ଆଚାରଙ୍ଗର ଭାବୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶରେ ବୈଷ୍ୟ
ଉପରେ ହିତୀରେ ହେଉଥିଲା ଏହା ଏକଟ ମଧ୍ୟ—କିମ୍ବରେ ?—ନା,
ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରକଟ ଏକଟ ମଧ୍ୟାରୀ ମୀଳିଗା ଯେ ଏଥାରେ
ହେଉଥିଲା, ହିତା ତାହାର ଲକ୍ଷ । ଏହି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପାରକ
ନିରମଳ ଏ ନିର୍ମିତ ହିତେନ କିମ୍ବ ମିଳିଲେ ।

ଏହିଥାନେ ଆମର ପ୍ରକଟ ଶୈଖ କରି । ଆମି ଅନେକଙ୍ଗ ଆମର ପାଠକନିମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସର କରିଲାମ - ତୋହାନିମର ନିକଟ ମେ ଅଛ ମର୍ଜନା ଚାହିଁ । ବୈଶିଜ୍ଞାନିରେ ସହିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମରର ପରିକଳନ ଧରାଗଲା ଧାରା ଆମରଙ୍କ ବିବରଣୀତାରେ ଏହି ଅଭିଵାଦ ଲିଖିତେ ଅଭିଷ୍ଟ ହିଁଥାଇ ଏବଂ ଅବରୁଦ୍ଧ କଲେବନ୍ଦ ଓ ଏତ ନିର୍ମାଣ କରିବିଲେ ବୟାହ ହିଁଥାଇ । ଯିନି ଆମରର ମଧ୍ୟେ ପୌରସତ୍ୱ ଏବଂ ସାହାର ନିକଟ ଦେଖ ଏଥନ୍ତି ଅନେକ ଆଶା କରିଲେ ପାରେ, ତୋହାକୁ କୁଳ ସୁରିଲେ ଆମରା ଆପନାନିମଙ୍କେଇ ନାନା ବିରହେ ବିଭିନ୍ନ କରିବ, ହାଇହି ଆମରା ଆଶକ୍ତ ।

ଶ୍ରୀଅଜିତକୁମାର ଚଞ୍ଚଳାର୍ଥୀ ।

१०८

ଶର୍କରୁତବୟୀ ମେଘ, ମନାତମ ମନ୍ଦିର-ବଜରୀ,
ଅର୍ଧୀ ଜନେ କଲ୍ପତର, ସଂସାର-ନାଗର-ଜଳେ ତରୀ,
ପାପ-ଅକ୍ଷାଯୀ ନାଶ ଦେଇ ଭାବୁ କରେନ ପ୍ରଭାତ
ପ୍ରେରେ ନିଦାନ ତିଳ, ଶାସ୍ତିନାଦା ଜିନ ଶାସ୍ତିନାଦ ।

ପାରତି ।

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଷଦ

ଶୌରଭ ତାୟ ଉଠେ,

ପୂର୍ବତି ପୂଜାଯ ଲାଗିଯା ଧୂ

করম-বক্তুর্ণে ।

ପର ମତନ ନିଜ ଦେହ ମନ

କରିତେ ଯେ ଅନ ପାରେ,

ভু-আগে সেহ পায় বছমান

ଅନ୍ତରେ ଅମରାଗାରେ ।

মন্তব্য করা হচ্ছে।

ত কিছু আছে তীর্থ পাবন

মর্ত্ত্য, পাতালে, স্বর্গদেশে,

ত আছে জিন-বিষ্ণু জগতে

ଆমি সবে নমি নির্কিশেষে ।

ଆଗୋଚନ

ପାତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ବିଷୟଜ୍ଞାନ ।

ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କୁଳ ଆଶି ନୀତାନାନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ
ତଥା ଆମାଙ୍କ କରିବାକୁ ପାଇତାମ କିମ୍ବା ତାହାରେ ଆମର ମତ
ପାଇବାକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଣେ ଅବଧି ତାହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ
ବ୍ୟାକିତ ନା, ପାଇବାକୁ ପାଇବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅବଧି ଏହାରେ
କାବେ ଆମୋଡ଼ାନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବ୍ୟାକିତ ଏହାରେ ନୀତାନାନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଥିଲା
ତଥା ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିବାକୁ ତଥା ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ହିଁବେ
ଆଶି ନୀତାନାନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଯେତେ ଏହାରେ ନାଥମନ୍ଦିର ପରିବିହାର
କାବେ ଆମୋଡ଼ାନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବ୍ୟାକିତ ହେବାନ୍ତିରେ ନା ।

একটি তবের উপর ত্বরণুষ মহাশয় তোহার সমগ্র গড়ে
পাপান করিয়াছেন, যাই দেই তত্ত্ব দিখাও হচ্ছে তবে তোহার অশু
ব্রক্ষণ ও তোহার অবস্থিত স্থান-প্রাণী শস্ত্রেই নষ্ট হইয়ে
যাওয়া আছে। এই “বিশ্বজনন দিন” অঙ্গুলার পাপিতে পারে

সংখ্যা ১

লোচন—আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান

ମୁତ୍ତକରେର ମମୟ ।

କାହାରୁ ଅଭି ପ୍ରାଣ ଏହା । ଚିନ, ଆପାନ ଏବଂ
ମଲୋଲିଙ୍ଗ ଦେଶ ଅଞ୍ଜଳି ଭତ୍ତାରେ ଭାଷାର ଅକ୍ଷପାଲୀର
ଶାସ ଅଭିତ ହିଲେ ଥାଏ । ଚିନ ଏହା ହିଲେ ଥାଏ ଯେ,
ଅକ୍ଷପାଲ ମୁହଁରେ ମୁହଁର ବିଜମାନ ଛିଲେ । ମହାଭାରତର
ମତପରେ (୨,୬୫) ଏବଂ ମାର୍ଯ୍ୟାତରେ (୫୨୭) ନାରାତର୍ମନେକୁ
ପକ୍ଷବରସ୍ତ ବାକୋର ଉତ୍ସେ ଆହେ ।

ମୁତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ନାୟକରେ ନିଯମିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ି ଆଲୋଚିତ
ହିଲେ । (୧) ଅମାର (୨) ପ୍ରାମେ (୩) ସଂଶ୍ରେଷ (୪)
ଅମୋରନ (୫) ମୃତ୍ୟୁ (୬) ସିକ୍ଷାନ୍ତ (୭) ଅବସର (୮)
ତତ୍କାଳ (୯) ନିର୍ମିତ (୧୦) ବାପ (୧୧) ଜଗ (୧୨) ବିଜତା
(୧୩) ହେତୁଭାବ (୧୪) ଛଳ (୧୫) ଆତି (୧୬)
ନିଶ୍ଚହନ । ଏହି ତାଲିକା ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ପାଇଁ ଥାଏ ଯେ,
ମାତ୍ରମେ ପ୍ରଧାନତଃ ତକିଭାରିତ ଏହି (dialectics), ହିଲେ
ଦର୍ଶନ (philosophy) ନାହିଁ ।

ଉପରେକୁ ତାଲିକାଟା ନାରାତର୍ମନେରେ ୧୨ ହଜାର ହିଲେ ଗୁଣିତ
ହିଲେଛି । ଏହି ହେତୁ—

‘ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଅମୋର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭକ୍ତ ନିର୍ମିତ ବାପ
ବିକିତ । ବେଳୋମା ଥାଏ କାହାର ନିଶ୍ଚହନମାନେ ଭକ୍ତାନାନ୍ ନିଯମେ
ନିର୍ମିତ ।’ ୧୧୦

ହିଲାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଅମାରପି ବୋଲଟା ପଦାର୍ଥରେ
ଭକ୍ତନ ହିଲେ ନିଯମେର ଲାଭ ହୁଏ । ଏହିକାର ବସ୍ତୁରେ
ଏହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଲା ବେଳୋମା ସେ ଏହିକଳ ପରାରେର ସର୍ଵାର୍ଥ
ଜାନ ହିଲେ ଥାନି ବେଳା ମୃତ୍ୟୁରେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁରେ
ଅକ୍ଷପାଲକାର ଏହେ ଓ ଭକ୍ତନରେ ଉପୋଶିତା କି, ତାହା
ଦେଖନ ହିଲା ଥାଏ (କାରବେଳେ ବୁଝି କୁଟ ବରିକ ଦେଖୁନ୍) ।

ନିଯମେର କି ?

ହିଲେ ‘ନିଯମେ’ ଲାଭେ କଥା ଆହେ । ଏହିନେମେ
କି ? ଅନେକ ମନେ କରେନ ସେ, ନିଯମେର ଅର୍ଥ ମୁହଁ ବା
ଅପର୍ବା । କିନ୍ତୁ ଐନିତ ମୁହଁତାନ ଦିଲା ବେଳ ହେ ନା ।
ପାଲିନର ବ୍ୟାକରେ ଏହି ଅମୋରର ୪୭ ପାଇଁ ଅକ୍ଷତ୍ରାନ୍ତି
ହେଲେ ‘ନିଯମେ ଶର୍ପତ ଯୁଗାଦିତ ହିଲେଛନ୍ ।’
ଅବସର ନିଯମେର ଅର୍ଥପରିପତ୍ର, ହିଲେ ସର୍ବକର୍ମରେ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସର୍ବକର୍ମରେ
ବଲିତ ଅପର୍ବ-ବୁଝାଇତ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପର୍ବାହି ଯେ ନିଯମେ

ଶେ, ଆମ କୋଣରେ ଶେବେ ଯେ ନିଯମେ ଶେ ନହେ, ହିଲେ ବଳା
ଲେନେ । ମହାଭାରତେ ନିଯମେର ଶର୍ପ ବଲରାମ ମାନ୍ୟାରିକ
ଶର୍ପ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ।

ନିଯମେରେ ତୁ ତେ ବେଳେ ବେଳାକୌଣେ ହିଲି ଦିଲି । ୧୧୦-୧୨୫
ଅଭିମାନର ନାମ କଥା ହୁଏଥାଏ ମତ । ୧୧୦-୧୨୫
ପରିବିତ ଶର୍ପ ପରିପତ୍ର ନିଯମେର ପରିପତ୍ର । ୧୧୦-୧୨୫

“ନିଯମେରେ ତୁ କଳାପ ମୋହରେ: ଶର୍ପର ମୂର୍ଖ ।”
ଏହିକଲ୍ପ ଅଭିମାନ ମୁହଁତୋର ହିଲେ ଥାଏ । ଅଭି
ଏବଂ ନିଯମେରେ ଶର୍ପର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ କଳାପ ବଳ
ଅବୋକିତ ନହେ ।

ବାର୍ତ୍ତିକର୍କ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ଵାରେ ।

ଶର୍ପର ବିଭାଗ ଭକ୍ତାନାନ୍ ନିଯମେରାଧିକରିତ । ଯାହାର ତାବେ
କିମ୍ବା କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ । ଭକ୍ତାନାନ୍ ତାବେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।
ନିଯମେରାଧିକରିତ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗରେ ତାବେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।
ନିଯମେରାଧିକରିତ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗରେ ତାବେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।
ନିଯମେରାଧିକରିତ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗରେ ତାବେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।

ଅର୍ଥ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କରିବ ହିଲେ ମେଲେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ
କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ । ଏହି ବେଳେ ପରାର୍ଥର ବିଭାଗରେ
କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ । ଏହି ବେଳେ ପରାର୍ଥର
ବିଭାଗରେ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।

ତୁଳିତ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଭିମାନେ ସେ ବିଜା ଦାରୀ
ଯେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ହାତାହି ନେଇ ବିଜାର ନିଯମେରେ । ଶ୍ରୀ,
କିମ୍ବା, ପୁରୀବୀରୀ ହିଲାରା ସଥାକ୍ୟେ ଅଥାବା ଶର୍ପର
ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।

ଏହିକଲ୍ପ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ
କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।

ନିଯମେର କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ
କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ କଥ ନିଯମେରାଧିକରିତ ।

ଅର୍ଥିତ୍ ଶାସନର ଅଧ୍ୟାତ୍ମର କରିଲେ ବୁଝି ମାର୍ଜିତ ହୁଏ ଏବଂ
ବୁଝିଲେ ମୂର୍ଖ ଅମାରୁ ନିର୍ମିତର ଶକ୍ତି ଜାମେ ଏବଂ ଏହି ଜାମେ
ଅଭିଭାବର ବିଭାଗ ଅନାମେ ଏବଂ ବୈଶାଖୀ ହିଲି ଦିଲି । ୧୧୦-୧୨୫
ଅଭିମାନର ନାମ କଥା ହୁଏଥାଏ ମତ । ୧୧୦-୧୨୫
ପରିବିତ ଶର୍ପ ପରିପତ୍ର ନିଯମେର ପରିପତ୍ର । ୧୧୦-୧୨୫

ଏହିକଲ୍ପ ଅଭିମାନ କଥା ହିଲେ ନା ।

ଏହିକଲ୍

ଶ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟା ।

ଆଚୀନ ନାୟ

অনুবান।

अमूर्खान कि ? शुद्धकार अमूर्खानेर लक्षण करेन नाहि ।

তিনি বলিলেন :—

“ତୋରଙ୍ଗର ଅତ୍ୟାକରଣ ପୂର୍ବିବ୍ ଶେବ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟାନ୍ତୋଦୃଷ୍ଟ ଏହି ତିନ ବୁଝିତେ ପାରି ନାହିଁ ।
ହୁକ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ।”

ପ୍ରତାଙ୍କଭାବ ।

অসমৰ অত্যক্ষরণ, অৰ্থাৎ অসমৰ অত্যন্ত হইতে
অসমৰ পাকে। অত্যক্ষ জানক মূল কৰিয়া অসমৰ ন
হইয়া পাকে। আকাশে যে উত্তিৰে অত্যক্ষ কৰিয়া
পৰে 'বৃত্ত হইতে' এইকল অসমৰ কৰা হইয়া পাকে।
তাৰকাকুলৰ দুৰ্বলহীনে যে অত্যক্ষ অসমৰেই লিপি
বেশৰ এবং বিশৰণীৰ সমৰক্ষণ আৰম্ভক, এবং হৈছা
নাথৰ বৰ্ণণ প্ৰত্যক্ষ জান-

পর্ব ১

অমুমান কিন রকম,—পূর্বৰং, শেবৰ, সামাজিকভোগ্য।
পূর্বৰং অমুমানে কাৰণ দেখিয়া কাৰ্যোৰ অমুমান কৰা
হ। কাৰণ কাৰ্যোৰ পূৰ্ব থাকে বলিয়া এখনো পূৰ্বশ্ৰে
কাৰণ হৃতিতে হইলে। পূৰ্বৰং কিনা কাৰণগৰ, অৰ্থাৎ যে
অমুমানে কাৰণটী উপৰিত আছে দেখ হইতে দেখিলে,
দেখিগুলি কাৰণেৰ ছাও বৃষ্টিগং কাৰ্যোৰ অমুমান পূৰ্বশ্ৰে
অসমান।

শেষবৎ

শেবৰং অহমানে কার্যা থাকা কারণের অহমান
হইয়া থাকে। শেষ কি না কার্যা। শেবৰং অহমানে
নেব অর্থে কার্যাত্মক হতে আছে, উচ্চ থাকা অঙ্গসংকীর্ত
কারণের অহমান করা হইয়া থাকে। নদীর জল বাঢ়িয়া
গিয়াছে, দেশ হইয়াছে, রাতা ঘট সিক হইয়াছে, হাতাবি
কার্যা পৰিষ্কাৰ উহাদেৱ কাৰণসূচী বৃষ্টিৰ অহমান শেবৰং

ସାମାଜିକ ତୋରଣ ।

ব্রহ্মই আমরা একটা জিনিস এখন একছানে এবং
তারপর আরএকছানে দেখি তখনই বুঝি যে উভা
পূর্ণছান হইতে পেছেছান গিয়াছে। গতি ভিত্তি জিনিসের
ছানপরিবর্তন দেখি না। তচ খন একছানে, হই
“পর্যবৃত্ত ধূমৰসন” এই জানাটা এবং “ধূম ও বহির সাহায্য
নিয়ম বা বাণিষ্ঠ আছে” এই জানাটা, এই ছইটা জান
হইতে “পর্যবৃত্ত ধূমৰসন” এই জানাটা হইল। এখনের
পর্যবৃত্তকে পক্ষ, যথিক্ষে সাধ্য এবং মুক্ত হচ্ছে বা জিনি

দণ্ড পরে আরএকবাবে, দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব
চেম্বের গতি আছে। এইকপ অমুমানের নাম সামাজিকে
দৃষ্ট অহমান। ইঁকে কেন সামাজিকে দৃষ্ট বলে, তাহা টিক
বুকিতে পাও নাই।

नामान वार्ता ।

উপরে পূর্ববৎ দ্বিতৃবৎ ও সামাজিকভূষ্ঠির দে
বাধা। দেওয়া হইল, তাহা শাস্তিভাষ্য হইতে গ্রহীত
হইয়াছে। শাস্তিভাষ্য এতদ্বিন্দি অস্তএকরম বাণাশাখা
আছে। সামাজিকবিকার ভাষ্যে গোড়গুপ্ত হইয়াছে অস্ত-
একরম বাণাখা করিয়াছেন। এই তিনি বাণাশাখা
কেন্দ্র স্থৰকরেন অভিপ্রাণ ছিল, তাহা জানা যাব
ন। বঙ্গতে এমনও হইতে পারে যে, এই তিনিইই
স্থৰকরেন অন্তর্ভুক্ত বাণ বাণাশাখা।

ନବ୍ୟ ଆୟେର ବାଁଝାମ ।

ইহা ছাড়ি, নব্য শাসনের আচারণগত ইহাতের আরও^১
একটি অক্ষর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বলেন, পূর্ববৎ-
কেবলমাত্রই, শেষবৎ কেবলমাত্রভৰে, এবং সামাজিকভ-
ৰ্ত্ত অবস্থাভৰেকী অস্থানের নামের মাঝে।

ବ୍ୟାପି ମୋହା ଲିଙ୍ଗ ରୁ କେ

পক্ষ সপক্ষ রিপক্ষ।

କଥାଟୀ ପରିକାର କରିବା ସୁଧାରିତେଛି । ଏକଜନ ଲୋକ
ବାପାମ୍ଭେଦର, ମାଠେ, ଶୁଦ୍ଧାପ୍ରାଣେ ବା ବଳେ, ମେଘମୈନେ ଯୁମ୍
ଦେଖିଯାଇଛେ, ମେଘମୈନେ ଆଶମନ ଦେଖିଯାଇଛେ । ଏହିପରିମାଣ
ଦେଖିବେ ମେଘିତେ ତାହାର ମନେ ଏକାନ୍ତମାନଙ୍କର ହିଲ୍ଲାଇସେ, ଯେ,
ଯୁମ୍ ବାହିକେ ଚାହିଁ ଥାକିପାରେ ନା, ହିଂହାରେ ମଧ୍ୟେ
ନିଯମ ମାହଚର୍ଯ୍ୟ ଆବା । ଏହି ମାହଚର୍ଯ୍ୟନିମେର ନାମ ବାପାତ୍ମି ।
ଯୁମ୍ ଓ ହରିର ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟାପି ହିଂହ ହିଲ୍ଲା ଗେଲେ ଗରେ, ଯାଇ
ବାପାମ୍ଭେଦ ହାନେ ଯୁମ୍ ଦେଖେ, ତବେ ତଥାର ତାହାର ବହିର
ଅଭ୍ୟମନ ହବ ।

মনে করে মনে পে একটা পর্যবেক্ষণ থুথু বেশিলি। এখন
“পর্যবেক্ষণাদু” এই জানাটো এবং “ধূম” ও বলিস সাহচর্য-
নিয়ম বা ব্যাপ্তি আছে” এই জানাটো, এই হচ্ছে জান
হচ্ছে পর্যবেক্ষণাদু” এই জানাটো হইল। এখানে
পর্যবেক্ষণে পক্ষ, পক্ষিকে সাধ্য এবং সকে হতে বা লিপি

একত ধারে, অতএব উহাগুলি সহচর বা সমানাধিকরণ।
সহচর বা সমানাধিকরণ পদার্থবর্ণনের পরম্পরার সংক্ষ সাহচর্য
বা সমানাধিকরণ। অতএব বৃক্ষ ও ধূমৰস মধ্যে সাহচর্য
বা সমানাধিকরণ বিদ্যুৎ। বিজ্ঞ সাহচর্য বা
সামানাধিকরণ যাতেই ব্যাপ্তি নহে। কেন্দ্রপঞ্চ সাহচর্যকে
ব্যাপ্তি বলে তাহা বৃক্ষবিবর অর্থ সাহচর্যের একটি বিশেষ
বিভাগ বলে আসে।

ଏ ଅସ୍ଥମାନେ କେବଳମାତ୍ର ସମ୍ପଦ ଆହେ ବିପକ୍ଷ ନାହିଁ
ତାହାକେ କେବଳାବୀ, ଏ ଅସ୍ଥମାନେ କେବଳମାତ୍ର ବିପକ୍ଷ
ଆହେ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ତାହାକେ କେବଳ୍ୟାତିରେବେ, ଏବଂ ମେଧାନେ
ସମ୍ପଦ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟ ଆହେ ତାହାକେ ଅସ୍ଥ-ସାତିରେବୀ
ଅସ୍ଥମାନ ବେଳେ । ସଥି ଟୈର ଜେତୁ—ଯେତେବେଳେ ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ଶର୍ମ
ମେଧାନେ ବହି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ଵତ । ଏହିଙ୍କା ମାହଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଣିପି
ଏବଂ ଏହିଙ୍କା ମାହଚାର୍ଯ୍ୟ ହିତେହି ଅସ୍ଥମାନ ହିଲ୍ଲା ଥାବେ ।
ହେଉ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ମଧ୍ୟେ ଯାଣି ହିତେ ହିଲ୍ଲା ଗେଲେ ପରେ
କୃତ୍ୟାପି ହେଉ ମେଧାନେ ମେଧାନେ ଶାଶ୍ଵତ ଅସ୍ଥମାନ
ହୁଏ ।

আছে। এখনে অধ্যয়ন সাধ্য। জ্ঞানবৃত্তির কোন পদাৰ্থ নাই, অতএব ইহা কেবলাখণ্ডী অসমান। পুথিৰী অস্তাৰ্ত কৃত হইতে ভিস, যেহেতু পুথিৰীতে গুৰু আছে। ইহা কেবলাখণ্ডীরকৈ অসমান। এখনে সপৰ্ক নাই, কেন মাৰ্কটৰ কৃত হইতে ভিস আৰু কোন পদাৰ্থ নাই। পৰ্যন্ত বিদ্যান, যেহেতু উভা ধৰ্মান, এটা অধ্যয়নতিৰকৈ অসমান, কাৰণ এখনে সপৰ্ক (মহানন্দ, গোটা, চৰক) পৰিষ্কাৰ (অসমৰ পৰিষ্কাৰ) কৰিব আৰু

स्वातंत्र्य !

କିମ୍ବା ପୂର୍ବରେ ଶଥେ କେବଳାହୀ, ଶେବେବ୍ ଶଥେ
କେବଳାତିରେକୀ, ଏବେ ସାମାଜିକତାରେ ଶଥେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ
ଦ୍ୱୟାରୀ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ । ବୁଝିତ ଶୁଦ୍ଧକାର ଯେ
କେବଳାହୀ ଓ କେବଳାତିରେକୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମନେର କଥା ଜୀବିନେଟେ,
ତାହାର ଏକାଧିଗମନକୁ ପାଇଲା । ଡାୟାରୀ ପ୍ରାଣିନିରାତ୍ମକ
ଉତ୍ସର୍ଗ ଦୂର ହେ ନା । ବିଶେଷତ: “ବ୍ୟାପିକାବାଦ ଜାନା ନା
ଧାରିବେ, କେବଳାହୀ, କେବଳାତିରେକୀ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେକୀ
ଏକଟଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ନିରାକାର ହିଛି ।

वाप्ति ।

याप्ति कि ? ये थाने थानों पूर्व आजे सेहताने सेहताने थाने वहि आजे, एहिकल सार्वत्री-नियमके बाप्ति वले । ... सहचर शब्द क्या साहचर्य ? शाहाज़ा एक थाके ताहानिगके सहचर वा मानामिकरण वले । वहि ओ धूम

ଦୈର୍ଘ୍ୟକିମ୍ବିଧୁ ହୁଏ ପ୍ରେସ୍‌ରେ ଥାନ ଦେନ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି:
ହୁଏରେ ପ୍ରକାଶର ଅଳ୍ପ ଏକଟି ହୃଦୀ ଆହୁ, ହୁଏରେ ଅଳ୍ପ
ହୃଦୀ ନାହିଁ । ତଥେ ବର୍ଣ୍ଣନମୁକ୍ତେ, ତାହାର ଟୋକାରେ, ଏବଂ
ସଂଖେପ ଶକ୍ତିରଙ୍ଗେ ଏହିଙ୍ଗ ବିବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିପଦିକ ବାକୀ
ରହିଲ କେନ ? ଏକଳ ଅତି ଶୁଭ୍ରତ ବଢା । ବୈରୀ ଗଣିତ-
ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଏହିଙ୍କଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆକୃତ କରିବାର ଜାଇ ଏତ
କଥା ଲିଖିଲାମ ।

অর্থ

এখন প্রেমেণ্টলির পরিচয় দিতেছি। আজা, শৱীর
ও ইন্সি কি তাহা সকলের মোটামুটি জানা আছে। অর্থ-
পদে ইহুরঞ্জাহ গুরু, রস, রূপ, পৰ্ণ ও শব্দ বৃহাব।
ইহুরাধা যথাক্রমে শুধুবী, অগ, তেজ, বাষ্প ও আকাশ এই
পক্ষভূতের শুণ, এবং নামিকা, জিলা, চঙ্গ, বৃক্ষ ও কর্ণ দ্বারা
ইহুরের উপলব্ধ ইহুরা ধাকে।

১৫

বৃক্ষ, উপগ্ৰহ ও জ্যোতিৰ্গুণ একৰ্থৰ বাচক। সংজ্ঞেও
বৃক্ষ বিশ্বাস একটা (অস্তঃ—) কৰণ সৌকৰ্য কৰেন।
তীক্ষ্ণাদের মতে বৃক্ষ স্বয়ংপূর্বার্থ। দৈৱায়িকের মতে বৃক্ষ
বৰ্যা নহে, উকা ঔণ।

ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ବେଦାଞ୍ଜୁତୀର୍ଥ ।

বিরহ তক

(লাপিনা মুরী)

ମଣ୍ଡଳ ଜାତିଯୀ କ୍ରିତିକ ପୋଷନ

ଆମ୍ବା ଭାବିଷ୍ୟ ଶିଖିବି କେବେ ?

ତାରକା ଭାବିନ୍ଦା

ବା ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାମାଟି ।

ନିଶ୍ଚି ନା ଆସିତେ ଦେଖେ କେ ଆଧାର

କମଳେ ନିରଧି' ଭାବର-ବୌଧି

ଦିବସେ କରିଲ ଛୁଥ-ଶର୍କରୀ

চক্রবাকের বিরহ-ভািত

শ্রীমতোজনাথ মজু

ବ୍ୟକ୍ତି

(2)

ଶ୍ରୀମାତେ କଟିନ ତୁରାରାଶି ସଥନ ଗଲିଲେ ଆରାସ୍ତ ହିଟିଲ ତଥନ ଆମାଦିଗେର ତୁରାରକଣ୍ୟା ପରିଶ୍ରମ ଅଳକଣାଙ୍ଗ ପଲିଯା ଯୋତେ ମିଶିଲେ ହିଲି । ପରିଷରକୀୟ ହିଟିଲ ନିଯାମିତ୍ୟୁଧେ ଧ୍ୟାମାନ ଜ୍ଞାନୋତ୍ତର ଦେଖେ ଆକାଶପର୍ମାଣ ତୁ ତୁରାରକ୍ଷଣ ଚାଲୁଛି ହିଲି । ରାଶି ବାଶି ଚର୍ଚ ତୁରାରେ ପରିଷିତ ଶତ ଶତ ବଜ୍ଗପତେର ତାର ଆକାଶଭୋଲୀ ଶଦେର ମଧ୍ୟ ଆମାର ନିଯାମିତ୍ୟୁଧେ ପରିତ ହିଲାମ । ପଠନେର ମଧ୍ୟ ପରିତର ମଧ୍ୟେରେ ତୁରାରେର ଲକ ଲକ କଣ ଉଭକନେ ଶତ ଶତ ତୁରାରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହିଲାଇଲି । ସ୍ଥୀରୋକେ ଉତ୍ସମାନର ଉପର ପାତତ ହିଲା ଶତ ଶତ ତୁରାରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିଲାଇଲି । ପତନକୁ ଏହି ଯେ ପାପଗପତେ ଆବର୍କ ଛିଲାମ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ବୃତ୍ତର ଶଳାପ୍ରେଷଣ ଆଧାର ଓ ପ୍ରେସ୍ ହିଲା ତୁରାରୂପରେ ଏହି ଚର୍ଚ ହିଲା ଯିବାଛି, ପ୍ରେତ ତୁରାରୂପରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଣେକର ଅଛି ଏକଟି ଧୂର ବର୍ଷରେ ଉତ୍ସ ମୃତ ହିଲାଇଲା, କଣେକର ଜଣ ଆମ ସେମଧ୍ୟର ତାରକାର ତାହା ଉଭଜ ହିଲା ଉତ୍ସମାନର ଲାଗୁ ହିଲାଇଲା, କାହାମ ଶୈଳନିଯଗ୍ରହିତ ହିଲା ଆମ ଉତ୍ସରେ ବାଲୁକାରାଶିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୀରୋକେ ପରିତ ହିଲାଇଲାମ । ଯୁକ୍ତ ହିଲା ପୋତିବୀବେଳେ ମସ ଭାସାଇଲା ଦ୍ୱାରାଛିଲାମ ; ତତ୍ତ୍ଵାତ ଆମର ଗନ୍ଧର୍ଷଣ ବ୍ୟାଧ ହିଲିଲା । କିମ୍ବାରେ ମସଏ ତୁରାରାଶିପ ଶ୍ରୀତଳ ପରିତ ହିଲାଇଲି, ସଞ୍ଚ ସମିଲାରାଶି ଅଭି ପରିବେଳେ ବାଶି ବାଶି ପାପଗ ମୌତ କରିଲା ନିଯାମିତ୍ୟୁଧେ ପରିତ ହିଲାଇଲି । ପ୍ରେତ ଓତେର ତାତମେ ବାଲୁକାପାଟି ପରାଶ ନମୀରେ ହାତ ପାହିଲିଲା । ନମୀର ପରିବେଳେ କୁଣ୍ଡି ଗତି ବନ, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ତରବିଳି ମୁଢକ ପରିତ କରିଲା ଆକାଶ ଶ୍ରୀକରିବାର ଟେଟା ପରିବାର ଟେଟା ପରିବାରର କୁଣ୍ଡିଲ, ଦୂରେ ନୀଳାତ ପରିବାରର ଯତନ୍ମ ମୃତ ଧ୍ୟାନିତ ର ତତନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ବିଲୁପ୍ତ ଛିଲ, ଅଳୟମ୍ବାନାପଥରେ ଆଧାର ନମୀରକେ ଶତ ଶତ ଶୁଭ ତରବେଳେ ପରିପାତ ହିଲେଇଲି ଓ ଉଭଜ ସ୍ଥରାରଶିଳ ତାହା ଉପର ଭାବୀରେ କରିଲାଇଛି । ଏହିକେ ନମୀରକେ ଭାସିଲେ ଭାସିଲେ

୩ୟ ସଂଖ୍ୟା ।

ହେମକଣ୍ଠ

বাস্তুকলাগুলি তাহামিনের পদক্ষেপ হইয়া বড়ী লাজিত
হইত। কোন কোন গভীর নিশ্চিয়ে সিংহ, বায়া ও
ভৱত্তগ দৌর দৌরে আসিয়া জলপান করিয়া যাইত, পদ-
মিন মৃগাত্মক তাহামিনের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া দূরে পলায়ন
করিত।

করিয়া ভক্ষণ করিল ও অধির পার্শ্বে শহন করি-
য়ান্তী যাপন করিল। প্রভাতে আমাদিগকে লই-
য়া মহাযুদ্ধে পর্যবেক্ষণ করিল ও সমস্ত বিষয়-
পথ চলিয়া সকার প্রাঙ্গণে পর্যবেক্ষণ অধিকারী
তাহামিনের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। পর্যবেক্ষণ-

প্রকৃতির প্রভাবে গোবৰ্ধন রথকাঞ্চিত মৃগচর্চার্হণাদিত
মূল্যবান বনময়। হইতে বাসুকাকে আসিল, তখন উজ্জ্বল
স্মৃত্যাণোক হেমকণ্ঠাঙ্গলিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিছাইল।
তাহা দেখিবা মহানন্দে একজন অপরকরে কহিল “গাইগাছি,”
বিত্তীয় মহায় হৈবেংগুল হইয়া স্মরকচানন্দ করিল।
উভয়ে অধিনা নদীজলসিক বাল্কচে পৃষ্ঠাহত শুকর্ত
উজোড়া করিল ও বেসন নির্ভিট পাতে বাল্কচার্মণ এছন
করিয়া নদীপথে ঘোঁট করিতে লাগিল ও ক্ষেত্রহতে
কর্কটকারী ধানশুকর্ত শলাকাকৃষ্ণ এছন করিয়া বাসুক
মুদ্রাহত হেমকণ্ঠাঙ্গল চৰ্মণিন্দিত কাষাণে সকল করিতে
লাগিল। এইজনে তাহার মিস অভিবাহিত করিল।
অভিতাকার বৃহৎভূমসমূহের ছাইর পানাখণ্ডে ও কান
নির্ভিট করেকানি কুসু ঝুটোর দেবিতে পাইলামু
গোমগ্রামে উপস্থিত হইয়া মূল্যবান হিমশিখ বিশ্ব
করিয়া লইয়া পরপ্পরের নিকট বিদায় এছন করিল
যে মহুয়া আমাকে অধিকার করিয়াছিল সে তাহার
বাসস্থানে প্রবেশ করিল। শুগময়ে তাহার স্তো ও ছাই
তিনাম বালক বালিক উপশেনেন করিয়া ছিল, তাহার
গৃহবাসীকে দেখিয়া আনন্দময় করিয়া উঠিল। বালক
বালিকারা পুরুষ পৃষ্ঠাহত শুকর্তা, চৰ্মণ ও নিঃত শুক্রশিখ
অবশিষ্টাণে এছন করিয়া যথাক্ষেত্রে বেশী করিল, গৃহশিখ
কর্তৃপক্ষে হচ্ছে কেবলগুপ্ত মৰ্যাদার পাতে করিল কেবল করিল

সক্ষা আগত হইলে বন হইতে শুরু কাট আহরণ করিয়া
বৃক্ষতত্ত্বে অধি প্রজালিত করিল ও শিখিসত্ত্ব শশপূর্ণয়ার
বজ্জনী বগম করিল। পরদিন মধ্যাহ্নকাল পর্যাপ্ত হেমকণ্ঠ
আহরণ করিয়া নিজ নিজ চর্চপেটক পূর্ণ করিল, তাহার
মধ্যে আমিও বড় হইলাম। আমার সহিত একটি পাথাণ-
খণ্ডে আবৰ্দ বহু হেমকণ্ঠ মহুয়ার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া
ছিল। গবে চর্চাবর্ষ উচ্চোন করিয়া তাহার নদীর
প্রতিশূলে অবগমন করিল, মেতা পর্যবেক্ষণ মেত করিল
ও নিজ নিজ চৰ্চ পরিধান করিয়া নথবন্ধে প্রেরণ করিল।
নথবন্ধে বহুবৃ গমন করিয়া সক্ষা করিষ্যক পূর্ণে পর্যাপ্ত
তের সামুহিক প্রতিষ্ঠ হইল।
তাহার নদীর দৈবিক
করিল একটি হিস্তি তাহার শব্দকর্ম বাইয়া নদীতীরে
অপিত্তেছে। তাহার একটি শব্দ কর মহুয়াকর্তৃক নিষ্পত্তি
হইত হইল, হরিয়া অপর শব্দকর বাইয়া জড় পলায়ন
করিল। তখন মহুয়ার একটি বৃক্ষ হইতে দৌর্য শাখা
ছেবুক করিয়া নিষত হিস্তিশিক্ষে তাহাতে আবস্থ করিল
ও উভয়ে তাহাকে বৃক্ষ করিয়া পর্যাপ্তের পাদমন্দে উপস্থিত
হইল ও একটী বৃহৎ ও গুণাদ্যে প্রবিত হইল। শাখার ঘারে
আমিও প্রজালিত করিয়া নিষত হিস্তিশিক্ষে করিষ্যক
বৃক্ষলিম সৃষ্টিমূৰ্তি পূর্ণ বৎসর মৃগ অবেদনে গমনকৰে
নদীতীরে বালুকাতেরে বহু হৃবর্ণক মেঝিয়া আনিবাছিল
কিঞ্চ পরে আহসনকান করিয়া স্থান নির্বাচন করিতে পারে
নাই। মৃগায় ও হৃবর্ণকৰ্ত্তা তাহালিগের প্রায়স্থ সকলেকে
একমাত্র উপগ্ৰহিবিক। পূর্ণ বৎসরে গৃহামূৰ্তি আবস্থকমত
হৃবর্ণকা সংগ্ৰহ করিতে অসমৰ্থ হওয়ায় তাহার
আবগুক্ষমত তঙ্গু, লৱণ ও কাৰ্পাসনিৰ্বিত্ত বন্ধ কৰ
কৰিতে পারে নাই। শৈতাকালে মৃগামূৰ্তি মাঝে কৈলানে
ধৰণ কৰিয়াছে, মৃগচৰ্মে দেহ আচাৰিত কৰিয়াছে ও
বহুকাল লৱণ আবাদন কৰে নাই। তাহার তৎক্ষণাতে
হৃব কৰিল পৰিমল সৃষ্টিমূৰ্তি সংগৃহীত হৃব দেহায় দূৰে
উপত্যকায় আশালোক স্থাপন কৰিতে পারিতে নাই।
আহৰ্য্য প্রকৃত করিল, সকলেই একসমে একপাশ হইতে
আহরণ কৰিল ও শুধুমাত্রে অধি প্রজালিত করিয়া হৃবুপ্রিমত কৰিয়া
হইল। পরদিন প্রভাবে হৃহোৱারের পূর্ণ সৃষ্টিমূৰ্তি
পৰিবাৰবৰ্ষের নিকট হইতে বিদ্যুগ্রাহ কৰিয়া পৰ্যাপ্ত হইতে
অবৰোহণ কৰিতে লাগিল ও ভূতীর প্রহৰে পৰ্যাপ্তপাপ-
মূলহিত এক বৃহত্তর গামে উপস্থিত হইল। সেই প্রাপ্ত

ইতিবে বহু খর্জাপ্তি সহ্য পণ্য বিনিয়োগের জন্য উপক্রান্তি বিশিষ্টসময়ে গমন করিতেছিল, কেহ ব্যবর্কিত, কেহ গৃহস্থ, কেহ মৃগচর্চ, কেহ বা গুরুতর পৃষ্ঠে লইয়া নিয়াভিয়ে গমন করিতেছিল। আমাৰ অধিকারী তাৰাহিন্দেৰ সহিত মিলত ইତোৱা গমন কৰিতে গালিগ। সকারাৰ প্ৰাকালে পৰ্যন্তেৰ পৰম্পৰাপ্তিত ছিলেন, তিনি দীৰ্ঘ বাসস্থান হইতে তিনট উত্তোলন পৃষ্ঠে দীৰ্ঘ পণ্য লইয়া আসিয়াছিলন। তাহাৰ সুন্দৰ পণ্য বিক্রীত হওয়াৰ উত্তোলন পৃষ্ঠাপৰ্যে গৃহে প্ৰতাগণক কৰিতেছিল। একদিন বিশ্বারালত কৰিয়া ও বনমথে যথেষ্ঠ আহাৰালত কৰিয়া উত্তোলন অদীৰ্ঘ পাদক্ষেপে তাৰবৰী অপূৰ্বাপৰ পঙ্গগণকে পশ্চাতে বৰিবা অপূৰ্বক

অবগুণাপাণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সকলে জনৈনী বাসন
করিল ও প্রভাতে ঘাসা করিয়া মধ্যাহ্নে অরণ্যের অপর
পাণে নদীতীরে একখানি সূর্যগ্রামে উপস্থিত হইল।
বৃক্ষগতি নদীতীরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগম্বুজ চাহারা বৃক্ষগাঁথা
ও শক তৃপ্তির মাধ্যমে কয়েকখনি সূর্য কৃষ্ণ নির্মিত
হইয়াছে। তৎকলে পরিষ্কৃত ছাতে ঢারি পোরাবৰি
বিগঙ্গ পরিসরে। কোন বিপশ্নিতে তৃপ্তি, লোক, তৈল,
চূড় ও শৰ্করা, কোন বিপশ্নিতে মানুষেরে রক্ষিত রাশি পোরাবৰি
শার্পান্দীর্ঘনির্মিত বৃক্ষ এবং একটি বিপশ্নিতে উজ্জ্বল সৌভা-
গান্ধি মানুষের পক্ষে আর বিকল্প নাইলেই। অবগুণ
আমার নৃন অধিকারীর বাসস্থানে উপস্থিত হইল।
তাহার বাসস্থান গোৱে নহে, নগৰে। দুর হইতে রক্তবর্ণ
প্রাচীরবেষ্টিত শুভরহ্মা-শি-শোভিত নগর বস্তুতঃ-পরিচিত
হুমকী কামিনীর ভাঙ অপরাধের ঝোপ রহ্মানোকে সোজা
পাইতেছিল। নিকটবর্তী হইতা দেবৰিদেশ পূর্বাঞ্চল-আজু-
মিত পথ নগরের সমুদ্রে পোরাবরির্ণিত সেতুর উপর
দিয়া রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্মিত অক্ষরের পুরাণিলিপে একবেশ
করিয়া। নগরপ্রাচৰের বহুবিধি বেষ্টন করিয়া একটি
কুণ্ড নদী প্রাণান্তর হইয়েছে, পরে উনিয়াচি তাহার নাম
পরিবে। এটি পুরিপুর উপরে পোরাবরির্ণিত সেতু ও

উট্টরাহিত রথ ও শক্তসমূহ জড়বেনে চালিত হচ্ছিক।
এই গোপনথের কিম্ববুর্ণ অতিগুহিত করিয়া উত্তোলন একটা
সজ্ঞীয় অক্ষকারম পথের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, ও কিম্ববুর্ণ
পথে একটা নাতিশুরু খেতৰ্ণ শুরের সন্দুরে উপনিষিত হইল।
অদৃকে পর্যটকাঙ্ক আশীর্বাদ উত্তোলনের ব্যাপক করিল,
আমাদিগের নৃত্ব স্বারী শুধুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম
গৃহ হিস্তে পুষ্টাকের গমন করিয়া একটি কৃষ লোহিনীশুরু
পেটকটা উত্তোলন করিয়া কটকের কর্পোরেক্টার ক্ষেত্রে আমা-
রিগুলে ত্যাগে নিষ্পেক করিলেন। পুনরায় গভীর
অক্ষকের মধ্যে পতিত হইলাম, অভয়ের বুর্বিলাম দেখানে
ক্ষুঁ বৃঁ বৃঁ বৃঁ কর্পোরেক্টিক। আবক্ষ আছে।

१५४ विजयलक्ष्मी

ମହେଶ୍ୱର

(ফুলের কপ্পে লিখিত 'ল্য-আফ'। পার্সি' নামক
মূল কর্মাণী গুরু অসমবরণে)

ଶ୍ରୀକୃମାଦେବ ଆଗେର ଦିନ ସକାଳବେଳା ଛୁଟି ଅସାଧ୍ୟରେ
ଷଟନା ଏକହି ସମେ ଘଟିଥାଇଲି—ଶୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆତ୍ମ ମ୍ୟାସମୟ
ଜୀ-ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ସକାଳବେଳାଟି ଉଠିଥାଇଲେ ।

ନିଃସମ୍ବେଦ, ତତ୍ତ୍ଵ ଶୀତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାନେ, ପରମିଦିନେର
କୋର୍ପସ ଆର ଯେବଳ ଆକାଶ ବାଟୁଇଯା ଯଥନ ମୌତାଗା-
ଜ୍ୟେ ଉତ୍ସୁଦେ ବାତାଳ ବହିଆ ଦିନଟିକେ ତତ୍କାଳ ଏ ସଙ୍ଗ
କରିଯା ତୁଳିଯାଇଲି ତଥନ ଯୁଧୀଦେବକେ ଅକଞ୍ଚା ତୀହାର
ତଥ ରକ୍ତରାଗେ ପ୍ରାଣନ ବ୍ୟକ୍ତ ମତୋ ପ୍ରାଭାତିକ ପାରୀ-
ଶରକେ ଆଲିଦନ ଫରିତେ ଦେଖିଆ ସକଳେ ଖୁଲି ହିତ୍ୟା
ଉଠିଯାଇଲି । ଯୁଧୀଦେବ ହାତର ହୋକ ବ୍ୟ କେ-କେଟା ତ
ବିଶ୍ଵଗଂ ଖୁଲି ହିତ୍ୟା ଉଠିଯାଇଲି । ଅପରପର
ଗୋକୁଳରେ ଯେ ଆଗମ ମେ ତୁମ୍ଭ ଅମ୍ବାରେ ଅ
ବରା । ରାତେ ତିନି କୁରିମୀରେ ପ୍ରାଣଦେ
ନିମହିତ ହୁଏ ହିତ୍ୟେ ପାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିବା ଆ
ମେଦର ଏଥିନ ମାତ୍ରକିମ୍ବ ବରରେ ପ୍ରାଣନ ପ
ହଜାଲି ବାଧିଯା ତୁଳିଯାଇଛେ; ଅଥେ ଆର
ତୀହାର ଦେଖାଟିଓ ଆଲାତନ ହିତ୍ୟା ଉଠିଯାଇଲି ।

ନହେ—ତିଣି ଦେବତା ଲିଙ୍ଗ ସହକାଳ ହିଟିଲେ ପୂଜା ପାଇଯାଇ ଆସିଥିବେ । ଏ ଲିକେ ମୁଁ ମୁଁ ଝାଁ-ବାଣିଷ୍ଠ ପୋରକ୍ଷମ, ତିଣିଓ ବଡ଼ କେଟେ କେଟୋ ଲୋକ ଛିଲେ ନା—ତିଣି ଧରନାମ ମହାଜନ, ସରକାରୀ ମୂଦୀ କାରାବାରେ ବଡ଼ ଶାହେବ, ଅନେକ କ୍ଲେକ୍‌ପାନିର ଡିକ୍ରିକ୍ଟାର, କତ ମତ ମୁଖିତିର ମେଦର, ଇତ୍ତାପି ଇତ୍ତାପି । ଇନି ବରଂ ସ୍ଵର୍ଗଦେବ ଚହେବେ ଏକଞ୍ଚିତ ମେଲା—“ଶ୍ଵର୍ଦ୍ଦେବକୁ ତୋହାର ଉତ୍ସବକଲେ ନିର୍ମିତ

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

ନଷ୍ଟୋକାର

শার্ল ঘৰের চোকাটের মিকট পৌছিয়া ভলো মাহাত্মৰ
মতো পৰম নুন্দিৰ সুন্দি নষ্ট কৰিল, এবং সমস্তেৱ মুনিবেৰ
শ্ৰমকেৰক প্ৰথমে কৰিয়া জানালাব পৰ্যাঞ্জলি একে একে
পুনৰাবৃত্তি দিল, আগুন জাগিল এবং মুনিবেৰ প্ৰাণধৰণৰ
সমল অভিযোগন এমন শৰ্কু ও শৃঙ্খলৰ সমস্ত কৰিবিতে
লাগিল দেন মনিবেৰ পুজাবী ঠাকুৰপংচাত পো
কৰিবিতেছে।

হেটলোকেৰ, আৱ কৰিব। ঐন্ধন গোড়াকৰেৰ কি
হাসিবাৰ অবসৰ আছে, বিশেষত আজকাৰাৰ দিন তাঁৰাঙ্কৰ
কাৰেৰ ভিত্তি বিতৰ আৱ শুণ। সাড়ে আইটা হইতে
দৰিদ্ৰ পাণিশ তোকাকে সমাপ্ত কৰ ভজনোকেৰ সঙ্গে
বিশেষ অকৰিৰ কাৰণবলৈ পৰামৰ্শ কৰিবিত হইবে—হীচৰাৰ
আসিবেন তোকারাৰ বন কেউকেটো লোক নন, তোকারাৰও
হাসেন না, তোকাদেৱ একমতি ছিল শুধু টোকা আৰ

ଗୋଦକୁର କୋଟିର ବେତାମ ଲାଗାଇତେ ଲାଗାଇତେ କଡ଼ମ୍ଭାଜେ ଜିଜାସା କରିଲେ—“କଟା ବେଜେଛେ ରେ ?”

শৰ্লি উত্তোলন কঠিন—“আজ্ঞে আজ বড় শীত। ছাঁটাৰ
সবুজ কলকনে ঢাঁগা ছিল, কিন্তু এখন হৃষ্টু আকাশ
সাফ হৰে রোক ও উঠেছে। আজকেৰ দিনটা শুভালাভতি
কেটে যাবে নৈমিত্য চৰ।”

পাকা কৰিয়া আসিতে হইবে,—তৰাহাৰ ও তৰাহাৰই মতন
মহাজন, কাহারো সহিত সৱন্ধীৰ সঙ্গী নাই, সকলোৰে
মেই একই ধৰ্ম লক্ষ্মী ঢাঁকতেৰে প্ৰসৱণ। সেখন
হইতে একমিনিটও লোকসন কৰিবাৰ যো নাই, অৰ্থাৎ

গোমস্তা কৃত শানাইতে শানাইতে জানালার কাছে
উটিলি গিয়া পর্দা সন্ধাইয়া দেখিলেন, পথচর্ত আলোয়
হান করিয়া উটিলাইচে, বরফের উপর মিঠ মৌল তক্কলীর
অবরে ছিট হাতের মতো দেখাইতেছে। ও হরি,
সত্তাই ত।

গোমস্তকে আপিলে গিয়া স্বজ্ঞ-বন্দন-মোড়া বড় বড়
দোষত-ভৱা টেবিলে পিঙ্গ বিজার করিতে হইবে, সেখানে
আবার আরএকদল সুন্দর মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ
করিতে হইবে সেই একট শুক বিহু—টাকা হোল্ডার,
অর্ধসংকুল, লক্ষ্মীলাভ। তাহার পর থব স্বত্ব তৃতীয়কে

মাঝে যতই কেন দেশকো আর চালচক্র হোক
না, চাকরাকরের সামনে কোনো বকল ভাবের আতিথিবা
প্রকাশ করা যতই কেন বে-আদর্শী লাঞ্ছি না, ভিন্নদের
মাসের শ্বেষাব্দী স্বৰ্যসুবৃত্ত দেখিবা মনের আমন্ত্রণ পাশে
বাইবের শক্তি খুব অন্ধ লোকেরই থাকে। গোপন্তুর
তাই অসহায় করিয়া আজ একটু হাসিলেন। বছজলে
বায়ুপ্রবেশ কুকুরের মতো মেই হাস্পিটুর আর কাহারো
যুৰে দেখিলে তিনি নিষ্পত্ত খুব শক্তিশালী
হতে পারেন নি। যাহোকে
তু তিনি হাসিলাছিলেন; এব একমিটোর জগতে তিনি
তাহার আপিস আবাসিত কার-কারবার সব কুলিয়া
বাসকরের ভাতা অবক প্রসর যুৰে দেখিতে লাগিলেন
সকল পাশাপাশী ও গাঢ়োড়া সোনালি কোরামার
পিণ্ড দিয়া কেবল আবাসিত কার-কারবার স্বত্বালোচন

କାହାରେବୁଛି ମେହାତେ କୋଣାରୁ ଏକଟା ପ୍ରାକ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟବାନୀ ସୁଲିଙ୍ଗି, କେହି ବା ତାହିଁନ ଦରିଙ୍ଗ ଆମେରିକାର କୋମୋ ମେଳେ ଏକଟା ଥିଲି ଏଥିର ସମ୍ମାନ କରିଲେ । ଗୋଦାମର ଗୁଡ଼ିର ହଟ୍ଟା ସବ ତନିଲେମ ; କିନ୍ତୁ ତିନି ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ହେବା ଆମିନାର ଜନ୍ମ ସବୁ ହେଲେମନ ନା ସେ ଡିଵିଷ୍ୟ ଲେଲାଇମେ ବିଶେଷକମ ପାଦାନ୍ତରା ବା ଧାରା ବହନେର ସଜ୍ଜାନା ଆହେ କି ନା, କାରଣଥାର ଚିନି ନା ଥିଲି ଟ୍ରେଲ ତୈରି ହିଲେ, ଏବଂ ଥିଲି ହେତେ ଖୁଅଁ ଦୋନା ଅରନ୍ତା ରହି ତାମା ଉଠିଲେ । ନା, ଏଥର ବିବରେ ଉତ୍ତରାତା ନାହିଁ । କାରଣକୁଟୀରେ ସମେ ଶୈର୍କୁ ଗୋଦାନ୍ତରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ତାହା ସ୍ଥୁତିତାର ଦରିଙ୍ଗର ବରନ୍ତରୁ—ତିନି ଏହି ଏକଟି କଟିନ ପାଦରେ ଶୀର୍ଘାଗାର ଜନ୍ମ ଆଇଲିମ ଧରିବା ଭାବିବା ତିଥିରେ ଫଳି ଫିରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଲେ ତାହାର ଜନ୍ମ ତିନି ଏଥିର ପାଇଦାମ କି । ଏଥିର ଅର୍ଥାତ୍ତର ନୂନ ପଥେର କରନା ହରତ ନକାର କାଗଜେ କାଗଜ-ଚାପାର ତଥେ କି କାହିଁରେ ରୋଡ୍‌ଚରମ ଗତି ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲେ କି ହୟ, ତାହାର ଦିନେର ଟାକା ତ ଥାରା ମହିନେ ପାଇବେ ।

ଟିକ ବେଳେ ଦୂଷଣ୍ଠା ପରୀତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ରେ ଆଲୋଚନା ଚିହ୍ନ ;
ଦୂଷଣ୍ଠା ବାଜିବା ମାତ୍ର ହେଉ କାରବାରେ ମାନେଜର୍ ମହେବ
ସକଳକେ ନିର୍ମଳ ତାବେ ଦିଲ୍ଲୀ କରିଯା ଦିଲ୍ଲି ଆପିସେର
ଧରଣୀ ସବୁ କରିଯା ଦିଲ୍ଲୀନେ । ତାପରଗ ଧାରା-ବ୍ୟବ ଏବଂ ବ୍ୟବ୍-
କରିଲେନେ । ସମ୍ଭବ କରିବ ତୋହାର ଘଡିମରା, ଏକ ମିନିଟେର
ନିର୍ଭବ ହିଁବାର ଖୋ କି ।

ବ୍ୟାବର-ସରବାନି ଖୁବ ଅକ୍ଷଳାଳେ । ଟେଲିବେ ଦେବାଜେ
ଯତ ସବ ଝଲକର ବାମନ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଲ ତାହା ଦିଲ୍‌ଲ ଏକଟା
ଦିଲିର ପ୍ରେତିତା ଶୁଣୁଡ଼ିଲ ହଠତେ ପାରେ । ଅନେକଥାନି
ଲୋକ ପିଲିହାର ଦୋଷରୁରେ ଗଲାଜାଳ କରେ ନାହିଁ,
ତାହା ତିନି ଅକ୍ଷର୍ମ ମୋରର ଦୋଷ ବ୍ୟାବର କୋଗାଡ କରିବେ
ପିଲିହାରିଲାମ । ଏହି ବାହାଳ ଆଧୁନିକର ମଧ୍ୟ ବସିଯା
ଛି ଶିଖ ଟକାର ମାହିନାର ବସର୍ତ୍ତିର ପରିବେଳେ ତିନି
ଆହାର କରିବାର ପରିବହନ ବିଷୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହିତ ଡିମ ଶିକ ଆର
ଏବାଗାନ କଟିଲେ । ତାପର ଦେଖ କରିବାର ଲୋକଟ
ବ୍ୟାବରିଲାମ ହରିନ୍ଦିନ ପରମା ଦାମରେ ଏକଟ ପରିମାର ।

এমন সময় ঘৰেৱ দৰজা খুলিয়া হঠাতে প্ৰবেশ কৰিল
হৃদয় ও কৃষি নৌল-মকমলেৱ-পোৰ্যাকপৰা পালক-ওলা

ଟୁପିର ତଳେ ହାମିଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଟରଟାର ମାହେବେର ଚାର ସଂଖ୍ୟାରେ
ଶିଳ୍ପିତ ବାଟୁଗ, ଆର ତାହାର ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଜାର୍ଦ୍ଦା
ଆଗ୍ନି ।

ଇହା ପ୍ରତିଦିନ ପୋନେ ଏଗାରଟାର ସମସକାର ନିର୍ମିତ
ଥିଲା । ତୁବନ ନାହେବେର ଛୁଡ଼ିଗ୍ରାହୀ ଅହାମ ଗାଢ଼ୀ
ଗାଢ଼ୀ-ବାରାନ୍ଦାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଆର ଅନ୍ତର୍ମଧୁ ଛୁଟି ଘୋଷ
ପଥେର ଉପର ସ୍ଵର ଟୁର୍ମିଳିଆ ଚକଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଥାବେ ।
ମହାମହିମ ଶକ୍ତୀମତ୍ତ ମହାନ ମନ୍ଦିର, ବାଜାର ପରିତ୍ୱାଳିକା ମିନିଟ
ହିଟେ ଟିକ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ସହିତ ଆଲାପ ପରିଜ
କରିବା ଥାବେନ, ଏଇ ଏମିନିଟ ମେଲିଶ ନୟ, କମଣ ନା
ବାଂଶଲୋର ପରିଚିତିର ଜଞ୍ଜ ତିନି ଚରିବି ବୁଟିର ମଧ୍ୟେ
ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ରାଖିବା ରାଖିବାରେ । କିମ୍ବା ହୀନ
କାରିଗ ଇହା ନାହେ ତେ ତିନି ପ୍ରମତ୍ତ ଡାଳେ ବାଣେ ମା,
ତାହାର ମତନ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧ ପାରେ ତିନି ମୁହଁରେ ତତ୍ତ୍ଵରୂପ
ଭାଲେ ବାଣିଜେନେ । କିମ୍ବା ଡାଳେ ବାଣିଜେ କି ହ,
କାରବାର ! ...

বিয়ার্লিং বৰষে বয়সে থখন তিনি বেশ বৃক্ষ এবং
কতকটা অৱগত, তথম C-বলমাত্ ক্যাম্পাসেৰ খাণ্ডিতে তিনি
নিম্নেকে নিতাশুই প্ৰেমিক বলিষ্ঠা জীৱিতৰ কৰিবলৈ লাগিবলৈ
এবং উচ্চাদেশী হৰেলৈ লোক মৰ্ক হৈল ছান্দোলনৰ ক্ষমাৰ
মহিত প্ৰেমে পড়িলেন। কৰ্মাৰ পিতা ইছাতে অতিৰ
বিষত হইলেও, বিয়ার্লিংতে পৰিষ্কাৰ বলিষ্ঠা আপণাৰ
বিষয়ত তিনি বেশমধু চাপিয়া গোলৈন; তিনি এট লক্ষ্য

বাস্তুটির খণ্ড হইয়া উভাবে ক্রত্যাংকিস্থে এবং তাহা বিনিময়ে তাহাকে দিয়া নিজের খণ্ড পরিশোধ করিয়া লইবেন; তিনি যে দ্বিতীয় জামাই করিয়ে রাখি হইয়েন তাহার একটা অতিসুন্দর পাণ্ডু চাই ত। বিষাহের কথে বৎস পরেই গোপনীয় বিপুলজীক হইলেন এবং তাহার শিশু পুত্র রাজলক্ষ্ম তিনি সমস্যে সমস্যামে লাভ করিয়ে লাগিলেন, কারণ সে যে দীর্ঘভাবে একদিন লক্ষ লক্ষ টাকার উত্তোলিকারী হইবে! তাহাকে ধারিবে না করিবে কে সেনামার মোলানার রাজপুত্রের হালে দেখো রাউল দিন দিনে মাঝে হাতেড়ে লাগিল। কেবল তাহার বাবু কাবের ডিভে, কর্তব্যের চাপে, লোকের আলাপ হেসে তিস্তার পুনর বিনিটোর বেশি বাধ করিপে পারিবেন না;

ॐ संख्या १

ତାରପର ବାକି ତେଇଶ ସନ୍ଟା
ଥାକିତ ଝି ଚାକରେର ଜିଦ୍ଧାୟ ।

নক্ষেকার

তাৰপৰ বাকি তেইচ ঘটা প্ৰত্যাখণ মিনিট হেলে
থাকিব যি চাকৰের জিম্মা।

- ঘৃণাতক রাউল।
- ছুঁপ ভাত বাবা।

শ্ৰীসূত্ৰ গোৱায়ন আঙ্গুলাঙ্গি হাতের তোয়ালে ফেলিয়া
পুতুকে কেলে দুলিয়া বাম উৰুৰ উপৰ বসাইলেন এবং
আপনার প্ৰকাণ থাবাৰ মধ্যে শিশুৰ কচি কুন্দে হাতখানি
ধৰিয়া তাহাকে বাৰধৰণ চুনুন কৰিবলৈ লাগিলেন।
আশৰ্যৰ বিষ, সতৰাতাতী তখন সেই থৰী কাৰণাবেৰ
মহাশয় ছুলিয়া শিশুছিলেন যে শতকাৰা তিন টকা রূপদেৰ
কোম্পানিৰ দৰ সেদিন পশ্চ পহজা চড়িয়াছে,
কিম্বা এখন তাঁকে শশ্পত্ৰী চেলিবেৰ উপৰ কোলা
বাজেৰ মতো দোকানেৰ কালি ছাইয়া কোম্পানিৰ
কাঁগজেৰ মুহৰে হিসাব কৰিবলৈ হইবে।

বাৰান্দায় বাহিৰ হইতেই খানামা শৰি তাহাৰ গৱে
ওভারকোট চাপাইয়া দিয়া তাহাকে গাড়ীতে উটাইয়া
গাড়ীৰ দৰজ বৰ কৰিবলৈ। তাৰপৰ সেই নিমিত্বেৰ
চাকৰ মাতাল-পাড়াৰ গলিতে মৰেৰ দোকানে গ্ৰহণ
কৰিল—মোখেন আজি দোকানেৰ সমিলনৰ ব্যাপৰনো
বাঢ়ীৰ চাকৰ বাকৰদেৱ আজ্ঞা জৰিবাৰ কথা আছে।

২

বাচিয়া ইহ ধাৰুক অৰমা গতেৰ জড়ি ঘোষা,
তাহাবেৰ প্ৰসাদে ইহু কাৰণবাবেৰ কৰ্ত্তাৰ সকল কৰ্ম
নিৰ্বিকৃষ্ণ ধ্যানসমষ্টিৰ সম্পৰ্ক হইয়া গেল, কোথাৰ একটুই পৰ
বিলম্ব থলিলৈ না। মহাশয়টোৱা সুবিধা তিনি বেশপত্ৰিৰ
নিৰ্বাচনে ভোট দিয়া ত্ৰাণ তথা মুৰৰোপকে আৰুষ কৰিবো
যোৰে কৰিবলৈ।

প্ৰেৰণাৰ মৰণ পৰ্যন্ত যে দিনি আলোচনা কৰি

—বাবা, কালকে ত বড় দিন? ... কালকে বড়াদুন
বুড়ো আমাকে কি খেলনা ওমে দেবে বাবা?

ବୁଝିବାରୀ ବୁଝି ଗନ୍ଧିମେର ସବଳେ ଏକଟୁ ଭାବିଷ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିମେଣ୍ଡିଲେ-ହୁ, ମେଦେ ବୈ କି ... ଖେଳନା ... ଆଜ୍ଞା ... ତୁମି
ଅଜ୍ଞା ଛେଲେ ହେବ ଥାକଲେଇ ପାରେ ।

বৃক্ষ আপনার হাতার-মহলা স্থিতির একটা কেটাইয়ে
টকিয়া বাঁশলেন খেকার জন্ম বাজার হচ্ছিল থেকে
কিনিয়ে হইবে। তারপর আর্দ্ধানো পাইয়ের দিনে পূর্বীয়া
জিজাপি করিলেন—আছু মাঝোয়াজে ব্যাটা, রাউলের
ওপর ভূমি খুসি আছা ত?

ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଈସ୍‌ଟ ହାସିଆ ଆପନାର ସୁଲ୍ଲ ଜାନାଇଯା ଖୋକାର
ବାପେର କୌତୁଳ ଏକବାରେ ଶାକ କରିଯା ଦିଲା ।

ମହାଜନ ବିଲିଙ୍ଗମ -ଆଜିକେ ବ୍ୟକ୍ତ ପାଦା ବିନନ୍ଦି, ନା ? କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଶୀଘ୍ର । ସାଇ ତୁମି ଆଜିକେ ନିଯେ କୋଣାନିର ବାଗାଳେ ବେଶ୍ଟେ ଥାଏ, ତା ହେଲେ ଆଜ ବେଶ ହେ, ମା ଯାରୀ ? ଏହି ପରମାଣୁ ପରମାଣୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ଅକ୍ଷୟ ଶୁଣୁ ଏକଥାର ସଧା ନାହିଁ ମୁଣିଶିତ ନିର୍ମିତ
କରିଯାଇ ମେଲ୍ ଉପରେ ଗଲାମ କରିବା ଅଛିଲା
ଶ୍ରୀମୁଖ ପୋଦାଜୀର ଶୈଖାରୀ ପୂର୍ବକ ବୁଝି ଚାରିଯା ଧରିବା
ଟେବିଲ ହିତେ ଉପରେ—ଅମରି ତାଙ୍କେ ଉପର ଘଟିଲେ
ଏଗାରାଟି ବାରିତେ ହୁଳ କରିଲ—ଏବଂ ତିନି ଧର ହିତେ

ଟାକିର ମାଲକ ହଟା ଗ୍ରେ ହଟାଇ ପାହେର ଉପର ପା ଦିଲା
ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ସଜ୍ଜେ ଜୀବନ କାଟିଲେ । ଶାର୍କିଲିଙ୍ଗରେ
ହୋଇଲେ ଏବଂ ଟାକାର ସଂଖ୍ୟାତେ ଥାଏ ଥାରି, ଟାକାର
ପରିମାଣରେ ମାନେ ମାପ, ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟାହି ଏକବେଳେ ମାଟି ।
ଗାଉଲେ ବାପ, ଶାମିଶ ଏକବେଳେ ପାଦଚିନ୍ତା, ଶାମାନ ମାନେ
ମୋହନରେ ଦେଖି; ଶାଉଲେ ବାପ ଚାରିଦିନେ ରେଖ ପାରିଲା

জিজেস করতে পারেন না, কেউ জিজেস করলেও আবার বিতে পারেন না। এখনো ভালো করে' হচ্ছে কথাই মেঠে দি, যাগ পিতৃর নামও ত দে আছেন না, কেমন কিমা ?

হৃদী কারবারের ডড়াছেই তাহার গলা ধৰিয়া তাহাকে প্রাণ ডুরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। সতাসভাই, অঙ্গুষ্ঠ শেষক্ষয়, সরকারী হৃদী কারবারের বড় কর্তা, দেই চায়াটির দেখা পাইলে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তারে

—ইা ইা নারোগা সাহেব, ইা ! ...

— হঁ, হারিছেছ মেঝেৰাজাৰেৰ দিকে? ... হঁ, পাড়াটা
বৰ বটে, ... শুভা চোৱ বটিপড়েৰ আজড় এই মহল্যাই।
... তা আপনি ভাবৰেন না, ওপাড়ায় খুব হঁস্যার দারোগা
আছে ... আমি তাকে এক্ষুণি টেলিকিং কৰে বলছি ...

ହତ୍ତାଗ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣହାରୀ ପିତା ପାଚ ମିନିଟ ଏକଲା ବସିଯା ।
କୌଣସି ଡ୍ୟାନିକ ଦୁଃଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ! ପାଗଳ ଦ୍ୱାରେ ତଥାନ
କୌ ବ୍ୟାକୁଳ ଆର୍ତ୍ତିନାମ !

ଦାରୋଗା ମାହେବ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ହାସି ମୁଖେ ଫିରିଯା ଆସିଲା
ବଲିଲେବ— ଛେଳେ ପାଓନା ଗେଛେ !

ও ! আখন্দ পিতার উক্তাম আনন্দের কৌ ব্যাঘ প্রকাশ !
তিনি দীরঘাগার হাত ধরিয়া আবেগভরে ভাঙিয়া
কেলিবার উপকূল কহিলেন ।

—আপনার ছেলে পাতলা করবের ফর্স ফুটকেট, কেমন
কি না ? একটু বোগাটে-রকম চেহারা, না ? ... মীল
মকমলের পোষাক পরা ? —টুপির ওপর সামা পালক

—হাঁ হাঁ মারোগা-সাহেব, এই আমার ছেলে, আমার
গোক্তা। সেই সেই আমার বাড়িগুলি।

—বেশ বেশ ! তা সে ছেলে এ পাঠ্টার একজন গুরীব
লোকের বাড়ীতে আছে। সে ধূমপান এসে অজ্ঞাহার দিয়ে
গেছে। ... হঁ, এই ভার ঠিকানা—পিমেটো, পাথুন গলি,
রাজাৰ বাগান। পাঠ্টায়ে গেলে এক ঘটনৰ মহোই
আপনি আপনাৰ ছেলে মেখত পাবেন। তবে আপনি
কি পে কৰবা জানাব, সেই নোটোৱা গলিয়ে ঝুঁক্তে ধৰে
কৰিব পাৰেন ? সে লোকাত উত্তৰকৰীয়ে ফেণিলো !

ଆ । ମେ କୋଣ ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଭାଲୋ । ଗୋଦାରୁ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ
ଆବେଦେ ଦେଖିଗା ଶାହୁରେ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଦାଇଥା ଚାର-ଚାରଟା
କରିଗା ପିଣ୍ଡ ଡିଙ୍ଗାଇଥା ଗାଡ଼ାତେ ଗିରା ଉଠିଲେ । ମେ
ମୟ ମେହି ତରକାରୀର ଫେରିଗଳ ଦେଖାନେ ଧାକିଲେ ମରକାରୀ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡକ୍ଟରାହେବ ତାହାର ଗଲା ସରିବା ତାହାକେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟ ଆଲିଗନ କରିଲେ । ଶତାସତାହି, ଶ୍ରୀକୃତ୍ତ ପ୍ରୋକ୍ଷମ୍, ସରକାରୀ ହୃଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର୍ତ୍ତା, ମେହି ଚାରିଟାର ଦେଖା ପାଇଲେ ତାହାକେ ଆଲିଗନ କରିଲେ । ତାବେ

କି ଏହି ଲୋକର ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରିକ ଧର୍ମର ଅଶ୍ଵେ ଟୋକାର ମନ୍ତା
ହାଇଛା । ଆଜୁ ଭାବରେ ଆହେ ? ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ତିନି ଅଶ୍ଵର
କରିବିଥିଲେଣ ଯେ ତିନି ପ୍ରକାର କି ପରିମାଣ ଭାଲୋ
କରିବାରେ ପାରେ । କୋଟିମାନ କୋଟିମାନ, ବୋରେ ହୈକା, ଚାକ୍ର
ପାଗାପାଗ । ଏଥି ଆଜି ଟୋକାର ଅର୍ଥଶର୍ମରେ, ଚିତ୍ର ଖାଲୀ,
କାହାରେ ରାଜିଷ୍ଠରେ ଧରିଲୁଗୁଡ଼ିର ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ତୁଳିନାର କରନ୍ତାଙ୍ଗ
କରିବିଥିଲେଣ ଯେ ତିନି ଅର୍ଥଶର୍ମରେ ମେତାମାତ୍ରାଙ୍ଗ
କରିବାରେ ଯିବା ମନ୍ତାକିମ୍ବା । ଭରିଯାଇଲେ ତିନି ଶୁଭେ

ଜୀବନେ ଜୀବନ ଦିଲା ମିଳେଟ ହେଲେର ସଖରାହି କରିବେନ; ଏତାଙ୍କାର ବୁଝି ପିଲିର ଖୋଜ ସବର ଏତିବିନ ତିଲି କିଛି ହାତିଲେ ପର୍ମାରିବିନ ନ, ଏବନ ତାହାକେ ଆନିଯା ବାଢ଼ିଲେ ପାରିବେନ - ତା ହୋକ ମେ ପାଞ୍ଚଶେଷେ। ପିଲିର ପାଞ୍ଚଶେଷେ କଥାର ଟାନ ଆର ମେକେଲେ ଧରିଲେ ତାହାକେ ମୌରୀନ ହାତେ ଲାଗି ପାଠିଲେ ହିଂସି, ତା ହୋକ, ବୁଝି ମାତ୍ର କୋଣର

ଏକାଟି ପଡ଼ିଥାଇଁ, କହ ପାଇତେଇଁ, ତାହାକେ ଦେଖାଯ ଓ ତର୍କ୍ସ୍ୟ । ଆର ଦେ ଏବାଟେଇ ଆଗିଆ ଧାଖିଲେ ଆମର ଯୁଗମରିହାଇ ତାହାର ନାଟିକିଟେ ଆମେର ଟାଙେ ମୁହଁ କରିଯାଇଲିବେ । ଚାବୁ ଲାଗାଗ କୋଚିମାନ, ଚାବୁ ଲାଗାଗ ! ଏହି ଜାଣିନେମ ସମୟର ଟାନାଟାନି ବୋଇଛି, ଆର ମେନାମାର ଅକବରେ ସମେ ଦେଖ ଶକ୍ତ କରିବାଯ ଜାଣ ତାହାକେ ବୋଇଛି ତାଢାତାଢି ଗାଡି ହିକାଟିଲେ ହୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶକ୍ତ ବୋଲିଗୋରେ ଧାନ ଏକବେଳେ ଠାଙ୍ଗା ହିଲା ପେଲେଣ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅବିଷିଷ୍ଟ ନା—ଆର ଜୀବନ ପ୍ରେସ ତାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକ୍ରି ବ୍ସଂଲୋର ପରିଚାର ଥିଲେ ।

এই কমনেস শৈলের রাজে মেই পাড়া সমষ্ট প্যারামিটারের উপর উপর দিয়া একটি বিষয়ে নির্ভরশীল পান করিতে পারে। আবেগের মতো পোলিয়া চার্টেচিঙ্গ, এবং সরকারী পার্লিমেন্ট অধিবাসন, শঙ্খপাতা কৃষ্ণ কার্যালয়, হেটেল সহাই পথে মোলিব্রা অক্ষকান সব পরিষদ গোলকণ্ঠ ধারা গিয়া দিলু। একটা নোংরা পাড়ার নোংরা গলিতে পাড়া

ଶ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା]

ମହେଶ୍ୱର

ଦେଖିଲା । ଶ୍ରୀକୃତ ପୋରଜ୍ଯନ ଗାଡ଼ୀର ଶଠନେର ଆଳେଟେ ପଥ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ୀ ହିତେ ନାମିଲେ; ମେରିଲେନ ଦେଖାଲେ ଏକ ଚରଣ ଧୋଲାର ବାଢ଼ି, ଭାଙ୍ଗାରେ ଝୁମୁଳେ ଛାପିଲା । ଏହି ତ ଦେଇ ନଥର ଦେ-ବାଜିତେ ଦେଇ ତରକାରୀ-ବିରି-ଖଳା ଥାଏ । ଅବେଳାଗଣିଷ୍ଠ ହଟେ ତିନି ସରବାର କଢ଼ା ନାଲ୍ଲିଲେ । ବାଢ଼ାର ଦରଜା ଖୁଲୁଣ୍ଡା ଏକଜନ ଲୋକ ବାହି ହିଲେ ଆଶିଲ, ଦେ ଏକକ ଲାଟୋଡ଼ା ମୋନାନ, ତେ-ଏଟେ ତାଲେ ମତା ତାହର ମାଥା, ଆର କୋକେ ମୁଦ୍ରର ମେତା ଏକାହାକୁ ଆକାଶ କଟା ଗେ । ଦେ ହୁଲେ, ତାହର ଡରେ କାଂଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ଆଶାର ବୀ-ହାତକେ ଏକ ପାଳେ ବୁଲାଇବା କରିଲା ଖୁଲୁଛିଲା । ଦେ ଦେଇ କଟକଟେ ଗାଡ଼ୀ ଆର ପରାନ-ଭାତାକେଟ-ପଶ୍ଚା ଗାଡ଼ା ଆକାଶକ୍ରିୟା ଦେଖିଲା ନାନାନ ଯତ୍ନେ ଦେଖିଲା—“ଶ୍ଵର, ଶ୍ଵର, ଆଶା । ଆଶା ବୁଝି ହେଲେ ବାବୁ । ... କିନ୍ତୁ ତୁ ନେଇ ... ହେବାକୁ କିନ୍ତୁ ହୁଣି ... ଦେ ବେଶ ଆହେ ।”

ମେ ହରାର ଏକ ପାଳେ ସରିଆ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୁଣକୁ
ବାଜିଟେ ପ୍ରେସରେ ପଥ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଲ ଏବଂ ନିଜର ମୁଖେ
ଉପର ଏକଟେ ଆତମ ଲାରିଆ ବିଲି—“ଆଜେ ମଶାର ଆପେ !
ଖୋଜ ଯାଏଁ !”

ଚମ୍ବକାର ! ଗ୍ରାଉନ୍ ଭାବର ନୂନ ଚକଚକେ ଥକମିଲେ
ପୋରାକ ପରିଆ ଛେଡ଼-କାଙ୍ଗପାରା ଭାବର ସମୀର କୋଲେ
ଥାହେ କେମନ ଥାବନ ନିର୍ଭରେ ଯାହିନ ଶ୍ରୀଇଶ୍ଵର ଆହେ ।
ଗ୍ରାଉନ୍ଦେ ରଜତହିନ ଝାକାପେ ଛୋଟ ମୁଖାନିର ପାଥେ ଏହି

ত
কুঁড়ে থৰ। সতাই কুঁড়ে! থৰেৱ এক কোণে একটা
কেৰেগিনেৰ কুঁপি অলিতেছিল—তাহাতে আলো হইতে-
ছিল অৱ, গৰ উত্তিৰেছিল বিষম, এবং দেখা হইতেছিল
অৰু। সেই ধূৰ্ম আলোৰ পেছৰক মেথিলেন থৰেৱ
আসবাৰ একটা পায়া-ভাঙা দেৱাতা, খানকতক হাতাভাঙা

কোর, একবারনা মূল পোল টেবিল আর তার উপর গাঁথের সামগ্র আহারের উচ্চিতা মানন পড়িয়া আছে; দেশবেশের গামে দুর্বানা সত্তা ছাপ ছবি টাওনা।

কিন্তু সেই হলো দেবিগুণ কাহাকে অধিক বিশ্ব দেবিবার অবসর না দিয়া কুণ্ডলা উত্থাইয়া লইয়া ঘৰের এক পালে দেল। স্বেচ্ছান্তো একটু আলো হইয়া ঘৰ্তে দেখে পেল একটু বিচানার উপর ঢাঁচ হলে গাঢ় নিয়াও অভিষ্ঠুত হইয়। উত্থাইয়া মধ্যে ব্যক্ত হোল্টিকে আমুর করিয়া আভাইয়া ধরিয়া ঝুকের কাহে টানিয়া নইয়া দুষ্পাইয়া পড়িয়াছে। গোকৃষ্ণ নিনিমেন সেই হোল্ট হোল্টিকে টানিয়া পোক কুড়িল।

বেগো বোকা সোজা করে তোলেন। রোজ ইয়ুল থেকে
এসে মে তুলিদি আর ওজন-বাটীরা মধ্যে নিয়ে ঠেলা-
গাড়িতে ভরিতরকারি সাজিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোলে
তোলে নিয়ে বেড়ায়—আমি এই ছলো হাত নিয়ে বা
পারি না, জিনের তা সহজেই করে দেয়। সাত বছোর
ছলে, কিন্তু এরি মধ্যে ও এমনি ঢাক।! ওই ত
থোকাকে কুড়িয়ে পেছেছিল।

—কি রকম? এই বালক? ...

—ওর বড় বুকি মশায়। ও ইয়ুল থেকে আসবাব
সময় দেখেন যে শোক। রাতোর দাঙিয়ে দীর্ঘিয়ে ফালকা-
মুখে হবে হাপুস নয়েন কৌচে। ও থোকার সঙ্গে তাব
করে চুপ করিয়ে তুলিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল—আমি
দেখান থেকে নিকটে আমার ভরিতরকারি দেরি করে
ফিল্ডিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের দিয়ে লোক জমে
গেল, আর সবাই কত কি জিজামা করে' করে' থোকাকে
উন্নয়ে তুলতে লাগল। থোকার কথা আমার কেতু বৃক্তে
পারলাম না, তালে করে' একে কথা বলতেই শেখেনি,
যা হ একটা বলে তারও কতক ইংরেজি করত আর্মান।
তখন কেউ কেউ যদে থোকাকে ধৰান দিয়ে আসেন। কিন্তু
জিনের রাজি হল না, সে বলে পুলিশ দেখে থোকা
তর পাবে। আরো, আপনার থোক জিনেরকে হেচে
কোথাও যেতে চাইল না। তখন আমি গাড়ীর খেতাউ
শাড়ী এন থে, থোককে বিনেরের কাছে মেঝে আমার
খবর দিতে গেলাম। রাতে ওরা একসঙ্গে কত-
কালের চেনা বছর মতো আমন্তে আবার খেয়ে পুরুচে; ...
থোকাকে কে কখন বুঝতে আসবে বলে আমি জেগে
আছি।

আশ্চর্য! শুক্র গোপন্তৰের মনে যাচা হইতেছিল
তাহা তাহার অস্তরায়িত আছে। বাড়িতে আসিতে
আসিতে তিনি সংক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাহার
থোকার রক্ষাকর্ত্তাকে বকশিস দিয়া বেশ করিয়া পুনি
করিয়া দিবেন—শুভকরের রক্ষণশূণ্য মুদ্রে আমদানি
হইতে এক সূচো সোনার মোহর! কিন্তু আজ তাহার
পৃষ্ঠির সুন্দর দৃশ্য কাড়িয়া লাইয়া বলিল—তুম যদি
আপনি আমার দুরা করবেনই, তবে এই গৰিবকে সুরক
যাবেন তা হইলেই হ্যেতেই হবে।

সুমত ছাত শিশুর সম্মুখে দীক্ষাচার্যা দীক্ষাচার্যা পুরুচারা
পিতা এইশপ চিহ্নার পুরুচারা পিতার মনে হইল অর্থ দিয়ে আজোবাই মেঠান না করিল
তবে ত সে অর্থ নয়, বার্ষ—সে ধৰ্ম, ধৰ্ম মধ্যে
বাকিলেও যা সিল্পে পড়িয়া পচার তা। এইসব চিহ্ন
তাহাকে উত্তোল করিয়া তুলিল লাগিল।

সুমত ছাত শিশুর সম্মুখে দীক্ষাচার্যা দীক্ষাচার্যা পুরুচারা
পিতা এইশপ চিহ্নার পুরুচারা পিতার মনে হইল অর্থ দিয়ে আজোবাই মেঠান না করিল
তবে ত সে অর্থ নয়, বার্ষ—সে ধৰ্ম, ধৰ্ম মধ্যে
বাকিলেও যা সিল্পে পড়িয়া পচার তা। এইসব চিহ্ন
তাহাকে উত্তোল করিয়া তুলিল লাগিল।

তাহার বিনোদন দাবীম তার আর আমন্তে উজ্জল চক্
মেরিয়া তিনি সুন্দরী গোলেন।

পোশচক্র বলিলেন—তাই, আজ থেকে তোমার আমার
আর এই ছাটেলকের হেট হোলের গুড়ানি দুরা আর
বুকি সেই দন্তুবেরের অচিক্ষিতপূর্ণ ভাবনার ভাবাইয়া
তুলিল। এই যে বালক তাহার থেকাকে হেট ভোক্টির
মন্তন বুকে করিয়া নিষিদ্ধ আবামে সুন্দর পাতাইয়াছে, অচেনাকে
চিরপরিচিত বস্তুর মতো নিজের ধার্মারে
ভাগ দিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পুলিশের নিষিদ্ধ
হোকারেতে হাজিয়া দিতে রাখি হয় নাই, এত বকশিসের
লোকে মোটাই নয়। তবে শুধু মনিয়াগোরে এক শুলিলেই
তাহার কর্তব্য শেষ হইয়া নহে—তিনি জিনের আর
তাহার পালকপিণ্ড ছলো ফেরিওলাৰ ভবিয়ে একেবারে
নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন, তাহার কৃতজ্ঞ সামৰ্থ্য চিরবিন
তাহাদিগোর অচুরণ করিলে তবেই তিনি সংজ্ঞায় লাভ
করিবেন। সরকারী স্থূল কারবারের বড় সাহেবের
অবলিসে দেবৰ ভাবুকতাহানী মহাজনের দুর্ভ-মহৱ, তাহার
তাহাদের আবৰ্দ্ধ এই বড় সাহেবের মনের এখন
কর অবস্থা আসিতে পারিলে নিষিদ্ধ সুন্দর আকর্ত্ত্ব হইয়া
যাইত। বাস্তবিক স্থূল কারবারের বড় কর্তা আজ তাহার
জীবনের এক স্তুত অধ্যাদের পরিচয় দিলেন, তিনি সদাচার
আচারিক মুক্ত করিয়া ধরিতে উচ্ছব। সত্যাই তিনি এই
বরিজ ছেটেলকেরে বকশিস দিতে দিয়া টাকার ধৰিল
বৃক্ষ না পুলিয়া একেবারে জৰুরের বৃক্ষ পুলিয়া দিতে প্রস্তুত!
এই সুযুক্তি তাহার মনে হইল এই ফেরিওলা ছাড়া অগতে
আরো অনেক মদ্রিপ পশু আছে, জিনের তিনি অনেক
যান্ত্র শিপ আছে, অনেক মাতা সদাচার পালন করিবার
সংগ্রহে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। আরো আশ্চর্য
যে তাহার মনে হইল অর্থ দিয়ে আজোবাই মেঠান না করিল
তবে ত সে অর্থ নয়, বার্ষ—সে ধৰ্ম, ধৰ্ম মধ্যে
বাকিলেও যা সিল্পে পড়িয়া পচার তা। এইসব চিহ্ন
তাহাকে উত্তোল করিয়া তুলিল লাগিল।

কেরিওলা তাহার একখনি হাত দিয়া বড় সাহেবের
মেটের ভাড়া—ভাড়চে স্তুত মোড়া রাউলের, আর নাল-
বাঁগানো হেড়া নাগৰা কোড়া জিনোৱের, আর কে জুতাৰ
মধ্যে হৃপসালে এক একটা পুতুল ও এক এক মোড়ক
মেটাই আছে।

ফেরিওলা লজিত হইয়া বলিল—ওলিকে দৃষ্টি দেবেন না
মশায়; ওসব জিনোৱের কাও! পোৱাৰ আপে নিজেৰ
জুতোৱা আৰ আপনাৰ থোকাৰ জুতোৱা ঐসব বড়-
দিনৰ সওগৱত রথে তবে সে সুন্দতে গৈছে ... আমি
থানায় ঘৰৰ দিয়ে ফেরিওলাৰ পথে ঐসব ছাইপুশ কিনে
এনোচলাম হলে চুলোত ...

ডড় সাবেক তাৰবৃহৎ হইয়া দীক্ষাচার্যা রহিলেন, তাহার
তাৰবৰকাৰ তাৰ দোলিকে তাঁহাকে নিষিদ্ধ পারিত কিনা
সোহে। পোশচক্রে হচ্ছুতে আজি জল !

হ্যাঁ তিনি সৈ খোলাৰ দৱেৰ গলি হইতে পাহি হইয়া
গোলেন এবং মিনিট ধৰিবে কৰে আৰাৰ কৰিয়া আসিলেন,
তাহার হৃত হাত তবন নামা ধৰেনোৰ ভৱা—ওলিকে তিনি
নিজেৰ থোকাৰ কৰ্ত কিনিয়াছিলেন, একত্ব গাঢ়াতোৱা
অবস্থাৰ থোকাৰ কৰ্ত কিনিয়াছিল। তিনি সৈসিস সোনাল-
বানিল-কৰা চৰকচকে খেলনা সৈ হেট হোৱাক
জুতাৰ মধ্যে ভাগ কৰিয়া রাখিয়া দিলেন। ফেরিওলা
অবস্থাৰ হচ্ছুতে আমতা আমতা কৰিয়া দিলেন—আজ্ঞা আজ্ঞা,

কিংবা জিনোৱেৰ কৰ্ত আমৰ কিংবা ধৰিয়া তাৰগালৰ কল্পিত কৰ্ত

কেরিওলা আমন্তে উজ্জল চক্
মেরিয়া তিনি সুন্দরী গোলেন।

পোশচক্র ফেরিওলাৰ হাতখনি নিজেৰ আবেগব্যা
হতেৰ মধ্যে চূঢ়ি কৰিয়া ধৰিয়া তাৰগালৰ কল্পিত কৰ্ত
বলিলেন—বৃক্ষ, আমাৰ বৃক্ষ এখন কোলে নিলে আগবে
ম, দীক্ষা, আপে ওৰ পামে জুতো লোডা পৰিয়ে
লি, টাঁপা লাগবে ...

ফেরিওলাৰ পৃষ্ঠি অহসতৰ কৰিয়া পোশচক্রে পৰিলেন
যে অধিকাংশ ধৰি দীক্ষা আছে—শোককে গাঢ়াতোৱা
হচ্ছুতে—কচকচে স্তুত মোড়া রাউলেৰ, আৰ নাল-
বাঁগানো হেড়া নাগৰা কোড়া জিনোৱেৰ, আৰ কে জুতাৰ
মধ্যে হৃপসালে এক একটা পুতুল ও এক এক মোড়ক
মেটাই আছে।

ফেরিওলা লজিত হইয়া বলিল—ওলিকে দৃষ্টি দেবেন না
মশায়; ওসব জিনোৱেৰ কাও! পোৱাৰ আপে নিজেৰ
জুতোৱা আৰ আপনাৰ থোকাৰ জুতোৱা ঐসব বড়-
দিনৰ সওগৱত রথে তবে সে সুন্দতে গৈছে ... আমি
থানায় ঘৰৰ দিয়ে ফেরিওলাৰ পথে ঐসব ছাইপুশ কিনে
এনোচলাম হলে চুলোত ...

ডড় সাবেক তাৰবৃহৎ হইয়া দীক্ষাচার্যা রহিলেন, তাহার
তাৰবৰকাৰ তাৰ দোলিকে তাঁহাকে নিষিদ্ধ পারিত কিনা
সোহে। পোশচক্রে হচ্ছুতে আজি জল !

କରିବାକୁମେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଳ ନିର୍ମଳ କରାଯାଏ ଯଦ୍ବା ହୀନ୍ତିରେ, ଆମେର
ଲୋକ ଭାବରେ ଏକ ତାଲିକା ମୋକାହା ହେବାକୁମେ। ଏହିରେ ଉପରେମଣିକି
ହେବାକୁମେ ମେଳା ଏଥାରେ ଇହାକେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ବିଷ୍ଯ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାକୁମେ। ମନ୍ଦିରକୁ
ମହାଶ୍ରମ-ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀକୃତ୍ତାଂତ (୨୪ ପୃଷ୍ଠା), ମୂଳାବାନମ୍। ବି.-ଏ. ଗରୋହିଳୀ ଏହି
ପରିପାଦା ପାଇଁ ପାଇଁ ମେଳାରେ ଉପରେମଣିକି ହେବାକୁମେ। ଏକଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମ୍ ଆମେର
ମୂଳ ଅନ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ହେବାକୁମେ।

ମୁହଁଶ୍ରାବ ଯୋଗ

শিক্ষা-সমালোচনা—

କଲିକାଟୀ, ବେଳେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମତୀ କଲେଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିଭାଗେ ଅଧ୍ୟାପକ
ଅଧିକାରୀ ମହାନାଥ ସରକାର, ଏମ-ଏ ଅଣ୍ଡିତ । ପୃସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ; ମୂଲ୍ୟ ୧୯
ଟଙ୍କା । ଏହା ମିମିଲିପି କିମ୍ବା ଆଲାଦା କିମ୍ବା ଫିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପରିଚୟ ।

(৩) মন্তব্য লাভের সোশাল, (৪) চিন্তার মৌলিকতা, (৫) চিন্তার পঠনের উপাদান—যানবসেবা, (৬) আরোহণক্ষমতির অধ্যাপনাগাণ্ডীর, (৭) জাতীয় শিক্ষা কাইফে বলে? (৮) ভারাশুলকপ্রাণী, (৯) শিক্ষার আদোলন ও অচারক, (১০) আদর্শ-শিক্ষ-পক্ষতি, (১১) বিচারে ধৰ্মশাস্ত্র।

ଅଟେକ ଅଧ୍ୟାହିଇ ଶଲିଖିତ । ଶିଳ୍ପକଗ୍ନ ଏହି ଆହୁ ପାଠ କରିଯା
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହିଁବେଦ ； ସାଧାରଣ ପାଠକେର ପଦ୍ମେ ଓ ଇହାତେ ଅନେକ
ଆତ୍ମବା ବିଷ୍ଟ ଆଛେ ।

ଶ୍ରୀବରାଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଏମ-ୟ, ପି-ଏସ, ଏହି ହଥେର ଏକ ଭୂମିକା ଲିଖିଯାଇଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ଇହାତେ କତଳତାର ପରିଚୟ ନା ଦିଲେଇ ଭୂମିକାର ମୂଳ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତିତ ହାତେ ।

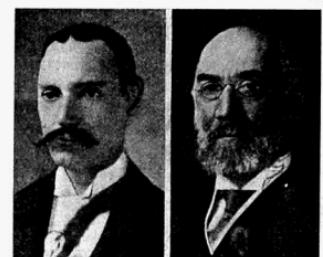
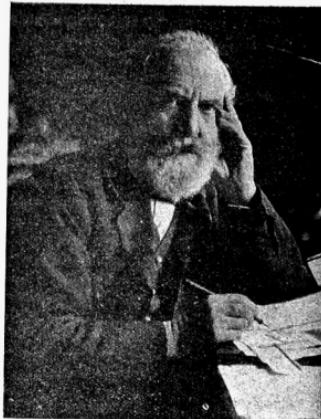
ମହାଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

“টাটাইনিক” জাতীয় ভূবির সময় মৃত্যু আসবা জিনিয়াও অনেক ইংরাজ ও মার্কিন পুরুষ নারী অবিচলিত চিঠে নিজ নিজ কর্তব্য করিয়াছেন। অনেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার সমর্থ থাকা সুবেদে মে টেই না করিয়া অপরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বীকৃত মৃত্যুখণ্ডে পতিত হইয়াছেন। এই যে নিন্তকতা ও আভোংসর্স, ইহা কোন কোন জাতিতে হটাই দেখা যায়, অতএব কোন জাতিতে তত দেখা যায় না; তাহার কারণ কি? একজন ফরাসী নাটকীয় “ক্রিগারো” নামক কবিতার কাগজে লিখিয়াছেন যে ফরাসী জাতি নারীর প্রতি সশস্ত্র প্রশংসন এবং সকল অবস্থায় নারীকে রক্ষা করিবার মে ভাবে (chivalry) ইউরোপেকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাহা এই নিন্তকতা ও আভোংসর্সের একটি কারণ। অপর কর্তব্য, ফরাসী সুবৃদ্ধিশক্ত বিচার না করিয়া কর্তব্যগ্রালেন যে নচতুর আধিমত যার সম্মতিশীল (moderately sceptical)

୩ୟ ସଂଖ୍ୟା]

বিবিধ প্রসঙ্গ



জন জৈবক এইর ও ইন্দোর টুম।
ইটারা ধনবুবের, আস্বকা অপেক্ষা পরের প্রাণ বকায় ধৰ্ম,
গোরব ও আনন্দ বোধ করিয়া দেছেছাম সলিল-সমাধি
লাদ করিয়াছেন।

দেশে নাই। হৃতরাম যে-কোন খেতকুমাৰ মষ্টুকু, তাইন
বা দুইটি বংশে কুমিৱাও থেকে ধৰণ বা বিশ্বা উপজীৱজন
কৰিবলৈ পাৰিলৈ, গাছিতা শ্ৰী আৰাধিতে থেকে অতিৰিক্ত
থেছাইতে পাৰিলৈ, যুক্ত শৈশী হাতীভোগৈতে পাৰিলৈ, তাৰিখ
সামৰিক পদবী ও প্ৰিয়া উভয়ে স্বৈরে গোকোদে
মস্থান হইবৰ একটা সন্ধানবন্ধন আছ। এইজন্ত গ্ৰস্কা
দেশে, খেতকুমাৰগৰ মধ্যে ধৰণ ও সহচৰুতি বংশ বা
বৰকেৰ অলঙ্কাৰ সামৰণ শিখাৰ বাধা পায় না। বংশ,
সংশ্লিষ্টি ও বৃক্ষে প্ৰতেক সংৰেণ তথাকাৰ মৰায়াৰ
সাহায্য ভূমিকে সকলেই দীঘাড়ে পায়।

ভারত গবর্নেন্ট এইকল স্থির করিয়াছেন যে ঢাকা
একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, উহার অঙ্গস্থৃত হইবে
কেবল ঢাকা সহজের কলেজ ও স্কুলগুলি, উহা সামগ্ৰিক
অবে হাতাগিসেপ্তে শিক্ষা দিবে, এবং হাতাগিসেপ্তে বিশ্ববিদ্যা-
লয়েই বাস করিবে হইবে, তাহারা নিম্ন দশম বা দশম
হইতে আপিয়া বা প্রেসিডেন্ট পার্সোন যাইতে পারিবেন।
এইকল স্থির করিবা দিবা ভাৰত গবর্নেন্ট বাজুলা গবৰ্ন-
েন্টকে একটি কৃষিশূন্য স্থির কৰিবে পলিটেক্নিকে, যে,
এ বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বত হইবে, নিম্ন দশম দেওয়া হইবে,
ছাত্রদেননাসি কিম্বত হইবে, উহার অধ্যক্ষস্থান কিম্বত
হইবে, ইতাদি। ঢাকাতে একটি বৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয়
স্থানেই প্রোকেৰ আপীল হিসে, গবৰ্নেন্ট তাঁক শুনিলেন
না। ঢাকার একজন শিক্ষা-কৰ্মচাৰী বেস্ট দিবেক্টোৱে
বাসিন্দা বা তাহার সহিত পারামুচৰে কোন অপেক্ষা না
ৰাখিবা যুক্ত পূর্ববৎ-গবৰ্নেন্টের বাচনিকীটি ফিল্মনোট
অসমাপ্তে কৰা কৰিছেন। পূর্ববৎ-গবৰ্নেন্টের মেহ
লা পাইকারে, কিংবা উহার প্রেতায়া এমনও কৰক্তৃতি
বাজুলাৰ্কৰ্মচাৰীৰ ঘোড়া চাপিয়া তাহাগিসেক পূর্ব-
কলেজ পথ ঢালাইছেন। স্থৰতা শিক্ষা ও পিছুকা
অ্যাক্ষ ও পৰোক কল বিদ্যে গবৰ্নেন্টের মতি স্বীকৃত
বাজুলামীলিঙ্গকে তথনশৈলি সন্ধিনাথ থাকিবে হইতেছে।

কেবল কমিশনের প্রায়শ়িকাতা হওয়ায় আমরা সহজেই নাই।

গুরুবৰ্ষে নথিগুচ্ছেন বটে, যে, এই খিশভিলাসে পিণ্ডালোচনের খরচ যেন এঙ্গ হয়, যাচাই গোৱৈ ছাটোৱা ও তথাপি পিণ্ডালোচন কৰিবলৈ পাৰে। ইহা মনেৰ ভাল। কিন্তু ইহা সকলৈই জোন দে, মে সহজে কোন পিণ্ডালোচন অবস্থিত থাকে, তথাকাৰ বাসিন্দাবাৰ গৱৈৱ হইলো কোন প্ৰকাৰে মাসিক বেতনটো দিবা ছেলেদেৱ পিণ্ডালোচন কৰেন। ছেলেদেৱ অৰ্জু ব্যক্তিৰ বাড়ীভাড়া দিব হয় না; কৰন্তে স্বৰূপ অৰ্পণ কৰা তাৰ কৰা সহজেই হইলো ছেলেদেৱ খণ্ডগুটা চপিয়া যাব। কিন্তু পিণ্ডালোচনে ইচ্ছাপৰিবারকে খুব কম বাড়ীভাড়া ও খুব কম পাইথৰত দিবে হইলো, ইহাৰ অজ্ঞ ব্যক্তিৰ সন্মতি টাকা দিব হইলৈ পৰিবারকে ইচ্ছাপৰিবারকে আছে। অনেক গুৱামৰে সাধাৰণত হইলো। এইজৰু আমাদেৱ মেম হৰে সকল ছাত্ৰছাত্ৰীক পিণ্ডালোচন-সংষ্ঠৰ ছাটাবাসে থাকিবলৈ হইলো, এঙ্গ নিয়ম না কৰিবাৰ বিবেচ হৰে নিয়মেৰ ব্যতিক্ৰম হইতে পাৰিবে, এইজৰু ব্যৰ্থা হইলে কলা হয়। যেমন, কোন ছাত্ৰ যদি তাহার পৰি, মাতা, পুত্ৰ, বেঠা, মাথা, দামা, প্ৰতিচৰণ হৃষে বাস কৰে, তাহা হইলে তাহাবাসে থাকিবলৈ হৈলো না, এইজৰু নিয়ম কৰা উচিত। আৰ আমাদেৱ এই অঙ্গস্তোৱে পিণ্ডালোচন কৰন্তে বকলেৰ নৰ। বিলোৱে আৰীন ও নৃত্ব স্থানে (residential) পিণ্ডালোচনকলে, কলেজৰ বা পিণ্ডালোচনেৰ ছাটাবাসে বাস কৰে না, অংশ বাসাৰ থাকে, একপ ছাত্ৰেৰ সংখ্যা নিতান্ত কৰ নৰ।

ৰাজপুরবৰ্ষেৰ শান্তাবীৰে ছাটাবাস সথকে আমৰা ছুটি সহজ্য পিণ্ডালোচন কৰিবলৈ, যদিও কোন কলেজীভৰে আশা পৰিবারকাৰ কৰি না।

তাৰতামসীদেৱ ধৰ্ম ও সমাজনিয়ম সথকে গৰ্বহৰ্ষে নিৰপেক্ষতা ও নিষিঙ্গৃতি যে সকল সহবে দেখাব, তারাৰা, কিন্তু ছাটাবাস সহবে ইহা দেখাইতে খণ্ডগুয়ায়, বিনু আমাৰে মেলকল দেখিবলৈ অনেক পৰিমাণেৰ হৃষিত হইলো মাসভৰে, তাহাকে খুব কঠিন কৰে আচল প্ৰতিক কৰিব সেন। যেমন ছাটাবাসে নিয়েৰেৰ ভাড়া-কৰাৰ বাসাৰ পৰি, দৈশ, কাৰ্যালয়ি ভাৰতিৰ এক কামৰাব, ও অনেক কৰিবলৈ এক প্ৰতিকৰণ বৰিয়া আৰুৰ কৰা, এবং আৰু কৰিবলৈ সহিত একপ ব্যৰ্থাৰ কৰা, চলিয়া আসিতেকো। কিন্তু পিণ্ডালোচনৰ অধীন ছাটাবাসে, তিৰ ভিৰ জোনে অত্যন্ত স্বানে আহাৰেৰ ব্যাপ্তি চাগিবাবৰ চেষ্টাৰ আৰুৰ প্ৰতিন মনোমুগ্ধি এবং তুলু অবসৰ দেবেৰ পুৰুষবৰ্ষৰ হৈতেছে। ইহাক আমাৰ একটা কুলুক মেল কৰি।

ছাটাবাস পিণ্ডালোচন বা অৰ্জু বাসাবিক অভিভাৱকেৰ হে এবং নিজেৰেৰ ভাড়া-কৰা বাসাৰ স্বৰূপত ও

३०४ संख्या]

দিকপথ পাঠ সম্বন্ধে এবং অধ্যাত্মিক বৃক্ষতাদি
সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বাধীমতা করে বলে, বাজপুরমন্দিরের
বৈশুষ্ণ ছাত্রাবাসসকলে তাহা পাই না; বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-
কোন স্থানে পর্যবেক্ষণ মত শিক্ষামতি চাইত আছে।
তাই ছাত্রের ক্ষেত্রগুলিন, অঙ্গভূতির বিকাশ এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কিংবিত শিখা মেওয়া হইবে,
এ কিংবা ভাবে শিখা দেওয়া হইবে; পরীক্ষা করুণ ভাবে
হইবে; ইতারি সময়ে গৃহস্থমত কিউ নিজীবসূচী
বিশ্ববিদ্যালয়ে মন নাই। কিংবা নিজীবসূচী যে ভাবে গঠিত
হইবে, তাহাকে সাধাপুরি ও সম্পাদনা করিবার ক্ষমতা
আর যে ভাবে শেখ করিবেন, তাহাটি অধিকাংশ মত্ত
গৃহীত হইবে, দেখ হয়। তথাপি কোন কোন
আধারে আভাসে বক্ষণ সংস্কৰণ বলি।

পৌরীক্ষার ক্ষেত্র বেঁচে বিদ্যে উজ্জ্বল না হইলে, পরবর্তী
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাকে বেঁচে দেই বিদ্যারে পরীক্ষা করা
হত। এইক্ষণ নিময় করিয়া, পাশের নথৰ শক্তকরা
হইলে ৩০ না রাখিয়া, শক্তকরা ৪৪ রাখিলেও কৃতি
হয়। পাঞ্চাশ আভাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্ত্রের মধ্যে
বাহিক বার পরীক্ষা গৃহীত হওয়া হয়। আভাসের এখনে
ক্ষেত্র পরীক্ষায় দেহ অস্তকর্ত্তা হইলে এক ব্যক্তি পরে
ব আভাস তাহার পরীক্ষা দিবার সুযোগ হয়। অথচ
ত সে ক্ষেত্রেও পরিশ্রমের পক্ষে পরীক্ষার উজ্জ্বল
ক্ষেত্রে পারে। তজন্য আভাসের পৈশেও বস্ত্রের মধ্যে
বাহিক বার পরীক্ষা গৃহীত হওয়া হত। তজন্যে
কীকৰ কেহ উজ্জ্বল হইয়াজে কিনা, তাহা হির করিবার
স্থ, পরীক্ষার সম্বন্ধের নিয়মেরেই সামাজিক, মালিক,
মালিক, ব্যাপক আভাস পরীক্ষার ক্ষেত্র কর্তৃক পৰিপৰ্য্যটক
হয়েছিল, তাহাও বিদ্যেন করা উচিত। নবৃত্য,
নিম্নমুখি পরিশ্রমে মনেয়ায়ি ছাত্র, বৌদ্ধিক সম্বন্ধ
চিত্ত হইয়া পড়লে তাহাদের স্থানমূলের পরিশ্রম নিরুল
। তিনি ভিত্তি করেন ছাত্রদের একাই সাধারণসম্বন্ধে
শান্তিক আরি পরীক্ষার ফল গণনার মধ্যে সন্তুপনের নাই
ক্ষেত্রে অস্ত করিতে করিতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-
ব্যাপক মাপকাটি এক নয়। কিংবা যখন ঢাকার
ক্ষেত্রগুলিন (teaching) বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে তখন আর
যথা বাকিদে না। স্বতন্ত্র আভাসের প্রস্তুতমত বাস্তব
স্থাপন ও সুচীন হইবে।

মনে ছিলে পারে, যে, আমাৰা বড় লোকজো বৰতন
কৰিবলৈছি। বিজ্ঞ গবেষণামূলক বৰ্ধন বলিবলৈছেন যে বাণীজীৱৰ
উচ্চশিক্ষণৰ সমূহটো বৰ্ধনৰ কথিবাৰ জষ্ঠ দাকা
বিবিধাগৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইতেছে, তাম পাশ্চাত্য
ভাষা বিখ্বিশালোৱে মত একটা কিছু ন কৰিলে সে
কথাটো কোন অধীক্ষ হয়ন। কৰেল বা প্ৰধানতঃ ছাতা-
বিদেশীক কৰ্তা পাশ্চাত্যৰ মধ্যে বৰিষ্ঠত কৰ্ত একটি বিখ্ব-
িশালো হৈয়া কৰিবলৈ তাহারা বাণীজীৱৰ পূৰ্ব উচ্চশিক্ষণ
হইতেছে, ইহা দেখেই মন কৰিবলৈন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত, উপর্যুক্ত শিখকর অধীনে যাওয়ামাত্র থাকা উচিত। তাহারা আপনার সুস্থি (ভিউইভিস), মনের যথাপ্রয়োগী, আশ্রিতে, যথার্থ, প্রাচৃতি শিখন উচিত। নেটওর্কে শিখন করাব।

ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସାଳ୍ପ ଥାପନ ପ୍ରମାଣେ ଏହି ଗ୍ରଂ ମହାରାଜୀ ମନେ ଆମେ, ଯେ, ଛାତ୍ରଦେବ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରଂଥଟି ଛାତ୍ରବାସେ ଧରିଦ୍ଵାରା ଲିଖିବ କବା ଭାବୁ ନା ଭାବ ପିତାମହର ନିକଟ ଧରିଦ୍ଵାରା ଲିଖିବ କବା ଭାବୁ ନା ଭାବରେ ବିଦେଶୀର ପିତା ମାତାଙ୍କ ନିକଟ ଧରିଦ୍ଵାରା ଲିଖିବ କରାଇ ଭାବୁ । କାହାର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଦେବ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରଂଥଟି କର୍ତ୍ତ୍ଵ ଅଭିଭୂତ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ତାହା ପାଠ କରା ଉଚ୍ଚିତ ।

କରିଯା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରୁ, ଓ ଭାବିତାଟେ ଗାହିଥା ଭୋଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହାତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେ । ଅନେକେ ବିଲିବେ, ଏହାରେ କିମ୍ବା ପରିଵାର ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ତଥା ; କିମ୍ବା ଇହାକୁ କିମ୍ବା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ଆଶ୍ରମକରେ ଆଶ୍ରମ ଓ ପରିବାରକରଣ ଅନେକ ହୁଣ୍ଡେ ପରିମାଣ ପରିବାରରେ ଦେଖିଲୁ, ବିବେକ, କରିବାପରିମାଣ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନହେନ୍ । ଆଶ୍ରମକଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଶ କରିଯା ଶିଳ୍ପାଳାଟରେ ଦେଖିଲୁ ବିଲିବେ । କିମ୍ବା ମେଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିବାରରେ ଆଶ୍ରମ କରିଲୁ, ଚାରିଗଂ ତୀହାରେ ପରିବାରରୁକୁ ହିତ୍ୟା କରିବାକିମିଳି ଦେଖିଲୁ ମେଟି ଆଶ୍ରମକରିବାକୁ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଇ ଓ ପରିମାଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ମର୍ମିନାମର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଲାଭ କରିଛି । ଅତିରିକ୍ତମାନ ହାତାବସଙ୍ଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନହେ, ବର୍ତ୍ତତାକୁ ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରିମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା]

କରିବା ଉଚ୍ଛଵୀ ମାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭବ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ଯାହାର ମରବାରେ ତିକିବୁକ ଛିଲେ । ତଥାର ତିଳି ଏକତିର ପାଞ୍ଜାରୀ ଓ ନିର୍ମଳୀ, ସ୍ଵଭାବିତା, ବିଳମ୍ବିତୁରା, ଚୂର୍ଣ୍ଣତା ନିଜି ପଲ୍ଲେବିତାକୁ ଧରି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାର କରିବାକୁ ପାଇଲା ।

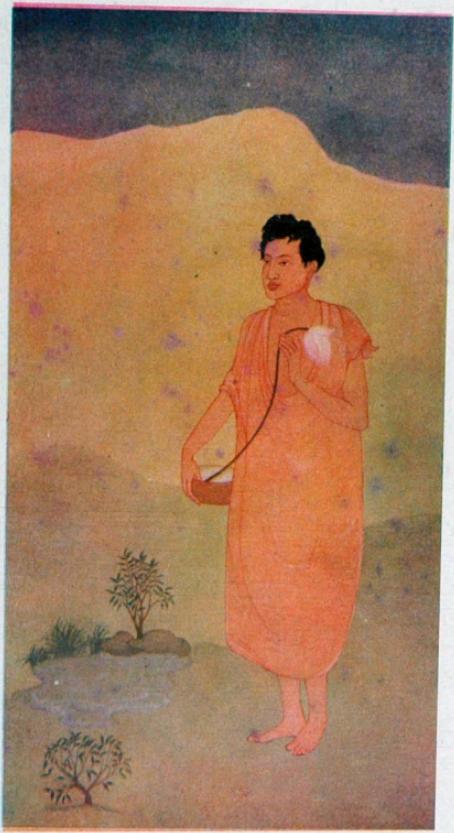
কুমারী শনিনো সেন, প্রসিক ত্রিভুবন-উপকাশা-
দেশক পর্যটক চৌধুরী সেন মহানোরে করা। এবং ‘আলো’ ও
‘চীষা’-চতুর্ভুজ আলুকু কামোদী বারের উপরিনো। তিনি বড়
বয়সে প্রাণী পকে পাখোনে মেডিকেল কলেজের পর আরোগ্য



ডাকুন্ত প্রীমতী শাবিনী সেন।

পরামর্শ উত্তীর্ণ হইয়া কিংবদন্তি ব্যবস্থা আরম্ভ করেন। সম্পত্তি সহজে আসিয়া দে তিনি স্টলিয়ারের মাধ্যমে বিশ্বভাগের একটি পরামর্শ উত্তীর্ণ হইয়া রয়েছে। কাফিচি প্রিয়বিশ্বাস ও এক সার্জেন্সের প্রেমে হইয়াছেন। ইতিভোবে কেবল মাঝী এই সমস্যা লাভ করেন নাই। হুমারী দেশ অনেক বড়সর নেপাল রাজ-
কলাসমূহ—ইহা সুন্দরক সুন্দরত করে, প্রকৃতির কবিতাটুকু ছানিয়া প্রকাশ করে, মান-অস্ত্রে বাঁচা সত্ত্ব পিব আবাদে উৎবাদের হৃত্যাদের ক্ষেত্ৰে পুনৰ্বিদ্যুত করে। ইহা হইতে আমাৰ দেশে আভাস পাই তাঙ্গতে অক্ষকোষ ও আলোকেৰ অলোক সুপুরণ হইয়া উঠে। এমাত্মন প্রাকৃতিক দৃষ্টিশ্ৰেণী হইতে অক্ত

ଚିତ୍ର-ପରିଚୟ



বিশ্বামিত্র।

শ্রীকৃষ্ণের দে অঙ্গিত চিৎ হইতে পিণ্ডীর অভ্যন্তরে।

প্ৰবাসী

“সত্যম् শিবম্ মুমৰম্।”

“নামাকৃষ্ণ বলকৌনেন লভ্যঃ।”

১২৬ ভাগ

১ম খণ্ড

আৰগ, ১৩১৯

৪৭ সংখ্যা

জৌবন-স্মৃতি

জাহাজের খোল।

কাগৱে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে
যোগিত্বাদী নিলামে পিণ্ডী কিৰিয়া আসিয়া ধৰ্মৰ দ্বিতীয়ে
তিনি সাত হাতৰ টাকা পিণ্ড একটা জাহাজের খেল
বিনিয়োগ কৰিবাবেছেন। এখন ইহার উপরে এখন কৃতিগুৰু কামৰূ
তৈরি কৰিয়া একটা পূর্ণ জাহাজ নির্মাণ কৰিতে হইতে।

দেশের গোকোরা কলম চালায়, বসনা চালায়, কিন্তু
জাহাজ চালায় না, বোধ কৰি এই কোন তাহার মনে
হিল। দেশে দেশগাই কাঠি আগাইয়াও অজ্ঞ তিনি
একদিন চেষ্টা কৰিয়াছিলেন, দেশগাই কাঠি অনেক বৰ্ষণেও
অল নাই; দেশে তাতের কল চালাইয়াও অজ্ঞ তাহার
উচ্ছাও ছিল, কিন্তু সেই তাতের কল একটিমত্ত গামছা
অসব কৰিয়া তাহার পর হইতে তুক হইয়া আছে।
তাহার পথে ঘৰেন্তো চেষ্টা আজ চালাইয়াও অজ্ঞ তিনি
ইষ্টাঙ একটা শুচ খোল কৰিলেন, সে খোল একদা ভৱি
হইয়া উঠিল, তথু বেবল এজিনে এবং কামৰূয় নহে, খোল
এবং সৰ্বনামে। কিন্তু তু একদা মনে পারিতে হইয়ে
এইমকল চেষ্টাৰ কৃতি যাহা, সে একদা তিনি বৌকৰ
কৰিয়াছেন, আৰ ইহাৰ লাগ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো
তাহাৰ দেশেৰ পাতাৰ জমা হইয়া আছে। পুৰুষীতো

এইক্ষণ বেহিপুৰী অব্যবসায়ী গোকোৱাই দেশেৰ
কৰ্মক্ষেত্ৰে উপৰ দিয়া বারখাৰ নিফুল অধ্যবসাৰেৰ বজা
বহাইয়া গিতে থাকেন; সে বজা ইষ্টাঙ আসে এবং ইষ্টাঙ
চলিয়া যাব, কিন্তু তাহা পথে বে পলি পৰিবার চলে
তাহাতেই দেশেৰ মাটিকে আগমূৰ্তি কৰিয়া তোলে—তাহার
পৰ কলমেৰ বিন ধৰ্মে অদে তখন তাহাতেৰ কৰা জাহাজও
মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন হীহাজাৰ ক্ষতিবহন
কৰিয়াই আগিয়াছেন মৃত্যুৰ পৰবৰ্তী এই ক্ষতিটুকুও
জাহাজ অন্যান্যে যৌকাৰ কৰিয়ে পারিবেন।

একদিনে বিলাতী কোশ্পানো আৰ একদিনে তিনি
একল—এই দুই পকে বাবিলোনোয়ুক ক্রমশই ক্ষিতিপ
চতু ইহায় উঠিল তাহা খুন্দানা বৰিশালেৰ শোকেৱা এখনো
বোধ কৰি স্মৰণ কৰিতে পাৰিবেন। প্ৰিমোগিতাৰ
তাড়ানো জাহাজেৰ পৰ জাহাজ তৈৰি হইল, ক্ষতিৰ পৰ
ক্ষতি বাঢ়িতে লাগিল, এবং কামৰূ অক ক্রমশই কীণ
হইতে হইতে টিকিটেৰ মূল্যৰ উপৰ্যুক্তি সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত
হইয়া গৈ, —বৰিশাল খুন্দান হীমাৰ লাইনে সত্যাগুণ
আবিৰ্ভূতেৰ উপকৰ হইল। যাত্রীৰ বে দেশে
বিনাভাজাৰ যাতাবাত হৰু কৰিল তাহা নহে, তাহারে
মূল্য বিকাশ থাইতে আৰম্ভ কৰিল! ইহাৰ উপৰে
বৰিশালেৰ ভৱিতাদৰে মল ঘৰেন্তো কৰ্তৃন গাহিয়া কোমৰ
বীঘাৰ যাবী সংগ্ৰহে লাগিয়া গৈল। শুভৰ জাহাজে
যাবীৰ অড়াৰ হইল না কিন্তু আৰ সৰ্বজন প্ৰকাৰ অভাবই

বাড়িল বই কমিল না। অঙ্গশোরের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈন্তিরার উৎসাহ প্রকাশ করিবার পথ পাও না,—
কীর্তন ঘটতি জয়মুক, উত্তোলনা করত বাচক, গাণগত আপনানার
নামতা ছন্দিত পারিল না—হৃতঙ্গ তিনি-জীবন্ধু-নৃ-নৃ-
তিক তালে তালে কড়িডের মত লাক দিয়ে বিতে খণ্টের
পথে অগ্রসর হইতে দাগিল।

অব্যসনারী ভাৰুক মাহুদের একটা কুণ্ড এই দে,
লোকেৱাৰ তাঁহাবিগ্রামে অতি সহজেই চিনিতে পাৰে, কিন্তু
তাঁহারা লোক চিনিতে পাৰেন না ; অৰ্থ তাঁহারা যে
দেনেন না এইচূকুমার শিখিতে তাঁহারে বিষয় বৰচ এৰচ
অত্যোৰূপ বিষয় হ'ব এবং মেই শিখি কৰে লাগানো
তাঁহারে দাবা ইচ্ছিবলৈনেও ঘটে না। যদৌৰাৰ ধৰণ
বিলাম্বো, বিষ্টাৰ পাহিজিলি তথন কোতিলাম্বাৰ
কৰ্পুচীয়ামুৰি যে তগুবস মত উগুবস কৰিছিল এমন
কোনো লক্ষণ দেখা যাব নাই, অতিৰিক্ত যাজীয়ের অঞ্চল
অলংকৃতের বাবুদাহা ছিল, কৰ্পুচীয়ামুৰি বাক্ষিত হ'ব নাই, কিন্তু
সকলেৰ চেয়ে মহত্ব লাভ কৰিল ঝোতিলাম্বাৰ—নে
তাঁহার এই সৰুৰ স্বত্ত্বাকৰাৰ।

তখন খুন্দা বিরশালের নমিপথে প্রতিবিনের এই
অঞ্চলগুরুত্বের সংস্কার আলোচনার আমের উদ্দেশ্যনার অন্ত
ছিল না। অবশ্যে একদিন বখর আঙ্গন তাঁহার ঘৰে
নামক আঙাঙ হাতড়ার জিজে টেকিঙা ঝুঁবিষাহে। এইকপে
বখর তিনি তাঁহার নিলের শায়ের দৌমা একেবারে সম্পূর্ণ
অভিজ্ঞ করিলেন, নিলের পক্ষে কিছুই আর বাকি
রাখিলেন না, তাহনি তাঁহার বাপসার বছ হয়ে গেল।

ମୁଦ୍ରଣଶୋକ ।

ইতিমধ্যে বাঢ়িতে পরে কয়েকটি মুসলিমনা ঘটে। ইতিমধ্যে মুহামেদ আমি কোম্পানি এন্ড কোম্পানি নাই। মার বখন মুহামেদ আমির তখন বরস অস্ত। গলিগ মোড়ে আমিনা তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেবিলাম—তিনি তখনে তাহার ঘরের শুধুমূলে বাসানার তক হইয়া উপসনায় বসিয়া অবস্থে।

অসমের কলিন হইতে তিনি রোগে চুগিতেছিলেন, কখন যে তাহার জীবনসংক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রাণিতেও পাই নাই। এভিন পর্যাপ্ত যে ধরে আমরা ভুক্তাম সেই ধরেই ব্যক্ত যথার মা ভুক্তামেন। কিন্তু তাহার রোগের সময় একধরণ কিলিন তাহাকে নেবেটে করিবা গল্প দেবাইতে ব্যক্ত যথার ভুক্তামেন হইতে তিনি রোগে চুগিতেছিলেন, কখন যে তাহার জীবনসংক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রাণিতেও পাই নাই। এভিন পর্যাপ্ত যে ধরে আমরা ভুক্তাম সেই ধরেই ব্যক্ত যথার মা ভুক্তামেন। কিন্তু তাহার রোগের সময় একধরণ কিলিন তাহাকে নেবেটে করিবা গল্প দেবাইতে

প্রতিকরণ নাই তাহাকে ছুলিবার পথি আগশক্তির একটা প্রদূষন অসং—শিক্ষকদের মেই আগশক্তি নবীন ও প্রবল ধৰ্মকে, উৎসনে দে কেনো আগশতেকে গভীরভাবে এখণ্ড করে মা, ধৰ্মী সেবায় আংকিঙ্গ রাখে মা, এই জুড় জৈবেন্দ্রন প্রথমে মে মৃগু কালো ছাগা ফেলিয়া আবেশ করিল, তাহা আপনার কালিয়াকে ত্রিস্তু না করিয়া ছাগা মৃত্যু একজন নিঃশব্দগমে চলিয়ে গো। ইহার পরে বড় হইলে ঘৰন বস্তুকালে একমুখ্য অস্তিত্বে মোটা মোটা বেলুকু শাহের প্রাণে দৌধিয়া ক্যাপ্টার মত দেফাইটার—ঘৰনে মেই কোমল চিকিৎসা কুড়িগুলি শলাটের উপর বুলাইয়া প্রতিশৰীহ আশীর মনের কু আঙুলগুলি মেনে পড়িত;—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন দেশের মেঝে মেই ইন্দ্র আঙুলের আশার ছিল মেই স্পষ্টই প্রতিদিন এই বেলুকু শুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ছাগা উত্তোলে; অগতে তাহার আর অস্ত নাই—তা আবশ্য ভুলিষি, আব মেন থাই। তাহারের নকলের চেয়েই বেশী সত্য করিবাই অস্তুব করিতাম মেই নিকটের মাঝে থখন এত শহোরে এক নিমিমে ঘৰের মত মিলিয়া গো তথন সমৰ অগতে দিকে চাইয়া মেন হইতে লাগিল এই কি অস্ত আজগতন! যাহা আজে এবং যাহা বাহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কেনোমতে মিল কৰিব কেনেন করিয়া!

জীবনের এই বৃক্ষটি ভিত্তির বিষয়া বে একটা অস্ত-শৰ্প আবশ্যক প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আশীরকে নিমিমি আবশ্যক করিতে লাগিল। আমি সুরুয়া ফিরিয়া বেলুক সেইখনে আশীরা নীড়াই, মেই অক্ষয়করের দিকেই তাকাই এবং খু খু কিংতু থাকি যাহা সেল তাহার পরিবর্তে কি আছে। শুষ্ঠুতাকে মাঝে কেনেনহইয়ে অস্তুবের মধ্যে বিশাদ করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই বিষয়া—যাহা বিশ্বা তাহা নাই। এই জুড়ই যাহা দেখিতেছিল, তাহার মধ্যে দেবতাবার চেয়ে, যাহা পাই-

କିନ୍ତୁ ଆମାର ଚରିତ୍ର ବସନ୍ତ ସମୟ ମୁହଁର ଥିଲେ ଯେ
ପରିଚାର ହିଁଲେ ତାହା ହାତୀ ପରିଚାର । ତାହା ତାହାର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତୋକ ବିଜେମ୍ବୋକେର ସମେ ମିଲିଲା ଅତ୍ୱ
ମାତ୍ର କରିଯା ଗାଁରିଯା ଚିଲିଶା । ଶିଖବସନେ ଲୟୁ
କୌଣ ବଡ଼ ବଡ ମୁହଁକେ ଅନାମେଟେ ପାଶ କଟାଇଯା
ଛିଟ୍ଟିଲା ଧର— କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବସନ୍ତ ମୁହଁକେ ଅତ ସହି ଫାଁକି
ଦିଲା ଏବାଇଟା ଚିଲିଶା ପଥ ନାହିଁ । ତାଇ ମେରିକାର
ସମୟ ହୁଏ ଆହୁତ ବୁକ ପାତରୀ ଲାଗିଲେ ହିଁଲିଶା ।

ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୋଣାଥେ ସେ କିମ୍ବାତ୍ମକ କୁଞ୍ଚ ଆହେ
ତାହା ତଥନ ଜାନିତାମା ନା ; ସମୟେ ହାଶିକାରୀ ଏକ-
ବୟାପେ ନିରେଟ କରିବା ଦୋଷା । ତାହାକେ ଅଭିଜ୍ଞାନ କରିଯା
ଆର କିମ୍ବା ଦେଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା , ତାହା ତାହାକେ ଏକବୟାପେ
ଦିଲା କେବଳ “ଆହେ”-ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସାହିର ହିଂତେ
ଚାହିଲ । କିନ୍ତୁ ନେଇ ଅଭିଜ୍ଞାନକେ ଅଭିଜ୍ଞାନ କରିବାର ପଥେ
ଅଭିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସଥିନ ଦେଖା ଯାଇନା ତଥନ ତାହାର ମତ
ହୁଏ ଆର କି ଆହେ !

চৰণ কৰিয়াই গ্ৰহণ কৰিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হিতে মুক্তি আপিলা এই অতুল প্ৰত্যক্ষ জীৱনটোৱাৰ একটা প্ৰাণ বধন এক মুহূৰ্তেৰ মধ্যে কঢ়িক কৰিয়া দিল তখন মনটোৱাৰ মধ্যে দে কি ধৰাই লাগিলা গেল ? চানিলিকে গোচাপলা মাটি জল ছেৱুন্নী এহতোৱা তেমনি নিশ্চিত নভোৱাই মত বিৰাম কৰিতেহো অৰ্থত তাহাদেৱাই মাৰ্খণ্ডে ভাসাদেৱাই মত বাহা নিশ্চিত সত্তা ছিল, এমন কি, মেহি প্ৰাণ দৃশ্য মনেৰ শহুৰবিশ স্পৰ্শেৰ ঘৰাৰ ঘাসকে তৰু এই দৃশ্যে দৃশ্যেৰ ভিতৰ দিয়া আৰম্ভ মনেৰ মধ্যে ক্ষেত্ৰে একটা আৰম্ভিক আনন্দেৰ দৃশ্যোৱাৰ বিহেত শাসিল, তাৰাহেত আমি নিজেই আশৰ্দ্ধী হইতাম। জীৱন যে একেৰোবে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দৃশ্যেৰ সংস্থাবেই মনেৰ ভাৰ লু হইয়া গেল। আমৰা বে নিশ্চিত সভোৱাৰ পাথৰে গোৱা দেৱালোৱে মধ্যে তিচিলেৰ কৰেৰী নাই এই কিংবা কিংবা আমি ভিতৰে ভিতৰে উল্লেখ দেখিব কৰিবলৈ শাসিলাম। যাহাকে পৰিয়াছিলাম তাহাকে

ছাইতেই হইল এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দোষধা দেখন
দেখন পাইলাম তেজন সেইক্ষণেই হইয়ে সুজির দিক
বিয়া দেখিয়া একটা উলার পাতি দেখ কৰিলাম।
সংসারের বিশ্ববাণী অভি পৃথিবু তাৰ জীৱনমৃত্তুৰ হৰণ
পুৰুলে আপনাকে আগমন সহজেই নিয়মিত কৰিয়া চাৰিং
নিকে বেগলি প্ৰবাহিত হইয়া চলিলাছে, সে তাৰ বৰ্ষ
হইয়া কাহাকেও কোনোথাকে চাপিয়া রাখিয়া দিবেনা—
একেৰ জীৱনের দোষাবাৰ কাহাকেও বহন কৰিবলৈ
হইবে না—এটা কথাটা আচৰ্যা দৃষ্টন সত্যেৰ মত আমি
দেখিলৈ মেঘে উপনীষৎ কৰিয়াছিলাম।

মেই বৈৰাগ্যেরে ক্ষতিৰ দোষধাৰ্যা আৰাও
গভীৰকলে গভীৰ হইয়া উঠিলাই। কিছু দিনেৰ অজ্ঞ
জীৱনেৰ পতি আৰাব অক আৰাক একেবাবেই চলিয়া
নিয়াছিল বিশ্বাই চাৰিংকিতে আলোকিত নৌকাৰ আৰাকেৰ
মধ্যে গাছপালৰ আদেশন আৰাব অকখণ্ডত কচে
তাৰ একটা মাঝীৰা বৰ্ষণ কৰিব। অগ্ৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিয়া
এবং সুন্দৰ কৰিয়া দেখিবৰ অজ্ঞ দে দূৰবৰ্ষে প্ৰয়োজন,
মৃহু মেই দৃষ্ট বৰ্ষাইয়া দিবছিল। আমি নিমিষ হইয়া
দীড়াইয়া দৰেৱেৰ হৃহু পটুকৰিকাৰ উপনীষৎসত্যেৰেৰ ছৰিট
দেখিলাম এবং জীৱনাব তাৰ বৰ্ষ মনোহৰ।

মেই সদেৰ আৰাব কিছুগোৱেৰ অজ্ঞ আৰাব একটা
সৃষ্টিছাঢ়া বৰকমেৰ মনেৰ তাৰ ও বাহিৰেৰ আচৰণ দেখে
দিবছিল। সন্দোৱেৰ লোকলোকিতকাকে নিৰতিশৰ
সত্যপূৰ্বেৰ মত মনে কৰিবলৈ তাৰকে সৰাসৰীৰ মনিয়া
চলিতে আৰাব হালি পাইত। সেমসমত মেই আৰাব
গোহৈ কৈকিৎ ন। কে আমাকে কি মনে কৰিবে
কিছুলি এ দায় আৰাব দেন একেবাবেই ছিল ন।
ক্ষতিৰ উপনীষৎ গৈৰে কেবল একটা মোটা চারৰ এবং পায়ে
একোড়া চাঁচ পৰিয়া কৰিবকাৰেৰ থাকিতে বই
আৰাব চোখে তেমনি পিশিসিকত নৰীন ও সুন্দৰ কৰিয়া
কৰিবলৈ গিয়াছি। আৰাবৰেৰ বাহুবলৈ অনেক অৱসে
পাখাইছা। কিছুলি ধৰিয়া আৰাব শৰণ ছিল
বৃষ্টি বলৈ শৈতেও তোলার বাছিয়েৰ বাবানাই;
দেখালে আকশেৰেৰ তাৰাব সমে আৰাব চোখোচোখি
হইতে পাৰিব এবং তোলেৰেৰ আলোৰ সমে আৰাব
শক্তকৰে বিলম্ব হইত ন।

বৰ্ষা ও শৰৎ।

এক বৎসৰেৰ বিশে এক একটা এহ রাজাৰ পাৰ
ও মহীৰ পদ লাভ কৰে, পৰিকৰাৰ আৰাহেই পৰ্যাপ্তি
ও হৈমবতীৰ নিভৃত আগমণে তাৰ সংসার পাই।

হেননি দেখিতেছি জীৱনেৰ এক এক পৰ্যায়ে এক সোনা-গলনো মৌদ্রেৰ মধ্যে মনে পড়িতেছে বৰ্কণীৰে
বাঙাল্যাৰ গান বাবিলো তাৰাতে মৌদ্রিক হৰ লাগাইয়া
গুণ ওন কৰিয়া পাহিয়া বেঢাইতেছি—সেই শৰতেৰ
সকলকলেৱ।

“আজি শৰত-তপনে প্ৰাত-বগনে
বি জানি পৰাপৰ কি-বে চাঁ।”

বেলা বাড়িৰ চলিতেছে—বাড়িৰ বটাৰ হৃপুৰ বাজিয়া
গেল—একটা মধ্যাহ্নেৰ গানেৰ আবেদে শৰত মন্টা
মাতিয়া আছে, কাৰকৰ্ম্মেৰ কোনো মৰীচে বিছুমাত
কৰ দিবেছি ন; দেশ ও শৰতেৰ দিবে।

“হোকেলো সাবাবেৰে
এ বি দেৱা আপন মনে।”

মনে পড়ে হৃপুৰ বেগাল জাজিম-বিছালো কোণেৰ
ঘৰে একটা ছবি-আৰাক বাঢ়া লইয়া ছবি আৰিকিতেছি।
সে যে ত্ৰিকলার কঠোৰ সাধনাৰ তাৰা নহ—সে কেবল
ছবি আৰাক ইচ্ছাটকে লইয়া আপন মনে দেখা কৰ।
মেই মনেৰ মধ্যে ধৰিকৰা গেল কিছুমাত্ৰ আৰাক সেল না
মেইচুইছি ছিল তাৰার অধান অংশ। এবিতে সেই
কশ্মীৰীন পৰ-ও-ব্যাহৰেৰ একটা পোনালি রঙেৰ মাহৰতা
দেখাল তেব কৰিয়া কলিকাতা সহেৰে সেই—একটা সামাজ
সূক্ষ্ম ধৰকে পেশালোৱাৰ মত আগামোড়া কৰিয়া তুলিতেছে।
জানিন কেন, আৰাব আৰাক আৰাকেৰ জীৱনলিকে
যে আৰাক যে আলোকেৰ মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাৰ
এই শৰতেৰ আৰাক, শৰতেৰ আলোক। সে দেখন
চাৰিবেৰ ধৰন-পাকানো শৰৎ দেখিন সে আৰাব গান-
পুলক অমাইয়া তুলিতেছে; একটু মেই মৃত্যু ভাসিতেছে
মনে মনে প্ৰাৰ্থন কৰিবলৈ সকলেৰে মনে এই মৃত্যু ভাসিতেছে
আৰাব গলিতে বল দীড়াইয়াছে এবং পুৰুহেৰ ঘাটেৰ
একটি ধৰণ আৰাবগীন।

কিন্তু আমি দে-সময়ৰ কথা বলিতেছি দে সময়েৰ
মধ্যে একটা প্ৰত্যেক এই দেখিতেছি যে মেই বৰ্ষাৰ দিবে
বাহিৰেৰ প্ৰতিতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আৰাবেৰ বিয়াৰ
নিষ্ঠাইয়াছে, তাৰাব সৰ্ব বলুল সৰ্বজ্ঞ এবং বাজনা
বাট লইয়া মহি সমাবেৰে আৰাবেৰ সৰ্বানন্দ কৰিবাবহে।
আৰ এই শৰৎকৰাকৰেৰ মধ্যৰ উক্তল আলোটিৰ মধ্যে যে

উভয়ব, তাহা মাঝেয়ে। মেষবোনের লৌলাকে পক্ষতে
বাধিয়া খুঁজেয়ে আসলেন মৰ্ম্মত হইয়া উঠিতেছে,
নীল আকাশের উপরে মাঝেয়ের অনিমের দুটির আবেশু-ই
একটা রং মাথায়িয়ে, এবং বাতাসের সমে মাঝেয়ের
হৃদয়ের আকাঞ্চন্দেগ নিঃস্বসিত হইয়া বিছিন্নে।

ଆମାର କବିତା ଏଥିନ ମାହିରେ ସାରେ ଆମିରା ଦୀଜ୍ଞାଟ-
ରୁହେ । ଏଥିଲେ ତ ଏକେବାରେ ଅଧିକାରିତ ପ୍ରେବେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନାହିଁ ; ମହିଳର ଗର ମହିଳ, ସାରେର ଗର ଘାର । ପଥେ ଦୀଜ୍ଞା-
ଇଇଁ କେବଳ ବାତାମନେର ଭିତରକାରୀ ଦୀପାଳୋକୁତୁମ୍ବାଜ
ଦେଇବା କରିବାର ବିରିତି ହୁଏ, ଶାନାଇରେ ବିଶିଷ୍ଟେ ତୈରୀରେ
ତାମ ଦୂର ପ୍ରାମାନେର ନିଃଶ୍ଵର ହିତେ କାନେ ଆମିରା ପୋଛେ ।
ମନେର ନମେ ମନେର ଆମାରେ, ଇଚ୍ଛାର ସମେ ଇଚ୍ଛାର ମୋକ୍ଷପଦ,
କର ବୀକାଚୋରୀ ବାଧାର ଭିତରେ ଦିବା ମେଘାରୀ ଏବଂ ନେଷ୍ଠା ।
ମେଲିଲେ ବାଧାର ତେଣିତେ ତେଣିତେ ଜୀବନେର ନିର୍ବଧାରା
ସୁଧାରିତ ଉତ୍ତର୍ମୁଖେ ହାମିକାରାର ଫେନୋଇଇଁ ଉଠିଲେ ମୃତ
କରିବେ ଥାକେ, ପଦେ ପଦେ ଆବର୍ତ୍ତ ପ୍ରିୟା ସୁରିଯା ଉଠେ
ଏବଂ ତାହାର ଗଭିରିଧିର କୋନେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବ ପାଞ୍ଚ
ବର୍ଷ ନା ।

“কড়ি ও কোমল” মাঝের জীবননিকেতনের সেই
সম্মুখের রাস্তাটাই দীড়াইয়া-গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে
প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার অস্ত স্বর্বার।

“ମରିଅବେଳା ଆମି ସୁନ୍ଦର ଭୂବନେ,
ମାହୁଦେଇ ଭାବେ ଆମି ବୀଚିବାରେ ଚାହିଁ !”
ବିଶ୍ଵଜୀବନେର କାଛେ କୁଞ୍ଜ ଜୀବନେର ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋସ ଚୌଧୁରୀ ।

বিত্তোবার বিলাত যাইবার জন্য বখন দাতা করি তখন
আত্মস সঙে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পাস করিয়ে কেবি জে
ডিগ্রি লাইসেন্স বারিটার হিসেবে ঢালিয়েছেন। কলিকাতা
হিসেবে থার্মজ পর্যাপ্ত কেবল কয়টা দিনব্রত আমার জাহাজে
একজ ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা

দিনমধ্যে] উপর লির্জ করে না। একটি সহজ সন্দৰ্ভতার
ধারা অতি অস্বচ্ছের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার
চিঠি অধিকার করিয়া লাইলেন যে, পুরুষ তাহার সঙ্গে যে

চেনাশোনা ছিলনা সেই ফঁ
আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

ଆତ ବିଳାଟ ହିଲେ ଫିରିଯା ଆମିଲେ ତୋହାର ସମେ
ଆମାଦେର ଆଶ୍ରୀମ୍ବନ୍ଧ ଥାପିତ ହିଲେ । ତଥାମେ ବାରିହିଲେ
ଯାମୋରେ ଯୁଗର ଭିତର କହିଲା ପଡ଼ିଲା ଲୁହର ମଧ୍ୟେ ଲୁହ
କାହାର ମସର ତୋହାର ହାମ ନାହିଁ । କହିଲେବେ କୁଣ୍ଡିତ ଏଣ୍ଠିଲେ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵିଳିତ ହାମାର ଜ୍ଞାନାବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ । ଏବେ
କେବେ ଛିଲନା, ଆମି
ନେକି ପାଶ ତୁଳିଲା ଚାହିଁ ।

କ
ବୀବନର ଶାସ୍ତ୍ରଧର୍ମ
ପାଦିକର ଅବସ୍ଥାର ବି
ଦେ ଆବି ପିଲାବୋଦୀ
ଆମାରେ ଦେଖେ ଯା
ଏହା ତାହାରୁଇ ମେ ଚ
ପାଦିକର କରେ ଏମନ ଚେ
ପାଦି ଆବେ ଏବଂ ଯା
ପାଦିତ ବସନ୍ତର ଦିନ ଚଢ଼ିବାତି କରିଲେ ଯାଇତମ ।

କରାନ୍ତି କ୍ଷାସାମାହିତର ମେ ତୋହାର ବିଶେ ବିଲାପ କରିଛି । ଆମି ତଥନ କଢ଼ି ଓ କୋମଳ-ଏର କରିତାଗୁଡ଼ି ମେଖିତାହିଲାମ । ଆମାର ମୈଟେସକ୍ରମ ଲେଖାଯ ତିନି କରାନ୍ତି କାମେ କାମେ କରିବ ଭାବେ ମିଳ ଦେଖିବେ ପାଇଅଛି । କାହାର ମେଧା ହେଲାଇଲ, ମାନବବୀଜୀରେ ବିଜିତ, ମନ୍ଦିରାଳୀ ମନ୍ଦିର ମନକେ ଏକାତ୍ମ କରିଯା ଟାନିନ୍ଦର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଏହି କଥାଟାହି କଢ଼ି ଓ କୋମଳ-ଏର କରିତାଗ ଭିତର ମିଳା ନାହା ଏକାରେ ମନ୍ଦିର ମେଧା ପାଇଅଛେ । ଏହି ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ କରିବାର ପାଇଅଛେ । ତାହାରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଳା ଏଥିର କରିବାର ଅଳ୍ପ ଏହାଟି ପରିମଳ ଅକାଶଜ୍ଵାଳ ଏହି କରିବାରର ମଧ୍ୟ କଥା ।

ଆଜି ବିଳିମନ, ତୋମର ଏହି କବିତାଙ୍ଗଟି ସଥେପାଇଲି
ଯାହା ମାହାତ୍ମ୍ୟା ଆମିହି ଏକାଙ୍କା କରିବ । ତୋହାରିଟ ଗମେ
କାଶେର ଭାବ ଦେଖା ହେଉଛି । „ମରିଛି ଚାହିନ ଆମି
ତୁମର ଦୂରମ୍ଭେ”—ଏହି ଉତ୍ସବମଧ୍ୟେ କବିତାଟି ଫିନିଷ୍ ଏହେ
ଥିଲେ ବେଳାଇବା ନିମ୍ନରେ । ତୋହାର ମଧ୍ୟ ଏହି କବିତାଟି
ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଏହିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହେ ।

অসমৰ নহে। বাল্পাকালে থখন ঘৰেৱ মধ্যে বৰ্তমানে, থখন অস্ত:পুৰৱেৱ ছান্দোৱেৱ প্ৰাচীনেৱেৰ ছিল। বিহুৰ পুঁজীবৰীৰ দিকে উৎকৃষ্টতিতে সুন্ধৰ মেলিলা, দেদো বোৰে কৰিয়াও গুণাত্মকভাৱে বৰ্তমানিক সভা ও বিহুৰ পুঁজীবৰীৰ দিকে উৎকৃষ্টতিতে সুন্ধৰ মেলিলা,

४६ संख्या]

জীবন-স্মৃতি

বিবাহ। শোবনের আসরেও মাঝের জীবনলোকে আমাকে
যেমনি করিয়াই টানিবাছে। তাহারও মাঝখনে আমার
প্রেম ছিলম, আমি প্রেম দিয়াইয়া ছিলাম। দেখা
নেকা পাশ তুলে চেতের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে—
তোরে নেড়াইয়া আমার মন দৃষ্টি তাহার পাটিনিকে হাত
দিয়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযন্ত্রণ বাহির
হওয়া পদ্ধতিকে মায়।

କୁଡ଼ି ଓ କୋମଳ ।

ଶ୍ରୀବନ୍ଦେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଖାପ ବିରାଗ ପଡ଼ିବାର ପଦେ ଆମାର ମାନ୍ୟାଧିକ ଅବସ୍ଥା ଯିବେଶସ୍ଵର୍ବନ୍ଧ କଲେ ବାଧା ଛିଲ ବିଲାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମି ଶୀତିବୋଧ କରିଛିଲାମ କେ କଥା ସନ୍ତ ମହେ । ଆମାର ପଦେ ରହିଥାଏ ମାତ୍ରା ଯମାଜରେ ମାତ୍ରାଖଣ୍ଡାଟିତେ ପଡ଼ିବା

আছে তাহারই মে চারিক হইতে প্রথমের অগুল বেগ
অসূচিক করে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারিকের
গতি আছে এবং ঘাট আছে, কালো ভৱের উপর প্রাচীন
বস্তিগুলি শীল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; খিল
প্রবাসীগুলি মধ্যে অজ্ঞ ধাকিয়া কোকিল প্রস্তুত পক্ষ-
বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ বাণাশুরু, এখানে প্রোত
কোথার, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের ধৰন ডাকিয়া
যাও কবে? মাঝের মুক্ত জীবনের অবশ্য বেধানে পাথর
কাটিয়া জুরুরনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগর-
জাহার চলিবারে তাহারই ঝলকে সের শব কি আবার এই
গলির ওপরাটাৰ প্রতিবেশীমাঝ হইতেই আবার কালে
আসিয়া পৌছিতেছিল? তাহা নহে। বেধানে জীবনের
উৎপন্ন হইতেছে সেইনকার প্রথম সূর্যজন্মের নিমিষে
পাইবার জন্ত একলা ঘৰের প্রাণটা কাবে।

যে মৃত্যু নিষ্ঠাটোর মধ্যে মাঝৰ কেবলমত ম্যাহাত্ম্যাৰ পাদচার্চা তাহাকে আহুতি কৰিবো বলে। এই পদে সেখাৰে মাঝৰেৰ জীৱন আপনাৰ পূৰ্ণ পৰিচয় হইতে আপনি বৰ্কিত ধৰে বলিবাই তাহাকে অহন একটা অৰসাদে দিবিবিলা কৰে। সেই অৰসাদেৰ অভিমা হইতে বাধিৰ হইয়া বাধিৰ জন্ত আমি তিৰবিন দেখনা বৰাবৰ কৰিবাছি। তথন যে সৰষ আৱশ্যিকতাৰ গান্ধীজিৰ সভা ও খণ্ডনৰ কঠাগৰেৰ আডোলেন প্ৰচলিত হইয়াছিল, সেখেৰ পৰিচয়ৰ মধ্যে দেশেৰ

দেখানে শাঠিতে ফল দেখা দিতেছে। এবাবে বাস্তব-সংস্কারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার কল দরিয়া উত্থিতের চেষ্টা করিতেছে।

এবাবে একটা পালা সামু হইয়া গেল। জীবনে এখন দেখের ও পরের, অস্তরের ও বাহিরের মেলমেলের দিন কেমে দৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যথা ক্রমশীল ভাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিত্তির দ্বিতীয় দেশসত্ত্ব তালিম হ্রস্বচ্ছের ব্যক্তিতার মধ্যে পিয়া উজ্জীব হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মধ্য করিয়া হাকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখনে কৈ ভাঙ্গাকা, কৈ কৈ করণপ্রাপ্ত, কৈ সংঘাত ও সংশ্লিষ্ট! ইইসমত বাধা দিবের ও বক্তৃতার ভিত্তির দিয়া আনন্দমূলক দৈনন্দিনের সহিত আমার জীবন-দেবতা মে একটা অস্তরতম অভিগ্রাহকে বিকাশের দিকে শেষী চলিয়াছেন তাহাকে উজ্জ্বলিত করিয়া দেবোহীনের পর্যট আমার নাই। মেই আশৰ্ক্ষা পরম রহস্যচুক্তি বর্ণনা দেখানো যাব তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে বাইব তাহাতে পথে পথে কেবল তুল বুকান হইবে।

গোপনে বাড়ী চাঁপা তুলিয়া একশ টাকা জেগাক করিয়া তাহার পুরুষাকে আনিয়া দিয়া কহিঃ—বাবু ঠাকুর, শহরে দিয়ে আপনি নিয়ে দেখে পছন্দ করে একটা নতুন ঘটা কিমে নিয়ে আমার।

পুরুষী বলিলেন—বাবু, তোমাদের কল্যাণে..... পাখীয়া যায়, শিরির আনন্দকে পাঞ্জাব যাব না। অতএব পথমালের দুর্ঘাতা কাহে পর্যাপ্ত আসিয়া এইখনেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকরের কাহ হইতে আমি দুর্ঘাত করিলাম।

আবীরণনাথ ঠাকুর।

পুরুষীর বসন হইলেও চেয়েরাটি ছিল বেশ অঁটো-সঁটো গোলগাল জটিপুট। শিশুর মতো সবানন তাহার চেহারাট; বৃক্ষ ঝুঁঝু, তুরু মুখখানিতে মেহ মনের বাহ্যের লালিমা মাঝানো; গাঁথের দেহেরের হাতের মধ্যে পাকানো হৃতার হৃতগুলির মতো কোকড়া কোকড়া শাপা ধূধূদে চুলের গুঁজে তাহার মুখখানি দেখা।

তাহার অম্বারিক বাবহার আর দূর্ঘাতের জন্য ধূমের দেশসত্ত্ব তালিম হ্রস্বচ্ছের ব্যক্তিতার মধ্যে পিয়া উজ্জীব হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মধ্য করিয়া হাকা করিয়া দেখা আর চলে না।

পুরুষীর লীকা লোহার বাস্তুরিক দিন। পক্ষাপ বৎসর আগে বৃক্ষ তাহার ভূমি দৌবনে এই ভাগের রুত বীকার করিয়া লীকা লইয়া দিলেন। বজ্রমালের দ্বির করিল এই বিশেষ দিনে তাহাদের পুরুষীকে বিশেষ বিছু উপহার দিবে।

গোপনে বাড়ী চাঁপা তুলিয়া একশ টাকা জেগাক করিয়া তাহার পুরুষাকে আনিয়া দিয়া কহিঃ—বাবু ঠাকুর, শহরে দিয়ে আপনি নিয়ে দেখে পছন্দ করে একটা নতুন ঘটা কিমে নিয়ে আমার।

বৃক্ষ ছাইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, তাহার চিত্ত আনন্দে দুর্বলভ পদ্মন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তৎ আপন মনে বলিতে শালিয়ে—বাবু ঠাকুর, তোমার দেৱা করতে দিয়ে আমাদের পত করেছ, ধূত করেছ!

০০

পরদিন প্রভাতে পুরুষী বৰ্ষা কিনিতে যাতা করিলেন। তাহার আনন্দের শীর্ষ নাই। পথের দুধেরে বিচ্ছিন্ন দুর্বলতাওয়ে ও পঙ্গক্ষীর প্রাণহিরণ্যের ব্যবিধিতে বলমূল করিতেছিল—চাৰিকে তুরু প্রাণের, আনন্দের, বৰ্ষণক্ষমের দেৱা লাগিয়া পিয়াছে—গথের ধূলি পর্যাপ্ত প্রাণে প্রস্তুতি!

আর তাহার মধ্যে মেই বৃক্ষ পুরুষীর কানে নতুন ধূটোর ভবিষ্যৎ মূলৰ সঙ্গীত ধাকিয়া ধাকিয়া উজ্জ্বিল সিত হইয়া বাহিয়া উঠিতেছিল। ভগ্নাবের শৃষ্টি-বৈত্যোরের আনন্দে মৃত্যুমে ভুলে গাহিতে গাহিতে বৃক্ষ পথ হাঁটিতে দিয়া যাইতে।

শহরে পৌছিবার মাঝামাঝি পথে পুরুষী দেখিলেন একটা দোঁড়া মরিয়া পঞ্জী আছে, আর তাহার কাছে দোঁড়া গোলগাল জটিপুট। শিশুর মতো সবানন তাহার চেহারাট; বৃক্ষ ঝুঁঝু, তুরু মুখখানিতে মেহ মনের বাহ্যের লালিমা মাঝানো; গাঁথের দেহেরের হাতের মধ্যে পাকানো হৃতার হৃতগুলির মতো কোকড়া কোকড়া শাপা ধূধূদে চুলের গুঁজে তাহার মুখখানি দেখা।

তাহারা দেবে। তাহাদের কাপগড় ময়লা, আগামোড়া ধূমখানে কাপড়া মুক্তি দেবে।

পুরুষী জিজ্ঞাস করিলেন—আজ্ঞা, তা তোমৰা কোথাও ঢাকিৰি বাবনি কৰিনা দেন?

—লোকেৱা যে আমাদের বিধৰণ কৰে না। আমাদের ধৰে টাই দিলে ভৰ পার; তেলা ছুঁড়ে তাক কৰে। আর আমারও ত কোনো কাবা আনিবে; ভৰ্বৰ আমোড়া, আনি কুকু ও গী ও গী কৰে ঘূৰে বেঢ়তে। যদি আমাদের একটা দোঁড়া ধাকত আৰ কাপগড় ঢোকন কেবলৰ কিছু টকাক ধাকত, তা হলে আমোড়া বৰ্তাব একটা পথ কৰতে পাৰতাব। এখন মৰা ছাড়া আৰ উপৰ নেই।

পুরুষী টকাকটি গোৱেৰ রাখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাস কৰিলেন—তুমি ভগ্নাবেক দৰ্শনৰ আনাও?

বেদনী বলিল—কেন জানাৰ না? মে ভৰ্বৰে দৰি আমাদেৰ সাহায্য কৰে অবিভুত তকে মৰ্ত্য আনাৰ।

পুরুষী আমোড়া মুক্তে মধ্যে হাত কৰিয়া অতি সম্মুণে রক্ষিত তাহার বজ্রাদেৰ দেওয়া একশ টকাক তোড়াটি হাতে তুলিয়া তাহার ভূমি কৰিয়া দেখিলেন।

বেদনী তাহার কেমল চোখের ভূমি দৃষ্টি পুরুষীর মুখ হইতে একবাৰও নামাৰ নাই, মেই নামিনীৰ মতো দৃষ্টিকৰণ তাহার মুখ দৃষ্টি!

পুরুষী শ্ৰেণি কৰিলেন—তুমি ধৰ্মশৰ্পী ত?

—ধৰ্ম?—বালো বেদনী অবাক হইয়া দাইয়া রহিল।

পুরুষী বলিলেন—আজ্ঞা বল—“ভগ্নাব, তোমাৰ আমোড়া ভাবি আসি।”

তোকলী হই চোখে অল ভৰিয়া লইয়া বলিল—না, বৃক্ষ ঝামাঠুৰ, আমি তোমায় তালো বাসতে পাৰিৰ না, আমি আৰ একজনকে যে তালো বাসি।

পুরুষী দেখিয়াই হাইতেছিল—আমি বাহি কৰতে টকাকৰ তোড়াটি বাহিৰ কৰিলেন।

করিবার কি অসম ছিল? কার এক কথাগত ভাবিষ্যত
আছে—এই অপ্রয়াশিত গাত দেই পূজারীদের বেদনীর
অবস্থে হাত ভগবনের শেষ অঙ্গ করিয়া তুলিতে
পারে; ভগবন তাঁর অস্ত উচ্চাস্ত করিয়া তুলিতে
পারেন।—ভাবিতে ভাবিতে পূজারীর মনে পড়িয়া যাইত
তরণী বেদনীর দেই পাকা জাহের মতো কালো ভাগৰ
চোখের অঞ্চলৰ মুক্তকাৰা পিণ্ড দৃঢ়ি!

মন কিন্তু কিছুতেই খোবাই মানে না, অস্তুকার
ধিক্কার অবশ্যে অসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। একবিন
পূজারী বহুক্ষণ ধরিয়া পূজা প্রার্থনা শেষ করিয়া বথন
উত্তিলেন তখন তাঁহার সন্ধান দৃঢ় হইয়া গিয়াছে—যমনানদের
কাছে নিয়ের সমস্ত পাপ অকপটে প্রকাশ করিয়া ধরিতে
হইবে—চূর্ণ প্রকফনা আৰ নয়, যমনানদের ভক্তি কৃতানো
আৰ নয়।

০০

পৰিহিন পূজারী মনিহেন শিশু পূজার আসনে বসিলেন,
বৃক্ষ তৰন বিবৰ পাহুচ আৰট, নাড়ান সমূখে যেন বলি।
তিনি দৃঢ় অকপল কঠো বলিতে লাগিলেন—বৎস, তোমোৱা
সকলে শেনো...

এৰম সময় তৰল মুখ্য উচ্চতহে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া
উঠিল, ঘটাকুনিৰ মধুৰ মূল্যনামৰ পূজার মনিৰ একে-
বাবে ভৱিয়া শেল।.....সকল পূজারী সহিষ্ণু উৎকৰ্ষ
হইয়া বলিয়া উঠিল—ন্তৰ ঘণ্টা! ন্তৰ ঘণ্টা!

পূজারী ভক্তিগুণৰ চিহ্নে চক্ৰ দৃঢ়িত কৰিয়া ভাবিতে
লাগিলেন—ভক্তিগুণ, তোমৰ এ কী অসমৰ অতি-
প্রাকৃত শীলা! হে তেগবন! তোমৰ দীন হৈন দাদেৱ
কলক-মোচনেৰ অজ এ কী আশৰ্যা আগোদন!

সকল যমনানেৰ পচাতে এক পাশে দীক্ষাত্ব হৃষি যি
আনন্দ-দীন অপলক মনে পূজারীৰ উপসমান মেথিডেল।
সে যে তাহাৰ জীবনেৰ সমস্ত সকল দিবা পূজারীৰ অতি
দয়াৰ অপৰাধেৰ প্রাপ্তিক্ষিণ কৰিয়াছে।

হইয়া পৰ পূজারীৰ আৰ আখ-অপৰাধ প্রকাশ কৰা
অবশ্যক হইল না।

চাক বলোপাধাৰ।

নিকটেৰ যাত্ৰা।

অনেক কালোৰ যাত্ৰা আহাৰ
অনেক দূৰেৰ পথে।

বাহিৰ হলেৰ প্ৰথম দিনেৰ
প্ৰথম আলোৰ রথে।

এহে তাৰায় একে কৈকৈ
পথেৰ চৰে একে,

কত যে লোক লোকাশৰেৰ
অৱশ্যে পৰ্বতে।

সৰাৰ চেয়ে কাহে আসা
সৰাৰ চেয়ে দূৰ।

বড় কঠিন সাধাৰণ, ধাৰ
বড় সহশ হুৰ।

পথেৰ ধাৰে ফিৰে এসে
আমে পথিক আপন দেশে,

বাহিৰ ভুবন ঘূৰ দেশে
অস্তৰেৰ ঠাকুৰ।

“এই যে দুৰি” এই কথাটা
বৃলু আৰি বলে।

কত দিকেই কোথ দেৱামেৰ,
কত পথেই কলে।

তৰিয়ে গংগ লক ধাৰায়
“আছ আছ”ৰ প্ৰোত বৈ বায়

“কই দুৰি কই” এই কঠিনেৰ
নয়নজলে গলে।

ত্ৰৈবীজনাম ঠাকুৰ।

মধ্যযুগেৰ ভাৰতীয় সভ্যতা।

(পুৰুষাঙ্গতি)

(De La Mazeliere's কৰামী প্ৰথ হইতে)

০০

মুলমানন্দৰেই সংগ্ৰিষ্ট এই সকল নীতিহৰেৰ সঙ্গে,
ভাৰত-আক্ৰমণকাৰী, মুসলমানবৰ্বলৰী বিভিন্ন ভাবত
হইতে গৃহীত একটা জালিলৰণেৰ সভাত ভাৰতে আনয়ন
কৰিল।

কেবল মদ-এসৰীৰ বৰ্কৰেৱা ও আৰবেৱা ইতিমুৰৰে
পাটিন মহাবেশেৰ সভাতাকে প্ৰাপ্তিৰান কৰে। মহাবেশ,
বিভক্ত আৰব-খাৰাপিসকে একত্ৰ সমীক্ষিত কৰেন
ওৱাৰ আৰববিশকে লইয়া দিবিগিজে প্ৰৱৰ্ত হন এবং
এই দিবিগিজেৰ ধাৰা আৰব-প্ৰতিবা উদ্বেগিত হয়।

মে সকল বিবৰণ-উৎপন্ন বিবৰণন্দেৰ কৰ্মসূচিৰে সহায়তা
কৰিয়ালি, মুসলমানবিশেৰ আক্ৰমণ তাহার মধ্যে অস্তি-
তম। যত সন্দৰ্ভট ধাৰা না বেল, কোন জাতিই অজ
জাতিৰ দৃষ্টিত বাচ্চাত উদ্বিতিৰ পথে অসমৰ হইতে পাৰে
না। দেৱক সৰ্বিঃস, সৰকৰণ-শা ও শোকহিংলেৰ
বিবৰণভিত্তিনৰেৰ কলে, পূজাকোৱেৰ বিভিন্ন আতিবিশেৰ
মধ্যে একটা যোগ স্থানিত হয়, সৈকলৰ মদায়গোৱে আৰব-
বিশেৰ অভিবনেৰ ফলে বিভিন্ন জাতিবিশেৰ মধ্যে একটা

কলিক-আধিপতিৰে ঠাইহাস চাৰিয়ে বিভক্ত। (১)
ধৰ্ম-যুগ—।—মেদিনীৰ চাৰিভূজ কুলগতি-অতিৰিক্ত কালিকঃ—
আৰু বেকৰ, ওমাৰ, অথবান, আলি;—ইহায় নৰ-
ধৰ্মৰেৰ প্ৰাদৰ্শনাচাৰ্য ও স্বকীয় মৈষ্ট্ৰীগুলীৰ মেনাপতি।
প্ৰজা কেহই নহে, সকলেই সহশ্ৰী। আৰবমাতাই মৈনিক।

এই কলিক বৃহৎ দিগ্বিজয়ৰ কা঳। তাহাৰ পৰ,
মধ্যন্দেৰ আৰুপত্ৰ ও জামাত আলি, এবং বিশেষী

(১) হৈৱিন ৭২। মহাপৰ. (৭১—১০২)। যোৱা অধিকাৰ
নং০। আৰু বেকৰ (১০২—১০৪), ওমাৰ (১০৪—১০৫)। অধিকাৰ
(১০৮—১০৯), আলি (১০৯—১১০) ধৰ্মনৰেৰ প্ৰেৰণৰ কালিকঃ—
প্ৰক্ৰিয়া (১১০—১১১), কৰ্ম ও কৰ্মসূচিৰ প্ৰেৰণৰ কালিকঃ—
প্ৰক্ৰিয়া (১১১—১১২), বেকৰ ও বেকৰীগুলো (১১২—১১৩)। বেকৰীৰ
অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন। অধিকাৰ (১০৮—১০৯) অভিবনেৰ
সামৰাজ্যীকৰণ পৰিবেশ কৰেন। প্ৰক্ৰিয়া পৰিবেশ (১১০—১১১) অভিবনেৰ
সামৰাজ্যীকৰণ পৰিবেশ কৰেন।

(২) অটোমান-সামাজাৰ—এৰম পুকুৰ সৰ্বীৰ হলেমান ১২২৪
অধিব অভিবনেৰ আমেনিয়া-মেলে আপলক অতিক্ষিণ কৰে। তাহাৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ (১২২—১২৩) পৰিবেশ কৰিবলৈ দিক্ষিত
হইতে একটা আইলিৰ প্ৰাপ হয়। গুমান (১২২—১২৩) হলুজন
মধ্য একজন কৰিল, এই ধাৰা বৰ্ষেৰ অধিবনেৰ পথে পৰিবেশ
কৰিবলৈ দিক্ষিত হয়। অভিবনেৰ (১২৩—১২৪) অভিবনেৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন। অধিকাৰ (১২৪—১২৫) অভিবনেৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন।

মধ্যযুগেৰ ভাৰতীয় ভাষা।

গুমান ধাৰা বৰ্ষেৰ অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন। মেলেমানৰ পৰিবেশেৰ
সামৰাজ্যীকৰণ পথে পৰিবেশ কৰেন।

ওহেইয়ান-শাস্ত্ৰ-বৎশ—এই উভয়েৰ মধ্যে গৃহ-বৃক্ষ। আলি
গৃহ ধাতকেৰ হতে এবং তাৰায় সমস্ত বৎশবৰগল প্ৰকাশ-
ভাবে নিহত হয়।

আৰব-বাটুন্টিৰিৰ যুগ।—মারাসেৰ ওহেইয়ান-বৎশেৰ
কালিকেৱা—মহান্দেৰে শৰকপৰ্কীয়ে কোন এক বৎশেৰ
বৃক্ষপৰগলাগত অধিপতি এবং মুলমানন্দৰেৰে প্ৰতি
উকালীন হিলেন। ক্ৰমাগত বিবৰণিয়েৰ ধাৰা জাঙ্গাৰিতাৰ
হৃষি সৰেৰে, এবং Byzance ও কীৰ্ত্বভাৱাপৰ সৰীৰ-
বিশেৰে প্ৰতিবন্ধে, বৰ্ষাবন্ধেৰে, বালিকলিখিয়েৰ এই বাজানসনপ্ৰণালী
সম্পূৰ্ণকে আৰব-শিদৰণপ্ৰণালীই ছিল।

আৰব-বাটুন্টি বাটুন্টিৰিৰ যুগ।—বাস্তুন্দেৰেৰ
আৰবান-বৎশীয়েৰ কালিকেৱা পাৰামীৰকিমিশেৰ ধাৰা বিশে-
কলে সেবিত হয়। একাধিপতি ও কেশগত শাসনতাৰ
উভয়েৰে বাজানসনেৰে বিশেৰেৰ কলে বিজালি, শিলি ও সাহিত্যেৰ অহুলীন চৰান্দীনৰ
উপনীতি হয়।

অবনমন—।—সাজাৰ যেতে খেতে বিভুত হইয়া পথে।
পেন্দু-শেশ, বৰ্কুৰ ও পেন্দুয়ান-বৎশীয়েৰিয়েৰেৰ রাজাৰ কালে
এবং বৰ্কিপুঁটি, কেৱলে কৰ্তৃতাৰীয়বিশেৰেৰ বাজানসনেৰে
বাধীনীত লাভ কৰে। গজ্জনিৰ মহাবেশ, ইহান্ত ও আক্ৰমণ-
হৃষিৰে অধিপতি হইলেন। সেক্ষেত্ৰ কৰ্তৃতাৰীয়বিশেৰেৰ
আৰুন্দেশি দৰ্শন কৰিল। সকল শাসনকৰ্তাৰ নিঃ
প্ৰদেশে বাধীন হইয়া পড়িল। বাস্তুন্দেৰেৰ কালিকেৱা
কৰ্তৃত আৰ রাখিল না। পৰিশেবে, মোগলিমিশেৰ অভিবনেৰ
কালিকেৱাৰ আধিপত্য অপসারিত হইল। এই বৎশবন্ধেৰেৰ
উপেৰ হইতে বৃহৎসাজাৰ হাপিত হইল—ঐটোমান-সামাজা

ও পাৰস্ত-সাজাৰ। (২)

(২) অটোমান-সামাজাৰ—এৰম পুকুৰ সৰ্বীৰ হলেমান ১২২৪
অধিব অভিবনেৰ আমেনিয়া-মেলে আপলক অতিক্ষিণ কৰে। তাহাৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ (১২২—১২৩) পৰিবেশ কৰিবলৈ দিক্ষিত
হইতে একটা আইলিৰ প্ৰাপ হয়। গুমান (১২২—১২৩) হলুজন
মধ্য একজন কৰিল, এই ধাৰা বৰ্ষেৰ অধিবনেৰ পথে পৰিবেশ
কৰিবলৈ দিক্ষিত হয়। অধিকাৰ (১২৩—১২৪) অভিবনেৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন। প্ৰক্ৰিয়া-বৰ্ষেৰ মেলেমান
(১২৪—১২৫), আলি (১২৫—১২৬) ধাৰা বৰ্ষেৰ অধিবনেৰ পথে পৰিবেশ
কৰিবলৈ দিক্ষিত হয়। অধিকাৰ (১২৬—১২৭) অভিবনেৰ
পুকুৰ অভিবনেৰ পথে পৰিবেশ কৰেন। প্ৰক্ৰিয়া-বৰ্ষেৰ মেলেমান (১২৭—১২৮)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗରେ ସମେ ସମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
ଅଭ୍ୟକ୍ତାର ଜ୍ଞାନବିକାଶ ହିତେ ଲାଗିଲା । ଶୈମିଟକ୍ସଂଥିଯ୍ୟ
ଆବରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକାରୀ ପାର୍ଷିକେନ୍ଦ୍ରୀ—ଉତ୍ତରରେ ଏହି
ଅଭ୍ୟକ୍ତାର ମଂଗଳରେ ମନ୍ତ୍ରମାନ ଶାଚାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି ।

ଇନ୍ଦ୍ରାଣେ ମର୍ମଭାବଟି ପ୍ରଥମତଃ ଓ ଅଧିନତଃ ଧର୍ମର ଭିତର ଦିଆଇ ଆଜ୍ଞାପ୍ରକାଶ କରେ ।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে পারস্যকেরা জোহোরাস্তা-
র্ধপূর্ববঙ্গে ছিল। এই ধর্মে হইতে মুসলম সৌকর্ত হইয়া
থাকে:—একটি মসজিদ, আলোক, অমজ্জন (অহরমজ্জন)
ও অঞ্জাটি অবস্থা, অভিকরণ, (আহরিমান)। শীর-
শহুরের মোগান পরম্পরার রাখা মহসু, দেন্তালিপের সহিত
সমিলিত হইয়াছে। একধর্মে জোতির দ্বেষগম
(অম্বুলান্স); আর একধর্মে, অক্ষকরের দ্বেষগম
(অগ্নে)। অগ্নে আর অষ্ট হইতে মুসল অভিলের মধ্যে
সম্পর্ক চালিতেছে। অর্থমত কর্তৃ ভূজনক কোন ঋগতের
স্থি হইয়ামান তাহার প্রাতুরস্বরূপ আহরিমান, অন্তভ-
ুনক ঋগতের স্থি করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে অর্জন
পূর্ববন্ধনকে রস্তে লইয়া শিশা পুরুষার দেন। এবং
আহরিমান পশ্চিমিকে নরকে লইয়া শিশা পুরুষার প্রদান
করে।

বৰ্তমান মুগের সহজ বা ততোদিক বৎসর মুর্কে
(৩) কোনোভাষার এই ধৰ্ম প্রচার কৰেন। ব্যাবিলন-
পারসীয় এই ধৰ্মকে উভিশৰ্ম কৰে। সাইরিস ইহাকে
বৃন্দ-প্রতিভিত কৰে। গৌকের ইহাকে অবজ্ঞা কৰিব।
পারস্যের ইহার প্রতি উজ্জীবন ছিল sassanides
বাস্তৰকামে ইহা আবশ্য পারস্যকান্দের খাস পৰ্যটকণে
প্রতিভিত কৰে। কিংবা তাহার পুরুষের এই ধৰ্ম ছই প্রকারে
কল্পনৰিত ইহারাও। ভাজানীয়া অমৃত ও আশুমানের
উপরে আন বৰ্ষে উচ্চত দেবতা বীকৰ কৰিবে। আর
তথ্য ইহই পুরুষের দেবতা বীকৰ কৰিবে।

ମେତ୍ର ଦେବତା ତୀରସିଂହ ଅଧୀନ । ମେତ୍ର ଦେବତା—“କର୍ମ-
ପତ୍ର, ୧୯୦୨ ଅମେ ଶିଳ୍ପ-ମତଲାଦୀ ଇଲ୍‌ଗ୍ରେହେମ୍ ଫିଲ୍ କର୍କଟ ପାର୍ଟ୍‌ନେଟ୍‌
ରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ପାର୍ଟ୍‌ନେଟ୍ ଆମ ପ୍ରାଣିମିଳରେ ବୈକୃତ ହେଲା (୧୯୨୨-
୩) । ଫୁଲ୍ ନାରିଶଙ୍କ (୧୯୦୬-୧) । ଅଭିନବ ଯାତ୍ରାଭିରାଟ । ୧୯୫

ହେତୁ କାନ୍ଦଶ୍ଵର-କୁଳେ ଦୂରମାନ ଫୁଲ-ଜାଗରଣ ।
 (୧) Zoroastre—ଶ୍ରୀରତ୍ନାଶା ଶା Zarthushtra : ଆସୁନିକ
 ରତ୍ନ-ଆଶୀର୍ଷ ଶା Zerdusht : ଧର୍ମଶାଖା :—Zendavesta : ଅତୀନ-
 ଶା Zend : ମଧ୍ୟାମ୍ରଗ୍ରହ ଭାଷା-ପଞ୍ଜାବୀ ।

କରଣ୍ଗ” ଅର୍ଥାତ୍—ମହାକାଳ । ଏହି ସାଧାରଣ ଲୋକେରୀ
ଜୀବେର ସୃଷ୍ଟି ଦେବତା ଏକମାତ୍ର ମିଶ୍ରକେଇ (ସ୍ଵର୍ଗ, ଅଧି)
ଅ-ଆଞ୍ଚଳୀ କରିଲେ ଲାଗିଲା ।

ମୁଲମାନଦିଗେର ଦିଗ୍ବିଜୟେ, ଜୋରୋହାତ୍ତାର-ଧର୍ମେର
ନଳିଲା ଶେବ ହଟିଲ । ଅତ୍ୟାଚାର ଉଂପିଡ଼ନେ ପରାଭୃତ
ପାରସ୍ପରୀକ୍ଷା ନରମର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁଣିଲ ।

অসম উপনামকদিগের কক্ষ ওলি উপনিবেশ, কাসপিয়েসের
দলে ও দক্ষিণ-পারতে কোন প্রকারে টিকিয়া রহিল
কক্ষ ওলি অধিউপনাম জুড়াটে চলিয়া গেল।
বাই এখনকার পার্সি। কিন্ত বলের দ্বারা ধৰ্মস্থৰ
করিয়ে বাধ্য হইলেও, পার্সিকেরা আবৃত্তিগের
প্রক্ষেত্রভূমি একেব্রহ্মবাদকে কথনই দীক্ষাক করে নাই।
সম্প্রস্তুত প্রচলিতভাবলৈ মুম্লানানদিগের হইতে
নানিকগে বিজ্ঞান করিয়া উহারা সিন্যানামক এক
নিতিক ও ধৰ্মস্থৰ সম্প্রস্তুত গঠন করিল। একাধিপতি
ন-ত্বরের প্রতি উহাদের আস্তরিক ও ব্রহ্মণা ধাকায়,
যা প্রার্থনা করিল মাহাত্ম মহামুরের বশেই কালিক
প্রত্যক্ষ চিরব্যাপী হয়। ইরাশ, আলি ও তাহার
বিদ্যুতীরিগের অধিকার সমর্থন করিল। পরে

ଉତ୍ତର ଆସନ ଆସାନେ ବା ବିଷ୍ଣୁଯେଗେ ନିହିତ ହିଲ,
ପୌତ୍ରିକଙ୍କାବେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାର୍ଥିତ
ହିଲେ ।

ত হচ্ছে লাগিল । (৫) আলির মৃত্যু-অভ্যন্তর,
মান বীরপুরুষেরা ও পীরগংগারেরও এইজনভাবে
ত হচ্ছে লাগিল । উহাদের সমাজের উপর খড়িমন্দির
ত হইল । আজ্ঞার মৃত্যু ও দেহিক আরোগ্যাতের
শক্তসহ্য যাতী দেখানে শিয়া উপগতি হচ্ছে
ন । সেই সঙ্গে কতকগুলি দর্শকাশ্মণ ও স্থাপিত হইল ।

উচ্চেশ্বর—ধৰ্মপ্রটাৰ। সুমন্দৰনগৰেৰ মহে হৰিশং
তাপস-সম্প্ৰদায় ছিল। ইছারা কঠোৱ তপকৰ্তাৰ
১) অবিদ্যাখণেৰ পৰ্যাবৰ্ত্তী-লোকেৰা যাহাইপৰি খুলুহাতা
আলি দেখে সুন্দৰ হাস ও হোসেন উৎকৃষ্ট একটা বিশে
ণ-পৰ্যাপ্ত আৰম্ভ আৰে। একটা পৰিষেক হাতাৰ কৰিব
ৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইহাকাৰে নৈস সন্মত কৰেৱা বৰিব থাকা
ও শৰীৰৰ আণ্টাক কৰিব থাকে। এই হাসেন হোসেন
ৰ পুত্ৰ শেখুৰ-মাঠোৱাৰ এখনো মৰাব।

; এমন কি উচ্চারণ অসী ও ছবিকার দ্বাৰা। আপগুৰ কেক কল্পনিকত কৰিত। কৈহাতা মোগানলে প্ৰিভিট-ইয়েশু, চৌকুক কৱিতে কৱিতে বা নাচিতে ত মুছিত হইয়া পড়ত। এইকল ঘোষোৱাৰ হইতে গোল স্বদণ্ডোৱেৰ স্পন্দনাক্ষণ উৎপন্ন হইয়েছিল; “পৰ্যটকৰ্মী! বৃক্ষবিদেৱৰ” স্বদণ্ডোৱেৰ শুণ্ধভাবকৰে দুন-নামক আৰু এক সম্পূর্ণ, যাহাতা ইতিবেটে দেখিবলৈৰ উপলক্ষক। এই কৱিতা একজন মৌলি প্ৰকৃতি ও উত্তোলণাত। বিদ্যুতপূৰণৰ মেৰামেৰি ও কৰকণগুলি ক আবহন কৱিয়া আপিল।

নতুন্যাই হইল সমৰ্থ বৰ্ষেৰে ভুলোৱা বাতোৱা বাব ... অসেৱা সমৰ্থ কৰা বৰ্জা। তোমৰ অবৰে একটোৱাৰ আঁ- দেৱ স্বদণ্ডোৱেৰ বৰ্ষ কোনোৱে অধিবৃত। তোমৰ দেৱ ভৌমিক কৰ, তোমৰ প্ৰিভিটি তোমৰ কৱিতে বৰ্ষ কোনোৱে অধিবৃত ... তিনি কি চান? তোমৰ আপোক দানা? এই ক তোমৰ পোৰাৰ বাহিৰ বাহিৰ। তিনি কি চান? তোমৰ স্বৰূপ? এই ক তোমৰ পৰ কৱিতাৰ না। দিবা হাইতে উৎপন্ন একটা স্বেচ্ছামুলক এইকল যত্ন বিহাৰ কৰে ...

এইকল হৃৎসন্দৰ্শকে, অলস্ত বাসনানলে মুট হইয়া এই মৌলীয়া দিবাৰাত্ৰিৰ ভোক উপলক্ষি কৱিতে পৰে না ... প্ৰষ্ঠাৰ মৌলীয়াৰ স্বথকে এখনি তাহাদেৰ অলস্ত আগ্ৰহ যে, হষ্ট গৱণ তাহাদেৰ নিকট বিশুদ্ধপূৰ্ণ। হৃল “বিদ্যুতপূৰণৰ মেৰামেৰি” অপৰিপৰা।

বাসসম্পদের যতগুলি মতবন্ধু আছে তারদেয় স্কুলিং
বৈদ্যুতিগবণই সর্বশক্তিকোষভূমিক। স্কুলিং
র দৈর্ঘ্যগবণই সর্বশক্তিকোষভূমিক। স্কুলিং
র প্রতি উল্লম্বন, ইত্যবরে প্রতি তাহাদের অলঙ
ক্ষণগত; এতো অহৰণ্য যে, বিশ্বাস-প্রতি দৃঢ়
গত; ও তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে; যদি দৈর্ঘ্য তাহা-
কে অন্তকাল ঘষণা দেন, তবুও তাহারা বলিনামে
ই প্রয়োগের বিষয় বলিয়া মনে করে—এইস্কুলিং
র প্রতিক্রিয়া প্রেরণ, স্কুলিং প্রয়োগের প্রতি সমস্ত
ই স্থল করিয়া থাকে। (৫)

ପାରାମର୍ଶକୁ ଦେଖିବାର ଲେଖକ ସାହି ଏହିକଥ ସୁଧି-ମୂର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଣ କରେନ। ଯାଓ ପାଇଁ, ଏହି ଅଧ୍ୟ ବଚ୍ଛିନ୍ନରେ ସଂବାଧ ତାହାର ନିରକ୍ତ ଲଈରେ ଯାଏ ।

(५) ऐक्सिलारेव क्रान्ति समिति कालाइटेन्स ट्रॉफ़िक द्युनां क्रान्ति
पार्पले। कालाइटिक मिट्टीमध्ये दहोरा ये, अस्त्रवाहन विहारावा
वाल्या निवासी होते आणि स्वामी हवां - "आपाचे देव अनेक विहारावा
देवना आहे, आपि एहीप दत्तेश्वर क्रितिवार उपग्रहृत। आपाचे
द्वितीय एवज अनेक शास्त्रावार जड उठते। आपि एहीप विहारा
विहार, अनेक शास्त्रावार जड हवते। आपाचेपांची क्रान्ति
पार्पले आपाचे, ये अस्त्रिकृत पालिंग ताहाकुण गंगे वर्षेव
उत्तम अद्या द्युमन!" (Latter-day pamphlets,
ism.)

ଅନୁବାଦ ଏଇଁ Barbier de Meynard-ଏଇଁ ଫରୀସା ଅନୁବାଦ ।

স্থানে, তোমার কি অন্ত হোতি—কেন না, অবজ্ঞনের কিন্তু
ইতে তোমার জোড়ির বাবা তুমি আশ্রিত পরিষ্কৃত করিছে।

“মানি তুমি কে দে এই অনেকের কথা তুমি বলতেছে? আমি কে? আমি তো কোটি হাতে? এই হাত সর্বান্ধকরণে তোম একান্ত অন্ত হোতি
ও কুকুর।” (১)

M. Barbier de Meynardএর মূল্যবান অনুবাদ ইতে সাবিত
বিশ্বের একে সবচেয়ে উৎসাহিত গৃহীত হলে:—

“একবিংশ শতাব্দী আগুন পিতা হইলে না,—আমি অভিলাম
একান্ত হোতি হোতি আমার এক কথা বলতেছে—আমি আলাম
করিবে এক পক্ষে বাহির আমার পক্ষে বাহিরক; কিন্তু তুমি কি কৃত
ক্ষম এবং মৌলি করিতেছ? হোতি হোতি আমি—আমি
ভজভাবে প্রেরণ, আমার কাম সহজ নয়, ইতে আমি বিবরণ
হইয়াছি,—আম দেখে অবধি দেখেরে কাণ আমি পরিষ্কৃতে বৃক্ষ
হইয়েছি।” মোন্টার্যান এবং কথা বিবরণ করেন পাতুর মুকুট হুকুম
উপর কর্তৃত অঙ্গুলি অঙ্গুলি সুনের করিব; তাহাত পর আরও এই কথা
বলিব—একবিংশ শতাব্দী না—আমের আশ্রিতবর্ণ, না—আমের অবস্থা।
আমার নিখর প্রথম-সুপর্ণেই তুমি প্লাস্ট কর; কিন্তু দেখ আমি, হিঁ
হইয়া পাক এবং সুপর্ণে কুকুর হই। হোতি পরামর্শ পুঁ।” (২)

হোগবন্দস্থকে মূলমান ধৰ্মের সহিত হিন্দুবন্দের দিল
হইতে পারে। সাধি তাহার প্রশংসনী দ্বৈতকে পাইবার জন্য
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাপালী কবি অবসরে দ্বৈতাদ্ধা-
ছেন,—প্রেরণীর তাম দ্বৈতের তাহার দ্বৈতকে অবিকৃত
করিয়াছেন।

বিশ্ববন্দস্থকে পৌছিয়া এই হই ধর্মের সময় হইয়াছে।
আমার ধৰ্মাচারীরা বলিয়াছিল,—শুন হইতে, কিন্তু না
হইতে, দ্বৈত ভগ্ন স্ফুর করিসেন; যোগবন্দীরা ইহা
হইতে সিদ্ধান্ত করিসেন, দ্বৈত আশ্রয়কৃত হইতে অগং
স্ফুর করিয়াছিলেন এবং এইস্থলে তাহার স্ফুর ও অষ্টকে
এক করিয়া দেলিল। মোন্টার্যানে কুমি করিয়ে
প্রার্থনাক্রমে অগ্রস, কৃষ্ণ ও পরিশেষে এগেন হইয়া-
ছিলেন তাহা দ্বৈতাদ্ধা, পরে আরও এই কথা
বলিয়াছেন:—

“আমি এগোলোড উপরে আপনাকে উরোত করিব, সকলেও অগ্রসত
হয়, কিন্তু দ্বৈত কর্তৃত অগ্রসত হয়। এইস্থলেও অভিযোগ করিয়া
আমি এন কৃত হইব যাহা কাহারও ঘূর্ণনের হইবে মা। কিন্তুই
নয়। কিন্তুই নয়। এখন কর, অহংকাৰ বন্ধনে পরিত্বেতে; আমার
সকলেই দ্বৈতের মধ্যে পুনৰূপে করিব।” (৩)

(১) অধ্যাপক Pizzai ইটালীয় অনুবাদ অনুবাদের Storia
della poesia Persiana (p. 314).

(২) (Sure, II, 154) Paul Harnের অর্থাত্ব অনুবাদ,
“Geschichte der persischen Litteratur,” P. 163.

কুমির আর একটি কণিতা দেখ:—

“বৰ্ষ কেন নাম হিল না, আপন কিছিবাবতও হিল না, তখনও
আমি হিলাম। কেনে মাঝ সেই স্থান, সূর্যালিপি হৈল। আমা ইতে
সকল জন নৃকুম কুম নিয়েত হৈল, তখন আমি বিবেকের আবাসন করিলাম।
বখন বেদবন্দির ও মঠাবির মাছিঙ বৰ্ষ না-হিল গুল, তখনও আমি
বিবেক যাবাবিতে গুল করিলাম। বখন কামান শিখে হিল না তুমও
হিল না, তখন আমি আমু কামাক সম্বৰ্ধে করিলাম। আভাবের আভাব
করিয়াছি.....আমি সত্ত সত্ত ও সত্ত দ্বাৰা অভিক্রম করিয়াছি.....আমার
অভজনের মুকুট দ্বৈতকে আমে কৃতিবান; এবং ইহাত জানিতে পারি-
আমি দে তিনি কুমের দামুন, আম কোথাও আসেন না।” (৪)

আম এক হলে এইস্থল আছে:—

“আমিহি সাকা, আমিহি এভান্ত...আমিহি নোকা, আম সেই নোকা-
হৃষ্টকী শেষে আমি...আমিহি শান্ত, আমিহি সামুদ্ৰ, আমিহি পুরুষ, আমিহি
গুৰুত্বে রাজিকালে বাস কৰিব সংবেদ কৰিলাম। তাহার
কাঠে সিংহ, আমিহি বায়, আমিহি দে, এবং মে পাশক মে-
শালায় দেশিকুম বৰ্ষ করিয়া বায়ে, দেই মে পাশক ও আমি। আমিহি
কৌশলুষ, সংকুম-কুম পুতুল-পুতুল।” (৫)

এই প্রকার নভবন্দের সংশ্লিষ্টে হিন্দুবন্দের বেগোবৰ
আমার সূতৰ কৰিয়া আৰাষ হইল। হিন্দু সেই সহয়ে
বৌদ্ধবন্দের অভিস্থল তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে এবং মাহাকৃ-
প্তজ্ঞের বিভূত ও ভূত্য বাপাপৰের মধ্যে আৰাহত হইয়া
পড়িয়াছিল।

বীজোত্তিরিজ্জনাগ ঠাকুর।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

০

আমার প্রত্যাবর্তন।

ইতিনিরাগ গোড় সাহেবে, দাওয়েল সাহেবের প্রত্যির সদে
আমেরিকান মিশনারি রাখাট সাহেবের গির্জার আভিনার
ভিতৰত একটি বাসলার বাস করিতেন। আমি তথাপ
যিক মিলিত হইলে তথা হইতে মোক অভিযুক্ত বাবা
করিলাম। পথিদেশে অক্ষয়মাত্রে খিলিতারি পুলিশের
কাটেন্টেন অবস্থ ও হুবাদার-বেবেরের সদে সাক্ষাৎ হইল।
কাটেন্টেন কোঠুক করিয়া কহিলেন মে “Take care, the
rebels may kill you.” তাহাতে আমি কহিলাম মে

(৬) অধ্যাপক Pezzai ইটালীয় অনুবাদ।

(৭) Divanের Ruckert কৃত অনুবাদ।

৮৭ সংখ্যা]

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

I am quite prepared for that, sir. তথা হইতে

থাকাতে পূর্বালিপিত আজ্ঞায় আজ্ঞায় আজ্ঞা কুক
দেশের সীমা অভিক্রম কৰিয়া চৰুৰ দিদে চীন সীমাবন্ধের
আজ্ঞা মাননীয়ানে উপস্থিত হইলাম। তথাপ যত
চীনের সদে সাক্ষাৎ হইল বেথিয়ান সকলেরই তাবের
পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে বিদেশী মোকের প্রতি ইহাদের
মতো ও ভজতা দৃষ্ট হইত কিন্তু এখন সেই নভতাৰ
পৰিবৰ্তন তাহাদের অভাবে উক্তত তাৰ ধৰণ কৰিয়াছে।

মাননীয়ানে উপস্থিত হইল পূর্বালিপিত মি: ম-ৰ
ষাটকো শাষ্টি রাজিকালে বাস কৰিব সংবেদ কৰিলাম। তাহার
কাঠে সিংহ, আমিহি বায়, আমিহি দে, এবং মে পাশক মে-
শালায় দেশিকুম বৰ্ষ করিয়া বায়ে, দেই মে পাশক ও আমি। আমিহি
কৌশলুষ, সংকুম-কুম পুতুল-পুতুল।” (৬)

এই প্রকার নভবন্দের সংশ্লিষ্টে হিন্দুবন্দের বেগোবৰ
আমার সূতৰ কৰিয়া আৰাষ হইল। হিন্দু সেই সহয়ে
বৌদ্ধবন্দের অভিস্থল তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে এবং মাহাকৃ-
প্তজ্ঞের বিভূত ও ভূত্য বাপাপৰের মধ্যে আৰাহত হইয়া
পড়িয়াছিল। এই বেগোবৰে কুমার কুম কুমিল কুমিল। পোক-
জি এবং কুমার গোলে, তাহাকে কহিলাম, “দেখুন, অং দিনের
মধ্যে চীনাদিগের বাবাহারে কেমন পরিবৰ্তন হইয়াছে।”
কেমন কহিলাম যে তাহার গুৰুত্বে একজন ভাবে কুমার কুম কুমিল।
পোক-জি এবং কুমার গোলে, তাহাকে কহিলাম, “দেখুন, অং দিনের
মধ্যে চীনাদিগের বাবাহারে কেমন পরিবৰ্তন হইয়াছে।”
কেমন কহিলাম যে তাহার গুৰুত্বে একজন ভাবে কুমার কুম কুমিল।
পোক-জি এবং কুমার গোলে, তাহাকে কহিলাম, “দেখুন, অং দিনের
মধ্যে চীনাদিগের বাবাহারে কেমন পরিবৰ্তন হইয়াছে।”
কেমন কহিলাম যে তাহার গুৰুত্বে একজন ভাবে কুমার কুম কুমিল।

লিঙ্কেন-হৈ—ইউনান প্রদেশের সাধারণত জীবেরাম কৰিয়া;
অভিনার। ইনি তাৰ বৎসৰ জাপানে বৃক্ষ শিকা কৰিয়া আসিল
ইউনান-চুশের নৈমিক জিজ্ঞাসায়ে আভাবক হিলেন।
বিশ্বেরে প্রথম। এই অভিনার শাসনকূলী
নিষ্কাশ-ইহাইহে।





চাং-ওয়েনের প্রধান ও সচিবদল।

প্রদেশের রাজধানী। তথাকার জেনেরাল শি, টেকিয়ের বিদ্রোহী সর্দার চাং-ওয়েন-কোয়ানের উপর বড় অসম্ভুত হইয়াছেন, কেননা তিনি সাম জাতীয় কান্সাই হৃভাকে সম্মত সৈঙ্গ সেনাপতি নির্বাচন করিয়াছেন। সাম চীনার উপর কর্তৃত করিবে হই চীনারা সহ করিতে পারিবে না। টেকিয়ে কুস স্থান। কুস স্থান হইয়া সম্মত ইউনান প্রদেশের উপর কর্তৃত করিতে পেলে ইউনানস্থ ও টালিঙুর সৈঙ্গের সঙ্গে টেকিয়ের কান্সাই অনিবার্য হইবে, লোকের এ আশঙ্কা ভিত্তিলৈ নহে।

আবরণ খ্যাতের টেকিয়ে পৌছিলাম। টেকিয়ে পৌছিলাম আবরণ বাড়ীর সবর সবজ বিদ্রোহিগণের সর্দারের আদেশে শেল্মোহরযুক্ত হইয়াছে। তবে আবরণ ছই জন চাক বাড়ীর একটা শুষ্ঠ দৰজা দিয়া ভিতরে যাইত, আসিত।” আমি দৰজা খুলিয়া ভিতরে গেলাম। দেখিলাম আবরণ-কোন স্বয় ছুরি হই নাই। আবরণ দেখিয়া আবরণ পাঢ়াগড়িলা বড় আন্মিত হইল,

তাহার দেন আবরণ পাট্টায় অনেক আশ্রম হইল। কারণ বিগদের সবৰ তাহারা আবরণ বাড়ীতে আশ্রম হইলে অনেকটা নিরাপদ মনে করে।

কান্স আবিদের সহিতে বাড়ীও এ প্রকারে বড় করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ঘরের পার্শ্বে চীন কেরানেদিগের বাড়ীর সমষ্ট মাল বিদ্রোহিগণ অপহরণ করিয়াছে। বিদ্রোহিগণের সমষ্ট সম্পত্তি বিদ্রোহীরা কৃত করিয়া দাঁড়াত, কেবল অতিশ্যামের জন্য একাধি করিতে সাহস পায় নাই। কারণ পূর্ব পূর্ব ঘটনায় বিদ্রোহিগণের চীনগণক্ষেত্রের বহু লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ নিতে হইয়াছে। যাহারা ধারণ কোকার মাল অপসৃত হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ প্রাচণ কি দশগুণ দিতে হয়। এই কারণে চীনারা এবর বড় সতক হইয়াছে। বিদ্রোহের সম্পত্তির গুরি সম্মত স্থান দেখাইয়া দিলাম। সাহেবগণের ধারণা ছিল যে সমষ্ট ফেলিয়া গেলে চীনারা নিশ্চয়ই জুট করিবে এবং তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ লইবেন। কিন্তু



চীন সর্কারের প্রধান প্রতিনিধি।

লিঙ্কেন-ই-সৌন অগ্রণ অবস্থা স্বীকৃতে পারিলেন।

এবার এবিষয়ে তাহারা বড় নিরাশ হইয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে আমিও দেন নিরাশ হইয়া তাহার নহে। বড় বকম একটা দারু করিয়ার স্থোগ চলিয়া গেল।

আবরণ কান্সাই হৃভার কথা।

টেকিয়ে আবিদ দেখি রাত্তা ঘাট হট বাজার আবরণ গোকুশু। ঝৌলোক ও বালক বালিকা আবরণ দেখা যায় না।

কেবল দৈনন্দিনই বেশির ভাগে দৃষ্ট হয়। যাহারা প্লায়েন করে নাই বা যাহাদের প্লায়েনের হান নাই, তাহারা বিবা হাতি অশাস্ত্রে কাটাইতেছে। এক এক দিন এক এক প্রকার গুরু। কেন কেন ওজবের মূলে কেন সঞ্চাই নাই। “আবরণ আসিদ্বাৰ কৰেকৰিন পুৰু কান্সাই হৃভা ও সৰ্দীৰ চাং-ওয়েন-কোয়ানেৰ মধ্যে এত বনাস্তৱ উপস্থিত হইয়াছে যে উভয়ের সৈজাই পৰস্পৰ লজাই কৰিবাৰ জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সংবাদে ছই রাতি লোকে ভয়ে উৎবেগে কাটাইয়াছে যে কোন সহজ নক হয়। কারণ অসুস্থকানে আনিলাম যে টালিঙু হইতে কান্সাই হৃভাৰ নিকট এক টেলিগ্ৰাম আপিলাইল তাহার মৰ্য এই যে “তেমার রাতা শীৰ শীৰ পৰিকল্পন কৰ।” টেলিগ্ৰাফ আকিসে পৌছিয়ে তথাকার সিঙ্গলেন তাহা পোনে নিরোহী-সৰদারকে দেখিয়ে। সৰদার চাং তাহা দেখিয়া অভ্যন্ত কুক হইলেন এবং মনে মনে টিক কৰিলেন যে হৃভা তাঙ-কেই-সৌন সুখি বৰষয় কৰিয়া তাহাকে হত্যা কৰিয়া সমষ্ট কৃষ্ণ নিজে লইতে মানস কৰিয়াছেন। তাই তিনিই হৃভাকে আক্ৰমণ কৰিয়া দেন এই আবোজন হইল। সুতা শুনিতে পাইয়া তাবিনে যে ব্যাপক-ব্যাপার দানা কি? তিনি অতি বিদ্রোহী হইয়া কান্স অচুলকান কৰিলেন এবং যখন কেন মৌখাংগলক উক্ত টেলিগ্ৰাফ তাহাকে দেখাইল তখন তিনি কৰিলেন যে তিনি উহুৰ কৃষ্ণ জানেন না। কেনে যজি চাং-ওয়েন-কোয়ানেৰ সম্মে তাহার বিবাহ বাধাইয়া উভয়কেই নষ্ট কৰিবাৰ জন্য এই কৱনন কৰিয়াছে। যাত্রিক ও তাহাই। টালিঙু হইতে চাং-এর কেনে শক্ত এই প্রকাৰ কৰিয়াছিল। অবশেষে দুই জনেৰ বিবাহ মিটিল কিন্তু মনেৰ মিল-জ্ঞান হইল না।

সুতা তাঙ-কেই-সৌন আগন অবস্থা স্বীকৃতে পারিলেন। চীনাদেৰ সম্মে এক মিল হইয়া তিনি দেশেৰ মধ্যেৰ চেষ্টা কৰিয়াছিলেন কিন্তু চীনারা সে প্ৰতিকৰণ লোক নহে। তাহারা সামান্যিগে অহুমত পাই মনে কৰিয়া থুথি কৰে। এ বিষয়ে সামান্যিগের অবস্থা কৰক আবিদেৰ মত। স্বাধীন পাইত ও অধীন পাইতে মে অভ্যন্ত তাহা এখানেও বৰ্তমান। এই কাৰণ বশত: চীনা সৈজ সকলেই সান হৃভাক অধীনে চাকৰী কৰিতে অনিষ্ট অক্ষয়

କରିଯାଇଛି । ଏହି କାରଣରେ ତାଓ-କେଟେ-ଗୌତ୍ମନ୍ତକୁ ମରାନ୍ତର ଚାଂ-ଏ ଅବୀନ ହିଲ୍ଲା ବିଜୀତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କେ ଏଥାନେ ଥାକିଲେ ହିଲେ । ତାହାର ନାମ ମାତ୍ର, ତାହାର କୋନ କମର୍ତ୍ତାରେ ରହିଲା ନା । କିନ୍ତୁ ଧରିଲେ ଗେଲେ ଏହି ବିଜୋହର ଆମିତେ କାହାରେ ରୁହା । ତାହାର ଆମାଦେଇ ବଢ଼ ମହିଳା ହୁଯ । ଚାଂ-ଏ ଘେର-କୋଣାନ୍ତକୁ କାହାରେ ପିଲା ରହିଲା କରିବିଲେ । ବିଜୋହର ହିଲେ ପିଲା ପୂର୍ବ ଚାଂ ତଥାର ଗିରା ସମସ୍ତ ଟିକ କରିବା ଆମନ । ବିଜୋହର ଗର ଭାକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନ ନେହୁତ ଦିବେନ ଉପରେ ଆଖିଲେ ପିଲା ତଥେ ଏଥାନେ ଆମିରାଜିହେନ । ଏବଂ ଏହି ଆଖିଲେ ଉପର ନିର୍ଭର କରିଯାଇ ବୋଲି କରିଯାଇଛି ଏହି କରିଯାଇଛି ମେ ତିନି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁକୁ ଦେବାନାଙ୍କ ଭାଗି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏହିଜେନ । ଏହିଜେନ ମରାନ୍ତର ଚାଂ କାହାରେ ରୁହାର ମତ ଏକଜଳ ନୟ ଧରିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅତିଗିନ୍ତିଶାଳୀ ବଡ଼ ଅମିଦାରେର ମହିଳା ଓ ମହାରୁତି ପାଇସାର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପ ହିଲ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ

তাহাতে ফল ও পাইয়াছিলেন। কেননা বিজোহের পূর্বে চাঁচ একজন নগ্যা লোক ছিলেন। আমার এখামে কথনে আসিলে সাধুত্ব লোকের সঙ্গে দে একের বাস্থাত্ব করিতাম, ইতো সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার করিবাই। কোন একটা বিদ্যার শক্তিপূর্ণ বিদে ইতো চাঁচ-এর কেনে ক্ষমতা ছিল না। কাহাত হতাম নামের শক্তি অনেক ফল ফলিয়াছিল। এবিকে অঙ্গুষ্ঠ স্থানে স্থানে বিদ্যারিহিষের সঙ্গে ঘোগ্যান মন নাই। তাহার এগাম প্রিপেক্ষের খালিক আগাম আগাম এলাকা প্রকল্প স্বরূপে করিয়া অবস্থিতি করিয়ে ছিলেন। এমতভবস্থায় কালীয় স্থান আগাম জাতীয় আজৈয় স্থানে হইতে বিভিন্ন ইতো চীনদিগের সঙ্গে যোগ দিয়ে তেজবিতা ও যদেশ-শ্রেণের পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু চীনদিগের কাহো তাহার মনে আঘাত লাগিল, শেষে তিনি তাহার দ্রু ব্যবিতে পারিলেন।

ଆমରା ଦେଖିଲାମ ଟେଲିଭି ପୋଛି, ମେଇଦିନ ପଥେ କାହାଇ ଭୁଲାର ପକ୍ଷ ଆଜା ତା-ଓ-ବେଳେ-ଆଜି, ତାହାର ପୁରୁ ଓ ଭ୍ରାତୁମନୀମହ ଅନେକଗଲି ରାଇଫଲଦାରୀ ମାନ ଦୈତ୍ୟ ପରିବେଳିଟ ଇହାଙ୍କ ଟେଲିଭି ସାଇତେଛିଲେନ । ତାହାର ଆମରା ପୂର୍ବପରିଚିତ, ତାହାରେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟେ ଆଳାପ

ଲୋକେର ଅବଶ୍ୱାର ପାରବନ୍ତି ।

বিহোরে প্র হইতেই বহু লোকের অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যত অলস, ডুর্যোগ, জুয়াবাজি, আফিংথারের লোক দৈনন্দিনে ভর্তি হইয়াছে। তাহাদের বেতন ৬ টেলু বা ১৩ টাকা করিয়া মাসিক হিসাবে

৪ৰ্থ সংখ্যা ।



ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଧାନ ମେନାପତି ।

ଚୌନେ ରାତ୍ରିବିଳିବ

বেসকল আগ্রাম ভুট্টোলাৰকে পুৰুষ কেহ গ্ৰাহণ কৰিবল না, তাহাৱা দিবেৰী সৱলুবৰেৰ অৰুণ্ধে এবং অধীনে নানা প্ৰকাৰ চাকৰীতে নিযৃৎ হইয়াছে। কেহ কেহ সৈনিক কৰ্মজৰী, মেছ কেহ কেৱলী, কেহ কেহ মালিছেটোৱা বা পুলুন কথাজোৰীপঞ্চ নিযৃৎ হইয়া নানা ধৰণে প্ৰেৰিত হইয়াছে। সৱলুবৰী আফিস আমালত স্লটেৰ অৰ্থে কেহ কেহ দৰ্মা হইয়াছে। কেহ কেহ নিজেৰ অৰ্থ অপৰ্যন্ত বৰাবৰ একেবাৰে গৱৰণ হইয়া পড়িয়াছে। সৰুন সৈন্যেৰ বৰ্য বহুদেৱ অজ সদাগৰ ও অজাগৰেৰ নিকট হইতে বহু অৰ্থ জোৰ কৰিয়া আগন্ত কৰা হইয়াছিল।

পরিচ্ছদের পরিবর্তন।

সর্বোচ্চ মাধ্যম দেখি কাটার বড় দূর পদ্ধতি গৈল।
সরদার চাঁ ঘোষণা করিলেন যে পনরবিনের মধ্যে
যে মাধ্যম দেখি না কাটিবে তাহ'কে বিশেষ শাস্তি
দেওয়া হইবে। শাস্তির পরও যে তাহা মাধ্যম রাখিবে
তখন তাহার শিরশঙ্খ করা হইবে। স্তুতৰং ২৬০
বৎসর পূর্বে বিজয়ী মাঝ সভাটোর আদেশে বহু জুলুমে
যে দেখি চৌমার মাধ্যম স্থল হইয়াছিল, আর বিদ্যোত্তী
সরদারবিনগের আদেশে সেই প্রকার জুলুমের সহিত
লোকের মতো হইতে তাহা অপস্থত হইয়ে লাগিল।
মাঝ পঞ্চমেষ্টের আমলে মাধ্যম দেখি না রাখিলে বিদ্যোত্তী
মনে করিয়া তাহার শিরশঙ্খ করা হইত। একজন নীরীয়
অজ গোল্যাবিশিষ্ট অতি অনিচ্ছাৰ সহিত অতি বলে বিক্রিত
দেখি কাটিয়া আক্ষেপ করিয়ে লাগিল। যাহার কিভিং
আপস্থিত করিল অমনি তাহারের পশ্চাদ্যেনে পুলিশ ২০০
ছুটিশব্দৰ একখণি কৃত দক্ষার ঘৰা আগত কৰিলে
চৰ্ম ও মাস দমিত করিয়ে লাগিল। যেনে আঢ়াপের
উপরোক্ত, দৈবক্ষণে টিকি, চীনাদের টিকিও সেই প্রকার
পরিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; যদিও প্রকৃত পক্ষে ইহা
পৰাধীনতাৰ ছিল বলিয়াই অথবে অৱস্থিত হইয়াছিল।

বিদ্রোহের পর এখনকাংক্র সৈঙ্গ ও সিভিল কর্মচারি-
গণ কিছিমের জল মাথার নীলবর্ণের পামড়ি ব্যবহার
করিতে আগিল। পরে ক্রমে পোষাকের পরিবর্তন মৃত-
হইতে লাগিল। একমাস মধ্যে সৈঙ্গদের পোষাক

আৰাৰ মুন্ত আকাৰ ধৰণ কৰিব। মাথায় জাপানী ধৰণের টুপি, গায়ে ছোট কেটি, পায়ে পাঞ্চালা, পাটি, এবং ঝুঁট। সহজে এক আস্তানিতে পটি দাবা কোনু শ্ৰেণীৰ দৈছ তাৰা চৰ্তু কৰা হইল। যেমন পটেন্টেৰ নাথক, হালিলাৰ, জমালাৰ, সুভাবাৰ সেইসত্ত্বেও ইহাদেৱ লিপাহিগ্ৰে উপৰহ কৰ্ষচাৰীৰ পদক্ষেপ স্থই হইল। ইহা পূৰ্বেও ছিল কিন্তু এখন মুন্ত ধৰণেৰ হইল। নাৰাক হালিলাৰৰ ধৰণেৰ বিদেশী পটেন্টে বিৰাম বা তৰবাৰ নাই কিন্তু চীন দৈছেৰ উপৰহ যত কৰ্ষচাৰী সকলেই কৰিব তুলাইৰা সৰকাৰী কৈল। ইহাৰ উপৰ জাহাহেৰ বালাণী-ধৰণেৰ বা নৈ দৈছেৰ বড় বৰ্ষ পিলতেন হইল সাবি বেতাম মুক্ত কাণ্ঠো ভোতাৰকোটি প্ৰত্যক্ষে অৱে শোভিত হইল। আগত, সেন্টেন্টৰ ও অক্টোবৰৰ ইহাম এত অৱ সময়েৰ মধ্যে এত কোটেজ আমদানি কোথা হইতে হইল। এ সমষ্টই পূৰ্বতন কেটি। বৎসৱাকে পটেন্টেৰ বা আহাজেৰ গোৱা-ধৰণেৰ পুৰ্বতন কেটি যত নিলাম হয় তাহাটো বেথে কৰি দৰিদ্ৰ কৰিব। চীনা সদাগৰণম নামা দেশ হইতে এদেশে চালান দিবাছে।

এবাৰ যত বকদেৱ গোৱাক পৰা সৈত দেৱিলাম পূৰ্বেৰ কখনো দেশে দেখি নাই। নিয়ে তিনি তিনি শ্ৰেণীৰ সৈতেৰ ভিন্ন ধৰণেৰ পৰিচ্ছেদেৰ তালিকা গ্ৰহণ হইল।

১। হাওপিন—শানাই বা বিউগল বাঢ়কৰ। শীত-বৰ্ষেৰ পৰিচ্ছেদ ও টুপি। পিন মানে দেপাই বাবৈ দৈছে।

২। কু-পিন—মৰকে কুঁফুঁ উকাই। ইহাৰ কোনু কৰ্ষচাৰীকে অভ্যন্তৰ কৰিবা আনে বা সমে গিয়া অভ্যন্তৰ পৌছাইৰা দেয়।

৩। ছেঙ্গ-পিন—মাথায় জাপানি ধৰণেৰ দৈনিক টুপি। ইহাৰ লজাই কৰে।

৪। ম-পিন—অখৰেহোই দৈনিক মুক্ত। ইহাৰ মাথাৰ গাঁথুণি ব্যবহাৰ কৰে, টুপি পৰিচ্ছ থাকে।

৫। চিন পিন—কৰ্ষচাৰীৰ ধৰণেৰ আৰাদালিঙ্গে থাকে। ইহাদেৱ পৰিচ্ছেদ সালবৰ্ষেৰ কথা।

৬। ওৰে-টেকে-পিন—দৈনিকায়েৰ শৰীৰৰ বক্ষক—ভৱেন্টেট রেৱে ইউনিফৰম।



ৰাষ্ট্ৰবিহুৰ পূৰ্বে চীন কৰ্ষচাৰীৰ পাইৰী ডিজাৰা ঘোৱা যাবা।

এই ত গেলে মোটামুটি সৈত ও দৈনিক কৰ্ষচাৰীৰ ধৰণেৰ কথা। এখন সিভিল কৰ্ষচাৰীৰ ও অজাসাধাৰণেৰ পৰিচ্ছে

৪ৰ্থ সংখ্যা]

চীনেৰ রাষ্ট্ৰবিহুৰ

৩৭৩

পৰিবৰ্তনেৰ কথা উল্লেখ কৰিব। সিভিল কৰ্ষচাৰীৰ ধৰণেৰ আৰ পূৰ্বেৰ অৰ্কাজমকৰিন্তি লম্বা চোখা, মূলাবন বৰ্ষ বৰ্ষত বড় কেটি, সৰ্প ও ইৰক ঘৰি উকিলকৰ্তৃ মুক্ত, মোতি ও নানা মূলাবন প্ৰত্ৰেৰ মালা পড়িত নাই। এসময়ই পৰিবৰ্তন হইতেছে। এই প্ৰকাৰ মূলাবন পৰিচ্ছেদেৰ বাবহাৰ উত্তিশ্য বাবহাৰ সময় চীন মধ্যে কেটি কেটি টুকু টুকু দ্বাৰা অৰ্বাৰ্দ্দ হইয়াছে। তাৰে বকলেৰ কথা এই যে তোহাৰা সততই কপটা কৰিব। আগন কাৰ্যামিকিৰ চেষ্টা কৰিব। আগন কাৰ্যামিকিৰ চেষ্টা কৰিব।



চীনেৰ বিদেশী কন্দাল বা কলিন্দারেৰ পাইৰা।

চীনেৰ উচ্চ কৰ্ষচাৰিগণ এখন ধৰণ অৰ্থাৱেৰে কন্দাল ও কলিন্দার ধৰণে সাক্ষাৎ কৰিবে আসিল, তখন ইহাবৰ্ষেও এখন পাইৰা চাড়ি চীনকৰ্ষচাৰিগণেৰ সাক্ষাৎ কৰিবে একটু মৰুচৰ বাবহাৰ কৰিবে হইতেছে। তাৰে তোহাৰেৰ পাইৰা চাড়ি বাবহাৰ হইতেছে। এবাৰ এই অকলে লক লক টুপি বাবহাৰ কৰিব। একদল লোকে বেশ লকজনক বাবনা কৰিবাছে। কৰ্ষচাৰিগণ মাথাৰ টুপি হইতে পাৰে বট পৰ্যাপ্ত সমত পৰিচ্ছে বিদেশী ধৰণেৰ পৰিচ্ছান কৰিবে আৰম্ভ কৰিবাছে। মৈশী দেশী লাগাম আৰ বাবহাৰ হয় না। ইহালৈ কেটি, মেকটাই, কলাস, মস্তানা প্ৰতি অনেকেৰ নিতা বাবহাৰ পৰিচ্ছে হইয়াছে। চীনাদেৱ বৰ্ষ প্ৰকাৰী বলিয়া ইংৰেজী পৰিচ্ছে পৰিচ্ছান কৰিবে সহসা হাইটোলোগী বলিয়া বেথে বহ। বিলাতি ধৰণেৰ টুপিৰ প্ৰতি দেশৰেৰ দেশম কোলো পৰিচ্ছে তাৰা একটো মুক্তষ থাৰা বুঝাবিৰ। আমাৰ বাটাৰ পাৰ্শৰে এক বাকাতে বিবাহ হৈ। সেই বিবাহে আমাৰ ভৰ্ত্যগণেৰ আহাৰেৰ নিময়ল ছিল। ছই অন ভৰ্তা কিমুতী নিময়লেৰ মৰণিলে যাইতে রায়ি হইল না, কেননা তাৰাদেৱ বিলাতি ধৰণেৰ টুপি ছিল না। সাবেক টুপি পৰিচ্ছা মৰণিলে যাইতে লজা বেথ কৰিব। অবশ্যে আমাৰ ছইটা টুপি ধৰি কৰিব। তাৰাহাৰ আৰাই মাথাৰ দিয়া তাৰে নিময়ল রক্ষা কৰিব।

এই রাষ্ট্ৰবিহুৰ-ঘটিত পৰিচ্ছেদ-বিহুৰে ইউৱেৰোপী

ধৰ্মবিহুৰ

ইহা অতীব বিশ্ববৰ্জন বাপোৱা যে এত বড় একটা প্ৰাচীন কুংফু়াগৰণৰ ক্ৰষ্ণগীল জাতিৰ ধৰ্মৰ পৰিবৰ্তন



তাহাকারের পূর্বের চীন ভদ্রলোকের পরিচয়
ঝৈকালী টপি ও বেঁধি।

চীন মন্দিরের সরকার কর্তৃক সুইত।

এত সহর এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। ইহাদের এই পরিবর্তনের সিদ্ধা চিত্তা করিয়া আমাৰিগেৰ নিজেৰ সমাজিক ও ধৰ্মৰ অবস্থাৰ সঙ্গে যথন তুলনা কৰি তথন লজ্জাৰ মষ্টক অবনত কৰিতে হৈ। আৰু আমাৰ দেক্ষণত বৎসৱৰ অধিকালৰ ইতেজোৱ অধীন থাকিয়া, ইতেজোৱ শিক্ষা পাইয়া যাও কৰিতে সমৰ্থ হইলুম না, চীনাৰা তাহা অতি সহৰ সম্পৰ্ক কৰিল। এতক্ষণ পঢ়ে চীনাৰা আৰিকার কৰিয়াছে যে মন্দিৰৰ বৰ্ত দেবৰূপতি তাহাৰ পেটে কেৱল বৰ্ণ খড় কৰি আজ কিছুই নাই। এই বৰ্ণ খড় ও মাটীৰ নির্নিত দেখে কি কৰিয়া দেখে থাকিতে পারে? সে প্ৰকাৰ কৰিবা কৰু কেবল মূৰ্তিৰ পৰিচাক। এই কাৰণে তাহাৰ অনেক মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভাসিয়া ফেলিছে।



তাহাকারেৰ পূর্বে চীন ভদ্রলোকেৰ পৰিচয়
ও ঝৈকালীৰ নিয়মগ্ৰন্থ।

তৎ চীনাল সৰকার কৰ্তৃক সুইত।

কোন কোন দেশমন্দিৰকে মূর্তিৰূপ আনৰজন্ম হইতে মুক্ত কৰিয়া তাৰা তাতেৰ আয়োজন কৰিয়া কৃত বৃন্তি আৱৰণ কৰিয়াছ যাহাতে ভাতোঁ উচ্চতি হৈ। কোন কোন হলেৰ দেশমন্দিৰৰ মূর্তি বৰ্ণিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদেৰ আৰু মাটোকে পূজা কৰে না। সেদিন চৰকালৰ চিৰপূজা দেবৰূপতিৰ সকল আৰিয়া দেলিয়াছে, কোন কোন মূর্তিৰ পেটেৰ মধ্যে বৰ্ণ ও বোঁগাপত্ৰ পাওয়া যাবোৱাৰ সোৱাইগ্ৰহ ধননোটে অস্তগত মূর্তি ও আগদেৰ সহিত চৰ্চ কৰিতে আৰুৰ কৰিয়া। এক একটা দেৱমন্দিৰ অতিশ্য একাও; কত লক্ষ লক্ষ টাকা সেই সকল মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিতে ব্যয় হইয়াছে। মূর্তিৰ কত শিৰকেৰিশে

৪৪ সংখ্যা]

চীনে রাষ্ট্ৰবিপ্লব

নিৰ্বিত। এখন পৰিবৰ্তক হইতেছে। সেদিন এক প্ৰাসৰ্ক বৃক্ষসূৰ্যৰ দেখিবে গিয়াছিলাম। মন্দিৰটা পৰ্যন্তেৰ গাছে নিৰ্বিত। ইচোৱ নিৰ্মাণকৌশলেৰ সঙ্গে আভাবিক মৃঢ় বিন্দিত হইয়া এক অপুৰু শোভা সম্পূৰ্ণ কৰিয়াছে। সেই মন্দিৰে এক হো-সাং বা পুৰোহিত থাকেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা কৰিলাম যে “মন্দিৰৰ এখন এখন আম ছাড়া ছাড়া কোৰ কেন?” তাহাতে তিনি কহিলেন যে “এখন আৰ এখনে কেহ পূজা কৰিতে আসে না।” এইজুল প্ৰাপ প্ৰাপ সকল মন্দিৰৰ দশ হইয়াছে।

পূৰ্ব প্ৰামাণীৰ কোন কোন প্ৰবেশ উৱেখ কৰিয়াছিলাম যে “চীনাৰ দস্তোবস্তু” বা ভৰ্তীয় মাসিক উৎসৱে “মদাঙ্গাৰ বৰ্ষতৰবাটী যাতা” উপলক্ষ্যে কত ধূমদাঙ্গাৰ সহিত পূজা মিছিল বাহিৰ হইত, শৰৎকালে রাজক্ষমতাৰিগণ মন্দিৰে গিয়া লক্ষ্মীদেৱীৰ বা কলেৱৰ দেৱতাকে পূজা দিতেন, সে সকল কোৰ এখন নাই। তাহা এখন অভিত হটিলোৱ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে আমাৰ দেশশ্বাসীনিগকে একবাৰ জিজ্ঞাসা কৰিতে হৈছা হৈব যে আমাৰিগেৰ দৰ্শনৰ নামা আৰুজনাঞ্জলি দূৰে নিষ্ক্ৰিপ কৰিয়া দিলু ধৰ্মকে একবাৰ পৰিবৰ্ত কৰু উচিত নয় কি? বাস্তুনিকই সভ্য সমাজে একত্ব লক্ষা পাইতে হৈ। এই কৰিয়েই আমাৰ “হিদেন” বা “আইডলোগী” আৰু পাইবাৰ মোগা। আমাৰ যে হৈতেও উপনিষেশ সকল হইতে তাৰিত হই, ইহা তাহার বৰ কাৰণেৰ মধ্যে একটা কাশৰ বলিয়া দেখে হৈ। চীন দেশে যে এত শীঘ্ৰ ধৰ্ম ও সমাজেৰ এত পৰিবৰ্তন ঘটিয়াছে সে অনেকটা তৰবাৰিৰ কোৱে। কাৰণ দলপতিগণ বৰ্থন বাহা ঘোষা কৰিবেন গোৱাদাৰগণকে তাহা মানিতে হৈবে। যে বিবৰক্তচৰণ কৰিবে তাহাকে বিজোৱী মনে কৰিয়া শিৰশেৰে যাবাহা কৰা হৈবে। আমাৰিগেৰ মানসিক ও মনৈকত বলেৰ বাহা কাৰ্যা কৰিতে হৈবে। সেই জষ জৰীয় নবা শিক্ষিত মূৰ্বকণিগকে অহৰোণ কৰি তোহার মেন আপনান আপন মৃহে মৎসহোনৰ সহিত এই একাক সংস্কাৰকৰ্যৰে জৰী হৈ। অথবা সভাসমিতি কৰিয়া আনন্দলনৰ দ্বাৰা আৰুজনাঞ্জলি দূৰে কৰেন। তাহা হইলে তাহারেৰ দেখাদেৰি অপৰ সাধাৰণ



ৰাষ্ট্ৰবিপ্লবেৰ পূৰ্বেৰ চীন মাওনিৰেৰ পৰিচয়, শিৰোভূষণ—
হাতে চীনা হকা ও অলং পাহাত।

ভা: চীনাল সৰকার কৰ্তৃক সুইত।

পোকে তাহাদেৰ পৰিবৰ্তনৰ কৰিবে। আমি আজ এই কথকে কৰিয়ে কৰা। এমন কৰিয়া লিখিতেছি তাহার কাৰণ মূৰ্মেশে ৬০০০ হুট উচ্চ পাহাড়েৰ উপৰ সেৱিয়া দূৰে থাকিয়া দেশেৰ অবস্থা বেনম স্পষ্টভাৱে উপস্থিতি হৈ, দেশে থাকিলে তাৰুপ দেখে হৈব না।

সমাজবিপ্লব।

সমগ্ৰ চীন সাম্রাজ্যে জীৱিকাৰ প্ৰবল আক্ৰান্তি অহিয়াছে, এবং বহু বালিকা-ভিজালয় খালিপ্ত হইতেছে, তাহা পূৰ্বে উৱেখ কৰিয়াছি। পূৰ্বেৰ পৰিচয়েৰ যে পৰিবৰ্তন ঘটিয়াছে তাহাও লিখিয়াছি। বালিকা-ভিজেৰ দেবমন্দিৰ দীৰে মৃত হইতেছে। পূৰ্বেৰ মাঘাৰ টিকিৰ পৰিবৰ্তে মৃদে গোপেৰ স্থষ্টি হইতে



রাষ্ট্রবিমুক্তের পরে চীন জাতীয় প্রজাত্মক ও দিদেশী শিরোহৃষি।
ডাঃ যাইলাল সরকার কর্তৃক মুক্ত হন।

আরম্ভ হইয়াছে। মাঝু গবর্নেমেন্টের সময় চারিশ বৎসর বয়সের নিম্নে পাড়ি গোপ রাখার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এইক্ষণ বিংশ বৎসরের মুক্তগণ গোপ করিবার নিয়ম দিতেছে। যুদ্ধে গোপ মাধায় টেকি, বিদেশী-পরিচালনপ্রতিষ্ঠিত কোন মাধায় শুধুকে হাঁটা চীন বলিয়া ক্রিয়া করিবার সাধা এখন আর কাহারও নাই।

গত জাহুয়ারী মাসে হুন-ইঝাট-সেনের প্রিলিয়ান দ্বারা আদেশ করা হইয়াছিল যে চীন দেশের সর্বত্তী জাহুয়ারী মাস হইতে বৎসর খণ্ডনার চলন হইয়াছে। চীন দেশের নববর্ষ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রায় মাদ্যাবধি আরম্ভ হয়। কিন্তু হাঁটা জাহুয়ারী প্রথমভাবে চীন রাষ্ট্রবিমুক্তকাৰি-গুৰুৰের নববর্ষের উৎসবের আয়োজন হইল। পৰম্পরারে

লিউ-ই-পিয়াও—হেয়ো—সেনাইওঁ নামক বিখ্যাত আড়তের মালিক।

মধ্যে গ্রীতিসন্তান প্রচুর দেবিয়া আশ্চর্যবিত হইয়া কারণ অহমদুন করিয়া মাথা ব্যাপার জানিলাম;—চীনে গ্রীষ্ম নববর্ষ হইল অধৰ্ম ১৩ জাহুয়ারী হইতে চীন নববর্ষ পঞ্চমা করা হইবে। কিন্তু ঘন জীৱাপ ১২১২, অখ্য চীন সন ৪৫০০ বৎসর বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অতুরাং তৰিয়তে ৪৫০০ বৎসর হইতে সনের দিপাৰ চলিবে। নৃতন গবর্নেমেন্টের পুলি,

৪৮৭ সংখ্যা]

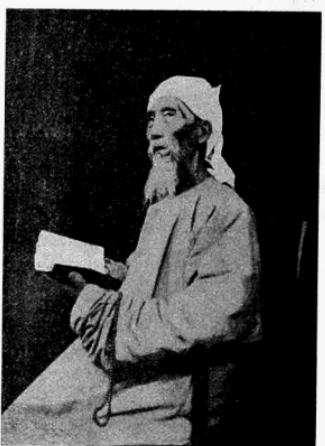
চীনে রাষ্ট্রবিপ্রব

সৈতে ও কৰ্মচারিগণ জাহুয়ারী মাসেই নববর্ষের উৎসব মাস কৰিবাছে, কিন্তু প্রচান্দাধীন তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহার আধাৰ ভাড়াৰ নববর্ষ পালন কৰায় একবৰ্ষে দুইটা নববর্ষের উৎসব হইল। তবে পূৰ্বে পূৰ্বে বৎসর সর্বিসাধারণের নববর্ষে যে একোৱা আহোম আজলাদ ও তামশা হইত এবাৰ তাহার আৱ কিছুই দেখা যায় নাই। এবাৰ নববর্ষে বা বিবাহাদি উপলক্ষ্যে পটকা গোড়ানৰ শব্দও তুমা যাব নাই। পূৰ্বে বিবাহারিতি পটকাৰ আওজাবে কৰ বদিৰ হইত। এবাৰ ঘোষণা হৰা পটকা গোড়ান রহিত হইয়াছে। ইহা দ্বাৰা হাজাৰ টাকা বাঢ়ি গৈল। আৰুৰ বাড়ীৰ পৰ্বেৰ বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে ৬০, টাকাৰ পটকা গোড়ান হইয়াছিল। সেইসকল পটকাৰ শব্দ বোধেৰ আওজাবে মত। যত দোকান এই বৃক্ষ আহোমে বাছিত হইত তাহা একমে বস্বেৰ সকলৰ অজ্ঞ বাবদৰ্ত হইয়া।

বিবাহে পূৰ্বে ঢেল বা কাড়া বাজিত, এখন তাহাতে উঠিয়া পিয়াহে। এখন অনেক আৰম্ভিক সেলাম কৰিবে হইলে মাধার টুপি তুলিবা সেলাম কৰে এবং স্বামী লোকে অগ্ৰমেন কৰকৰ্ম্ম কৰিবে আৰম্ভ কৰিবাছে। বিবাহেৰ পূৰ্বে হই হাত স্বীকৃত কৰিয়া অৱস্থাত ভাবে অভিবান কৰিবার নিয়ম হই।

এখন চীনাবেৰ সহযোৗি ধৰণে আৰুৰ কৰিবার স্থান হইয়াছে। গত জাহুয়ারী মাসে একজন কৰ্মচাৰী সৱার চাঁ প্ৰচুৰতকে ভোজ দিলেন। মেইজুত আৰুৰ নিকটে কাঁটা চামচ ও পেট প্ৰচুৰত সৱারাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

১। লিউ-ই-পিয়াওৰ কথা—এখনকাৰ হোয়া-সেন-ইঝং নামক বিবাহত আড়তের মালিক এই বৃক্ষ। ইনি খুব ধনী সওৰাগৰ, চীন ও অক দেশেৰ বহুহনে ইহার কৰ্ম্মাৰ আছে। বিবাহেৰ পৰ “এই বৃক্ষ পলাইবা আহোমে গিয়াছিলেন। ইহাকে সৱার চাঁ ধাঁকি বিবা দেওিবে আনন। আমৰা ঘন আসি সেই সঙ্গে ইনিও আসেন। এখনে আসিবাবাৰ ইহাকে বনী কৰিয়া লইয়া শিৰকেছেৰ ভৱ দেখান হয়। অবশ্যে আঁৰ ৭৫,০০০, টাকা অৰ্থদণ্ড কৰিয়া তবে ছাঁড়িয়া দিয়া এক একোৱাৰ নৰ-বনী ভাবে ইহাকে বাঁধা হইয়াছে। অপৰাহ্ন, কেন তিনি পলাইতা ভামো গেলেন। এইটা হইল প্ৰকাশ অপৰাহ্ন। গোপন অপৰাহ্ন বাঞ্ছিত প্ৰতিষ্ঠিন লঙ্ঘণ। সৱারা



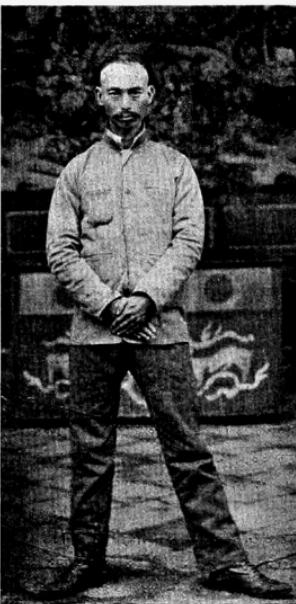
চীনেৰ মুহূৰ্মন।

চাঁএর পিতার ঘোড়ের মোকান ও বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী দেনার অঙ্গ লিউট-পিয়াওর নিকট প্রথমে বক্ত থাকে পথে দেনার দামে উপা বিক্রয় হইয়া থাক। এই বাড়ীতেই ইহার আভত। সেই জন্ম চাঁএর জোখ।

পরে জেনেৱাল লি-কেন-ইয়ে আসিলে ইহার বিবরকে আর এক প্রকাশ অপরাধ আবিষ্ট হয়, তাহা চোরাই মাল গোখ। গোখনীর অপরাধ চৌমারে মুছেই উপনিতে পাই। ইনি এই জরিমানার টাকার কত রেহাই পাইয়ার অক্ষ গোপনে নাকি কনসলের সাহায্য প্রার্থন করেন। এই অপরাধে ইহার শিরশেষ করিবার আবোজন ইয়াগো ছিল। ইনি তাহার সদান পাইয়া রাতিকালে পলাইয়া পাইয়াড় অপল দিয়া ভাবে গিয়া আধে বাঁচিয়াছেন কিন্তু ইহার ভাইকে অব্যাপি বনিদলের রাখিয়াছে। ইহার কারণাব বক, বাড়ীর পরিবারবর্ব দেছাড় ইয়াচ্ছে, পুরুষে সব শিল মোহৰ দিয়া বক রাখিয়াছে। জরিমানার অর্কে টক। ইনি পুরোই দিয়াছিলেন।

২। লোং-লিং-টি বা লোং-লিংএর মাজিছেট। লোং-লিং এখন হইতে তিনি দিনের পথ। তৎপর হইতে নাকি ইনি এক টেলিগ্রাফ আফিস হইতে এই টেলিগ্রাফ সরবারের হাতে পড়ে। তিনি লোং-লিংএর ম.জিঞ্চুটকে কাঁকি দিয়া আনাইয়া তাহাকে কেবে করেন এবং তাহার শিরশেষ করিবেন এবন আবোজন হয়। পরে অবসর-প্রাপ্ত বৃক্ষ জেনেৱাল চাঁ আমিন ইয়া ইহাকে ঝুক করেন। কিন্তু আবার কোন কথায় উত্তেজিত ইয়া ইহাকে এক মনিদের আবিনার ভিতর বক সঞ্চাপ্ত লোকের সন্মুখে কাটিয়া খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। এই ঘটনার বক লোকের প্রেমে আবাধ লাগিয়াছিল।

৩। টু-ইন-লিমাল—এই বাতি মূলমান। দিনোহের পর টেলিয়ের শৈতান ধখন ইউনিয়ন-চূঁশ শহর আক্রমণ করে, তখন তগাকার সৈতের দেনাগতি দিঃ ম'ল' বিশুক্তচূল করার এই বাতি শীতান দাবা তাহাকে হত্যা করে। সরদার চাঁ মা-তে-ইন নামক অপর এক মূলমানকে লিখিয়া কাঁকি দিয়া টুক আনিবার অক্ষ ধড়ক্ষ করেন। টু কিন্তু টেলিয়ে যাইতে বীর্তন্ত হয় না। অবশেষে মা-তে-ইন ধৰ্মত্ব: প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার বিশ্বাস আন্তাইয়া রাখি করে। টুক অভাবনা করিয়া আবিনার অক্ষ মা-চাঁ-পিয়াও নামক আবা এক মূলমানকে টেলিয়ে হইতে



কর্মে ছেন-চির-খোয়ে।

লিঙ্গালকে শেঁহোলিন-চূ নামক স্থানের যুক্তে প্রেরণ করা হয়। টু নাকি পথে লোকের উপর বড় অত্যাচার করিয়া ছিল এবং লোকের অর্থ ও সম্পত্তি হৃষণ করিয়া ছিল এবং লোকের অর্থ ও সম্পত্তি হৃষণ করিয়া ছিল এই বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। সরদার চাঁ মা-তে-ইন নামক অপর এক মূলমানকে লিখিয়া কাঁকি দিয়া টুক আনিবার অক্ষ ধড়ক্ষ করেন। টু কিন্তু টেলিয়ে যাইতে বীর্তন্ত হয় না। অবশেষে মা-তে-ইন ধৰ্মত্ব: প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার বিশ্বাস আন্তাইয়া রাখি করে। টুক অভাবনা করিয়া আবিনার অক্ষ মা-চাঁ-পিয়াও নামক আবা এক মূলমানকে টেলিয়ে হইতে

পাঠান হয়। টেলিয়ে হইতে এক দিনের পথে কাঁ-লা-চাঁ নামক স্থানে ইহাদের সাক্ষাৎ হয়। সরদার চাঁ মা-চাঁ-পিয়াওর উপর আদেশ দিয়াছিলেন যে টুকে তাকা করিয়া তাহার মাথা টেলিয়ে লইয়া আসিবে। কাঁ-লা-চাঁ নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরপ্রের শিষ্টাচারের পর, মা-চাঁ-পিয়াও হইতে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া টুকে শুলি করে। শুলি টুরের পক্ষ-ব্যবস্থ তেবে করিয়া চলিয়া থায়, এবং টু ধূরাশালী হইবামাত্র মা-চাঁ-পিয়াও শিকার দিয়াছিলেন মনে করিয়া তাড়কাড়ি দোড়িয়া তাহার শিরশেষ করিয়া মুও লইবার অক্ষ তরবারি আনিতে থায়। সেই মা তরবারি লইয়া টুরের গলায় কোপ মারিতে উচ্চত অমনি টু শাহিত অবস্থাতেই আপন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া এক শুলিতে মা-চাঁ-পিয়াওকে ধরিয়ান্তী করিয়া দেলে। পিস্তলের শুলি ইহার বক সেই টেলি বাহির হইয়া থায়। এক্ষণ্ট মৃত্যু। অক্ষ এই কাঁওয়ে পরে অক্ষাটক লোকে টুর শিরশেষ করে। অবশেষে টুর মাথা ও মা-চাঁ-পিয়াওর লাশ টেলিয়ে প্রেরিত হয়। মা-চাঁ-পিয়াওর লাশ মুসলমানদিগের মসজিদে আনীত হইয়াছিল; আমরা গিয়া দেবিয়াছিলাম।

এইক্ষণে প্রায় হইতে একটা লোকের মাথা কাটা থাইতে লাগিল। তাহারা তখন চাঁকে মুশংস ও বিশাস-সাতক মনে করিয়া নানা নিন্দা করিতে লাগিল। তখন ইউনিয়ন-চূ হইতে জেনেৱাল লি-কেন-ইয়ে এখনে পৌরিয়ার কথা শুনে গেল। সকলে মনে করিলাম যে জেনেৱাল লি আসিলে অনেকটা আসান হইবে। লোকে স্থুরিচার পাইবে।

১। পেকেক্রারী জেনেৱাল লি-কেন-ইয়ে অতি আত্মস্তুরের সহিত বক স্বেচ্ছে পরিদেশিত হইয়া এখনে পৌরিয়ানে। তাহার পৌরিয়ার দুই দিন পূর্ণে টালিচূরু যুক্ত হইতে পেকেক্রারী কর্মে ছেন-চির-খোয়ে পেলাইয়া বৰ্ষায় থান। কারণ লি-কেন-ইয়ে ইহার শিরশেষ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই বাতির বিশ্ব পরে উরেখ করা থাইবে।

পি-কেন-ইয়ে আসিবার কয়েকদিন পরেই তাহার



ক্ষে-হোয়েন-ইয়ে—হোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রদীপ বাবারে একজন মালিক।

হুমে চু ধাওয়ার অপরাধে হইজন লোকের উপরকার ভষ্ট কাটিয়া দেওয়া হয়, হই একজন লোকের শিরশেষ হয়, এবং তের জন লোকের জুয়া খেলার অক্ষ কান কাটিয়া দেওয়া হয়।

১। ক্ষে-হোয়েন-ইয়ে—এই বাতি এখনকার হোয়ে-ইয়েন-চী নামক প্রদীপ বাবার একজন মালিক।

কাটিয়া আবিস ও কনসলের টাকাক্ষির কাণ্ড এই বাতি হয়। কাটিয়া আবিসের সাহেবের কাণ্ড বক করিয়া বন্ধ করামো বান তখন আবের হানি হইল মনে করিয়া সরদার কাণ্ড-ওয়েন দেৱান হইকে কাটিয়া কাটিয়া বক আবদেরের ভাব দিয়া কমিশনারের কাণ্ডে নিম্নৃত করেন। ইনি কিন্তুজন মুসলমানক কাণ্ড সাজিয়া কাণ্ড করিয়ে লাগিলেন। ফেক্রারী মাসে কাটিয়া আবিসের সহবেগ আবিসা মুসলমানক কাণ্ডে নিম্নৃত করিলেন। তখন



শব্দার বহন।

মি: কৌরের কার্য দেখ। ইহার কয়েকদিন পরেই তিনিই পাইলাম যে লিকেন-ইয়ের আদেশে ইহাকে কারাবন্দ করা হইয়াছে। কারণ অসমকান করিয়া কিছুটা বুকিতে পারিলাম না। ইতিঃ অমার একটা ডুতা আসিয়া স্বাক্ষর করি যে ডেট-চেয়েন-ইয়েকে ইয়ামিন হইতে বাজারের মধ্যে লাইলা শিরশেছে করিয়া আয়োজন হইয়াছিল এবং তাহার করিন বা শব্দার্থ পর্যন্ত লাইলা পিয়াচিল। ইতিঃ মধ্যে সহারা চাঁ দেড়িয়া নিয়া কাশিন হওয়ার প্রাণভুক্ত হইল না। ইহার পর এই বাজিকে এক কাটের খাঁচার মধ্যে বসাইয়া গলা আবক্ষ করিয়া বাজারের মধ্যে এককাণ হাতে রাখা হইয়াছে। কোথু বৃষ্টি সমস্তই ইহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। ঘৰকে শোকটাৰ এই চৰবন্ধ দেখিলাম। ইনি সজ্জার চৰু মুক্তি করিয়া রহিলেন।

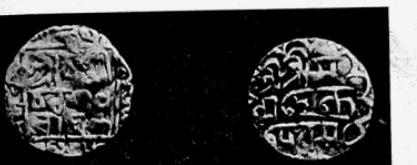
(কামল :)

ইয়ামিল সকরণ।

দম্ভজম্বর্দন দেব

গত কর্কে বৎসরাবৰ্ষ আমি যশোর-গুৰুনার প্রতিক্রিয়া উপগামন সংগ্ৰহের কার্যে প্রতী আছি। তজজ্ঞ প্রাচীন কীর্তিৰ অসমকানৰ্ম্ম আমাকে মাঝে মাঝে সন্দৰ্ভৰ বৰে যাইতে হইয়াছে। গত বৎসৰ পৌষমাসে বড়দিনের বৰে আমি যশোরাম্ভ ডাঙ্কার প্ৰক্ৰিয়াৰ রাখা উপোগ ও সাধায়ে একবাৰ মুন্দৰনৰে যাতা কৰি। ডাঙ্কার রামেৰ জোড়াটাৰ বাসারেৰ ক্ষুভ্র ক্ষুণ্ণীকৃষ্ণ রাখ চোৱুৰী মহাশয় কৃপা কৰিয়া আমাৰ সঙ্গে পিয়াচিলেন। আমাৰ ১১ জনে ছোট বড় ২ খানি নেৰোকাৰ পৰ্যাপ্ত আৰাধা ও অস্থাজ সৱজাল লাইলা যাতা কৰি এবং চাঁদৰালি দৰ্শন কৰিয়া কালুকীৰ খাল ও চেউটা নৈলি দিয়া শোপেটুৱা নীচীতে পড়িয়া গত ১৯১১ আৰুৰ ২৬শে ডিসেম্বৰৰ তাৰিখে বিচৰ্তামো পৌছিছি। এই স্থানে একটা একাক ডক বা পোতাক্ষৰ ও অস্থাজ কীৰ্তিকী আছে। তথা সংশ্ৰেহেৰ জন্ম আমি এই দিন প্ৰাতে নিকটবৰ্তী বাধাদেৱপুৰ গ্ৰামে পিয়াচিলাম। তথাপ একটা মুলমান কৰন কৰিবাৰ সময়ে একটা প্রাচীন মুদ্রা প্ৰাপ্ত হৈ। মুদ্রাটি মে উক্ত গ্ৰামনিবাসী শ্ৰীকৃষ্ণ বাৰু জোনোনাথ রায়কে দেখ।

* আহা, কি রঁধ দেৰ।



ইমহেন্দ্ৰেৰ মাহাকৃত পাত্ৰমুগৰে মুদ্রা।



বৰুজম্বর্দনেৰ মাহাকৃত পাত্ৰমুগৰে মুদ্রা।

জানেৰোৰ মুদ্রা কৰিয়া উহা আমাকে দিয়াছিলেন। তখন ইহার লেখা পড়িতে পাৰা যায় নাট। পৰে দোলত পৰে আমিয়া মুদ্রাটি পৰিকল্পন কৰিয়া উহার পাঠোকার কৰিব।

মুদ্রাটিৰ এক পৃষ্ঠাৰ লেখা আছে—“বৰুজম্বর্দন দেব”। এবং অপৰ পৃষ্ঠায় আছে—“শ্ৰীচৈতোচৰুল প্ৰমাণ—শৰকৰাৰ। ১৩০৫—চৰীপীগ়।” ইহার মধ্যে “শৰকৰাৰ”ৰ “শ”টিৰ কৰকৰাখ ও চৰীপীগেৰ “প”টিৰ মাঝে কাটা থিয়াছে। অস্ত অক্ষরগুলি বেশ পড়িতে পাৱা যাব। শৰীপী ইহার ফলো একক্ষণি কৰিব। এই মুদ্রাটিৰ প্ৰতি অস্থা ও অস্থামুদ্রা বিবৰে আমাৰ শৰেৰে বৰু, ইতিয়ান মিউজিয়েমেৰ বিশিষ্ট কৰ্মসূচক, মুদ্রাভূবিং মুপত্ৰি শ্ৰীকৃষ্ণ বাধাদেৱপুৰ দেৱপুৰায়া, এম.এ, মহাশয় শ্ৰী অভিত পিপুলক কৰিয়া আনহৈলেন। আমি উহার প্ৰতিক্রিয়াকৰণ কৰিব।

ইতিয়ান মিউজিয়েমে বা তদৰূপে অস্ত কোন হানে একল মুদ্রা সংগ্ৰাহীত হৈ নাই। মালদহবিনৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্ষীয়া বাদেশচৰু শেষ মহাশয়ৰ রংপুৰ সংক্ষিপ্ত পৰিদেৱেৰ এক অধিবেশনে “পাত্ৰমুগৰেৰ মুদ্রা” শ্ৰীকৃষ্ণ একটা প্ৰক্

পাত্ৰ কৰিবেন এবং ঐ প্ৰস্তৱে যে ছফ্ট বৌগামুদ্রা প্ৰৱৰ্ষন কৰিব তাহাৰ একটি স্থানে তিনি বলেন “২০৯ শকাব্দৰ বা ১১৭ বৰ্ষেৰে পাত্ৰমুগৰেৰ রাজ দম্ভজম্বর্দন দেৱৰ বাবত কৰিবেন।” আমি লে মুদ্রাটি দেবি নাই, সম্ভৱত: উহাৰ কোন ফলো এখনও অক্ষণিত হৈ নাই। আমাৰ বিদ্যাস উক্ত মুদ্রাৰ পাত্ৰমুগৰেৰ কোন উৱেষে নাই। ভৰাবেন্দৰ পাত্ৰমুগৰেৰ নিচেলৈ “২০৯” এইকটো পাঠোকার কৰিবাৰ সময় একটি ০ কেও ২০৯ মত পড়িতে পাৰেন এবং উক্ত ২ এৰ বামভাবে একটি ১ সম্পূৰ্ণ বিশুল্প হওয়াও বিচৰ নাই। স্বতৰং সে মুদ্রাটি তাৰিখ ১৩০৫ শকাৰ লিখ বলিয়া অস্থৰন কৰিবতে পাৰি। অস্ত কৃতাপি মুদ্ৰণ দেৱেৰ মুদ্রাৰ উৱেষে পাৰা যাব নাই।

মালদহেৰ মুদ্রা যাহাই থাকুক, আমাৰ মুদ্রাৰ ১৩০৫ শকাব্দ, দম্ভজম্বর্দন দেৱ এবং চৰীপী এই তিনটি বিবৰেই মুদ্রাটি তাৰে উক্তৰূপ রহিবাচে দেখা যাব। মুদ্রাটি অক্ষণিৰ তাহা শ্ৰীকৃষ্ণ বাধাৰ বাবু সপ্রাপ্ত কৰিবেন এবং মুদ্রাৰ প্ৰমাণ মে অক্টো তাহা প্ৰতিক্রিয়া কৰিবেন। দম্ভজম্বর্দনেৰ “দেব” উপাধি কৰাবস্থাবচক; এখনও তাহাৰ কাহাত বৎসৰ বৎসৰগণ বৰিশালোৱে সদীকটো দীনভাবে বিল বাপন কৰিবতেহেন। “চৰীপীগৰপাৰাবৰ”—বিশেষে দম্ভজম্বর্দন যে হিন্দ এবং শাক দৃপতি ছিলেন, তাহাৰ প্ৰমাণ দিবেছে। স্বতৰং বৰ্তমান মুদ্রা হইতে সহজেই মিচৰিশ কৰিবতে পাৰি যে দম্ভজম্বর্দন দেৱ আমাৰ একজন প্ৰকল্প একচৰ্ম পাত্ৰ কৰাবস্থা দৃপতি ১৩০৫ শকে বা ১৯১৭ পূৰ্বে চৰীপীৰে তাৰিখ পৰামৰ্শ দৃপতি প্ৰচলন কৰিব। চৰীপীগেৰ বাধাদেৱৰেৰ মে মুদ্রা চাপিতেন না, তাহা সহ্য নাই। দম্ভজম্বর্দনেৰ নিচেৰই মুদ্রা পাওয়া গৈল।

একলে এই দম্ভজম্বর্দন কে? তিনি কোথা হইতে

* ইতিয়ান পাত্ৰমুগৰেৰ প্ৰতি “মালদহেৰ বাধাদেৱ”—২০ পঁ।

+ বাধাদেৱ সামাজিক ইতিহাস—১৫০ পঁ।

পুরো রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাবা আবদ্ধ নামক একজন সমতাপাণী রাজবংশে রাজপুরের নিকটস্থী আবৃষ্ণাল্পুরে আসিয়া গোহত্যা প্রভৃতি বাবা বখন হিস্তিপুরের প্রতি অভ্যর্তার আবাস করেন, তখন সেনবন্ধীয় রাজা বজ্রালেন কেোধুক হইয়া বাবা আবদ্ধকে হত্যা করেন। রাজপুরে বাবা আবদ্ধের মৃত্যির আছে। উক্ত সেনবন্ধী দম্ভুরবারের বৎসর পোড়ারাজা বা বৰীয়ার বজ্রালেন। গোপল তট নামক তাহার একজন শিক্ষক বজ্রাল-চরিত নামক পুরুষকে এই বিত্তীয় বজ্রালেন চরিতকুলা লিখিয়াছেন। এই পুরুষক ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজিত হয়। যে দম্ভুরবারের বৎসরগত সপ্তাব্দে ১০৭৬ খ্রীষ্টক পর্যাপ্ত জিজ্ঞাসুরে রাজবংশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রাপ্ত ২০ বৎসর পুরুষ কুলপে চৰোপে রাজাঙ্গাপন করিলেন ও চৰোপে তাহার বাল্পে রাজাঙ্গাপন শাসনাদি পরিচালনা করিয়ে লাগিলেন, ইহা বৃত্তিক পারিয়ান না।

ষষ্ঠত, মস্ত সন্দেহের নিমিস পক্ষে আবাস নবাবিকৃত মুঝাই অক্ষয় প্রাপ্ত। এ মুঝার দম্ভুরবারের তারিখ ১০৭০ পৰ্যাপ্ত বা ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ প্রাপ্ত বলিয়াছে। যে দম্ভুরবারের ৩ বৎসর রাজবারের পর ১০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাসাহ বুলশালের সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আবার ১০৭ বৎসর পরে বাচিয়া ধাক্কিয়া চৰোপে হইতে যে মুঝা প্রাপ্ত করিতে পারেন না, তাহা আবার কাহাকেও বুঝাইয়া নিতে হইবে না।

অতুরাঃ নিঃসংশ্রেণে সপ্রাপ্ত হইল যে বিক্রমপুরের দম্ভুরবারের ও চৰোপের দম্ভুরবারের অভিয়ন বাস্তি নহেন। বিজ্ঞাপুরের সেনবন্ধীয়িগের সহিত চৰোপের বৎসর কাহাকুলোত্তৰ দেববন্ধীয় দম্ভুরবারের কোন একবাৰ সদ্বৰ্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। “নামের সামুত্ত ব্যক্তি দলোজনাধৰ ও দম্ভুরবারের একবাকি হওয়ার কোন অক্ষয় ব্যক্তি ব্যক্তি কোন অক্ষয় আছে” বলিয়া আবাস হইবে নাই।

শ্রীশতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ।

* ইয়াবেন্দুনাথ শুভ প্রিয় বিজ্ঞাপুরের ইতিহাস, ৪২ পৃঃ ৪
১০ পৃঃ, J. R. A. S. Vol. XIII, part I, page 285.
+ গোত্রের ইতিহাস, অষ্ট বৎ, ১১৮ পৃঃ।

দম্ভুরবারের ও মহেন্দ্রদেব

পূৰ্ব প্রক্ষেপে অধোপক শ্রীকৃষ্ণ সতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ মহাশৰ্মে দেৱ আবিষ্ট মুঝাটিৰ কথা প্রকাশ কৰিয়াছেন তৎসন্ধে আৰও ছই একটি কথা বলা আবশ্যক। মালদহের উত্তু-বৎস সাহিত্য সম্বলনের চতুর্থ অধিবেশনে বৰ্ণিত বনামসংজ্ঞ বাদেশচন্দ্ৰ শেষ বনামশ ছইট রাজত নিৰ্মিত মুঝা প্ৰৱৰ্ণ কৰিয়াছিলেন, তামথে একটি দম্ভুরবারের বেবের ও অপৰত মহেন্দ্রদেবের। অধোপক শ্রীকৃষ্ণ সতীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ মহাশৰ্মে কৰ্তৃক আবিষ্ট মুঝাটিৰ আলোচনা কৰিতে হইলে বাল্পে বাবু কৰ্তৃক আবিষ্ট মুঝারবের আলোচনা কৰা উচিত। বৰ্ণীয় বাদেশ বাবু মুহূৰ পূৰ্বে বলীয় সাহিত্য পৰিবহনের বৰপূৰ্ব শাখাৰ পতিকায় মুঝারব সদ্বৰ্তে একটি প্ৰক্ৰিয় এবং উচ্চিগতের আলোচনা চিৰ প্ৰকাশিত কৰিয়াছিলেন। গত ১০১৭ সালের ২৬শে পৌষ তাৰিখে শ্রীকৃষ্ণ অক্ষয় কুমাৰ দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ রজীকান্ত চৰোপে দম্ভুরবারের সহিত আৰি এই মুঝারব পৰীক্ষা কৰিয়াছিলাম। বাল্পে বাবু মুহূৰ আবাবিত পূৰ্বে চিকিৎসাৰ অঞ্চ কলিকাতাৰ আসিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বোমকেশ মুঝাটি মহাশৰ্মের মুখে তলিয়ালীয়া বাল্পে বাবু মুহূৰৰ বলীয় সাহিত্য পৰিবহনে চিকিৎসালী উত্তু-বৎস দেৱ কৰিয়াছেন। অক্ষয় কুমাৰ অঞ্চ কলিকাতায় আনিয়াছেন। ইতোহার ছই তিনি পৰেই বাল্পে বাল্পে মুহূৰ হয় এবং তাহার পৰ হইতেই মুঝারবের কোনও সকান পাওয়া যায় না। আত্মীয় শিক্ষা পৰিবহনের অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ দেৱ কুমাৰ সৰকাৰ, এস, এ, বনামশ ও মালদহের উকীল শ্রীকৃষ্ণ দেৱ বাল্পে যোঁ, বি, এল, মহাশৰ্মের নিকট সকান কৰিয়া আনিয়াছি যে উক্ত মুঝারব বাল্পে বাবু কৰ্তৃক কোন স্থানে বৰ্কিত হইয়াছিল তাহার সকান পাওয়া যায় না। গতস্মৰ না ধৰাকাৰ বাল্পে বাবু কৰ্তৃক প্ৰকাশিত আলোক চিৰ অধিবেশনে মুঝারবের বিবৰণ লিখিত হইতেছে। এই মুঝা ছইট বলীয় সাহিত্য পৰিবহনের বৰপূৰ্ব শাখাৰ পৃষ্ঠীয় মাসিক অধিবেশনে ১০১৭ সালের ১৯শে ভাৰ

পৰিবহনে প্ৰাৰ্থিত হইয়াছিল। বাদেশ বাবু লিখিয়াছেন এই ছইট মুঝা পাওয়াৰ আৰীনা মসজিদেৱ উত্তু-পূৰ্বৰ মুক্তাধিক ছই কোশ মধ্যে সঁ-ভৰ্তাল কুকৰে হলচালকেৰ মৃষ্টিপথে পচে এবং সঁ-ভৰ্তাল কুকৰে তাহাৰ গাজোল হাটে বিজৰ জল লইয়া গোল, পুৰাতন বালদহেৱে একজন গোকানৰার তাহা খৰিব কৰে। গোকানৰারেৱ নিকট বালদহেৱে গোড়ুন্তু নামক সামুহিক পথেৱেৰ কাৰ্যালয়ক প্ৰাদৰ্শন কৰিব।

(১) দম্ভুরবের উৎপত্তি সদ্বৰ্তে আৰও যে কৰেকটি প্ৰথম আবদ্ধ আছে, তামথে একটি বিখ্যাতগো বলিয়া বোধ হয়। একজন চৰেশেৰ চৰবৰ্তী সামৰক একজন বৰোগশক্তি-সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যৰ ওক তাহার প্ৰিয় দৃঢ় দম্ভুরবারে বেবকে সহে শষীয়া বসলে বাহিৰ হই এবং রাজিকালে বৰ্তনৰ বৰিশালেৱ সহিকটে অতি প্ৰশংসন হৰগত মধ্যে মধ্যে কোকা বাচিয়া থাকেন। নিয়ে তাহার বালদহে হইতে সেইসময়ে অলমদে কৰেকটি দেৱবিশ্বাস আৰে উক্ত পৰ্যালোচনা লাগিলাম। পৰিয়ে তাহার প্ৰাপ্ত বালদহেৱে কৰিয়ে আলোচনা কৰা উচিত।

অক্ষয় আলোচনা কৰা উচিত পৰিবহনে আলোচনা কৰিব।

অথবা প্ৰথম পৃষ্ঠা :—

(১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

আকাৰ আৰো গোল, ওজন ১৬৭ গ্ৰেণ পৰিধি ৩৪ ইঞ্চি।

(২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

অক্ষয় কুমাৰ দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(১৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(২৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৩৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৪৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৫৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৬৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৭৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৩) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৪) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৫) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৬) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৭) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৮) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৮৯) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৯০) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

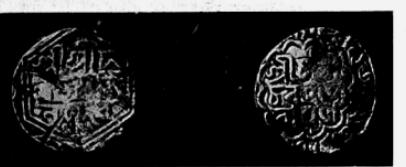
(৯১) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৯২) দম্ভুরবারেৰ মুঝা :—

বৰ্ণনা দেৱৈয়ে ও পণ্ডিতৰ শ্রীকৃষ্ণ

(৯৩) দম্ভু



ইম্বুজমেন্টসের নথাক্তিক চৌহাণের মুদ্ৰা-শকাব্দ—১০০২।

নিম্নে “শকাব্দ”

ও দক্ষিণে “১০০২” আছে।

এইগুলি বৃত্তের বহির্ভূতিক অংশে লিখিত আছে।

(১) মহেন্দ্রের মুদ্রা:—

গোলাপতি, ওজন ১৭ গ্ৰেণ, পরিধি ৫২ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠা:—

কুসু বৃত্তার্ক বৃত্তাকারে ঘৃত (Scalloped circle)

তথ্যে (১) শ্রী ম

(২) সাহেব

(৩) দেবতা

বাঙালীর স্থানে মুসলমান নথপতিগ্রহের অনেকের
মুদ্রাতেই এইক্ষণ বৃত্তাকারে ঘৃত বৃত্তার্ক দেখিতে পাওয়া
যায়; যথা দৈনন্দিন হাজাৰ শাহ, সাহাৰদীন বাহাদুর
শাহ, জালান মহসুন শাহ, সামুহদীন মুঝকুণ্ড শাহ
ইত্যাদি।

বিতোর পৃষ্ঠা:—

চতুর্কধো (১) শ্রীগো

(২) চৰণ প

(৩) কায়ল

চতুর্ক নিম্নে “গুড়”

চতুর্কের দক্ষিণে “নগুৰ”

উর্ধ্বে “শকাব্দ”

ও দক্ষিণে “১০০২”।

অধ্যাপক সঙ্গীপত্র যিনি যে মুন্তন মুদ্রাটি আবিকার
কৰিছেন তাহা মুলমান জেলার বাহাদুরগুৰ গোষে জৈনকে

[†]Ibid. No. 160, No. 88, No. 161, No. 92, No.
96, No. 171, No. 163.

মুসলমান কৰ্তৃক একটি কথৰ খননকলে
আবিকৃত হইয়াছিল, উক্ত গোমনিবারী শৈক্ষক
জানেসনাম বায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত
হইয়া অধ্যাপক যিনি মহাশয়কে দিয়াছিলেন।
মুদ্রাটি গোলাকার ও সৰ্বভিত্বে ঘৰ্য্যার রাখিলে
বায়ু কৰ্তৃক আবিকৃত মুদ্রার অহুরণ।

(০) মহেন্দ্রমেন্টের মুদ্রা:—

গোলাপতি, ওজন ১৬০ গ্ৰেণ, পরিধি ৫২ ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠা:—

মুদ্ৰুজ সমাস্তৰাম ঘটকোকাগৰ মধ্যে:—(১) শ্রীদ

(২) শুভমুদ্র

(৩) ন দেব।

বাঙালীর স্থানে মুসলমান নথপতিগ্রহের মুদ্রার
সমূজ ঘটকোকাগৰ মধ্যে পোমিত লিপি পুৰুষ হইয়াছে,
ইলিপাদ প্রাপ্ত পুষ্ট সিকন্দৰ শাহের একটি মুদ্রায় এইক্ষণ
একটি ঘটকোকা আছে।

বিতোর পৃষ্ঠা:—

বৃত্তমধ্যে কুসু বৃত্তখণ্ডমূল হোমিত কৰিয়া ঘৃত।

তথ্যে (১) শিচৌ

(২) চৰণ প

(৩) কায়ল।

কুসু ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে “শকাব্দ ১০০২ চৰণ প (১) প।”

স্বীয়ী রাখেন্দ্রচৰ্ম পেট মহাশয়ের মহেন্দ্রমেন্টের মুদ্রার
তারিখ ২৩০ ও মহেন্দ্রমেন্টের মুদ্রার তারিখ ৩০২ শকাব্দ
পাঠ কৰিয়াছেন ও অনুমানে মহেন্দ্রমেন্টের তারিখ ১০১
ও মহেন্দ্রমেন্টের তারিখ ৪২৪ ঘৃষ্টাব্দ নির্দেশ কৰিয়াছেন।

কিন্তু রাখেন্দ্র বায়ু কৰ্তৃক আবিকৃত হইয়া মুদ্রাতেই
তারিখ কাটিয়া গিয়াছে, ইহোরা মুদ্রাটকে, ইহোর নাম

চতুর্ক পাঠে “গুড়”
চতুর্কের দক্ষিণে “নগুৰ”
উর্ধ্বে “শকাব্দ”
ও দক্ষিণে “১০০২”।

অধ্যাপক সঙ্গীপত্র যিনি যে মুন্তন মুদ্রাটি আবিকার
কৰিয়াছেন তাহা মুলমান জেলার বাহাদুরগুৰ গোষে জৈনকে

* Ibid. Pt. II. P. 155. No. 51.

যে অংশে তারিখ আছে তাহা কাটিয়া যাব নাই, ভূতরং
জারিখ স্পষ্ট আছে, এইক্ষণ থেকে প্রতি বৃক্ষ যাব যে
যাখৰ তারিখের তিন বৎসৰ পরে মহেন্দ্রমেন্টের নথিতে
অপৰ একজন হিন্দু রাজা পোড়ের নিকটবৰ্তী পাহুংগৱে
ও সমুদ্রপুরুলবৰ্তী চৰুৰোপে বাজুব কৰিয়েছিলেন।
মুসলমান হিন্দু রাজবংশের নাম গুহা কৰেন নাই, মহেন্দ্রমেন্ট
মেনে আবুল আজারের নাম গুহা কৰেন নাই, প্রতাপাদিত রাজা ও শীতাতার
রাজা প্রয়োগ দ্বাৰা পৰিগণিত হইয়া আসিয়াছেন
মাত্ৰ। যে সময়ে বৰেক্ষণভূমিতে মহেন্দ্রমেন্ট ও মহেন্দ্রমেন্ট
মেনে অভূতান্তৰ হইয়াছিল, যে সময়ে উত্তোলনে প্রথম
মুসলমান বিজেতুগণে বিশ্বাল সামাজিক গুহবিবাদে ক্ষতি
ক্ষতি বৰুৱারোপে পৰিগত হইতেছিল। মহমুদ তোপৰক
মৰাট উপলব্ধি ধৰণ কৰিয়া দিয়ান পৰিতে কৰিয়ে
মাত্ৰ ও আগুড়িদিন খৰিলিগি এবং মহমুদ তোপৰকের
অসমে বৰোল-মুদ্রাট তৈরুৰ ভৱে কৰিতে পাবলি
এবং হয় ত তৎক্ষণে তাহা স্থাপন নামে অবিকৃত কৰিল
কিন্তু ঘৃষ্ট ২০শ শতাব্দীৰ মাজভৰে বাহি বৰাকৰ নামে
পৰিগত তাহার সমিতি ভৰ্তুগুৰ পাহাড়ের পোমিত লিপি
সমূহের কোনই সামুদ্র নাই। অসমান হয় মহেন্দ্রমেন্টের
মুদ্রার মৃশ্পূর্ণ তারিখ ১০৩০ শকাব্দ, তথ্যে সহজক
সংযোগ কৰিয়া যাওয়ায় বিহু বিপৰ উপলব্ধ হইয়েছে।
কলিয়তে মহেন্দ্রমেন্টের মুদ্রা আবিকৃত হইলে দেখিতে
পাবলেন যে মহেন্দ্রমেন্টের ঘৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীৰ পোক,
ও শতাব্দীৰ নথে। মহেন্দ্রমেন্টের মুদ্রায়ের তারিখ
শকাব্দ ১০৩০+৭৮=১৪৪ ঘৃষ্টীয় ও মহেন্দ্রমেন্টের
মুদ্রার তারিখ শকাব্দ ১০৩৬+৭৮=১৪১৪ ঘৃষ্টীয়।

মুসলিম হইতে প্রয়োগিত হইতেছে যে ঘৃষ্টীয় ১৫শ
শতাব্দীৰ প্রারম্ভে মহেন্দ্রমেন্টের নামক জনকে হিন্দু শাস্ত
রাজা মুলমান রাজধানী পোড়ের অতি সুস্থিতে রাজত
কৰিয়েন। ইনি মুলমান রাজাৰ নথীনতা দীক্ষাৰ
কৰিয়েন না, কৰাগ তাহাৰ মুদ্রা আবিকৃত হইলে উত্তোলন
কৰিয়া আপন্তি অক্ষয়গুলিৰ পাঠোকার কৰিয়ে হৈ।
অধ্যাপক সত্যিচৰ্ম যিনি মহাশয় কৰ্তৃক আবিকৃত মুদ্রাটিতে
বাজাৰ কৰিয়া দ্বিতীয়ের নিকট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আবণী বাধীন

ପୁରୁଷେ ସ୍ଵର୍ଗ ବିଜୋତୀ ହିଁଯା ମୂଳମନ୍ଦିର ରାଜକେ ପଦାଚାର
କରିଯାଇଛିଲେନ । ଇହାର ପର ପାତ ବସନ୍ତକଳ ରାଜଧାନୀ
ବିଦ୍ୟୋଗୀବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚୁମ୍ବ ନଗରେ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ବାର୍ଯ୍ୟାଜିନ୍
ନାହରେ ନାମେ ଶୁଭ୍ରାଙ୍କ ହିତ । କେହ କେହ ବଳେନ ଯେ
ପଦାଚାର ରାଜାର ପୁତ୍ର ବାସାରିଙ୍କ ଶାହକେ ସିଂହସନେ ବସାଇଯା
ତାହାର ନାମେ ଗଣେଶ ବା କର୍ମନାରାୟଙ୍କ ବସନ୍ତବେଶ ଶାନ୍ତି
କରିଲେନ । ଅପରାହନର ଏତିହାସିକେବା ବଳେନ ଯେ ରାଜା
ଗଣେଶ ବା କର୍ମନାରାୟଙ୍କ ମୂଳମନ୍ଦିରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହିଁଯା
ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ବାର୍ଯ୍ୟାଜିନ୍ ଶାହ ନାମ ଏହି କରିଯାଇଲେନ ।
ବାସାରିଙ୍କ ଶାହର ପରେ ରାଜୀ ଗଣେଶ ବା କର୍ମନାରାୟଙ୍କେ
ପ୍ରତି ଏହ ମୂଳମନ୍ଦିରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହିଁଯା ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ମହିମାଶାହ
ନାମ ଏହି କରନ୍ତି ଓ ୧୯୧୪ ସୁର୍ଯ୍ୟ ହିତେ ୧୯୧୦ ଶୁଭ୍ରାଙ୍କ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜବ କରିଲୁ । ସବୁ ରାଜବ ସୁର୍ଯ୍ୟ ମୂଳମନ୍ଦିରରେ
(ମହମନିଙ୍ଗି) ଓ ଟାଟିଆପାତ୍ର (ଟାଟାପାତ୍ର) ଓ କେବଳେ ନାତାନୀ ଓ
ଅର୍ଦ୍ଧ ଶଶ୍ରମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵାସ ଛିଲ । ଜଳାଲୁଦ୍ଦିନ ମହାଦେବ
ଶାରୀରର ନିରାପତ୍ତି ଟାକ୍ଷଣାଶଙ୍କିତେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ୍ୟମୁଦ୍ରା
କଣିକାକୁଟାର ଯାତ୍ରରେ ଆଚେ ।

- (>) ফিরোজাবাদ (পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবগর)।
 - (২) সাতগীও (সপ্তগ্রাম)।
 - (৩) মুজুবাদুর (মহমেনসিংহ)।
 - (৪) ফতেহবাদ (ফরিপুর)।
 - (৫) চাটগাঁও (চট্টগ্রাম)।

ये वस्तुओं राजा गणेश वा कर्णसामान्योंने मृत्यु हवा सहित वस्त्रमें राखे थे। उनकी वस्त्रमें बूद्धिमत्ता अस्ति इत्याहित्वा। कथित आपने गोडेवरे विद्यात् पीर तृष्णु कृष्ण आगम ज्ञानपूर्वक व्युत्पत्तिमान राजाके (संस्कृत: इत्याहिम शाह) वस्त्रमें

ଇହାକୁ ହିତେ ପାରେ ମେ ମହେଶ୍ୱରଦେବ ଭବେ ଯହୁକେ ଫିରୋଜା-
ବା ପରିତାଗ କରିବ ହିଇଥାଛି । ମହେଶ୍ୱରଦେବ ମସନ୍ଦର
ମୁଖମର୍ମନମେବେ ପିଲା । ମୁଖମର୍ମନଦେବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାରାଜ
ପ୍ରାଣ ହିଇଥାଏ ଯହ କର୍ତ୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କିଟ ହିଇଥାଇଲେ ଓ ଶୂନ୍ୟ
ଉପକୁଳବଞ୍ଚି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନୃତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ଵାପନ କରିଯାଇଲେ ।
ପ୍ରାଣୁନ୍ମଗରେ ୧୯୧୭ ସୂତ୍ରକେ ମୁଖମର୍ମନମେବେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ
ଅଭିକିତ ହିଇଥାଇଲ ତାହା ବୋଧ ହୁ ତୋରା ରାଜାପ୍ରାଣିର ଅରା-
ବିକିତ ପରେଇ ମୁଦ୍ରାକିତ ହିଇଥାଇଲ । ମୁଖମର୍ମନମେବେ ରାଜାର
ବ୍ୟକ୍ତିଗ୍ରହିତ ହିତେ ମୁଖ୍ୟତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଟ ଛିଲ ନା, ତାହାର
ଅଧିନ କାରାଗ ଏହି ମେ ୧୦୦ ଶକକାଳେ = ୧୯୧୭-୧୮ ସୂତ୍ରକେ =
୧୯୨୧ ହିରିଜାରୀ ଫରେଟାଶାର ଓ ମାତଳିଗ ଅଳକୁଳର
ଥାନମ୍ବେ ମୁଦ୍ରାକିତ ଶୈଳ୍ୟମୂଳି ଅବିଶ୍ଵିତ ହିଇଥାଇ । ମୁଖ-
ମର୍ମନମେବେ ବୋଧ ହୁ ତୋରା ରାଜାପ୍ରାଣିର ସଂଶୋଧି ଚର୍ଚାରେ
ରାଜ୍ୟଶ୍ଵାପନ କରିଯା ବନାମେ ମୁଦ୍ରାକିତ ଆରାମିତି ହିଇଲେ ।
ପ୍ରାଣୁନ୍ମଗର ବା ପାତ୍ରମୁଖ ହରଚନ୍ଦ୍ର ହିତେବେ ଶାହବନ୍ଦିନ ବାରାନ୍ଦିନ
ଶିଶ ଓ ଅଳକୁଳିନ ମହାମୂଳାରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ, ଧେଇକି-
ଲିପିଗେ ଫିରୋଜାବାଦେ ମୁଦ୍ରିତ ବସିଲା କଥିବ ହିଇଥାଇ ।

ଇହିରୀ ୧୯୬ ହିତେ ୧୯୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୧୯୧୦—୨୦୬ ଖୁବିକ୍ଷିତ
ମୂଳଲମାନ ଯୁଦ୍ଧ ହିରୋଜାବାଦେ ମୁଦ୍ରିତ ବଲିଆ ଉତ୍ତରିଷ୍ଠ
ହିଇଥାଏ । ସ୍ଵର୍ଗ ନାହିଁ ମହେଶ ବା ମହାମହିମନମେବେ,
ନିବାଦେର କଥା ଅଚାପି ଇତିହାସ ହାଲାଭାବ କରେ ନାହିଁ ।
ବସର ଏହି ସାରୀନ ମରପତିର ଅଭାବିମ ଅଜାତ ଛିଲେ,
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଦେଶଚତ୍ର ଶେଷ ଓ ଶୈଥୁର ସମୀକ୍ଷଚତ୍ର ମିଳ ମହାଶ୍ଵର
ଇହିପତ୍ରର ନାମ ଆବିକାର କରିଗ ବସାମୀ ମାଜରେ
ବସଦାରର ପାତ ହିଇଥାଏ ।

ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆରା ହେ ଏହି ଏକଟ କଥା ବ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅନ୍ତର୍ବିପେ ମହାମହିମନମେବେ ତାତିର୍ଯ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରିମାନ ହେଲାମୁଁ ଏହା କାହାର କାରାହୁଥିଲା ନାହିଁ । ମେଣ୍ଡାର୍ଜିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରିମାନ ହେଲାମୁଁ ଏହା କାହାର କାରାହୁଥିଲା ନାହିଁ । ମେଣ୍ଡାର୍ଜିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରିମାନ ହେଲାମୁଁ ଏହା କାହାର କାରାହୁଥିଲା ନାହିଁ । ମେଣ୍ଡାର୍ଜିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରିମାନ ହେଲାମୁଁ ଏହା କାହାର କାରାହୁଥିଲା ନାହିଁ ।

୪୬ ସଂଖ୍ୟା]

সেকালের অতিকায় জন্ম

তথ্য নির্বাচনগুলি করিব। আমার যাক সকল উচ্চ,
এমন দার্শন করোৱা
বাজ্ঞা আমার প্রাণের বাণী
বীধি- বীধন নাহি মানি।

শ্রীরবীমনাথ ঠাকুর।

କିମ୍ବାଲଦ୍ଵାରା ରଜ୍ଯାପାନ୍ଧୀ ।

সেকালের অতিকায় জন্ম

(স্বাক্ষরিত)

সত্যকালের মাঝে কিংবল লখি ছিল আমাদের পুরাণে
তাহার বিবরণ আছে, কিন্তু সেকালে গতি কিংবল ছিল
তাহার বোঝ হয় কেননে ধরে নাই। আজকাল বিজ্ঞানের
কৃপার আমরা তাহা জানিতে পারিবাছি। অঙ্গ কেহ
মনে করিবেন না যে বিজ্ঞানের বর্ণনাশুলি পুরাণের জাতীয়
বটিত।



ଟି ସେରାଟିପ୍—ଦେକ୍କଳେର ଭାଷନ ଅନ୍ତରେ ସଥି ଆଶ୍ରମ । ଇହାରେ ୧୩
ଫୁଟ ଲୀର ଏକାଙ୍ଗ ମୂଳେ ତିଣଟା କରିବା ପିଂ ଧାରିତ, ସମ୍ମ ମେହଟା
ଆୟ ୧୦ ଫୁଟ ଲାଖ ହିତ; ଚେତାରୀ ହେଲିଲେଇ ବୃଦ୍ଧ ଧାର ସେ ଇହାରୀ
କିରିପ ଭାଷନ ଦୋଷା ଛିଲ ।

ହଠାତ୍	ଆକାଶ ଉଜ୍ଜଳି
କାରେ	ସୁଜେ କୋଥାଥି ଚଲେ
ଚମକ	ଲାଗୀଯ ବିଜ୍ଞଳି
କାନ୍ଦିବର	ପିଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା

হইয়া পিছাইল। তাহারা কলে ডুরিয়া কুমি মাটিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে সব কূমির এখন আর টেম্প অঙ্গুতাঙ্গুলি জনে শক্ত হইয়া-হইয়া পথের হইয়াছে, আজ আমরা সেই অবস্থা তাহাদের পাইয়াছি। অনেক সুলেই ধালি বক্ষাণ্টা এইরূপ পথের আকারে পাওয়া যাব—কারণ শুরোরের অপর অংশগুলি শৈঘ্ৰই পিছিতে আৱশ্য কৰে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰে ছেট ছোট পোকা এবং চাহের অভাব সুল অংশগুলিৰ ছাপ পাহাড়ের গায়ে বৰ্তমান রহিয়াছে দেখা যাব। এই সমস্ত ক্ষণা যে কাহারো মন্দগুলি নয় আহা একবাৰ বাহুবলে গেলেই দুৰ্বা দৰ।



আটলাটোসুরাস—উত্তৰ অধিবেক্স অ্যুনিভিল্প বৃহাদৰত্ন মন্দগুলি। ইহারা ৮-ফুটেও অধিক লম্বা হইত এবং সমৰ্ভত পিছৰের পারে তা-কুণ্ডা দলিল।

পৃথিবীতে মহুয় জীবন বহুশত বৎসৰ পৰেও মাঝখন্থে নামে একবাৰে জৰু ছিল, তাহারা এখন কোপ পাইয়াছে, কিন্তু উত্তৰ সাইবেরিয়াৰ বৰফেৰ নীচৰীত তাহাদেৰ সমৰ্ভ শুরীণতা পাওয়া গিয়াছে। কৰকে বৎসৰ সূর্যে দলিল আমেৰিকাৰ একটি বৃহদাকাৰ জৰুৰ চৰ্শৰে কঢ়কৰ্তা অংশ এইক্ষণভাৱে বৰ্ক্ষিত অবস্থাৰ পাওয়া গিয়াছে, লওন শহৰেৰ নিৰাহ মাটিতে এখনো প্ৰকাণ্ড পুৰুষোৱা দেহাবশেৰ

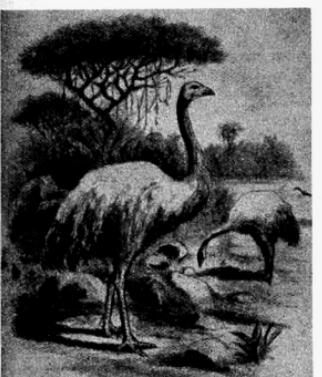


মাঝখন্থে—পেলিতে অনেকটা হাতীৰ মতো কিন্তু তাহারা হাতীৰ চেয়ে বড় হইত এবং ইহাদেৰ মেঘ লম্বা লম্বা মোৰে আৰু ধাৰিক। সাইবেরিয়াৰ বৰফেৰ মধ্যে ইহাদেৰ সমৰ্ভ মেঘ হৰিত অৰহায়ৰ পোকাৰা পিছাইল।

মাঝখন্থে অধিবিৰ প্রণালীতে অনেক কৰক তৌল প্রাণীদেৰ বৃত্তান্ত পঢ়া যাব। আজকাল অনেকেই তাহা গাজাগুৰুৰ দলিলা উড়াইয়া দেন। অবগু তাহার অধিকাণ্ডেই যে পৰিষত মেঘবৰ্ষে আৰ কোনো সদেহ নাই, কিন্তু কঢ়কৰ্তা সত্যও আছে। প্রাচীন প্রণালীতে পৰিষত কৃত্তুদেৰ সমে গৰ্ভে সামৰ্ভ ছিল এমন অনেক একচৰকাৰ অস্তুতাৰুতি জৰু এক সময়ে পৃথিবীতে বাস কৰিত এবিষে কেনো সদেহ নাই। কেহ কেহ মনে কৰেন যে ইহাদেৰ মধ্যে কোনো কোনো কোন জৰু মহুয়াগুগৰেৰ পৰেও কুকুলিন কৌণিত ছিল এবং তাহাদেৰ হইতেই পোৱাপৰি গৱেষণ সৃষ্টি হইয়াছে, এই অস্থুমানটি অবগু বিজ্ঞানসমষ্ট নয়, কাৰণ তাহারা মহুয়াগুগৰেৰ সহস্র সহস্র বৎসৰ পূৰ্বেই পৃথিবীতেই হইতে চিৰকালেৰ জৰু কোপ পাইয়াছে।

মনে কৰ আমৰা কেনো নীৰীৰ ধৰে বেড়াইতে পিছাইল, এমন সময়ে যদি ৬০ ফুট লম্বা এবং মেঘ আনন্দে চৰেজা একটা তিকটিক-জাতীয় জৰু আসিয়া উপস্থিত

হৰ ক আৰাদেৰ মনে কি হয়। অন্তুৰ ওজন ২০ টনৰ কৰ হইলৈ না ($> 1 \text{ টন} = 27 \text{ মণি}$)। এইরূপ জৰু সত্যসত্যাই এক সময়ে উত্তৰ আমেৰিকাৰ বাস কৰিত, ইহার নাম বাগা হইয়াছে অটেলোসুৰাস। ইহার পিছনেৰ পা দুবানি হাতীৰ পায়েৰ স্থানৰ প্ৰকাৰ ছিল কিন্তু সমুদ্ৰেৰ পা ছোট

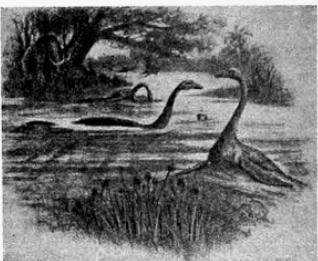


মোৰা পানী—নিউজিল্যান্ডেৰ স্থনাবিশুণ প্রাচীন অধিবাসী, উপস্থিতি, কিন্তু প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ হইত, এখনো ইহাদেৰ যদি আৰু পেনে দেখাবে পাওয়া যাব।

ছিল, এই জৰুৰ বৈধোৰ একচৰ্কুণ্ঠেশ ছিল ঘাঁটা, এই সৰ, লম্বা ঘাঁটাৰ ডৰাবাৰ একটা হৈছটি সামৰ্ভ মতন মাৰা বসান ছিল। চোহাটাৰা কেনন মানেসই হইল। ইহার এক একটি পারেৰ ছাপ ছিল এক বৰ্ষগুল লাই। অটো-সুৰাস বিল এবং জগামিতে বাস কৰিত। কাৰণ নামা-একৰাৰ জৰীয় উত্তৰেই ছিল ইহার বাস, মতিকেৰে কুসু আকাৰ এবং দেৱদান্ডেৰ স্থূলতা। হইতেই বুৰা যাব যে এই জৰুৰ বৃক্ষটা তত সূচ ছিল না এবং গতিবিধি তেমন জৰু ছিল না, ইহার দেহে শিং বা খলা প্ৰকৃতি কোনো

প্ৰকাৰ আৰাক্ষেগুগৰেৰী অহিৰ চিহ্ন পাওয়া যাব নাই; কাছেই মনে হয় এই জৰু অতাৰ ভৌগ এবং শাস্ত্ৰগতি বিশৃংশ্টি ছিল।

আটলাটোসুৰাস নামে আৰ একপ্ৰকাৰ জৰু অটো-সুৰাদেৰ চেমেও প্ৰকাণ্ড। ইহার স্থিবৰ্ষত দেহটি আলি সূচ লম্বা, ইহাৰ বৰ্ষন পশ্চাৎকিৰিতে পায়ে ভাৰ কৰিয়া চলিত তখন ইহার মাখাটা মাটি হইতে অস্তত বিশ হুট উচ্চে অবস্থান কৰিত। ইহার উক্ততেৰ হাতুখানাই ছয় হুট হই ইকি অৰ্থাৎ একটি মাখৰেৰ চেমেও লম্বা। কোলোৱডেতে ইহাদেৰ দেহাবশেৰ পাওয়া গিয়াছে, এবং এই জাতীয় আৰু



মিয়োসোৱাস—অতিকাৰ জৰুৰ ভৌগ, ইহাদেৰ বিশাল বেহেৰ তুলনামূলক মাখা অতি সূচ হিল, গলা ধূৰ সম্বা হইত।

অনেক জৰুৰ দেহ উচ্চ স্থানে অবিকলত হইয়াছে। তাহাদেৰ কাহারো কাহারো দৈৰ্ঘ্য চৰিল হইতে পৰাক্ষ হুট।

এই প্ৰেৰী অৰ্থাৎ স্টেলোসুৱাস নামক এক প্ৰকাৰ অৰ্থ ইংলেণ্ডে বাস কৰিত। এ দেশেৰ ছাইটি প্ৰদেশে উত্তৰ দেহাবশেৰ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মুও কোঁৰাও পাওয়া যাব নাই। মাখা বাস দিয়া খালি ধূৰ এবং লেজেৰ দৈৰ্ঘ্যে প্ৰায় ৪০ প্ৰিণ্টিশ হুট। সমষ্ট সমষ্ট দেহটো অস্তত চৰিল হুট লম্বা হইবে। ইহার উক্ততেৰ একখনা হাতুৰেৰ দৈৰ্ঘ্য চৰা হুট তিন ইঞ্চি এবং ওৰেষাউথি, নামৰ একহানে প্ৰায় পাঁচ হুট লম্বা একখনা হাতুৰেৰ হাতু পাওয়া গিয়াছে।

গ্ৰেট ব্ৰিটেনে ইহার চেমেও ভাস্তুৰ একটি অধিবাসী

ଛିଲେ, ତୀଥାର ନାମ ମେଘଲୋଦୟମା । ଇହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛିଲି
କିମ୍ବା ହଜାର ଏବଂ ଚାଲଚଳନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗ କୁଣ୍ଡ ଛିଲ । ଇହାର ନୀତ
ମେଘଲେହି ବେଶ ଦୂର୍ବଳ ହାତ ଯେ ଇନି ମାଂସ ଖାଇଦେ ।
ଇହାର ପାରେ ଡକ୍ଟର ନମର ଛିଲ । ଇନିମେ ପିଛଦେଇ ପାରେ
ଡକ୍ଟର କରିବା ଚଳିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ସମୟେ ଇହାକେ କୃତକ୍ତା
କ୍ଷୟାତିରେ ମତ ଦେଖାଇଟ ।

ରେଭାରେଓ ହାତିମୁନ ନାମକ ଏକଜନ ବିଧ୍ୟାତୀ
ବେଳେ ମେଘାଲୋପାରାମେଣ୍ଟ୍ କି ବରିଯା ଶୌକାର କରି
କରନା କରା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତ ନଥ, ମେନ କର ଦେ ଏକଟା
ପୋରାମ୍ ଏକଟ କୃତ ପିଲିକାର୍ତ୍ତକ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ
ପାଠିଅଛେ, ପିଲାରେ ବିଷଟାରେ ଏକବେଳେ ଶରୀର
ଶ୍ଵାତ୍ରିଯା ନେଇଥାଇଁ, ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ମେହେ ଲକ୍ଷ ପା
ଟେଲା ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାଶ ଲାକ ମାରିଲ ଏବଂ
ଶିକ୍ଷାକାରୀ କି ଧର୍ମ-ଓଳାକା ମନ୍ଦିରର ହାତ ଦ୍ୱାରାମନ୍ତର
ପାଇଲା, ତାରଙ୍ଗର ଦେଇ ବୀରାମାର ମନ ଦିନ ଦିନ ବରିଯା
କରିବାର ଅଭିଯମନ ମହାତ୍ମେ ସାମାଜିକ କରିବାରେଇ "

চেম্পোসরস নামক আর এক অকার অঙ্গ দেখিতে
দেখানোস্বারের চেরেও ভৱন কিন্তু ইহারা অত্যন্ত
নিশ্চী। ইহার দৈর্ঘ্য পলিম হৃষি। এটি ও টিকটিকি-
জাতীয় অঙ্গ। ইহার গামে কড়কগুলি গোল গোল হাড়ের
ঝাঁক ছিল, তাহার এক একটির বাস ছিল ভিন হৃষি।
তা ছাড়া আঙুলে হই কুটের অধিক খণ্ড ধারণ নথর
ছিল। ইহার পিছনের অংশে সাধারণ একজন মাহবের
চেমে লম্বা কিন্তু সামনের পা দুখনাতা তাহার তুলনায় অনেক
চেমে। কাহাই চেম্পোসরস বন চলিত তখন তাহার
খণ্ড এবং লেজেরা প্রাণ মাটিতে রাখা পৌছিত আর
মার্কিন্স পনর হৃষি শুরু হৃতি থাকিত কাহাই দেখিতে
কড়কটা অক্ষিসের আকার হইত। ইহার পাঁত ছেত এবং
পুরু ছিল—তাহাই দেখা যায় নমস পাতা পাতা পাতা পাতা
পাতা পাতা পাতা পাতা।

ଟ୍ରେନ୍‌ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟକ ଏକଟା ଅତ୍ୟଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାଂଗ୍ରାମ ଏହି ଯେ
ଇହାର ମେଦେଣ୍ଡଟା ଲେଜେର କାହେ ପୌଛିଥାଏ ଏକଟୁ ବୃଦ୍ଧ
ଆକାର ଧାରଣ କରିଯାଇଛେ । ମେଲିଖେ ମେନ ହେ ମେନ ବିତ୍ତିଆ
ଆର ଏକଟା ମେନ୍‌କୁ—ଏହି ଶାନ ହିତେହି ପିଛନେର ଅନ୍ଧ
ପାଦାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୋଲିକ କାର ମହିନ ।

এই শ্রেণীর অস্তু জনসেবের মধ্যে সর্বশেষে ভাগ্যব
রবিতে দ্বিমূর্তিগুম। ইহার দৈর্ঘ্য পচিম হইতে খিল
ত, মুগোটাই সাত আঠ ফুট এবং মেই প্রকাণ মাথার
পরে তিনটা শিঁ। হইটা শিঁ বাঁড়ের শিঁ'এর মত
পুল হইতে উঠিত। অপর শিঁটা অনেক ছেঁটি, মেঁ
গুরের খেলের মত নাকের উপর অবস্থিত। মাথার
পুলির তুলনায় এই জনসেব মিষ্টি এত হোক যে ইহার
মধ্যে কুকুর বুকু খাইয়া মনে হয় না। ইহার পুলির
বাহ্যিক রূপ কিন্তু উচ্চ হইয়া উঠিল। একটা গোল মুরুজ
কাহার পুরাপ করিয়া—তার নামিকারিণী কাহার কৰ্ত্তা

A black and white photograph showing a large tree trunk in the foreground, with a person standing to its left looking up at it.

গোবিরিম—স্বীকৃত আমেরিকার ১০ টুকু লখা আমেরিকাৰ জন্য ; ইহাদেৱ হাতু ভাসীৰ হাতেও যোৗো। কোৱেৱ মুস্তাফাকুলিওঁ এই আভিকাৰ কৰত সহিত তুমুন প্ৰাণীৰেৱ কৰণ অভিত হইয়াছে। শাৰীৰে বেশ কৰিয়া ঢাক। ইহার গায়েও অনেক হাতেৱ
জল ছিল। কাজেট ইহার মেচিত স্বৰূপত থাকায় ইনি যে
কজন তত্ত্বজনৰ কৰমেৰ ঘোষা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ
হ'ল। কিন্তু থাওয়া দাওয়া সথকে ইনি সম্পূর্ণ নিৰামিয়া

দেকালে এক প্রকার উড়যনকারী সরীসৃপজাতীয়
ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ভানার
গুরুত্বে ২৫ ফুট ছিল আবার কোন কোনেটা বা চড়াইয়ে

୪୬ ସଂଖ୍ୟା]

মেকালের অতিকায় জন্ম

ମୁହଁ ଦେଖିତେ । ଇହାରେ ଡାନାପ୍ରିଣ ଟିକ ଅଞ୍ଚାଳ ପକ୍ଷୀର ଡାନାର ମତ ନୟ—କଟକଟୀ ବାହୁଡ଼େର ମତ । ଇହାରେ ସ୍ଥାନରେ ପାଣେ ଚାରିଟ କରିଯା ଆଙ୍ଗୁଳ ଧାରିବିଲୁ । ଇହାର ମଧ୍ୟ ତିମିତ ସାଂଖ୍ୟର ସକ୍ରମେ ଲାଗୁ ଏବଂ ନେବରିଶିଟ ଆର ଚର୍ଚୁଟା ଫୁଲ ଦେଖି ଲାଗୁ । ଏହି ଲାଗୁ ଆଙ୍ଗୁଳ ଡାନାର ପ୍ରାଣଶାଖାକେ ଝୁଲିଲା ଫଢ଼ିଲେ ମିଳିଲା । ବାହିରେ ଆରିତିତେ ଏହି କଟକଟିଲାର ମଧ୍ୟ ପାଣୀ ଓ ବାହୁଡ଼େର ଅନେକ ବିଷୟେ ସାମ୍ବୁଦ୍ଧ ଦେଖା ଯାଇ କିମ୍ବା ଇହାରେ ହାତ୍ରେ ଗଠନ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଇ ବୁଜା ମାତ୍ର ଏହାରେ ମୌରୀପକ୍ଷାତ୍ମୀୟ ରଙ୍ଗ ।

পটপুর নামে আর এক প্রকার অসংখ্য জন্ত উভয় আমেরিকার কোনো হৃদয়ে চতুর্দিকে বাস করিত। লেজ বাদে ইছাদের দৈর্ঘ্য ১২-১৫ ফুট এবং উচ্চতা ৮ ফুট। মোটামুটি চেহারার ছাঁচ শিং-ওয়ালা গণনার সম্মে ইছাদের খুব সামুদ্র আছে। কেবল তৎকাং এই মে ইছাদের শিং পাশাপাশি—গণনার মত একটা আর একটাৰ সম্মুখে নয়। ইছাদের মুকু দৈর্ঘ্যে এক গজ এবং ছাঁচ শিংগুৰ ডগার ব্যবহার বিশ ইঁকি, টাঙ্গিৰে স্থায় ইছাদের লম্বা এবং নৰম নাক ছিল বলিয়া বোধ হয়।

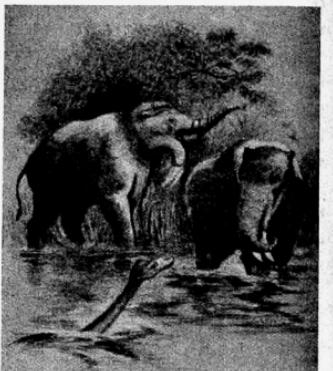


স্টিলোমোরাম—সেকালের ইংলণ্ডের অধিবাসী টিকটিকি জাতী
শৈব আকাশ কল্পনা ১০ ফুট লম্বা হচ্ছে।

আমরা বেদালের কথা বলিতেছি মেইকানে মৰ্মস্থ
আমেরিকায় মেগাধেরিয়াম নামে এক প্রকাণ্ড জানোৱাৰ
ছিল, এৰ জন্ম একটা ছবি দেওয়া ইল! ছবিটাৰ
পাশে যে মাহুবৰে ছবিটা আছে উভা জন্ম ছবিটাৰ সময়ে
একই দেশে আৰ্কা। ইহাতে পাঠক এই প্রকাণ্ড জন্ম
আৰ্কতি কৰুন কৰিব। লইতে পাৰিবনে। ইহায়া ১৮ কৃ
লম্ব হইত এবং ইহাদেৰ অধিকাংশ ভৰ্তী হাতীৰ হাতো

চেঙেও মোটা ছিল—উত্তোলের হাড়ো হাড়োর হাড়ের তিনগুল। ইহাদের অস্ত্রপ্রদান বল এবং পারে ভৱকৃত নথৰ ছিল। পিণ্ডিকাঙ্কের ছাঁয় ইহারা পারে আস্ত ল ঘটাইয়া চলিত।

ইহারা যে রকম কৰিয়া খাণ্ড ঘোগাড় কৰিত তাহা অতি অশ্বক। ডাকইন্দু বলেন “ইহাদের দীতের সৱল গন্ধ দেখিয়া মনে হয় ইহারা নিৰানিয়াষী ছিল এবং সম্ভৃত গাছের পাতা ও ছোট ছোট ডালগুলা ঘাটিত।” বিশ্বল মেহ এবং বড় শৰ্ক বীৰু নথৰের জন্য ইহাদের পকে চোকেয়া অস্ত্র অহুবিধাক ছিল, এইজন্য কোনো মোনো বৈজ্ঞানিক মনে কৰেন যে ইহারা প্ৰাণিদের ছাঁয় পিঠ নীচের দিকে কৰিয়া গাঢ়ে উটিয়া ডালগুলা ঘাটিত। যথিও সকলের গাছগুলা এখনকার চেয়ে অনেক বড় এবং শক্ত ছিল তবু হাতীৰ মত প্ৰকাণ কৰত যে তাহারা ধৰণ কৰিতে পৰিষ্কৃত তাহা মনে হয় না। অধ্যাপক আউটেন্ডে বলেন যে “ইহারা গাঢ়ে ডাঙ নোঝাইয়া এবং দেটে ছোট ছোট গাছের পিকড়স্তু তুলিয়া তাহার পাতা ঘাটিত।” ইহাদের নিৰান্বেশৰ ভয়ঙ্কৰ অস্মাৰ এবং জৰু হই কৰেৱেৰ পকে অহুবিধাক না হইয়া বিশ্বে উপনোনীয় হইত। প্ৰকাণ ও জেল এবং দুই পায়েৰ গোড়ালীৰ উপর শক্ত হইয়া পৰ্যাপ্ত ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। এখনো ইহাদের হাড় এবং বিস্ময় ইহারা বড়-বড়-নথৰ-বিশিষ্ট ছিল হাত অনামাসে এবং পূৰ্বামে চৰানো কৰিতে পৰিষ্কৃত।”



তাহারোখেৰিয়া—বৈধিক হাতীৰ মতো, দীৰ্ঘ সিকুয়োটকেৰ ছাঁয় নীচেৰ দিকে ধৰিবাক।

উত্পাদীৰ মতো ছিল। নিউজিল্যান্ডেৰ অধিবাসীদেৰ জনপ্ৰতি অহুমানেৰ বোধ হয় যে অস্তীদৃশ শতাব্দীৰ প্ৰারম্ভ পৰ্যাপ্ত ইহাদেৰ অস্তিত্ব ছিল। এখনো ইহাদেৰ হাড় এবং ভূমিক ইহাদেৰ পৰ্যাপ্ত পৰিষ্কৃত হৈলৈ দেখিবাক পৰিষ্কৃত।

ম্যান্ডাগ্যানামে ইলিগুনিস নামে আৰু এক প্ৰকাৰ অকাণ পাদী ছিল। ইহাদেৰ ডিমেৰ বাস্য প্ৰায় শৰণ আট নয় হুট লব একপ্ৰকাৰ প্ৰকাণ আৰ্মাডিলো (Armadillo) বাস কৰিত। ইহারা গাঢ়ে কচকেপুৰ খোলার মতো একটা কঠিন আৰম্ভ ধাৰিক; কাজেই আৰক্ষান্ধকাৰ আৰ্মাডিলোৰ মতু ইহারা কুণ্ডী পৰাকাইতে পৰিষ্কৃত না। ইহাদেৰ বৰ্তমান বংশধৰণগ অৱ কৰেক ইক্ষু মাত্ৰ লৰা।

যে প্ৰদেশে মেগাথেরিয়াদেৰ বাসস্থান ছিল দেখিবামেই আট নয় হুট লব একপ্ৰকাৰ প্ৰকাণ আৰ্মাডিলো (Armadillo) বাস কৰিত। ইহারা গাঢ়ে কচকেপুৰ খোলার মতো একটা কঠিন আৰম্ভ ধাৰিক; কাজেই আৰক্ষান্ধকাৰ আৰ্মাডিলোৰ মতু ইহারা কুণ্ডী পৰাকাইতে পৰিষ্কৃত না। ইহাদেৰ বৰ্তমান বংশধৰণগ অৱ কৰেক ইক্ষু মাত্ৰ লৰা।

এখন সকলেৰ বিশ্লেষণ পৰ্যাপ্ত সময়কে কিছু বলিব। নিউজিল্যান্ড এবং ম্যান্ডাগ্যানাম প্ৰদেশেই ইহাদেৰ প্ৰাণৰ আস্তা ছিল। ইহাদেৰ মধ্যে মোৰা নামক এক প্ৰকাৰ পকৈয়ে বিশ্বে উৎপন্নৰেখাৰ্য, এই এক আভিৰ মধ্যে পনৰ রকম বিশিষ্ট প্ৰেৰণ দেখা ঘাটিত। কোনো কোনো

এটি প্ৰেৰণ দেখেমস্তু ভৌতিকায় জুজুৰ বিশ্বেৰ দেওৱা

গো তাহারা যে বহুমন হলৈ লোপ পাইয়াছে ইহা আৰামদেৰ সৌভাগ্যৰ কথা বলিতে হইবে। মাহুদেৰ পকে তাহারা বড় সজন প্ৰতিবেশী হইত না। অৰশ ইহাদেৰ মধ্যে অবিকলশ্বৈ নিৰানিয়াৰী ছিল এবং তাহাদেৰ কলাচন্দন গৰাই-লুকিৰ পৰামৰ্শে বিছুবৰ কৰিবাহিলেন; এবং বৰামৰ্শেৰ তাৰিখে মোকাৰ যাব চলৰামৰ্শে অৰক আৰম্ভ পৰামৰ্শে কৰিবাহিলেন; ... এবং তাহাদেৰ পিশাল বৰ্গ এবং প্ৰত্যু বল আৰম্ভ যুগেৰ মাহুদেৰ পকে অভিশৰ্প ভৱন হইত সমেহ নাই।

এই বিষয়ে তাহারা আৰো বিভাৰিত বিশ্বেৰ জানিতে ইহাৰ কঠেন তাহারা শৈৰু-লুকেৰিশৈৰোৰ রাষ্ট্ৰোবীৰী মহাশয়েৰ “মেকলেৰ কথা” এবং Hutchinson প্ৰেতী Extinct Monsters নামক গ্ৰন পঢ়িতে পাৰেন।

বিভীষণাদ মুহোগাধাৰ।

লক্ষণসূচনেৰ সময়

“বৰ্ষবৰ্দন” ও “প্ৰতিবেশী” লক্ষণসূচনে স্বতন্ত্ৰে প্ৰথমৰ অশ্বকৰণ হইবাবে এক হাতে সময়সূচনেৰ সময়সূচনেৰ আৰামদেৰ পৰামৰ্শে প্ৰকল্পিত হইবাবে অভুতৰ কৰিব কৰা আৰক্ষ। প্ৰতিবেশী লক্ষণসূচনেৰ প্ৰথমৰ অৰক পৰামৰ্শ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে কোনো বৰ্তমান বৰ্ষত বাবে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। “অতিবেশী” শৈৰু নৰানৰ্কীকৰণ চৰ্পালীৰ বৰামৰ্শে এবং প্ৰিয়াৰ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। এক হাতে সময়সূচনেৰ নৰানৰ্কীকৰণ চৰ্পালীৰ বৰামৰ্শে এবং প্ৰিয়াৰ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে।

লক্ষণসূচনেৰ কথা বলিতে পৰিষ্কৃত কৰিবাহিলেন এবং অৰক কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে। কৰ্তৃপক্ষ কৰিবাহিলেন তাৰার হৰে হইত এক কৰা মজাইয়া বলা আৰক্ষ হইবাবে।

* শৈৰুজৰামা঳, পৃষ্ঠা ১।

ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ମଚାରୀ ନା, ମେହି କଥା ଯାଏଗପାରେ ସର୍ବପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶାଶ୍ଵତାକୀର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯଥେ କୋଣ ଦେବାକୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଉପରେ ରାଖିଛା । ବାମ-
ପାନୀରେ ବୁଝି କଲିପାଇପିଲି ଡୋକୋମେନ୍‌ର ବିଷେ ମୁଖ୍ୟମାଁ କରିପାଇଲେବେ
ତାଙ୍କ ବେଳେ ଯଥେହେବେଳେ ବୁଝାଇଅଛୁଟ ହିତା ଶାଶ୍ଵତ ଯାଦିକରି ବାଟ ଦିନପାତ
କରିପାଇଲେ ।

* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, P. 52.

[সংখ্যা]

শ্রগণসেনের সময়

সময়ে অগ্রহণ করলেন মে সময়ে বালালদেন খিলাল যুক্তবাজার পিয়াচিলেন। হাঁটু সন্দেশ হয় যে বালাল শক্ত নিষ্ঠ কাটাইচান

বিনের সহচর সে কথা বোধ হয় কাহারও অবিভিত
নহে। এইক্ষণ বিশ্বের সব অসহায় প্রবালীর মে কি
সেজে গৃহশিলি এত অধিক অক্ষয়করময় মে দিবাত্তেও
তথ্যে আলোক সাহায্যে প্রেশ করিতে হব। গৃহশিলি
আবার অতিশয় স্নায়ুসে তেও ও হৃষিক্ষণ বলিয়াসের
পক্ষে সম্পূর্ণিতে অঙ্গগোলী। বিজ্ঞানী বালকেরাও
সাধারণত কপরক্ষস্তু। ইহারা হৃষিক্ষণের কিছুভাবে
প্রবাসাগত তাঁরাবারী নৰনারায়ের সাহায্যের জন্য ধৰ্মপ্রাপ
হিস্তু মে কোনোক্ষণ ব্যবোবত করেন নাই সে কথা বিশ্বে
সততের অপলাপ করা হয়। ধৰ্মপ্রাপের সতত সম্পূর্ণ
হিস্তুদের মধ্যে অনেকেই পুণ্যকর্মজনে এখানে সংশ্লিষ্ট
প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এই সমূহ সংশ্লিষ্ট সংখ্যা
বিষ্ণুত তত অধিক নহে তথাপি উহা হিস্তুতে হৃষিক্ষণের
নিকিফন সামু, মরিজু বিঞ্চার্থী এবং অসহায় ত্রাসন্ধৰ্মী
নৰনারায়ী মে নিয়মিতভাবে প্রতিবিন সাহায্য লাভ করিয়া
বিশেষ উপস্থিত হইতেছেন সে বিষ্ণু কেহই অবৈকার করিতে
পারিবেন না। বিষ্ণু ত্রাসন্ধৰ্মের জাতি এবং শৰীরিক
অস্ত্রহৃত অধ্যক্ষ বৰ্জিক বশত: দীহার স্তোত্রে উপস্থিত
হিস্তুতে না পারেন তাঁরাৰ তথাকার সাহায্য লাভে বিক্ষিপ্ত
হিস্তু থাকেন। কথ অবস্থার অসহায় নৰনারায়ীর আপ্রে
ও সেৱার জন্য এখানে তিনি চারিয়া হৃষিক্ষণাতল ও একটা
স্বন্দর পুণ্যালক, জলচূমির মুণ্ডোজনক্ষী,
অনাধিকার, হৃষিক্ষণের স্থানীয় প্রেরণাকেন্দ্ৰের ওজনী
ও হৃষিক্ষণী উপদেশ-প্রাপ্তে বার বৎসৰ পূৰ্বে বহু সংখ্যক
ধৰ্মপ্রাপ মানবের অস্ত্রে জীৱন্তিৰ প্ৰহৃষ্ট স্বৰূপন্ত
পৰ্যট অভি সমাপ্ত। সেৱন পথে, ঘাটে, ও স্বাঙ্গে
প্ৰকাশ থানে প্ৰাই অনাথ, কথ ও স্বৰ্গৰ্ভ স্বৰ্গৰ্ভ
অন্তৰ্ভুক্ত থানে প্ৰেরণ এক প্ৰেরণ সেৱন আছেন দীহার
সাধাৰণ দৃষ্টিৰ অস্তৰলে ধৰিয়া দৃঢ়েম্য জীৱনের মানবিদ
বৃগু নীৰে সহ কৰিয়া থাকেন। ইহারা আমাদের সহভিত
হিন্ত ধৰণে প্ৰেৰণ কৰিয়ে দিলো। মনোৱপ চুঁধ ও কেৱ
সহ কৰিলেও ইহারা কাহারও বাস্তুত হিস্তুতে প্ৰতিষ্ঠ নহেন।
অৰ্থাত্বাত ইহারা অতিশয় অস্ত্রাক্ষৰে থানে বাস কৰিতে
বাধা হইয়া থাকেন। বেস্কল গৃহে ইহারা বাস কৰেন
তথা হৃষিক্ষণ ধৰেকৰেবাই প্ৰেৰণ কৰিতে পারে না এবং

* এটি বিস্তারিত কৰ্ত্তৃত প্ৰতিষ্ঠিত। এখানে অপেক্ষাকৃত হৃষ
মূল ও কৃতান্তে আৰু দেখা হৈ।

একজন বাস্তুকাৰী ত্রালোক মুহূৰ্ত অবস্থাৰ পঢ়িয়া রহিয়াছেন।
তাঁহার অবস্থা এতদু প্ৰেচৰণ হইয়াছিল যে তাঁহার
কথা কৰিবার শক্তি ছিল না। পুন: পুন: জিজ্ঞাসা
কৰিবার পৰ অতি কৌণ কৰ্তৃত তিনি বলিলেন “ছীন ভাত
শাৰ—চাৰ দিন কৰ্তৃ থাই নাই।” যুবকৰ্তৃ আৰ্থিক
অবস্থা তেন্তে ভাল ছিল না বলিয়া তিনি নিজে কোনোক্ষণ
অৰ্থসাহায্য কৰিতে পারিবেন না। কিন্তু সেই মুহূৰ্তে
তিনি বাজাৰে দীহার ভিক্ষা কৰিয়া চারি আনা পথম
সংগ্ৰহ কৰিলেন এবং ততোদ্বাৰা কৰ্তৃ হৃষ ও মিঠাত কৰ
কৰিয়া বৃক্ষকে আহার কৰাইলেন। কিন্তুকুল পৰে তিনি
একজন বৃক্ষৰ বাটা হিস্তুতে অৱ আনিয়া বৃক্ষকে তোজন
কৰাইলেন। সকারা সহয় পুনৰাবৃত্ত আসিয়া তিনি তাঁহাকে
হৃষ প্ৰেম কৰিলেন এবং নিকটবৰ্তী একটা বাটাৰ
জোতাৰৰ বৃক্ষৰ সে রাজি বাস্তুৰে সন্দৰ্ভত কৰিয়া
নিজেৰ নিকটে আপোক্ত হৃষান্তৰিত কৰা হইল। ১৯০০ সালেৰ
প্ৰাপ্তে, বিশেষ প্ৰোজেক্টৰ বিবেচিত হওয়াৰ, আপ্রস্টোকে
“ৰামকৃষ্ণ পিলেশৰ” অধীনে ও তথাবৎনৈলে স্থাপন কৰা
হৈ। প্ৰেৰণ থানে আপ্রেৰে কাৰ্যা আট বৎসৰ কাৰ্য
প্ৰয়াসিত হইয়াছিল।

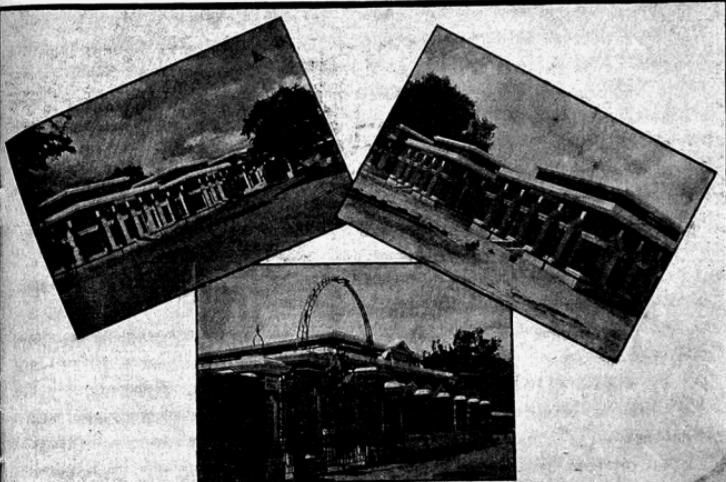
এখনে আট বৎসৰ বৃক্ষ আহোকৰ্ম বিধোনেৰ উদ্দেশ্যে
পূৰ্বৰূপ জীৱসেৱকৰ মুক্ত পাশন প্ৰতীক হৈ।
কৃতীকূল কাৰ্যা কৰিবাই তাঁহাকাৰ বৃক্ষিকে পারিবেন যে
জোক কাৰ্যা তাঁহার হস্তকেপ কৰিয়াছেন তাহা হচ্ছাৰ
পৰে স্মৃতিৰ কৰিতে হইলে অস্তত: তাঁহাদেৰ মধ্যে হচ্ছাৰ
অনেক জীৱসেৱক কৰিয়া আৰু বিনিয়োগ বিশেষ প্ৰোজেক্ট।
একধা বৃক্ষিকাৰী তাঁহাদেৰ মধ্যে অসহায় অৰ্থাৎ পুৰুষ
এই কাৰ্যৰ অভি নিজ জীৱন উৎসৱ কৰিতে
অবহান কৰে পথে বাহিৰ হইলেই তাঁহারা দেখিতে
পাইলেন যে গুৰুতীৰে ও আচান্ত পুৰুষ থানে অসহায়
অবহান কথ ও মুৰি বহু লোক পড়িয়া রহিয়াছে।
একপ মৃশ বৰ্ষন কৰিয়া কৰিয়ামাই তাঁহারা তাঁহাদেৰ
মহান উচ্চেষ্টন প্ৰথমে কৰিয়া পৰিশৰণ কৰিতে সকল কৰেন।
সে সহয় ১৯০০ সালেৰ ১০ই জুন তাৰিখে ইহারেৰ মধ্যে
একজন প্ৰচুৰ গোলামৰ কৰিয়া কৰিবার সহয় দেখিতে
পাইলেন যে কেৱলান্তুৰূপে প্ৰথমে পৰাপৰ অৰ্থতি বৰীয়া

অনাহারের কষ্ট পাইতেছে তখনই তাহারা তথার যাইয়া
ব্যথাপূর্ণ বেগীর অঙ্গ ও ধৰ্ম পথাবি ও সন্তানদের অঞ্চল
আহারিত বস্তুগুলোক করিয়া আসিতেন। চলংশক্তিলীন
অথবা জোরাপুর নমনাবীর ঘৃণে যাইয়া আহারীর প্রচান
করিয়া আসা হৈছের বৈমিক কর্তৃর মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল।
দেশস্থৰ শীতিত জিজ্ঞাসা ও নমনাবী সরকারী অথবা
অঙ্গ হৈলগতালে যাইতে অনিজ্ঞ প্রকাশ করিতেন
তাহারের বাসস্থানে ডাকার অথবা কবিতার লাইট
পিয়া সামগ্রজ মোড়ের ক্ষিকসা করিতেন। এবং অবস্থা-
বিপর্যাস-হেতু বেশবুরুষ ধৰ্ম প্রেরী নমনাবী প্রবাসে
তিক্ষ্ণাত্মক হাতী বীজন ধৰণ করা অশেষে মৃত্যু প্রেৰণ
করিয়া আশৰণ অথবা অনশ্বেষে রেশ নির্বে
ন্দ করিতেন তাহারের নমনাবী করিয়া
তাহারিকে প্রাণার্থণোপযোগী আহারীর অথবা অর্থ
অন্বন করিয়া আসিতেন। অভাব দেশস্থৰ শীতিত
পোক আশে আসা উপস্থিত হৈতেন রোগনিরপঞ্চক
তাহারের মধ্যে ওধ বিতরণ ও হৈছের কার্যের একটা
প্রধান অংশ ছিল।

চৰুপ দৱিজনসেবাকল সদস্থানের কাৰ্য চৰকারকে
নিৰ্বাহের অংশ প্ৰথম হৈতেছিল একটা উপযোগী আশেমের
অভাৱ অহুচূল্প হৈতেছিল এবং দেবাশ্রমের বাসস্থানক
কাৰ্যবিৱৰণতৈ এবিধে সাহায্য প্ৰদান
কৰিবার ক্ষমতাৰ নিকট একটা আবেদনপত্ৰ প্ৰতি বসাই
প্ৰক্ৰিপ্ত হৈতেছিল। ধৰী ধৰীৰ আশেমের কাৰ্যৰ
প্ৰদানে এবং হৈছের বাৰ্ষিকৰূপ গ্ৰাহক নিকাল ও
প্ৰতিক্ৰিক কাৰ্যালী মৰ্দন এবং পোকৰূপ তাৰিখৰ
প্ৰশ্ৰম কৰিয়া জনসাধান মে মৃত্যু হৈতেন তাৰা আৰ
কৰিবিত কি ? এবং আৰও প্ৰক্ৰিপ্ত পত্ৰে কাৰ্যৰ আনিতে
আৰ বাবি কৰিল না কে কতিপৰ সৱীয় যুক্ত কাৰ্যাদেৱৰ
এক অকৃত প্ৰসেৰণৰ অহুচূলে স্তৱণ্ণত কৰিয়াছেন।
ধৰীৰে ধৰীৰ অনুকৰণ কৰে হৈছেৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি
শৰ্কাৰ ও সহায়ত্বৰ উভয় হৈতে লাগিল। এই প্ৰসেৰে
এবিধৰীয়া বিলেভভোৰে উলোখেৰোগ্য যে কাৰ্যালী কতিপয়
প্ৰচলণকৰ্তৃত দহযোৗৰ ভাজাৰ ও কৰিবার মোহোৱৰে
বৰুৱকৰুকে আনন্দভিত্তে সাহায্য কৰিয়া তাহারে উৎসাহ

ও অঙ্গুলীয় অঙ্কুর পরিষ্ঠিতিছিলেন। আশ্রমের কার্যবৃত্তি
সহিত দেশের নামান্বয় হইতে নামান্বকর সাহায্যের
পরিণামগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আশ্রমের বটি
নির্মাণের জন্য যে আবেদনপত্র প্রক্ষালিত হইতেছিল তাহার
অ্যোজনীয়তা, কলিকাতা এণ্টলি-নিম্বী দানপত্রাঙ্ক
প্রত্যুষ উদ্বেগনারায়ে দেব মহাশয় এবং মহা উত্তীর্ণাভূত
প্রত্যুষ তারিখিচৰ পাল মহাশয়, পথের অভূত করিয়া
মুক্তহৃদয় দান করিয়া আশ্রমনির্মাণের জন্য অর্থাপনের
পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইইচেম মধ্য পূর্বেকৰ
মহেশ্বর ৪,০০০/- চীজ সহজ মুক্ত দান করেন এবং পেশেকৰ
মহেশ্বর নিজ সাহায্যাপী পরিমাণ আরা সক্রিত ২০০০/-
ছই সহজ মুক্ত দান করিয়া অপূর্ব মহেশ্বর পরিচয় প্রদান
করেন। ইইচেম সময়ত ঘৃতজল দান করিয়া সহ সমতি-
সম্পর্ক সাধনার্থের অবকলনেশ্বৰ কার্যকর্ত হইয়ে উঠে
এবং জনে জনে অনেকেই এই উক্তকর্ত সাধনের জন্য
অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইইচেমই সমে
প্রায় ৬০০০/- ছই সহজ মুক্ত যথে কার্যান্বয়ের অভূত
লাক্ষ্য নামক স্থানে প্রায় তিনি বিদ্যা জীবী জীব
করিয়া ১৯০৮ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে "রামকৃষ্ণ-
মিশনের" অধ্যক্ষ পৃথ্বীপাল প্রীতিৎ বামী অক্ষয়নন্দ মহেশ্বর
কর্তৃক আশ্রমের ভিত্তি সন্ধানিত হয়। পর বৎসর
আশ্রমনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইল ১৯১০ সালের জুলাই
মাসে তথাপ গ্রাহকত্বে নিয়মিতকরণ কার্য আরম্ভ
হয়। আশ্রমে একসম সর্বস্বত্ত্ব ছচ্ছিল জন বৈচিত্র্য
আশ্রম, দেবী ও পথ্যার্থীর স্বরবোষত আছে। দ্বীপোক
এবং পুরাণিগকে সুরক্ষ সুরক্ষ ওর্ডে (ward) পরিচয়
দেবী করা হয়। সম্পত্তি আশ্রমে কি প্রযোগীতে কার্য
হইতেছে সাধারণের অবগতির জন্য সে বিষয় অতি
সংক্ষেপে নিম্ন লিখিত হচ্ছে:—

- ১। আশ্রমে বাসিয়া আর পক্ষণ্য জন মৌলীয়ের দেখ
করা হয়। যাহার যেকোণ অবোধন তাহার জন্য সেইকলে
ও পথ্যার্থীর বন্ধনাবস্থ হয়। আবেগে সভারে পর
বোঝাকে হচ্ছিল দেওয়া হয়। অশ্রমে যাইছে মৃত্যু হয়
আশ্রমের বাসে তাহাদের বৈধানিক সংকরণ করা হয়।
- ২। আশ্রম হইতে প্রতিদিন প্রায় পক্ষণ্য জন



শিশু বাসন্ত প্রেম—কাশী ধীর।

ହେଲିକେ ଟ୍ୟୁଷ ବିତରଣ କରା ହିଁଦିଥାଏକେ । ଇହାମେର ମଧ୍ୟେ ବାଢ଼ିଭାଡ଼ା ପ୍ରତିର ଅତ୍ୟ ଅର୍ଥସାହାଯ ପ୍ରଦାନ କରା ହିଁଦିଥାଏକେ ।

৩। বেস্কল রেগি অশ্বে আসিতে অসমৰ্পিতভাবে একপ প্রাণ দশ পনর জন রেগির নিজ নিজ ধারণায়ে চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া চিকিৎসা করা হয়। অঞ্জন বিবেচিত হইলে পথানিও ব্যবস্থা করা হয়।

৪। প্রতিদিন গ্রাম একশত মরিশুসে তাহাদের নিজে নিজে বাস্থানে চাউল ও অন্য আহারীয় অথবা অর্থ প্রাপ্তি করে থাক।

ও আগ্রহ পূর্ণপোক্ষ খণ্ড হচ্ছি পাইছাচে। জীবনের ভজ্ঞ ইইচার আরও অধিক পরিশৃঙ্খল করিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু অতিথির দুঃখের বিষয় যে ইইচার মে মহান উদ্দেশ্য

৫। প্রতিদিন আঘ চাঁচ ঘটা কাল ভিস্ম সংগ্ৰহ
কাৰ্য্য অভিবাহিত হয় এবং ভিস্মানক দ্বাৰা পূর্বোক্তক্ষণে
কাৰ্য্য পৰিধি কৰিবলৈ পৰিবেছেন না। কাৰণ
স্থানভাৱে ইইঁৰা অনেক বোঝাকে কৃষ্ণদেশে প্ৰাতাধ্যান
কৰিবলৈ গোপ হইয়া গোপেন এবং অৰ্পণাভোৱা উপযোগী

୬। ଅନୁଷ୍ଠାନିତ ଉପସ୍ଥକ ପାତ୍ର ସ୍ଥିଲେ ରେଳଭାଡା, ପାତ୍ରର ମହିଦା ଲାଭେ ବକ୍ଷିତ ହିଟଗୀ ଥାକେନ । କିନ୍ତୁ

ଆମେରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ସ “ସମିକ୍ଷା-ପ୍ରକଳ୍ପରୀ ଅତିପରାନ୍” ନିର୍ମିତ ଆମ୍ବର ଭାବିଯାତେ ଇହିଦେଶ ଏହି ନିକାମ ଅଭିଲାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ । ଇହିଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଲାଷ ଓ ଅଭିବଧାରଣେ ଅବଗତି ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଇଲେ :—

। ১। ছানাভাব বলতে: আশ্রমে নানাবিধি সংক্রামক
ব্যাক্টেরিওজন নমনানীর মেরুর কোন বিশেষ ব্যৱস্থা নাই।
যে সময় এছানে কোন কোন ব্যাক্টেরিওজনের প্রাচৰ্ভূত
হল দে সময় বহুলকের শাস্তিযোগী প্রয়োজন হ। । কিন্তু
ইচ্ছা সময়ে ছানাভাবে মেরুকেরা দে সময়ও কিন্তুই
করিয়া উঠিতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যে একটা
স্থতু (ward) গুর্ড নির্দ্দিষ্ট বিশেষ প্রয়োজন—বায়
১২০০০।

২। অসমীয় সভাত্বীন, অধর্ম একশত কাণীবাসী
বৃক্ষ ও বৃক্ষার বাসস্থানের অঙ্গ অপর একটি পৃথক
আড়ান্ন—ব্যাপ ২৫০০০।

৩। আশ্বে ধাকিয়া রোগীদের চিকিৎসাদি করিবেন
একপ একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিভ্য চিকিৎসকের বাস-
স্থান—ব্যয় ৫০০০।

४। शेवकबुन्देल वासस्थान—व्याप्र ८०००।

অঙ্গৰ এখনও গৰ্ভস্থ ৫০.০০০, টাকাৰ প্ৰোজেক্ট।

ରୀମକୁଳ ଦେବାଶ୍ରମ ହାରା ଯେ ଏକଟୀ ମହାହିତକର କର୍ମ

অস্থিতি হইতেছে এবং দেশের প্রকৃত ও প্রচৃত কল্যাণ

সাধিত হইতেছে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতবৈধ
হইবেন না। ইহা দ্বারা যে দেশের একটি চিরাচ্ছুত অভাব
বিচারিত হইতেছে তাহাও বোধ হয় বেহ অব্যুক্তির ক্ষণিতে
পারিবেন না। বিনিই আশ্রম ও আশ্রমের কার্যালয়গুলো
স্থলে দেখিবাছেন। অথবা গোকুলে অবশ করিয়া-

ହେଉ ତିନିହି ମୁଁ ହିଲ୍ଲାଗନେଣ । ତାହାରେ ଶବ୍ଦରେ ନିକଟମ
ପରାଧିକୁ ଦେବକୁମରର ଉପର ଅକ୍ଷାଂଶ ସକାର ହିଲ୍ଲାଗନେ ।
ଇହାର ଉତ୍ତରି ବିଦାନ ଧାରା ଦେବକୁମରର ଉତ୍ତରାଂଶ ଓ ଆଶ୍ରମ
କ୍ରମଃ ସର୍ବିକ୍ଷିତ କରା କି ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ ? ଦେଖ ମଧ୍ୟ
ଇହାକେ ଏକଟି ଆଶର୍ମ ଦେବକୁମର ପରିଶଳ କରିଲେ ତୁମିଲେ
ପାରିଲେ ଦେଖିଲୀର କି ଉହା ମହାନୋରେର ବିଦର ହିଲ୍ଲେ
ନା ? ଉତ୍ତର ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ତରି ବିଦାନର ଅଳ୍ପ ଅନୁମାନଶର୍ପେ
ନିକଟ ଏହି ଆବେଦନପତ୍ର ଅକ୍ରମିତ ହିଲ୍ଲ ଏବଂ ଆମର

ଆଶାକରି ନିୟମିତକୁପେ ସାଧ୍ୟମୂଳି
କେହି ପରାମ୍ପରା ହିଲେନ ନା ।

ମେବାଶ୍ରଦେର ସାହାଯୋଗ ଅଛୁ
ଅନୁଶୀଳନ କରିଯା—ସଂହାରୀ ସମ୍ପାଦନ
ଲାଙ୍କା, ବେନାରାସ ସିଟି, ଅଧିକା ତ
ବେଲୁଡ଼ମଠ, ଜିଲ୍ଲା ହାଓଡ଼ା,—ଏହି
ମାନ୍ଦର ଗୃହିତ ଓ ବୀକୁଳ ହିଲେ ।

ଶ୍ରୀହରିହାର୍ଷ ଦେବ ।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

ଇଲାଙ୍କେ ସଥିନ ଜ୍ଞାନଶାଳା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲରୀ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲା,
ତଥନ ମନେ ହିଲେ ଏ ଧେନ ଏକଟ ଭାବେର ସର୍ବଲୋକ, ଏବାନେ
ଧେନ ସାଥେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମୁଖ୍ୟମାନରେ ଅବଶ୍ଯ ହିଲେ
ପିଲାଇଛେ । କୋଷାର ସବ୍ସା-ବାରିଜ୍‌ରେ ନାନାମୁଖୀ ଯାତ୍ରାର
କର୍ମ-ଶୋଭ, କୋଷାର ହାତିକ କଲେବରେ ଅଗ୍ରଗତ ଶିର୍ଯ୍ୟମନୀ
ନିଯନ୍ତ ହବିଲେ ଜୀବନରେ ଅବେଗଚକ୍ର୍ୟ—ଶୁଭମନ୍ଦରେ
ଚାରିକିମିକର ଜନମୟରେ କର୍ମସ୍ମୟରେ ଫେନ୍ତରରେ କହୋଲେ
ମନେ ମେଇ ଶଶସମାହିତ ତିଶାଳାଟିର ଧେନ କୋଷାର
ଥେବା ନାହିଁ । ତାହାର କାରଣ ଜ୍ଞାନଶାଳା ଗ୍ୟାଲରିରେ ହିଲାଇଲା
ତିଶାଳାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ମେଇ ତିଶାଳି ଭଗ୍ୟବନ
ଧୂଷର ଲୋକାଭିତ୍ତ ଦୈଵିକାଳାର ବିଚିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣକାହିଁରେ
ନାନା ପରିକଳନା । ତାହାର ଅମୃତ ଅଗ୍ରତେ ରହଣ-ପରିସ୍ଥି,
ମୁକ୍ତରାଂ ମୁଖ୍ୟଗତରେ ମନେ ତାହାରେ ବୈପନ୍ନିତା ଓ ବୈମାନ୍ତ
ଅଭିନ୍ନ ଦେଖି ।

ପେଇ ଅତ୍ୟାରଣ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳେର ଆମିଗୁଡ଼ ଖିଲୋଟୀରେ ଚିତ୍ର ହିଁତେ ଆରାଷ କରିଯା ପଥବିନ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରୟୋଗ ସାହେବ, ଗୋଦେଶ, ଡେଲିନେ ଓ ଅଞ୍ଜାନ୍ତ ହିତୋତ୍ତିର ହରେ ତିତକଳା ଯେବେଳକ ନବ ନବ ପଳ ହିଁଥାଇଁଛେ, ତାହାରେ ତିତକଳି ଶାସ୍ତ୍ରାଳ୍ୟ ଗ୍ୟାଲରିତେ କ୍ରମିତରେ ନଜିତ ହିଁଥାଇଁଛେ। ତିତେର ବିଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏକ — ଏହି ପୃଷ୍ଠାର ପୁରୁଷମାତ୍ର । ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଅନ୍ୟର୍ଥୀ ଦୋଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ (Annunciation) କତ ଅନ୍ୟର୍ଥୀ ତିତ ଅଭିତ ହିଁଥାଇଁଛେ, କତ ଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରାଚୀରେ ଆଟିବେ—

ହାମେର ପ୍ରତିଲିପି ଆନିଯା ଓ ଏକ ଉତ୍ତରୋପୀୟ
ବସନ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁରିଛେ ।

এখন অবশ্য কালোপে পরিবর্তন হইতাছে। যে মধ্যস্থানে
ই অধিকার্থে চিরের উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে
উড়োগে এখন অক্ষুণ্ণ বিলম্ব থাকে। তখন স্বর্গ, বেষ্টনূল,
বেঁচুয়ানী ভাষণ, কলনামে সুর্য করিয়াছিল, এখন
স্বরূপের অলৌক ও কালোনিক কথা—অভিযানের কোন
কালোকেও ইউডেগ বৌকার করিতে চাই ন। তখন বিশ্বাস
হইয়ে চিমিশাসনে একজা অবৈধ হইত্ব বিস্তারিত,
বিজ্ঞাপন ভাষণ থান অধিকার করিবারে।

তথাপি এসবস্তু ছিলই শাস্ত্রাল—বিশেষভাবে অট্টল বা ইতালীয় বা অন্য কোন জাতীয় নহে। হাওরেলিকে, মেলিমি, লিগনার্টোডিলিস প্রকৃতিক অনুভূত পুরুষ মাঝে বলিলেও তাহাদের করনসম্পর্ক হইতে উচ্চারণের পথিক ব্যবহার হইতে চান। এখন কি তাহাদের পুরুষের ভূত চিত্রকরণ যেনেন করবেন, আনন্দাত্মক, কিঞ্চিৎ অট্টল চিত্রকরণ যেনেন টার্ণির কি হওয়া—তাহাদের ক্ষেত্রে মধ্যাধীনীক মাঝে পুরুষ পুরুষের পুরুষের শীতাত্ত্বের সম্বন্ধে কোন অভিমুকি কেবল হৃদয়ে মনে করে নাই। মধ্যাধীনের ভক্তিমূর্ত্তি প্রতি আধানিক ইউরোপ বৈচিত্র্য অবকাশিল সৌক—মেই ভক্তিভাবপ্রশংসন আর্ট যে

এইটি বড় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে সপ্তকে কোন অভিন্নতম আনন্দকেরও মতে লেখাপত্র সংশ্রেষ্ট নাই। হৈবৰেণে যদি আর্যার কোন সময়ে ধর্মের নববৃত্ত আদে, তখন সেই মধ্যস্থুরের সামনার এবং সেই ডক্টিনোলাইতি শিখের তলে পড়িবেই—কারণ তাহার মধ্যে অধ্যাত্মসংজ্ঞার এইটি নিতারণ আছে।

ଆମର କାହା ହେଲୁଛି ଚର୍କାରଙ୍କ ଲାଗେ ଯେ ବି ଶାଖାତଳ
ପାଲାରିତେ ଯି ପାଇଁନଗରେ ଲୁହୁଏ ଇଉରୋପୀର ମାଧ୍ୟମ
ଆମନାର ମୁହଁଗେଲେ ଶିଳସାଧନାର ଶ୍ରେୟ ଶମ୍ପଣଗଲି ସକିତ
କରିବା ବାଧ୍ୟାରେ । ମେଘନାକାର ଚିତ୍ରଣି ଏଥିର ହାତ
କେବଳମାତ୍ର କଳାଶଳଗଲୀ ବା କଳାନିଷିଦ୍ଧିରେ କୌଣସିଲୁ
ନିର୍ମିତ କରିବା ଥାକେ—ତାହାର ସମେ ସମ୍ଭବ ଇଉରୋପେର
ଜୀବନେ ବଢ଼ ସାମଗ୍ର୍ଯ ଦେଖିବେ ପାଇଁଥା ଥାଏ । ଯେ
ହାଲେ ଏକ ସମ୍ଭବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇକାଲୀର ଚିତ୍ରକ ଚିତ୍ର-

କଲାର ଆସର୍ଥିଲେଇ ଛିଲେ, ଦେଖାନେ ଏଥିଲେ ନାହିଁ ଯେତେକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ତିଜି ମରିଅଛେ ଆଗ୍ରହ ହେତେକୁ । କିନ୍ତୁ ଆୟୁନିକ-
କଲାର ଏହି ପ୍ରକାଶ କି ଏହିମା ମରେଟିକୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସାଳେ
ବିଶେଷ ହେଉଥାଏଇବେ ନାଁ ଯେ କାଂଟ ପାଶାରିବେ ଆଜି
ବିଶ୍ୱାସିରିଗିରିର ପାଠାନେ ଶିଳ୍ପୀର କଲାର କରିବାର ଅଟ୍ଟ
ରଙ୍ଗ ଓ ଛୁଟି ହାତେ ବସିଥାଇଛେ, ଏକାକିଣି ତାହାରେ ନିର୍ମିତ
ପାଠାନେ କରେଲା ଆକାରରେ ମୋଟର, ରଙ୍ଗ ଫଳାଳେ,
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣେ—ଏହି ସବୁ କିମନିଲାଇ ପାଠାନେ ଆପଣ ନାହିଁ, ତାହାର
ଶୟଶ୍ଵରପାଣ ଏକଟି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ପଣ ଯାଇ ତିଜିନା କାହା
ଦେଖିବା ମାତ୍ରରେ ଆଜାକେ ଆନନ୍ଦମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବନ୍ଧ କରିବା
ପରିବିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ।

ଆମାଦେର ମେଘ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପ ଅବେ ଅବେ ଉତ୍କାଶ
ହିଟେହେ, ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଓ ତାହାର ପ୍ରେରଣା ଆମିବାର ଉପରୁକ୍ତ
କରିଛେ । କିନ୍ତୁ ହୀନ, ଆମାଦେର ଶିଳ୍ପକେ ଆମରା କୋଷାର
ତେବେନି କରିବା ପରେ ପରେ ତରେ ତରେ ନାଲାଇଲାମ ? ଯିବେଳୀ
ଏତିହାସିକ ଆମାଦେର କାଳେ ମୁହଁ ଥିଲେହେ ଯେ ଭାବରୁରେ
ପୂର୍ବକାଳେ ଆର୍ଟ ଛିଲ ନା—ବୋଲ୍ଫ୍‌ଜୁଗେ ଅଶୋକର କାଳେ
କନିକ ପ୍ରତିକିର୍ତ୍ତ ରାଜାଦେର ମୟେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଦେଖ, ଦେ
କେବଳ ଧୀର୍ଦ୍ଧରଙ୍ଗ ଅନୁକରଣେ ହିଇଲାଛି—ତାହାର ପୂର୍ବେ ବା
ପରେ ଶିଳ୍ପର ନାମପରିବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

ভারতবর্ষের নিয়ম কোন আর্ট নাই বলা যা আস
ভারতবর্ষকে বর্ণনাদেশের সম্পর্কযুক্ত করাও একই
কথা হইয়া দাঢ়ায়। ভারতবর্ষে বর্ণিত হিল অধ্য
সৌম্যবাসুটি হিল না, সে চিত্তা করিয়াছে কিন্তু বেশ
করিতে পারে নাই—তাহার মানে এই যে তাহার মন্ত্রকের
মহিত তাহার গ্রান্তদের কেন সহযোগ হিল না—সে
এখন একটি সভাতার ফল কলাইয়াছে যাহার ঝাঁটা মার
আছে, শীঁস কোথাও নাই। এখন অঙ্গুত কথা যে
বিশ্বব্রাহ্মণী সভাতা-নৰ্মলী কেন পণ্ডিত লোক
কর্মসূল করিতেও পারে, হইত আশার কাছে সর্বাংগে
বিষয়ক বর্ণিত পুরুষ হয়। তথাপি ভারতবর্ষের
সব পণ্ডিত প্রতিবিম্বিত কৃষি বলেন তাত্ত্ব মেধা যাক।

ଦେଶପାଲେ ଶୀଘ୍ରମଧ୍ୟରେ ପିତ୍ରବଳେ ଯେ ଆଚିନତ
ଏକଟି ଶୁଣ ଆବିଷ୍କୃତ ହିସାବେ, ଯାହାତେ ଶାକ୍ସଗମ ବୁଝେ
ଭରମକ୍ଷା କରିଯାଇଛେ ବିଲିଆ ପଞ୍ଜିଗଣେଇ ବିର୍ଦ୍ଦି, ତାହାର

তাৰিখ ইহাতা ৪৫০ B. C. হিৱে কৰে
আসে নাই। তবে ভাৰতবৰ্ষীগঠণ এ
হইতে শিখিল ? উভয় “Perhaps from
এই perhaps-টি নিছক ঐতিহাসিক।

ଇହାର ପର ଆଡ଼ାଇ ଶତ ବସନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା
ନାହିଁ—ତାର ମାଣେ ପାଓଯା ସାଥେ ନାହିଁ ।
ଅଶୋକେର କାଳ—ତୀହାର ତୁଳନା ତୁମ୍ଭ
ଦୟା ଭାରତବରେ ବରହୁତ ଓ ତୃପ୍ତିଲେ ସାହିତ୍ୟ
ବୁଝଗ୍ଯାତେ ଆଛେ । ଅଶୋକେର ପ୍ରତି
ମାଲାଓ ନାନାହାନେ ପାଓଯା ଗିଯାଇଛି ।

ହିତେ ଶକ୍ତି ହିଲାଏ ତାହାରେ ଜନିଳା
ମେଲିଏଟି ତିରମାଳର ସେବକ ଯକ୍ଷ ର
ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଏ, ଦେ ଶିଖି କୋଣା ହିଲା
ନିକଟ ହିଲେ । ଅଶ୍ଵକନ୍ତୁ ଶେଷ
ଅର୍ପି ପାରମାଦେଶୀ ଉଠେଇ କପାତ୍ର
ଅଶ୍ଵକ ନାମରେ ଧର୍ମପାତ୍ରକ ପ୍ରେ
ଲିଖିଲା ତୋହାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଶିରେର ଏହି
ହିଲାଇଲା ।

তাৰপৰ শক ও খুশিৱিলেৰে সহ
ইৰিক প্ৰচৰ্তি মালদিসেৱাৰ রাজন্যকলে
বৰঞ্জই শীৰ্ক শিৰ অপস্থিতি প্ৰাণ
কৰিবিছোৱে, তখন গোকৰানেশে এক শিৰমূলৰ
৩ পৰাবৰ্তন নানা হালে এই শিৰেৰ
হাবিৰ হইবাবে—কলিকতা, লাহোৱা,
কলকাতা বিভিন্ন তাৰা দেখা যাব।
শীৰ্ক—কাৰণ মুক্তি পৰি দেখিলে কল
লিপি দেখা যাব। দেখিবলৈৰ পৰ্যন্ত লিপি
তে যে তখন দেখিবলৈৰে পৰ্যন্ত হইতে
বৰঞ্জ বৰুৱাটো পাখা যাব। যেমন
লিপি আৰম্ভ কৰিবলৈৰে এই ধৰণৰ
কথা তখন অৰ্থ বাবেৰে বাবৰ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟେ ଅଜଣାଗୀରାର ଫି
ଇଯାଛିଲ, ଲେ ତୋ ଏକ ଅଭିକରଣେ ହେ ନ
ଥିଲା। ତଥେ ଦେ ଆବାର କାହାର ଅଭିକର
ନାହିଁ ବାହିର କରାଂ ତୋ ବିଷମ ଗୋଲମେ

ଶ୍ରୀକୌଣସି ପାଇବୁଣୁନ ହେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରାବଳୀର
ଅଭୂତ ସ୍ଥାନିକ କରିଥାଇଛନ । ଏମନିକି ଶ୍ରୀକୌଣସି ଫୋରେନ
ଡେନିସିର ତିତ୍ର ହେଲିଛେ ଅବଦ୍ୟାଗୁହାର ତିତ୍ରକେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ
ମିଶାଇଛନ—

"The Florentine could have put better drawing and the Venetian better colour, but neither could have thrown greater expression into it." ସୁତ୍ରାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷାଞ୍ଚଳ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ସମ୍ପଦ ଶ୍ରୀ ଅମୁଲକରଣ ବଲିମାର ଉପରେ ନାହିଁ, ତଥନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକଟ ବିଭିନ୍ନରେ—

"Their foreign origin is apparent, but nobody knows where the artists came from or what their models were." अर्थात्

ତାହାରେ ଦୈନିକ ଉପଗ୍ରହ ସୁମଧୁର ପ୍ରତିବିମନ, ଅବେ
କୋଣ ବୈଦେଶିକ ଲିଙ୍ଗର ଆସିଥାଇଲ, ତାହାରେ ଲିଙ୍ଗର
ଆମର ବି ଛିଲ ତାହା କେହିଁ ଜାଣେ ନା । ଇହାର ନାମ
ଯଦି ଇତିହାସ ହୁ—ତେ ଆମଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ
ଅଭିଭବ ହିତିହାସ ବଳିତ ହେବ କି ! ଭିନ୍ନମୌଳ ଲିଖେ
ଏକ ବଲିଙ୍ଗର ସୁମଧୁର—ମାହିତେ ତମ ସଂପତ୍ତରେ କାହାରୀର
ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତର୍ମାଳା ଏବଂ insincere rhetoric” ମେଳେ ଥାଇଛି,
ତୁମିରିମେ କୋଣାଖ କୋଣ ଚିନ୍ତାର ବା ଟୋର୍ଡୋର ମାଝି
ଶୁଭ୍ରାତା ହା ତ ଶୁଭ୍ରାତାମନ୍ ଅଭିଭବ ଚାରୁକ ମାଜାଦେଇ କାଳେ
ବୈଦେଶ ହିତେ କୋଣ ତିରକରେର ମଳ ଆମିରା ଅଭିଭବ ଶୁଭ୍ରାତା
ତିରକରେଶି ତ କରିବା ପାଇବେ । ଧର୍ମ ନେଇ ଅଧାରତାମା
ଅଭିଭୁଲମ୍ବନ ବିଦେଶୀ ଏତିହାସିକେ ମନ୍ତ୍ରିଷମୃତ
ତିରକରେର ମଳ ।

যাক, তারপর? তারপর ভারতবর্ষে আর আর্ট নাই।
কারণ ডিসমেন্ট খিল-একটি আশুর্য লাইন কলমের এক
স্থানতে লিখিবা কেবিলাহেন – সে পঞ্চটি এই—

“তারিখ মোগল স্বার্টেরের আমলে তাওরাসেন শিল্প জাগিয়া
উঠে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুজাতির কোন ক্ষতিত্ব নাই।
তারিখর্বের আর্টের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা নাই,
তাহার ক্ষমিকাণ্ড আলোচনা করিয়া দেখিবারও কোম

সংজ্ঞা নাই। এই তো পাশ্চাত্য প্রদত্তবিদ্যমণের মোটা-
চুটি সিক্ষাত্ত। আমি তাহাদের সকল কথা যথাযথভাবেই
পিপুক করিলাম।

ଆମରା ଏତଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସିକ୍ଷାକୁ ମାନିବା ଶାଇତେ
ଥାଏ ହେଉଛିଲାମ, କାଳମ ସାଧିନିଭାବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତକାନ କରିଯା
ଆମରାରେ ଦେଖିବାର କୋଣ ବିଦୟର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରିବାର
ପଞ୍ଜି ଆମରା ରଖିବାନ୍ତିରେ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଉଗ୍ରଗମ ସାହି ବେଳେ
ତାକୁ ଆମରା ଦେବବନ୍ଦ୍ୟରେ ମତ ଶିଖୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେ, ଯି, ହାତେମ ସହକାର ଭାରତରୁଥେ ଛିଲେନ ।
କଲିପିତାମାର ଗଦମେଟ୍ ଫୁଲ ଅବ୍ ଆର୍ଟେର ତିନି ଅଧିକ
ଛିଲେନ, ରୂପରୁଚ୍ ଭାରତରୁଥେ ମଧ୍ୟଭାବେ ଜୀବିତାର
ଏବଂ ଭାରତରୁଥେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମତ୍, ମହିଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଜାତ କରିଥିବା ଆମୋଚନ କରିବାର ମୁଦ୍ରାଗ ତିନି ଶାତ
ବରିପାଇଲେନ ।

সপ্তম তিনি একটি পৃষ্ঠক প্রকাশ করিয়াছেন—
জাহার নাম “The Ideals of Indian Art”。 সেই
পৃষ্ঠকে তিনি প্রত্যক্ষবিবরণগুলো সিদ্ধান্ত একেবারে ছিল
ভিত্তি করিয়া লিখাইয়েন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্ট
যে কৃত বড় একটি শক্তি, তাহার ক্রমবিকাশের ধারা যে
আজক্ষণ্য পর্যাপ্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা
বিস্ময়শীলে প্রদর্শন করিয়া লিখাইয়েন। প্রত্যক্ষ আর্টকে
চিনিতে ইলেমে একটা অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন, কেবল উপর
উচ্চ মৈশুরে এটা অস্থায়কের অস্থায়ক বা এ অস্থায়ক অস্থায়ক
মেশ হিতে আসিয়ায়ে এগল হিত করা মুঢ়া—হাতেলের
পৃষ্ঠক পত্তিয়া সে কথা বেশ দ্বিবিক্ষিত। ভারতবর্ষের
ধর্মৰন্ধরের সঙ্গে অধ্যাত্মিক সঙ্গে তাহার বিশ্লাসাহিতের
এই প্রতিক্রিয়া যেমন স্বচ্ছ—ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম

ପରେ ଏହା କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଥାଏ—କିମ୍ବା କିମ୍ବା ତାହାର ନା ଆମିଲେ ଯେ ତାହାର ଶିଖାରୀହିତରେ ମର୍ମର ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଥବ୍ୟ କରା ଥାଏ ନା—ତେ କଥାରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠକ ନ ପଞ୍ଚାରେ ଥାଏ । ଆମେ ଏହି ମେହି ଜଳେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ଭାବେ ଆମିନିତ ହେବେ ଯେ ମେ କେବେଳ ତିନି ଶିଖାରୀର ନାମ, ହୁଣ୍ଡାଇଶ୍ଵର ନାମ—ତାହାର କାହା ନିଃମେହେ କୁଣ୍ଡଳ ପୃଷ୍ଠକ ଭିତରେ ଡିଭିଲେ ହେଇଥା ଆମିନାହେ ଏବଂ ଆମି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲେ । ଅନ୍ତର୍ଭବିତ କେବଳ କରିଯା ତାହାର ପରିଶ୍ରମରେ ଆମିନାହେ ।

ଏହେବେ ଭୂମିକାୟ ହାତେଲ ଦ୍ୱାରା କାରଯାଇଛନ୍ତି ଯେ
ସ୍ଟୋରିଆ ଆଲବାର୍ଡ ମିଡ଼ିଆର୍କ୍ସର୍ ଭାରତବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଟ ବିଭାଗେ
କାହା ରିପୋର୍ଟ ଲିଖିତ ହିଁଥାରେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷୀୟ ପୌରା-

ମେବ୍‌ଦେରୋ ମୂର୍ତ୍ତି ବୀଭତ୍ସ—ତାରତର୍ବ ଅଟ୍ଟ କାହାକେ
ତାହା ଆନ୍ଦେଇ ନା । ସାତେଲେ ବେଳେ, ଇହାର କାମଗ,
ଶାରୀ ଲେଖେଣ ତୋହାରୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଘାରେ ଆପାବୁଦ୍ଧିତ୍ତ
ନି ନିରଜିତ ଯେ ଏକବାର ମେନ୍ଦ କରେନ ନା ଯେ ହିସ୍-
ଟିକେ ଏହମ ମୁକଳ ବିଶ୍ଵାସ (symbol) ଥାରୀ ଭାବପ୍ରକାଶ

তে হইয়েছে, যাহা হিস্তি অনুসারণের নিরক্ষেত্রে
পাওয়া চাহে। যেমন ধর্ম অধ্যায়চতুর্বিংশতি এবং
চতুর্থ চতুর্ভুক্ত হইয়েছে। মুত্তর চতুর্থ চতুর্থ
না আনিয়া কেহ বলি তাহাতে বীৰ্ত্তিস কি কৰ্ম্ম বলে
এবং দে কি নিজের মুভার পরিচয় দেয় না ? একশ তুল
বার আরও কাশণ আছে। আধুনিক পাঞ্জাব

ହୀଲେ ଯେ ଆକ୍ଷେପ ଅଶ୍ରୁ କରିବାଛେ ତାହା ନିଃମନ୍ଦିର
ରୀତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବରେ ଇତିହାସ ଧେନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମେ
ତ ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ନିର୍ବିଜ୍ଞାନ—ଆତିଥିର୍ମ ପ୍ରକାରର ଏତ
ପ୍ରେସି ମାରଖାଣେ ଆଶିଶ ରେଖିବା ପଦେ—ଟିକ୍ ମେଳ ଏକାକି
ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ମହୋନ୍ତ ଏତ ବୈଚିକ୍ଯ ଆହେ—ଆର୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ
ହାର ବାହ୍ୟପକ୍ଷରେ—ସେ ମେହିମତ ବିଶେଷବିଜ୍ଞାନକେ
କଟା ଆକ୍ରମନର ସଥେ ଶୀଘ୍ରରେ ତୋଳା ଏକଟା ହସାଧ୍ୟ
ପାଇଁ।

একটা দুইটা ছিল। পাক্ষিক এভিজিনিয়ের ভাবত-
বর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপ একটা তুল সংস্করণ এইরূপ আছে
যে, বৌদ্ধগুরু বৈদিক শুণের একটা বিশেষী শৃঙ্খল এবং
গোরামিকযুক্ত হিন্দুরূপের পুনরুজ্বাণকালে বৈকুণ্ঠে এ
দেশ হচ্ছে চিরস্মীর প্রাণ হইয়াছে। বৈদিকগুরু বলিতে
হইয়া যাগমজ্ঞানবিল ক্রিয়াকাঙ্গিও বোবেন, উণ্মিদবের
অক্ষবাদকে তথে দেবিষাং মেথিতে পান্ন। বস্তু
উণ্মিদবীর অক্ষোপলক্ষণ তৰ ও সামান্য দে বৈকুণ্ঠের
ক্রিয়াহে তাহার হইয়া নাই। এই কথাই সব বলা উচিত
মে নথ ইন্দ্রীয় পৌরোহিত্যকে আয়ুর্বে করিব। লইয়া তাহার
বিচিত্র বিশ্লেষকে ও দৈনন্দিকতকে দার্শাতের শৃঙ্খল-
বস্তু মৃত্যুপে বীর্যাপ্যাছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই ধৰ্ম-
বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে অস্ত্রাংশের একই ইতিহাসের
এক শুভকর প্রতেক দে যথি কেবল বিদ্যুলৰ কাছে তাহার
বর্ষের ইতিহাসের পর্যাপ্তভূল অন্তর্ভু অসংলগ্ন ও বিশিষ্ট
বলিয়া মনে হয়, তবে আক্ষণ্য ছিটার কিছু নাই।

বিকাশ লাভ করিয়াছিল, উপনিষদের সর্বাচ্ছুটি ও মৌল
বিদ্যার সঙ্গে যে সাধনার দিক পিয়া কোন জিজেস নাই,
উপনিষদে যাহা ধ্যান, ছিল বৈকল্পর্যে তাহাই চরিত ও
সাধনার বিষয়াচ্ছুটি হইবার উপকরণ করিয়াছিল মাত্র—
অভিযোগিতার এই “স্বত্ত্বাচ্ছুটি” পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মূল দৃষ্টি
অভিজ্ঞতা করিয়া থার। পিশুর ধর্মকে ইহেরীয়া আটান ধর্ম
সম্পর্কে থার, তবে আস্তর্ণ ইহসন কর্তৃত নাই।

আশ্চেরি খেক ওকানেস সান্ তাহার “Ideals of
the East” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আস্তর্ণ মূলত
সথনে চীন, আগন ও ভারতবর্ষে শেখন মতভাবে নাই।
কারো এসকল দেশেই আর্ট একটি বড় অধ্যায়বিদ্য হইতে
উৎসারিত হইয়াছে এবং সেই অধ্যায়বিদ্যের মূল উৎসে
এই ভারতবর্ষেই।

ইহতে বিজ্ঞান করিয়া দেখা দেবল ছুল, কারণ যিত পূর্বে
পূর্বে সাধকগণের বাণীকে আপনার যথ কৃত্যের মধ্যে মুর্তিলাল
করিয়াছিলেন মাত্র—তিনি তেমনি উপনিষদ ইহতে বৃক্ষ-
বেষের ধর্মের বিজ্ঞান করা সেই একই বকচের দুল, কারণ
একেকেও একজন মহাশূভ্র সমস্ত কালের বাণীকে আপনার
শীর্ষনের ছাঁচা সার্থক করিয়াছিলেন মাত্র। কবির বাণী
বে বক্তৃত তপস্যার অপেক্ষা রাখে—নহিলে নে

ইউরোপে মহাযোগে আর্টের সঙ্গে ধর্মবোধের এই বোঝ
ছিল—ধর্মসংক্ষেপের যুগে পিপুলিটান-প্রতিবে সে বোঝ
ছিল ইহার ধার। কিন্তু সে মে কৰ্ত বড় বিজ্ঞেন তাহা কোহ
তাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার পর ইহতে
আজ পর্যাপ্ত আর্টেকে ক্ষুল ক্ষুল রসত সহজের মধ্যে বাণী
বাণিধি কৌণ্ডণ্ণ ও বিলাসী করিয়া তোলা হইয়েছে—
সমস্ত বাণীর প্রাণবাহনের সঙ্গে তাহার নোগ নাই—সে

বাণীর গভীরতা। কে পরিষ্কার করিবে ?
পৌরাণিক ধৰ্ম বোঝিদ্বয়কে এদেশ হইতে তাড়াইয়াছে,
নৈতিকাঙ্গ ধৰ্মস্থানে—সৌন্দর্যে দে এমন একটি আকাশ-
হৃষ্ম করিয়া রাখিয়াছে যাহার মূল ধৰ্মযুক্তিরের মাটো
হইতে আর একটি ভাস্তু সংযোগ। পৌরাণিকের অবস্থা
মাত্র সংকলন করিবে না।

କାଳେ ମୁଁ ଯାଏନ ଆଜି ଗର୍ଭିତ ହୋଇଥିଲା ଅଧିକାରୀ
କାଳେ ମୁଁ ସମୟ ଦାଖିଲ, ଶ୍ରୀ, ହୁଣ ଆହୁତି ହେ ଅନାର୍ଥି
କାଳି ଆଧୀନାକାରିତି ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖି, ସମୟରେ ଏକଟା
ବିଶ୍ଵାଳୀ ଘଟିଛିଯାଇଲା, ମେହି ମନ୍ଦିର ଏକଟା ପ୍ରେସ୍ ବାଜାରରେ
ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରାଚନକ ଠକ୍କିଯାଇବା କଣ୍ଠ ଉତ୍ତରିତ ପଡ଼ିଲେ
ବାଧା ହିସାଇଲି । ତଥନ ଅନାର୍ଥି ଦେବଦେବୀ, ଅନାର୍ଥି
ଆଟାର-ବ୍ୟବହାର ସମରତିହେଉ ଶୋଭିତ-ନେତୃତ୍ବକାରିତି
ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ଲାଭ ହେ ।

ହାତେଲ ବଳେ ଭାରତରେ ଏହି ବିଜେଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପଢ଼େ ନାହିଁ । ମେହିକୁ ଭାରତରେ ଆଟରେ ଉପରେ ଅଭୁଦାନ
କରିବିଲେ ହିସେ ପରିପ୍ରେସ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବୋଧ ଏମେହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବତ
ହିସାଇଲା-ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶର୍ପର୍ଯ୍ୟମେ ଲୋଟେ ହିସେ । ମେ
କବେ ମେ ତିନି ପରିଧି ପ୍ରଭାତ ଭାରତ ତଥ ଗମନୀ, ଏଥିମେ
ମାତ୍ରର ବର ତାପାବେମେ । ମେହି ବୈଶିକ କାଳେ

କରିଯା ଲୋହର ମେ ପ୍ରସାଦ ତାହା କେନ ହିଣ୍ଡାଇଁ ବୌଦ୍ଧ-
ଧର୍ମ-ବିଜନ୍ମ ନହେ । ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣତଥି ହିନ୍ଦୁ ବିତ୍ତ
ଅବେଳତର ହିଇଛିଲି, ବୌଦ୍ଧ ଚିହ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଇଛିଲି,
ବୌଦ୍ଧ ଅଭିଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ନାରାଯଣପୂଜା ପରିଷଠ ହିଇ-
ଛିଲି, ବୌଦ୍ଧ ତ୍ୱାମାନି ହିନ୍ଦୁ ଉପାସନାପରିତିର ସଥେ କବ୍ର

४६ संख्या]

ଭାରତବର୍ଷୀୟ ଶିଳ୍ପକଲା ଓ ତାହାର ଆଦର୍ଶ

ପ୍ରାଚୀକୋରୋମନ ଭାଷ୍ଟଗମ ଆସିବାର ଅଳେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ-
ଦେଶ ଆଟେର ଭାବେ ଥଚନ ହିଲୁ ଯିବାଛେ । ସବନ ଯିତ୍ର
ବସନ ଅଧି ମରଣ ଏବଂ ଅଭୃତ ବେଷ୍ଟାଗମ ମହିମେ ପ୍ରାତିକ ମଳୀ—
ଅଧି ଯଜ୍ଞ ପୋରୋହିତ କରେନ, ଉତ୍ତା ଦୟାଗତ ସର୍ବତ୍ର
କରେନ, ପୂର୍ବ ତାପେର ଦାରା ଆଜକେ ପୋର୍ପଣ କରେନ,
ମର୍ଦ୍ଦଙ୍ଗ ଅଥେ ଆରୋହିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଲେର ବେଷ୍ଟାଗମିକେ
ମୁଖିକେ ବିଶିଷ୍ଟ କରେନ, ପରଜ୍ଞାଦୟ ସର୍ବ ବିଜାତୀର୍ଯ୍ୟ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗା ତାହିମିକେ ଅଭିନିଷ୍ଠ କରିଯା ସମ୍ପଦ
ଧର୍ମରୀତି ତାପ ଜୁଡାଇଥା ଦେନ, ଶତକ ଉଡ଼ିଯା କରନେ—ଶୁଣୁ
ତାଇ ନୟ—ଥଥମ ଶମତ ଶକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗାତ୍ମର—
ଯେ ତୋର୍ଯ୍ୟ ଅସୁମ୍ଭୟ ଶକ୍ତି ଆକାଶେ ଥାକିଥା ସମ୍ପଦ
ଜାନିନ୍ତିଛେନ ଏବଂ ଅନ୍ତରଳୋକେ ମହାଇ ଜାନିନ୍ତିଛେନ,
ମେଇ ଏକ ଅନ୍ତରମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆକାଶ ସମ୍ପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା
ଏକଥା ଶୀକାର କରିଛି ହିସେ ଯେ ଶୀହାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭାରତରେଇ ଶିଳକଳା ଲାଇନ ନାଟାଚାର୍ଜ କରିଯାଇଛେ ତୋହାର
କେହି ବୈଦିକ ଯୁଗେର ଏହି ଜୀବାୟା-ପରମାତ୍ମାର ମୋରେ
ବ୍ୟକ୍ତିକ ଭାଲ କରିଯା ଧରେନ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ସହେ
ଯେ ଭାରତର ଶିଳକଳା କୋଣ ନିଷ୍ଠ ସଥକ ଆହେ ତାହାର
ତୋହାର ଧାରଗର ମହେଁ ଆମେ ନାହିଁ ।

চেচ্চার পরিযায়—এই মহাসত্ত্ব উন্নিষদ্কাৰ খণ্ড-
বিগেৰ নিৰ্মল ওজালোকে উড়াস্তি হইল—ঠিক সেই
মনেই সেই বহুশান্তিকৌপৱেৰে এলেৱা অজ্ঞাত শুণ-
চিনিন্দাৰ এবং ভাৰতবৰ্ষের অজ্ঞাত নানা আশৰ্য শিৰ-
য়ানীৰ প্ৰথম সম্ভাৱা আগিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ-
ৃষ্টিবেৰ যিনি আৰ্যা, তিনি ঔৰাজ্ঞাৰ সমে এক-

না আসিবাৰ কৰিব আছে। যেখনে অথবা ভাৱ-
তীৰ শিৰকৰ্ত্তি পাওয়া যাব, সে বৈকল্প সুপু। আমি
পুৰৈই মেঘাইয়াছি যে বৌদ্ধবৰ্গেৰ সকলে বৈবিকৃত্যৰেৰ
সমৰ্পণ বিবোধী সম্বন্ধ বলিবলাই মনে হ'—স্তৰাঙ্গ বৌদ্ধ-
সুপু তত্ত্ব শুভচিনিবালাগ মধ্যে বৈবিক সুস্পৰ কোন
অভাৱ কৰিব না কি কৰিবা চলে ?

একবৰণে আছেজ এক্ষবন্দেন আবৃত্ত—এই তথ্য ভাবজীৱ
শিৰকলাৰ অস্তিনহিত ত। উপনিষদ এই তথ্যকেই
স্মৰণহৃতি বলিবাছেন—স্মৰণহৃতি মনে সকল পদবৰ্তেৰ
মধ্যে প্ৰয়োগাকাৰে অস্থৰভ কৰ। যাহা বিশেষ নামধাৰণ
কৰিবা, বিশেষ প্ৰোজন সাধন কৰিবা, বিশেষ একটি
কল্পে মধ্যে নামা বিকার কৰিবলাট কৰিবলৈছে, তাহা
মেই নামকলপে সৌম যে অতিক্রম কৰিবা অনন্ত অপৰি-
ণীয় হইবাবা আহে—বেধনে তাহাৰ গোপ, মেধনে আনন্দ,
মেধনে তাহাৰ বাস্তুৰিক সত্তা—কি আৰণ্য বিশুদ্ধিতে
মেই কেন্দ্ৰ সহ সপ্ত বৎসৰ পূর্ণ এই ভাববৰ্তেৰ
ধৰণিগত তাহা দেবিধৰিছিলেন এবং মেই জৰুই এমন বন্দ-
শূলক সব কথা নিঃসংকোচে নিঞ্চলে বলিবা গিবাছেন তাহাৰ
পৰ্যন্ত পৰ্যন্ত আৰণ্য বিশুদ্ধিতে আৰণ্য বিশুদ্ধিতে

ପର୍ଯୁ ଖୁଲ୍ବା ପାଶେ ଶ୍ଵର-ତମେଜିତ ତମେଜିତ ତମ୍ଭେ ସଥିନୀ।
ତମେଜିତ - ତିମି ଚଳେନ, ଅଧିକ ଚଳେନ ନା, ତିମି ହୁଏ ଆହେନ
ଈଚ୍ଛା ନିଷିଦ୍ଧିତ ଆହେନ। ମେଥାନେ ସମ୍ଭବ ଚଳା ମେଥାନେ
ତାହାର ଅନୁଭବ ଶାପି ସମ୍ଭବ ଧାରି କରିଯା ଆହେ, ମେଥାନେ

ଗ୍ରାମେ ଜୋରେ ଅସୀକାର କରା ତୋ ଚଲେ ନା । ତାହାର କିନ୍ତୁ
ପରେ ଭାରତବର୍ଷେ କୋଣ ଆଟ୍ ଛିଲ ?

হাতেল সে কথা অঙ্গীকার করেন না। তিনি এই
যুগকে Transition অর্থাৎ পরিবর্তনের মুখের একটা

ଯୁଗ ବଲିଛାଇନ । ଏହି ସମୟେ ଭାରତବର୍ଷ ନାନା ଦେଶ ହିତେ
ଶିଖସଂଗ୍ରହ କରିଛିଲେ—ମେଇ ମୁଣ୍ଡରେ କାରୋର
ପରେ ବେ ଯୁଗ ଆମ୍ବଲ ତାହାଇ ଶଟିର ଯୁଗ—ତରନ୍ତିମେ ତେବେର
କଥା ଆଲୋଚନା କରିତେଛିଲାମ ତାହାର ଅପ୍ରୋକ୍ଷମ ହିମ୍ବା-

ছিল। বেটা মাঝখানের একটা পৰ্য তাহাকে আরঙ্গ
মনে করাইছে তুল হইয়েছে কাশল আর্ট মানে তো
কতগুলি ছবি ভাস্তুর রং ও শালমসলা নহে, তাহার
আগই হইতেছে একটি তর, একটি আইডিয়া—যাহা

ନିର୍ମାଣକ ଓ ପ୍ରସରକ କଲେ ଧ୍ୟାନିକା ତାହାକେ ନାନା ଗ୍ରଚନାତେ
ନାର୍କ କରିଯା ଫୁଲିଦେହେ । ଝରନାଂ ପ୍ରାଣଶ୍ଵର ଜୀବିତେ
ହିଲେ ମେହେ ଆଇଡିଙ୍ଗାତେ ଥାଇତେ ହିଲେ—ଆରକିନ୍ଦରାଜିତେ
ନାହେ ।

ଭିନ୍ନମେଟ କିମ୍ ପ୍ରତିକରିତ କାହା ହାଲେ ବସନ୍ତ ଓ ଶାକୀ
ଦୁଃଖେ ମୂର୍ଖପାଇଁ ଏହି ନଳକ ବା ପାରଙ୍ଗ ନଳ ବିଲ-
ତେ ପ୍ରତିକରିତ ନହେନ । ଭାରତବର୍ଷୀ ଅନାର୍ଥୀ ଆନ୍ତିଗମ ଯେ
ଶିଖନିମ୍ନ ଛିଲ ତାହା ସକଳରେ ଜାଣ କଥା । ଶାର୍ଟ
ଅଳୋକ ଧ୍ୟାନ ଦୁଃଖ ପାରି ନିର୍ମାଣ କରିବାକାହିଁଲେ, ତମ
ତିନି ଯେ ଅନାର୍ଥୀ ଶିଖିଗେଲେ ଶାହୀ ପାନ ନାହିଁ, ଏ କଥା
ବଳେ ନା । ପାରଙ୍ଗ ଦେଶର ତତ୍ତ୍ଵର କାହା ଅଳୋକ
ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ମେଟେ

সময়ের সূর্য ও ভাস্তুর মধ্যে এদেশীয় বৈজ্ঞানিক স্টোরেজ
অনেক লক্ষণ রয়েছে। অশেকের পুরুষ ভারতবর্ষে
কাঠের বাস্তু প্রচলিত ছিল, মেঝে লিচিমারে বিসৃষ্ট
ইয়াহো—কিংবা দিন কেবল বিন গোপার্জ হইতে বা রাজ-
পুত্রানাম মঞ্চভূমি হইতে সিমুর ও জাতের কাহার পাচিন
কালো সৰু কৌটি বাহির হইয়া পোকে, তখন অশেকের
পুরুষ ভারতবর্ষে যে শিলাচিত্রে কিঙ্গ ছিল তাহা আনিতে
কাহারও পুরুষ রহিল না এবং সংশেষের কোন শান
পুরাণ নাই।

ଅଶୋକ ରେଲିଂହେର ଚିତ୍ରମାଳାଯ କୌନ ବଡ ଡାବେର
ପ୍ରତିଚୁ ପାଉଥା ସାଥିନା ସତ୍ୟ । ବଢ଼ମୁଣ୍ଡ ତଥନ ଓ ଦେଖମୁଣ୍ଡ
ଅ

পুঞ্জিত হইতে আরাণ্ট করে নাই। যেসকল যক্ষ রক্ষ
কপাল প্রভৃতির মুষ্টি দেখা যায়, তাহারা নৈমিত্তিক
(naturalistic) ভাবেই বেশি পূর্ণ—এই নৈমিত্তিকতা
যাইতে পারে এটি বিশেষজ্ঞ সহজ নয়।

ନାମାନ୍ତର କେବେ ଚିତ୍ରଜୀବିଗର୍ହର ମଧ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ।
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସେନ ଥେଲେ, ଏହି ଏକଟି ଆଶ୍ରମୀ ସ୍ଥାପନାର ଦେଖା
ହେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ଆସ୍ଥାଯ୍ବିକ ତାବ ବେଖାନେ
ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମେଇଖାନେଇ ଏହି ନୈମର୍ଗିକତାର ଭାବ
ଟ ଦେଖା ଯାଏ ।

তিনি বলেন চীন আঁটের ইহাই বিশেষ। যদি
বৌকধর্ম চীনে ধাইবাৰ পূৰ্বে চীনদেবতারা ঠিক
পাকেৰ সুপেৱ এইসকল প্রাঙ্গত দেবতাদেৱ ষষ্ঠই
চারপ্রকাৰ বিশিষ্ট ছিলেন।

যাহাই হোক এই শৃঙ্খলাটা আরম্ভ করিবা আর ধর্মে
নাম প্রস্তুতি বিষবিজ্ঞাল সামগ্রিক হইয়াছিল সেই সময়ে
ও এই নামাখনের নামা সংশ্লিষ্টিকার্য চলিয়াছিল।
সংগ্রহের সূত্রের পরেই শৃঙ্খল শৃঙ্খল আসিল দ্বাবিশিলি,
প্রাপ্তিপদিত্ব অধিক প্রচলিতে শিখ,— গ্রীকদেবামুন-
ডে প্রশিলি—এসমস্তই একত্র করিয়া সমষ্টকে একটি শৃঙ্খল
করিয়া দেখিতে পাওয়া গুরুতর মধ্যে অবিস্ময়ভাবে
পূর্ণ করিবা এক অভিমন্ত ভারতবর্ষীর শিখচন্দনীর
পথে উৎপন্ন হইয়ে।

ত মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনাকে কর কর
ও ধারণে অকিঞ্চিৎ করিবা পিছাইয়ে, তেমনি এই
স্থানে, কর মনস্তে, কর বিহারাটোতে, কর পিণ্ডগুহার-
নে দেখানে খিপ্পকুকির কোন আশঙ্কা কল পুলিশ
পিছাইয়ে, এবং মাঝেরে পূর্বা আসিয়া সেই ক্ষেত্রে উপরে
তি ভজিত রহস্য মাধ্যমিক পিছাইয়ে—সেই—সেইখানে
বাম অধিজাত ভারতবৰ্ষীয় শিল্পিতের সমস্ত ভক্তি ও
নাকে কৃষ্ণ করিবা পছন্দেন। তাহার প্রথম স্বরূ-

ମୁକ୍ତ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିତେ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଗେ ।
ହେଲେ, ଜାତାୟି, ଚିନେ ମର୍ବତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକଙ୍କରେ
ପରାମର୍ଶ ଅମର ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲ ।

୪୯ ସଂଖ୍ୟା]

ভারতবৰ্ষীয় শিল্পকলা ও তাৰ আদৰ্শ

ଶିରେର କରିଛି । ଟୁଟୋରିଆ ଶିଳ୍ପ ସେମନ ନାମାବଳୀର ବାହିକ କମ୍ବ୍ସ୍ କରିଯା ଶିଲ୍ପର ହତ ପାଇବୁ, ଆମ୍ବାଦେଇ ମେଲେ ତେମନି ଏହି ଧ୍ୟାନମୂଳିତାକେ ଅଭାସ କରିବେ ହିନ୍ତ ହିନ୍ତାର ଜ୍ଞାନ ଏମେଶର ଶିଳ୍ପ ଆଗନର ଶିଳ୍ପବିଷୟର ତଥା ହିନ୍ତା ଏକାକୀ ହିନ୍ତା ଯାହିଏ ପରିତେଣ ଏବଂ ମେଲଙ୍କ ଏକାଇବାର ଭିନ୍ନ ଏକପ ମତ୍ୟଶିଳ୍ପ କଥାକୁ କୁଟିଲା ।

তে মৃক
র মৃতি ?
নোবেলকে
নীয়েছে !
কই কি
বের মৃতি ?
তাহার
তাহার
মহান্মান
দায়ি বৃক
বাসনার
কঢ়েকট
পর মধ্যে
কর্তব্যের
কর্তৃতা

এইস্কল ধ্যানমুষ্টি কাহারা অতি যত্নে কুলিশ
কুলিশে ? আর তাহাদের নাম পর্যাপ্ত বিলুপ্ত—কাব্য
তাহারা নামের লোভে এই কাহো প্রবৃত্ত হয় নাই ?
সৈক্ষণ্য দেখা দায় দে ভারতশিল্পে চিরকলার চেয়ে ভারতবাহী
বেশি। যাহা সকলের চেয়ে ছুরু ও পরিশ্রমাদৃষ্ট এবং
সকলের চেয়ে দীর্ঘকালজীবী সেই কাহোই ভারতশিল্পী
আগন্তুর সমগ্রাম চালিয়া দিবাছে ? দেখানে সমস্ত মেলের
পুঁজি আসিবা মিলিত হইতাছে—সৈক্ষণ্যে দেবমন্দিরের
এক পর্যে দেখ আগন্তুর শিল্পকলাকে বন করিবা
আমিনাছে—তাহার সেই কলার পুঁজি, নিখুঁত মৌল্যাদ্যুম্ভু
ডের পুঁজি, আরবিশিত্বের পুঁজি—পরবর্তীদেশে
অস্থায়োদয়ের পুঁজি ? ইহাই তে নামবের সেই আঁচ—খেলনে
মাঝে যানে এ গভীরতম উপমার জীবনের সাক্ষকরণ
লাগ করিবারে, তাহারে অতি যত্নে পাথরের মধ্যে হইতে
হৃতাইয়া কুলিশ অনন্তকলের মধ্যে অবস্থ করিবা আবিষ্কৃত
পিণ্ডাতে !

যাহাই হোক মৌলিকমূর্তি পরিগণণা হই যে আবক্ষ মহাবিদ্যা
বা মানুষ একই কথা মানবকল্পী দেবতার পুরুষ জাপিল
তাহা বেবসমাজ বৌদ্ধদের মধ্যেই আবক্ষ ধার্কিল না
জৈনদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সেই একই তাবেল
অভাব এই সময়ে অশ্রু করা যাব। তাহার কারণ
মতান্তরের দিক্ষা প্রয়োজনবর্ত্তী, আর্যাদুর্ঘৰ্ষ, মৌলিকমূর্তি রক্ত-
অঙ্কের ধারুকু—ইহারা সকলেই একটি আগ্রহের মেলে চৰ
বাসনাবন্ধন হইতে মুক্ত মহামূর্তি বে বহু উপত্যকার শাস্তি

ମୁଣ୍ଡିକରେ
ଅର୍ଜନ କରିଯା ଥାକେ ତାହାର ମହାରେ ପ୍ରେକ୍ଷଣ ।
ଆମରା ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବିଲାରିଛି ଯେ ଦୈତ୍ୟଶର୍ମେର ସମେ
ବୋକ୍ଷଶର୍ମେ, ବୋକ୍ଷଶର୍ମେର ମୟେ ଶୌଭାବିଧିଶର୍ମେର ଦେବକ
ଅଭିଭବିତ ନିରୋଧ ପାଶକା ପଞ୍ଚତମୀ କରିବା କରିଯାଇଲୁ
ଏବଂ ଉପକ୍ରମ
ଥାକେମ, ତାହା ସତ ନହେ । ସ୍ଵର୍ଗ, ହିତରୀ ଏକଟ ଆହୁତି

ପରିଗାମ—ପୋରାଣିକ ଧର୍ମ ସେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ହି ପରିଗାମ ଏକଟ ଅଧିକାନ କରିଯା ଦେଖିଲେଟ ଅଭିତ ହିଁବେ ।

ମୋହନ୍ତିର ଭକ୍ତିବାନ୍ ଉପଶିଳ୍ପ ହିଁଲେ ସଥନ ବୁଝ ଆମ
ଦୟାରୁ ରହିଲେନ ନା, ଦେବତା ହିଁଲେନ, ତଥନ ତିନି ଏକ
ବାଧକ ସଂଗ୍ରହାଳା ନାହିଁ ବଲିଯା ମେଇଥାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ
ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାୟ ବିଜ୍ଞାନାନ୍ ।

অজ্ঞ অবৃ আবি বৃক্ষের প্রজ্ঞাপ্রযুক্তি মানবসমূহে ধারণা বৃক্ষের সুষ্ঠি পরিশোধ করিবেন। এই ধারণা বৃক্ষের পরিপূর্ণ অধ্যায়া ভাবিবাটা; কালে কালে এই জ্ঞানের মানবের মধ্যে মানবকল্প প্রযুক্তি পৃথিবীতে মূল সহায় করিব্য বান।

পুরুষের দ্বৈতবৰ্তনে এই অস্তিত্ববাদের অধিক উৎপত্তি, ধারণা আনন্দ প্রকেশে দেখিব্য আসিব্যাছি।

গোৱালিক হিতৰ্যুৰ এই অৰতাৰণদেৱেৰ ভৱটকেই
আৰম্ভ ব্যাপকত গভীৰত কৰিয়া ইয়েছে। যে তা
কেবল একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় কৰিয়াছিল, তাহাকে
সমস্ত বিশ্বাসীয়ী একটি বিৰাটতেৰে গোৱালিক ভক্তিহৃত্য
সূচিতেৰে কৰিল। মেই বিভৱতকি কি? সেই আৰম্ভদে
প্ৰেমেৰ চিৰপৰিচিত প্ৰকল্পসূচকতাৰ। বিশ্বকে পৃথৰ
ক্ষেত্ৰে বিশ্বাসীয়ী মৌলিকতাৰ কৰিব।

প্রতিটি ত্রিশূলাচ্ছিকা, অর্থাৎ প্রতিটি অধীন ইহার
কার্য করে, সুবৃত্ত অথবা আয়ো ত্রিশূলাচ্ছিকা, অর্থাৎ প্রতি
এক সাক্ষী মৃত। এই ত্রিশূলগত সূর্যোদয় শৈঘ্ৰে বিদেশ-
নাথ ঠাকুৰ মহাশৰ তাহাৰ শীতাপুরে ভূমিক যে দেশে
ব্যাখ্যা কৰিবাহেন তাহা এই:—ত্রিশূল অর্থাৎ সূর্য

ব্রহ্ম ও তমোগুণ। তাহাদের পরম্পরারের সম্ভক্ষণ হইলে—
সবুজগুলের পরিচাকর কল্প ছাঁট, প্রকাশ এবং আনন্দ।
প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা হইতেছে অভিতা বা
অবস্থানাশুণ্ড অশাস্তি বা প্রবৃত্তিকল্প। অভিতা প্রকাশ
বাধাগ্রেষ্ট হয়, প্রতিচ্ছিকালানিন্দ অশাস্তিতে আনন্দ
বাধাগ্রেষ্ট হয়। অভিতা বাধার নাম তমোগুণ, প্রবৃত্তি-
চাকুরের বাধার নাম রমেগুণ। রমেগুণের
প্রবৃত্তিগত—তথ্য মানে অস্তুতা—তাহার বাধাজনিন্দ যে
কাঙ্ক্ষা ও দুর্ধৃত তাহার রমেগুণ। সুতরাং এই তিনিদেরের
ক্রম এইরূপ—নীচে তমোগুণ তার উপরে রমেগুণ ও
সর্বক্ষেপণীয় সহগুণ। ব্যক্তিস্তা মাঝেই আদর্শ। এই খণ্ড-
গুণের পরম্পরারের দৰ্শনে পাই—অঙ্গের বস্তু সেখানে
অভিতা ছাঁটিয়া উঠে উম্র চাঁড়াইয়া আনন্দ ও
ত্রিপুরিত বৃক্ষ দিয়া আলোচনা করিতে গোলৈ
ত্রিপুরিত এই তিনি দেবতার মধ্যে খিপ্প প্রস্তুত আনন্দ
দেবতা। তাহার ভূত প্রেত প্রতিতি দলবল, তাহার সম্বৰ্ধে
সম্বৰ্ধে আবৃত্তিক কল্প যে লিপ্পমূলা এবংশে প্রচলিত
আছে, প্রতিতি নানা অনন্দ চিহ্ন তাহার সামগ্রী।
বিহুর সম্বৰ্ধে সম্বৰ্ধে যে গোপবেশী ত্রীরাজের বৃন্দাবন-লীলা
ভূতিত হইয়া আছে, তাহারেও আনন্দ বলিয়া নির্বিচিত
করা কঠিন নহে। সুতরাং বৌদ্ধগুণের অবস্থানকলে
প্রাবিষ্ট ও আর্য্যসভায় প্রিলিত হইয়া থাকা যে একটি
অকার্য্য বিচিত্রণ শাল করিবাহিল, একথা নিঃসন্দেহেইক্ষে
ধরিবার লক্ষণ যাইতে পারে। প্রাবিষ্টিগুরু প্রাবিষ্টিগুরু
নিপুণ ছিল, তৎজাতে আর্য্যগুরের প্রেরণে প্রাবিষ্টিগুরু
সম্বৰ্ধে তারের মনোর সম্পূর্ণ ঘটিতে অনন্দ প্রবর্তিত

४७ संख्या १

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

একটি বৃহৎ আইডিওর মহিমা পাইলেন—তাহারা একটি
বৃহৎ বিশ্বতন্ত্রের বিশ্বাসকর হইয়া উঠিলেন। সেই তরুণ
প্রতি-পত্রসমূহের মাধ্যার কথা বলিতেছিলাম।

ଯାହାଇ ହେବ ଏହି ବିଶ୍ଵାସିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭେଦକେବଳ
ପ୍ରକୃତ ଓ ଅଭିଭିତ ଏହି ଛାଇ ଲିଖିବ ବିଜ୍ଞାନ। ତଥା ଯେଥାନେ
ପ୍ରକୃତ ଦେଖାନେ ତିନି ବିଶ୍ଵାସିତ ମାତ୍ର, ଯେଥାନେ ପ୍ରକୃତ
ଦେଖାନେ ଫଟିକରୀ। ବିଶ୍ଵ ଦେଖାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାନେ ଚିତ୍ରକରୀ
ଦେଖାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତୀ ପାଲନକରୀ। ନି
ଯେଥାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତୀ ପାଲନକରୀ।

প্রতিক্রিয়ারে তিখনের পরস্পরের দ্বারাবিন্দির জন্ম।
ভাস্তুগত ইন্দৃষ্টিগুলির অবস্থামূলক স্থৰ্যবৃত্তি প্রতিক্রিয়ারে দেখা যায়। এই প্রয়োজনীয় দুর্বল যথোচিত, যথায়তিসঙ্গী দুর্বল দেশকলে কোন স্থান নাই, কারণ সমষ্টিসঙ্গী তিখনাতীড়—এ ভাবত্ব সহজ দেবতার ভিতরকার ভাব। শিখ প্রশংসকগুলি ভাবে কৃত দেবতা—কিন্তু তিখনি সহজ—সহজ যাত্রা প্রতিক্রিয়ার অভ্যন্তরের অস্তুরিতার হাতে যে মূল বিহিতার মধ্যে দেখি। কলী করাণী—সহস্রপ্রকার মূর্তি—অখণ্ড তিখনি বিশ্বাস্তা—প্রাক্তিক সম্পর্কের ভূমিকার অস্তুরতার হাতে একটি পূর্ণ প্রেম ও মধ্যের মুক্তির পথের প্রস্তুত।

ବାର କିମ୍ବା ଦିନାକାଳିତ୍—ତାହା କଥାର ସାଥେ ଦେଖିଲା—
ହାତେଲ ବେଳେ ଶ୍ରୀମିତ୍ତର ଯେବେଳ ହୃଦୟ ପାଞ୍ଚ
ବାର ତାହା କିମ୍ବା ଦିନ ହେଲା ଯେ ହିମାଳୟର ଅନେକ
ଦୂରେର ଆଦିବାସୀଙ୍କା ଏପକଳ ତଥାକୁ କୈ ମାନ କରିବ
କାହିଁ ନିଯୋଜିତ ହିତାହେ; ସୁଧା ମନ୍ତ୍ର ଏବା ବ୍ୟବ୍ହାର
ଏତିନିହ ଦୂରୀର ଭିତ୍ତି ଭିତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ; କ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତରକାଳୀ
ଦୂରୀ—ସଥନ ତୁଳନକଳ ମୁକୁତି ହିତାହେ; ବିଷୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ
ବରି—ଶେଷ ନାଗେର ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟମୁଦ୍ରରେ ଉପରେ
ନିଯୁତ—ଶେଷ ନାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛିନ୍ତି, ବିଶ୍ଵକାରୀ
ବୈଷଣ କରିଯା ଅଛେ; ଏବଂ ମହେଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭ

এবং সেই অস্তুই শাখিমোল—কারণ যদ্য অতঙ্গ
করিলে অক্ষকার-অমুরগণকে দলন করিবার নিমিত্ত তি
চ্ছকে মন্তকে ধৰণ করিয়াছেন। বিধপ্রকৃতির সা
ঁইস্কল দেবমূর্তির মোগ ক্রিমান্ত অসম্ভব নহে; কা
র্যকল্প পূর্ণ কৰিবার পথে একটা উপায় বিশ্বাসযোগ

প্রভাবকে সর্বত্তই বীকাদ করিয়াছে। এমনকি আবার
মনে হয় গাঁথুরী মন্ত্রও আদিম সৌরোপাসনার সঙ্গে জড়িত
হইয়া আছে—যে অস্ত ত্রিস্কান্ত তাহাকে ধ্যান করিয়ার

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ଆର୍ଟ ସନ୍ତୋଷର ସଥିରେ ବେଳମନ । ପ୍ରାଣଗୀତ କାଳ ହିତେ ଅଭିଭେତ ଆଶ୍ରମଶୂନ୍ୟ ଏବେଳେ ଧାନେର ପ୍ରେସ୍ କାଳ ବିଳିଆ କରିବ ହିତେ ଆମିନାତେଜ, ମେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଭେତ ଅଫକରେମ ଗର୍ଭ ହିତେ ବିଷ୍ଵମତ୍ତା ଉତ୍ୱାଳିତ ହୁ—ଅଭିଭେତ ମେହି ନାମର ଶିଖର ମଧ୍ୟ ଦେଇବିତ୍ତ ମୁଖୀ କରାନ ମୁଖୀ ଧାନ କରିବାର । ଲିଙ୍ଗେ ମିଉଜିଯମେ କରାରେ ହିତେ ବରକାର୍ଯ୍ୟ ଆମିନ୍ ହଟାଇଛା । ଆମିନ୍ର ମେହି କରିବ ହିତେ ସମ୍ବନ୍ଧ

উৎপন্ন হইয়েছে একপ বিশ্বাস আছে, তাই ব্রহ্মার বাহনও
হং—মানসসরোবরবাণী। এই হেতু হিমালয়ের মধ্যে
এই আর্টের প্রেরণ কাগিমাছিল, হাতেল এই অভ্যন্তর
ক্ষমিতাবান।

ତାରମର ପ୍ରମହମୁଦ୍ରି—ଏଣ୍ ଗଟୋର ନୀଳ—ହିମାଲେରେ ଯଥାକ୍ଷ
ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମମୁଦ୍ରି—କାରଙ୍ଗ ତିନି ସମ୍ପଦ
ବିଶେଖ ଧରିବା ଆହେ, ତୋହାର ସାଥେ ଗଢ଼ି—ବିଗ୍ରହ-
ବିଶ୍ଵତ ପଦ୍ମ ମେଲାରୀ ଦିଲା ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ ହିମା ଆହେ ।
ହିମାଲେରେ ପଞ୍ଚବିଂଶାବୀନୀ ମୌଳ ପରିତ୍ୱାଳାର ସମେ ହିମାର
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆହେ । ବିରୁଦ୍ଧ ହରନିନ୍ଦର ଦ୍ୱାରିକେ ବିକିରି
ସମ୍ମର୍ତ୍ତିମା ମାତ୍ର ତଳାନୀର ।

তাৰপৰ শিৰ—এলম-দেবতা। হিমালয়ের একও
ঘটিকা, মানবান, ভূমিকল, বৈশ্বনাথেন অভিতি এই
জন্ম দেবতাকে হয় ত ষষ্ঠি কৰিবা ধাকিবে; অথচ এ-
সমত ছয়োগী বিপুলগতস্বে হিমালয়ের উত্তু অভিতৌৰী
মহিমা দেখন অক্ষয় অপরিজ্ঞান, প্রাণতে হ্যাণ্ডোকে
মেঘনিৰুক্ত ধাননিমিত্ত তাহাৰ নৈলকৃত দেখন আশ্চৰ্য—
সামাগ্ৰে অকৰ্কাঙ়াজ্ঞা উগহন আউলতাৰ উপৰ চৰকুলাৰ
নিৰ্বল কৰিবণ্ধোৱা দেখন মনোৰম—এই প্ৰস্তুত ভীষণ
দেবতাৰ অস্তৰত স্থানে দেখিম একটি নিষ্ঠিগঞ্জীৱৰ
—

ଯାନ୍ତମାନ ମହିଳା କୋର୍ଜ କାର୍ପଟେଟ୍ ।
କୋଲିଙ୍ଗ ସେବତେ କୈଳାସବର୍ଣ୍ଣାର ଶେଇ କଥା
ଲିଖିଛନ୍ତି :—

ଶୁଦ୍ଧେଷ ଟିକ୍ କୁରୁରିଶୀର୍ଦ୍ଦୀ ବିତତ୍ତିଃ ॥
ଶୁଦ୍ଧେଷ ଅନ୍ତିମିଶ୍ର ପାତାକୁଟୀପାତାକୁଟୀ ॥

শুধোম হৈঃ কুমুদবিশ্বদেৱী বিতভাষিতঃ ।
তামৈতক প্রতিদিনমির তাৰকাক্ষীনৈকাম ।

କୈଳାମଗର୍ବ୍ରତ କୁରୁବିଶକ୍ତା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ସୁକ୍ତାର ଧାରା
ଆକାଶକେ ବାଧ୍ୟ କରିଯା ଅଭିନିମ ଯାହାରେ ରାଜୀଭୂତ
ଅଟ୍ଟିହାତେର ଶାସ ହିଲ ହିୟା ଆଛେ । କାଲିଦୀମେର ଏହି
ହୋକ୍ଟି ହିମଗରେ ମେଲେ ଶିବର ସମ୍ମର୍ପ୍ୟ ଘୋଷଣା କରେ ।
ହିମଲାମେର ତୁରାରତ୍ନ ହିତେହେ ଗପା ଅଭ୍ୟତର ଧାରା ବିନିର୍ମିତ
ହିୟାଇଁ, ଶିବର ଭାଟା ହିତେହେ ଗପା ନିଃକ୍ରମ ହିୟାର ପୂର୍ବାଖ-
ରକ୍ଷଣ ଓ ସର୍ବଜନନିବିତ ।

ଡିଜି ଡିମ୍ ଡମ୍ବ ବାଜିତେହେ - ମେହି ଡମ୍ବର ପଦି ଏହି
ଚାରଙ୍ଗ ଜୀବନର ସେ ଏକଟି ଅଶ୍ଵ ପଦିନ, ଯାହା ଅନାମିକାର
ଆକାଶେ କ୍ରମନ କରିତେହେ, ସେ ଜଗ ଦୈଵିକ ରଥ ଆକାଶକେ
କରନ୍ତେ ରୋଧୀ ବିଲାହାନେ—ଏତ ବ୍ୟ ଏକଟା ମହାଶୂନ୍ୟ
ମହାଶୂନ୍ୟ ଭାବ କି ଅନାମାସ ଅବ୍ରାହାମ ମେଲେ ଭାରତବର୍ଷ
ଶିଖୀ କର୍ତ୍ତ୍ତବ ରତ୍ନ ହିୟାଇଁ ।

ଭାରତଶିଳେ ଏହି ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିର ଭାଂଧ୍ୟୋ ପ୍ରେ ପୁରୁଷେର

ହାତେଲ ଅକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଓ ଶିର ଏହି ତିମ ଦେବତାକେହି
ହିମାଳୟର ଦେବତା ବେଳିଗେ ସଂପରିବିହି ଏକ ଶିର ଭିନ୍ନ
ଆଜାର କାହାରେ ଯଥେ ହିମାଳୟର ଭାବମଣତି ବ୍ୟକ୍ତ ଦେଖୁ
ଯାଏ ନା । ଅକ୍ଷର ହଲ ଯା ବିଶ୍ୱନାଥର ତୀରମଣିପକ୍ଷେ
ହିମାଳୟର ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଘେରେ କାରଣ ନହେ ।
ଅବଶ୍ୟ ଶିର ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃତି ହିମାଳୟର ଦେବତା ମେ ସଥକେ
କେନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାପାତ୍ର ନାହିଁ ।

এই তিমির্সির মহিলাদি চিঠি এগিয়ান্টা শুধুমাত্রে দেখিতে
পাওয়া যিয়াছে হচ্ছে, কিন্তু তথাপি ইহা বিরল। তাহার
কাজে এই দী ভাবত্ববর্তী বিষ্ণু ও শিব এই ছই দেবতা
জ্ঞানে সমাজেইয়া দিয়া পূর্ণপরের মধ্যে তাহাদের পূজুক
ভাগ করিয়া দইয়াছেন। বিষ্ণুর ভাগে পড়িয়াছে উত্তর
ভাবত্ববর্তী দেখানে অবিকাশ বৈশ্ববস্তুদ্বারা দেখে যায়,
আকার পাশ্চাপালি সরষ্টী, বিষ্ণুর পাশ্চাপালি শব্দী,
মহেষেরের পাশ্চাপালি শব্দী। হটিকর্তাৰ সম্বৃতিতেৱে
সৌন্দৰ্যত্বের ও সকল বিষ্ণুৰ অধিকাতী দেবী সরষ্টী
হইয়াছেন—তেজনি দিনি পালনকর্তা তাহার ঝীকপ লোক,
সকল সমৃদ্ধি ও সম্পদ, এবং দিনি প্রলক্ষকর্তা তাহার ঝীকপ
হৃষিক্ষণ, কানী ও চৰ্হী।

ପିଲାର ଭାଗେ ପଡ଼ିଛାଏ ଦାଳିଗାୟ ସେବନେ ଶୈଶବମୂଳରେ
ଲୋକ ଦେଖି ।

ଅର୍ଥ ବିହୁ ଓ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟେକି ତୋହାରେ ନିଜେ
ନିଜେ ଉପାସନରେ ନିକଟେ ଯିରିଷି ଏକଥାରେ । ବିହୁ
ରୂପ ରୂପ ଅଭିଯାନର ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୀଙ୍କ ରହିଥାଏ ଧରିବେ
ରୂପ ରୂପ ଏବଂ ପାଲନ କରିବାରେ । ଏଲୋକାର ଭାବରୀତି ନ୍ୟୂନ
ଦେଇ ଦଶାବତାରର ଭିତ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚାର ଯାଏ ।
ବିହୁର ପୋଷବେଳେ ହିନ୍ତି କୁଣ୍ଠମର୍ତ୍ତ ।

ବେଙ୍ଗଲୁଙ୍ଗ ସଥି ବୁଝ ଦେବତାଙ୍କେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲିବେ ବାଭାଗିକ
କରିବାରେଣେ ଭନ୍ଦନ ଝାଲୋକେର ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲିବେ ଆଭିଭାବ
ଓ ଶାଶ୍ଵରଣି ରହିଯାଇଛେ—ତାହାରେ କେନ ଆଭିଭାବ
କରିବା ହୁଏ ନାହିଁ ।

ନିର୍ମିଳାପରମାଣୁ ହିଲେନେ, ତଥା ତୋହାର ଭାବରୀତି
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାମ ଓ କୋଳାକାର ସମ୍ମାନ ଗେଲ । ତଥାପି ତୋହାର
ଘୂର୍ଣ୍ଣରେଥରେ କୁମାରୀ ତାପମୌଗିଶରେ ଶାୟ ଆଜମ କୋମାରା
ରଙ୍ଗ କରିବେ ଓ ତୋହାଦିଗକେ କୋନ ଶିରୀ ଆପନାର ଧ୍ୟାନରେ

এগিকাটোকে এলোরাতে বিবের তাঁওয়া সূতোর
মৃত্যি আছে। সপ্তদশ শ্রীযুক্ত নবলক্ষণ বহু সেইকে
মৃত্যি চিহ্নিত করতে অনেকের নিকটে ব্যক্তভাবে
হইয়াছেন। ভগবানের মে বিবাট আনন্দ হইতে সমস্ত
অন্য পরিত্যক্ত হইতেছে, যথিত বরিত্যে, এবং ধীরাহর আনন্দে
সমস্ত বিজীবন হইতেছে, তাঁহার মেই বিবাট আনন্দে
তিনি উচ্চ সিত হইয়ে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার হাতে
বিষয় করিয়া ছলিল না।

শুভরাঙ্গ মৌকাগুণ এই ডিক্ষুণীর আবর্ণ থাকা সর্বে
তখন এবং তাহার পরে সকল কাব্যে ও পিণ্ড জীৱনেকে
মৌকার্য নিরাকৃষ্ট সূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ ভাবেই চিহ্নিত হইতে
চলিল।

তোজামা পিতৃবিবশনা পত্ৰ বিবাদৰোধী
মধ্য কামা চক্রতন্ত্ৰিয়েশ্বৰণ নিমাবাড়ি-

४६ संख्या ।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

ଶ୍ରୀମତୀ ବାମଲସଗମନୀ ଶ୍ରୋକନନ୍ଦା ଶ୍ରନ୍ମାଳ୍ୟର
ଅଭ୍ୟାସ ସୁରତିଷିଖରେ ସୃଷ୍ଟିବାଦ୍ୟେ ଧାରା:

କେବଳ ଏହି କଥାହି ବଲି ଯେ ଆମି ଖୁବ ମନେ କରି, ସେ,
ଆମାଦେଇ ପେଶ କରିଲାମ ମାନ୍ୟମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେବେଳେ ଆମାଦାତିକ

ମେନ ବିଲିଟେ ଚାନ୍ ଯେ ଇହାର ଦୀର୍ଘ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମନାଓ ସୁର୍ବେ ଏକଟି ଉତ୍ତପ୍ତିରେ ଅଖିରୋଧି କରିଯାଇଛେ—
କିନ୍ତୁ ସ୍ଵତଂ ତାହା ନାହିଁ । କାଳୀକେ ଆଶାକ୍ରିତ ଝଳକ ଓ
ପିରକେ ଗ୍ରେଜିକାରୀ ମହାଶକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରର ଆଧାର ବସିଥା
ଯାଏଥା କରିଲେ ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ମେଦିନୀ ଲୋକିକ
କାହିଁନାହିଁ ଓ ଆଚାରେ ବୈନ୍ଦନ୍ତି ଆଛେ, ତାହାର ତିର କି
କରିଯା ଅସ୍ଵର୍ତ୍ତି କରିବେ ? ସ୍ଵତ୍ତ ମେଧାସ୍ମୀଦାନେର ଦୀର୍ଘ
ଏକଟି ବଢ଼ ବିଭିନ୍ନତବ୍ୟେ ମୁଣ୍ଡିତ ପରିକଳନା କରିଯାଇଛେ, ମେଧାଦେ
ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳେ ଅଯମାତ୍ର ଏବଂ ତିରକାଳ ମାତ୍ରୟ
ତାହାକେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟୁତିଟିଟେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମର କରିବେ—
କାରଣ ଏକଟି ପରମତା ତାହାର ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର ଶାତ
କରିଯାଇଛେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥନମିଟ ମନେ କରା ଇହାରେ ଯେ ଶିରେର
ବିଷ ପୂର୍ବା ବିଦ୍ୟ, ତଥନେ ଯାହା ତାର ତାହା ବିକ୍ରିତ ହିଟାରୀ
ଦୂରିତ ଇହାର ଆମାକେ ଆପଣି ନିଃଶ୍ଵର କରିଯାଇଛେ—ଏ ବିଷରେ
ମନେହ କି ହିତେ ପାରେ ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିର୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାହିତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ବିଜ୍ଞାନ—ଏମତହି ସ୍ଵର୍ଗମାନର ପକ୍ଷେ ମହା—କାରଣ

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧନରେ କେବେଳା ଏକତ୍ର ପୂର୍ବତାର ସାଥେ ଯେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶିଷ ପାଇଲା ଏକତ୍ର ଅଧିକ ଆନନ୍ଦବୈଦ୍ୟରେ ଯେବେଳେ କରିଯାଇଲା ଯେବେଳେ ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ତାଇ ଲେଖିଯା କି ଏକମ ଖଣ୍ଡ ବୋଧ ଦେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦବୈଦ୍ୟରେ ଯେବେଳେ ମନ ହିତେ ପାରେ—କାହାକେ ଯିରାଓ କି ତାହାର ଅଭିଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ହୁଏ ? ଶେଷପାଇର ପଦ୍ଧତିରେ ମାନବଚିନ୍ତାରେ ନାନା ଛର୍ବତ୍ତ ଉଠିଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଖୁଲିଯା ଯାଏ ଲେଖିଲା ମହାପ୍ରକଟିତ ଉଦ୍ଦାର ବିଶ୍ଵତ ଭାବେ ଆମି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦମ ହିଛି । ଏବେ କଥା, ଆମର ଧର୍ମବୈଦ୍ୟକେ ହିଂକାରିତା ଦେଇ ଦେଇ କମାଇ

ନା—କିନ୍ତୁ ସବୀ ଆମାର ଏମନ ଛର୍ପତି ଖଟେ ଯେ ଆମି
ଶ୍ରେଷ୍ଠମୋହରେ ଗ୍ରହକେ ତେବେ ସିଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟାଟୀଯୀ ବିବିଧ

উপচারে অভাব পূরা কৰিতে বিসিয়া থাই, তবে তাহা পৰ্যাপ্ত হইবে? আমৰা যদি মৃত হই, অক হই, তথানি বিবেচনাৰ চেষ্টে ভাৱতত্ত্বৰে যে একটি পৌৰোহৈতি জি আপিছোহে—তাহা মিলছি সত্তা—বাহিৰ হইতে সেই সত্তা দৃষ্টি আমাৰে দৃষ্টিকে শুলো দিক।

কোনো বাধা ভাৱতত্ত্বৰে সকলৰে চেষ্টে বড় বাধা! তাহা এই যে, সমস্ত বাধা কিছু আছে তাহা তাহাৰ প্ৰাণ কৰিয়া তোলা হয় মাত্ৰ। আৰ এই উপায়ে দৰ্শিয়া দিব যায়, অৱে পিল কোথা হইতে প্ৰাণ পাইবে? সেই অভাব দৰকালৰ পৰ্যাপ্ত সমষ্টি পিলহিতি এদেশে দেখেন একটি বৃহৎ বৰষৰপ লাভ কৰে নাই বাধা নিষিদ্ধানবেৰ সম্পত্তিৰ মধ্যে পৰিপৰ্যাপ্ত হইতে পাৰিবে।

কিন্তু তাহা বিলুপ্তি অৰ্থে দেন না পড়ি! একথন দেন না বলি, যে, ইইসকল পিল আমাৰেৰ দেশেৰ অনিষ্ট কৰিয়াছে, অতএব ইহাকে বৰ্জনী। ইউরোপ মহাদেশৰ আটেকে মহান্নদী এখন কেবল দেৱ না, কিন্তু আঠাশগালাতি, কৰ পিঙ্কালৰ দেশালো তাহাৰা চিৰকাল দৰিয়া থান পাইয়া গিলাছে—যিৰ কোন দিন আৰম্ভ এনেকৰ আৰ্ট তাহাৰ বিগাস ও সৌন্দৰ্যতা পৰিয়াগৰ পুৰুষক মুন্ত কালৰে সকল বিৰক্ত বিচ্ছিন্নতিৰ এক আশ্চৰ্য মিলনসূচৰ কৰে এক মহাধৰ্মকে চাৰ, তখন সকল মুগেৰ প্ৰেছ আৰ্টকে যে ডাক পড়িয়াছে। তেমনি ভাৱতত্ত্বৰে যে মহান্নদী পোকৰূপৰ কৰণীভূত পৰ্যাপ্ত অৰ্থাৎ বহু কৰিয়া আপিছোহে, দেনৰ পতুৰা মহান্নদী সকলে একত্ৰ হইয়া বৃছেৰ পথচিহ্ন, মুৰুৰ ভিক্ষাপাত্ৰে বহননা কৰিবেহে—এ চিহ্ন কি কোন দেশেৰ চিৰশাশ্বতৰে দেখা যাব? এই যে সমষ্ট চৰাচৰেৰ সকলে যোগজুড় হৈয়া আছে মহাধৰ্ম—সে যে বিজিত নয় স্বতন্ত্ৰ নহ—এই অহুৰ্বিতি যি ভাৱতত্ত্বৰে সকলৰে চেষ্টে বড় অহুৰ্বিতি নহ? ভাৱতত্ত্বৰ পিলো ভাই তাহাৰ চিৰেৰ মধ্যে কোথাও কোথা বাঁচাৰেনা, সমষ্ট চৰাচৰকে যে নিষেধ কৰিয়া চৰিনা আৰে—আৰ ইউোপীয় চিৰকৰকে—আৱসমষ্ট ধৰণী কৰিয়া ছেইট কৰিব মহাদেশৰ মহান্নদীকে বড় কৰিয়া তুলিয়ে হৈ। যি ভজিতাতাৰ মধ্যে প্ৰাক্কৰে মুল্পত্ৰ ধৰণে দেখাৰে এইসকল বেন্বৰুম, বিদেশৰ অৰ্থ অনুভৱণ—ইহাদেৰ মধ্যে কি আমাৰেৰ সমষ্ট চেষ্টা ও চিন্তা নিশ্চিন্তভাৱে

সনে তোমাৰ মুখেৰ বাধা
আমাৰে দিবে দেনৰ প্ৰাণী

তুই হৃষি তোমাৰ আপন ঘৰে—

পালম হিয়া গলবনো।

তাই সকলৰে চেষ্টে মঢ়া এই যে ইউোপীয়ীগৰেৰ মধ্যে যে মৃত এই ভাৱতত্ত্বৰ প্ৰকল্পৰ মধ্যে প্ৰেশ লাভ না কৰিয়া পৰাকৰ্মৰ প্ৰতিৰোধ কৰে, কিম্বা মেগলামৰ পিলহিতিৰ পৌৰোহৈতিৰ বিলুপ্তি বৰ্তনৰ কৰিয়া পালমার পিলকে সুই কৰিবত হইবে। ভাৰী মানবৰ পিল, কি এদেশে, কি ইউোপে, একটি বড় বিশ্বাসী, সৰ্বজোৱাৰী আধাৰিক বৰোধেৰ সকলে মৃত হইবাৰ অপেক্ষাৰ আছে—সেই বৰোধেৰ বাবা সমষ্ট উচ্চল বিশ্ব শিলীৰ প্ৰাপ্ত। আকৰণ হিসুসুমলমনৰে মধ্যে যে উজোগী ছিলেন, তাহাৰ মধ্যে বাহুতেকি উৎক্ষেপ দেনি ধাৰ—যে বাকি একবাৰ তাহাৰ বক্তুৰে পিলকে পিলাহে সেই বুৰুজাহে হিন্দুভাৰে সেই সন্মাত্ৰে তিক্ষ্ণকে কভুৰ অধিকাৰ কৰিয়াছিল। কভেপুৰ পিলকিৰ প্ৰাণ সমষ্টতাটোকি হিন্দু শিলীৰ হাত, আলামীৰেৰ আগ্ৰার প্ৰাণসাদেও তাই। আৰুল ফজল লিলিচাহেন “হিসুসুমে তিৰ আমাৰেৰ ধাৰণকে অভিকৃত কৰিয়া যায়, সমষ্ট গৰেতে তাহাৰ তুলনা পুঁজিৰা পাওয়া শক্ত” তাৰমেল—যাহা জগতেৰ বিশ্ব—সেই “মনদেৱ তুলনাকৈকে কে মৌল্যবানপ্ৰাপ্তক হইতে সংগ্ৰহ কৰিয়া আপিবিবে? হিন্দু পিলো। মুলমান তো কেবল ভাৱতত্ত্বৰে আপেনা নাই—

এক একজন মানুছেৰ বৰ্তন বড় অভূত ধৰণেৰ হৰ। তুল বা বেদেৰ বশে একটা কাঁচা একেবৰেৰ কৰিয়া দেলিবাৰ ধৰনে দে তাহাৰ অস্বেচনা বা মানি তোগ কৰিবত আৱৰ্তন কৰে তখন তাহাৰে দেখিলে আৰ কাহারও হনে এ বিশ্ব হান পাব না যে এ বাকি আৰ কখনও উঠিবা দীড়াইতে পারিবে বা নিন্দিত পথে চলিবে পাৰিবে। এমনি কিন্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই লোকই বধন বিগ্ৰহীত দিল হইতে আৰাৰ একটা ধৰা পাৰ তখন এমনি সবেগে একমিট হইয়া বধকৰ্ত্ত্ব আৰ্যাৰ হইতে আৰমনাখণ দেবেগে সকলেৰ মতো দেৱতাৰে আৰ্যাৰ হইতে না হইতে তাহাৰ দেৱিকেল কলেজেৰ নিন্দিত শিক্ষাসেহু অভিকৃত কৰিয়া কৰ্তৃত ও কৃতি গোকৰণৰে আদেশ-পাৰ্বে দণ্ডাবদন হইল। বাকী এখন তাহাৰ পিলক-উত্তীৰ্ণ কীৰ্তনকে কৰ্তৃ সংহোগ কৰা।

শ্ৰীঅভিজ্ঞত্বৰ চৰকৰ্ত্তা।

দিনি

অস্তৰ পৰিচেছে।

এক একজন মানুছেৰ বৰ্তন বড় অভূত ধৰণেৰ হৰ। তুল বা বেদেৰ বশে একটা কাঁচা একেবৰেৰ কৰিয়া দেলিবাৰ ধৰনে দে তাহাৰ অস্বেচনা বা মানি তোগ কৰিবত আৱৰ্তন কৰে তখন তাহাৰে দেখিলে আৰ কাহারও হনে এ বিশ্ব হান পাব না যে এ বাকি আৰ কখনও উঠিবা দীড়াইতে পারিবে বা নিন্দিত পথে চলিবে পাৰিবে। এমনি কিন্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই লোকই বধন হইতে আৰাৰ একটা ধৰা পাৰিবে যে বধকৰ্ত্ত্ব আৰ্যাৰ হইতে আৰমনাখণ দেবেগে সকলেৰ মতো দেৱতাৰে আৰ্যাৰ হইতে না হইতে তাহাৰ দেৱিকেল কলেজেৰ নিন্দিত শিক্ষাসেহু অভিকৃত কৰিয়া কৰ্তৃত ও কৃতি গোকৰণৰে আদেশ-পাৰ্বে দণ্ডাবদন হইল। বাকী এখন তাহাৰ পিলক-উত্তীৰ্ণ কীৰ্তনকে কৰ্তৃ সংহোগ কৰা।

তে এছুম নিয়ে বলিলে পারি যে যতই আমাৰেৰ মেশ কি, তাহাৰ ইতিহাস কি, তাহাৰ দৰ্শ কি, সমাৱত কি, তাহাৰ সৌম্যবৰ্যাচনা কিম্বপ তাহাৰ আমাৰ সকল

চাক এখনো মেইজগুই আছে। তেমনি সরল, তেমনি অনভিজ্ঞ, তেমনি নির্ভরশীল। তাহাকে একস্বত্ত্বে বক্ষের নিকটে ধৰিয়া রাখিয়া অমরনাথ ছিঁয়ী হতে মৃত্যু একাগ্রাত সহকারে নিজেকে ও তাহাকে স্মারণ-নীর কুলের নিকটে টানিয়া আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ইভিয়ে অমরনাথ ও চাকের এক নূতন অঘোষ ঝুঁটিয়াছিল; তাহার নাম তারিচীরল, সে চাকের পিস্তুতে ভাই। সে এই সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সম্পত্তির মাঝখানে আসিয়া পড়তে একস্বত্ত্বে চাক তাহার তারিচীর সাথ্যে পাশ্চাত্য সমাজবর্ষে অভিজ্ঞ অর্জন করিতেছিল, অপর সিকে অমরনাথ নিশ্চিত হইয়া নিজের সেখাপদ্ধার মন দিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

সত্ত্বের অভিযোগে ইয়ে বিস্তৃত হইবে যে তারিচীরল অমরকে বাস্তবিকই হব সাহায্য করিয়াছিল। চাক ও সমস্ত সংস্কারের ভার নিজে লইয়া সে অমরনাথকে শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিল। তারিচীরলের স্মৃতিমিহৃত ব্যবহার অমরনাথ ও চাক এতদিন কোনও অভাব জানিতে পারে নাই। এই নিঃস্থার্থ বৃষ্টাত্তর জয় অমরনাথ তাহার নিকট অভ্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাচার অনেক খুঁটিনাটি দোষ সবেও তাহাকে অভাস্ত ভাব বাসে ও বিবৃত করে। আর চাক তো তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া পিয়াছিল, নহিল অমরনাথের কলেজ ও পাঠের সময় সে যে সম্পূর্ণ নিঃস্থার্থ কিম্বা কাটাইত, তাহা চাক ভাবিতেও পরে না।

যাহা মাস গত হইয়া সবে কান্তন তাহার কঢ়ক অক্ষল-টিকে নবপ্রাপ্ত আগ্রহমূল ও বক্ষল-সৌরতে পূর্ণ করিয়া সেই নিঃস্থার্থ কান্তনের মধ্যে পুলিপ্ত অলোক ও পলাশ ঝুঁকতে আসিয়া আসিয়া প্লাটিতেছিল। পিঙ্ক বাতাস সংস্কারুত বেলা কোমল গফটে বহিয়া তখনো সমস্ত কান্তনে বস্তুরে আগমনসংবাদ জানাইয়া উঠিতে পারে নাই। পোলাপের অস্তর কপলে তখনে ঈষৎ অক্ষয়াঙ্গ, অর্কপ্রাপ্তুট কপলে অনিলের হৃদয়পূর্ণ অনিত ঈষৎ সরবস্তোভাস সবে মাত্র ঝুঁটিয়া উঠিতেছিল। মৌমাছির মলে শুরুমুনির বিবরণ নাই; মুহুর্ল

আমৃশাকা তাহাদের ভবে টুষ অবসন্ত, মধ্যে যদো বৃহৎ মুক্তলগুলি ঝুঁক পুর করিয়া বৃক্ষতলে খিসা পড়তেছে। সেমিন একটু বৃষ্টি হইয়া পিয়াছিল। বৃক্ষকাল অনন্তরুত গুরে—ঝুঁটিয়ারিসিক ধৰণী হইতে একটা মৃধু গুঁক উত্তিশ গৰাক্ততল ভরিয়া পিয়েছিল। পালগুপ্তে শৰীর মুক্তায় বস্তের চাঁচুকার অবস্থ ডাকিয়া ডাকিয়া গুণ ভাবিতেছিল। তথাপি তাহার দলিলী তাহাকে ক্ষুঁজিয়া সাজা সিংহতে না। ‘কুটু’! খণ্ডপথ হইতে একটা কোমল তরুণ কঠ তাহাকে ডেক্ষাল এবং সবে একধানি মধুর তরুণ মৃধু গুণকে মৃত্যু হইল। কালো কোকিলটা তৎপৰ ক্ষিহুমাত্র মৃত্যি না করিয়া পূর্ণমত ডাকিল ‘কুটু’। আবার সেই কঠ মুখ্যানির অবস্থ পেলে অবৰ চুক্ষানি মধুর হাতে সুরূত হইয়া শৰ করিল ‘কুটু’। কোকিলটাৰ রাগ চড়িয়া গেল। সে চৌকাকার করিয়া ভাবিতে লাগিল। সবে সবে বার স্বর ও উচ্চে উত্তিশ লাগিল। তাহার গলার ঘটটা উচ্চ স্পন্দন পোছে ততো উচ্চ হৃষ তুলিয়া হৃষ্ট মুহুরকে আঁচিতে না পারিয়া দেকারা কোকিল শবে ধৰিয়া গেল।

পশ্চাত হইতে অমর আসিয়া হই হাতে চাকের গাল টিপিয়া ধৰিয়া সহাত্ত মুখে বলিল ‘কোকিলটাকে খেপিয়ে ঝুঁটু যে? একে তো ওর প্ৰিয়া এখনো সাড়াই দিচোৱা তার পোৰ এই অভাসাত?’

চাক মুখ ছাঁচাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল “তা সেই খেকে অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বৰহে কেন? এখন তো গুম্ভত হৰ্তুল”

“তা চোলেই বা তোমাৰ তাতে কি? ও তোমাৰ ঝুঁকতলে একাকীনী বিহুমণিনা দেখে বৰুৱক হৰ্তুলৰ শৰে” তোমাৰ জুহুৰ বিৰীৰ কচে না বা ঝুঁকি ছিছুয়াৰে বিৱাহনী ও নও যে ‘কাশ্ত বিনে ও পারীৰ স্বে তোমাৰ জীবনটা ঠেক্ষে কৰা কোঁকা?’ তবে এত রাগ কিমৰিব নাই। পোলাপের অস্তর কপলে তখনে ঈষৎ অক্ষয়াঙ্গ, অর্কপ্রাপ্তুট কপলে অনিলের হৃদয়পূর্ণ অনিত ঈষৎ সরবস্তোভাস সবে মাত্র ঝুঁটিয়া উঠিতেছিল।

“কি অক্ষণুৰা বললে আমি কিছু ঝুঁত্বেই পাপলাম না। বিষ্ট ও পারীটো ভাবা পাবো। তোমাৰ সেই গানটা আমি কৰকষ্টে মুখ ক'রে মদে মদে বলতে যাচি,

লক্ষ্মীঢাকা পার্থীটো একস্বারই কানেৰ কাছে চেঁচিয়ে বলিল ‘তা হোক গো, তা বলে বিবহ কৰবোনো ভাল না। আমি ও গানটা আৰ খিবৰনা।’

অমৰনাথ হাতী মানিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লাইয়া বলিল—“তবে আৰ একটা গান গাই শোন।”

‘বল’ বলিল চাক প্ৰস্তুত তাহাৰে নিজেকে টানিয়া লাইয়া বলিল, ‘হাঁয়োনিয়ানিয়টাৰ কাছে যিবে ব'গ, তাহালে আৰম্ভ পিতি লাগবো।’

‘আঁজ’ বলিল অমৰনাথ হাঁয়োনিয়ের সম্মুখে চেয়াৰ টানিয়া লাইয়া ছাই হতে আঁজাইতে আৰম্ভ কৰিল।

“মৰ বোৰেনিন্দুজে গাহে পাবো! সথি জাগো, জাগো! মেলি রাগ-অলস জাগি, সথি জাগো জাগো!”

গান চলিলে লাগিল। চাক নিখাস বৰ কৰিয়া উনিতে লাগিল। সে কিছু না জানিলেও অমৰনাথের প্ৰেমৰূপ বৰ ও ইষ্ট অহুৰামপূৰ্ব চৰু তাহাকে অনেক কথা বুঁহাইয়া দিতেছিল। অমৰনাথ সেই প্ৰেম-বিলুপ্তের ক্ষিবিল মাঝ তাহার সবে এমনি ভাবে হাসি ধূৰী গুণ আহোম কৰিয়াছিল, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বিবহের চাহা পড়তি; তারপৰে এত দিন তো তাহার কৰ্মব্যাপ নহেন উপৰ দিয়া পূৰ্বীৰী তাহার সমষ্ট ঝুক্ত ও সকল মোহুজ্জল সন্তুচ্ছিত কৰিয়া পাপ কৰিয়া চলিয়া গিয়াছে। মহান কোনো রাজে শ্যামাপূর্ণে নিতৃত্ব চাকৰ কোমল মুখ তাহার কৰ্মকলাপ চৰুৰ উপৰে একটা সৱল সমৰহ হৰ্তুল মারাব জাল মেলিয়া পিতি আৰাব অভাবের পত্তাবে নৰীন স্বৰ্ণে সবে তাহার অস্তৰ কৰ্মব্যৱহাৰ আৰবানে সকল মোহুজ্জিল কৰিলত। সে তৰিন খণ্ডে একাগ্রাতৰ পত্তি পুনৰৱৰ্তন নিশ্চিত হৈল।

এখন কাৰ্যা শৰে হইবাবাটে! স্বৰূপ বস্তের সবে মধ্যে প্ৰেম এখন নন অহুৰাগে তাহার ‘বোৰেনিন্দুজ’কে স্থৰোভত কৰিবলৈছে। তাহা এখন মুখে বৰ্তীবৰে রুক্ষভৰণ কৰিবলৈছে। তাহাৰ মুখ যুবেৰ ও কৰমাকৰিকেৰ কুলে বৰে বৰে মুখৰিত। “বৰুল যুবো অতি” স্বৰে দোৰিভৰাই দিতেছিল। দক্ষিণপশ্চিম কৰ্মকলাপত পৰি বাস্তোভৰে কঢ়ে বৰোঁয়াস্বৰ প্ৰাপ্তিত। তাহা প্ৰেম, আৰু বাস্তোভৰে হাঁয়োনিয়া হইয়া

কল্পিতা ভীতা প্ৰিয়কে আগৈছীয়া তুলিতে চায়। নিজেৰ
বেদনা বসনা আবেগ তাৰাতে সংকাৰিত কৰিয়া শুষ্ঠুপৰ্যায়া
নৰোচি আধুনিকে বলে “সাৰি আগো, আগো, আগো!”

গান একবার ছইবাৰ তিনবাৰৰ গাওয়া হইয়া গেল
তথাপি অমৱনাথ মাহিনৰ চলিবাচে

“আগো নৰীন গৌৰবে,
মৃহুৰ বৃক্ষু গৌৰোচে,

মৃহুৰ মৰণু বৈজনো
আগো নিন্দা নিৰ্জনে !

আগো আৰু হৃষি হৃষি-মাঝে,
আগো মৃহুকল্পিত লাঙে,

মৃহুৰ মৰণু-শৰণু মাঝে,
তন মধুৰ মুৰুৰী বালে

মৃহু অস্তৰে ধাকি ধাকি—
মৃহু, আগো, আগো !”

এহুন সহযো দাসী আসিয়া একধাৰা পত কোঁচেৰ
উপৰে দেলিয়া দিবা চলিয়া গেল। চাক হাতে কৰিয়া
তুলিয়া লাই অমৱনাথকে মিতে গিয়াই বিশিষ্টতাৰে পত্রেৰ
পানে চাহিয়া রহিল। অমৱনাথ কুকুকুকু
হইতে সত্তা বাঞ্ছি হইয়া হার্ষোনিয়ামেৰ এটো চাকী চিপো
ধৰিয়া বেলো কৰিবে কৰিবে বলিল “কি ?”

চাক বিশিষ্ট কাঁচ ঘৰে বলিল “এ কাৰ পত ?”

“প’ড়ে দেখন ? আমাৰ কি তাৰিখিৰ হ’বে ?”

“না, তা নন। এতে আমাৰ নাম লেখা রহেছে।
আমাৰ কে পত লিখলৈ ?”

হার্ষোনিয়াম ধারাইয়া অমৱনাথ কোতুহলীভাৱে হস্ত
বিষ্টাৰ কৰিয়া কই দেখি !”

চাক দেখাবাবনাম। “বালীৰ হতে দিল। অমৱনাথ
পত্রিল। সুনৰ পৰিকাৰ অৰে লেখা রহিয়াছে—
“কলামীয়া শৈৰিতী চামৰতা দাসী। কলামীয়া !”

“তাই তো, কে লিখ দে ? আমাৰ খুশৈলে পতা ধৰ্কাৰ !”
অমৱনাথ কেঁচেক হিড়িয়া পত বাহিক কৰিবেত চাক বাঞ্ছ-
ভাৰে ঝুকিয়া পত্রিল বলিল “নামটা মেধনা আগে পতে,
কে লিখলে, ঐ দে নাম লেগা রহেছে—ওই বে—শৈৰিয়া
দাসী, সুৰমাদাসী কে ?”

অমৱনাথ চৰিকত হইয়া বলিল “কই ? কোথাৰ ?”
“শৈৰিয়া দাসী। ওপৰে কি লেখো—শাপিকগুপ ?”—
অমৱনাথকে বহুক্ষ লোৱাৰ দেবিয়া চাক উচ্চকষ্টত তাৰে
বলিল “চূপ ক’ৰে রহিলে যে ? সুৰমা দাসী—তিনি কে ?
—তুমি কি চেন ?”

“তুমি কি চিন্তুতে পাছনা ?”

“না। কে তিনি ?”

“তিনি—তিনি—” বলিয়া অমৱনাথ আৰ একবাৰৰ
পত্রেৰ বাক্ষটাৰ দেবিয়া লইল। তাৰপৰ পত্রখানা চাকৰ
হত্তে দিয়া বলিল “পত্রখানা তুমি হই পত, পড়লে বোৰ
হৰ মুখতে পাৰবে।”

পত হত্তে লইল চাক শক্তি মুখে বলিল “প’ড়ে হৰি
না মুখতে পাৰি ?”

“তথন বলো ?”

“গড়তে ভাল পাৰিবনা হয়ত, তুমি গড়ে বলনা ?”

“পাৰবে। লেখাতো বেশ পৰিকাৰ। চোঁট ক’ৰে
বেধ। তোমাটো গড়া উচ্চিত !”

চাক নীৰবে হস্তুত পত পত্রিল লাগিল। অমৱনাথ
কুকুকুকু অৱনাথ ভাবে নত মুখে দিয়া ধাকিয়া চাকৰ
পত্রে সুখ দিয়াইয়া দেলিল, চাকৰ উৰিয় মুখ একেবাৰে
বিৰোধ হইয়া পিয়েছে, কল্পিত হত্তে পত্রখানা ঘৰ থৰ কৰিয়া
কীপিতোহে।

অমৱনাথ বাঞ্ছতাৰে নিকটে দিয়া তাহাৰ হত্ত ধৰিয়া
বলিল, “কি চাক কি ?”

“প’ড়ে দাসী, আমি হয়ত ভাল পড়তে পাৰলাম না।”
অমৱনাথ চৰিকত তাৰে বলিল, “বাসা ভাল আছেন
তো ?”

“তাৰ ধূৰ অমুখ হ’বেছে প’ড়ে দেখ ?”

অমৱনাথ কীৰ্তি মুঠীতে পত্রেৰ প্ৰতি বৰ্ণন উপৰ কচু
বুলাইয়া গেল। সহসা পত্রিল দেন সাহস হইতেছে না।
শেষে দোৰে চোঁটো পত্রিল—

মালিকগুৰ।

কলামীয়া !

তুমি হয়ত আমাকে তিনিবে না। কিঞ্চ পত পত্রিল
তোমাৰ ধাৰীকৰে সব কথা বলিলে তোমাৰ আমাকে চিনিতে

৮৬ সংখ্যা]

দিদি

পাৰিবে এবং উদ্দেশ্যে বুৰিতে পাৰিবে। পিতাঠাৰু
হাশ্বৰ অভ্যন্তৰ শীৰ্ষিত। পোৱা এক বৎসৰ তাহাৰ বাবাৰাম
আৰম্ভ হইয়াছে। একদেশে তাহাৰ অবস্থা সংশোগপৰ।
তিনি নিজে নি লিখিতে পাৰিব অপ্যন্ত আমি তোমাকে
উক্ততৰ পীঠাপুৰ সংবাদ এমন কুমৰ কৰিয়া দিয়াছিল যে
অমৱনাথ সব কথা তুলিয়া দিয়া বেল পিস্টুলতপ্রাপ বহুল-
প্ৰাপ্তি সন্ধানেৰ মত পিতাঠাৰে দেৰিতে চান।
তুমি ও তোমাৰ ধাৰী পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমাৰ
বেলে উত্তোল হইয়ে না, তিনি অঞ্চ দিন অপেক্ষা অস্ত তালই
আছেন। তাহাৰ অঞ্চ কলিকাতা হইতে ভাল আত্মুৰ ও
বেলোন লইয়া আসিবে, এখনে ভাল পাওয়া যাই না।
অধিক কি লিখিব। ইতি—

শৈৰিয়া দাস।

অমৱনাথ তঙ্গিতভাৱে নীৰবে বসিয়া রহিল। চাক
কিছুক্ষণ অপেক্ষা কৰিয়া দ্বীপ বৰ্তে বলিল “কি গড়ে ?”
“বাবাৰ অমুখ ?”

চাক নীৰবে রহিল। সহসা তাহাৰে মৌলভাৰ ভৱ
কৰিয়া অমৱনাথ বাবাৰ কথা পত বলিল “শৌগুৰিৰ টিক হ’বে
নাও চাক—বাঢ়ী বাঢ়ী—বাবাৰ অমুখ ?”

“কি কৰব ?”

“আ, কতকগুলো কাপড় তোপড় উছিয়ে নাও।
তাৰিলী—তাৰিলী !”

তাৰিলীৰ কৰক্ষণে অবেশ কৰিয়া বলিল “কি ?
এত বাট কেন ?”

“বাবোৰ টেনে বাঢ়ী বাব। ধৰকাৰী জিনিসগুলো
উছিয়ে টিক ক’ৰে ফেল তো।”

তাৰিলী বিশিষ্টতাৰে বলিল “হাঁটাৰ বাঢ়ী ! কেন কি
হয়েছ ?”

“বাবাৰ অমুখ ?”
“কৰ্ত্তাৰ অমুখ ?”

তাৰিলী বিশিষ্টতাৰে বলিল “তোমাৰ বাবোৰ কৰ্ত্তাৰ
কেন কেন ?”

অমৱনাথ চামৰা গেল। “কেন বলবেন না ? তাৰ
অমুখ ?”

“তাতো বৃহাম। চটবেন না—কথাটা মন দিয়ে
তুমন—তিনি আপনাকে শাপ কৰিবে এমন কিছু
লিখেছেন ?”

“মাল কৰিন—বলিতে বলিতে অমৱনাথ সহসা ধাৰিবা
লে। হাঁটাৰ বাব বিশিষ্ট তাবেৰ কথা মনে পড়িয়া
লে। হুৰমানৰ পত দেবিয়া বিশিষ্ট তাবেৰ মধ্যে পিতাৰ
মহাশৰ অভ্যন্তৰ শীৰ্ষিত। পোৱা এক বৎসৰ তাহাৰ বাবাৰাম
আৰম্ভ হইয়াছে। একদেশে তাহাৰ অবস্থা সংশোগপৰ।
তিনে নিজে নি লিখিতে পাৰিব অপ্যন্ত আমি তোমাকে
উক্ততৰ পীঠাপুৰ সংবাদ এমন কুমৰ কৰিয়া দিয়াছিল যে
অমৱনাথ সব কথা তুলিয়া দিয়া বেল পিস্টুলতপ্রাপ বহুল-
প্ৰাপ্তি সন্ধানেৰ মত পিতাঠাৰে দেৰিতে চান।
তুমি ও তোমাৰ ধাৰী পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তোমাৰ
বেলে উত্তোল হইয়ে না, তিনি অঞ্চ দিন অপেক্ষা অস্ত তালই
আছেন। তাহাৰ অঞ্চ কলিকাতা হইতে ভাল আত্মুৰ ও
বেলোন লইয়া আসিবে, এখনে ভাল পাওয়া যাই না।
অধিক কি লিখিব। ইতি—

“না।”

“তবে কে লিখেছ ?”

“না।”

“তবে কে লিখেছ ?”

“না।”

“তাৰিলী কে লিখেছ ?”

“না।”

“আমাৰ দিব হ’ন—তিনি লিখেছেন।”

তাৰিলী পুনৰৰ্বত্তৰ পত পাইল। “বেশ, বৰি অমৱনাথ
আমাৰ কথা ধূক্তিযুক্ত বোধ কৰিবেন তাহালৈ বলি—তিনি
যান তো ধান তুমি ধাক !”

চাক নীৰব হইয়া রহিল। অমৱনাথ বলিয়া উত্তিল—
“মেই ভাল কোৱা হৈল।”

“বেশ, বৰি অমৱনাথ বৈজনো রহিলে দীৰে রিজাস

কৰিল—“পত কে লিখেছ ? কৰ্ত্তা কি ?”

“না।”

অমৱনাথ ইঁটৰ পত্রতাৰে বলিল “তাহাৰ উত্তিল—“বে

লিৰু—বাসা ন’ন।”

তাৰিলীকে অপ্রতি ভাবে নীৰব দেবিয়া চাক বলিল—

“আমাৰ দিব হ’ন—তিনি লিখেছেন।”

তাৰিলী পুনৰৰ্বত্তৰ পত পাইল। “বেশ, বৰি অমৱনাথ
আমাৰ কথা ধূক্তিযুক্ত বোধ কৰিবেন তাহালৈ বলি—তিনি

যান তো ধান তুমি ধাক !”

চাক নীৰব হইয়া রহিল। অমৱনাথ বলিয়া উত্তিল—

“মেই ভাল কোৱা হৈল।”

অমৱনাথ উত্তোলিত পত ধাৰা দিয়া বলিল “ধোম তাচিলী,
বাবাৰ দেকেছেন, তাৰ অমুখ,—নিজে ক’ৰে লিখেছেন ?”

“তিনি দেওয়ানকে দিয়ে বা অস্ত কাটিকে দিবেও তো
লেখাতে পারেন? এটা স্পষ্ট আপনার জীব অহমতি—
এইচু বৃত্তে পারচেন না? আগামোড়া এ সবই আপনার
জীব খেল।”

ଅମ୍ବରାଳୀ ଛାଇହେତେ ମୁକ୍ତ ଧରିଆ ନୌରବେ ସମ୍ବିଦ୍ଧ ରହିଲ ।
ହୁଏଥେ, ଲଜ୍ଜା, ଅଗ୍ରମାନ ଅତି ଉପ୍ରଭାବେ ତାହର ମୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆ ତୁଳିଲ । ଭାବିରା ଭାବିରା ଥିଲିକଟକେ ସଲିଲ
“ତବେ ତୋ ବାବା ଡାକେନ ନି, —ତେ ସାବ ନା ।”

“ତାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଅମରାବ୍ଦୀ, ବେଶ କୁରୁ ହୁଏ କାହିଁ କରନ୍ତି ।
ବୋଲିକେ ଦାଖାଇଲା ଏକଟି କାଳ କ'ରେ ସବେ ଶମ୍ଭତ ଜୀବନଟା
ଅଭୂତପଣ କରେଲା ନା । ମେଣ କରନ୍ତି, ଆପଣି ଗେଲେ,
ବାପେର କଳ୍ପାବ୍ଲକ ମେଥେ ଚୋଥେ ଜଳ ଫେଲୁଣ୍ଟ ଲାଗିଲେନ, ଆର
ତିନି ହର ତ ଆଗନ୍ତା ସବେ କଥାଇଁ କରିଲେନ ନା, ମୁଖ ଫିରିଯି
ନିଲେନ, ଆଗନ୍ତା ଜୀ ହୁଏ ତ—”

ବାଦୀ ଦିଆ ଅମରନାଥ ଆର୍ତ୍ତକଠେ ବଲିଲ, “ଚାପ କର
ତାରିଖୀ, ଆର ନା । ତିନି ହୃଦ ଆୟାକେ ବିରିଷେଇ
ଦେବେନ, ହୃ ତ କଥା କହିବେନ ନା, ତୁ ତାର ଅରୁଥ,
ଆମି ହାବେଇ ।”

“তবে আর কথা কি? কিন্তু চাকু? চাকুকেও কি
নিয়ে ঘেতে চান? হ্যাত আপনার জীৱ আপনাকে বিশ্ব
অপ্রাপ্তি কৃত্যাঙ্গে অজ্ঞ এই কফি করেছেন? আগনি
যান কিংবা চাকুকেও কি তা মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া
উচিত হলে করেন?”

“ଚାକ, ଚାକ, ତୁମ ତାହାରେ ତାରିଣୀର କାହାରେ ଥାକ ।”
 “ଆମି ସାବ !” ମଜଳନମେ ସାମୀର ନିକଟେ ସେଇଯା
 ଦ୍ୱାରାଇୟା ଡଗକଟେ ଚାକ ବଲି, “ଆମାର ନିମ୍ନେ ଥିଲ ।
 ଆମାର ପିତା ଏହା କିମ୍ବାରୁ ?”

“ହାତ—ହାତ ଯେ ଲୋପେନି ଛାକ ।”

“ବାବୀ ବଲେଛେ—ତିନିଇ ଡେକେଛେ—ଦିଦି ତାଇ
ଖାପାରିବାକିମ୍ବାକିମ୍ବା”

অমৃতনাথ কিয়ৎক্ষণ মৌরবে রহিল। ঢাক্কাৰ সৱল
বিশ্বাস তাহাৰ হৃষয়ে অনেকখানি বল দিল। শুনীৰ
নিশ্চাস ফেলিয়া বলিল—“এটা কি এত অসমূহ তাৰিখী?”

“ମେଘୁନ ବିବେଚନାକୁ”ରେ ସା ଭାଲ ହସି କରନ ଆମାର ତୋ
କେମନ ଭାଲୋ ଠେକଛେ ନା ।”

ଚାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗକଠେ ସଲିଲ—“ଏହି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବାର
କି ଆଛେ ? ତାରିଲି ଦାଦା, ତୋମରୀ କେନ ବୁଝିଲେ
ପାଞ୍ଚନା ?”

“ଶାକ । ଯା” ହାତର ହ’ବେ । ତାରିଣୀ ତୁମିହି ବିଷଦେ
ଆମାର ଏକମାତ୍ର ବକ୍ତ୍ର । ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟଧାରେ କିଛି ବ’ଲେ
ଥାକି କହି କହି କ’ରୋ । ତୁମି ବାସନ୍ତ ଥାକ । ତାକ ଆର
ଆମିଆଙ୍ଗିଷ୍ଠ ବାଡ଼ୀ ସାବ୍ଦ ।”

তাৰপৰ একটু খালিয়া একটু নিখাস ফেলিয়া অমৱনাথ
বলিল, “আমাৰ মনে হ'চে—বাবাই আমায় ডেকেছেন
—তিনি নিশ্চয় আমায় মাপ কৰেছেন।”

ତାରିଣୀଚରଣ କୁର ହାସି ହାସିଆ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଲେ ନାଡ଼ିଲେ
ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପଳ—“ହଁ !”

ନବୟ ପରିଚ୍ଛଦ ।

সমস্ত রাস্তাটা একটা ছৰ্ষণ ভাৰ বহন কৰিয়া অৱৰ-
পথে চৰকৈ লইয়া বাজিৰ অভিযুক্তে থাইতে লাগিল।
পথে চৰকৈ সদে সে বেৰী কথাৰাঞ্জি কৰে নাই; স্বামীকে
বৈৰূপ দেখিয়া চাকড় ও চল কৰিয়া ছিল, আজ্ঞাত একটা

ଯେବେ ମେଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଳିଛି । ପଥେ ଅନ୍ଧରାଜ୍ୟ ହିତାଳିକାରୀଙ୍କ ପରିଧାନରେ ପରିଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମାନୀ ଖୁଲ୍ଲିଆ ଖୁଲ୍ଲିଆ ଦେଖିଲେଛି । ଚାରିର କଷ୍ଟ ଯତ୍ତ ଯତ୍ତ ଚିନ୍ତା ହିତେଛି, ନିଜେର କଷ୍ଟ ତାହାର ତତ୍ତ୍ଵରେ ଚିନ୍ତା ହସ ନାହିଁ । ପରିଧାନର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମେଣ୍ଡ ମନେ ମନେ ବିଶେଷରୀତିରେ ଦେଖିଲେଛି । ତାହାର ମେଣ୍ଡ ହିତେଛି ଯମର ସମ୍ମାନ

ପ୍ରତିକାଳାନ୍ତର ଯେଣ ଏହିଟା କି ରକମ ଭାବେ, ଯେଣ ଆଜାଧୀନ ଅଧିକି ବା ଅପରାଧୀର ଉପରେ ବିଚାରକେରେ କଟୋର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମେ । ଅମ୍ବରନାୟ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଛି—

४८ संख्या]

दिदि

তাহারই অসমিতিক আহামে তাহারই অবিকৃত
বাবে ডিখাবী ক্ষমপ্রাপ্তির মত উভয়ে যাইতেছে?
অবসর পথেখনকার অধীরের সেই অসর পথেখনে আজ
বাবা দূরীকৃত, অপরাধীর মত আজ্ঞা পাইয়া তবে
পথেখনে প্রেরণাকৃতির পাইয়াছে—আর যে তাহাদের
ও নিশ্চে বলিয়া চিঠিওকের আসন বসিয়া আছে
স পথেখনকা কে? আগস্কৃত বৈত নহ? অভিমন্তে
কালে অমুকার বক এক প্রয়োগ ছিঁড়ে তুলিয়া
কেলিয়া উঠিয়ে লাগিল। মন হচ্ছে তেল পিণ্ড হচ্ছে
বুদ্ধিমানই হৃষি শৰ্মে তাঙ্কে অপমানিত করিবে। চাক
বৰ তাওর প্ৰত্যৰাজক দুটিৰ সমুদ্রে তকাইয়া উঠিবে।
বৰ্ষাস কেলিয়া অমুনাম ভাবিল শৰ্কৰকে আনা দিক
নিবন্ধি! নিম্নের মধ্যে আবার মন আসিতেছিল পিণ্ডৰ
কেলিয়া। অমুনাম ব্যাপকভাৱে বাৰ বাৰ ঘৰ্ষি দেবিয়া সমৰেৱ
বৰ্ষাম কৰিবলৈ লাগিল।

ତେଣ ତାଗ କରିଯା ସବୁ ଉପରେ ଶକ୍ତୋହଳ କରିଲ
ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାତି ଆହୁତି ହେଲାଛେ । ଧୂରେ ଶାମଳ ବୃକ୍ଷଶୈରି
ପରାହେତରପଥେ ସବୁ ଅର୍କିଜେନ୍ସ୍-ମୂର୍ଖିତ ପ୍ରାମେର ଗୃହ ଓ
ବୃକ୍ଷଶୈରି ଆହୁତି ଭାବେ ଦେଖି ଯାଇତେ ଲାଗିଲ ତଥନ ଅଭିନ୍ନ
ଅଭିନ୍ନ ଆଶ ଅଭିନ୍ନ ସବୁର କରିତେ ପାରିଲ ନା । ଦେଇ
ଥାବେ ଶତରେ କେତେ, ମୋଦେବେ ଓ ତାହାରେ ପାଶାଗପି
ଯଥେ ବୃଦ୍ଧ ଉତ୍ତାନ ମେଳ ପରମାର୍ପକେ ଶର୍ପିଆ ଦେଖାଇଯା ପିଲ ତୁଳିଯା
ମଧ୍ୟରେ ଦୀବାଇଯା ଆଛେ । ଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ମାତ୍ରେ, ଧୂରେ ଦେଇ
ଅଭିନ୍ନ ପକ୍ଷର ବିବାଦି କଳକଳ ଅଙ୍ଗରୋତ୍ତ, ଏଥନ କୌଣସିବେ
ଦେଇ ଦୀବାଇ ଯାଇତେବେ, ସୁମୁଖ ବୃଦ୍ଧ ଟେଗାହେ ରାଖାଳ ବାଲକେରା
ଅଭିନ୍ନ କରିଯା ଝୁଲ ଥାଇତେବେ । ଅଭିନ୍ନରଥେ ମେଳ ପଡ଼ିତେ
ପାଶିଲ ଏହିକାଳେ ଯାକାଳେ ଅଭିନ୍ନ ଭେଡିତେ ଲାଗିଲା
ଏବଂ ମେଳ ଉପର ହିତେ ଲାଗିଲାଇୟା ପଞ୍ଜୀ କର ନୀତାର
ପରିଷିତ, ଏ ଟେଗାହେର ନାମାନ୍ତରିଣ ପ୍ରେଟିତେ ତାହାରଇ
ପରିଷିତ ହେଲାଯାଇପଣିତ । ଏ ପଥେ ଉତ୍ତାନରେ ଧରେ ଧରିଲି
ରାଜବାନୀର ତାହା ନିଷାଠ ପରିଚିତ । ଏଥେ ହରି,
ପରିଷିତ, ତ୍ରାପନ୍ତା ହତ ଏ ଧରେଇ ବିଶିଷ୍ଟମର ସୁଧ ହୁଏ
ଦୀବାଇୟା ବସ କରିତେବେ, ଆର ମେ ଆଜ ହଇ ବସର ଏଥାନ
ଯାଇତେ ନିର୍ମାଣିତ ।

କୁମେ ଆମେର ସ୍କୁଲ୍ ସୌଧ ଓ ଅନତିବୃକ୍ଷ ଗହଞ୍ଜି

বেধিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন “চৈনে গাঢ়ী তো রাখা হয়নি—কষ্ট হয়নি তো ?” অমরনাথ বাধা দিয়া পূর্বৰ মধ্যে সোপান অতিক্রম করিতে করিতে রক্ত কষ্ট বলিল “আমি জানি ! চুপ করন—চুপ করন করা !” বলিতে বলিলেন অমর সোপান অতিক্রম করিয়া বৈকথনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেগোনাঙ্গী হীনিয়া বলিলেন “অমর, বাধা অন্দরের সুষ্ঠুরে পোকোলার ঘরে আছেন !” অমর চুক্তি অঙ্গুল হইলে কর্মসূচি করিয়া বলিলেন “মাথা শুধু করিয়া দেখো—বাধা এবারই গলা !”—ষষ্ঠৰ প্রতিক্রিয়া হইয়া অমর অগ্রসর হইয়ার চেষ্টা করিতে করিতে পুনর্নাম উনিশ গৃহ্যতা হইতে বাধাকষ্টে কে বলিল “আগুন হি হোন,—আমি মেরি কে ?”—অমরনাথ এবার সদেশে অগ্রসর হইল। মৃত ধৰ্মগথে সমৃদ্ধেই পিতার গুণগ্রহ্য দেখা যাইতেছে। উজ্জ্বল লালট পুরুষীর মৃত্যু, তারের কোমল মেঝেত্তী ঝাঁপিতে মুর্তিত হইগ রহিয়াছে—অমরনাথের নামাছিতে গিয়া দিয়িয়া আসিয়া বলিল “আজে ! গাঢ়ীর মধ্যে কেউ আছেন ?” চৰিত্ব হইয়া দেওয়ান গাঢ়ীলেন “আজিতে—আঃ—বি হেওয়ানাহী !” অতে শৰ্কটের নিকটে গিয়া হেওয়ান বলিতে লাগিলেন “এই গাঢ়ীয়ান, তেতের নিয়ে চৰ—গাঢ়ী ভেতের নিয়ে চৰ। এগিয়ে চৰ, আরও ধানিকটে চৰ, ওই ওডিকের ছুরোটার কাছে ভিত্তি দীঢ়াও, ওরে নৰে—এই হরে—বাঢ়ী ভেতের খৰের দে—বানা—ক্ষান্ত কাউকে ভেকে নিয়ে আঁা !” পরিচারকে বাস্ত ভাবে অমরে মেঝিল।

আরোহীকে নামাছিত দিয়া গাঢ়ী ধৰন সমূদ্রের বৈকথনার ধারে আসিয়া দীঘাটিল তখন দেওয়ানজী শাশ্বত হইয়া একখনাম চৰায় টানিয়া দিয়িল কাককে তাভারুটের আবেশ দিলেন ও সমাপ্ত কর্মগুলির সাক্ষাতে বর্তার ব্যাধারের ডাক্তার-ক্রিয় লক্ষণগুলি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার গাঢ়ীটানেট সহিত ভাঙ্গ লাই বচস জুড়িয়া দিল।

বিড়লের সোপান সদেশে অভিবাহিত করিয়া অমর হলের সমূদ্রের বাধাদায় প্রবেশ করিয়া সহসা ধানিয়া পড়িল। মৃত ধৰ্মগথে হলের মধ্যে মৃত্যি পৰিল দিয়িল ধানিকটা শ্বায়ার অংশ ও তারার উপরে প্রাপ্তিত এবং প্রাপ্তব্যে অর্থ মৃত্যুর সৌন্দর্যে দেখা যাইতেছে,—অমর বুঝিল পিতা। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত ভৱে কটক্রিয় হইয়া প্রাপ্তব্যের ভাব কিম্বুগুলি নীৰবে পীড়ায়িয়া

বহিল,—তাহার ভৱ হইতেছিল পিতা যদি না দায়িত্ব ধাকেন। গৃহ্যমাত্র বাকি দেখ হয় অমরের আবেশে ব্যক্তি পদ্ধতি উনিশে প্রাপ্তিতে পাইয়াছিলেন। সহসা সে শব্দ নীৰব হওয়াতে গঁজার অংশ কাঁচ কষ্ট গৃহ্য হইতে প্রথ হইল “কে ?” অমরের সর্বাঙ্গ পিহিয়া উটিল।

“বাবা—বাবারই গলা !”—ষষ্ঠৰ প্রতিক্রিয়া হইয়া অমর অগ্রসর হইয়ার চেষ্টা করিতে পুনর্নাম উনিশে প্রাপ্তিতে পাইয়াছিল। তাহার পৰ্যন্ত কিছুসংখ্যের জন্য নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে আনোগুল সে নিষ্পত্তি অভিযন্ত করিয়া হৰনাথবাবু বলিলেন “মা মা আবার সেই রকম বোধ হ’চে—দেখনা কে ?”

উপবিষ্টি রঘুনাথ পশ্চাতে মৃত ক্রিয়াজী প্রাপ্ত কষ্টকষ্টে বলিল “আগুনি দেখুন না কেন বাবা !—চেয়ে দেখুন !”

“আমার ভৱ কঢ়ে—বি বিদ্যা হয় তাই চাইতে পারিনি না,—সেই কি ?”

অমরনাথ কষ্টকষ্টে ডাক্তার উটিল “বাবা !”

মেন তাড়িত্পর্যে আহত হইয়া হৰনাথবাবু চক্র উন্নীলিত করিলেন।

“অমর !”

“বাবা, বাবা !” বলিতে বলিতে অমরনাথ পিতার হই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া পশিল। মৃত

গালিচাপিত গৃহে পশ্চব আর কিছুই হয় নাই, তথাপি কি একটা অজ্ঞাত আনোগুল শীঘ্ৰতে স্বৰূপ বোধযোগ কৃশ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিই চৰু মুরুয়াই পুনর্নাম মন্তব্যের নিকটে উপবিষ্টি হয়মীক স্বৰূপে করিয়া বলিলেন “কে মা দেখত ? কে মেন আমার পারের তলায় বসল,—আমারখ কি ?”

অমরনাথ মৃত তুলিয়া দেখিল পিতা তখনো চৰু মুরুয়াই আছেন—তাহার মন্তব্যের নিকটে একটা রংবী—পরিচিতা সে,—ধীরে ধীরে বোগীর মঞ্চে হাত বুলাইতেছে। তাহার অসুস্থ মৃত্যু কৃতি হইতে লাগিল। কাতৰ কৃত কষ্টে ডাক্তিকে লাগিল “বাবা !” অমরনাথ পিতার গা ছাঁচিয়া দিয়া নীৰবে শুশ্র চাহিয়া রহিল। বি কৰা কৰ্তব্য তাহা মে বুঁৰিল উটিলে পারিয়েল না।

হৃষিৎ তাহার পানে হৈ অস্থৰ্প চৰে ধায়ু মৃত্যুপ্রাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়কষ্টে বলিল “এবিকে এসো, একটু বাতাস ক’ৰা, তাৰ নেই—কেমন মোহ মন্তব্য হ’য়েছে—মত হৰ্মল হ’চে পড়েছেন !”

অমরনাথ উটিল পিতার পার্শ্বে পীড়ায়িয়া তাহার মন্তব্যে মৃত মৃত্যু ব্যক্তি করিতে করিতে নীৰবে হৰনাথের অস্ত্রাত বাকুল শুক্রা দেখিতে লাগিল। অলিত কষ্টে বলিল “কাকিকে একবাৰ তাৰক কি ?”

“এই শুধুনে ব’স। একটু বাতাস কৰ মা !”

হুৰমা তাহার অপুর পার্শ্বে গিয়া দিয়া নীৰবে গুজন করিতে লাগিল। হৰনাথ বাবু কিছুক্ষণ তাহার মান গঁজী সুধৰে পানে চাহিয়া চাহিবা “কীল কঢ়ে

বিতে পিতে সুৱামা বলিল “মা, এই যে সামুল উঠেছেন,

আৰ ভৱ নেই। বাবা,—বাবা !”

হুৰুৰ নিম্ন ফেলিয়া হৰনাথবাবু বলিলেন “মা !”

সহসা বক্সের উপরে কি একটা বেলনের নিম্নসংকৃত হইয়া অন্তৰে অন্তৰে মোহের সংকৰ হইয়াছিল। শব্দ কিম্বা দ্রুতবের কি একটা তীব্র আবাহণৰ হৰনাথবাবু উটিল।

অন্তৰে অন্তৰে অন্তৰে মোহের সংকৰ হইয়াছিল। অতি কষ্টে সে আনোগুল সে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে সে আনোগুল সে নিষ্পত্তি অভিযন্ত করিয়া হৰনাথবাবু বলিলেন “মা মা আবার সেই রকম বোধ হ’চে—দেখনা কে ?”

উপবিষ্টি রঘুনাথ পশ্চাতে মৃত ক্রিয়াজী প্রাপ্ত কষ্টকষ্টে বলিল “আগুনি দেখুন না কেন বাবা !—চেয়ে দেখুন !”

“আমার ভৱ কঢ়ে—বি বিদ্যা হয় তাই চাইতে পারিনি না,—সেই কি ?”

পুনর্নাম ক্ষীণযৰে উচ্চারিত হইল “অমৰ”।

অমৰ মৃত তুলিয়া দেখিল পিতা তাহার মধ্যে দেখিল পশ্চব হস্তকষ্টে ডাক্তিকে উটিল “আবিৰ ভৱ কঢ়ে—বি বিদ্যা হয় তাই চাইতে পারিনি না !”

অমৰনাথ হস্তকষ্টে ডাক্তিকে উটিল “বাবা !”

মেন তাড়িত্পর্যে আহত হইয়া হৰনাথবাবু চক্র উন্নীলিত করিয়া হৃষিৎ পুনৰ্বল হইল। হৈ কঢ়িলত ব্যাকুল হতে পিতার হতকাণ্ডি নৃত্যে উপরে চাপিয়া ধরিয়া সে শ্বায়াপৰ্যে বৰক

হাপন কৰিয়া সুস্থিত হইতে লাগিল।

পুনর্নাম শ্বায়াপৰ্যে উচ্চারিত হইয়া আসিল। পুনৰ্বল মতকে হস্ত ধৰ্ম কৰিয়া রঘুনাথ বাবু দেখিল পিতা অস্থৰ্প বাধার বক্সে রহনাথবাবু হইয়া উটিল। ধৰ্ম কৰিয়া রঘুনাথ বাবু দেখিল পিতা অস্থৰ্প বাধার বক্সে রহনাথবাবু হইয়া উটিল।

হুৰমা তাহার মন্তব্যে ধায়ু মৃত্যুপ্রাপ্ত করিতে করিতে নীৰবে হৰনাথবাবু হইয়া উটিলে পারিয়েল না।

হৃষিৎ তাহার পানে হৈ অস্থৰ্প চৰে ধায়ু মৃত্যুপ্রাপ্ত করিতে করিতে নীৰবে হৰনাথবাবু হইয়া উটিলে পারিয়েল না।

এই হৃষিৎে আনোগুল সমূলে এক কোণে পিতা মৃত মৃত্যুয়া দীঘাটিয়া কি কৰিয়েছিল কে জানে।

শুক্র আহুলন করিতেই নিকটে আসিয়া নত মৃত্যু দীঘাটিল।

“এই শুধুনে ব’স। একটু বাতাস কৰ মা !”

হুৰমা তাহার অপুর পার্শ্বে গিয়া দিয়া নীৰবে গুজন করিতে লাগিল। হৰনাথ বাবু কিছুক্ষণ তাহার মান গঁজী সুধৰে পানে চাহিয়া চাহিবা “কীল কঢ়ে

বগিলেন “মা, তোমায় আমার একটি অসুরোধ রাখতে
হবে।”

শুরমাৰ কষ্ট ঝিষৎ কম্পিত হইল, সে বলিল “বলুন।”

“ଆ, ତୁମି ହୃଦ ଅଧିକେ ଏଥେଣେ କମ୍ବ କ'ରିବେ ନି ; କଥନ କରତେ ପାଇବେ କିନା ଆନିମା, ମେ ଅଛୁବୋଇ ତାହିଁ ଆମି ସମ୍ମା କରତେ ପାରୁଥିଲୁ ନା, ମେମ ନା ଆଧିକ ତେବେ ତୋମିର କାହାଁ ତାର ଅପରାଧ ତେବେ ବୈଶି । ମା, ଆମିର ତୋମିର କାହାଁ ଏହି ଅଛୁବୋଧ, ଯେ କ'ବିନ ଆମି ଧାର୍କି, ଆମିର ସମ୍ମଦ୍ରେ ତୁମ ଯେବେ ତାକେ କମ୍ବ କରେଇ ଏହିନ ତାବେ ଚାଇ ।”

ଶୁରମ୍ବ ନୀରବେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିତେ ଲାଗିଥିଲା । କିଛକଣ
ପରେ ନିର୍ବାସ ଫେଲିଯା ହସନାମ ସାବୁ ବଳିଲେନ “କଥନୋ
ପାର ତ’ ତାକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କ’ରୋ ।”

ଶୁରମା ଦୀରେ ଦୀରେ ତୋହାର ପଦତଳେ ଗିଯା ଦୀଢ଼ାଇଲ ।
ଆମ୍ବକ କଟେ ହୁଏ ହଣ୍ଡେ ତୋହାର ପଦୟୁଗଳ ଧରିଯା ବଲିଲ
“ଆପଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ ।”

“তুমি তা পারবে না। আমি আশীর্বাদ করলাম।”

অমুনাথ নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল। এ মুঞ্চে
তখন আর তাহার নিজেকে অপমানিত জ্ঞান হইতেছিল
না অথচ পথে আসিতে আসিতে শেষ এই ঘটনার সম্ভা-

বনাতেই মনে মনে রিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখন পিতার ক্ষমাপূর্ণ মেঝেলি মৃত্যি ও সহয়ে ব্যবহারে মে কেবল তাহার অপরিসীম ঘেরেই আশ্রম দেখিতেছিল। অমর হুমকির

ব্যবহার বা সুরক্ষাকে নিজের লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সে সমস্তকে উদাসীন ভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিবে-
চিল। কেবল ভাসার পানে চাহিদে একটু কেমন সঙ্গেচ

ଆମିତେଛିଲ ମାତ୍ର । ସୁରମାର ସମ୍ମେ ତାହାର ଏ କନ୍ଦେଚ-
ଟୁକୁତେ ପେ ନିରେଜେ କାହାଁ ହୃଦିତ ହିଲ୍‌ଯା ପଡ଼ିଛେଲ ।
କିମେର ଏ ଲଙ୍ଘା ? ଧାରା ମହିତ ଅଟେବେ ସହିରେ କୋନ' ଦିମ
କୋନ' ସମ୍ଭବ ଶୀକାର କରା ହୁ ନାହିଁ ତାହାର କାହାଁ ଏ ତୁମ୍ହେ
ଏ କାହାଁ ଲିମ୍‌ବର ୨ କାହାରଙ୍କ ମାତ୍ର ପରିମିଳିବା ଏବେ ଅନ୍ୟରେ

অসম প্রকাশনা বিদ্যুৎ পত্রিকার মাধ্যমে এই সম্মতি প্রকাশিত হয়েছে।
অঙ্গত অসম স্তোর্য আধিকার দ্বিজা আসিস্ট তথ্যে না হয়ে এ
জোড়াকে তাহার সম্মত দোষ হইত। তাহা যখন হয় নাই,
তখন সুব্রহ্ম অভ্যরণের কল্পে সম্পূর্ণ পরামীর মত একজন
জ্ঞানোক মাত্র, তখন এ জোড়াকে যে তো ক্ষমা করিতে
পারে না।

ନିର୍ବାଦ ଅମ୍ବର ବୁଝିତ ନା ଯେ ଶ୍ରୀଗଥର୍ଷ ଏବଂ ମହାଜ୍ଞଙ୍କ ଅଧିକାରେର ପ୍ରତ୍ୱ ମନବେର ଉପରେ କଣ ପ୍ରବଳ ।—ତାହାର ବିଚାରମନତଳେ ଅମ୍ବରେ ମଞ୍ଚ ନିଜେର ଛେତ୍ରର ବିକଳେ

ଅପଣି ମନ୍ଦ ହିଁଯା ପଡ଼ିଲେ । ହନ୍ତାରୁ ବାବୁ, ଅମରର ପାଦ
ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଡକିଲେଣ “ଅମର, ଉଠେ ଏଥାଣେ ସବୁ” ।
କଳେର ପୁରୁଜଳକାର ଶାର ଅମରନାମ ଟିଟିଆ ତାହାର ନିକଟ
ଉପବିଷ୍ଟ କରିଲା । କୁଟୁ ଘାରୀ ଦେଇ ତାହାର ମର୍ମାଙ୍ଗ ହେମାର୍ଜିଙ୍କ
କରିଲା ପିତା ବିଲିମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ

ଅମ୍ବରେ ଚଢ଼ୁ ହିତେ ଖର୍ବ ଖର୍ବ କରିଯା ଅଣ୍ଟ କରିଯା
ପଢ଼ିତେ ଲାଗିଲ । ମନେହେ ତାହାର ମନ୍ତ୍ରକେ ଉପରେ ହତ
ରାଜ୍ୟା ପିତା ବଲିଲେନେ “କୌଦିମନେ ଅମର ; ହାଜାର ଦୋଷ
କରିଲେଣେ ତୋର ଓପରେ କି ଆମି ରାଗ କରନ୍ତେ ପାରି ?”

অমুর একটা অস্থান যাক্য় উচ্চারণ করিতে
পরিলম্বন। নীরবে বসিয়া কানিদে শাগিল ও পিতা
দীরে দীরে তাহার মনকে হস্ত বৃষাইতে শাগিলেন।
কিনিয়া স্টিংকি অবৰ জনে শার ছাইল।

ଶ୍ରୀମା ଏକଟା ମେଘର ପାଶେ ଥାନିକଟା ଓସଥ ଢାଳିଆ
ନିକଟେ ଆନିତେଇ ହରନାଥ ବାବୁ ଗଲିଲେଣ “ଆର ଓ ଓସଥ
ଧୀରନା ଯା, ସୁଧି ଭାଲ ହୁଏ ଏତେ ହବ ।”

“ଆপনি ত রোজই এমনি আপত্তি করেন।”
“অপত্তি করি ব’লে কি তুমি তোমার ছেট ছেলে-
টকে রেহাই দাও মা?”

ହୁରମା ଦୟିଏ ହାସିଯା ଉପଗୋଧେର ଭାବେ ସଲିଲ “ଶେଷେ
କଥା କବେନ ବୀବା । ଆଗେ ଥେବେ ଫେଲୁନ ।” ତାର ପରେ
ଅମରନାଥେର ପାଲେ ଚାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ବାକ୍ୟେ ସଲିଲ “ବେଳା

ଆମା ହ'ଯେବେ ଦେ ?”
“ଟୁକ୍କେର ମଧ୍ୟେ ଆହେ” ସିଙ୍ଗେ ସିଙ୍ଗେ ଅଭିନାଥରେ
ମନେ ହିଲ ଚାହ କିଳପ ଜୋଗ କରିଯା ଟୈଖେ ତାହାକେ
ବେଳାନା କିମ୍ବାଶାହିଲା । ସମେ ମନେ ହିଲ ଦେ ତାହାକେ
ପାଇଁରେ ପାଇଁରେ ପାଇଁରେ ।

ହରନାଥ ବାବୁ ପୁରେର ପାମେ ଚାହିଁଯା ସଲିଲେମ “ତୁମ
ଏକ ଏମେହ ?”
ଅରନାଥ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବଲିଲ “ନା ।”
“ହେଠା ଶୋଇବାକେ ଏମେହ ? କହି କୋଖାୟ ଡିଲି ।”
“ଶୋଇବାକେ ଏମେହ ?”

୪୯୮ ମଂଥ୍ୟ ।

ଦିନ

হৰনাথ বাবু, তত্ত্ব ভাবে বলিলেন “এখনো তোমার
ক্ষেত্ৰে রভাৰ আছে। হৈষাকে এতক্ষণ গাড়িতে ফেলে
তুমি এতদিন স্থান পাওনি। আমি আশীর্বাদ কৰছি
তুমি সুখী হ’বে।”

ରେଖେ ଏମେ ନିଶ୍ଚିତ ହ'ଲେ ଥାଇଁ । ମା'—ବିଳିତେ ବିଳିତେ
ହସମା ଉଡିଯା ଦୀଜାଇଲ କିନ୍ତୁ ମହା ଅଭିନନ୍ଦରେ ପାମେ
ମୃତ୍ୟ କରିଯା ମେ ଧ୍ୟାନିବା ଦୀଜାଇଲ । ଅଭିନନ୍ଦ ବହ
ଟାଇଓ ନିଜେର ମୁଁରେ ବିକ୍ଷିତ ତାବ ଗୋପନ କରିବେ
ପାରିତେଇଲି ନା । ହସମା ତାହା ବୁଝିଯା ଥାରେ ନିକଟେ
ହୃଦୟମାନ ଏକଜନ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଇହିତେ ବିଳିତ ତୁମି

ବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ରମୀ ଉତ୍ସର କରିଲ “ଛୋଟ ବୋକେ ଆମରା ଗାଡ଼ି
କେବେ ତୁମ ନିଯେ ଏବେହି । ଦାଓହାନଙ୍କୀ ବଳେ ପାରିଥିଲୁ
ଦିଲେ ।”

ହରନାଥ ସାବୁ ସାହେବ ତାବେ ବଜିଲେଣ ଝାକେ ଏବାନେ
ପାଠୀରେ ଦାସ, ଆମ ତାକେ ଦେବେ ଆଶ୍ରମିକ କରବ ।”
“ଏହି ସେ ତାକେ ଏହି ଘରରେ ଏମେଇ ।”

କାଷ୍ଟ, ସର୍ବୋପରି ତାହାର ମର୍ମକହିନୀମୁଖ ହେଲପୂର୍ବ ସହିତାର
ଦେବିଗୀ ଭାଙ୍ଗିବିଶ୍ଵିତ ଭାଲବାଦାର ଢାଙ୍କର ମନ ଅଭିଭୂତ
ହିଇଥା ଆମ୍ବିତାଇଛି । ହରନାଥ ସାବୁ ଅମ୍ବେ ବିଳନୋଧିତ

ଦୀର୍ଘ ଧୋରେ ଅବଶ୍ଯକତା ଟାର କଲ୍‌ପିତ ପଦେ କହେବ
ମୁହଁ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ଅମନରାଜ ଗୌରୀ ନତ ମୁଖେ ବସିଯା
ଥାଇଲ ଏବଂ ସୁରମା ଶୋଣିର ପଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନିରିଷିତ ଭାବେ
ମନୋମୋହିତ ହିଲ । ହରନାଥ ବାର ବଲିଲେଣେ “ଏମ ମା ।”

চাপ দীরে ধীরে ঝুঁটির পদতলে শিয়া দীড়জিয়া শির
নত করিয়া তীব্র পদতলে প্রগাম করিল। হরনাথ
বাপ দিক্ষ স্বরে ডকিলেন “এস মা আমাৰ কচ্ছ এসে
দেখিয়া তথম চাৰৰ ছুঁটিয়া শিয়া তাহাকে জড়াইয়া
ধৰিয়া কাপিতে ইচ্ছা ইহায়ছিল। তাহা পাবে নাই,
কেবল লুক নেতে একত্বে সুরমার প্রতোক কৰ্যা প্রতো

তঙ্গী পর্যাপ্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন—যাইবে মা-
ত্রিম অস্ত কাহাকেও যে জানে নাই—অগতেও অস্ত কোনো
সম্ভবের সহিত যে ঘোষণা পরিচিত নয় তাহার পক্ষে

ଶୁରମା ହତିତ ସଥକେ ଅଟିଲା ମନେ କରିବା ଚାହେ ନିଜାଙ୍କରେ
ଶୁରମା ହିତେ ଦୂର ରାଖିବି ପାରେ ନାହିଁ । ବିଶେଷ ଟାଙ୍କ
ମତ ଯଥାନ୍ତିଭାଗର ପକ୍ଷେ ହିତେ ହେଲା । ଟାଙ୍କ ଶୁରମାରେ
ଏକଜଣ ଆଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମନେ ମିରି ନାମେ ଅଭିଭାବିତ
ହେବାକୁ ପାଇଲା । ତେଣୁ ପରିମଳା ଏଣ ଅଭିଭାବିତ କିମ୍ବାଟେ
ପାଇଲା ।

ଏଥିବେଳେ ଆମଙ୍କେ ମେ ଏତେବୁନ୍ଦ ଅଭିଭାବ ଉପରେ ନାହିଁ
ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଗ କରିଯା କୌଣସିଲେବିଲ ? ମେଇ ଭବେର ପାତ୍ର କି ଏହି
ଦେଶରୁ ଶାଶ୍ଵତ ପିଲମୁଖ ଉଦ୍‌ବାଧ୍ୟମ୍

ଚାକ ନିକଟେ ଉପବେଶନ କରିଲେ ହରନାଥ ବ୍ୟାପ୍କ ତାହାର
ମହାକୃଷ୍ଣପାଦ କରିଯା ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ବସିଲେବେ “ଆମି
ମହାକୃଷ୍ଣପାଦ କରିଯା ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ବସିଲେବେ “ଆମି
ଚାକ ବିଶ୍ଵତ ଦୟାରେ ତାହାର ପାନେ ଚାହିବାକାର
ଶିଖିଯାଉ ଉଠିଲି । ହସ୍ତମାର ମେ ଉତ୍ତର ମେହର୍ମୂର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତାକାର
ଦେଇ ଲିମ୍ବେ ପରିବର୍ତ୍ତି ହଇଲା କି ଏକ ରକ୍ତ ହଇ
ଉଠିଲା । ଆମରକୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଇ ଚାକ ଚାକ
କରିଯା ଶ୍ଵରକୁ ବ୍ୟବ ତାଙ୍କ ହାତିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ଵତ
କୋଣିକାରେ

ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତିହୁବେ । ସୁଧେ ମେନ୍ ଏକଟା ମାର୍ଗନ ନିଷ୍ଠାତାର ବୋଲିଯାଇଥାଏ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତିହୁବେ । ଭୌଦ୍ରଭାଗ କାହା ଅଜ୍ଞାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁହଁମଳ ହିଣ୍ଡା ଗଢିଲା ।

ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ହିଣ୍ଡା କୀହାର ମୁହଁମଳ ନିଜେରେ ପାଇବିର ବୋଲି କରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭୟରେ ଯେ କଥାବିନି ଛିଲେ, ତାହାର କୀହାର ଦୀର୍ଘ ବିଲିଙ୍ଗ ମନେ ହିଣ୍ଡିଲା । ଅମ୍ବର ସଂଗେ ମୁହଁମଳର ମୁହଁମଳ

হৰনাথ বাবুর পথচারেন্দ্ৰ শ্ৰেষ্ঠ হইলে স্বৰূপা তাহার
পৰ্য হইতে উঠিয়া দীক্ষালৈ। হৰনাথবাবু পিণ্ডস্থে
বলিলেন “একটু দীক্ষাও মা!—হোট দোমা, আমাৰ
এখনে একবাৰ এতো মা!” চাক তাহার আজাজমত
অপৰ পৰ্যে গিৱা তাহার শয়াগতিৰ রেণিয়া দীক্ষালৈ।
হৰনাথৰ পানে তাহার আৰা চাইতে সাহস হইল হৰনাথ
হৰনাথবাবু মোৰ মীৰে হত প্ৰসাদৰ কৰিয়া চাকুৰ
কৃত কল্পিত হৰ্ষণন এক হেতু দৈহ্য অপৰ হতে
হৰনাথৰ দৰিদ্ৰ হত ধৰিয়া তাহার উপৰে চাকুৰ
হস্তবনি হাঙ্গন কৰিলেন। আৰা চকে হৰনাথৰ পানে

ଚାହିଁଯା ଗଲାମ କହି ବିଳିନେ “ମା, ଆମି ଏକ ତୋମର
ହାତେ ଦିଲେ ଶେଖାମ୍ । ଏ ତୋମର ଛୋଟ ବୋନ । ଛୋଟ
ବୋନ ତୋମର ବିନିମେ ମନ୍ଦରାତ୍ର କର । ଇନ୍ଦି ଦେଖି ।”
ହରମଧ୍ୟବାହୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଳିନେ “ଆଜ୍ଞା ? ନା ।”
“ବିଲୁତେ ଆପଣି ସଂକ୍ଷେପ କରନେ ନା ଦାବା । କାହାର
କାହାର ଅନ୍ତରିମାନ ଆପଣିର ଅନ୍ତରିମାନ ଥାବା
ମନ୍ଦରାତ୍ର କରିବାର କାହାର କାହାର କରିବାର ?”

চার ধীরে ধীরে কল্পিত বক্ষ আভুমি প্রগত হইয়া
নতুন্যে উত্তিরা দীর্ঘাইতে একধানি কোমল ধার চারব
একধানি হত বেঠে করিয়া ধরিয়া তাহাকে নিকটে
উন্নিয়া গৈল। চার পিণ্ডিতা চাহিয়ে মেধিল অৰ্থাৎ
করণপূর্ণ মেধষী দেখিয়া রাখে। চারব ভাত সরল কৃত
মুখ্যনির্ম উত্তে তাহার সেই উজ্জ্বল চুক্ষণ এবং দেহ
অঙ্গে রেখ বৰ্ণ করিতেছে। চার পিণ্ডিত তারে
হৃষ্টুর বৃক্ত ধীরে ধীরে যেন নির্বাঞ্ছ অজ্ঞাতেই মস্তক
ৱেষ করিয়া মস্তকে দেখে করিয়া “বিদি”।

অসমনাথের অশ্বাশ্চ চৈষ্টি ও হুরুমার প্লাটিভীন যদু
সংস্কৃত হৃত্তানাথবাবু আর বেলীদিন তাঁহার নবগঠিত মেহের
সংস্কারে আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন না। যে কথগুলি
ছিলেন, সেই কথগুলিই দেন ভিতরে ভিতরে তিনি
অসমহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আসন মুঢ়ার
ভাবী আশকার ব্যক্তি কে ক'টি মেঝকাতৰ আগ
আগন্ধারের দাঁই দাঁওঁ সব ত্যাগ করিয়া নির্মল প্রশংসন
যিনি প্রস্পর পৃষ্ঠামের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার
সেখ করিয়েছিল তাঁহার গমনের বিলম্বে পাছে তাঁহার

কিরৎকল পরে তিনি দ্বীরং প্রকাশিত হইয়া বলিলেন
“আৰ না অমু, এখন আমি এসব কথা আৰ বেঁচি ক'বনা।
ডেবোনা যে আমি এখন মনে কোন ক্ষোভ নিয়ে গোলাব,
আমি এখন বড় হুণী। তোমার হানে তোমাই অতিক্রিত
ক'রে রেখে গোলাব। তুমি বড়বোনোর ওগৱে যে অচ্ছা
কৰেছ আমি তোমায় যে অচ্ছারের অতিকলাটুৰ আমার
বিচারমত ভোগ করিয়েছি। কিন্তু তুমি আমাৰ সেই
অমৰিত আছ এবং ধোকলে। আমাৰ মা বড় বোনোৱা
সংস্কৃতে আমি তোমায় কিছু লুক না, আমি জানি

४६ संख्या]

କାମାଖ୍ୟା-ଦର୍ଶନ

ତୋର ହାନ ତିନି ନିଜେ ରଖି କରଦେନ, କେଉଁ ତାକେ ଏଥିଲେ
ଦେନେ ନା ।”

(ক্রমশঃ) আছেন। এই পথের অস্তর-সোপানগুলি পরে কোন
লিপিবদ্ধ রচনা নেই।

କାମାଖ୍ୟା-ଦର୍ଶନ

গত উত্তরবঙ্গ-সভিত্ব সমিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আনন্দিত হইয়া আসামের সুপ্রিম পৌরসভার উপর উচ্চাধিকারী ও বশিষ্ঠোদ্যম দর্শন আবাদের ভাগো ঘটিয়াছিল। প্রকৃতি দেবীর প্রকৃত লীলাক্ষেত্র কামৰূপ-ক্ষেত্রে উচ্চ নীলগিরির শূরু হইতে কি সমুদ্র প্রস্তরখণ্ডে এবং আরও ঐ একারের বহু খণ্ড হাতা এবন পর্যন্তে উপরিস্থিত প্রামাণ্যগুলিতে এবং অনেক পাতার বাজির গৃহ-ভিত্তিতে স্থাপিত আছে—এককালে দেবীমন্দিরে সংযোজিত ছিল বলিয়া অভ্যন্তর করা যাই।

দেবেন্দ্র তাহা বৰ্ণনা কৰা যাব না। বিনো প্ৰতিকূলে দোকানচৰ্চাজন
তিনিটি মুৰ হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সংস্থারের সমুদায়ৰ
গোলামলোৱাৰ হাত এড়াবোৰা এক অনিচ্ছিতৰ শাস্তিভূৰ্খ
উপভোগ কৰিছিলোৱা। কামীয়া পৰ্যটক সমিতিটোৱা যাবাবে
কৰিয়া সকলৰ কঙ্গুপক্ষগণ গুৰুতই সাহিত্যালোচনৰ
উপস্থপ্ত কৈতে নিৰ্বাচন কৰিছিলোৱা।

ଅମ୍ବା ଅତି ପ୍ରାଚୀଯ ରେଳଗାଡ଼ୀ ହିତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆସାନ ପ୍ରେସିଆ ନାମ-କ୍ରଳଜଟ-ସମାଜୀଏ ମନୋରମ ପର୍ମିଟଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ରେଲେଗାଡ଼ାର ପାର୍ଥିଷ୍ଟ ନଳଗାଡ଼ୀ ଓ ଉଲୁଙ୍ଗଦ୍ଵେର ଫେରେ ମଧ୍ୟେ

মুক্তি এবং সাম্রাজ্যের বর্ষসূচীর সমালোচন একটা বৃহৎসূচিও ও উভয়েগে একটা ধৰ্মশালা নির্বিট হইতেছে। পরহিত-পর্যবেক্ষণে খোলিত আছে। বৌদ্ধপ্রভাব লীলাচলেও প্রবেশাধিকার নাচ করিতে ছাড়ে নাই। অনেকগুলি স্থানে স্থানান্তর পথিবর্ষণ পর্যবেক্ষণ আশ্রম আশ্রম শহীদের পার্শ্বেকার মৃত্যুর তিথিতে নিয়ম আছেন। কেহ বা পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে করিতেন।

পর্যবেক্ষণে উচ্চী আমরা দেবীকে প্রণাম করিয়া সভা-মণ্ডলে উগ্রগতি হইয়া সভার মৃত্যু দর্শন প্রয়োগ করিতে হইলাম। বর্তমান সুগন্ধ স্থানে বলিলেও চোরাক, টেবিল, বেঁক ইত্যাদি আসবাবে প্রয়োগ করান বা ঘৃণণ কূর্যাত; কিন্তু এছাড়ে তাহার দেশন এবং প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত হইয়া বালানীর চিরস্মৃতি অথা দেই সম্ভবক্ষেত্রে বিদ্যুত করাপ, তচ্ছন্তি সভাগ্রন্থ সমালোচন, প্রয়োগ করো শীঘ্ৰে তাহাতেই পৰম সুষ্ঠু। ইঁহারে কোনওতো অভাৱ পৰাবে—মেৰিলেই বাস্তুত বাণিয়া উঠ। এইসকল সহিলন কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য এইক্ষেত্ৰে যজলিসের অচলন হৰাৰ একজনে অনেকটা সাধিত হইয়াছিল। আমৰা বাণিয়া-বাণীকে বালানীগতি ও চীলচলন অহস্মানে কোন কাৰণ হইলে তাহাতে দেহন একটা আনন্দ বোধ হয়, অহুকৰীয়াৰ ব্যাপারে টিক তেমন হয় না। কেহন দেখ একটা বাধা-বাধাৰ বোধ হৈ। আমাৰেৰ মনে হয় বাংলা রকমেৰ সভাপ্রয়োগতে কামাখ্যাৰ শৱৰ কফাশেৰ পথা প্ৰচলিত ও ননিতে পাওয়া গোলা।

কামাখ্যা-পৰ্যবেক্ষণে ইউৱিন অবস্থান কৰিয়া আমৰা গোৱাটা নগৰী পৰিবহননৈতে বিশিষ্টতাৰে গমন কৰিয়াছিলাম। কামাখ্যা-পৰ্যবেক্ষণ হইতে মহাত্মা মহিৰে আশ্রম প্ৰায় ১১ মাইল পথ। এই সন্দৰ্ভ পৰ্যটী গোৱাটা লোকালোৱাৰ্ড উত্তৰসৱে প্ৰস্তুত কৰিয়া দিয়াছিল। আমৰা অশৰ্কণ্টে এই পথ অতিক্ৰম কৰিয়া বেলা ৯টাৰ সময়ে বিশিষ্টাশ্ৰে পৌছিলাম। হানটা অতি রমণীয়। চুৰিৰেকে অস্তুত পৰ্যবেক্ষণৰ মধ্যে একটু উপতক্তা, মনে হয় প্ৰাচী-পৰ্যটক একটা হৃদয় প্ৰদন। ইহাৰ পক্ষিম পৰ্যবেক্ষণে মহীয় তৎ-প্ৰদানে আলোচনা, লজিতা, কাস্তা নায়ি বিশাল শিলালোৰী লোকসভাৰত। কি হুনৰ মৃত্যু, কি মহান গোৱাঙ্গা, কি চৰকোৱা ভাৰ! দেশিয়ে শৰীৱে দোমাক হয়, আনন্দে প্ৰাণ কৰিয়া দাব। ভীৰুম প্ৰক্ৰিয়াৰ মধ্যে দিয়া অলোকান্বিত প্ৰেৰণত হইয়া পুনৰাবৃত্তি পৰে তিনটা একত্ৰ দিয়ে ইহীয়া পুনৰাবৃত্ত হইয়া আছিল। এই পুনৰাবৃত্তৰ মধ্যে দিয়া অলোকান্বিত প্ৰেৰণত হইয়া পুনৰাবৃত্তি পৰে তিনটা একত্ৰ দিয়ে ইহীয়া পুনৰাবৃত্ত হইয়া আছিল। এই শিলালোৰী বিশিষ্ট কুণ্ড নামে খোত। এই শিলালোৰীৰ অংশ-প্ৰতিম অভাসি সেই মহীয়ৰ কঠোৰ তপস্যাৰ সক্ষমতাৰ কৰিতেছে। অলোকান্বিতে হুনৰ মুৰৰিত পৰ্যবেক্ষণে পৰ অতি হুনৰপৰে সন্তুষ্ট হইয়াছে। বিগত তীব্ৰ হুমকিকল্পে প্ৰাচীন মন্দিৰগুলিৰ অধিকাৰণেই কুণ্ডেৰ মুৰৰিতে হুনৰ মুৰৰিতে কুণ্ডেৰ পৰ্যবেক্ষণে পৰ অতি হুনৰপৰে সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কামাখ্যা-বিবেকেৰ পুৰুষদেৱীৰ শুৰুৰ সৰোত এবং পৰাবৰ্তী। এখন হইতে গোৱাটা নগৰী, অক্ষয়, পৰ্যবেক্ষণসম্বল বেলপথ ও চৰকুকৰ আসামীয়া নীল পৰ্যবেক্ষণৰ অভি হুনৰন। তুমদেৱীৰ মাতৰাৰ মন্দিৰেৰ পশ্চাৎ পৰ্যবেক্ষণেৰ শিলালোৰী একত্ৰ পৰ্যবেক্ষণেৰ পথে দেখিয়ে মন্দিৰ পৰ্যবেক্ষণেৰ অভিযোগ কৰিয়া আসিতেও ইচ্ছা কৰে না। দেশিয়েতে বিশিষ্ট কৰ্মসূচকেৰ বিপৰীতে লীলাচৰ্ম। তুমদেৱীৰ মন্দিৰটোৱে তুমকেৰ পৰ্যবেক্ষণেৰ পৰ অতি হুনৰপৰে সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কামাখ্যা-বিবেকেৰ পুৰুষদেৱীকে কিন্তি নিয়ম একটা

সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ হান না হইলে তপস্যা হয় না। অলদারাগুলি সহ্যায়িণী আশ্রম শহীদ থাকেন। একবাণি কৃত মুৰী-দোকান ও হানে আছে।

এই হানটা হিন্দুৰ একটা পৰিত্ব তাৰ। যাতিগণ আশীর্বাদ বিশিষ্টকুণ্ডে হান ও সকা উপসমান কৰিয়া থাকেন। এবং এইসকল বৃহৎ শিলালোৰেৰ উপর রেল ভোজনা কৰেন। কিন্তু শেষেকৈ কৰ্তা দাবা এমন হৃষীৰ পৰিৱ হানটোকে বড়ই অপৰিব কৰিয়া দাব। একজন অ্যাপেক্ষ বৃহৎ পৰিষ্ঠিকেৰেৰ তাৰ-প্ৰসাদন-বৰুৱাৰ শীঘ্ৰ পৰিব আশ্রম পৰিবেক্ষণেৰ প্ৰয়োগৰ পথে হান কৰিয়াছিলেন। এসময়টাৰ বেছে কৰ্তাইয়া তাহাৰ অধৰে কৰন্তাৰ অধৰ কৰিয়া আসে না। একজন অ্যাপেক্ষ বৃহৎ পৰিষ্ঠিকেৰেৰ তাৰ-প্ৰসাদন-বৰুৱাৰ শীঘ্ৰ পৰিব আশ্রম পৰিবেক্ষণেৰ পথে হান কৰিয়াছিলেন।

আমৰা বিশিষ্টাশ্ৰেৰ অনৰ্জননৈষী শাস্তি-বৰ্দ্ধ ও হৃষু পৰিয়াগ কৰিয়া পুনৰাবৃত্ত গোৱাটা আসিলাম এবং বালীৰ শীক কৰিবাবে বিহু-কৰিলাম। সকালমাঝামে অক্ষগুৰেৰ গানালালুৰাশি শীঘ্ৰেৰ পৰা হইয়া পুনৰাবৃত্ত শিলালোৰে মেলে আৰোহণ কৰিলাম, এবং পৰিব আশ্রম পথে নিৰাজন ভোজন কৰিয়ে নিৰাজন ভোজনেৰ পৰা দেশেৰ শোভাবৰ্ণন কৰিতে কৰিতে গৃহে অত্যাগমন কৰিলাম।

গোৱাটীৰ কঠুক্ক অস্তগতিৰেৰ বিশ্বাসেৰ ভঙ্গ হই হানে একটা ডাকবাংলা প্ৰস্তুত কৰিয়া দিয়াছেন। হানটা অবস্থান কৰিলে কোনও অকাৰ টেক্স দিতে হয় না।

অলোকান্বৰীৰ পূৰ্বপৰ্যাপ্তে বিশিষ্টদেৱৰেৰ বিশ্বাসেৰ ভঙ্গ হই হানে একটা ডাকবাংলা প্ৰস্তুত কৰিয়া দিয়াছেন। কামাখ্যা-পৰ্যবেক্ষণ হইতে মহাত্মা মহিৰে আশ্রম প্ৰায় ১১ মাইল পথ। এই সন্দৰ্ভ পৰ্যটী গোৱাটা লোকালোৱাৰ্ড উত্তৰসৱে প্ৰস্তুত কৰিয়া দিয়াছিল। আমৰা অশৰ্কণ্টে এই পথ অতিক্ৰম কৰিয়া বেলা ৯টাৰ সময়ে বিশিষ্টাশ্ৰে পৌছিলাম। হানটা অতি রমণীয়। চুৰিৰেকে অস্তুত পৰ্যবেক্ষণৰ মধ্যে একটু উপতক্তা, মনে হয় পুনৰাবৃত্তে একত্ৰ দেশেৰীৰ মুৰী খোলিত আছে। মন্দিৰেৰ মধ্যে বহাত্পো মহীয় বিশিষ্টদেৱৰে একধানি প্ৰায় ৩৩ কুণ্ড দুৰ্ব ও ১১ হৃষী পৰিয়াগ বিশিষ্টদেৱৰে এক হইয়া পুনৰাবৃত্ত হুনৰ মুৰী নিয়ৰ্ষিত হইয়াছে। ভোজন পুনৰাবৃত্তে আৰোহণ কৰিবাবে নিৰাজন ভোজনেৰ পৰা দেশেৰ শোভাবৰ্ণন কৰিতে কৰিতে গৃহে অত্যাগমন কৰিলাম।

জীুভাজুৰ রাজ চৌধুৰী।

জলস্থল

আমৰা ডাঙাৰ মাহুয় কিন্তু আমদেৱেৰ চারিদিকে সুন্দৰ। জল এবং স্থল এই দুই বিশেষী শক্তিৰ মাধ্যমে মহীয়। কিন্তু মাহুবৰেৰ আশেৰ মধ্যে এ কি সাহস—বেঞ্জেৰেৰ স্থল দেখিতে পাইনা মাহু তাহাকেৰে বাধা বলিলা মালিনা না, তাহার মধ্যে অন্ধকাৰ পতলি।

বেঞ্জে মাহুৰেৰ স্থল দেখি লাঙাৰ মাধ্যমান দিয়াই হান কৰিবাবে নিৰাজন ভোজনেৰ মধ্যে তাহার কৰিলাম। তাহারা কৰিলাম আশেৰ পথে কৰিয়া আসে—তাহারাই আমদেৱেৰ তৃষ্ণা দূৰ কৰে, আমদেৱেৰ অভয়েৰ আমোহন কৰিয়া দেৱ। কিন্তু আমদেৱেৰ সন্মুদ্ৰেৰ এ কি বিষম বিৰোধ! তাহার অগ্ৰাধ

ଅଲ୍ପରୀତି ଶାହିରାର ମହାତ୍ମିର ମଧ୍ୟ ପିଲିମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଆଖନ୍ତି, ତୁ ମେ ମାହୁତକେ ନିରାଜ କରିବେ ପରିଲିମା । ମେ
ସମ୍ବରାତରେ ନୀଳ ମହିଷିଟାର ମତ କେବଳ ଶିଂ ତୁଳିଯା ମାଥେ
ବୁଝାଇତେବେ କିନ୍ତୁ କିଛିତେବେ ମାହୁତକେ ପିଛୁ ହାଁଦିଅଟେ
ପାରିଲାମା ।

পুরিবীর এই ছফ্টে ভাগ—একটা আশ্রম একটা অন-
অব, একটা হির একটা কঢ়ল, একটা শাস্ত একটা তৈরি।
পুরিবীর বে-সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়েই এখন
করিতে পারিবারে মেই ত পুরিবীর পূর্ণস্মৃত লভ
করিবারে। বিষের কাহে দে মাথা হেট করিবারে,
তরের কাহে দে পাশ কাটাইক চিপোরে, লম্বীকে দে
পালিন না। এই অস্ত পুরিবীর পূর্ণস্থায় আছে,
কঢ়লী লচ্ছী শেষ সমুদ্র হতে উত্তীর্ণে, তিনি আমা-
দের হির মাটিতে অস্তগ্রহ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রম করিবেন লক্ষ্মীর এই পথ।
এই অভিষ্ঠ মাহুদের সামনে তিনি একাগু এই ভয়ের
তত্ত্ব বিদ্যার করিবাচেন। পার হইতে পারিলে তবে
তিনি ধরা দিবেন। যাহাতে কৃল বসিয়া কলশের
মূলাইয়া পড়িল, ছাল ধরিল না, পাশ মেলিল না, পাড়ি
লিল না তাজাতা পঞ্চবীর প্রশংস্য হইতে ব্যক্তি হইল।

ଆମ୍ବାଦର ଜୀହାର ସଥିନ ନୀଳ ଶୁଦ୍ଧରେ ଝୁକ୍ ଦସପକେ
ଫେନିଲ କରିବା ମଗରେ ପତିତ ବିଷତେର କୂଳିନିତାର
ଅଭିମୁଖେ ଅଶ୍ଵର ହିତେ ଲାଗିଲ ତଥନ ଏହି କଥାଟିହି
ଆମ ଭାବିବିଲେ ଲାଗିଲାମ । ପଛିଏ ମେଥିଲେ ପାଇଲାମ
ଯୁଦ୍ଧଶୀଳ ଭାତିରା ଶୁଦ୍ଧରେ ଯେମିନ ସରଣ କରିଲ ମେହି
ବିନିହି ଲଙ୍ଘିକେ ବରଣ କରିବାହେ । ଆର ବାହାରା ମାଟି
କାମାଟିରା ପଡ଼ିଲ, ଭାବାରା ଆର ଅଶ୍ଵର ହିଲିଲନା, ଏକ
କାହାରା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଗେଲ ।

ମାଟି ଦେ ଦୀନିଙ୍ଗ ଥାରେ । ଏ ଅତି ମେହିଲା ମାତାର
ହଟ ମୁଖ୍ୟାନ୍ତେ କୋନମୁହେ ମୂର ଯାଇତେ ଦେବ ନା । ଶାକ-
ଭାତ ତରିତରକାରୀ ଦିଲା ପେଟ ଭରିଯା ଖାଓଇବା, ତାହାର
ପରେ ଦନହାରାତିରେ ଶାମଳ ଅକ୍ଷଲେ ଉପର ମୂର ପାଡ଼ିଲା
ଦେବ । ହେଲେ ସିଏ ଏକଟୁ ଥରେ ବାହିର ହଇତେ ଚାର ତବେ
ତାହାକେ ଅବେଳା ଅଧାରୀ ପ୍ରକୃତି ଜୁମ୍ବ ଡର ଦେଖାଇୟା
ପଣ୍ଡତ କରିବାରେ ।

४६ संख्या १

ଅଳ୍ପମୁଦ୍ରା

ଡାକେ, ହୁଳି ତାହାପିଲିଙ୍କେ ଆକର୍ଷଣ କରିଲି ଥାକେ ।
ଅଗ୍ରହୋଦୟ ଚିତ୍ର ବିନାମିକି ହାତର ହାତୁଡ଼ି ପିଟୋଇରା
ତାହାରେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଡାକ୍ତାର୍ଗଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଛେ ।
ରାଜୀ ଆମ୍ବିଶ୍ଵା ସଥିନ ମମତ ଅଗତରେ ଚାରେ ପଲକ ଟାନିଯା
ମେ ତଥାରେ ତାହାରେ କାରାଗାନ-ଚରେ ଦୀପକୃତ ନିମେହ
ମେଲିଲେ ଆମେ ନା । ଇହାର ସମାଧିକେ ସୌକାର କରିବେ ନା,
ବିଜ୍ଞାମର ମଧ୍ୟେ ଇହାଦେର ହାତାହାତି ଶଙ୍ଖୀ ।

ଆର ଡାକ୍ତର ଯାହାରୀ ସାମା ଦୀପିଶ୍ଚାହେ ତାହାରୀ କେବଳ
ଲେ ଆବ ନହେ, ଆର ମରକାର ନହେ । ତାହାରୀ ଯେ କେବଳ
କୁଟୀର ବାଢ଼ାଟିକେ ମୁଖୀଁ କରିଲେ ତାହେ ତାହା ନହେ, ତାହାରୀ
କୁଟୀର ଯେ ମରିଯୁ ନିକଟ କରିଲୁ ମିଳେ ଚାହ । ତାହାରୀ

କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଓ ଡାଙ୍ଗର ଶାକରୀ ମୟୂର୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୌକର
କରିଯା ତାହାର ବିବୋଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ୍ୟାର ବିନ ଆମ୍ବାଇସାରେ ବସିଯା
ଯାଏ କରି । ଏହି ଛୟ ମିଳିଯାଇ ମାହୁରେ ପୂର୍ବିନ୍ଦୀ । ଏହି
ଛୟର ମଧ୍ୟେ ନିଜକେବେ ଜାଗାଇଯା ରାଖିଲେହେ ମାହୁରେ ଯତ
ବିଛୁ ବିପରୀ । ତାବେ ଏତ ଦିନ ଏହି ନିଜକେ ଲିଲା ଆମ୍ବାଇସାରେ
କେମ୍ ? ମେ କେବଳ ହେଠାର ହରମୋରୀ ଯତ ତପ୍ତଶାର ଥାର
ପଞ୍ଚମାରେ ପାଇବେ ବସିଯାଇ । ଏ ଯେ ଏକମିଳେ ଥାଏୟ
ବିଗ୍ରହରସେ ମଧ୍ୟରେ ହେଠାର ବସିଯା ଆହେନ, ଆର ଏକମିଳେ
ମୋରୀ ନର ନର ବସନ୍ତପ୍ଲେ ଆମନାକେ ଜାଗାଇଯା ତୁଳି-
ଦେହେନ । ସ୍ଵର୍ଗର ମେବତାରୀ ହେଠାରେ ଉତ୍ତମୋରେ ଅପେକ୍ଷା
କରିଯା ଆହେନ, ନହିଁ କୋଣେ ମନ୍ଦମରିଗ୍ରାମ ଜମାଳ
କରିବେ ନା ।

ଆମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଲୋକେରୁ ଭଗ୍ବାନେର ସମ୍ପଦରେ ନିରକ୍ଷକେ
ଟ ବଲିଯା ଆଶ୍ରମ କରିଛାହିଁ। ତାହାଟେ କ୍ଷତି ହିତ
କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବାର ତାହାର ବ୍ୟାପିର ନିକଟକେ ଏକେବେଳେ
ଥିଲା ବଲିଯା ମାଝେ ବଲିଯା ଉଡ଼ିଯିଲା ତିଥେ ଢାହିଛାହିଁ।
ତାଙ୍କେ ଏକ ଅଧେ ମିଥ୍ୟା ବଳିଲେଇ ତାହାଟେ ଅଗମାର୍ତ୍ତମେ
ଥିଲା କରିଯା ତେଣୁ ହସ୍ତ । ଆମ୍ବାର ହିତିକେ ଆନନ୍ଦକେ
ନିଲାମ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁକେ ହସ୍ତକେ ମାନିଲାମ ନା । ତାଇ
ଆମ୍ବାର ରାଜୀତେ ଅଗମାର୍ତ୍ତମା କରିବାରେ ରାଜୀର ତ୍ବ କରିଯାଇଥିଲା
ପାଇଲାମ ନା, ତାଙ୍କ ଆମାରିଗିଲାକୁ ଶତ ଶତ ବସର
ବସର ନାମ ଆବାହାରେ ମୁହିରେନାମ ।

সম্মুখের লোকেরা ভগবানের ব্যাপির বিকটেই হইতে ব্যথা একান্ত সত্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোভাবেই মানিবে না এই তাহাদের মৃত্যু। এই অস্ত বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই জীবন করিতেছে অথচ সত্ত্বের নাই বলিয়া কিছুক্ষেই অস্ত করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বান্তের পিকেও তাহারা সত্ত্বে আরুষ করিয়াছে যে, সত্ত্বের মধ্যে গবাহীয়ালিয়া কোনো পূর্বার্থ নাই, আছে কেবল গলন। কেবল দুর্ঘাটা উঠি, কিন্তু কি যে ইঁটার উঠা তাহার কোনো ত্বকান কানাওনাথেই নাই। ইহা এমন একট সম্মুখের সত্ত্বের কূল ও নাই কলও নাই আছে কেবল চেতু—যাহা প্রশংসাও মেটায় না, ফসলও ফসল না, কেবলই দোলা

ଆমର ଦେଖିଲାମ ଆନନ୍ଦକେ, ଆର ହୁଥିବେ ବିଶିଳ
ଧ୍ୟା ମାର୍ଗ—ଉତ୍ତରା ଦେଖିଲ ହୁଥିବେ ଆର ଆନନ୍ଦକେ
ପିଲ ଯିବା ମାର୍ଗ । କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତର ଯଥେ ତ
କଣୋଟାଇ ବାବ ପଢିଛି ପାରେ ନା—ପୂର୍ଣ୍ଣମିଳିତ ଦେଖାନେ
ଏ ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ହର ପଢିଛି ଯିବା ହର ।
ଆନନ୍ଦକେର ସ୍ଵରମାନିତ୍ତତାନି ଜାରୀଷେ—ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ
ହିତେହି ଏଇ ସମତ ବିଚ୍ଛ ଅନ୍ତରେହେ ଏକବା ଦେବନ ସତ,
ତତତିନି “ଶ ତ୍ରପାତଃତପତ” ଅର୍ଥାତ୍ ତଙ୍ଗଜୀ ହିତେ ହୁଥି
ହିତେହି ସମତ ବିଚ୍ଛ ସ୍ଥିତ ହିତେହେ ଏ କଥା ତେବେନ ସତ ।
ପାଇକର ତିତେ ଦେଶକଲେର ଅଭିତ ଗାନ୍ଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ବୈମନିକ ଦେବନ ସତ, ଆମର ଦେଶକଲେର ଭିତର ଯିବା
ପାଇବା ଗାନ୍ଧୀଆ ଏକମ କରିବାର ବୈମନିକ ତେବେନ ସତ ।

ପାପେର କଳ୍ପ ତୋରେ ନା ପରଶେ,
ଦେବ-ଅଧିଦେବ ତୋହାରେ ନମ ।

ତାହାର ଶ୍ରୀରେ କରିଛେ ସମ୍ପତ୍ତି

সিল কুর্সের সিলটি প্রোগ্রাম

Digitized by srujanika@gmail.com

— 6 —

ଭାବ ଇନ୍ ଅଙ୍ଗାରାଙ୍ଗ ପାତ୍ର ।

সকল প্রজার সাথে প্রজাপাতি

তারি সেবা করে হরষ-মাত ;

সলিলে নিহিত শৰ্ণ-বেতন,—

1

ଟାଇଟାନିକେର ହିସାବମିକାଶ

টাইটিনিক-জাতীয় ভূমি শহীদ অগ্রে একটা তোলপাল
শহীদীর গেল, এত তোলপাল যখন বর্ষেশগ্রামে এক-
বাহিনী ভারতবাদী নৱমামী তীব্রবাহী ভুবিশাল তখন
হয় নাই, সেবিন যখন ইতাবীয়া ঘোর কর সহজ অসহায়
হচ্ছ রহমতিকে আলবক অক্ষর মত নির্দিষ্টভাবে হত্যা করিল
ওভন্স নৰ; চৌম যেবিন কর সহজ বৎসরের প্রাচীন
পুরুষগামের আঙুল লাগাইয়া ইউরোপীয় ঘোর সভা-
প্রগতের সম্মুখে আলেকজাঞ্জু। পুরুষগামের চিতামজ্জার
পুনর্বিন্দন করিয়াছিল সেবিন সভা-অগ্রে বিশেষ একটা
গাঢ়া পড়িয়াছিল বিলিয়া মনে হয় না। পূর্ব একঙ্গল
বিহু ব্যাপার দুটীয়া গেল, কোন উভয়চাচ হইল না, আর
প্রতিচ সম্মুখে একটা অল্পসুস্থ মিলাইতে ন মিলাইতে
পূর্বে পদ্ধতি উত্তর পদ্ধতিকে বন্ধনে পড়িয়া গেছে, অথচ
পূর্বে মে কাঙগুলা ঘটিয়া পাকে তাহা অপেক্ষা পদ্ধতিমের
ইচ্ছন্তিটা যে অধিক ক্ষমতিবিদ্বারক তাহা নৰ।
প্রত্যএ মেথিতে কেবল একটা ঘটনাকে ক্ষমতিবিদ্বারক
করিয়া তোলা ন তোলা খবরের কাগজের কাজ। পূর্ব
ব্যাপার বেল কাঁকা আলা, পলিচে পূর্ব উঠিতে অমিন
প্রতিশ্রুতি দেয়। খবরের কাগজে টাইটিনিক মুখ উত্তীর্ণ
হইয়েই আমি সহজ চাপ্পিক সমৃতভূতে সরিয়া ক্ষমতিবিদ্বারক
স্থানে খবরের কাগজগুলো আনাবাবণা বৰ পেতেন। মাঝ

ମୁହଁରା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଥାଏ ବସିଥାଏ ଓ ଏ ଜାହାଙ୍ଗରିର କବା
ତାନିବାର କୋଣ କାରଣ ଘେଟେ ନାହିଁ । କଲିକଟାର
ନିରିବାମାତ୍ର ଦେଖି କଥାଗେ ପଢ଼େ ଛାନେ ଛେଟାଇଟାନିକ
କାହିଁନାହିଁ । ଏତ ବ୍ୟ ଏକଟା ଘଟଟାକେ ହିଂସା ମାତ୍ର ଧରିବା ଆଜି
ମେ ମୁହଁରା ହିଂସା ବିଳା ଦିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ବସିଥାଇଲାମ
ତାହାରୀ ଶୋଇ ଫୁଲିବାର ଅଛ ଏହି କାହିଁନାଟି ବିଶୁଳ ବେଳେ
ଆସାର ଆମ୍ବାର କାହାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଜାହାଙ୍ଗ ଟେଟ୍ ସରମେ
ପାହାନ୍ତି ହିତାପି ନାନା କାହିଁ ଦେଇବା ଆସାର ମଞ୍ଚିକେ ଏକଟା
ସମ୍ବନ୍ଧମନ୍ତ୍ର-କୌଣସି ରାଜଧାନୀ ନିଯମାବଳୀ ।

ଟେଟିଟାନିକ୍-ମାହିତ୍ବ ଆଲୋଚନା କରିଯା ଅନେକ ଅନେକ
ଆଲାଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାତ୍ କରିବାରେ, ଆଖିଶ ଯେ କିଛି ତାତ୍
କରିଲାମ ନା ତାହା ନର, ତବେ ସେଠି ଯେ ଅର୍ଥ ନର ଏଟା ଠିକ୍
ଏବଂ ସେଠି ଯେ ରଜ ବେଳି କିମ୍ବା ନର ତାହାରେ ଠିକ୍ ।

আমি দেখিলাম টাইটানিক স্বতন্ত্র factগুলি একে
একে পরে পরে সঞ্জাইয়া হিসাব করিতে শিখা ঠিকে ভূল
হচ্ছি আর বড় একটা কিছু পাইছেই না, হতরাং
ব্যাপকভাবে আমার কাছে চিরস্মাই একটা গোহেশিকার
সম্পর্ক পেয়াজ গো পেথিওফুলি।

টাইটানিকের হিসাবনিকাশ আবি যে ভাবে করিতেছি

ଅଥେ ସବୁ—ଆଜାହି ଡୁରିବାର କାଳେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ-
ଗଣକେ ଅଧିମେ ପ୍ରାଗରକ୍ତାର ଅନ୍ତ ନୌକା ଛାଡ଼ିଯା ଦେଉଥା
ଏହିପରିବର୍ତ୍ତନ ।

পরের পথের—গ্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রিগোষ্ঠী
কল্পনাত্মক নিজেদের ও নিজ নিজ জী পৃষ্ঠা রক্ষা করিবার
যত্নেওগ পাইয়াছে, বিত্তীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ

କୁଳ କିମିଲା କେ ପୂର୍ବ ହେଉ ମେ ହୁଯାଗ ପାନ ନାହିଁ ।
 ଉତ୍ତର—ପ୍ରସମ ସବରଟା ପଡ଼ିବା ବେଳ ପୂର୍ବରେ ନିର୍ଭକତ
 ଏବଂ ଜୀବାକର ଏତି ପଦିଶ୍ଵା ମୁଖର କଥାମଣ ଓ କଥାମଣ ମୁଖର
 ମେନେ ଆପିଲା ଉଠେ କିମ୍ବା ପରେର ବୟବେ ମନୋର ଛାଟ
 ହିଲେ ଯାଏ ଏବଂ ମେନେ ବେଳରେ ଅଛୁତ ଆଶ୍ରତ୍ୟାକାରେ
 ହିମିଟାଓ ଥାଏଁ ହିଲେ ଫଢ଼େ । ମେନେ ହର ଏକାହିରେ ପ୍ରସମ
 ଶ୍ରୀତି ହିଲେ ଏକମଣ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଓ ଏକମଣ ଭାରତମହିଲା
 କିମିଲା କିମିଲା ପ୍ରସମ ପ୍ରାପନକାରୀ ହୁଯାଗ ମହିଲାର ପାଇତ
 କଥାମଣ ପାଇତି ।

୪୯ ମଂତ୍ରୀ ।

প্রাতুর্ভূত—স্থুল সম্বন্ধ আয়োবিকান জ্ঞানপত্রিকাই
গৃহীত—কেননা তন্মিতি হই নাকি এক জ্ঞানপত্র নিম্নের
নোকাশ পাছে অধিক লোক উত্তীর্ণ পড়ে সেইজন্য
আয়োবিকান রাস্তার ঘূর্ণ দিয়া লোকাশানি একইই
ক্ষেত্রে করিব সরিব। পড়িছাইল।

কলে পোড়াইতেছে—থেতাস প্রকল্পদিগন্তের জীবাতির
প্রতি সমান ও আহুত্যাগতির নিম্নে কিছু নির্দেশন
কৃষ্ণানন্দ ভূলি হইতে পারেন না, এখনেও বেদন
গ্রন্থের চেয়েন ‘চার অগ্ন বিটা’। যাত্রা পরবা
ক্তৃত্বাত্ত তাত্ত্বার বৈচিত্র্যে।

বিজীটী থবৰঃ—জাহাঙ্গ যতক্ষণ ভলের উপৰে ছিল
ততক্ষণ নোবেগুকৰণগুণ 'Nearer to my God' এই
সংগীতটোকন কৰা প্ৰয়োচিত।

পরের বছর :—মাঝ কাহাজের দিক হটে একটা বিশুষ্ট কার্যবন্ধনি একটো কাল ধরিয়া সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত আসা গিয়েছিল।

ଟେଟର—ପୁରୁଷଙ୍କ ଯେ ସର୍ବଶୀଳ ଦୋଷ ବେଳୋଳ ନାବିକ-
ମନ୍ଦରେ । ଆମେ ତୁ ବିଭିତ୍ତିରେ, ନାବିକଗଣ ଓ କାହାଙ୍କାରୀ ଯାତ୍ରିଗମ
ଲିଖିଥିଲୁ ସର୍ବଶୀଳେ ବୋଗଦାନ କରିଛେ, ଏଠା ଧୂର୍ତ୍ତ
Dramatic, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଜାଗରେ ଫୋରେ ଡିଜର
ହିତେ ବିକଟ କମନ ଉଠିଲା ଲୋଡ଼ ତେ Dramatic ଆମାମେ
ନା ? ଏ ବିକଟ ଶୌକର ଦୋଷ ତୋ ଟୋଟିନ୍ତିକଣ-ନୀତିଶାଳାର
ପାଇଁ କାହାଙ୍କାରୀ ଯାତ୍ରିରେ ଅନୁଭବ ।

প্রযুক্তির :—সেটা হচ্ছে সেই হতভাগ্য খিতীয় ভূতীয়
খেলীর যাত্রিগণের এবং বেস্কেল কালা লক্ষ ও চীনে
মিশ্র ধারার শেষ পর্যাপ্ত আহাজের কল চালাইয়াছে অল

ফলে :—টাইটানিক-জাহাজ-তুরিতে শাহীরা বাস্তবিক Nearer to God ছিল তাহাদের শাড়া তোমারা শনিন্তে পাও নাই, তোমারা শনিন্তাক কেবল খবরের কাগজের মধ্যে পড়ি।

তাকছিলাই মহায় বিখ্যাপাগের একটা সংভালের কলা করিবারে। হিন্দি প্রশংসনের অথবা মরনাটী থমন বর্ণনা আনে ছিল তখন দ্বিতীয় তাহাদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত মৌলার মাঝে দীর্ঘিম সিয়া দলিলচিত্রেন টোকার মধ্যেই সঞ্চয়

শৈক্ষিক পৌরসভা পঞ্জীয় ।

ଯେ ଆରୋ ଦିକେ ଦେ ପା ବାଡ଼ାଇଲ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ରାଜୀ
ଏଥେଣେ ସାଂତ୍ଵାବିକ ପରିଷ୍ଠିତିର କୋମୋ ନୀମ୍ବ କୋଶାଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କରିଯା ଦେଖୋ ନାହିଁ ଏଇଅଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରିକେ କର୍ତ୍ତର ପରିଷ୍ଠିତି
ରାଜୀରେ ଯାର ତାହାର ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଞ୍ଚାଳ ଶକ୍ତି । ଏହାଙ୍କ ଏହା
ଅନୁଭୂତି ପରିଷ୍ଠିତି ରାଜେ ଯାରିବା ଆଶକ୍ତ ଚାରିମିନ୍ଦିବେ
ପରିଷ୍ଠିତି । ଏମ ଡାକାନ କେବେ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରବେଳେ ଚାରିମିନ୍ଦିବେ
ପରିଷ୍ଠିତି । ଆମି ଯାହାର ତାହାରେ ଗ୍ରାମ ଯିବି ପିଲିଶ ରାଜୀ

କିନ୍ତୁ ରାଗଇ କରି ଆର ଥାଇ କରି ଜଗତେ ସମ୍ପଦନକେ
ତ ମାନିତେ ପାରି ନା । ଏକଥା ଶୌକାର କରିଲେହୁ ହିଂସା
ମାସ୍ଥୟେର ଏହି ସେ ଇଚ୍ଛାର ଉପରେ ଆମୋର ଅଞ୍ଚ ଆମୋ ଏକଟ
ଇଚ୍ଛା ଇହା ଭାବର ବାହିରେ ଦିକ୍ ହିଂସା ଏକଟା ଶକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ

ମଗ ନହେ । ଇହକାଙ୍କେ ମାତ୍ରମୁଁ ରିପୁ ବଳେ ବୁନ୍ଦି କିଣ୍ଡ ଏହି ଇହାଇଛାଇ
ତାହାର ସଥାର୍ଥ୍ୟ ମାନସଭାବଗତ ଇଚ୍ଛା । ମୁଣ୍ଡରାଙ୍ଗ ଯତ୍କର୍ଷ
ଏହି ଇଚ୍ଛାକେ ମେ ଜୀବ କରିବେ ନା ପାରିବେ ତତ୍କଳ ତାହାରେ
କିନ୍ତୁହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ—ତତ୍କଳ ତାହାକେ କେବଳ ଆସାନ୍ତ
ବ୍ୟାହୀ ଥାଇଯା ସରିବ୍ବା ମରିବେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ଆମୋଦ ଇଚ୍ଛାକେ ପେ ଜୟ କରିବେ କେମେଣ୍ଟ
କରିଯା ? ଆହାର କରିଲେ ପେଟ ତାହାର ଭରିବାହେ—ଡେଙ୍ଗ
କରିଲେ ଏକ ଆଶ୍ରମର ତାହାର ନିର୍ବିଜ୍ଞତ ଆସିଯା ଦେଖିବେ—
ହିବେ—ଆମୋଦ ଇଚ୍ଛାକେ ମେଧାମେ କେନେମେ ଏକଟା ଶୀର୍ଷମୁଖ
ଆସିଯା ହାର ମନିତେଇ ହିବେ । ଶୁଣୁ ହାର ମାନ ନୟ
ମେ ଆସାଯାମେ ମେ ଡଃ୍‌ପାଇବେ ଏବଂ ହୁଅ ଘଟିବେ । ବାରାଣ୍ସି
ଆସିବେ, ବିଶ୍ଵାସ ଆସିବେ, ମେ ନିଜେକେ ଏବଂ ଅନ୍ତକେ ବାଧା
ନିତେ ଥାକିବେ । କେନାମ୍, ପ୍ରକୃତି ମେଧାମେ ଶୀର୍ଷ ଟାନିବା
ହେବ ତାହାକେ ଲାଭମ୍ କରିବେ ଗେଲେହି ଶାନ୍ତି ଆଛେ ।

ତୁମ୍ହା ତାତୀ ନାହିଁ । ପ୍ରକାଶିତ ଲୋକଙ୍କ କେତେ ଆମଦାରେ
ଏହି ଅବୋର ଇଚ୍ଛକେ ମୋଡ଼ କରାଇଲେ ଗେଲେଇ ପରଶପରେ
ଧାରେର ଉପର ଆମିନା ପଡ଼ିଲେ ହସ । ଯେଟୁମ୍ବୁ ଆମାର ଆଜେ
ତାହାର ଚେରେ ବେଶ ଲାଗିଲେ ଗେଲେଇ ସେହିରୁ ତୋମାର ଆଜେ
ତାହାର ଉପର ହାତ ଦିଲେ ହସ । ତଥାନ, ହସ ଗୋପନେ ଛଳନ,
ନାହିଁ ପ୍ରକାଶେ ଗୋରେ ଭୋର ଆଶ୍ରମ କରିଲେ ହସ । ତଥାନ
ହରକଳେ ମିଥାଚାର ଓ ଅବେଳର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଲାଗୁଣ
ହିଲିଥାକେ ।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু
এই পাপ যদি না আসিত তবে মাঝে পথ দেখিতে পাইত

ନା । ଏହି ଆରୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଥାମେ ତାହାକେ ଟୋନିଆ ଲାଇସ୍‌ନ୍ସ୍‌ରୁ ଦ୍ୟାୟ ମେଥାମେ ସବି ପାପେର ଆଶ୍ଵନ ଜଳେ ତବେ ଦୋଢାଟାବେ

କୋମେ ମତେ ସାଥ ମାନୀଇଲା ହିରାଇଲା ଆନିବାର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଆସେ । ଏହିଅଳ୍ପ ମୁହଁଯାଳୋକେ ଅଞ୍ଚାଟ ମଳ ଶିକ୍ଷାର ଉପରେ ଦେଇ ମାନୀଟା ପ୍ରତିଲିପି ଯାହାତେ ଏଇ ଅବେଳା ଇଜାଟାକେ ବେଳେ ଆମା ସାଥ । କେବଳ, ମାହସେ ତିରଙ୍ଗ ଏଇ ଏକଟା ଅଞ୍ଚାଟ ବାହିନୀ ଦିବାଛନ୍ତି, ଓ ଆମାଦେଇ ଦୋଷାଗାନ ଲାହୀ ଶିଖି ଯେ କେବେ ତାହାର ଟିକିବା ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ମୂର୍ଖ ଲାଗାମ ପରାପର, ଉତ୍ତରକେ ଚାଲାଇତେ ଶିଖ । ଶିଖ ତାହା ଉତ୍ତରକେ ଉତ୍ତରର ମାନୀପାଇଁ ଏକାକୀକରଣ କରିବାକୁ ବକ୍ତରିତ ଉତ୍ତରକେ ମାରିଯାଇ ଫେଲିଲେ ବେଳେବେ ନା କେବଳ, ଏଇ ଅବେଳା ଇଜାଟା ମଧ୍ୟରେ ସଥ୍ଯାକ୍ଷର ବାହନ ।

ଓয়োজনসাধনের ইচ্ছা অঙ্গদের বাহন। এইটে না
থাকিল তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই
ইচ্ছাটাই এ প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইচ্ছাই দ্রুত
করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই
অঙ্গদের দ্রুত, যেখনে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই
তাহাদের শুধু। তাই যেখা যায় অঙ্গদের শুধুঃখ আছে
কিন্তু পাগপগ নাই।

କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେ ଏହି ସେ ଆଶୋର ଇହା, ଇହା ଆଶୋରେ ଇହା ନାହେ, ସୁଦେଖ ଇହା ନାହେ, ସମ୍ଭବ ଇହା ହୁଏଥିଲେ ଇହା । ମାତ୍ରମେ ଯେ କେବଳଇ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳି କରିଯାଇବା ଆମ ଜାନ ପ୍ରେସ ଓ ଶକ୍ତିବାହୀର ଉତ୍ତରମେ ଏ ଦଶିକନ୍ଦେଶ ଆବିକ୍ଷାକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦାର୍ଢିର ହଟ୍ଟା ପଡ଼ିତେଣେ ଇହା ତାହାର ହୁବେର ମାଧ୍ୟମ ନାହେ । ଇହା ତାହାର କୋମେ ସର୍ବମାନ ପ୍ରେସରମ ମାଧ୍ୟମ ନାହେ ।

বন্ধুত্ব মাঝের মধ্যে এই যে দ্রুই ক্ষেত্রের ইচ্ছা আছে

୪୯ ସଂଖ୍ୟା]

আমার স্থগ নাহে, কাবোই আমার স্থগ। তখন সে বলে ভাঙিয়া পড়ে। আমারের আকো-ইচ্ছার মুন্দুয়ে
কৈবল্য স্থগ।

মুখ লিপিট ধাঢ়া দ্বীপুর তাহা দ্রুত নহে। দ্রুত মুখ
নহে, আনন্দ। দ্রুতের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে,
যথের বিপরীত দ্রুত কিংবা আনন্দের পিপোত দ্রুত নহে।
শির ধেয়েন করিয়া হলাতেল পান করিয়াছিলেন আনন্দ
ত্রেষুণ করিয়া দ্রুতে অন্যান্যেই শ্রেণ করে। এমন কি,
চুক্ষের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সূর্যক করে, আপনার
পৃষ্ঠাকে উপলক্ষ করে। তাই দ্রুতের পক্ষাই আনন্দের
পক্ষ।

তাই মেধিতেই অস্তু অন্ধের চাহ মাঝের নৌচের ইচ্ছা। দ্বংগনির্মিত ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দ্বংবকে অবস্থাগ করিয়া আনন্দভাবে ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটি কেবলি আমন্ত্রণকে বলিতেছে “নামে স্থৰণত, তুমাদের পরিজ্ঞানিত্বাঃ।”

তাই প্রাকৃতিক হেমে আপন সহজেমত্তুর লভয়া
কর দৃঢ়গন্যনির্বাচনের মানতন গভীর মধ্যে বস হইয়া
বসিল। মাঝে তাহার "মানসকেনে জানপ্রেমশক্তির
কেনো শীর্ষতেই বৃক্ষ হইতে চাহিল ন; সে বলিল,
স্বত্ত্বাপেক নহে, সন্দারকে নহে, অথাকে নহে, আমি
ভাবে আছে আনিব।

তাই যদি হয় তবে এই আরোহণ ইচ্ছাকে এই আনন্দের ইচ্ছাকে এত করিয়া ধরে অনিবার জন্ম মাঝবের এমন প্রশংসন চোরের আয়োজন কি ছিল ? এই একটা ইচ্ছার প্রবন্ধনাতে চোর বৃজিকা আসন্নবর্ষ করিস্থিত ত মাঝবের সম্ভব্য সাৰ্থক হচ্ছে।

ইচ্ছাকে বৃদ্ধিমানক করিবার প্রধান কারণ এই যে হচ্ছা ইচ্ছার অধিকার নির্বাচন লাইসেন্স মাস্টারকে বিষয় সংজ্ঞত প্রতিক্রিয়া দিইছে। আমাদের প্রাক্তিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা শীর্ষীভূত মাস্টারক মাস্টারদের তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদানে আবশ্যিক মাস্টার পদের উপর আবশ্যিক মাস্টারদের কর্তৃত করিব। টেকনিক বার্ডিজের প্রয়োজনে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা শীর্ষীভূত মাস্টারদের কর্তৃত করিব। টেকনিক বার্ডিজের প্রয়োজনে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা শীর্ষীভূত মাস্টারদের কর্তৃত করিব। টেকনিক বার্ডিজের প্রয়োজনে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা শীর্ষীভূত মাস্টারদের কর্তৃত করিব।

କିମ୍ବା କିମ୍ବାମେ ହିତିଥାଗକ—ଏଇଜ୍ଞ କିମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଟାନ୍ ରାଗର । ଛାନ୍ଦାମେ ତା କରିବା ମେଲେ ଟାନ୍ କରିବା ବାଢ଼ିଅଛି ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଧିବେଳେ ଶୁଣିଲା ଧ୍ୟାନ ହେ, ଯାବିଲିନେର ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ

অতিবিধিত হয়, ইহা কুণ্ডা শিক্ষিতদের নবা পদ্ধতিগুলোর
হাতোক্রে হইতে পারে;—‘তা’ হোক! কিন্তু তাহারা
যাহাকে অটীর্ণ শতাব্দীর প্রতিভাসালী মহাযাগিনের
একজন প্রধান শিবেরভূম বলিয়া মাঝ করেন, তিনি কি
বলিছিজে তাহা যদি মুকুটের দৈর্ঘ্য ধরিয়া শিরেন, তাহা
হইলে তাহারের হাতবন্দন তৎক্ষণাত গঙ্গারভাব ধারণ
করিবার পুরুষ পারা যাইতেছে। অতএব
জন্ম কাট কি বর্ণনাদেন:—

It may seem difficult to understand how I can say : I, as an intelligent and thinking subject (অর্থাৎ I, as চিন্মতীক পুরুষ বা তিনাকা), know myself as an object thought like other phenomena, not as I am (ব্রহ্মপৎ) but only as I appear to myself (প্রতিবিষয়) ॥ ১ ॥ But that this must really be so can be clearly shown by the fact that we cannot represent to ourselves time in any other way than under the image of a line which we draw.

ଇହାରୁ ଅର୍ଥ ଏହି :—

আগমতভঃ এটা একটা কঠিন সমস্যা বলিয়া দেখ হইতে
পারে যে, চিমুর আভিভূতবৰ্ষের পকে আগমনৰ নিকটে
আপনি ঘটপটাবি বা ঝুঝুখাবি অভিভাসগুলোর ঢায়
দেখে বিশ্ববৰ্ষপে অভিভাব হওয়া কি অক্ষয়ে সম্ভবে ?
বাহি বাতাবিক আমি না, তাহা আমি বলিয়া অভিভাসন
হওয়া কঠিনে সম্ভবে ? কিন্তু বুরীবা পেশিলে তাহার মধ্যে
কাটিঙ্গ কিছীই নাই—কেননা তাহা হইবারই বৰ্ণ।
এটা যেমন আমুরা সহজেই বুঝিবে পারি যে, মধ্যে মধ্যেই
ক'ৰে, “আম হাতে কলাদেই ক'ৰে”—একটা মেঘ টানিবা
মেঘেই সৃষ্টি খোঁটিকে অস্থু কালাশের হল্লাভিহিত করা
ব্যক্তিকেক অজ কেন উপেরে কলাশের হল্লাভিহিত করা
কাহারে সাধ-হল্লাশে নেচ, এটাও তেমনি আমুরা
সহজেই বুঝিবে পারি যে, মণ্ডিকের অভিভিত চাঁ-

* यद्यकिंत देखाको वृक्ष रथा बला उठित ऐसे अस्त—यहेहु क्रान्ति करना कविराज समाजामाला अपूर्ण रोग करना करि, रथा करना कविराज समाज सेवक अपूर्ण रथा करना करि ना—पृथ्वी पराई करना करि; तिनमा “रेणु” बलिलै उत्तर दे, ताहाँ झटि राजनीति दरमापालन।

ଭାବକେ ଚିରାଜ୍ଞାର ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ କରା ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ତରେ
କୋଣେ ଉପାୟେ ଆଶ୍ରମିକରିପଥ କରା କାହାରୋ ସାଧୁ-ମୂଲ୍ୟ
ନହେ ।

ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏହି କଥାଟିର ଟିକା ।

ମନେ କର ଆମି ବୋଲାତରେ ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଉପରିକୁ
ଶୟାମଳକୁ ଲୁହ ବୁଝି ହିଟେ ବାରିର ହିଟୀଆ ଆମାର ଏକଟ ଆଜ୍ଞାୟ
ଲୋକେର ବାଟାଟେ ଗିରାଛିଲାମ । ତୋରନାଟେ ସଂଧାର-ଧାରକ
ବିଶ୍ଵାଦେର ପର ସ୍ଵର୍ଗରେ ଅଭ୍ୟାସମନ କରିଯା ଦେଖିଲାମ ଯେ,
ଆମାର ବିଶ୍ଵାର ସବେ ଆମାର ଶାଳାକ୍ଲେବର କାହାଯାହୁବୀ
ବୁଝ ଦେଖିବୁ ତୋରିଛାଲାମ ଯିବା ବିଶ୍ଵା ଦେଖିବୁ ପାଠ
କରିରୁଛେନ । ତାହାକେ ଭିଜାନା କରିଲାମ “ତୁମି ଏଥାମେ
କଟକଣ ?” ତିନି “ବୁଲିତେଇ” ବଲିଲା ଟିକ୍ କରିଯା ଘଢିର
ଡାଳ ଡୁଲ୍‌ଟାଇନ କରିଯା ବଲିଲେ “ଆମି ସବେ ତୋରା ଏହି
ଦେବେ ପ୍ରେଷେ କରିଯାଛିଲାମ, ତଥବା ଦ୍ୱାରା କୀଟୀ ଏବଂ
ମିନିଟେର କୀଟା ଗାୟେ ଗ୍ରାୟ ହିଟୀଆ ବାରୋଡ଼ାଟ ଚେକିକାହେ
ଦେଖିଯା ଆମାର ମନେ ହିଟୀଆଲିନ - ସଂଭିତ ଆମାର ପରମ
ନିଶ୍ଚିବ୍ବାନ । କେମନ ଦେଖ ତଙ୍ଗକଟିଚେ ହିଟେଇସ ଅପିତେ ଅପିତେ

বোঝতে মধ্যাহ্ন-দ্বিতীয়ে প্রায় করিছে। এখন এমাহ
দেখিতেছি তাহাতে মন হইতেছে—বস্তি শেষ করে
লোক। এই দেখ মিনিটের কিটাং বিশ্বাস গাড়িগুচ্ছে, আর
কিটাং কিটাং মানবণ্ড বিয়া যে দিকটা আমাৰ ভাবিন দিব
মনসিকের ভূমি মালিষেছে। অতএব এটা অক্টোবৰ
কাক যে, আমি ভাবা তিন তিন ঘণ্টা কাক তোহোৱা
অপেক্ষা বসিয়া আছি।” এখন জিজ্ঞাস এই কে,
কিটাং-কচের চতুর্থশ্ৰেণী কি সত্যস্তান তিন ঘণ্টা কাক?
বল্দনই না। তবে কি? না তাহা অস্ত তিন ঘণ্টা
কালোৱা মৃগ প্রতিক্রিয়া, আৱ, প্রতিক্রিয়েই না।
প্রতিবিষ্য। এখন বালিমালাটে বুৰাতে পারা যাইবে
য, অন্ধুৰ কালাখ দেখন ঘটাং-কচে মৃগৰেখোকলে
প্রতিবিষ্যত হয়, তিমো জাতা সুবৃহৎ দেখিন মহিলৰ
বাবাশ্বে চিমাতোসুৰে প্রতিবিষ্যত হ'ন। ঢাকা এই

(৪) মিসসের পরিচয়-সকল
মিশন সমস্ত দৰষ্টি ধৰ্ম:

୪୩ ସଂଖ୍ୟା ।

ଅକ୍ଷାଚ ଉତ୍ସିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରଣୀ ୯

କେତୋଟି ଅର୍ଥ ଏହି :—

ମିଶନ୍‌ସେରେ ଥାଏ ଏହିଭିତ୍ତି— “ସମାଜିତ” (ଅର୍ଥାତ୍ ସେ
ଯାହା ମନେ ଦେଖୁଥିଲୁ—) ବେଳୁପ୍ରକାଶି, ସମାଜିତିର ଯୋଗୀଙ୍କେ
ଅଛିଟାନ, ଶ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର, ମୁଦ୍ରିକାନ୍ତମା, ଦୈତ୍ୟ ମଣପତି ଅର୍ଥାତ୍
ସମାଜିତି ଯାନ୍ତିରଙ୍କରେ, ଅମରାବାଶ, ହିତେ ନିର୍ମାଣ (ଅର୍ଥାତ୍
ନିର୍ମାଣକାରୀ— ଯାନ୍ତିରଙ୍କରେ) ।

(1) 植物学特征

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ

Digitized by srujanika@gmail.com

ବାଜାରଭୂଷଣ ପନ୍ଦିତ ଏକାଡେମୀ

Digitized by srujanika@gmail.com

ব্যক্তি সমন্বয়ের পদ্ধতি— মিশনারিয়ার লক্ষ্য।

এ হান্টিংডে শক্রচার্য-পৰমাণুর সংশ্লিষ্টে তৎস্থের দেশকল অক্ষয় সিংহপুত্রের অঙ্গে বাহিনী কুটিয়া বাহিনী হয় তাহাই নির্দেশ করিবেন। হান্টিংডে তিনি এইস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবাছেন যে, উকুল অর্থাৎ

সর্বজগতের মার্গতৃ সমিতিগতা বা সমিতিগত যাহা। কল-
কাতার পুরোগংগারা অবশিষ্ট তাহা পরমাম্বারই উপাধি, ত'
বই তাহা শীৰ্ষস্থান উপাধি নহে।—বজ্জন্মেণ্ডলগংগারা
কৃষ্ণত মণিসমৰ্মই—মিশনসই—কীৰ্ত্তামুর উপাধি।
কলকাতাৰ এক মিশনাল সংহতে শক্রার্থামুখে অকৃত কল্পনা
কথাটি তলাইয়া স্বীকৃতে হইলে তাহাৰ সহজ উপাধি
হচ্ছে—বৰ্মণনা শীলাপাঠ অৱকেশ পূৰ্বেৰ একটি অপূৰ্ব
সামাজিক সমষ্টি-বাদ পোষিত কৰা আৰু যাহা
বৰ্মণনা আহাৰ প্ৰতি এই অসমে, আৰু এখন

ମନୋଯୋଗେ ସହିତ ଅଧିକାନ କରା । ଏ ଥାଣଟିକେ ପ୍ରଥମ ଆମ ବିଳିଆଇଛି—

“ମନ୍ତ୍ରମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସାଟିମ୍ବା’କେ ପରମ୍ପରରେ ସହିତ
ବିଜ୍ଞାନୀ ପରିଚାରକ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକି ମନ୍ତ୍ରମୁଦ୍ରାକୁ

গীতাপাঠ

অভে আমাৰেৰ চলে পড়ে এই যে, কোনো ছই যান্ত্ৰিক
যেহেতু এক নথে, এইজন্ত আমাৰতে তোৱাৰ সন্তাৱ অভিবৃত
আছে, তোৱাৰ আমাৰ সন্তাৱ অক্ষাৰ আছে; আৱ,
যদি দৃষ্টিৰ কেোনো যান্ত্ৰিক নাম হয় দেববৃত্ত, তবে দেববৃত্তে
তোৱাৰ এবং আমাৰ উভয়েই সন্তাৱ অভিবৃত আছে।
তবেই হইতেছে যে, যান্ত্ৰিক-মান্ত্ৰেতেই সন্তাৱ সমে সন্তাৱ
বাধা নূনাবিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে; যান্ত্ৰিক
আনন্দ রাখিবক দৃঢ় এবং অশৰ্পি দৰাৰ নূনাবিক
পরিমাণে অতিথত হইতেছে; যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া তাৰিখৰ
অভিতা এবং অবস্থাৰ নূনাবিক পরিমাণে ঢাকা পঞ্জীয়া
ৰহিয়াছে।” এ বাধা আমি বলিয়াই ইহাতে এইজন্মে
পৰিষ্ঠিতে যে, যান্ত্ৰিকমাত্ৰাত রঘতনোগুণেৰ মহিত
চৰিতা, আৱ মেইজন্ম তাৰা মিশ্ৰণ হাতা আৰ বিশুই
হইতে পাৰে না—তক্ষস্ব হইতে পাৰে না। তাৰাৰ
পৰে পৰামৰ্শি

“পক্ষস্থানে এইরূপ দোষা যাই যে, যেমন তোমার
বাহিরে আবি রহিয়াছি, আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ—
সমষ্টিস্তরার বাহিরে সেক্ষণ যখন দ্বিতীয় কেনো সজ্ঞা
নাই, তখন কাবৈশ দাঢ়াইত্তেছে যে, সমষ্টিস্তরার সমিতি
লেশ্বাগ্নিও বাধাৰ সংপূর্ণ ধাবিতে পারে না।” শেখোজি
কথাটিৰ ভাবে এইরূপ দাঢ়াইত্তেছে যে সমষ্টিস্বৰূপ

তত্ত্বব যে পরামৰ্শ টা কি, এই তো তাহা দেখিলাম,
আর, মিশনৰ যে পরামৰ্শ টা কি তাহাও একটু পুরো দেখা
হইয়াছে। এ বাহি দেখা হইল তাহা জিজ্ঞাসা বিষয়টি
মূল পৌছিবার পথে যথিক সহায় মন ন, কিন্তু তাহার
কুল পৌছিছে হইলে আরো গোটাকত কথা দেখিবার
আছে;—এই নিঃগৃহ বহস্ত-শলি অন্মে কুমে ভাঙ্গিছি—
প্রণিম কৰ।

अथवा अद्यते ।
सन्ताके द्वारा टेक्टमर्स सम्बन्ध हहिते विषुक्त करिवास
देखा याव, तदेव ताहा अति नाति दूरवार्थ—एकअकाल
आनन्दिरोधी ताव-भव्यार्थ हहिते मीडाओ । एहिक अतिरि
एवं नाति दूरवार्थ—आनन्दिरोधी तावभव्यार्थ
नाम दूरवार्थार्थ प्राप्तिकर्त्ता—अलिङ्गा, कालादेव प्राप्ति

ভাষার—thing-in-itself। এ বিষয়ে কাটের মতো বা মেটজান অবিজ্ঞপ্তকে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এখন,
কাটের মতো বলে আসি—

ঘটকভূত ব্যবস্থা আমার মনোযোগে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে যে ঘটজ্ঞান তাহা আমারই ঘটজ্ঞান ; পক্ষপন্থে, ঘটবৃত্ত কিছু আর আমারই ঘটবৃত্ত নহে। আমার ঘটজ্ঞান যে আমারই ঘটজ্ঞান তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না ধারণিক আমার ঘটজ্ঞান ধারণিক পারে না ; আর, ঘটবৃত্ত যে আমারই ঘটবৃত্ত নহে তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না ধারণিক ঘটবৃত্ত যাহা আছে তাহাই ধারে। আছাই হোক না কেন—আমার ঘটজ্ঞানের সীমার পারিবে ঘটজ্ঞান যে কি, তাহা বলিতে পারা একান্ত ক্ষেত্রেই আমার সামগ্র্যাত। তবেই হইতেছে যে, বাহাকে যাহাই বলিতেছি ঘটবৃত্ত তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান বিবিচ্ছেদণে সংঘটিত রহিয়াছে। তেমনি, আমি

ହିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ ।

বিজ্ঞেষ্যকলাপে সংযুক্ত। অতঃপর স্থান্তা এই যে, ঘট-
ক্ষণার দ্বি-জ্ঞান না ধাকে তবে ঘটকানন্দ-বলো, পট-
কানন্দই বলো, আর, মঠজ্ঞানই বলো—কেনো জ্ঞানই
তাহার মনোবোধে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটকান্তার
জ্ঞান আছে বলিয়াই, তাহার একই অভিজ্ঞান ঘটুন্তে
জ্ঞানে পরিণত হয়, পটক্ষণে পটকানন্দে পরিণত হয়,
মঠক্ষণে পরিণত হয়, ইত্যাদি। তবেই হইতেছে
ঘটকান্তারবিবরক বিভিন্ন জ্ঞান একই অভিজ্ঞানের
বিশেষাখা। হইতে এইরূপ দীক্ষান্তভেদে যে, বৃক্ষ
এবং শাখা-সমূহের মধ্যে বেশন সমষ্টি-বিধি সম্ভব, প্রাণ
বেশনের একই অভিজ্ঞান নাও এবং ঘটকান্তারবিবরক
বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তেওনে সমষ্টি-বিধি সম্ভব। অন্তত-
ক্ষণে দেখিয়া যে, আমি যাহাকে বলি ঘটক্ষণ তাহার
সহিত আবার ঘটকান্ত অবিজ্ঞেষ্যকলাপে সংযুক্ত রহিছে;
আমি যাহাকে বলি পটক্ষণ তাহার সহিত আবার পটকানন্দ
বিজ্ঞেষ্যকলাপে সংযুক্ত রহিছে; এক কথায়—আমি
যাহাকে বলি বাটিক্ষণ তাহার সহিত আবার বাটকানন্দ
শাখাজ্ঞান বা ক্ষেত্রকাজান অবিজ্ঞেষ্যকলাপ সংযুক্ত
রহে। ইহা হইতেই আসিসত্ত্বে যে, আমি যাহাকে
সমষ্টিক্ষণ, তাহার সহিত আবার সমষ্টিজ্ঞান বা মঠজ্ঞান
কান্তক মধি জিজ্ঞাসা করা যাব যে, কাহাকেই বা
তুমি বলিতেছ বাটিক্ষণ, আর, কাহাকেই বা তুমি বলি-
তেছ অভিজ্ঞা বা thing-in-itself? তবে তাহার উত্তরে
ক্ষান্ত একটা ঘট এবং একটা পট প্রগতকর্তাৰ সম্মুখে
বাধিয়া সে-ক্ষান্তৰ প্রতি একে অঙ্গুলি নির্দেশ কৰিয়া
বলিবেন যে, এই যে ঘট, আর, এই যে পট, হইতে, জ্ঞানে
অবকাশিলত হইবামাত্র বাটিক্ষণ হইয়া গতে, আর জ্ঞান
হইতে বিশুদ্ধ হইবামাত্র অভিজ্ঞা বা thing-in-itself
হইয়া পড়ে। পৰস্ত, শৰবর্যচার্যোর প্ৰিয়কে দ্বি-জিজ্ঞাসা
কৰা যাব যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছে সমষ্টিক্ষণ,
আর কাহাকেই বা তুমি বলিতেছে সমষ্টি-অভিজ্ঞা?
তবে তাহার উত্তরে তিনি কি বলিবেন? তিনি যে কি
বলিবেন তাহা দেখিবেই পাওয়া যাইতেছে;—সৰু
সৰু যাহা বলি তাহাতি তিনি বলিবেন;—তিনি বলি-
বেন—“তুমি যাহা কৰিব চাহিছে তাহা আমি
চোকামে অবশ্যই দেখাবো—কিন্তু এখন না; পুরো
খন সামগ্ৰজত প্ৰেমে কৰিয়া অসম্ভব হইয়া
মহাসাগৰ বধন অসিগৰ্ত্ত প্ৰেমে কৰিয়া অসিগৰ্ত্ত হইয়া
যাইবে; আৰু যখন বায়ুতে অপেক্ষ কৰিয়া বায়ুমণ হইয়া
যাইবে; বাৰু যখন আকাশে শিশুৰা আকাশেৰ সংজ্ঞ

একজুত হইয়া যাইবে; আকাশ থবন আরো স্বচ্ছ-
হইতর চৈতন্যার্থীসম কলমে মিশিয়া চৈতন্যম হইয়া
যাইবে, তখন তাহার প্রতি অঙ্গুলিদিল করিয়া
তোকাকে আমি বলিব যে, বিশ্বব্যাপী সহচরত্বে অ-
সামিত এই যে কলম হইয়া সমষ্টিষ্ঠ বা একমাত্
র সহিতীয় সহস্র, অর উহাকে চৈতন্য হইতে বিশ্বকূ
পানে দেখিলে উচাই সমষ্টি অবিজ্ঞ; আবার, উহাকে
চৈতন্যের প্রতিবিদ্য অবভাসিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে
অভিজ্ঞ ভাবে দেখিলে উচাই মাঝ, অবধি যাহা একই
কলম—ঐশী শক্তি। যদিও ভাবে দেখিবে উক্তক্ষণে
যা, যাওতা, তা', ঐশী শক্তি ও তা, একই। চৈতন্যের
আলোকিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে আভাসি-
ত উক্তক্ষণে যাবা বলা যাব এইজন, যেহেতু তাহা
যথক্ষণে চিন্ত পরমশক্তি বিশ্বব্যাপী লু উপাদান।
যথক্ষণে প্রোগ্রাম অর্থ—প্রেরণ যাবাক বল আছ-
লস চক্রবান, মন্তিত অক। এইজন, বিজ্ঞানীরা যাবা
স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, কবি তাহা দেখিতে পা'ন না; তেমনি
আবার, কবিরা যাবা স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, বিজ্ঞানীরা তাহা
দেখিতে পা'ন না। বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন না কেন—
কবির কলক অঞ্চলখনাপাত্রসী পরমশক্তি ঐশীশক্তি
মহাশয়াই বটে। ঐশীশক্তিকে কবি-কলকে বা জনন-কলকে
দেখা ব্যাপক বিজ্ঞান-কলক দেখ—মর্তজানী মহুয়ের কৃষি
দূরে ধূকু—বিশ্বব্যাপী দেবতাদিসেরও শয়েরে
অভিজ্ঞ। বিজ্ঞানীরিসের প্রাণিতা খাটোইবৰ কলন
আছে—কিন্তু দ্বৈরতন সে হাব নহে। বিজ্ঞানীর কিন্তু
নিয়ে মানিবৰ পাত নহেন, আর দেইজন বিজ্ঞপ্তি-শব্দাবী
কবিদিশের অগ্রণ্য পেগ বলিয়াছে “And foot rush
in where angels fear to tread” “দেবতারা দেখানে
প বাঢ়াইতে ভয কয়েন—বিজ্ঞপ্তি-শব্দাবী অর্জিটেরে।
দেখানে ভড় মড় কবিজ্ঞ প্রেরণ কৰে।”

তত্ত্বাত্মক প্রক্ষেপ

ବେଦାନ୍ତଶର୍ମନେ ଆର ଏକି କଥା ଏହି ଯେ, ଶୁଦ୍ଧବ ବା
ଦାତା ବା ସମ୍ପଦବିଭାଗୀ ନିଖିଲ ବିଶ୍ୱାକାଂତେ ମୁଁ ଉପଗାନ୍ତନ ।
ତାହା ତେ ହିନ୍ଦେ—ସାହାର ପାତେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଳମ, ଅଳ
ଅଭିମହ, ଅଭି ବାହୁମତ, ସାହ ଜୀବନକାରୀ, ଏବଂ ଯିନି ଆପଣି
ବେଦାନ୍ତଶର୍ମନେ ଏହି ପରମାଣୁମିତ୍ରରେ ପାଇଲାମନ୍ତରେ ଏହି ପରମାଣୁମିତ୍ରରେ

ଦେଖିଲାଗତ, କିମ୍ବା କଳନ ହିତେ ଆଶୋକର ଅଭିଭାବକ,
ଯାତେଣ ଇତ୍ତିର ସବେ ଅଚେତନ ଦୈରିକ ବ୍ୟାପର ସକଳର
ପ୍ରସରଣ, ନିଜା ହିତେ ଆଗରଥ, ଆଗରଥ ହିତେ ନିଜା
ଏହିରେ ଆହୁତି ଆହୁତି । ଏହିକେ ଯିବ୍ୟାପରରେ ଗେବ କାହାରୀ
ଆହୁତିରୀ ହୁ, ତେ ଆହୁତାରେ ବିଶେଷକ କୌ-ଆର ଥାକେ ?
ଆହୁତାରେ ବିଶେଷରେ ଯବି ମା ଥାକେ, ତେ ଆହୁତାରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ହିତେ ବିଶେଷକ କରିବା ତାହାକେ ଏକଟା
ବ୍ୟାପର ପ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ କରାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କି ?
ବ୍ୟାପରିକ ପଦିତିଗାଲର ମତେ ନିର୍ଭାବିତ ତାହାର ଅଗୋଧନ-
ବାବ ; ଆର, ମେଇଜ୍ ତୀହାର "ଭାଇ" "ମାର୍କ" "Miracle"
ଏହି ଭାବେର ଶବ୍ଦଗୁରୁର ମଦମଳ ସେବାନେ ହୁଣ ଆଛେ

ଇହାର ଅର୍ଥ ହେଉ—
ଅନୁଶ୍ରଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଏବଂ ମାର୍ଗ-ପାଦିର ସହବତୀ—ଏବଂ-
ଯିନି ଦୈତ୍ୟ, ତିନି ସଂକଳନ-ମାତ୍ର ବିଦ୍ୱାରାର ସ୍ଵଜନ କରେନ।
ସ୍ଵର୍ଗ ଦୈତ୍ୟ ଯଥନ ଅଭିଭୂତ ଆଗନି-ମାତ୍ର ଏବଂ ଉପାରାନ-

ৱহিত, তখন তিনি অগ্ৰ হইতে কৰিবেন কিৰণে এপকাৰ শক্তি কৰিব না। যথাই একু নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধি কাৰণ হইয়া অগ্ৰ স্থান পালন এবং সহায় কৰেন। যে অংশে তিনি প্ৰথাবান, সেই অংশে তিনি নিমিত্ত-কাৰণ, আৰ, যে অংশে তিনি উপাদান-এধান সেই অংশে তিনি উপাদান-কাৰণ। যেনেন মাকড়সা যে অংশে প্ৰথাবান সেই অংশে তত্ত্বজ্ঞের নিমিত্তকাৰণ অৰ্থাৎ কৰ্ত্তাৰূপ, আৰ যে অংশে শৰীৰপ্ৰদান সেই অংশে উপাদান-কাৰণ (অৰ্থাৎ সৃষ্টি) যেনেন ঘটে পৰিণত হয় সেইকলে পৰিষ্কাৰী কাৰণ), ঈৰ্ষৰ তেমনি নিমিত্ত-কাৰণ, এবং উপাদান-কাৰণ হইয়ে একাকী আপনি। শৰীৰাচাৰ্য এই যে বলিষ্ঠানেন—

“মাকড়সা যেনেন যৌৰ শৰীৰৰ ওপৰে তত্ত্বজ্ঞের উপাদান-কাৰণ, ঈৰ্ষৰ তেমনি যৌৰ উপাদানভূমি নিখিল অগতেৰ উপাদান-কাৰণ।”

হইতেই উপাদাৰি যে পৰামৰ্শ কি তাহা প্ৰকাৰাবলৈ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপাদাৰি—পৰামৰ্শ আৰ কৰিব না—শৰীৰ। যেনেন কলকচুলে বলা যাইতে পাৰে যে, তপু অক্ষৰেৰ দৃষ্টি আপিৰ হুলু শৰীৰ, তপু অক্ষৰেৰ অৰ্থাৎ উত্পাদ অপিৰ হুলু শৰীৰ, আৰ তপু অক্ষৰেৰ পদক্ষিণি দীপিৎ এবং উত্পাদ উভয়েই পৰ্যন্তে কাৰণ—এই অৰ্থে তাহা অৱিৰ কাৰণ-শৰীৰ, তেমনি বলা হাইতে পাৰে যে, যুক্তি বলিয়া দেওয়া হৈয়া পৰামৰ্শ পৰামৰ্শীয়, তাহা জীৱাচাৰী আনন্দমৰ্মণীকোৱা; আৰ পৰমায়াৰ আনন্দমৰ্মণকোৱা হাতে সেই মহাশুণ্ডি যাহার আৱেক নাম অপৰ। জীৱাচাৰী বিষ্ট লেখে—

“অব্যক্তালীন ভূতীনি বাস্তুমাধ্যানি ভাৰত।

অব্যক্ত নিধনভূমে তত কি পৰিবেনা।”

“হানিই তে আছে যে, শৰীৰ মৃত্যু কেবল ব্যক্ত, পৰমুক্ত তাহাৰ আবিৰ যেনেন—অতত তেমনি—হইয়ে অব্যক্ত, তাহাৰ জন্ম কৰিবেৰ? কলেৱে এইকলে দেৱাইতেই পৰামৰ্শ পৰামৰ্শীক উপাদানে পৰিগঠিত তাহা জীৱেৰ হুলু শৰীৰ; যে অংশ বৃক্তি মৃত্যু ইন্দ্ৰিয় এবং প্ৰাণেৰ হুলু উপাদান, তাহা জীৱেৰ হুলু শৰীৰ; আৰ জীৱ-চৈতেজেৰ উপাদাৰ্থ সেই যে অবিজ্ঞা যা মনিসৰুৰ তাহা অৱজ্ঞা।

* পৰামৰ্শে স্থিৰ লেখা আছে যে, যাহা—তত্ত্বাদ্বাৰা অৰ্থি, এবং কৰিবা—=মনিসৰুৰ প্ৰতি—যথা—

“তত্ত্বাদ্বাৰা স্থগণ্য সৰকৃতি বিবৰণ কৰা;

স্বত্ত্বাদ্বাৰা অৰ্থাৎ যা মনিসৰুৰ তত্ত্বাদ্বাৰা অৰ্থাৎ কৰিবা—

বলমন্থৰুৱাৰা তাহাৰ বহস্ত-বাৰ্তা মূলে বলিষ্ঠানেন এবং শ্ৰেণি বলিষ্ঠানেন নানা বেশেৰ নানাশালকাঙ কিংবা চক্ষে দেৱেন নাই কৈছে। পৰামৰ্শে, আপি এবং অক্ষৰেৰ যাবেৰ জৰাগাটিকে তাৰ দিবা দাঙীভোঁইয়া আছি এই যে কুস্ত কুকু সৰ্বাত আমৰা এককটি, এ প্ৰকাশেৰ আটপৰিচয়া প্ৰল এবং সৰ্ব যে কৰিপ তাহাৰ আমাদেৰ কাহারো নিকটে অবিদিত নাই। তাৰ সাক্ষী—কৰ্মনালুহিনী ধৰন আমাদেৰ ধ্যানচক্ৰৰ সমূহেৰ বিৱাই অক্ষৰকাৰ মুৰ্তি ধাৰণ কৰিবে প্ৰলয়েৰ অভিন্ন কৰে, তখন তাহাৰ কোনো হাসেই আমৰা নাস্তি ছাঢ়া আৰ কুইয়ে দেবিতে পাই না; পৰামৰ্শেৰ আৰুৱা ধৰন রাজকীয়েৰ হৰিতা হইতে গভৰ্তে গাজেৰখান কৰি, তখন হনিন্না দে কি আৰুৱাৰে বৰ্ষ তাহাৰ আলিন্দে বাবি ধৰে থাকে না। শ্ৰেষ্ঠ বৰ্ণৰে জান উচিত যে, জীৱাচাৰী, পৰমায়া, ত্ৰৈশক্তি, অৰিষা প্ৰতিৰোধ স্থৰে হেৰুশ ধৰিয়া আৰি যে বৰেকটি কৰা বলিলাম, তাহাৰ এককটি অহাৰ নিজেৰ কথা—মা—সৰ্ব বেদোবৰ্মণেৰ কথা। সত্তা তি মিথা—স্মৰণশক্তিৰ তাহাৰ প্ৰৱীন প্ৰৱেশেৰ সম্বৰ্ধণাসংগ্ৰহে জীৱ ঈৰ্ষৰ এবং দোহাৰ হই উপাদাৰি স্থৰক ফেৰণ অভি প্ৰায় ব্যক্ত কৰিষ্ঠানেন তাহা উক্ত কাৰণীয়ে দেৱাইতেই প্ৰিধিন কৰা—

“মাৰোপাধি চৈতন্য: সত্ত্বাসং স্বৰূপিতি:

সৰ্বজ্ঞতাৰিণীক স্মৃতিপ্ৰিতিৰক্ষণঃ।

অব্যক্ত তত্ত্বাদ্বাৰ দীপ হইতাপি শীঘ্ৰতে।

সৰ্বশক্তিগুণেপতে: সৰ্বজ্ঞানৰভাবসকঃ।

সত্ত্বৎ: সত্ত্বাসকঃ সত্ত্বাকঃ: স দীৰ্ঘঃ।

তত্ত্বজ্ঞত মহিবৰ্মণ মহাশক্তি মহীয়সঃ।

সৰ্বজ্ঞতেৰাপৰ্যাকৰণব্যাপীয়িষঃ।

কাৰণং বগুৰিতাহো: সমষ্টিং স্বৰূপৰ্বতিৎ।

আনন্দপুৰুহেন সাধকবেৰ কোৱেৰং।

দৈবনামহৰ কোৱ হইতৈশ্চ নিগততে।

সৰ্বোপৰম হেতুৰু হুলুশক্তিনিমিত্যতে।

প্ৰাকৃতো প্ৰলোৱ দৰ আৰাবে অভিভুবুৰ্হঃ।

অজ্ঞানং ব্যৰ্থতিপ্ৰায়াননেকতেন ভিত্তে।

অজ্ঞান প্ৰায়ত্বে নানা তত্ত্বাদ্বাৰে বিলক্ষণঃ।

বলমন্থৰুত্তিপ্ৰায় হৃকৃহ হইতানেকতা।

ব্যা তৈথোজনত ব্যাটিং তাদনেকতা।

০ ০ ০

বাটিমিলনস্বৈৰা রজমা তমস ব্যতঃ।

ততো নিষ্ঠী ভৰ্তি সোপাধি: অগ্রাপান্তঃ।

চৈতন্য প্ৰায়বিহীন এতগাপেতি শীঘ্ৰতে।

সাতাসবাটুপৰিতি: স তাদৰামোন্তক্ষণে।

অভিভুত: স এৰাজা জীৱ হইতাপিদীয়তে।

কিকিত্তস্তানীৰূপৰ সংস্কৰণৰ মৰ্ত্যবন্নঃ।

অস্ত ব্যৰ্থিকাৰকাবলৈৰে কাৰণঃ।

বন্ধুত্বাভিপ্ৰায়া প্ৰায় হইতাচাতৰ মুঠঃ।

প্ৰাপ্তবৰ্মণকোৱা প্ৰায় হইতাচাতৰ মুঠঃ।

প্ৰকল্পাচ্ছান্দকেন্দ্ৰন্যানল প্ৰচৰতঃ।

কাৰণং বগুৰানমৰ্মণ: কোৱ হইতৈৰ্যাতে।

অহাৰবৰ্ষ হুলুপ্তি: তাৎ তৰান্মৰ্মণত্বতে।

এথোহং স্বৰূপাদ্বাৰ ন তু কৰিবিদেবিদঃ।

ইত্যানন্দ সমূহকৰ্ত্ত: প্ৰযুক্তিৰ প্ৰস্তুতে।”

হইতে অৰ এতে—

আপনাৰ প্ৰতিবেদৰ সহিত মাঝা উপাদিতে অধিষ্ঠিন কৰিবলৈছেন এমন যে সৰ্বশুণ-পৰিপুষ্ট চৈতন্য, তিনি সৰ্বজ্ঞতানিগুণবিশিষ্ট, স্মৃতিপ্ৰিতিৰলেৰ কাৰণ, অ্যাকৃত এবং অব্যক্ত—এই অৰে দীপ বলিয়া আৰি যে বৰেকটি কৰা বলিলাম, তাহাৰ এককটি অহাৰ নিজেৰ কথা—মা—সৰ্ব বেদোবৰ্মণেৰ কথা। সত্তা তি মিথা—স্মৰণশক্তিৰ তাহাৰ প্ৰৱীন প্ৰৱেশেৰ সম্বৰ্ধণাসংগ্ৰহে জীৱ ঈৰ্ষৰ এবং দোহাৰ হই উপাদাৰি স্থৰক ফেৰণ অভি প্ৰায় ব্যক্ত কৰিষ্ঠানেন তাহা উক্ত কাৰণীয়ে দেৱাইতেই প্ৰিধিন কৰা—

সর্বাধিগতের কারণ, এই হচ্ছে মনীষীয়া তাহাকে বলিয়া থাকেন কারণ-শৰীর। তাহা আনন্দহল এবং কোথের স্থানে প্রকপের আজ্ঞাদক বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ, এবং তাহা সর্বজগতের লক্ষ্যহন বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে হৃষ্টিপুরুষ। প্রকৃষ্ট আনন্দময় অবস্থা। হৃষ্টিকালের পরমানন্দ প্রশংস করিয়াই হৃষ্টিপুরুষ বলিয়া বলে—“গতরাতে পরমহংস নিজা শিখি-ছিলাম—কোন দিন দিয়া রাতি প্রভাত হইল তাহা আনিতে পারি নাই।”

বাটি অভি প্রাণে অবিষ্ঞ অনেক এবং বিভিন্ন। অবিষ্ঞ অভি ডালগলা অনেক এবং তাহার শুণিটিচ্ছা অশেষ-
অকার। বল এক হইলেও বাটি-অভিপ্রাণে তাহা দেখে
অনেকে বৃক্ষ, অবিষ্ঞ অনেকতাও দেখিগুল। বাটি অবিষ্ঞ
রজতসোণু শারা মলিনসু বলিয়া তাহা আয়ার নিষ্ঠ
উপরি। এই বাটি-অভিষ্ঞ শারা অবস্থিত দে জীবচেতন

তাহাকে বলা হইয়া থাকে অত্যাগাঞ্চ। এই বাটি-অবিভাজ্ঞী উপরিদেশে সীমা প্রতিবাহের সহিত বর্ণিত, আর সেই উপরিতে সহিত একীভূত হইয়া পঠিকে তাহার শুণোরে অভিন্ন—এমন যে অসম, পরতুল এবং সদৃশী তৈরি, তাহা জীবন-নামে অভিন্ন হই। বাটি-অবিভাজ্ঞ অহঙ্কারীর কারণ বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে জীবের কারণ-শৰীর। কারণ-শৰীর-ভিন্ননাম সীমাবেচকে পরিচিতৰা বলিয়া থাকেন প্রাপ্ত। তাহাকে তাহারা প্রাপ্ত বলেন এইভর্ত—যেহেতু তাহা বাটি-অবিভাজ্ঞ অবস্থাক। জীবেরও কারণ-শৰীর যথেপের + দ্বাৰা এই যে পৰমোৱা এক, সঠিক অবিভাৰ্ত নহ'। একজ্ঞান,

সুনিশ্চিল শাস্তি একাকী বিবোজ্জ করিতে থাকে, তখন

ঃ এসের নাম কলিম কাহারা না গা কোঁকি ? অন্তর্ভুক্ত
কালের হত্তা দেখেকাও সুমেকেৰ আসেন, কলম প্ৰেৰণ
কৰিব দিল না পাশী। কলমে দেখিব দে, উনি আমৰে ঘৰতে
চাহোৱা আছ কুন কুন ! ” অৰূপ সুমেকেৰ এই সহজ অভিজ্ঞতা
কৰিব দেখিব দে, কিন্তু অবৰে পুনৰ্পুন ত কাহারা পৰা দুশ
ভৰিয়াছিল, অথবা যাহা আৰো দিক—লাইৰ পোস্ট, পড়িয়াছিল,
এই সুমেকেৰ পুনৰ্পুন দেখিব দেখিব দে, পুৰী তোলা আৰম্ভ
কৰিব দেখিব দে। আগৰে ইহাই সেৱা বলিষ্ঠ হৈব হে, আমৰে
ইহ ধৰীয়ালি বৰুৱা দেখেন সুমাত্ৰা যথা দিল হৰীৰে আপনম কৰে,
কৰিব দে সহজে আপনো তেওঁৰ সুমাত্ৰায়ৰ বৰুৱাৰ যথা
হৈবোৰো আপনো কৰিব। হয় তো সহজে আচৰণ কৰিব
তথ্যৰ পৰিবেশে, আপনো সেৱা সহজে আপনো কৰিব দে, তাহা পৰিষে
পৰিষে পৰিষে এবন কৰিব দে পৰিষে কৰিব দে, তাহা পৰিষে
পৰিষে পৰিষে আপনো আপনো কৰিব দে, আপনো সেৱা আপনো পুৰী দীৰে

ମୁଖେ ତେ ସରିବାହି ଏବଂ ଏଥାମେ ଦେବ ବଲିତେଛି ଯେ,
ତାହାର ଓ ସେମ, ଆମାର ଓ ତେବନ, ଆର, ଛକ୍ଷୀର ଯେ-
କାନ ବ୍ୟକ୍ତି - ସେମ ସେମନ୍ତ - ତାହାର ଓ ତେବନ, ମନ୍ତାର
କେ ମର୍ଦ୍ଦିବା ଧାରିଗର ହେବୁ ଅବିଜ୍ଞାନ ଲାଭିବା ଆହେ ।
ବନ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଯେ, ସରିବା ଧାରିଗର ମୋହ ମେ ହେବୁ—
କଥା ଝାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ, ବାଟିଙ୍ଗତ ସବ ସମିତିଙ୍କ ହିତିହେ
ଆମିଶାରେ, ତଥନ ସାରିନାହାରେ ସମିତିଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଧିକ
ପରିଵାଳେ ବିଚୁ ମା ବିଚୁ ଧାରିବେ ଧାରିବେ । ମହାଯୋଦ୍ଧ ତୋ
କଥାରେ ନାହିଁ—ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୀବନାର ଏକ୍ରମର ଧାରା
ବିମେ ପ୍ରତିକୁଳ ଆମନାର ଆମନାର ନାହିଁ—କାହିଁବାରିର
ପରିବାର ପରିବାର ଆମନାର ଆମନାର ନାହିଁ—କାହିଁବାରିର

তাহা কোথা হইতে? আপনি যে তাহা কোথা
হইতে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সন্তান
কাল হইলেই সন্তান রসায়নভূতি হয়, সন্তান রসায়নভূতি
হইতেই সন্তান প্রতি প্রেম জন্মে, প্রেমের উপরে আনন্দের
প্রাপ্তিশূল হয়, আর, সেই প্রেমানন্দের সবে একটের
কৃষ্ণ সন্ধিকা আপনা হইতেই আপনার ঘোষণে যে “সন্তা-
ন বর্তিয়া হইয়া বর্তিয়া থাকুক” এইরূপে দেখা যাইতেছে
যে সন্ধিকা মূলে প্রেমানন্দ চাপ দেওয়া রহিয়াছে—
প্রেমানন্দের মূল চিংপুরাশ চাপ দেওয়া রহিয়াছে।
নবন ঝুঁটা এই যে, সন্ধিকা উৎপন্নি হইতেই দেখন
প্রেমানন্দের অভ্যন্তর হইতে, সন্ধিকা চরম উদ্দেশ্যে
জীবন প্রেমানন্দের অভ্যন্তর হইতে, সন্ধিকা চরম উদ্দেশ্যে
জীবন প্রেমানন্দের অভ্যন্তর হইতে, কিন্তু এইসময়ে সন্ধিকা
যে, সন্তান প্রকার না হইলে সন্তান প্রতি শ্রীভিনিত
মূল অভ্যন্তর হইতে পারে না। অতএব, থাকিকে
গতিছি সন্ধিকা তাহা বর্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো বটে,
যা ছাড়া—তাহা চিংলোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া
থাকিবার ইচ্ছা। অতঃপর ঝুঁটা এই যে, চিংলোকে এবং
প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার এই যে ইচ্ছা—এ ইচ্ছা ইচ্ছা-
তা নহে—প্রত উহা আয়ুর্ভুবি আর এক নাহ।
বেনন, সমষ্টিসত্ত্ব বাহিরে থখন বিজীৱ কোনো সন্তা-
ন নাই, তখন, সমষ্টিসত্ত্ব যে আপনার স্বাভাবিকী শক্তি
স্বাভাবিকে অপর কোন শক্তির আশ্রয়ে ভর করিবা নিভা-
তা নহেন, একথা একবারেই আগ্রহ। পাখিকাশকি
বেনন অধিব অধিব, কাচকচনা-শক্তি দেখন করিব করিষ,
জীবন, চিংলোকে এবং প্রেমানন্দে বর্তিয়া থাকিবার শক্তি
কিন্তু দিগন্বন্থের সুব্রত্ন সৰ্ব; আর, সুব্রত্ন সে
সৰ্ব, সৰ্ব, তাহা রঞ্জনমুণ্ডগুণারা অবস্থিত এবং পরম-
পুরুষক বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “শ্বাভিকী
অবস্থাক্ষিত্য (স)।” পরমামৃতার জ্ঞানক্ষেত্রে এবং বলক্ষণ
ক্ষেত্রে পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ

ଅନୁମ ଜୀବିତର ଡୋପେର ଅଳ୍ପ ଅନୁଭବ ହୁ, ଆଏ,
ମୈଜକ୍ ଦୋଷାଶ୍ଵରେ ସୁଧାପିଣ୍ଡେ ଲାଗ ହିଁଲା ଥାକେ
ଆନନ୍ଦମୟ କୋଣ। ସୁଧାପିଣ୍ଡକାଳେ ଚିତ୍ରପାଳ ଯବି ମୁହଁରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା ନା ଧାରିତ—ସୁଧାର ମଧେ ମିଶିଲା ହସ୍ତବ୍ୟବ୍ୟବେବେ
ବର୍ଣ୍ଣନା ନା ଧାରିତ, ତାହା ହିଁଲେ ସୁଧାପିଣ୍ଡେ ଆନନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ
ହିଁଲେ ପାରିତ ନା; କେନାନା (ଏକୁ ପୂର୍ବେ ସେବନ
ମେରିଯାଇଛି) ମାତାର ଅକଳ ସାତିକେ ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ
ସମ୍ଭବ ନା; ଆଏ ସୁଧାପିଣ୍ଡେ ଯବି ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସିତ ନା
ହିଁଲେ, ତାହା ହିଁଲେ ସୁଧେବାିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥନଟ ଏତ ବ୍ୟକ୍ତ
ଏକତା ମିଥ୍ୟା କଥା ମୁଁ ଉତ୍ତାରିବ କରିବ ତାଙ୍ଗୀ ହିଁଲେ ନା
—ୟ, “କଳ ରାତେ ଆମ ପରମ ମୁଁଥେ ମିଶା ଗିଯାଇଛିମୁଁ”

সুজ প্রকাশের মুদ্রণ এই যেমন আনন্দময় কোঁৰা ;
বৃহৎপ্রকাশের মূলভূষণ, যাহাৰ আৰ নাম প্ৰলজ, তাহাও
তেন্তে আনন্দময় কোঁৰা হইবাবৰ কথা, কেননা, বৃহৎ-
প্রকাশ এবং সুস্মৃতপ্রকাশের মধ্যে সমষ্টি যথি সমধী।
অতএব কেবল এই যে, সুস্মৃতপ্রকাশে, পূৰ্বপ্রকাশের আনন্দ
হইতে পৰিবারের আনন্দে প্ৰশংস কৰিবার মধ্যে মাঝেৰ
পথে বাধাবিয়েৰ সহিত আৰুশক্তিৰ শগান এবং
অজনিত হংশেশেৰ অনিবার্যা ; পৰত, বৃহৎপ্রকাশে, ঐশী-
শক্তিৰ মূলই বা কি শ্ৰেণীই বা কি—আৰ মাৰেই বা
কি, সৰীষই আনন্দেৰ বালোসনাই চিৰ-বিবজনাই।
একটুপৰ্যন্ত বালিছাই যে, জীৱাশ্বার আৰুশক্তি যে পৰিমাণে
বিনোদন বাধাবিয়েৰ উপরে অৱলম্বন কৰে, সেই পৰিমাণে
চিৰক্ষণ এবং প্ৰেমানন্দ বাধাবৃক্ত হয়, আৰ আৰুশক্তিৰ
বিশ্লেষকলে—সেই পৰিমাণে বাধাবৃক্ত প্ৰকাশ এবং
আনন্দকে সেৱে লইয়া জীৱাশ্বাৰ সুস্মৃত আৰুশামৈডে
প্ৰশংস কৰে। এখন কথা হইতেছে এই যে, নিয়তিগতেৰ
বাধাবিয়েৰ অপৰাজয় হইতে ইচ্ছেপ্ৰাপ্তিৰ আনন্দেৰ অভ্যৱহৃত
হইবে—এই বিষয়ে তাৰ কৰিবাৰ জীৱাশ্বার আৰুশক্তি যথিং
খাটুনিৰ কৰ্ত্তক কৰিজান কৰে না, তথাপি তাহাকে
কৰ কৰিবা গৱাব্যপকে প্ৰতিপন্থ অগৰণ হইতে হয় তাহাকে
অ্যাবৰ ভুল নাই। একপ্ৰকাৰ খাটুনি আছে—ইঁৰাজি
ভাবৰ বাহাকে বলে Labour of love—গীতিৰ খাটুনি।
মোটাটুট বল ঘটিতে পারে যে, বাস্তুপৰেৰ বন্দোকৰ্ত্তো
নামাকি মুনি-বেগৰ খাটুনিছিলেন, তাহা গীতিৰ খাটুনি ;
গীতিৰ খাটুনি এবং কৰ্তেৰ খাটুনি হইতে একসমেত জড়িয়ে
ছিল। পৰত অগতেৰ সহিতকোৱা ত্ৰৈশক্তিৰ খাটুনি
আগোড়াজি গীতিৰ খাটুনি—তাহা নিৰুত্ত আনন্দ-
সহািত ; কেননা, ত্ৰৈশক্তি পৰমাত্মাৰ বাভাবিকী জান-
বলক্ৰিয়া ; তাহা একান্ত পঞ্চেই বাধাবিহীন ; তাহার
বেঠাও কোনো স্থানে কৰ্তৃত্বনামৰ নামগতক নাই।
ত্ৰৈশক্তিতে বিশ্বামৈৰ আনন্দ এবং উত্তোলনৰ মুদ্রণ নিবৰণ
এবং প্ৰাথমিকে আৰ একত্ৰে প্ৰাপ্তি এবং উভয়ে উভয়েৰ
প্ৰতিপৰিক। অতএব এটা হিৰ যে, ত্ৰৈশক্তি
নিয়তানন্দমূৰ্তি। এই যে নিয়তানন্দমূৰ্তি ত্ৰৈশক্তি হইতে
নিয়তসূৰ্য ; কেননা, (অনিপত্তেৰ যেমন বলিবাচি) পাহিজা-শক্তি যেমন অধিপুৰুষ অধিক, কাৰচনাশক্তি যেমন
কৰিব বৰিষ্ঠ, নিয়তানন্দমূৰ্তি ত্ৰৈশক্তি তেমন
সংস্কৰণেৰ নিয়তসূৰ্য। এই নিয়তসূৰ্যেৰ অমৃত-তাঁতাৰ
পৰমৱশত মূলেৰ অক্ষ নিৰসনৰ উন্মূলক
বাহাতে অমৃতেৰ পুত্ৰকৃত্যা বিলিগ চিৰামোৰ্ত্তক
এবং প্ৰেমানন্দেৰ বৰিষ্ঠা ধৰণকে পাবে, আৰুশামৈডে
অস্তৱত সমৰিজ্জাটিকে বলতো এবং কলৰতাৰ কৰিবাৰ
অভিপ্ৰায়ে মহৱেৰ আৰুশক্তি যদি সমূহবৃহত্ত বাধাবিয়েৰ
অপৰাহন-কাৰ্য্যে কায়মনোৱকে সচেত হয়, তাহা হইলে,
আৰুশক্তি একবিনেৰ কাৰ্য্য একবিনেৰ মতো সুস্মৃত
কৰিয়া বাঢ়িকালে খনন সুস্মৃতিৰ আনন্দময় কোৱে বিশ্বাস
কৰে, তখন পৰমাত্মাৰ সেই অমৃত-তাঁতা হইতে—
বাভাবিকী জানবলক্ৰিয়া হইতে—নিয়তসূৰ্য হইতে—

୨ ସଂଖ୍ୟା ।

ତାପାଠ

ମୁନ୍ଦରିଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶାଶ୍ଵତ ହତ୍ସି ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଅବତରୀ ହିତୀ ଯୁଷ୍ମ ଯକିର ନିଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନବକାନ୍ଦମେ ସକାର କରେ; ଆର, ପରମାତ୍ମାର ପ୍ରସାଦଲଙ୍କ ମେହ ଯେ ନବକାନ୍ଦମେ, ଯଥା ସମ୍ବରାପରାମ ପୁଣ୍ୟାକାରୀ ଯୁଷ୍ମତିର ହତ ହିତେ ପାପୀ ଧାରି, ତୀରହେଲ ନିକଟ ତାତୀ ଅଳ୍ପ ଧାର, କେନାମ, ପରିଦିନରେ କରକୁଣ୍ଡେ ତାତୀର ତାତୀ ବିଦିମକେ କାଜେ ଖାଟାଇଯା ତ୍ୟଜା ହିତେ ପୋନା ଫଳାଇୟା ହୋଇଲେ ।

ମନେ କର, ରାଜତି ଜନକ ସମବିନ୍ଦନ ତୀହାର ଅଧୀନେ
ପ୍ରାଣଦିଗ୍ନିର ସୁଧେ ତୀହାରେ ନାନା ପ୍ରାକାର ଉଚ୍ଛଵେ କହିଲେ
ଶ୍ରୀ କରିଯାଇ ତୀହାର ପ୍ରତିବିଧିନ-କାହିଁ ବ୍ୟାପକ ହିଲେନ ।
ନକ୍ଷାର ସମେ ତିନି ଏହି ଆଶ କ୍ଳାନ୍ତ ହିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଥାଇନ ଯେ,
ପ୍ରାଣଦିଗ୍ନିର ଜଣ ତିନି କି କରିଯାଇଲେ ନା କରିଯାଇଲେ
ତୀହାର ବିଲ୍ଲେ ବିବରଣ କିଛି ତଥାର ମନୋବିଦ୍ୟା ଫର୍ଦି
ମଙ୍ଗଳ ; ହିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥାକୁଳ । ଆର ମେଇକଲ କାର୍ଯ୍ୟ
ହିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶାସନ ତାର୍କା- ସଥନ ଘାଟିବାର
ହୁ ତଥନ ଘାଟେ, ସଥନ ବିଶ୍ୱାମୀ କରିବାର ହୁ ତଥନ ବିଶ୍ୱାମୀ
କରେ ; ହିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ବାଧା-କୁଳ ; ହିଲ୍ଲା ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ।
ଏଇକଳ ମେଳେ ଶାହିତେହେ ଯେ “ନିଭୂତବସ୍ତ” ହତୋ ନିଭୂତବସ୍ତେ
ହତୋ ଏବଂ “ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା” ହତୋ ଏକ ବାପାର ।

কেহ যদি মনে করেন যে, হ্রস্বপ্নি কেলেম হ্রস্বপ্নি
অবহাসই নিজস্ব ধন, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল।
তাঁহার জ্ঞান উচিত যে, জাগরিতাবাহাতে সবই আছে—
বৃক্ষির কাগজগুল আছে, মনের স্থপণ আছে, প্রাণের
হ্রস্বপ্নি আছে; আর তিনের সমন্বয়ে লোকধর্মে ছুর্ণত
হইলেও মৃতক মৃতি ব্যক্তির পথে তাহা অতীত প্রাপ্তি।
বড় নড় চিরকারিগুলের তিতোচনৰ একটি প্রাণ উপ
হচ্ছে—চার্টেডহ্রস্বপ্নি; আর, সেবে হ্রস্বপ্নি, অর্ধে তিতোচনৰ
চার্টেডহ্রস্বপ্নি, তাঁহার ইতোকারি পারিভাবিক নাম
Reposo ; অবসরামো শোকিগুলের অভিধানে বৃক্ষ-
কোলামে, চূক্ষাঙ্গামে, এবং বাহ আকাশলন করাৰ
নাহিই বৌৰৱ ; —ফলে দীর্ঘ বেশ কৈলে তাহা মেলসন্-
জানিনেন ; আর তাহা জানিনেন বলিগা—ভাস্তু প্রত্যেক
প্রস্তুত হইবার প্রারম্ভহৃষ্টে সমষ্ট মানোহারী সৈত্যবন্ধকে
সামনে ডাকিব। তাহারিগুলে বলিবাছিলেন তথু এই যে,
England expects every man to do his duty,
ইংলেণ্ড চান—প্রতিজন আপনার কর্তব্য করে। তার এই
যে, তোমাৰ যেমন হুনিন্সচ মন আৰ আৰ কর্তব্য কাৰ্যা
সমাধা কৰ, উপৰিত কর্তব্য কাৰ্যাৰ সৈকঙ্গ হুনিন্সচ মন

* Library Dictionary by ईश्वर में—
Repose, in the fine arts, that harmony and moderation which affords rest for the eye.

সমাজক কর। ফলেও এইক্ষণ মেঘ বায় যে, সম্ভিতদল গৃহী-
বজ্জিত্রা যেনন নিচত্তমেন বৃষ্টির সহিত শ্রীভিজ্ঞানে
উপরিষ্ঠ হন—চূড়াপোকা মৌজারা অর্থাৎ Veteran
সেক্ষীয় মৌজারা দেইক্ষণ নিচত্ত মন তোপের মুখ
অপ্রসর হন। ইহাই নাম Repose। সিংহপ্রতিতির
মৌজীরীরিদিগের যুক্তকর্তা এই যেনন এক প্রকার অগ্রগ্-
স্থুপির ভাব মেথিতে পাখো বায়, বৃক্ষের এবং ঝোপ-
মুহূর্তের ঢাকা ধর্মীরিদিগের অস্তরকরণে এবং আচা-
র্যবাদের তাহ অপেক্ষ তাহ আমো হপরিত্বভাবে
বিদ্যালয়ন মেথিতে পাখো বায়। শ্রীভাবের প্রারম্ভকালে
হিন্দুবৈশ্বর্য মাধুবিনোদের অভিযন্তা ন ওড়নোঁ'র
নামই বিল ধৰ্ম; বিল ধৰ্ম তাঙ্গৰ শিশুবাহনে সম্মু-
খ্যে করিয়া তাহাবিশ্বকে বলিছাইলেন যে, তোমোর
যখন হাত করিয়ে, তখন তোমারের তাঁন হাত কি
করিয়েছে—ঠি হাত যেন তাহা জানিনে না পারে।
প্রকৃত কথা এই যে, কোমোগ্রাম মন্দিরের উদ্দেশে
আশ্রমশিক্ষক বিশিষ্টতে কার্য্য ধার্তাইতে হইলে বৃক্ষিকে

ଶ୍ରୀଦିବିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ।

পুস্তক-পরিচয়

ପ୍ରଥମ ମଂତ୍ରୀ ।

ନିଶ୍ଚାଳ ହିତେ ହିତେ ହିତେ ହାଇଲେ । କୁଟୁମ୍ବର ଓ ତାହା
ମହିମାରେ ସାଥୀ ରଖି ମାତ୍ର ମାତ୍ରକୁ ତାହା
କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ହିତେ ହାଇଲେ । କୁଠା ଅନ୍ଧମାନ : ପିଦିମ
ମହାରାଜା ହାଇଲେ କୁଠା କୁଠା, କୁଠାକୁ କୁଠା । କାହାର
ମହାରାଜାଙ୍କୁ କୁଠା ହାଇଲେ ଅବସର । ପୋତାଙ୍କି ବରିଷ୍ଠ
ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ କରିଲେ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ
କରିଲେ, ଯାଏ କରିଲେ, ଯାଏ କରିଲେ, ଯାଏ କରିଲେ । ଏକାଙ୍କା
—୫ ଲକ୍ଷ ହାତ୍ତା ଆପଣ ମହା କାରଣେ ଯାଏ ଯାଏ
ପିତାଙ୍କି । ପିତାଙ୍କି ମହାରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଓ ଆମ୍ରଦ
ପିତାଙ୍କି । ଏକାଙ୍କା ଆପଣ କାରଣେ କାରଣେ ନାହିଁ
ଗାଲିଗାଲିକା ହିନ୍ତି ହୁଏଲେ ଏକାଙ୍କା କାରଣେ ବରିଷ୍ଠ
ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ କରିଲେ ବାକିରୀରେ କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ କୁଠୁରୋରେ ମୂଳ କାରଣ ବିଶ୍ଵାସ କରିଲେ
ଏକାଙ୍କା ଏବଂ ଅକ୍ଷରାକ୍ଷରରେ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟାକିଲାଗାଇଲେ
ହେ ହୁଏଲେ ଏକାଙ୍କା ଅନେକ ପରିମାଣ ଚିଲିକେତ୍ତେ—ହେତୁ
ହେ ହୁଏଲେ ଏକାଙ୍କା ଓ ତାହା ତିକିବାନୀ ସହକେ ଅନେକ
ପରିମାଣ ।

ପାଞ୍ଚଟିକିମାର ବିଶେ କୋଣ ରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ । ପାଞ୍ଚଟି
କେମାତ୍ର ଲେଖନ ଥେବା ସାହାର କରେ ତାହାରେ
ଏହି ତାଙ୍କିକାର ବେଳେ ଥେବା ଆହେ, ଦେଶକ
କାଳ ଥେବା ସାହାର କରିବାକୁ କୌଣସି—କୌଣସି

ବ୍ୟବ୍ହତ ମାଧ୍ୟାବିନ୍ଦୁ ନିକଟ ଆଗମ କରି ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟବ୍ହତ
ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତିକ ପରିଷ୍ଠା ଅନେକବେଳେ ପାଞ୍ଚଟିକିମାର ଏକବର
ଅଭିଭୂତ ହୁଏଥାଏ ତିବିକିମାର ବିଲିମ୍ ମନେ କରିଲେ, ତାହାରେ ଆରା କୋଣ
ମୁସି ନାହିଁ ।

বিভিন্ন শাখার চিকিৎসা (পারিশারিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন)

ତାହାର ପ୍ରକଟକଣ ମାତ୍ରମେ
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା

ଦିଲ୍ଲି ଏହାର ମାର୍ଜନ ଶ୍ରୀମାରମାଚରଣ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାଯ କର୍ତ୍ତୃକ ସଂକଳିତ ।
୨୫୮ ପାଇଁ ମରା ୧୦ ପାଇଁ ମିଳା ମାତ୍ର ।

କୁଟରୋଗ ସେ ଏକଚା ବିଶେଷ ଉପକାର ହିହ୍ୟାଛେ, ତାହାତେ ଆର କୋମ ମୁଖେହି ନାହିଁ ।
ତ କରନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମାନି ପାଠ କରିଯା ଆସଯା ଲେଖକେର ପରିଶ୍ରମରେ ସତଟା

ପରିଷର ଶାହିରେ—କୃତକ୍ଷେତ୍ର—ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିଷ ପାଇ ମାତ୍ର ।
ଅଧିକାର ଅବେଳାକୁ ଆମଦାନ ଉଦେଶ୍ୟ ମାତ୍ର ପାଇଲା—ପାଇଲା—
ଯାଏ କିମ୍ବା ଯାଏ ମୁୟକାଶିନୀ ଚିନ୍ତାକୁମାର ହିସେବେ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ପାରିବାରିକ
ଚିନ୍ତାକୁମାର ହିସେବେ ପାଇଁ ନାହିଁ । ମୁୟକାଶିନୀ ଅବିଭବିତ ହିସେବେ
ସାଥେ ଗୁରୁତ୍ବରେ ଦେଖ ଏବେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସେବେ । ପାରିବାରିକ
ଚିନ୍ତାକୁମାର ବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ।
(୧) ହେଉ ତାମ ଯେବେଳେ ମର ଓ ଆମ୍ବା ହେଁ ; ସାଥେବେ ଯାଏ
ବୁଝିଲା ପାଇଁ ଏକ ଜୈବିକ ପରିଭାବ ବେଳିବେ ଯାଏବେ ।

(১২) দেসকল রোপ কুইচ সাহাৰণ, ইহাতে অধাৰণ: সেইসকল
রোপেৱই বিবৃত অৰ্থ হয়।

ନା—ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଵରଙ୍କିତେ ଏକପ ତାବେ ସାହାରୀ ସର୍ବନା କରା ଥାଏ ବେ, ପଡ଼ିବାମାଝ
ପାଠକେର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିର ବେଳ ଏହିଟା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ହତ୍ଯା ଥାଏ।

(৪৭) সাধারণ গৃহস্থের হাতে যাহা সবচেয়ে ইংরাজি কেবলমাত্র সেইসকল চিকিৎসার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

Leprosy and its Treatment. Third Edition. By
Pundit Kriparam Sarma. ২৭২ ট়।

এখানি ইংরাজিতে লিখিত কৃষ্ণ ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ক একখনি
পুনৰুৎসব। বিশ্বাস্ত কৃষ্ণাধিকচিকিৎসক পণ্ডিত কৃপালুম শৰ্ম্মা ইহার
প্রধান। পতিত কল্পালোচনের নাম রচনারে অনেকের নিকট সুপরিচ-

ଟିକ୍ ହୁଏଇଲା-ତିକ୍ରିପାଥ ହିନ ନାକି ଅମାରାଶ କରନ୍ତି ପରିଷ
ଦିବ୍ସ ଅବେଳା ଖାତିମା ତିକ୍ରିପାଥ ଓ ସାମାଜିକର ଅଧିକାରକ
ପରିଷକ କରିବାରଙ୍କ ହେଲିଗା ତମ ଯାଦ ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ଦମାନଙ୍କ
ହାତ୍ ପଢ଼େ ତମ ଆମାରଙ୍କ ସମେ ଏହି ଏହିକଣ କେ ଏହି ପ୍ରଦେଶ
ଲାଗିଲା କୁଣ୍ଡ ଓ ତାହାର ତିକ୍ରିପାଥ ଯର୍ଦ୍ଦା ଅବେଳା ଆମାରଙ୍କ କାହାରୁ
ପରିଷ କରିବାର କଥା ଯା ପାଞ୍ଚାଙ୍କ ଆଜ ନା ପାଞ୍ଚାଙ୍କ କଥା କରିବା
ପରିଷ ଅଭିଭାବିତ ତିକ୍ରିପାଥ ଏହି ବିଷୟ ଦିବ୍ସ ଏ ବିଷୟ
ପ୍ରଦେଶ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ବିଳା ଥାଏ । ବେଳ ନାହିଁ, ଯିବି ସାମାଜିକ, ସାମାଜିକ
ଅଭିଭାବ ଏବଂ ଆମାରଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଯାଏ, ମେହି କଥାଟି ଅଭିଭାବ କରିବା
ବିଷୟରେ ଦେଖିବାର ପାଞ୍ଚାଙ୍କ ଥାଏ । ମେହି କଥାଟି କି ଏହି ୨୦୨୦ ପ୍ରଦେଶ
ହେଲାଇବାରେ କେବେଳାକୁ ୨ ଲାଖ ଟଙ୍କାରେ ଓ ତାହାର ତିକ୍ରିପାଥ
ପରିଷ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

(୧୯) ଯେ ଅନ୍ଧାରୀ ବୋଲୀକେ ନିଜେର ହାତେ ନା ବାପିଚା, ଉଗ୍ରବୁନ୍ଦ ତିକିଳସକେ ହସ୍ତେ ଅର୍ପି କରା ଉଚିତ, ଇହାତେ ମେଇ ଅନ୍ଧାରୀର ବିଶେଷ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ :

(୬୭) - ଅନ୍ୟଥର ମାଆ, ମାପ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକୀ, ଧାର୍ମିକିଟାରେ ସାବହାର, ବିଦ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଭାବକାରୀ ଏହିତ ମୁହଁଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକାରୀ ଏହିତ ମୁହଁଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକାରୀ ଏହିତ ମୁହଁଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କର

ବ୍ୟାକ୍ ପୁରୁଷକମ୍ପାଇଲିଟ ଏଣ୍ଟଲ ନିରାମଳ କୋଣାର୍କୀ ତେବେନ ଭାବେ
ବ୍ୟାକ୍ ହେବେ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଏ ଯାଏ । ହେବେ ଆମ କରିବ ନାହେ ସାଥେ ବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା
ଆମ୍ବନ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଏ ଯାଏ । ନାହେ କରିବି ବ୍ୟାକ୍ ହେବେ ଆମ୍ବନ ବ୍ୟାକ୍ କାହିଁ
ବ୍ୟାକ୍ ହେବେ କରିବି ତୁମିଲେ ନାହେ ବ୍ୟାକ୍ । ବ୍ୟାକ୍ ଯାଏବେ ଚିରିଦ୍ଵାରା
ଏଥରେ ଲେଖି ବିଲାମେହେ—“ଉତ୍ସୁକ ହେବେ ଯାଇବା ଆମିନି
କାହିଁ କରାନ୍ତିରେ କାହିଁ କରାନ୍ତିରେ

পারিস্থিকিক শব্দ বাস্তব ক হওয়ার, পৃথক্কান্ত অবস্থায় গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরো প্রক্রিয়া এবং কৃষি অসম হচ্ছে। গোপনীয় প্রক্রিয়া এবং কৃষি অসম ও সমস্ত ইয়েলেন, আরও বলা যাব। হিসাবে এখন অসম গোপনীয় কৃষি আছে, মেলিন একেবারে গোপনীয় না, এবং একেবারে ইয়েলেন হিসাবে গোপনীয় না। গোপনীয় কৃষি বলিষ্ঠ পরিস্থিতি-ক্ষেত্রে আসেন; তাই এই শুধু পিঙ্কিয়াকান মধ্যে, কিংবা কোটি Yellow fever (গুণ ব্যক্তি), Scarlet fever (আরও কোটি), typus (টাইপিস ব্যক্তি) এবং কোটি পৈরোপিয়া আমাদের বেশি পরিস্থিতি কি? যেসমস্ত গোপনীয় শুধুমাত্র কৃষি নাই, অথবা কৃষি নাইয়ে স্থল পর্যাপ্ত কৃষি নাই, সমস্ত গোপনীয় কৃষি নাইয়ে পর্যাপ্ত কৃষি নাই। আরও পার্কের মুন মার্কিন। উৎকৃষ্ট পরিস্থিতি-পিঙ্কিয়াকান প্রক্রিয়া এবং কোটি প্রক্রিয়া পার্কের মুন মার্কিন আরও অসম গোপনীয় কৃষি নাই।

ପ୍ରାଚୀଯ କାଳ ସମେତ ହେଉଥିଲୁ — ଏକ ଅଧିକ ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମିରିତ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ କେବେଳା ମହାଦେଶ ହେତୁଳି — ତାମାର ଯାତ୍ରାରୁ ବ୍ୟାପକ ବିଜ୍ଞାନ କରି, ହେଲା ପାଠ କରିଲା ନାମରେ ପାଇଁ ମେଳେ କି ବେଳେ ଏହାରେ ଏହାରେ ନାମରେ ଯାଦିବେ ? ଆମର ଡ୍ର. B. Birch (ଡଃ. ବର୍ଚ), Dr. Moore (ଡଃ. ମୂର୍), Dr. Billroth (ଡଃ. ବିଲ୍ରୋଫ୍) ପରିବିଜ୍ଞାନ ପିଲିକାରେ ଗ୍ରେଜିଯାନ୍‌ସିରିସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବ ପାଠ କରିଲାମି। ଏହାରେ ପ୍ରମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏବଂ ନାମ କିମିକାରି ମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ

ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ; "ରୁକ୍ଷାସ," "ଶିବିଲାଟ୍ ଶର୍," "ଡେସିକ୍ୱୁଳ୍
ଏର୍ମ୍ସାର୍," "ରାଲ୍ମ୍," "କୁଟିନ୍ସ୍ ବ୍ରକ୍ଷାସ," "ଫିଲ୍କଲିମ୍ ସାଉତ୍," ଅର୍ଥି
ପରିଚେ ପାରିବେ, "ଶରୀରେ ତିଥିମଧ୍ୟ ଏଲବରେନ କିମ୍ବା ଘେପଲାର୍

କାଳି ପ୍ରେରଣକୁ ପୂରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକ କରିବା
ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ନା । କେବଳ ପ୍ରେରଣକୁ ପୂରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକ କରିବା
ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଲିଥିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରେ ସମ୍ମାନ ହେଲିଥିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ।
କାଳି ପ୍ରେରଣକୁ ପୂରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକ କରିବା
ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ନା । କେବଳ ପ୍ରେରଣକୁ ପୂରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକ କରିବା
ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ହେଲିଥିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରେ ସମ୍ମାନ ହେଲିଥିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ।

(মৌলি) হইতে পারে নাই। একেন সামাজিক টীকারভেস (vaccinators) টীকা দিবা পথে। টীকা দেওয়া স্বীকৃত কাল হো—
বৃদ্ধির পথে দুর্বল হইয়া থাকিব। টীকা দিবে হো সর্বসম্মত বীজ
সংপ্রদেশের অবস্থাক। সামাজিক দেশব্যক্তির টীকা দেওয়া হইতে,
তাত্ত্বিক ও পুরুষ হইতে যৌবন সহজে করিবত বলেন; কিন্তু পুরুষ
ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া স্বাস্থ্য পাওয়া পথে—সামাজিক ক্ষেত্ৰে
মাত্ৰে না কোনো টীকেব কৰিব। calf-lymph (পেনীৰী) পাওয়া যাব,
অৱশ্যে আবেগক তাহাক শারীর অৱশ্যে কৰিব। কৰিবে হো কৰিব।
মা বায়িক হো কৰিব। সামাজিক পথে আজি আজ আজ আজ আজ নাই।
তিনি বলিতেছেন—“হাতের টীকা। দিবে তাহার রাতেরে চীমি অস্তি
নিবে বি। হুলু উপকৰণ কৰে কৰিব। আজো কৰ আজো কৰ আজো।”
হৈবৰ সূচন antiseptic precaution সহজে দে অবস্থক তাহা
কৰিব উলো কৰিবেন না। একজন শুলু erysipelas (বিশু),
tetanus (ষষ্ঠীকৰণ) সূচন পৰিপন্থক পথে দেবা মেখেব দে কৰ
পথে—অৱশ্যে আবেগক তাহাক আজো আজো আজো কৰ কৰিব।

তিনি কিরণ হ? / তাঙে পরিষ্মরণাত্মকে বলে সেইভাবেও বা
জো? / অবৈর যেটো টিকি কিমি আপনো কিরণ? / ইতানি বিষয়
মানুষের বিষয় আধাৎ / উহুদের বশে কর্তৃত যানোরূপ বিষয়
মানুষের স্বাক্ষিত হল / গোরী কান পরিষেবা প্রয়োগ হস্তানো
বিনের কা কোন সুপুর্ণ হইতে সংস্কৃত / আবার ত কৰিবাতো

১০। একে অনেক সময় শীর্ষের তাপ অতিক্রম কৃতি হয়, এই তাপ পরিষেবা দ্বারা হয়, তাহা হলো অসেই দ্বৈতীয় আশ-
পুরুষ হচ্ছে দেখে দায়। এই তাপ করিবার পথে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রে, তাহারের মধ্যে গোলাকে স্থূল করে আম করান শরীরশেঞ্চা-
র ও নিরাপদ উপায়। কিন্তু আশেকের পথে এই এক সামগ্ৰজ-
পুরুষের কোন দায় নাই, এই উপায়ের উৎসুক কোন দায় নাই,
এই স্থূলণ্ডু-বন্ধন অসেই হচ্ছে এত সহিষ্ণু ও অসম্পূর্ণ
তাহার উপর নির্ভুল কৰিব। পুরুষের পোতাগুলো পোতাগুলো
কৰিবার পথে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রে পোতাগুলো পোতাগুলো
কৰিবারে নাই। নবমদেশ হস্তক কোন মানোভূষণে পুরুষের
না পার, ততক্ষণ তাহারে মানবশীর্ষে মালোভূষণ সহজে
কৰিব। পুরুষ শরীর পুরুষে নাই। সামাজিক বাসু তাপু কৰিব।
cerebrospinal fever (মানোভূষণে বাপু ও black fever (জ্বার ফিটস্ট) এক মন কৰিব। Sir Patrick Manson কিন্তু পুরুষে
পুরুষের আস্তেকে কৰিব। কৰিবারে নাই। কৰিবারে নাই।
প্রাণীজ্ঞান পিচাবা, নব, খোক কৰি নামুনা বাসু তাপ অক্ষোক্তা
কৰিবারে নাই।

—তাত্ত্বিক
পারিশা, few seconds, head little lower, feet এই কো
ষের পথে অগ্রসর করিবার পথ। এটা সময়ে হওয়ার দে
শে নাই, ইহা দেখ কেবল মন করিব। কলম ধরি যে মন যথে
সক বৃক্ষে দুর্ঘাটা মাঝে যাত্রা হচ্ছে। ন্যক্ত মধ্যে যাই হোলো
ব্রেইন প্রক্রিয়া হচ্ছে (Contraction of brain) বিষয়। ন্যায়সূত্রে
প্রাপ্ত প্রক্রিয়া না ধরিবার সুযোগ করিব। বিষয়ে
ব্রেইন প্রক্রিয়া, মাথার ব্রেইন প্রক্রিয়া ও মস্তক গোল হওয়ায় হোলো
ব্রেইন প্রক্রিয়া হচ্ছে, যাকে ব্রেইন প্রক্রিয়া করিব।

ପୁଣ୍ୟ ପାତିରେ ଏହା କାହାରେବେଳେ, ତୋରୀ ପାତକେ ହେଲେ ମେଲିନ୍ଦା ପାତିରେ ଏହା କାହାରେବେଳେ ମୁହିଦି କୋଣାର୍କ ପାତକେ ହେଲେ ।

ପାତକରେତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟମର୍ଦ୍ଦମର୍ଦ୍ଦ ବ୍ୟାକୋ, ପ୍ରତାର୍ଥ ପାତକରେତାର ପାତିରେ ସମେତ ପ୍ରତିବିଷ୍ଟ ବାକୀ ମୁହଁରେ । ଏହେବୁ-ହାଜି ବ୍ୟାକୋ

ନହେ ; କର୍ତ୍ତାରଙ୍ଗଲିମ ଅଧିକାଂଶ ବେଦାନାନ । ଏହାରଙ୍କେର ଚିତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆବାର ଜୟମତୀର ମୁଣ୍ଡି “ଗାଳକୁଳୋ ଗୋବିନ୍ଦେର ଛା” ଘୋରେ ।

শেষভাব—

ଶ୍ରୀନିକଟ୍ଟ ଥା ପାଇଲିବା ତାକୁ କଟନ ଲାଇଟ୍‌ରେ ହିଣ୍ଡି ଶୈଳପତ୍ର
ଦର କୁଠିକ ପାଇଲିବା ତାକୁ କାମ ପାଇଲିବା ଏଥାକୁ ସଂ ହିଣ୍ଡି
ଶ୍ରୀନିକଟ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଜା ପାଇଲିବା ପାଇଲିବା ଏକାମ୍ରିତରେ
ଦରଳ ଆହୁତି ଚାରିଶିଖାନାମତ ବୁ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ଦୀର୍ଘବିରାମିତି
ଦରଳ ଆହୁତି ଚାରିଶିଖାନାମତ ବୁ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ଦୀର୍ଘବିରାମିତି
ଆମା କାମକାରୀ ଦୀର୍ଘବିରାମିତି ଆମା

ଶାତିରୁ-ନମ୍ବାରିତ ।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାବେକ୍ଷଣ

(5)

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রধান প্রধান তাৰকাঙ্গুলৰ হাজ
নিৰ্দেশ কৰিছিলাম, এবং মাঝ মাসে নৰগৱেৰ হুল পৰিচয়
প্ৰদান কৰিব। মুগ্ধলীন এই পোষাটিকে, আকাশ-পটে প্ৰদৰ্শন
কৰিবার ঘূৰণে পাঠাইছিলাম। কণচৰ্জের আবশ্যকে
মেথিতে দেখিতে দেই সৰ্ব হৃদয়ে চিৰাবা শিখছে; একত্ৰি
অনুষ পৰিচৰাত সমে সমে গগনপটেও বহুল পৰিবৰ্তন
সংষ্টিত হইয়েছে।

(୪) କରେଟ ଏହ ସାଇତ ଏଁ ଯେ ଅମ୍ବଖ୍ୟ ତାକରାଣି
ଶୋଭା ପାଇଛେ ତୁହାର ଅଭୋଦେ ସମ୍ପର୍କ—ସୀମ
ଜୋଡ଼ିତେ ବୋଲିଆନ୍—ଟିକ ଆମାଦେର ସ୍ଥରେ ତାହା
ତୁହାରେ ଏକଏକଟି ଥିଲା । ତୁହାର ସଙ୍ଗେ ଏହ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦ
ଏକତା-ତେ ଝୁବର ହିଲେ ବୁ ବୁ ହାନେ ଅଭେଦିତ ରହିଛାହେ ।
ଆଜି ତୁହାରର ଦେଇ ଧାରା ଦେଇକି, ଯତନୁରେ, ମୁଁ ହିଲେଛେ

শতরূ পাতে টিকি মেইজলাই দুর্মান থাকিবে। আপনি পৃথিবীৰ দেনিক গতি বশতঃ বোধ হয় যেন উভারাই দলমূলক হইবাই প্রতিদিন পূর্ণ হইতে পল্লিমাত্তুমে পৃথিবীৰ চৰ্তুলৰে একবাৰ কৰিবা আবশ্যিক কৰিবতোহে; আবাৰ পৃথিবীৰ শাৰীক প্রতিদিন প্রতিদিন এক অংশ (degree) পৰিমাণ পূর্ণদিকে অগ্ৰসূর হইতেক বলিবা উভারাই দেনিক ও অংশ পৰিমাণ পৰিমাণ পৰিমাণ হইতেকে একেকপ প্রতীমান হয়। এইক্ষেপে হিৱ নন্দনসমূহ (fixed stars) সুবৃত্ত: একবাৰ এক মহা-আবস্থন শেষ কৰিয়া দ্বাৰা হাবে পুনৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত হয়।

(২) পরজ এঙ্গুলি বিভিন্ন প্রকৃতির। উভয়াগে পুরুষপেক্ষী, পরামুস্তু, পরাধৈনে বাস্তির নাম—একটাই আদর আবেদন নাম; স্বাক্ষর সম্ভাগ করিয়া হইল চারিপারিশার্কিন (satellites) সহ পরামুস্তু লাভের জন্য লাগামিত হইয়াছে দেন কখনও যুক্ত, কখনও বা জড় গঠনে, কখনও সমস্ত, কখনও বা এক গতিতে অন্যর আকাশ ছাঁচিয়া ডেভাইচেন্স; একবার অমুস্তু লাভ করিয়া যিনে কষ্টপূর্ণ ও প্রভাববিহীন হইয়েছে, এবং মুস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ফীব্রিয়া, জ্বান, ও দিম্ব হইয়া, পরিচয়ের ৭ মাস পূর্বে সকার পর পূর্ণাকাশে ক্ষতিকারণে হৃতিপূর্বকে যে মূলত্বাকৃত করিয়াকামনা প্রয়োজন হইয়াছিল, আর তারা শুনি মহাশূণ্যতেও অপ্রতিষ্ঠিত হইয়েছিল,

অস্তিত্বশৰ্মা উপস্থিতি। এই দেশখন সাক্ষাগণের পুরুষ
আন্তে সিহেরাশিতে ইনি কিংবল মানভাবে অবহৃত
করিছেন। ইহার হস্তের নথর দেহ বিশুদ্ধ ইহায় পিছেয়ে
বিলের লক্ষণ শোভিতকার্য বাতীত দীনবারাণ্ডাপ্রস্ত
হস্তের শুরুরেক আবি চিনিবারে উপর নাই। এই দেশখন ইহার
পূর্ববিকের সংবৰ্ধনাপ্রস্ত মধ্য নন্দেরের (Regulas) নিয়ন্ত্রে
ইহাকে এখন নিষ্পত্ত হইতে ইচ্ছাপন। পক্ষাক্ষরে, ঐ
বনের পুরুষকার্যে আবার কিংবল বিপৰীত পরিস্কারণ। সার
মাস পর্যন্ত উৎসর্কণের দশপঞ্চাশ্চাংগে বস্তির ক্ষেত্ৰে

অঞ্চলিক অসমীয়ার (Antares) সমিকটে বৃহস্পতির দেশে যাইলেন। তখন ইহার প্রভা সামান্য নক্ষত্রগুলি অপেক্ষা বড় দেখী ছিল না। আর, আজ সাক্ষণ্যবেষ্টন এ দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তীয় চাহিয়া দেখুন, সেই বৃহস্পতির কি

୪୬ ସଂଧ୍ୟା]

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ব্যবস্থার ঘটিয়াছে। মেই সোহিত হস্তর অভ্যরণার স্বীকৃত প্রত্যক্ষে মেই ভাবেই শোভা পাইতেও যেটে, কিন্তু সাময়িক প্রযোগিতির অন্বেষণ ব্যবস্থার বৃহৎপত্র ঠাকুর আজ স্বৰ্যদেব-ব্যবস্থার উপর ভোজিতে পূর্ণবিবর হইয়া দেখাবার অভ্যরণার সোনালী-শৰ্করা খরি করিয়া অঙ্গুল শোভার আকাশগ্রন্থের প্রতিশিল্প-পূর্ণপ্রাণ উত্তোলিত করিয়া তুলিয়াছেন। সিঙ্গ “মেই জাগো মান” ক’বলি টে কে ! মেইতে দেখিতে (২০ মাস বয়সে) প্রেক্ষণও লম্ব হইয়া পড়িয়ে। ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিশিল্প দ্রুতভাবে কিছুই প্রচাপে হইয়াছেন। ২০শ শ্রাবণ অভ্যরণার নিকট হইতে পূর্ণবিবর কিছুই প্রচাপে হইয়াছেন। এই প্রেক্ষণ অভ্যরণার নিকট হইতে পূর্ণবিবর কিছুই প্রচাপে হইয়াছেন। ২০শ শ্রাবণ অভ্যরণার নিকট হইতে পূর্ণবিবর এই বক্তব্য পরিতাক্ষণ করিয়া পূর্ণবিবরে অতি প্রযোগিত সরিয়ে সরিয়ে তিনি মাঝ অভ্যরণ হইয়েন। পক্ষত্বে, এই প্রেক্ষণ হইতে স্বৰ্যদেব ভৌগোলিকে সরিয়ে “সরিয়া” আসিয়েছেন, ইনি এই তিনি মাঝ মাঝে তিনি শ্রাবণ (১০°) অভ্যরণ-পূর্ণক কার্তিক মাসে তুলু রাশিতে উৎপত্তি হইয়েন। তখন বৃহস্পতির এই বজতক্ষণ সূর্যের কাষি সৌরতেজে কেম্পে মলিন হইয়া যাইবে, এবং আজ এই কাষির মলেরে একপ অবস্থা, ৩ মাস পরে টিক মেই কাষি হইয়ে বৃহস্পতির ও চৰ্যাতির কাষিতে। এগুগের এইকপ সাময়িক ঠাকুর-বৃক্ষ ও গতি-পরিবর্তন অত্যন্ত পর্যাপ্তক্ষণ করিয়ে দেয়, প্রয়োগী-বীজেন প্রতিপদে বিড়ুত্বনা ও গুণাবলী পরিবর্তন কৰিয়ে।

(৩) সুর্যাঙ্কে আমরা যখন যে রাশিতে দেখিতে পাই (প্রথম ভাগে) এইকপ—

(ক) বৃহস্পতি-বৃক্ষচরণিতে, রক্তাদ অছুরাধাৰ
উত্তৰপশ্চিমে সকা঳ে দক্ষিণপূর্বাকাশে ডোব্য।

(৪) মঙ্গল—সিংহসনিশ্চিতে, মধ্যাস সহিকটে, সক্ষা-
কালে, পশ্চিমাকালে দ্রষ্টব্য।

(গ) বৃহৎ-সিংহাশিতে, মধ্যা সরিকচে, স্বাক্ষাকে, পশ্চিমাকাণ্ডে মঙ্গলের ৮° আটডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থিত। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রিয়া পরিকল্পনা দেখা যাইয়ে। ১৯৭২ সালে বৃক্ষগতি অবস্থান করিয়া করেকরিন মধ্যেই এই কারণেই সংকুষিত হইয়ে থাকে।

(५) आकाशका एहि (internal planet) युध व उक्तका दीर्घकालीन प्रथमनाम चक्रकलार काला विभिन्न तपेस संस्थापित है। इहामेरे अर्धांश्च द्यूमालोके मरुस्थली प्रकाशित होते हैं अब बहानविशेष विभिन्न समयों में ही अखं अखं वा अन्तर्गत होते हैं।

(६) शनि—द्यूमालिते, डिका व रोहिणीर यथा द्यूमे अस्थाये पूर्वाकाले द्यूते हैं।

(७) चक्र—कर्कटालिते, द्यूमेर यथूरौन वलिया

অনুষ্ঠ। ভারতবাসের শেষাংশে কৃত্তিবাসিতে সকার্ত্তারাজ্যে
পর্যটকাকালে দেখা যাইবে।

আবিষ্কৃতে দে।

“বাঙালীর গ্রহণযোগ্য কি দেখিয়াছি”

নানাবেশের সাহিত্যে দেখে ভাল জিনিস আছে, লোক-
মুখে অলিখিত দেসকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ইংরাজেরা
মে সম্বৰ অভ্যন্তর করিয়া আগন্তুরের সাহিত্য পরিপূর্ণ
করিয়াছে। এইজন্ম বাণিজ্যকারী, শিল্পব্রহ্ম প্রস্তুত করিবার
প্রণালী, প্রচ্ছিতি তাহার নানাবেশ হইতে শিখিয়াছে।
ইংরাজদের জাতীয় পাশ্চাত্য অপরাধের জাতিতেও এই
প্রকারে অস্ত জাতির জিনিস আকর্ষকমত পরিবর্তন করিয়া
গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্ম অভ্যন্তৰণ ও অভ্যন্তৰণ প্রচান্ত
কাল হইতে জাতসারে ও অজাতসারে চলিয়া আসিতেছে।

আমরাও এইজন্মে অস্ত দেশের ও অজাতসারে এবং
ভারতবর্দের অস্ত প্রদেশবাসীদের অনেক জিনিস লটিয়াছি
ও পাইয়াছি, আরও এখন অনেক জিনিস আছে, যাহা
বিচার করিয়া লইবার যোগ। ভারতবর্দের সকল
প্রদেশেই বাসবাসীর অস্ত করিয়াছে ও করিতেছে।
আপাততঃ আমরা যদি ভারতবর্দের নানাপ্রদেশে আধিমাদের
গ্রহণযোগ্য কি আছে, তাহার আঙ্গোনা করি, তাহা
হইলে আমাদের মন হইতে পারে। এইজন্ম আমরা
পর্যবেক্ষণপূর্ণ প্রাণীবাসগ্নীবিদগ্নে এই কার্যে আমাদের
সাহায্য করিবার অস্ত আহ্বান করিতেছি। যিনি মে
প্রদেশে বাস করেন বা করিয়াছেন, তিনি তথ্যকার
বিষয়ে লিখিবেন। সকলেই মে সকল বিষয়ে লিখিবেন,
তাহা নয়; যিনি যাহা আনন্দ ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন,
সংক্ষেপে তাহাই লিখিবেন। বঙ্গবাসীর গ্রহণযোগ্য
বৈত্তিনীতি অস্ত সম্বন্ধে প্রাণীনি বঙ্গমহিলারা লিখিলে
উপকৃত হইব।

কি কি বিষয়ে দেখা যাইতে পারে, মোটামুটি তাহার
একটি তালিকা দিবেছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে।
ইহা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে।

- ১। লেখক বা লেখিকা মে প্রদেশের বিষয় লিখিবেক
তথ্যকার সাহিত্যে ও লোককথায় বাসগ্নী অস্তবন্ধ করিয়া
মত কি কি জিনিস আছে, এবং সম্বত্ত কাহার থা
এই অস্তবন্ধ, ও সংগ্রহ-কার্য মুসল্লম হইতে পারে
(ক) এই প্রদেশের ভারায় ক্রিয়াপদের গঠন, বিদে
জিয়ার বিশেষণ, ইংওজিতে which দিয়া বিশেষণ-বা
রচনার মে বৈত্তি আছে তত্ত্ব কোন বৈত্তি ধারণ
তাহা,—এইজন্ম বিষয়ে অস্তকরণযোগ্য কিছু আছে কি না।
- ২। ধার্ম। ৩। বৰ্জন। (ক) একজ বা একা
আহার; (খ) ধাইবার সহয় উপবেশনের আসন, বসির
বৈত্তি, ইত্যাদি। ৪। (ক) পুরুষের পরিচল, (খ) মাঝ
পরিচল। ৫। যানের নিয়ম, ধান ও বৈত্তি। ৬। শোভ
ধান, নিয়ম আদি। ৭। সামাজিক শিষ্টাচার, অভিযান
প্রণালী, ইত্যাদি। ৮। বিবাহের স্থান দ্বিত করিয়া
সহয় বা তর্পণে যাহা করা হয়। (ক) কস্তুর-পূজ ও বৰপণ
(খ) বিবাহের বৰপ। (গ) পূর্ণবাগ। (৮) বৰষাতীয়ে
আচরণ এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহাৎ। (ই) দুই বৈবাহিক
পরিবারের পরস্পরের প্রতি ব্যবহাৎ ও মনের ভা
ৰ। পর্দা। ১০। অবগুঠন। ১১। নারীর সহয়
বা অস্তবন্ধ। ১২। অস্তঃস্বাবস্থার নারীর ধৰণ
অবস্থ। ১৩। শৃঙ্খলাগার ও তথ্য নারীর প্রতি ব্যবহাৎ
১৪। তিমি ভিয় জাতির প্রস্তরের প্রতি ব্যবহাৎ
স্থান। ১৫। বাসস্বাধিক্ষেত্রের বৈত্তি। ১৬। চাল
বৈত্তি। (ক) জল ভুলিবার ও সেচন করিবার বৈত্তি
(খ) গুড় ও চিনি ব্যবহাৎ। ১৭। ভিয় রকমে
প্রিয়সূত্যা প্রস্তুত করিবার বৈত্তি। (ক) বৰষবন্দ, ইত্যাদি।
১৮। মুত্তের সংকলনে প্রতিবেশীয়া সাহায্য করা। ১৯।
পক্ষাঘাতীয়া নানাপ্রকাৰ বিবাহভূমণ। ২০। সামাজিক
শাসন। ২১। পূজাপূর্ণ। (ক) সর্বসাধারণের উৎস
বেদন বাসগ্নী। ২২। বারতত্ত্ব। ২৩। আভিযা
ন্তে অস্তবন্ধ। ২৪। খেলা ও যাহাত। ২৫। হৃষী

* কেবল ঘোরিকে রসনাচুপির স্থিতি করিয়া বিদ্যা রসনা
লিখিবার পোৱাস নাই। বক্ষবৰ্তী, দায়াকরণা ও নিবৰ্ণালী
দিকে ধূৰি রাখিব লিখিত হইবে।



কাবুলিওয়ালা

শৈক্ষক নদীগাল বহু অঙ্গত চিত্ত হইতে।

চিত্তের বৰ্দ্ধাদিকাৰী শৈক্ষক রৌদ্ৰমুখ ঠাকুৰ মহাশয়ের অস্ততি অহসারে সুন্দৰি।

ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷା ହେଉ ଏକଙ୍କ ଭାବେ ଗୃହ, ବିଶେଷତ: ଅନ୍ତପୂର,
ଧ୍ୟାନପ୍ରଳାଲୀ । ୨୭ । ବିଶ୍ଵକ ପାମୀର ଜଳ ପାଇୟାର
ପାଯ । ୨୮ । ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପପ୍ରଳାଲୀ । (କ) ଲିଖିବାର
ରଙ୍ଗାଳୀ । ୨୯ । ଧ୍ୟାନଶିଳ୍ପା ।

କୋମ ନିଷୟ ତିର ଦ୍ୱାରା ସୁଧୀଇବାର ପ୍ରୋଜନ ହିଲେ
ଯାଦିଗକେ ଫୋଟୋଫାକ ବା ଅନ୍ତିତ ଛବି ପାଠାଇତେ ହିବେ ।
ପ୍ରୋଜନ ହିଲେ ଆମରା ଫୋଟୋଫାକ ଓ ଛବିର ସମ୍ମ ଦିନ ।

"this is not an argument for withholding elementary education from him. - But it explains why in rural India a knowledge of reading and writing may not be quite as indispensable as we with our Western ideas are disposed to assume." Pp. 84-85.

ପାଇଁ ଦେଖିବେଳେ ଏହି ଇଂରେଜ ଲେଖକ ପିଲିନାର୍ଦ୍ଦୁର ସ୍ଫୁଟ ଅରୋପ ବିଶେଷ ବିଲିତେଜେଣ ହେ “This is not an argument for withholding elementary education from him.” “ଇହା କୃତବ୍ୟର କୃତକବିଧି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହାଇତେ ସିକ୍ତ ବାରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁଟ ନାହିଁ”

আমাদের বেশের সাধারণ লোক নিরবস্তু হইয়াও বেরপ শিক্ষা
য়, তাহা আমাদের বেশের একচেটো সম্পত্তি নহে। এই জাতীয়
ক্ষা সধ্যাখণে বিলাতের সাধারণ লোকেরা *mysteries* এবং

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

विनियामार्थ शिक्षा व विश्वविद्यालयों वे प्रार्थी विदेश विद्यालय, जहाँ अप्रतिम सठ नाहि। इहा आविसांग आवास विद्यालयांचे मर्यादा विश्वविद्यालयात विद्यारथांना सर्वकां कठिन विनाशित विचार। विनियामार्थ एकूण पडिवारांना गोवावार वड युवा प्रशिक्षित विहारात। विनियामार्थ विद्यालयांचे मर्यादा नाही वा ताप, डॉ तिळे विजयेन्द्रीय, फ़ि. एस. आर्डी. (Sir T. L. Holderness, K.C.S.I.) एविंग "विनियाम व अप्रतिम अव-आवास" (Peoples and Problems of India) नामक प्रत्यक्ष आवास काढिविले। —

There is this to be said that the Indian peasant, though illiterate, is not without knowledge. He has been carefully trained from boyhood in the ritual and religious observances of his forefathers. He recites the ancient epics read in their pithy vernacular form. He is full of lore about crops and soils and birds and beasts. In short, he is a disciplined intelligent person, moulded on a traditional system which, in spite of many defects, is not without its good points.

ପାଇଁ ପାରେ, ବେଳିତ ତାଙ୍କ କଥନ ଓ ସଂଖ୍ୟା ପାରିବାରେ ହୁଏ ମାନ୍ଦି, ଏହି ତାଙ୍କର ଅବେଳା କୁମରଙ୍ଗ ମୟାନ୍ଦରେ ବସୁଲୁ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେବେଳକ ମୋଟିକ
ପାଇଁ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ଆମଦାନ ଦାତାଙ୍କ ଓ ନାନା ପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ
ଶାଠା ଚାହା ଓ କରିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତିମିକ୍ଷମିତା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟ
ହିରଣ୍ୟରେ ଦେଖ ଆମ କଥକତା ଆବି ହିଟିଲେ କବନ୍ତି ପାଣୀ ଯାଇଲେ
ମା । ଅଥ ବେଳି ଦେବାରୀ ଶିଖା ଶାଠାଟ ଏହିପଣ ମୋଟିକ ଆବ
ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଏ ମା ।

এইখানে আমাদের একটি সংশ্রেণ কথাৱ উল্লেখ কৰিব। আমাদেৱ
শ্ৰেণ যেসকল শিক্ষিত লোক জনসাধাৰণকে গিখন পঠন শিখা

"The activity of the press is not confined to the production and distribution of newspapers and periodicals. It also turns out, by the million, popular books at democratic prices. This cheapening of books is one of the great facts of the age. For a penny a piece may be bought no inconsiderable number of books, and among them are included some of the most famous in the world; whilst any one who is prepared to give sixpence a copy may include in his library almost everything that is really worth reading in the English tongue, whether grave or gay, in verse or prose."

এবি ইংরেজৰের অধিকারেই কঠি বিকৃত, বিদ্যুৎ প্রক্রিয়া, ও তিউনিয়েলি কৰ হইয়া থিবা থাকা, তাহা হইলে এই লক্ষ লক্ষ "really reading" কৰে কি কিনিলো? এবং কেহ না কিনিলো সুন্দরস্বরে আপনার কেমেন? এবং মোৰ পচে দিয়ে বাহি সব সত্তা হইতেছে, এবং এবি সম্ভাৱ হওয়াৰ ফল, বিৱৰণৰ শব্দ—

"Cheap books disseminate the habit of reading, circulate the knowledge that there is pleasure to be got out of books, stimulate the desire of a wider range of study, contribute to the refinement of the race, and so affect the conditions under which books are produced and distributed!"

অতএব, সার্কুলেরেন শিক্ষা, সত্তা বহি, জাতীয় অকৃতি মার্জিত হওয়া, এই ডিনটার কিছু পৰম্পৰ সম্পর্ক আছে দেখিবেহি ! অবশ্য অনন্ধারণ্য যে সকলের দেশে বিশ্বালি পড়ে তাহা নহ। কিন্ত

ତାହାରେ ଏ ପଚା ମା, ତାହାର କାମ ଦିଲେ ସମ୍ମ, Scanty leisure, exacting labour, distressing tedium ! "To expect this crowd to devote its scanty leisure, gained after hours of exacting labour or distressing tedium, to the perusal of masterpieces is unreasonable. To hard-working men and women, and, unfortunately we must add, to hard-working children, reading can never be more than a pastime competing with many other pastimes."

অতএব বেশ সাইডে যে অঙ্গীরা একটি বেশি অবসর পাইলে, তাহাদের শ্ৰম এখনকাং যত ছাড়াও না হইলে, তাহাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িবার সম্ভাবনা। তাহারা দিন দিন বলমুক হইয়া তাহাদের

বিশ্বসমের সহয় কমাইয়া ও বেতন মাদ্যাইয়া লইতেছে। ঈশ্বর
প্রাপ্তির নিকটতর হইয়া আসিতেছে। এই সংগ্রহনার একটা পুরো
বিষয় বিরেলের লেখা হইতে পাওয়া যায়। বিলাতের মু
লকদের অধিবাস অঙ্গীরাবে চেয়ে বেশি অস তাত্ত্বিক সত্ত্ব হাত
য়। সত্ত্বার ভাস্তু কেমন উচ্চত করিয়াতে পেন:—

"It is sheer ignorance to suppose that the Act of 1870 [the Elementary Education Act,] and the splendid work of the best School Boards, although confined to what is called "Primary Education," have not had a great effect upon the intelligence of the middle classes.....no inconsiderable portion of this class.....have gone steadily on their way.

reading good books, attending lectures, making notes, curing their defects, enlarging their horizons, and purifying their tastes, until, far short as they still may be of perfection, they can hardly be said to be far behind their critics,..... In proof of this improvement we can appeal to the private libraries of the land. In the 'forties and 'fifties of the last century the books in so many middle-class homes were a doleful crew,..... Now the blessed change ! In countless households scattered up and down the country intelligent students are to be found of Chaucer, of Spenser, of Shakespeare, Modern editions of Bacon's Essays, the *Anatomy of*

melancholy, of Montaigne's *Essays*, of Jeremy Taylor's masterpieces, of Milton's prose, are as plentiful as blackberries in September The Waverley Novels take the field almost every year in some fresh guise Charles Lamb is among the lares and penates of Great Britain; Hazlitt has come to life again; . . . England is now full of good editions of old books, and the demand for them increases."

কষ্টিপাথর

চাকা বিভিন্ন ও সম্প্রসারণ (জ্ঞান)।

ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭାଭାବ ପ୍ରାଚୀନତା—ଶ୍ରୀ ବିଜ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜ୍ଜମଦାର

conditions of modern literature, we may congratulate ourselves that wherever we look we see all the symptoms of life and activity in a people striving to get quit of the clogs of ignorance and to enter upon the glorious inheritance that belongs by right to every cultivated intelligence."

সার্বিকনীম লিপা সম্মতে খণিনবাদু
চৈত্যনামের ব্যবস্থনে “ব্রহ্ম-
পুরি মোগান্ধী মন বিশ্বা
স একটি অস্ত লিপিবিশে। তাহা
কে আবশ্যিক কথা আবশ্যিক কথা
আবশ্যিক কথা আবশ্যিক কথা।”
এই প্রবন্ধের মুখ্য বক্তা এই
সহজেই হইয়া দার্শন করেন।

ଯେ ନାମକୁରେ ହେଉଥିବାକୁ ବିଲକ୍ଷେ ରୋତ କରିଯା ତାହାର ନୟଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଆଜିର ଦୟା ମାଟେ ।

• [View Details](#)

"The activity of the press is not confined to the production and distribution of newspapers and periodicals. It also turns out, by the million, popular books at democratic prices. This cheapening of books is one of the great facts of the age. For a penny a piece may be bought no inconsiderable number of books, and among them are included some of the most famous in the world; whilst any one who is prepared to give sixpence a copy may include in his library almost everything that is really worth reading in the English tongue, whether grave or gay, in verse or prose."

यह इंग्रेजोंने अधिकाखेन्हरै प्रचलित, विद्यार्थि मिलामान, ओ चिष्ठापत्ति कम हड्डिया पिंडा थाके, ताहा हड्डिए ऐसे लक्ष लक्ष "really worth reading" वहि के किनितोहे? एवं केह ना किनिले

"Cheap books disseminate the habit of reading, circulate the knowledge that there is pleasure to be had not out of books, stimulate the desire of a wider range of knowledge, and bring the best literature within the reach of the poorest people."

got out of books, stimulate the desire of a wider range of study, contribute to the refinement of the race, and so affect the conditions under which books are produced good books, and the demand for them increases."

অতএব, সার্বিজেন শিক্ষা বিতরণ স্বরূপ (i) শিক্ষাত্মক সাহিত্যের অধিক কাল এবং প্রাণী সামিত দেয় আবে। কেবল অন-

ক্ষমতা সুরক্ষিত করে দেওয়া হবে। এখন সার্ভিসের শিক্ষা বিতরণ সময়ে (১) প্রিয়া সাহেবের অবস্থার দেখে কোর্ট প্রতিক্রিয়া দে আপনি

କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଦେଖିଲୁ ନେବା ସହିତ କାହା ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ । କିମ୍ବା
ତାହାରୀ ଏ ଗୋଟିଏ ତାହାରେ କାହାର ବିଜ୍ଞାନ ବିଦେଶ, Scanty leisure,
exacting labour, distressing tedium ! "To expect this crowd to devote its scanty leisure, gained after
hours of exacting labour or distressing tedium, to the
perusal of masterpieces is unreasonable. To hard-
working men and women, and, unfortunately we
must add, to hard-working children, reading can
never be more than a pastime competing with many
other pastimes."

অভিযোগ দেখা হাইকোর্টে করে আবেদনীয়া এবং দেখে অবসর পাইলে, তারিখের সম্ম এক্ষেত্রে যদি হাজারণ না হইলে, তাহারের দ্বারা পরিচালিত সরকারের...। তারারা দিন দশক ধরে তারারের

୪୬ ମଂଥ୍ୟ ।

କଟିପାଥର

conditions of modern literature, we may congratulate ourselves that wherever we look we see all the symptoms of life and activity in a people striving to get quit of the clogs of ignorance and to enter upon the glorious inheritance that belongs by right to every cultivated intelligence."

ପୃତଙ୍କ ଦେଖି ହୀନିରୁହେ ଯେ ଇଂରେଜୀ ମାହିତି ଓ ଇଂରେଜରେ ବିଭାଗୀ-
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସରେ ହେ ଥିଲୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ଵାସରେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଳେ ବେଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ । ମାର୍କେଟରେ ବିଭାଗୀ-
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ବିଭାଗୀ-
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କରିବା କାହାର ଉଚିତ ନାହିଁ ଏବେ ଆଶ୍ରିତ
କାହାର ମାନା ଦେଖିବା ନାହିଁ ।

সার্বিক পরিষেবা সময়ে একটি অন্যত্ব দেখা যাবে। সামাজিক পরিষেবার বৃদ্ধির পথে আরও উচ্চ হতে পারে।

সম্পর্কে ব্রহ্মবৈদ্যন্থ ও শিক্ষাবিদীর বাহ্যিক ভার] যথেষ্ট একটি কর্তৃতও পারেন, সত্তা। কিংবা এই কলেজ যাহা কেবল হাঁচিয়ে আসিতে আপনি অনিয়ন্ত্রিত হয় না। সিদ্ধিগুপ্তের অভিযন্ত্রে নথ-অন্তর্বর্তের মাধ্যমের বেশ পূর্ণ কর্তৃত পাণ্ডোগ পিণ্ডাশ্রম, দ্রুত

ମୁଣାତିକା ପରିବହନ କରିବା ହାନି ନାହିଁ । ତାଙ୍କା ସାମାଜିକରୁ ଏଥିରେ କାମିକାଣ୍ଡରୁ କରିବାକୁ ମୁହଁ ମାତ୍ର । ତିନି ଲିଲାପୁରୀ କେବଳ କେବଳ ଲେଖନ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିବା ଚିତ୍ରାବ୍ଦୀ ଟୋଟେ ଯେ ପରିଵାରିକ ସବୁନ ଶିଖିଲ ହୋଇଅଛି । ଆତିଥେରିମେ ଏହି ଆତିଥେରିକା ଏବଂ ଡିଜେନ୍ରିକ ପରିତ୍ୟାକାରୀ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର । ତିନି ଲିଲାପୁରୀ କେବଳ କେବଳ ଲେଖନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିବା ଚିତ୍ରାବ୍ଦୀ ଟୋଟେ ଯେ ପରିଵାରିକ ସବୁନ ଶିଖିଲ ହୋଇଅଛି ।

କଥା ଲାଗିଥାଏହୁ, ମେ କୁଳ ଆଟାନ୍ତର୍ ପରାବରତାଙ୍କର ଅଶ୍ଵାର
ପରିତ ସହିତ ମହ ପାଇବେ । ଏହି ଉତ୍ତିତ ଦେଖି ବିଲାତେ ବୁ ହିତିହେ ।
ବୁକିତ ପାଞ୍ଚ ଧାର ନ ଥେ, ଦେବମରଜ ଦେଖି ବା ଆଶ୍ରମ ଭାରତରେରେ
ବରିଷ୍ଠ ପାତ୍ର କୌଣସି ଦେଖି ବିର କିମ୍ବାର କାନ୍ଦିନି । ଆଟାନ୍ତର୍
କାନ୍ଦିନି ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକ ତିନି ପାତ୍ରଙ୍କାରୀ ମେତେ ପାରିବାରି

অঙ্গ কেন বেশ হাইতে আসিলে রা তত্ত্ব অঙ্গ কেন বিলো প্রতিক্রিয়া
ঘটলো ধটিলো সর্ববৰ্তী সেক্ষণক কথা জাতি প্রতিক্রিয়া করিব
হয়। ভারতের আর্যদেব অঙ্গ দেশে হাইতে আসিলে এই

* এই কাণ্ডামানা পুনৰ্বিবে গতদিনে ফাল্পি হয় মাঝি।

একবা যৈদিক নথি পুরাণাবেও ঐতিহ্য (tradition) অন্ত রচিত হয় নাই। আবেদিকার ইতিসূ হত্তিক বস্ত্রযাতি সমৰ্পণ করিয়া লিপিবিদ্যার্থে, যে, দেবমুগ্ধলির স্থবরে তোমোগুলি বিচার করিতে পেরে দেবিতে পাঞ্জাব যাও যে, আবিকাশ সমৰ্পণ প্রশংস হইতে বহুবৃ পূর্ণপ্রাণেশ রচিত হইয়াছিল।

কষ্টিপাথর

ঢাকা বিভিন্ন ও সশ্চিলন (জোষ্ট)।

ଆର୍ଯ୍ୟ ମଭାତାର ପ୍ରାଚୀନତା—ଶ୍ରୀବିଜ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମାହମହାର

[View all posts by **John**](#) [View all posts in **Uncategorized**](#)

ମୁଁ ଆଜିଲାନ କରିଛି ଯଥାରେ ମରିଯାଇ ଆସିବ ତୁମ ।
ଏହାକିମ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଯଥାରେ ଆମ ମରିଯାଇ ତାହା
ହେଉଛି । ଏ ପ୍ରଥମର କୋଣେ ମୁଁ ମୁଁ ନାହିଁ, ତାହା ଧୂପିଲା ନାହିଁ ।
ଯଥା ତାମର ମରିଯାଇ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ମରିଯାଇ କରିବାକି
ପାଇଁ ଯଥାରେ ହୁଏଇଲା ନାହିଁ । ଯଥା ମରିଯାଇ କରିବାକି ପାଇଁ କର ଏହି ଅକ୍ଷର
ଟାଙ୍କି ଜାଣି ହୃଦୟର ମଧ୍ୟେ ଏକ ରାଜିଗାନ ଆସିବ ଥାରେ ମଧ୍ୟ
ଟାଙ୍କିରେ ଏହି ମେଲ୍ ଯୁଗରେ ଆମିରିକା ଅଧିକ ଶାରିତ ଅଧିକ ହେଲା
ପାଇଁ । ବେଳେ କିମ୍ବା ପାଇଁ ହେଲିଥିଲେ । ଏ ମେଲ୍ ଆମର ଆଧୀକ୍ଷାନାମର
ଏହାମେରିକା ପାଇଁ ଏହାମେରିକା ମହିନେ ପାଇଁ ହେଲିଥିଲେ ତାହା
ବେଳେ । ଆମର ପକ୍ଷ ଏହି ବେଳେ ଉପରେ ଯାଇବା । ତାହାରେ ତୁମ
ଏ ପିଲାକାରି କରିବାକି ପାଇଁ ଏହି ମେଲ୍ ହେଲିଥିଲେ ।

ବେଳାରୁ କହୁଣ୍ଡା ଗାନ୍ଧି ସାହୀ ଅନ୍ତର୍ମାନ ଆସାନ୍ତ କରେ କଥନ୍ତି
ପରିଚ୍ଛା ତାହାରେ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

ଆମେରୁ ଏହି ଦେଇସି ଦିଲ୍ଲିଆ ଅମ୍ବଲାନ ଇହାକେ ଦେବନୋଟିହେ
ଯାଇଲୁ ପରିବାର ଓ ପରିଜୀବିତେ ମହିଳାକୁ ଆସାନ୍ତ ଓ ଅବିହାବେଳେ

ବୋଲାଇ ମହା—ଆରାଜୁନାଥ ଠକ୍କର ।

२८५]

କଷ୍ଟପାଥର

তাঁর আমাদের পাই তাঁর লালিম খোল নেক্সিম কল শব্দ রন্ধনে
করিবাই। করিবাই হচ্ছে আমার পাই যে নিম্ন পরিষেবা। এখনও অবধি অসমুদ্র
সমুদ্রের ডাক কেবল আমার করিবাই। সমুদ্রে
কাজে কাজে ইহারে কাজ এবং সমুদ্রে কোমে কোমে ইহারে
কুণ্ডন। আমাদের সহজে কুণ্ডন এবং এক ইহুন কুণ্ডন আছে—
এই দৈ কুণ্ডনের ঘোর মেঝে, তাহার কচে আলাম নাই। সেই
কুণ্ডনের ডেকে কাটা কাটা করে নুড়ি, ইহাকে তে প্রাপ্তি আসিব মোৰে। কিন্তু
কুণ্ডন কো কাটাবাব নুড়ি নহ, ইহাকে তে প্রাপ্তি আসিব মোৰে। কাটাই
কুণ্ডনের খালে থেকে থেকে ইহাকে সমুদ্রের এম নিম্নে। কাটাই
কুণ্ডন ও তে দে আপনাকে আনবাবে একচুক্ক হুন নাই।

সেই দিনে যাহা সোনারা কলি পুরুষের পাতা তাহা এখনও
ব্যবহার করে আসে। মাঝেরিক কলিকাতাৰ দেশোৱে বেঁকুড়া
পুরুষের পাতা আছে। কলিকাতাৰ আদৰ মৃত্যুকে
ব্যবহার আসিবেই বেঁকুড়া পাতা। কলিকাতাৰ আদৰ মৃত্যুকে
ব্যবহার আসিবেই বেঁকুড়া পাতা।

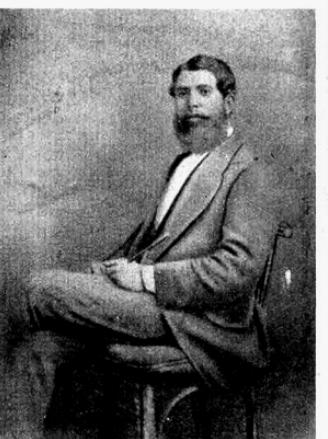
বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন জাতির অতীত পৌরব থাকিলে তাহাতে দেখন লাভের সম্ভাবনা আছে, ক্ষতির সম্ভাবনা দেখনি আছে। লাভ এই হইতে পারে যে পূর্বৰুচির প্রথম করিয়া নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে, এবং এইরূপ বিশ্বাস অধিলে সমগ্র জাতি আমরা উভয় ও শক্তিশালী হইতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা হই দিব দিয়া :—লোকে কেবল পূর্ব পৌরবের কথা প্রথম করিয়া বর্তমানে অবসর ও বিশ্বাস হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু পূর্ব পৌরবের বড়ই করিতে করিতে অস্তুষ্টারূপ ও অপরাধ হইতে পারে।

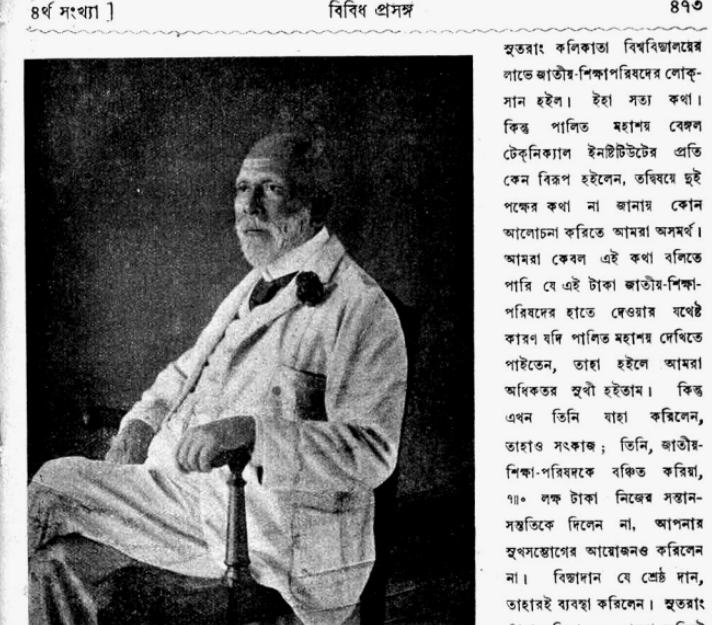
ভারতবর্ষের অতীত পৌরব আছে। আমরা তাহা হইতে লাভন্তি বা ক্ষতিগ্রস্ত হইব, তাহা সম্ভূতিপে আমদের উপর নির্ভর করিতেছে।

যদি কোন জাতির অতীত পৌরব না থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের উত্তোলিত হইতে পারে। নিজেদের অতীত পৌরবের ক্ষেত্রে নাই ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এখন অনেক বিশ্বাস অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, ঐচ্ছিকীয়ার, কবি প্রভৃতি হইতেছেন। আমদের বে-হৃদ্বৰ-অতীতকলে পৌরব তখন ইংরাজ, আঞ্চন্ত ও কোর্সোদের পূর্ব-সুযোগের অর্পণাচারী বর্ষর ছিল; আমদের মধ্যে অতীত পৌরব এই তিনি জাতির নাই ; কিন্তু ইংরাজ ও ইংরাজের বশের মার্কিনেরা এখন জানে ও বাস্তীর শক্তিতে জাগতের অগ্রণী। অপর লিঙ্ক, ইউরোপে গ্রীষ্ম ও ইটালীর লোকদের অতীত পৌরব আছে; কিন্তু তাহারা ইউরোপের অগ্রণী নহে।

সুতরাং অতীত পৌরব লইয়া বেশী মাড়াড়ার প্রয়োজন নাই। অতীতে ভাল থাকা ছিল, তাহা নিশ্চয়ই বাধা উভিত। কিন্তু অতীতে কিন্তু পৌরবের জিনিয়া থাকু বা না থাক, বর্তমান ও ভবিত্বে উজ্জ্বল করিয়ার চেষ্টা করা প্রয়োক মন্তব্যের কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্বাপন আমরা করিবেছি কিনা, প্রত্যেক দেশে উচ্চ উচ্চিৎ।



বীরুত তারকনাথ পালিত
(বর্তমান সময়ের বটটাপ্রাচি)



বীরুত তারকনাথ পালিত
(বর্তমান সময়ের বটটাপ্রাচি)

প্রাপ্ত প্রতিবাদ ইয়েগণও এখন পাগ না। পালিত মহাশ্বের বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপিত হইলে এই অভিযান ক্ষিতিপরিমাণে দূর হইবে। কেবল ভারতবাসীরা এই কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিবে, এই নিয়ম করায় কলেজের কাছ উস্মানের সহিত চলিয়ে, এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের ক্ষতিপূর্ণ দেশগুলিয়ার একটি কর্মসূচক প্রস্তুত হইবে।

পালিত মহাশ্ব এই দান করিয়া দেশের মধ্য উপকার করিস্কেনে। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষাকলাভের স্থানে পাখোদের কথা, অনেক ছাত্র বি-এস্সি. ও এম-এস্সি.

বিবিধ প্রসঙ্গ

সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভে ভারতীয়-শিক্ষাপরিষদের দোকান সামন হইল। ইহা সত্ত কথা। কিন্তু পালিত মহাশ্ব বেশেল টেক্সনিক্যাল ইনসিটিউটের প্রতি দেশ বিপণ হইলেন, তরিয়ে ছই পক্ষের কথা না আমার কেবল আলোচনা করিতে আমরা অসম্ভৰ্ত। আমরা কেবল এই কথা বলিতে পারি যে এই টাকা ভারতীয়-শিক্ষা-পরিষদের হাতে দেওয়ার ঘৰ্থে কাবল যদি পালিত মহাশ্বের দেবিতে পাঠিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিকতর সুবী হইতাম। কিন্তু এখন তিনি যাহা করিস্কেন, তাহাও সংক্ষার ; তিনি, ভারতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে বক্তৃত করিয়া, ৭০ লক্ষ টাকা নিজের সহান-সম্ভতিকে দিলেন না, আপনার স্থানস্থানের আকোননও করিস্কেন। বিজ্ঞান দে স্টেট দান, তাহারই ব্যবস্থা করিস্কেন। সুতরাং টাকার নিকা ক আমরা করিবই না, বরং এই কথাই বলিব যে সকল ধর্মী তাহার দ্বৰু স্থৰের অঙ্গ-

সরণ করিলে দেশের গ্রাহক উপকার হইবে। তাহার দান বিশ্বভাবে প্রয়োর্পী এই কথায়, যে,— তিনি দোপোজ্জিত ধন দান করিস্কেন, উত্তোলিকারহৰে প্রাপ্ত ধন নহে ; তাহার সম্পত্তি সামাজিক অশ্বেজ ধন করেন নাই, থুবু দেনি অশ্ব, সম্বত : অবিকংশই ধন করিবাছেন, এবং পরে অবশিষ্ট অশ্বও করিবার সম্ভাবন আছে ; তিনি নিঃস্তান নহেন, যে, টাকাটা কে থাইবে, ভারতীয় দান করিয়া ফেলিস্কেন ; এবং তিনি বাচিয়া থাকিতেই ধন করিস্কেন। সুতরাং পর মাঝেবের পার্থিব সম্পদে কোন প্রয়োজন নাই ; সুতরাং : সুবীর গৱে যে

ଦାନ ସିକ୍ତ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଗ୍ରେ ଦାନ ତମପେକ୍ଷା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ।

অমীরাদের ও বিহুবলের মধ্যে পালিত মহাশয়ের অপেক্ষা ধনী অনেকে ত আছেনই, তাহার সমব্যক্তিযী ব্যাকরিওর উক্তগুলোর মধ্যেও আছেন। শুভরাং দশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করা হচ্ছাশ নহে। আইনব্যবস্থায় পরিষ্কার করিব টাকা বোকাগার করেন বটে; কিন্তু বাহাদুর টাকার তাহার বড় মাঝে, সেই বদেশবাসীদের দেবার জন্য তাহাদের মধ্যে পূর্ব অঞ্চলেকেই অর্থ ব্যাপ করেন। ধনীদের মধ্যে পরামৰ্শ পর্যবেক্ষণ, তিনি করেন, তিনি প্রশঁসে; যিনি তাহা ন করেন, তিনি বিদ্যুত্বাণ্ড সম্মানের দেশে নহেন। একপ গোকুলের দেশের নেতৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে অবিভাব নাই।

କୋନ କୋନ ଅଭିନାଦରେ ଦାରୀ ବର ଦେଖିଲେ ଉପକାର ହିଲୁଛାଏ; କିନ୍ତୁ ଅଭିନାଦର-ଶଳାଦରେ ଦାରୀ ବରରେ କଣ୍ଠ ଦିଲି ଦିଲେ କିଛି ତାଙ୍କ ଏ ପରିଷ୍ଠ ହର ନାହିଁ । ତୋହାରେ ଅଭିନାଦର ଯାଇଁ ଥିଲା ତୋହାର ସାରକ କରିଲେ ପାଇନେ, ତାହା ହିଲେ ପାଇଲେ ଆମାର ଦିଲି ଦିଲି ।

ପ୍ରକାଶନର ତିରୁମୂଳର ବ୍ୟାଦେବର ଅଧିକାରମେ ଏହି କଥି ପ୍ରାଚୀରେ ଡଙ୍ଗୁ ହୁଏଇଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଧି ଯେ
ପ୍ରାଚୀରେ ଆକାଶକଳ ପରମା ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ମେହି ହୁଏଇ
କରିବାରୁ ହେଉ ତୋହାରେ ଅଧିକାରକେ ମାସ୍ତୁ ହିତେ ମେହି ମାନ୍ତରୀ
ଦାଳାଇଛି । ମୁଣ୍ଡିଲ ବିଲାଷ ହିତେ ଅଧିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର
ଦାଳାଇଛି ।

୪୮ ସଂଖ୍ୟା]

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রস্তুত পার্শ্বটি এখনেই নিশ্চিত হইলে। সময়ের
আমদানির ১৫,০০০ টাকা বায় হইলে। তামাদো সাড়ে সাত
জাহার টাকা আছে। বাকী সংগ্রহ করিব হইলে।
সময়ে কিছু কিছু দিয়ে অন্যান্যেই এই টাকা উত্তোলন
যাইবে। ১০ম প্রিলিউ টাকা, কলিকাতা, এই টিকামার
মানদণ্ডে বায় ভূম্যোক্তি বহু দরকারের নামে, “রিপনচুরির
জন্ম” বিবরিত, টাকা পাঠাইতে হইলে।

ବିପନ୍ନ ସହରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନିତ ହିଁଥାଏ, କାମ ଉଲିମର୍ମ ଓ ହେବାରମ୍ ତାହାର ଯେ ଫେଟିଆକ ହୃଦୟରେ ଗୁଣ୍ୱକ ପାଇୟାଇଲେ ତାହାର ଏଥାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି।

এইসকল করণে আমরা এইসপ বিভাগ, বন্দে বা অঙ্গ যোগেই ঘূর্ণ, অন্তর্কর বলিয়া মনে করি।

[View Details](#) [Edit](#) [Delete](#)

কোশানোর আমলে ইংজেলিশত ভাবত বট বড় ছিল, এখন উভা তার দেয়ে অধিকন্তে নোকসবাগু অনেক বড় হইয়েছে। অতএব একমন বড় লাটে তথন ও টলিঙ্গ প্রতিক্রিয়া, কেবল অধিকন্তে কর্ষটো বাধিয়াছে। তেমনি বৈমনসিংহের লোকসৎস্থা বুলি পৰিচয় করিবে, ত অধিকন্তে কর্ষটো বাধিয়েলৈ লৈ। অনবৎ হৃষি বেলা কৃষ্ণের ছন্দে মারিষ্টেডে, ছন্দে বেলা রজ, এবং তাস্তুরে প্রত্যেকের কর্ষটোর কর্ষটো, হীভাস্তু পথে খুব অধ বাধ করিবার কেনেই প্রয়াসীন নাই। জেলা পর্যবেক্ষণ কর্তৃত এগুল বিভাগ দুর্বলৰ নাই। কাবণ এখন, কেবল প্রাণের প্রত্যেক সাহসে স্বপ্ন ও জলপথ যত্ন-পর্যবেক্ষণ পথ সম্বল ও কৃষ্ণের পথে পৰিবেক্ষণ করিবে।

“ମହାନ୍ତର ଯେବେ ସବୁକିଳି ଆଛେ, ତେବେନ ସ୍ଥାନୀୟତି, ସବଗ୍ରହାତ୍ମିତି, ସବଜୀଳାତ୍ମିତି ଆଛେ । ଏହି ତ୍ରୀତି

which had collected and were accompanying the search party, were requisitioned to go and bring daos and assist in opening the boxes which contained the zemindary papers. That the search was conducted with unnecessary damage to the property of the plaintiff cannot, to my mind, be doubted for an instant. The papers out of various boxes in the cutcherry were strewn haphazard on the floor of the cutcherry. Mr. Horniman, of the 'Statesmen' newspaper, who was accompanied by Mr. Newman, of the 'Englishman' newspaper, who had been specially delegated to proceed to Jamalpur and report on the state of the disturbances there, has graphically described the condition of affairs as he found them at the plaintiff's cutcherry on 1st May. I am satisfied on the evidence that the state of affairs at the plaintiff's cutcherry on May 1st was the same as it had been left on the conclusion of the search."

আবাস প্রতি কোলিলের রায় আজোগাপ্ত পরিষ্কাৰ দেখিলাম। তাহার কথাপত ঘটনার এই প্রিয়তর কোন অভিযোগ নাই। বাবে লোকের ধৰা ধৰা ও কঢ়াপত্র দে লঙ্ঘণ কৰা হয় নাই, একথা প্রতি কোলিল বলিলে পাঠেন নাই। স্বতৎও আবাসের ধৰণা বেজেছিল এই যে কৃত হইয়াছিল, ক্রিটিং মার্শালের সর্বোচ্চ পিচার্জারে তিনি তাহার কেন প্রতিক্রিয়া পাঠানে নাই। ধৰ্মজ্ঞানী কৰাইবার অধিকার ক্লাব সভায়ের খালিকে, এইকল তাবে ধৰ্মজ্ঞানী কৰাইবার অধিকার তাহার ছিল না। স্বতৎও প্রতি কোলিল দে বলিয়েনে যে কোক মাহে "seems to have acted properly with courage and good sense, and strictly in accordance with the powers committed to him", এই প্ৰশংসন তাহার প্রাপ্ত নহে।

প্রতি কোলিলের রায়ট পঞ্জিলেই বুঝ যায় যে তত্ত্ব অন্বেষণ আবাস আকৰ্ষণের রায় ছিল তাঙ কৰিয়া পড়েন নাই, তাহার এই যোগ ছিলেন। কাৰণ, তাহারা দলিলেতে:

"It was tried by Mr. Justice Fletcher. He found in favour of the plaintiff and gave a decree of Rs. 500, but without costs. Costs were not awarded to the successful plaintiff on account of the charge of personal misconduct, which his Lordship found to be unfounded and grossly improper."

প্রতি কোলিলের বলিতেছেন যে অৰ ফেচার অবেজ্ব-শাকুকে বিনা পৰচায় ৫০০ টাকার ডিনী দিয়াছিলেন।

প্রতি হইলেন। ফেচার সাহেবের রায় হইতে নিম্নে উক্ত অংশই তাহার অমুগ্ন :—

"Having given the matter the best consideration that I can, I think the justice of the case would be met if I order the defendant to pay to the plaintiff Rs. 500 as damages.

"The defendant must also pay to the plaintiff his cost of this suit on scale No. 2."

সামাজিক বিষয়ে যে-জৰুৰী এমন একটা মুগ কৰিতে পৰেন, তাহারে বিচার যে অচান্ত হইয়াছে হইবে, ইহা স্থৰে মুগ কৰিবে না। ফেচার সাহেব কার্কৈর আচৰণ স্থৰে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

But while this goes to establish the defendant's "bona fide," it does not release him from the obligation the law casts upon him as being in supreme control of the search party from seeing that the search was conducted in a proper and reasonable manner."

ইহার মধ্যে "grossly improper" এর মত একটা কথা মান্যের কোন ক্রিটিংত আবাস দেখিতে পাইলাম না। প্রতি কোলিল আৰও বলিয়াছেন—"The actual search within the building was made by the police." ইহা সত্য কিন্তু অংশিক সত্যতা; কাৰণ ধৰ্মজ্ঞানীত যোগ বিদ্যা তাহারে কেন অভিযোগ অনিকারণ ছিলনা, একপ ধৰ্মজ্ঞান অনুষ্ঠান লোকোৱাও ইহাতে বোগ দিয়াছিল। আৰ বেঁচি কিছু আবাস বলিয়া না। ইংৰাজি-ভাষা পাঠকেৰা প্রতি কোলিলের প্রায়টী সম্মত পড়িয়েই সব কথা বুঝিতে পৰিবেশন। বায়ুপৰ স্থা নয়। কিন্তু উচ্চতে এমন অনেক গৱণ কৰা আছে, যাৰ মধ্যে ভিত্তি কুঁচিয়া পাওয়া যাব না।

কৰ্ম উত্তিশাচ, যে, কোক মাহেকে গৱণমেটে কিছু ক্ষতিপূৰণে টাকা দিবেন। ইহার মত অসমত অৱাস আৰ আৰ আবেজে পাবে না। ক্ষতিপূৰণটা কিমেৰ? গৱণমেটে তাহার মোকদ্দমাৰ সম্মত ধৰণ বিবাহেন। তাহার ক্ষতিটা কি হইয়াছে? মোকদ্দমাৰ নিৰ্দিষ্ট হইলেই যদি ক্ষতিপূৰণ পাওয়া যাব তাহা হইলে গত ৫। ৭ বৎসৰে কৰ কে যে বাবেতিক মোকদ্দমাৰ ছয় মাস, এক বৎসৰ বা ততোক্তিক কাল হাজৰতে ও জেলে পচিয়া, শেষে সম্পূৰ্ণ ধৰণ নিৰ্দিষ্ট প্ৰাপ্তি হইল, তাৰিখিকে সৰ্বাগোহীন কৰে নোট কৰ্তৃপক্ষ দেওয়া হব না?

সম্পত্তি ইংলণ্ডে, আইনেন্টে ও আমেরিকায় অনেক-গুলি ভাৰতীয় ছাত্রের কৃতিত্বের সংবলে পাওয়া গিয়াছে। আবাস কথকে অনেক নাম উল্লেখ কৰিতেছি।

এম, জি, রামসুৰ্জি এবং তৃপতিমোহন সেন কেবিৰেজ ব্যালোৰ হইয়াছেন। কেবিৰেজ গুণিত পৰীক্ষাৰ (বি-অৱ) প্ৰথম অংশে এইচ, বি, শিৰদামানি প্ৰথমশ্ৰেণীতে উত্তোল হইয়াছে; অবিন পৰীক্ষাৰ অক্ষয়ীয় এম, জি, রাম প্ৰথম শ্ৰেণীতে উত্তোল হইয়াছেন; ইতিহাসের পৰীক্ষাৰ এম, বি, দৈশ প্ৰথম বিকাশে উত্তোল হইয়াছেন; পদ্মৰ্থবিজ্ঞানে এম, শী, দেশন প্ৰথম শ্ৰেণীতে উত্তোল হইয়াছেন।

প্ৰজাৰে ইন্দ্ৰাবত্তোল গী ১৯০৯ হইতে আৰম্ভ কৰিয়া উত্পন্নপৰি কেবিৰেজের বি-এ, পৰীক্ষায় চারি বিষয়ে সম্মানেৰ সহিত উত্তোল হইয়াছেন; যথা—১৯০৯, গুণিত, এম শ্ৰেণী; ১৯১০, আচৰণৰা, ১ম শ্ৰেণী, ও পদ্মৰ্থবিজ্ঞান, ভূতীয় শ্ৰেণী; এবং ১৯১১, পৰীক্ষান, ২য় শ্ৰেণী। এজন কৃতিত্ব কোন ভাৰতীয় বা অভাবেন্তৰীয় ছাত্র এ পৰ্যাপ্ত দেখাইতে পাৰে নাই।

বাবিৰেজ হইয়াৰ অজ্ঞ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ১৯১ অন ইংলেজ, উত্পন্নবিশিষ্ট, চৌক ও ভাৰতীয় পৰীক্ষার্থীৰ মধ্যে একজন ভাৰতীয় ছাত্র অধিকাৰ কৰিয়াছেন। ইহার নাম কে, এম, বেড়ডি। ইনি মাঝোৱা প্ৰেসিডেন্সীৰ



কে, বৰুৱা বেড়ডি।

কেবিৰেজ মধ্যে দীক্ষাদিগকে বি, পি, ডাকে আবাসী পাঠান হইয়াছেন, তাহাদেৱ মধ্যে কৰকে শত গ্ৰাহকে

বৈশাখৰ মাসে দীক্ষাদিগকে বি, পি, ডাকে আবাসী পাঠান হইয়াছেন, তাহাদেৱ মধ্যে কৰকে শত গ্ৰাহকে

টাকার সদে ডাকবর তাহারের নাম ও টিকানা আমা-
নিগুল একল অল্প ও অস্পষ্টভাবে বিবাহিণে, যে,
আমরা প্রথমে টাকা জমা করিতে ও বৈচিত্র
আবার সম্মত তাহারিগুকে পাঠাইতে পারি নাই; কারণ
অগ্রগ্রহের অভিযোগ পাইতে পাইতে জুশ: তাহারের
টাকা জমা করিয়া কাগজ পাঠাইয়েছি। এই কারণে
এখনও অনেকে টাকা জমা হয় নাই।

তবিন অনেক মেধান হইতে টাকা বিয়া ভি, পি,
বিষাহেন, আমরা সেই টিকানা ডাকবর হইতে পাওয়ায়
দেখানেই পরবর্তী সম্মত পাঠাইয়েছি। অথবা কেন দেখন
গাহাচ মেধান হইতে চলিয়া বিয়াহেন, কিন্তু আমরা সে-
বর পাই নাই। এইজন কারণে অনেক ব্যাসময়ে
কাগজ পাই নাই।

অতি বড়সই এইজন বিশুলু ঘটে। তজন্ত
কার্যালয়িক ব্যবস: অনেকে চিঠির উত্তরও পাই না।
ইহা চূঁহের বিষয়।

চিত্র-পরিচয়

বিদ্যামিতি।

মুখ্যত রঙিন চিত্রখনিন পরিবন্ধনার বিষয় বিখ্যাত;
এক সময় পুরিমিতে অভ্যন্তর খালাতার ও ছার্টিঙ্গ হইয়াছিল;
বিখ্যাতি হয় দিন অনাহারের পর একবিন একটি পুরাণ
প্রাপ্ত হন; সেই কুলটি আগের করিয়া কৃষ্ণ নিরুত্তি করিয়েন
হনে করিতেই তাহার মনে পৌজা দেল দে মুখ্যীন
অসংখ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুর পথে পতিত হইতেছে।
এই পদ্মমূল্য এককী আহার করা তাহার পক্ষে নিতান্ত
স্বার্থের অদৰ্থ কার্য হইবে। বিখ্যাতের ধৰ্মই পদ্মপে

বিকলিত হইয়া বিখ্যাতের পৌরো করিয়াছিলেন। এই
ভিত্তে বিখ্যাতের চিত্রাল্প দ্বিদ্বাৰা ভাবতি দেশ হৃতিবাচে।
কিন্তু বিখ্যাতের আকার বৌজ ভিজুৰ হাত কলন
করা যুক্ত্যুক্ত হয় নাই। তবু শিক্ষীৰ শিরসামান্য
মাটক হইবে তাহার আভাস এই তিনে হৃষ্পষ্ট অহুভূত
করা যাব।

কাবুলিওয়ালা।

সাহিত্যাস্বাট শীঘ্ৰ বৰীজনাথের “কাবুলিওয়ালা”
নামক চৰকাৰৰ গৱাটি অবস্থানে এই চিত্রখনি অভিত।
কাবুলিওঁগাল বিগত মুক্তি মধ্যে শিশুবলন্ত প্ৰহৃষ্ট সৱল
ভাৰতীয় চিত্ৰের কেৰলগত ভাব। দেওয়া দিয়া, ‘ইঁধি’ ভুক্ত
হুলি আৰ ‘খুতো’কে মাৰিবাব গৱে কৰিয়া ‘বেণী’
মিনিৰ সহিত কাবুলিওয়ালা ভাব কৰিতেছে—সেই অ-
হৃষ্টি চিত্ৰে অভিত হইয়াছে।

‘টানে রাষ্ট্ৰবিপ্ৰ’ অবকে পৰিজন পৰিবৰ্তনেৰ মে
চাৰটি চিৰ দেওয়া হইয়াছে তাহা অবকলেখক ডাকাত
ৰামলাল সৱকাৰেৰই বিভিন্ন পৰিজনেৰ সজিত প্ৰতিক্রিঃ।

টানেৰ রাষ্ট্ৰবিপ্ৰেৰ অধান দেনাগতিৰ মে হৈন হৈ।
টানেৰ বিশেষ কমনামেৰ পাঢ়াৰে ছিল গৃহীতে বিশে
কমনামেৰ মি: মোৰেৰে চিৰ গৃহীতে হইয়াছে। ইনি গত
বৎসৰ টেক্ৰিয়ে হইতে এসিয়া ভদ্ৰ কৰিয়া ইংলণ্ডে গৱম
কৰিয়াছেন, এবং তথাকাৰ এসিয়াটিক জিঞ্চাফিকাল
সোসাইটিে টানে দেশ মথকে বৃক্ষতা কৰিয়াছেন।
সমাটি পৰম জৰুৰীক ফলিয়েক উপলক্ষে সি-আই-ই উপাৰি
লাভ কৰিয়াছেন।



কালীয়দেমন।

মোলারাম কৰ্তৃক অভিত মূল চিৰ হইতে।

ପ୍ରକାଶୀ

“ସତ୍ୟମୁ ଶିବମୁ ସୁନ୍ଦରମୁ ।”

“ନାୟମାଙ୍ଗ୍ଳା ବଲହିନେନ ଲଭାଃ ।”

୧୨୩ ଭାଗ
୧ମ ଖଣ୍ଡ

ଭାଦ୍ର, ୧୩୧୯

୫୯ ସଂଖ୍ୟା

ଲଙ୍ଘନେ

ସୁନ୍ଦରେ ପାଳା ଶୈସ ହିଏ । ଶୈସ ଛଇ ଦିନ ପ୍ରେଲ ବେଗେ
ବାତାମ ଉଠିଲ ; ତାହାତେ ସୁନ୍ଦରେ ଆଲୋଚନେର ସମ-
ତାମ ଆମୋଦର ଆଭାସିରକ ଆଲୋଚନ ଚଲିଲ ଲାଗିଲ ।
ଆମି ଭାବିମା ଦେଖିଲାମ ହିଥାମେ ସୁନ୍ଦର ଅପରାଧ ନାହିଁ,
କଷଣନେଇ ଦୋଷ । ସେବିନ ପୌଛିବାର କଥା ଛିଲ ତାହାର
ହିଁ ଦିନ ପରେ ପୌଛିଗାଇ । ବରନ୍ଦରେ ନିରକ୍ଷିତ ଏହି
ହରିଲାୟକରନ ଯାତ୍ରାଟିର ଜଞ୍ଜ ଟିକିମତ ହିସାବ କରିବା କଢ଼
ବାତାଦେର ସ୍ଵର୍ଗାଶୀଳନ—କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ଵତେ
ହିସାବ ଟିକ ରହିଲ ନା ।

ମାନେଲ୍ପଦ ହିତେ ଏକ ଘୋଡ଼ ପାରିଲେ “ଆମିହା ଏକ
ଦିନେର ମତ ହିଥା ଛାଡ଼ିଲାମ । ଶ୍ରୀର ହିତେ ସୁନ୍ଦରେ ନିମକ
ମାନ କରିଯା ଦେଖିଲା ଡାତେ ଆୟୁରମର୍ତ୍ତି କରିଲାମ ।
ଆମାହରେମ ପର ଏକଟା ମୋଟର ଗାଡ଼ିଟି ପାରିଲେବ
ବାଜାପ୍ରାୟ ରାତରର ଛାତ କରିଯା ଘୁବିଯା ଆମିଲାମ ।

ବାହିର ହିତେ ଦେଖିଲେ ମନେ ଯହ ପାରିଲ ମମଙ୍କ ଘେରିପେର
ଖେଳାଧର । ଏଥାନେ ବରଶାଲାର ପ୍ରାଣି ଆଶ ଦେବିନା ।
ତାରିଲିକେ ଆମୋଦ ଆହାରରେ ବରିବାର ଆପୋଜିନ । ମାହୁରକେ
ଖୁଲି କରିବାର ଜଞ୍ଜ ଶୁଦ୍ଧିରେ ପାରିବ ନଗରୀର କଟିଇ
ମାରିବାକୁ ! ଏହି କଗାଇ କେବଳ ମନେ ଯହ ମାହୁରକେ ଖୁଲି
କାଟା ମହିନେ ମାରିବାର କୋମେ ଚଢ଼ି ନାହିଁ ।

ସଥନ ପୃଥିବୀରେ ରାଜାଦେର ଏକାଧିପତ୍ରୋର ଦିନ ଛିଲ

ତଥନ ପ୍ରମୋଦେର ଛାତ୍ର ଛିଲ କେବଳ ରାଜାରେ ଥରେ ।
ଏହି ମମଙ୍କ ମାହୁରେ ବିଲାସ-
ଭେଦନ୍ତ କି ପ୍ରକାଶ ବାପାର । ଇହାର ଜଞ୍ଜ କଢ଼ ଦାନ
ସେ ଅହୋରାତ ପାଟିଗା ମରିତେବେ ତାହାର ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ ।
ଇହାର ଜଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟାମ କଢ଼ ଜାହାଙ୍ଗ, କଢ଼ ବେଲଗାଡ଼ ବୋକାଇ
କରିବା ପୃଥିବୀର କଣ ଉର୍ଗମ ଦେଖ ହିତେ ଉପକରଣ ଆମି-
ତେବେ ତାହାର ଟିକନା କେ ରାଖେ ।

ଏହି ମାହୁର ରାଜାର ଆମୋଦ ଏହି ପ୍ରକାଶ ଏହି ବିଚିତ୍ର
ହିତା ଉଠିପାଇଁ ଯେ, ଇହାକେ ଅଳ୍ପ ବିଲାସିର ପ୍ରମୋଦେର
ମନେ ତୁଳନ ! କରିତେ ପ୍ରସ୍ତରି ହିସା । ଇହା ପ୍ରବୃତ୍ତିର
ପ୍ରବାନ୍ଗ ଆମୋଦ ; ସେ ମହିନେ ସଞ୍ଚିତ ହିତେ ତାହା ନ ତାହାକେ
ଖୁଲି କରିବାର ହୁଏଥାର ସଥିନ । ବରଳୋକ ଡୋଃ କରିତେ
କରିତେ ଏବଂ ବରଳୋକ ଭୋଗ ଜୋଗାଇତେ ଜୋଗାଇତେ ଏହି
ପ୍ରମୋଦ-ପାରାବାଦେର ମଧ୍ୟ ତାଲାଇସା ମରିତେବେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ
ମୋଟର ଉପରେ ଇହାର ଭିତର ହିତେ ମାହୁରେ ଦେଖିବାକୁ
ବିଜୟୀ ଶତିର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ଯାଇତେବେ ତାହାକେ ଅଭିଜା କରିବା
ପାରିନା ।

ବରିବାରେ ଦିନ କ୍ୟାଳେ ହିତେ ସୁନ୍ଦରେ ପାଢ଼ି ଦିଲା
ଡୋଭାରେ ପୌଛିଗାଇ । ମେଥାନେ ହିଂରେଜ ଯାତ୍ରୀର ମନେ
ସଥନ ବେଳଗାଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବିଲାସି ତମନ ମନେର ମଧ୍ୟେ
ଭାବି ଏକଟି ଆମାର ବୋଧ ହିଲ । ମନେ ହିଲ ଆମାର-
ଦେର ମଧ୍ୟ ଆମିଗାହି । ଇହେବେର ବେ ତାର ଜାନି ।
ମାହୁରେ ତାରା ବେ ଆମୋଦ ମତ । ଏହି ଭାବୀ ସତ୍ୱର ଛାତା

তত্ত্বৰ মাহৰেৰ জৰুৰ আপনি আপনাকে প্ৰকাশ কৰিয়া
চলে। ইহেৰেৰ ভাষা যখনি পাইয়াছি তখনি ইহেৰেৰ
মন পাইয়াছি। যাহা জানি যাব তাহাতেই আমৰে।

জ্ঞানে আমাৰ পক্ষে কেবল চোৰেৰ জনা ছিল কিন্তু
জৰুৰেৰ জনা হইতে বৰ্কিং ছিলাম—সেই জন্তুই আমৰাকে
বাধাত হইতেছিল। ডোভারে গী দিতেই আমাৰ মনে
হইল মেই বাধাত আমাৰ কোৱা গো, যেখনেৰে দীড়াইলাম
দেখনেৰে কেবল বৈ মাঠৰ উপৰ দীড়াইলাম তাহা নথে
মাহৰেৰ জৰুৰেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰিয়া।

অনেকৰ পুৰ লওনে আসিলাম। তখনো লও-
নেৰে জাহাৰ ঘৰ্থে ভিড় দেখিয়ে কিন্তু এখন সেটোৱ
গাড়িৰ একটা নৃত্য উপস্থিৎ জুটিয়াছে। তাহাতে সহজেৰ
বাস্তু আমো প্ৰবলভাৱে মুক্তিৰ হইয়া উঠিয়াছে। সেটোৱ
ৰখ, মোটোৱ বিশৰহ (অৱিৰাম), সেটোৱ মাল্যাভি
লভুনৰ নাড়োতে নাড়োতে শত্রুৰাগৰ ছুটিগ চলিতেছে।
আমি তাৰি লভুনৰে সমষ্ট বাস্তুৰ ভিতৰ দিয়া কেবলমত
এই চলিবাৰ বেগ পৰিমাণে কি ভয়ানক প্ৰকাণ! যে
মনেৰ বেগেৰ ইহা বাহুমুতি তাহাই বা কি ভৌগ! দেশ-
কালকে সইয়া কি প্ৰচণ্ড বলে ইহাৰা টানাটানি কৰিতেছে।

পথ দিয়া পান্তিৰ বাহাৰা চলিতেছে প্ৰতিদিন
তাহাদেৰ সতৰ্কতা ভাৰতৰ হইয়া উঠিতেছে। মন অঞ্চ
বে-কেৱো তাৰানাই ভাৰু না কেন তাহাৰ সন্মে সমে
বাবিৰেৰ এই বিচিত্ৰ গতিবিধিৰ সন্মে তাহাকে প্ৰতি-
নিকত আণোধ কৰিয়া চালিতে হইবে। হিসাবেৰে হুল
হইলৈই লিপ। হিংসৰ হাত হইতে পৰিভৰণ পাই-
বাৰ প্ৰয়াৰে হিৱিপৰে সতৰ্কতাৰুতি যেৱন অধৰ হইয়া
উঠিয়াছে, চাৰিদিকে যান্তৰতাৰ তাৰা ধাৰিয়া ধাৰিয়া
কাৰণ মাহৰেৰ সাৰ্বধৰ্মাৰ তেৰিন অসমাজ তীক্ষ্ণতাৰ
কৰিতেছে। কৃত দেখা, কৃত শোনা ও কৃত চিন্তা কৰিয়া
কৰ্তব্য হিৱাৰ শক্তি কেবল ধাৰিয়া উঠিতেছে।
দেখিতে, উনিতে ও আবিতে বাহাৰ সময় লাগে দেই
এখনে হাতিয়া যাবিবে।

জ্যে বৰ্দেৰ সন্মে দেখাস্বাক্ষৰ ঘটিতেছে। যে যৰ
ও গ্ৰীতি পাইতেছে তাহা বিদেশৰ হাত হইতে পাইতেছে
বলিয়া আমাৰ কংছে বিশুণ মূলাবান হইয়া উঠিতেছে;—

মাহৰেৰ কত নিকটেৰ তাহা দূৰেৰেৰ মধ্য দিয়াই
নিৰ্বিভূত কৰিয়া আহুত কৰা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি Nation পত্ৰেৰ বধাল-
ভোজে আহুত হইয়াছিলাম। "Nation" এনকাৰৰ
উদ্বোধনীৰ অধৰন স্বাস্থ্যিক পত্ৰ। ইলাঙ্গ ও বে-
মুক মহাজাৰ বৰ্দেশ ও বিদেশ, বৰ্জন, পৰজন ও পৰজনতিক
বাস্তিবৰ্তনৰ ফুটা বাটিবৰ্তাৰ মালিয়া বিচাৰ কৰেন না,
অ্যাকামে ধৰ্মাবৰ কোনো ছুতোৰ কোথাৰ আশৰ দিতে
চান না, ধৰ্মাবৰ সমষ্ট মানবেৰে অক্ষৰিম বৰ্ষ, Nation
তাহারেৰ মধ্যে কত সহজ হইতেছে তাহা এই
কলকাতালে মধ্যে বৰ্তুল পারিলাম। ইতাদেৰ কাৰণ
কৰ্তৃত অগত কাৰেজৰ প্ৰগতিসূলীৰ মধ্যে অনৱশ্যক সংৰক্ষণ
ও অধৰণৰ মেশৰাজৰ নাই। ইতাদেৰ বৎ প্ৰকাণ, তাহাৰ
গতিগত, কিন্তু তাহাৰ চাকা অনামামে দোৰে এব-
বিহুমাত্ৰ শব্দ কৰেন।

আমাৰেৰ দেশে রাজাদেৰিক ও অছাত বিষয়ে
আলোচনাসত আমি দেখিয়াছি, তাহাতে কথাৰ চেয়ে
এৰ কি঳ু প্ৰশিধনৰ সন্মে ভৰ্তৰিভৰ্ত চলিত লাগিল।

মতেৰ অনৈকেৰ ধাৰা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে
অসমৰ কৰিগ দিল। অনেকে মিলিয়া কাৰণ কৰিবাৰ
জাতীয় ইতাদেৰ মধ্যে কত সহজ হইতেছে তাহা এই
কলকাতালে মধ্যে বৰ্তুল পারিলাম।

ইতাদেৰ কাৰণ কৰিবাৰ জন্মতলমি অভিজ্ঞ
হইতে ফুল মাল কৃতুলদেৰেৰ সমতলমি অভিজ্ঞ
কলিলে ভৰ্তুলগৰ। ভৰ্তুলগৰ পাহাড়েৰ উপৰ অৰ্থাৎ।

এই স্থান হইতেই কাৰীৰ ও জন্মুৰাজোৰ পাহাড় আৰু
হইতেছে। জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-
ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

কলিকাতা হইতে জন্মুৰৰ প্ৰায় ১৪০০ মালি দূৰত্বত।

পাঞ্জাৰ মেলে আসিলে অধাৰী গাড়ী বৰ্দলাইয়া উত্তৰ-

পশ্চিম বেলেৰ গাড়ীতে উঠিতে হয়; তাহাৰ পৰ

বাহুবিৰাবাদ স্থলে আমিয়া জন্মুৰ গাড়ীতে

কৰিবাৰ পাবিব।

জন্মুৰ কাৰীৰ ও জন্মুৰাজোৰ সিংহাসনৰ বল

হাতিলে পাবে। পাঞ্জাৰেৰ নিয়মতল ভূমি হইতে আৱস্থা

হইতে পাবে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

কলিকাতা হইতে জন্মুৰৰ প্ৰায় ১৪০০ মালি দূৰত্বত।

পাঞ্জাৰ মেলে আসিলে অধাৰী গাড়ী বৰ্দলাইয়া উত্তৰ-

পশ্চিম বেলেৰ গাড়ীতে উঠিতে হয়; তাহাৰ পৰ

বাহুবিৰাবাদ স্থলে আমিয়া জন্মুৰ গাড়ীতে

কৰিবাৰ পাবিব।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ

কৰিবাৰ পাহাড়ীয়া আছে।

জন্মুৰ পাহাড়েৰ দক্ষিণপৰ্যন্তে কেবলমত সমতল-

ভূমি বৰ্তুল পৰ্যাপ্ত বিপুল হইয়া আকাৰেৰ সহিত মিলিয়া
পৰিয়াছে, আৰু উত্তৰিকে পাহাড়েৰ পৰ পাহাড় দৃষ্টিৰেখ



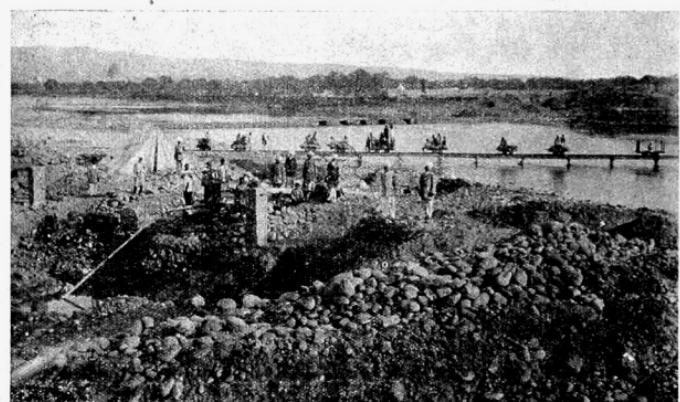
অসমুন্নয়ের শূল (অসমু বিক হইতে) : শূলের মুদ্রের উপরকাৰ হুট ঘৰে (Octroi or Custom's Tax) শুল আৰাবাৰ
কৰিবাৰ লক্ষ সৰিবা লোক থাকে। [লেখক কৃষ্ণ গুহীত ফটোগ্রাফ]

অসমুন্নয়ের আকৃতিক দৃশ্য বড়ী মুৰোৱা, বিৰচেত: এককটি পাহাড়কে এখানে এককটি "চাকি" বা কলিকাতাৰ মেল ধৰন বৈকালে টেসনে আসিয়া পৌছাই বৰ্তমানে কেৱলামাৰ অসমু পাহাড়টি দৃশ্য হইতে দেখা যায়, অসমুন্নয়েৰ সৌধাবলী বড় কিছু দেখা যায় না, পাহাড়টিকে চাকিয়া বাখে, কেবল অকেশগুলি খেত ও বৰ্ধবৰ্ধেৰ মন্দিৰেৰ চূড়া দূৰ হইতে দেখা যায় ও তাহাদেৰ উপৰ অস্ত-বিৰিৰ কৰিব পঞ্জৰা দেখে উজ্জল কৰিয়া ভুলে। তথ্যম অসমুন্নয়েৰ মন্দিৰ নথিৰ বলিয়া যাবে হ'ল।

অসমুন্নয়েৰ আভাস্তুরিক দৃশ্যও দৃশ্য মুদ্র। নগৰেৰ ভিতৰে দিয়া পথগুলি সুবৰ্ণা কুমৰী, কুমৰী উত্তিৱাচ, আৰাৰ পথেৰ ছুবৰ্ষেৰ তিকোনৰ একতলা ছুতলা কৰিবা ছয় সাত তলা আছে। খানিকটা পাহাড় উত্তিৱাচে বেশ সমতলমুখি তাহার উপৰ অনেক বাঢ়ি, তুমন পাহাড়েৰ উপৰ আছি বলিয়া মনে হ'ল না, আৰাৰ একটা পাহাড় উত্তিৱাচে বেশ সমতলমুখি তাহার উপৰ অনেক বাঢ়ি, এইকপ ছয় সাতত পাহাড়েৰ উপৰ কিক দেন ছয় সাতত কলামৰ বিকাশ অসমুন্নয়। এইকপ

নদীৰ দ্বাৰাৰ দৃশ্য বড়ী মুদ্র। পাহাড়েৰ মধ্য দিয়া মৌটি ঔকিকাৰ বীকিকাৰ কলকলযৰে বহিয়া চলিয়াছে। ছুবৰ্ষেৰ বড় বড় পাহাড় কুমৰী: বীকিকাৰ আসিয়া নদীৰ বৃক্ষৰ মাঝে সুটিয়াৰ পথিয়াছে। নদীৰ মাঝে মাঝে ভৱ্যপাহাড়ৰ কৰকলাপ এখনে ওখনে আগিয়া রহিয়াছে।

ফৌলে বোঢ়াৰগাঢ়ী পাওয়া যাব। এখানকাৰ গাঢ়ী কলিকাতাৰ উত্তৰ গাঢ়ীৰ মতো তচাকাৰ, তবে তাহাতে



অসমুন্নয়েৰ নহৰেৰ (মেলৰ) দৃশ্য : চল্লিয়া নদী হইতে এই খালে কল আমে বলিয়া ইহাৰও জল অসমুন্নয়ৰ কাছে পৰিবে।

ইহাৰ জল অসমু চাপ আৰাব হয়, জল পল্প বলিয়া মাটে বেঙাব হয়। [লেখক কৃষ্ণ গুহীত ফটোগ্রাফ]

পাচজন বেশ আৰাবে বসিয়া বাটতে পাৰে। মাঠাৰ গৰাব হয় বটে কিপি বাতি মশটাৰ সময় হইতে সকাল উপৰেৰ চালটি ক্যাষিশেৰ, এজন্তু এ গাঢ়ীগুলি শুব হাতাৰ ও অস্তগামী। এ গাঢ়ীগুলিকে উঙ্গ বলে।

তবিন পুল পাৰ হইয়া অসমুন্নয়েৰ প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰত্যোককে একগুলি কৰিয়া শুক দিতে হয়। ইহা হইতে বহিয়া শিখ মাটিল পামেক দূৰে চৰুভাগা (চেনাব) নদীতে শিখ পড়িয়াছে। নদীতে কোমৰেৰ বেশী অল নাই। নদীৰ জলপদ্মটি শুব সৰীৰ কিন্তু নদীৰ গৰতি অপেক্ষাকৃত চওড়া ও গঢ়াৰয়, এইজন্তু নদীৰ পুলটি নদী অপোক্তি অনেক বড়, কলিকাতাৰ গৰতিৰ পুলেৰ মত লাখ।

নদীৰ দ্বাৰাৰ দৃশ্য বড়ী মুদ্র। পাহাড়েৰ মধ্য দিয়া মৌটি ঔকিকাৰ বীকিকাৰ কলকলযৰে বহিয়া চলিয়াছে। ছুবৰ্ষেৰ বড় বড় পাহাড় কুমৰী: বীকিকাৰ আসিয়া নদীৰ বৃক্ষৰ মাঝে সুটিয়াৰ পথিয়াছে।

নদীৰ মাঝে মাঝে ভৱ্যপাহাড়ৰ কৰকলাপ এখনে ওখনে আগিয়া রহিয়াছে। এই খালেৰ জল বৰকৰেৰ জন্মেৰ মত ঠাণ্ডা। বৰকৰেৰ চেয়ে ইচ্ছাৰ উত্তোল কেৱলমাত্ৰ 8° কি 9° ডিগ্ৰি বেশী এবং ইচ্ছাৰ জল একজুল ঠাণ্ডা বাৰমাসট থাকে। দা঳ণ গ্ৰীষ্মেৰ সময় দৰিন ভাগাতেও উত্তোল পোৰ ১১৭ ডিগ্ৰি পথ্যাপ্ত উচ্চে দৰিন হয়। এই পোৰ আৰাব (খালেৰ) জলে নগৰেৰ সমষ্ট নৰান্বাৰী প্ৰাতঃপৰান কৰিয়া যথেষ্ট চৰ্প অনুচ্ছন কৰে।

গীজুকালেৰ পথানে পুৰুষেণেৰ গুৰুভ্যান প্ৰামাণী প্ৰামাণী আৰাব আছে, তাৰা দেখিতে অতি মুদ্র। এই মুদ্র পাহাড়েৰ উপৰ অবস্থিত, সমুখ দিয়া তিনিঙোৱাৰে পুৰুষকাৰে এটা ফোঁটা পুৰুষৰ মিটাচে।



জমুনগরের পশ্চিম দিকে আজবন্দর বলিয়া সরকারী জমুন বিশেষ মূলক দেখিলে নাম দাই লিখিয়া রয়। [মেধক কর্তৃক মুদ্রিত পত্রিকাট]

জমুনগরের পশ্চিম দিকে আজবন্দর বলিয়া সরকারী একটি বাড়ি আছে। ঈহার ডিতরের উচ্চিকতক হলসবর বহুমুখী আসবাবের প্রজ্ঞত। কোন উৎসবের সময় রাজকীয় তোজাপি হইলে এই স্থানে হব। আজবন্দর উচ্চ পাহাড়ের উপর অপেক্ষাকৃত সমতলস্থানে অবস্থিত; ঈহার দক্ষিণ-পশ্চিম বিছাটা সমৃদ্ধ সমতলভূমি স্বীকৃত অবস্থাত। এই পাহাড়ের উপর হইতে অনেকবৰ্দ্ধ পর্যাপ্ত দেখা যাব। নিম্নের গাছগুলি বড় বড় স্বীকৃত রঙের টেক্টের মত অনেকবৰ্দ্ধ পর্যাপ্ত চলিয়া গিয়াছে। এই দৃষ্টিকোণে দেখিলে প্রাণিসত্ত্বে প্রকাশিত “পর্যন্ত ও ভৌমিক” চিঠিটির কথা মনে পড়ে।

এই আজবন্দরের উচ্চিকতক পর লাইয়া এখন মহারাজার প্রিম্প, অব ওয়েলস কলেজ (Prince of Wales College) আছে। কলেজের নৃত্য বাড়ী নামের তীব্র বিশুল্প প্রাপ্ত নইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কলেজে শৈশ্বর সেইদানে উত্তীর্ণ যাইবে। এই কলেজে তিনিদি বাসাগু অধ্যাপক

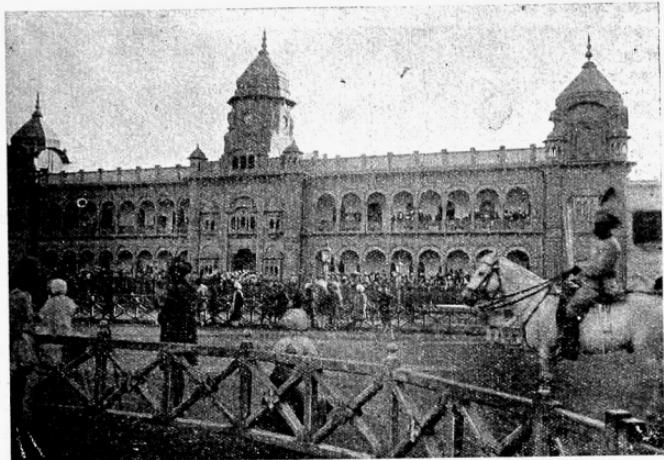


জমুনগরের তিবিওয়েরতী রামনগর আসবাব ও সরকারী দ্বৰবন্ধন। তবির পরগ্রামের স্থানস্থানে জমুন উপর দিয়া লিখিয়া রাখ। আবেকজালেরের বিজয়াহানী আসিয়াছিল বলিয়া আবাব আছে।

ঐতিহাসিকগুলি এইস্থানে আসিলে এইস্থল পুরু হইতে আসিয়া শিখমনোর মধ্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশ: শিখ-সন্মেক নৃত্য কথা আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

জমুনগরটি ভারতবন্দের একটি প্রাচীনতম জমুনগর, বাবুর নিজের জিল্লার নৃত্য বিধিয়া চালিয়া আসিয়াছে। ভারতবন্দের উপর দিয়া এলেকজণ্ট্রাবের সময় হইতে আবস্থ করিয়া কর বিদ্যুতে আজুমণ্ডে ঝড়বার্ষ বিধি গিয়াছে, কত মুমলমান বাজ বাজের করিয়া নিয়াছেন কিংবা আশ্চর্যের বিষয় জমু প্রদেশের হিন্দু বাজার অধীনে আছে; চুক্তবার শিখমনো কর্তৃত হইয়াছিল মাত। ঈহার প্রধান কর্তৃ গোদায় জমু প্রদেশের প্রতিস্থান, সৈতে মন্দিরসমূহের পথ হইতে দূরে অবস্থিত ও শক্তস্থলের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিলিয়া বিজয়গুলু মুমলমান নৃত্যভিত্তিতে দৃঢ় আকর্ষণ করে নাই। ডোকুরা জাতীয় বাজপুত এইস্থানে বাবুর রাজবাজি আসিয়েছেন। এখনকার মহারাজা ও এই প্রেরী বাজপুত, শিখমহারাজ বিজিতস্থিতের সময়ে বিজিতস্থেও নামক একজন ডোকুরা বাজপুত জমু প্রদেশের বাজ ছিলেন। বিজিতস্থেও এবং ভারতীয় প্রাপ্তিমনী কাশীর মহারাজা প্রতাপসিংহ বাজা বগীবৰ সিংহের পুতু।

জমু ও কাশীর বাজবৰের বিপুত্তি এখন (৮০০০০)



অসমুদ্রাজার ব্যৱহাৰণা (Secretariat Office)। বৈশাখীউৎসবেৰ দিন।

আৰীচাকাৰ বৰ্ষাইল ও লোকসংখ্যা প্ৰায় তিশ লক্ষ।
বাস্তৱিক আয় এ কোটি আট লক্ষ টাকা।

ইতিগুৰুে প্ৰাৰ্থনাৰে “কাৰীৰ ও কাৰীৰা” নাহক
ওপৰে কাৰীৰেৰ প্ৰাতিক বিষয় কৃতক আলোচিত
হইয়াছে কিন্তু কাৰীৰাদেৰ বীভিন্নতি বিশেষ কিছু
আলোচিত হয় নাই। ইহাদেৰ বীভিন্নতিতে বিশেষতঃ
বিবাহপ্ৰথাতে অনেক বৰক মূল্যন্বৰ বেগো যায়। এখনে
নাহিৰ রহিবাব প্ৰচলিত আছে।

কাৰীৰ ও জনুৱাৰো অধিবাসিগৰেৰ মধ্যে শৰ্কুকৰা
প্ৰায় ৫০ জন মুসলমান, বাকী হিন্দু, পৌজ ও শিখ; তবে
অসুশ্ৰহেৰ অধিবাসিগৰেৰ মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু, বাকী
মুসলমান।

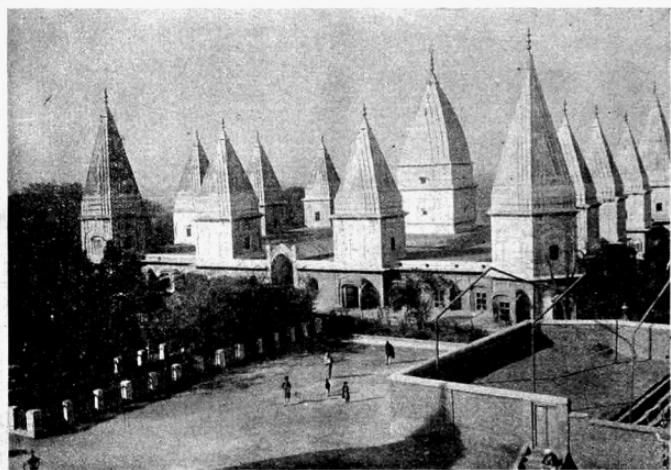
কেবল কৃষ্ণচৰে কেন গঠন পাজোৱে হিন্দু
ও মুসলমানৰ আৰু আপন জৰিগৰ পাৰ্দৰ্ঘা
বস্তৱে অপেক্ষা বীভিন্নতিৰ প্ৰতোক পুঁটিমাটিতে বজাৰ
ৱাধিয়া চলে। শিশেৱাৰ তামাকু সেৱন কৰে না কিন্তু
মঞ্চপান কৰিবলৈ ইহাদেৰ ধৰ্মে বাধা নাই, মুসলমানেৰা

তামাকু সেৱন কৰে কিন্তু মুখ পান কৰিবলৈ ধৰ্মে
পতিত হয়। চিনুদেৱ একটি বিষয়ে বাধা নাই বটে তবে

এখনকাৰ হিন্দুৰ মুসলমানপুঁটি ভল গৱেষ তো কৰেই না,
মুসলমানেৰ বেৰকানেৰ তিনিহতি পৰ্যাপ্ত কৰে না।

মুসলমানেৰাও পাৰগণকে অ্যাঙ্গলিয়েয়ে হিন্দুৰ সংশ্লে
আসিবলৈ চাহে না। তবে এখনকাৰ অংসুনৰ বিষয়
এই যে হিন্দু ও মুসলমানগৰ ভাগিগত পৰ্যাকা বজাৰ
ৰাখিয়া চলিলো ও তাহাদেৰ মধ্যে কৌৰকল ভূমিকাপৰিবাসৰ
বেগো যাব না।

এখনকাৰ মুসলমান হিন্দুৰাখাৰে
অনেক সহজ ভক্ষ কৰিবলৈ দেৱা যায়, হিন্দুৰ সহিত
বৈশাখী উৎসৱ ও বাসন্তী উৎসৱে যোগদান কৰে।
এখনে এককিম আমাৰদেৰ কিছু বেশী তধৰে প্ৰাজোৱন
হওয়াৰ নাহিৰে তৰ কৰিবলৈ যাবতো হয়। এক মুসলমান
গোলালৰ নিকট যাই। তথ চাঁওয়া সে বেলিন তাহার
কাছে আসিবল হই সেৱ তৰ আছে। আমাৰ তাঙ্গাই
লাইটে ইঙ্গু হওয়াৰ সে ভিতৰ হইতে একসেৱ তিনিপোৱা



অসমুদ্রাজার ব্যৱহাৰণা।

মহাত্মা পৰ্যামোৰ পৰিকল্পনাৰ ধৰ্মকে
বৈকুণ্ঠেৰ মহা নিকটবৰ্তী জানে অতি শুভৰ সহিত পথ
চাড়িয়া দিবাছিল। তবে চামড়াৰ সমষ্ট জিনিস, এমন কি
চামড়াৰ ঘড়িচচে ও মানিবাগীতি পৰ্যাপ্ত, পকেট হইতে
গুলিয়া বাহিৰে রাখিয়া থাইতে হইয়াছিল।

রঘুনাথকুইৰ মনিৰ কৃষ্ণচৰেৰ প্ৰেত মনিৰ।
আমাৰিগুৰে মুসলমানেৰ পানিৰ ধৰায়ায়া সে আপনাকে
কৃষ্ণত কৰিবলৈ হইুক নহে। একগুণ অক্ষিব্যৱসূলক
সতত বহুমেষ বিবল।

এখনকাৰ হিন্দুৰেই শিখ বাবে এবং আশ্ম ও
ক্ষিতিৰ যজেৱাবীৰ্ত্ত ধৰণ কৰে। মাথাৰ শিখ না দেবিলৈ
হিন্দু বলিয়া পৰিচয় বিলৈ ইহার তাহার হিন্দুৰে
বিষয়ে সন্ধিহান হয়।

বৃন্মাধৰ্মৰ মনিৰে কৰিবলৈ
আমাৰ যে মুসলমান নচি তাহা বৃক্ষাছতে সুড়ি সুড়ি
হিন্দুৰে প্ৰামাণ দাখিল কৰিবলৈ হইয়াছিল। তাহার পৰ
ইয়াৰা ধৰন কুমিল আমাৰ বাস কলিকাতাবাসী—কাগী-



অসমুর বেরিওয়ালা—ভোকুরা রাজস্বত্ত রাজী।

আমা এখনকার হীলোকেরা বৌগো বাইধে না, চূল বিনাইয়া
পৃষ্ঠ সুলাইয়া রাখে। এখনকার হীলোকেরদের মধ্যে
অবিকাশিত খুব হুমকী, রং খুব উজ্জল ও ঘেঁষোঁটির ভাল।

এখনকার হীলোকেরা পাদের কাছে খুব সক্ষ ও কোমরের কাছে
খুব লালতান ন্যূন এক প্রকার রঙীন টৈরের পরে,
ভাসার উপর হাত খুব সক্ষ ও লদা ঝুলওয়ালা এক ক্ষুকা
কোর্তা বা আমা গায়ে দেয়, তাহার উপর মাথা ঢাকিয়া
ওড়ন্ডা পরে। বসেন্দৰ নবা যুবকদিগের মধ্যে আকৃতাল
যোগে মাথানে বোতাম হাত সক্ষ ও খুব লদা ঝুলওয়ালা
আমা চৰান হইয়াছে ঐ প্রকার আমা এখনকার হীলোকে
পরে। একদিন একটি অশুশ্রাব্যী আমাদের নিকট
হইতে কলিকাতা বিষয়ক গৱ. খুব কৌশলগ্রহের সহিত
কুণিল্প থেকে সুর্যো প্রকাশ করিয়াছিল যে আমাদের সব
ভাল লেকেন আমারা যে এখনকার নকলে এখনকার



অসমুর বুলমুরা রঞ্জি—কালীরী ইচের।

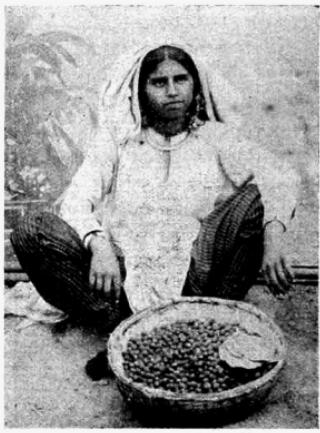
আওরাবকা মাকিক কোর্তা গায়ে দি এ আঞ্চা মেহি।
বলা বাল্লা আমাদের গায়েও তখন ঝুঁক জামা ছিল।

এখানে সকল ঝীলোকেই জুতা পরে ও "পৰ্ণা"
থাকিলেও মধ্যবিত্ত সকল ঝীলোক হাঁটিয়া পথে বাহির হয়।

এখনকার কাহাকেও কুু মাথার বা কুু গায়ে
কখন দেখা যায় না। তিবারী কৌলীন পরিয়া কিকা
করিতেছে তাহার গাহেও লখ কেৰ্তা মাথার পাঙঁজী বা
টুপ; কখন কখন পথে আবার জুতা থাকে। যুটে
মাথার মেট লেটা চলিগাহে তাহারও মাথার পাঙঁজী
যীৰা। হাঁসগতানে বোলা জুটা আমা তাহারো মাথার
কাঁপড়ের হাতা টুপ। আমাৰ একদিন বাসগলীবেলে খালি
মাথার বাজার দশ্পৰানানী আফিস দেখিতে পিয়াছিলাম।
বারের কিটক একজন পিপাহী ছিল আমাদের খালি
মাথার দেখিয়া প্রদেশে পথ অটকাইয়া তিনবার সেলাহ
কুকিলা বলিল "আগুকো লোকাশিৰ হাতাৰ মাক্ কিয়ে?"
অগত্যা দেখান হইতে কিয়িব আসিতে হইল। বাড়ী
অসমিয়া কুকিলা দে এখনে নথাশিৰ দেখান অসমের
চিহ, রাজোৰ পক্ষে বড়ী অনুভূলগ, এজন্ত মাঘায় কিনু
চাকা না দিয়া কোনো সাধাৰণ ঘনে ঘাওয়া নিৰিষ।
এখনকার কুটল খেলোৰ খেলেওঁড়াৰ পৰ্যাপ্ত মাথার
পাঙঁজী বা টুপ বৈধিয়া থেকে।



অসমুর বাজস্বত্ত বাজি—ভোকুরা আঢ়া—অসমু ছচেৰ।



অসমুর ফলওয়ালী—ভোকুরা রাজপুত রাজী।

বৎসবের প্রথম দিনে বৈশাখী উৎসব হয়। সেবিন
ললে লোক মিছিল কৰিব। কলিকাতাৰ মহৱমিছিলোৱ
মত লাঠি দুবাইতে দুবাইতে গান ও বাজ্জাৰ সহিত
শহৱেৰ পথে ঘূৰিয়া বেড়াটোৱা অৰশেৰে রঘুনাথজিউৰ
মন্দিৰে আসিয়া থাবে। হিন্দুৰ মন্দিৰে প্ৰবেশ কৰে।
কাছন মাদেৰ প্ৰথম পঞ্চমীতে বাসকী উৎসব হয়। সেবিনও
কৈৰাব নিকট মহাবাসৰ বৰঞ্জিং সিংহেৰ এইজন্ম স্কৃতি-
মন্দিৰে আছে।

উৎসবেৰ মধ্যে এখানে পূজাৰ সময় দৰ্শনাৰ উৎসব
খুব জীকলো কৰক হয় বিশেষত: মহাবাসৰ তখন
জন্মতে ঘাকেন বলিয়া। মহালক্ষ্মীৰ দিন হইতে আৰম্ভ
হইয়া বিজয়াৰ দিন পৰ্যাপ্ত প্ৰাতঃ উৎসব চলে। প্ৰাতঃই
নথাবে মেলা বসে ও কলিকাতাৰ বাজীলালাৰ সংএৰ মত
গোহতা কৰিলে ওৰেন পাচ বৎসৰ কৰাবৰাব হু, সূৰ্য
প্ৰাপ্তি হইতে। তাহার পৰ বিজয়াৰ দিন বালৰ, কুস্তৰ্ণ,
ইন্দ্ৰজল ইত্যাকি রাজক্ষমগদেৰ খড় ও কাগজ-নিৰ্মিত সূৰ্য
দাহ কৰে। সেবিন সমস্ত নগৰ আলোক-মালাৰ সজিত
হয় ও আতমসূচী পুঁচান হয়।
হ্যাপোখ প্ৰমাণিত হইলেও রাজস্বেৰ গোদাঙ

হয় না। এখনে কোন অধিকাইন নাই। যে ইচ্ছা
বন্ধুক বাস্তৱ কৰিতে পারে।

এখনকাৰ মিউনিসিপালিটোগৰূপস্থ সমষ্ট বিষয় বাজ-
সৱকাৰ কৰ্তৃত বিনা টেকে দৃষ্ট হয়। বাড়ী বাকাৰ সকল
বা অল ও আলোৱাৰ অজ শচৰবাসীকে কোন কিছি টেকে
বিত্ত হয় না।

শুৰু পৰিকাৰেৰ ঘটেও হৃদযোগৰ ধাৰকলো
এখনকাৰ অধিবাসীৰ; বড়ই অপৰিকাৰ। মগৱেৰ ভিতৰেৰ
সুন্দৰ সুন্দৰ পৰ্যাপ্তগুলি হৰ্ষক আৰজনীৰ পৰিপূৰ্ণ
কৰিব। রাখে। মগৱেৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য দেখিতে গিয়া
মাথে মাথে খালপ্ৰাণীদেৱ কৰ হয়। মগৱেৰ পথগুলি সুন্দৰ
ও খুলিবলু। অৱৰ জোৱা চাওয়া চলিলৈ আৰ বাড়ীৰ
বাহিৰ ইচ্ছাৰ মো নাই।

ইচ্ছাদেৱ নৈতিক অবস্থা তত হৃদযোগৰ নহে।
তবে লোনা যাই কালীৰীদেৱ, বিশেষতঃ কালীৰী হীকি-
গণেৰ, অপেক্ষা বহু অংশে ভাল।

কালীৰী ও জন্মু বাচোৱাৰ সীমাবেষ্ট বে কৰেকটি প্ৰেশ
আছে তস্যে লালক একটি। লালক প্ৰেশে বোক-
মতাবলম্বী হিন্দুৰ নিবাসই মেলি, ইচ্ছাদেৱ মধ্যে
বহুবিবৰণ গ্ৰহণ আছে।

লালক প্ৰেশট পৰ্যন্তসুল অজ্ঞ উৰ্জাৰ ভৱী
অপেক্ষাকৃত আতাৰ ও এই সংক্ষিপ্ত ছুবৰ পুনঃ পুনঃ বিভাগ
নিবারণার্থ নীৰীৰ বছবিবাহ সমাজে প্ৰস্তুত হইগচে;
ইচ্ছাই ইচ্ছাৰ কাৰণ বলিয়া এখনে নিষ্ঠিত হয়।

লালকী বৌদ্ধসংস্কৃত আতাৰ এক বৌদ্ধ জীৱ ভিন্ন
স্বতন্ত্ৰ তাৰে আপন জীৱ গ্ৰহণ কৰিতে পারে না। যদি
কেহ শৃূখকভাৱে বিবাহ কৰিবা শুধুক পৰ্যৱেক্ষণ কৰে
তবে তাহাকে পৰীৱৰ সহিত স্বতন্ত্ৰে অবস্থাৰ কৰিতে
হয় এবং তাৰ হৃষিকে তাহাৰ পৈতৃক বা বংশেৰ এজহালি
সম্পত্তি উপৰ কোনও প্ৰকাৰ স্বত্ব মানী দাঙো দাকে
ন। বিশেৰেৰ পৰ হৃষিকে মুৰগা বা পৰীৱৰ দাস
বলে।

এখনকাৰ এইকপ বছবিবাহেৰ বে সন্ধান সন্তুষ্ট হয়
তাহাৰ জোৱেইস্ত সন্ধানকলে পৰিপূৰ্ণত হয় ও তাহাৰ
তাহাদেৱ অৰ্থাৎ পিতাকে বৰ্ষৰ বা সহকাৰী-পিতা বলে।



লালকেৰ তাহাৰ।

মুৰগার সন্ধানেৱ মাত্ৰামে পৰিচিত হয়, পিতৃবংশেৰ নাম
পৰ্যাপ্ত পায় ন।

পিতাৰ মুহূৰ পৰ এজহালি সংস্থাৰেৰ ঝোঁট পুৰী
বংশেৰ সমষ্ট সম্পত্তিৰ একমাত্ৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়, অৰাঞ্জ
আতাৰ কিছুই পায় না, তবে অগোঞ্জ পিতা ও আতাৰ
বাবুৰীৰীন ও ভগিনীৰীগৈৰ বিশাহকালাদৰি ভৱগোষণেৰ
নিমিস্ত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত হাবে।

প্ৰেশেৰ অবস্থামনে ঝোঁট কৰ্তা সমষ্ট সম্পত্তিৰ একমাত্ৰ
উত্তৰাধিকাৰী হয়। ইতিপূৰ্বে তাহাৰ বিবাহ না হৈয়া
বাকিকে তখন ধাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সে বিবাহ কৰিতে
পারে।

এইকপে লালকেৰ কোনো সম্পত্তি কখনো নিষ্ঠুৰ হয়
না। বলিয়া বহুকাল পূৰ্বে হৃষিকে লালকী বাড়ীগুলি একই
বংশেৰ নামে আৰ পৰ্যাপ্ত পৰিচিত হৈয়া আসিতছে।

কৰ্তা বিবাহযোগৈ হৃষিকে কচাপক্ষীযোৱাৰ প্ৰথমে

এককন মুৰগা সন্ধান কৰে। তেমন স্বিদাৰ গোছেৰ পাতা
পটিলে বিবাহেৰ কথাবাৰ্তাৰ সব টিক হৈয়া দায়, কৰ্তা
বাবুৰী হৈয়া পাকে। একহাত হৈতে এক বৎসৱেৰ
মধ্যে কোন একটি বিন বিহুৰ কৰিবাৰ বিবৰণ হৈয়া।

বিবাহেৰ দিন নাটপা (জীৱ-বাকি) বা বৰ আৰীৰ
বৰগাঁওৰেৰ সহিত ঘোৰুবেশে সজিত হৈয়া বিবাহ কৰিতে
কৰ্তাৰ বাড়ী দায়, কৰ্তাৰ বাড়ীৰ ধাৰমদেশ পৌছিলে
পৰ কচাপক্ষীযোৱা লাটি লইয়া তাকা কৰে। এইকপে একটা
হিমাৰ জুকৰে অভিনৰ হয় এবং বৰগাঁওৰেৰ বৰকৃষ্ণ কৰ্তা-
পক্ষীযোৱেৰ কৰককুলি বীৰা দেশেৰ ধাৰণ উত্তৰ না দেৱ ও
কিছু দূৰা না দেৱ ভৰকৃষ্ণ কচাপক্ষীযোৱা পথ ছাড়ে না।
পেট দূৰা বৰ বৰেকৃষ্ণ পৰ আৰাৰ কৰিতে পায়।

পুৰুষকালে যুক্ত কৰ্তাৰ কৰকটা আৰাৰ পাওয়া দায়।
উভয়কেই আৰায়ৰুৱনেৰ সমকে বোক পুৰোহিত সোক
ধৰ্মপুষ্টক হৈতে শোক পড়িয়া বিবাহ সম্পৰ্ক কৰে।
তাহাৰ পৰ বিনকৃতক ধৰিবা আৰায়ৰুৱনকে লইয়া
আমোদ আলোৰ ও উৎসৱ হয়।

চৰকঢ়াৰ কৃষ্ণ।

লোলা।

আৰায়ৰ আৰি কৰুন বড়

এইচ তোমাৰ মাহা—

তোমাৰ আলো বাজিয়ে দিয়ে

কেলাৰ গুলীন ছায়া।

তুমি তোমাৰ বাখৰে দূৰে,

তাৰে পুৰুষে কেতই হৰে

আপনারি বিবহ তোমাৰ।

আমাৰ নিল কাহা।

বিবহগাল উঠল বেজে

বিবহগনমহ

কৰ বেঞ্চে কাজা চাসি

কৰত আশা ভৱ।

কৰ বে চেউ ওঠে পড়ে,
কৰ বৰপন তাঙে গচে,
আৰায়ৰ মাথে রচিলে বে
আপন-পৰাজিত।

এই বে তোমাৰ আভালগানি
লিলে তুমি চাকা—
দিগনিশিৰ তুলি বিয়ে
হাজাৰ ছবি আৰী,—
পৰি মাথে আগন্মকে দে
বীৰা বেঞ্চে বসুল সেজে,
মোকা কিছু রাখতেন না, সৰ
মধুৰ বীৰক বীৰী।

আৰায়ৰ ছড়ে আজ সেছেৰে
তোমাৰ আমাৰ বেলা।
মুৰে কাছে ভৰিবে গোছে
তোমাৰ আমাৰ বেলা।
তোমাৰ আমাৰ কুঞ্জৰে
বাতাস ঘাটে কুঞ্জনে,
তোমাৰ আমাৰ বাওয়া-আসোৱ
কাটে সকল বেলা।
ঐৱৰীজনাথ ঠাকুৰ।

চৰে রাষ্ট্ৰবিপ্ৰৰ

শাসনপ্ৰণালী।

টো-ছিলেন-ইয়েকে চাৰিলিন এওপ্ৰকাৰ খাচাৰ যদেয়
আৰু কৰিবা বাখাৰ পৰ তিনি ম দেৱ কেল এবং ১৫,০০০
টাকা জৰিমানা কৰাৰ হৰেন হৈ।

বিশেৰ অহুমানকেনে আনিতে পাৰিলাম বে ইনি গত
বৎসৱ বৰ্ষাকেৰ উত্তৰ-পূৰ্ব প্ৰাবে মিচোৱা কেলাৰ সৈনিক
বিভাগেৰ মাল বহনেৰ অজ বচেৰ জোগাইবৰ টিকা লইয়া
ছিলেন। মিচোৱা কেলাৰ প্ৰাবে চীনীয়ামাজে প্ৰেৰণাৰ
নামক একটি কুসুম স্বান আছে। এই স্বান এবং না চীনীৰ না ত্ৰিশ গৰবমুক্তেৰ শাসনপ্ৰণালীমে ছিল।

ଟୀନାରୀ ଏହି ସହା ଆଗମ ଏକାକିର ଅର୍ଥର୍ଥ ମନେ କରିଯା
ତ୍ଥାବେ ଉପନିଷଦେ ସ୍ଥାପନ କରେ । ବ୍ରିତ୍ତିଶ ପରମହମ୍ଭେ ଏହି ସହା
ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥର୍ଥ ମନେ କରିଯା ସଥଳ କରିଯା ତୁମଙ୍କ ହର୍ଷ ନିର୍ମାଣ
କରିଲେ ପ୍ରଧାନୀ ହନ । ଯିଶ୍ଵରେ ଖରକ ଏହି ବ୍ରିତ୍ତିଶ ଅଭିଜାନେ
ଗୁଣ ସଥଳ ବସ୍ତ୍ରର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହିସେଇଛି । ଟୀନାରୀ ହିସା ଏହି କର୍ମ
କରିଲେ କରିଲେ ଗିରା କମଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କରିବା
କମଳାରେ ଲୋକେ ଓ ଦୋଢ଼ା କୁଟୀରୀ ତ୍ଥାବେ ଉପରିହିତ ହିସାରେ
ପାଞ୍ଚବିକ ଟାଇକେ ଓ ହତ୍ତା । କରିବାର ପ୍ରକାଶ ଛି, ଏକ
ଗଠନା ଓ ହିସାରୁଳ, ତେ କି ବିବେଚନାର ତୋକୀରେ ବସ୍ତ୍ରରେ
ଲାଗିଯା ଯାଏ ନାହିଁ ଜାଣି ନା ।

ব্যবস্থাপ্রয়োগিতা মনে করিব। ইহার উপর অত্যন্ত অসম্ভব
ইহার ছিল। এই শিখেন্দ্রমার বিষয় এখনও নাকি নিপত্তি
হয় নাই। বৰ্ণা গবর্নমেন্ট ও ডিটিঃ গবর্নমেন্টের মধ্যে
লেখাপত্রে চলিতেছে। গত বৎসর চৌনারা এই কার্যে
অসম্ভব হইয়ে ইংজিনিয়েরের কোন স্বত্য ধরিয় করিবেন
বলিব। 'ব্যক্ত' ঘোষণা করিয়াছিল।

ଲି-କେନ୍‌ଇମ୍ ଆସିବାର ପର ଇହାର ବିକଟେ ଅଭିଧେଗ ଉପସ୍ଥିତ କରା ହିଁଲେ ଏହି ଖରି ଜୋଗାନର ଅପରାଦେ ଇହାର ପିରଶ୍ଵରର ସାଥୀ ହିଁଲେଛି ।

টাই-হংশিন-রিঃ টাই কাইম কমিশনারের বড় মেসারী। ইনি পৃষ্ঠৰ তিক্তভে লাগতে আরও ১৪ বৎসর চীন আধারের সেকেন্ডের ছিলেন। নর্ত লানগাঙ্গাউনের সবচেয়ে অধিকারের স্থল সর্কিনত বাস্ক করিবার জন্য কলিকাতা পিসিলিনে। তাহার পর আপি ১০১২ বৎসর বাষ্পক কাইম আধিকে কার্য করিতেছেন। ইনি পিসিলিনে হাওরাম সহচেবে পর বিজোরের পথ তামে পিসিলিনে। তথ্য ইতো মেজুরামী মালে এখনে আসেন। এক মাসের উল্লিঙ, তাহার ঝী বা ভী সাবি করেন নাই। কোথাকার হই জন মেপাই দৰবারত কৰে। মূল কাটাই কেন টেলেক ছাঁড়া পেলেন সেই এক কারণ, অপৰ কার্য চাঁও প্রয়োগে এক কৰেন্তে কমিশনারের কারণে দৰবারত কমিশনারে, ইহার প্রতিক্রিয়া দৰবার কৰে কমিশনারের প্রয়োগ টাইকে আগে বধ করিবার ঘড়িয়াল হইয়াছিল। অনেকে পেলালোপৰ পৰ টাইকে মুদ্রিণ পিছাগে কিছি মোকদ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হই নাই।

ମେହେ କୋଣାଥ ଓ କିଛି ନା, ହଠାତ୍ ଏକବିନ ଟାଙ୍ଗିଟି ତାହାକେ
ଫାର୍ମ ଦିଆ ଡାକିଯା ଲାଇସ କରେନ କରେନ । କରିଶମାର
ତାହାର ଅଳ୍ପ ଆମିନ ହିତେ ଚାଲିଲେ ଦେ ଆମିନ ଅଗ୍ରାହ
ହିଲେ । କରେ ମେହେର ବୁଝି ହିତେ ଲାଗିଲ । ଏକବିନ
ଟିଲିପନମାରିତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିତେ, ହଠାତ୍ ଆମାର ଶହୁସ
କରିଲ ଦେ ଟାଟି କେବୀକି ହତା କରିବାର ଅଳ୍ପ ଲାଇସ
ପରିବାର । ଆମ ଏହି କଥା ତନିମା ତମିକ୍ଷା ଉତ୍ତିଲାମ ।
ଦୋଷ ପ୍ରତି କରିବି ଆମେ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏହି ବୋଜାର
ଚିକିତ୍ସା ଫର୍ମରେ ସଧାରଣେ ଉପରେ ହିଲେ କେବି ଲୋକଙ୍କା ।
ହିଲେ ଲୋକେର ମୁଖ ହିଲେ ମେ ହିଲେ ମୂର୍ଖ କଥିଷ୍ଟ
ଆଛେ । ଲେଖିଲାମ ଦେ ଯେ ଟାଟି କେବୀକି ନାହିଁ ।

তখন দেখে আশ্চর্য জনিল। টাইমের এক ঝী উচ্চবাসো
কারিতে কারিতে তথার পিছাহেন। অপর ঝী তোকার
এই প্রকার ঘটনা আর কৃত লিখিব। আহার ডারাও
এইসকল নবগবিল ঘটনায় পূর্ণ। ইউন-ছাত্র সহজে

৫ম সংখ্যা]

ଚୀନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିଳ୍ପି

বৰামাইম নামকাটা পেপাইথগ সূচিপত্তি কৰে। তজন্ত
অভিনন্দনই সেই হাতের লুঁঠনকাৰী মনে কৰিবা সমেতে কত
মনৱলি হইয়াছে। একদিন নিকটবৰ্তী একটি গ্ৰাম হইতে
পোচ অন লোককে সমেতে কৰিবা রঞ্জিত আনিয়া বাজারেৰ
বাধে তাহাবিগকে বলি দেওয়া হইল। ইউনান্সুৰ
লুঁঠনকাৰী বলিয়া, তাচিনিকে সমেত কৰা হয়।
ধৰিবা আবিলে লিকেন-ইয়েৰ নিকট সংবেদ দেওয়া
হইল। তিনি তাহাকে কৰা না দেবিবা বা কৈন
কথা জিলায় কাৰিগৰিই অসমি হৃষুক খণ্ডনে স্বাক্ষৰ
অৰ্থাৎ তাজাদেৰ মাথা কাটিব। অথবা অশুম্ভান্তে
আনা পথে এই লোকগুলি উচ্চ সহে আবেদনৈ বাধ
নাই। তাহাব কুমাৰেৰ কাছ কৰিবত, ঘৰেৰ উলি বা
গোলা প্ৰস্তুত কৰিব। বিস্তোৱেৰ বাহি হইতে সৈজ-
সুলভত হয়, এবং লিৰ প্ৰসাদে কাৰ্য হৈতে অপহৃত হয়।
বিন দিবিখা পঢ়িয়া ধাকে, কখন কখন হিয়ুগুল নগ্ৰ-
গোত্ৰীয়েৰ ধাকে শুলুইয়া বাখা হয়, ইহাতে লোকেৰ
মনে দে কি আতঙ্ক বা দৃশ্য দেখে হৰ তাহা বলা বাধা না।
কিন্তু এওনকাৰ একটা লোককে কাহায়ে অৰ আগশোৰ
কৰিবিব তানি নাই, জিলায়া কৰিবলৈ বৰ লোকে বলিয়া
উচ্চে দেহৰাজে এসকল লোককে কাটিব না কেলিবে
চোৰ ভাকাইত মদন হইবে না।” ততে একটা ঝোলকে
ঠাণ্ডা এৰু মুগমুগা দেবিবা পাশে হইয়া পড়ে। কসাই বখন
পথ কোৱা আৰু কথে, তাহা দেবিবাগ আমাদেৰ দেশেৰ
লোকেৰ প্ৰেমে হংক দেখে হয়, কিন্তু চৌনদেৰ প্ৰেমে দে
মহুয়া দেখ কিছুমাত্ৰ ডঃখ পোৰ হৰ তাহার কল্প বুৰুজেত
পাৰি নাই। মহুয়েৰ জৰীন কত মূলাবান! তাহা কি
চৌমাসিঙ্গেৰ নিকট এত কুচ বলিয়া দোখে হয়? পূৰ্বে
তোপথানাৰ একটা দৈনিক কৰ্মচাৰীৰ কঠো অৰাসোনে

একজন ঝোলক অপর এক প্রকৃতের সঙ্গে পিণ্ড কোন মন্তব্যে নৃকষ্টা ছিল। তাহার সিদ্ধান্তে দৃঢ় করিয়া আমিন্দা উভয়েরেষ শিরসের করা হইল। এক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের নামে অভিযোগ হয় যে, সে কোন বাতির ৭০-৮০ টাকা অতুরণা করিয়া লইয়াছে। অমিন্দা তাহাকে দরিয়া লইয়া পিণ্ড মাথা কাটিয়ে ফেলা হইল। আমরা পিণ্ড পেষি তাহার কঙ্গা ও ঝী কাঁদিয়া গঢ়াগড়ি মাইতেছে, শৰাধার আনা হইয়াছে। একজন লোক তাহার ছিম মুক্তে প্রকাশিত হইয়াছে (জোট, ১৪ পৃষ্ঠা)। তাহার কৃতিম দষ্ট প্রস্তুত করিয়েছিলাম। হাঁচা কুণ্ডার উক্ত ব্যক্তিকে খু খু করিয়া হত্যা হইয়াছে এবং তাহার জলপিণ্ড কাটিয়া লইয়া পিণ্ডাছে, তাহার ধারা নাকি কাটা ধারের উৎকৃষ্ট ঘৰ্য প্রস্তুত হয়, কেননা এ লোকটা নাকি বড় হৃষে ছিল। অপর দুইটা মাথা কাটার ফলে পিণ্ডাছি তাহার একটা রিহানা লইয়া পিণ্ডাছে তাহাতেও ঘৰ্য প্রস্তুত হইবে।

ମେହେ ମୁଁ ମେଲାଇ କରିପାରେ । ଏହି ଶ୍ରୀକାର କଣ ଶୋକକୁ
କୁଟୁମ୍ବ ଅପରାଧରେ ଜଞ୍ଚ ଦିନା ବିଚାରେ ହତ୍ୟା କରା
ହିଥାବେ ତାହା ମମତ ଉପରେ କରିପାରେ ଗେଲେ ପାଠକରେ
ବିରକ୍ତ ଉପରମ କଳା ହବେ ।

ଆମୀ ସଥିନ ପ୍ରଥମ ଏମେଲ୍ ଆପି, ତଥାନ ଏମେଲ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ଅଭିଭାବ ଅତି ଅଭିଷିଖି ଛିଲ । ଅନାବେଳ ନେପିଆର୍କ୍
ମାହିବେଳେ ମୁଁ ମର୍ମିନ ତର୍କ ହିତ । ତିନି ଟୀନାଲିଙ୍ଗେର
ଉପର ବୃଦ୍ଧ ଚାଟ ଛିଲେ । ଏକବିନ ତିନି ସଲିଲନ They

୧୯୦୩ ଥାରୁ ହାତାହାରୀ ମାଳେ ଏଥାମେ ଆଶିଷାଛି, କିନ୍ତୁ ଉଠିପୁଣ୍ଡେ ଏମନ ନରବଲିର ଦୀତଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଆର ଦେଖି ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ଗର୍ବମେଟ୍ରୋ ଆମାଲେ କୋଣ ବାଜିକର ଭୁବନର ଅପରାଧ ଚିତ୍ରାମେ ସାଥୀଙ୍କ ହିଲେ ପରେ ଗର୍ବର ଜେନେରେଲେର ଆଦେଶ ଲାଇସ୍ ତାହାର ପ୍ରାପନ ହିଲି । ସଂସରେ ତ ଚାରିଟିର ମେଲେ ପ୍ରାପନ ଓ (Chinese) have no souls! ଆଖି ବରିଲାମ No Sir, I am sure that they have! ତାହାତେ ତିଲି ଉତ୍ସ କରିଲେ If they have as you say, that is for the hell, not for heaven! ତାହାର ଦେଖି କଥାତ୍ ମୁଁ ଆଖି ଏଣ ବୁଝିଲେ ପାରିବେଛି ।

বড় হচ্ছেন। এখানে এই করেক শব্দে সমস্ত চীন বেশে
কৃত লক্ষ প্রোকের প্রাণবন্দি ইঁটাইয়ে তাহা বলা যাব না।
এই যে প্রাণ প্রতাই হই চারি পাঁচটীর শিল্পস্থল
বরিয়ে প্রকাশ দ্বারা ছাটের মধ্যে তাহারের লাল সমস্ত

বাস্তবিকই চীনামিঙ্গে চেনা বড় কষ্টকর। সাংহাইয়ের
• এই ইঁটগুলি অত্যাধুনিক লোকস বলিয়ে স্বীকৃত হচ্ছেন না। —প্রশাসনী
সম্পর্ক।

† হিন লাক বেশিভাবে অব মালভালার পুঁজি।

* एই हिन्दुओं अत्यन्त बोक्तव्य वलिया मूर्त्रित हैं।—अशोक

ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅତି ମାନ୍ୟମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

একটা সহিত এদেশে পথ বসর বাসের পর একটা দশগুণাম। ইতিমধ্যে হাঁটাং রাষ্ট্রকলের জ্ঞানয়াজ বিলিঙ্গাচ্ছিলেন যে তিনি চৌম্বকি সংখ্যে দেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসর এদেশে অবস্থিতি পর তিনি একটা কলিলেন যে এদেশ ও অভিজ্ঞতা তাহার জ্ঞানিগত আবেদনে আবশ্যিক বাস্তব আছে। ৪০ বৎসর বাসের পথ কলিলেন যে তিনি এখাবত কিউই জ্ঞানিতে পারেন নাই। যাহা তিনি পূর্বে জ্ঞানিগতিলেন সমষ্টিত তাহার জ্ঞানিগত আবেদনে আবশ্যিক বাস্তব আছে।



চীন চাউলিমেদের সর্বোচ্চ চাঁ-ওয়েন-কোম্বের মাতা। ইনি খৃং শুশুক্ষম ও শাহী। তার দায় আবে তারা শুভের গোপনীয়ত আর ঘটনে ইনি সহজে কর্তৃত করিয়েছেন।

(ডাঙ্কার মহালের সর্বোচ্চ কর্তৃক শুশুক্ষম পর্যটকারাম।)

২৫শে অক্টোবর টেলিভিয়ে বিজোহী হয়। ২৯শে এই সংবাদ ইউনানমুক্ত পৌছে। ৩০শে লি-কেন-ইয়ে তথ্যকার লেস্টেনার্ট জেনেরেল ছাই অ নামক বাতিল সঙ্গে ঘোষ দিয়া তথ্যকার জেনারেল চুঁ-চেন-সুকে হত্যা করিয়া নগর আক্রম করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু তথ্যকার ভাস্তুর বা গৰ্বন জেনারেল আক্রমণৰ কৰার তোহার প্রাপ্তব্য কৃতিলেন ন। তোহাকে বৰং খৰ-প্যান দিয়া সহজ হইতে নিরাপদ থাণে পৌছাইয়া দিলেন।

[বৰ্তমান সমস্ত ইউনান পদেশের মধ্যে ইউনানমুক্ত সহজে ছাই-স বা ছাই তুচ্ছ (জেনেরেল ছাই) সর্বশেষ কৰ্তা, তোহার নিয়ে লি-কেন-ইয়ে এবং ভিগৱে চাঁ-ওয়েন-কোম্বেন। জেনেরেল লি-কেন-ইয়ে ইউনানমুক্ত হইতে প্রায় ছই সহজে প্রাপ্তিক দৈশ্ব, তোপখানা ও কলের কামান ও ক্রস্ট আওয়ার্কারী তোপ সহ বাতা করিয়া পথে এক একটী সহজে কিছুবিন অবগ্নান করিয়া নৃতন নিয়মসূচারে তথ্যকার শাসনকর্তৰীর মুশ্কলো করিয়া তথ্ব হইতে অপৰ সহজে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং এই প্রাপ্তে জন্মে প্রায় ছাই-মাসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইয়ার সৈজের নৃতন ধরণের পরিচ্ছব্দ, পরিকৰ্ষা, এবং দৈশ্বগুলি অপেক্ষাকৃত হুমকিত। তিনি নিজে এক মন্দিরে অবগ্নান করিতে লাগিলেন এবং তথ্ব হইতে শাসনকার্তৰীর শুশুক্ষম করিতে আৰুষ কৰিলেন। প্রায় প্রতিবিম্ব নানা প্রকাৰ ঘোষণাপ্রত আৰি হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের শিরশেষে হইতে লাগিল।

এগামে পৌছিবার কিছুবিন পৰেই চাঁ তু-তু কর্তৃক গঠিত দৈশ্বকলক হৰি আবে জৰাব দিতে আৰুষ কৰিলেন। প্রায় সহজাধিক দৈশ্বের চাকীৰ গেল। এবিকে এই সহজে আবৃষ্টিক ভাল্টিয়ার নিযুক্ত হইগাছিল, তাহাবিগকেও বৰষাক কৰিলেন। চাঁ তু-তুৰ শোক বৰষাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি পিস্তোহ উপস্থিত করিতে পাৰেন মদে কৰিয়া তোহার ইয়ামিৰ হইতে সমস্ত বাস্তু, দ্বৰুক, ও গোৱা বারুৰ প্ৰতি সৰাইয়া লাই। নিজেৰ বাস্তুনে লাইয়া গেলেন। ইয়া ধীৰা আৰে অস্তোৱে বৃঞ্জি হইল। ইনি ছাইনন প্ৰস্তুত তুল জেনেৰেল (Krupp gun) ও কলেৰ কামানেৰ চীমারি কৰিয়া আজৰাবক, শুলেৰ ছাতৰিগৰক ও সমস্ত দৈশ্বে দেখাইয়া দিলেন। আমৰাও দেখিতে পিস্তোহাম। চীমারি গড়পত্ৰক মদ্য হয় নাই। ক্রপ কামানেৰ গোলা প্ৰত্যক্ষ ভাৰে লক্ষ দেখে কৰিতে পাৰে নাই। কিন্তু শোক গোলা কৰিয়া তোহার সেপুলি ধীৰা চীমারিৰ লক্ষ্য অনেকতা ভেড় হইয়াছিল। কলেৰ কামানেৰ প্ৰত্যক্ষ এক একাগৰাৰ ভুলিৰ মধ্যে গড়ে আড়াই শত গুলি চীমারিৰ লক্ষ্যে কৰিয়াছিল। বহু লোকেৰ সমাগম হইয়াছিল। টেলিখিয়েতে ঘূৰ্ণ এই প্ৰথম। এই-

৫ম সংখ্যা]

তাৰাইন টেলিকোম্

শুকল কামান জার্মানৰ কৈয়াৰি। তবে সাধাৰণ কামান এখন হৰে সহজে প্ৰস্তুত হইতে আৰুষ হইয়াছে। কলেৰ কামান এখনমুক্ত ইয়াৰ অগ্ৰত কৰিবে পাৰে নাই।

জেনেৰেল লি-কেন-ইয়ে এগমনকাৰ সহজে রক্ষাৰ বেশ সুবলোবষ্ট কৈয়াছেন। সহজেৰ মোড়ে মোড়ে অধ্যাবৰী পুলিশের আজ্ঞা হইয়াছে। আপন আপন হাতাৰ মধ্যে একটীকৈ পুলিশের পুলিশে পুরুষা বেড়াইয়েছে। পুৰুষ কৈমন এমন ছিল না। সকলে আশৰাৰ কৰিয়াছিল যে, লি-কেন-ইয়েৰ সৈজ এফান পৰিভাগ কৰিবে হৰ্ষ-ত্ৰিশ সংস্কৰণ লুক কৰিবে। কিন্তু এই পুলিশেৰ বস্তোবষ্ট কৰাৰ অজ ইৰুকৰাৰ ঘটনা ঘটিতে পাৰে নাই। আৰি একমাস হইল ইনি এই স্থান পৰিভাগ কৰিয়া ইউনানমুক্ত গৱন কৰিয়াছেন।

ইউনানমুক্ত ছাই তু-তুৰ সঙ্গে ইউন-গৌ-ছাই বা ইন-ইয়েট-সেনেৰ দেশখনাম সহজে সাক্ষাৎকাৰে পৰামৰ্শ হইতেছে ও তুমসূলে কৰ্তাৰী চালিতেছে। ইয়োলী বোৰ্যানেৰ সামৰণিৰ বাধাৰে তুকৈসুকে কিপল বিপৰ্যাপ্ত কৈয়াতেছে তাৰা সংবৰ্ধপৰেৰ পাক মৰাই অৰগত আৰে। “রামায়ান,” “ইলিয়েস” বাহা শুনু বৰ্ণনাৰ মানৱ-কৰণামৰ আৰুষ ছিল—বিজানেৰ বাঢ়াক কৈতে আৰি তাৰা প্ৰত্যক্ষ হইতেছে।

তাৰাইন টেলিকোম্ উপৰোক্ত হৰি আশিমৰ হইতেও আৰুমিক। ক্ষণপ্ৰাত মৌৰামীনি এখন তাৰ-বাহন বাঢ়াতোক নগৰে গৃহে গৃহে আজৰাবত্তীৰ বাঢ়াবাহীনী দূতীৱেৰে আবিষ্কৃতা হইয়াছেন।

মাৰ্কিনেৰ প্ৰসিদ্ধ ডৈজোনিক এ. ফ্ৰেডেৰিক কলিস (A. Frederick Collins) ভিনট বিভিৰ প্ৰাণীতে তাৰাইন-টেলিকোমেৰ কৰ্ষণগোপনী কৰিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বহু গবেষণার ফৰ্ম কৈয়াতে এফান পৰিভাগে অস্ততম উষ্টাবক, কিন্তু আমাৰ অধীন জাতি বলিয়াই হইক অধৰা অজ কোন অজাত কাৰণে ঐ আৰুকাৰ সথকে ঘোষণাতে বহু মহাশয়ৰ নাম বড় বেলী উৱাৰিত দেখা যাব। মাৰ্কিন প্ৰত্যক্ষ পোশ্চাত্য ভৈজনিকগণ উহার সমষ্ট কৃতিহ আৰম্ভাস কৰিয়া ফেলিয়াছেন।

মোৰ্যান প্ৰত্যক্ষ আকাৰ-তৰলীৰ উৱতি ও পৰীকাৰ-গবেষণা ভাৰতে আইন ধাৰা কৰ হইয়াছে। ভাৰতেৰ বাহিৰে ভাৰতসমষ্ট হ চাৰ জন উহার সংশ্লে নাম।



তাৰাইন টেলিফোনেৰ আবিষ্কৃতাৰ বিজীবন, পিয়াল আ. V. P. অৰ্থনীতে বাসীৰ ব্যক্তিগত অৱিকলনৰ। তিনি অৰ্থনীতে ঘৰুক পাইয়াছেন।



ভারতিতে অর্থাৎ উইলিয়ম মেনিস রাখান
কলিসের কলে বৰ্ষা বলিশেহেন।

বি: ফ্রেডেরিকের ভারতীয়-টেলিফোন-স্টেশনের সহায়তায়
বে-কেনেন আকারের বাটীর কক্ষ হতে কক্ষান্তরে,
নগরের এক বাটী হতে অঙ্গ বাটী বাস্তু প্রেরণ করা
যাইচেছে। প্রাণীদের সংযোগ, ব্যবধানের প্রয়োজন। উভার
বায় অস্থাইতে পারে না। পূর্ণ টেলিফোন করিতে
লেখে তার ও স্কুলের রীতিমত যোগাযোগ রাখা
আবশ্যিক হইত, একে আর উভারের প্রয়োজন হয় না।
হই গৃহে দুইটি "গ্রাহক" ও "প্রেরক" সংযোজন
(Receiver and Refitter Composite) প্রাপ্তিলেই
হই। তার্যক টেলিফোনের সহের ভিত্তি দিয়া কথা-
বাস্তু বলিশে ও তিনিটে যে একজিন করা আবশ্যিক
ভারতীয়েও আর তাই আবশ্যিক। তার না ধাকার
কেনেন অস্থায়ির কারণ হয় নাই।

হৃবিধি ও অহৃবিধি। ভারতীয় টেলিফোন-কারো আসিবে
না একে অবহু ঘূর্ছে কে। পূর্ণ তার্যক টেলিফোন-
অপেক্ষাও ইহার হৃবিধি নিক আছে। পুরুষ
বন অপল বা চৰাবিধি প্রাক্তিক বাধা বিশে দেখানো

সর্বজন-জ্ঞান সাধারণ তার্যক টেলিফোন-স্টেশন ও তার
প্রতি শাপ্র করা কষ্টসাধা অথবা অসুবিধ দেখানো
ভারতীয় টেলিফোন অশেষভাবে কাণ্ডক হইবে।

ক্ষৰী-ভাজাজি মৌকা প্রক্ষেপ কু হু স সুমুদ্রবন্ধ
হইতে তারের আক্ষিস হইতে আবেশ উপদেশ লক্ষণ
ব্যবস্থাক পথে যাইতে পারিবে।

পূর্ণপর সম্মুদ্রে দ্বীপ জাহাজের "পাটাইট" মাঝিকে
আর উচ্চস্থের টাইকার করিয়া অথবা বৰ্ষ প্রস্তরক
"মেগাফোন" সাধারণ পূর্ণপরের টেলিফোন উভার করিয়া
বিপোর্টের ভয়ে ভৌত হইতে হইবে না। সুন্দরবনে
মুক্তান শালের পুরু অথবা লোহিতস্ত দুরকত নাই।
একটু বড়ক্ষেত্রের মেবাতেরের ভূত বা আবশ্যিক নাই।
অসু মৌক আক্ষিস উভার স্তুত; চেলা বিজ্ঞ নিজে
উভার দুটি, চাই শুরু তাহার আবির্ভাবের পীট-ক্লিপ
শৰ্পাকাক ও শৰ্পাকেক যন্ত। আর একটা স্থুবিধি প্রথমে
গমতে তুলিয়া গিয়াছি, যে হচ্ছে ফ্রেডেরিকের এই
ভারতীয়-ব্যবস্থের সহিত বে-কেন সাধারণ স্তুত টেলিফোন-
ব্যবস্থের সংযোগ-সম্ভাবনা। শুরু সাধারণ টেলিফোন-ন্যাচ
কেন সাধারণ টেলিপ্রেক (long distance line)
অথবা ভারতীয় টেলিফোনের আসিসের সহিতও ইহকে
সংযুক্ত করা চলে। এইক্ষে আমরা শিল্পালো ওয়াশিন্টন-
বিশ্ব বিদ্যালয়ের এই "বেবেরেটোতে" বিসিন প্রশাস্ত-
সাধারণের বে-কেনেন ভাবারের সহিত কথাবার্তা বলিতে
পারি;—ক্রেওলিন শুটে প্রাণী আক্ষিস হইতে বে-কেন
ভাগানযাতী ভাবারের সহিত পিনাবেন্দের পর্যাপ্ত
কথাবার্তা বলিতে পারিবেন। তা বি প্রাণী আসিসে
ভারতীয়-টেলিপ্রেক-ব্যবস্থ না বাকে তাহাতে ক্ষতিহৃদ
নাই,—ধোকা চাই ফ্রেডেরিকের ভারতীয় টেলিফোনে যষ্ট।
প্রাণী আসিসের তার্যক টেলিপ্রেকে অথবা "ভারতীয়ে"
ফেনুকে ভাবিতে হইবে। বেনুন ভারতীয় সারা
আগুনকে ডাকিবে, আগুনেন অনামানে "প্রাণী"
ভাবারে সংযুক্ত করিতে পারিবে। তার কলে, যে বৰ
ইত্যাপৰী এতুবু অভিক্ষম করিয়াছে—ইত্যাপৰাহনে
অনন্ত শৃষ্টিপূর্ণে তাহাই প্রশাস্ত-সাধারণের উপকূল
পৌছিব।

ভারতীয় টেলিফোনের সহের ভিত্তি দিয়া কথা-
বাস্তু বলিশে ও তিনিটে যে একজিন করা আবশ্যিক
ভারতীয়েও আর তাই আবশ্যিক। তার না ধাকার
কেনেন অস্থায়ির কারণ হয় নাই।

হৃবিধি ও অহৃবিধি। ভারতীয় টেলিফোন-কারো আসিবে

আকাশেক কুত্রিভাবে "চপল" করিতে হই না। সে
নিষ্ঠাই চিকিৎসক।

ইহা হইতে মেঘ যাব তারতীয় টেলিফোন "স্তুতা"
হইতেও প্রাচীবিক। কুটো অপেক্ষা মাত্তা ত চিরকাপাই
প্রক্ষেপ পথ—তা আবার বিজ্ঞানবাবো। ভারতীয়ের
অষ্টানোও স্বয়ংব্যাপক। উভার ভূত তার-তার,
মুক্তান শালের পুরু অথবা লোহিতস্ত দুরকত নাই;

একটু বড়ক্ষেত্রের মেবাতেরের ভূত বা আবশ্যিক নাই।
অসু মৌক আক্ষিস উভার স্তুত; চেলা বিজ্ঞ নিজে
উভার দুটি, চাই শুরু তাহার আবির্ভাবের পীট-ক্লিপ
শৰ্পাকাক ও শৰ্পাকেক যন্ত। আর একটা স্থুবিধি প্রথমে
গমতে তুলিয়া গিয়াছি, যে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াবিহীন।

** * প্রথম মিলিয়ন, কৌল বন, অবশ উপত্যকা, ধৰ্মৰ পৌরীতৰ

অবশ বনি প্রতি বৰ্ষ কুরুক্ষেত্রের অবশ। দৈন ধৰ্মচনার

বৰ্ষিক হইতে যথেষ্ট হইয়া যাব—ইই দুসূরে এই তাহার

আক্ষিস-প্রথাবাবী বাবীবাহক দেবৰেবের সহযোগী যাবী। আবার প্রথমে

সব হইতে। হইতে প্রথ মূল মনৰের অবশ উপকূল সারিত হইবে,

হইতেই ভারতীয়ের উভারে, স্বতন্ত্র আবার কিম্বা সৰ্বক হইবে।

(Technical World Magazine, Oct. 11.)

আমি এ প্রথমে বিজ্ঞানোজ্বাবে যে অভিস্থিত আবিকারের
উপর উপর আক্ষেত্রে কুলিয়া উভা অভিস্তুত ও
কোচুলোচুলীক। শক্তিতে ও ধৰণৰ উভা অভিব্যাপী
ও বিজ্ঞানোজ্বাবের পরিচিত ভি আব সকলের নিকট
আলাদিমের আক্ষেত্র প্রাণীপে মত সো হইবে। কিন্তু
বিশ্ব বিদ্যালয়ের এই "বেবেরেটোতে" বিসিন প্রশাস্ত-
সাধারণের বে-কেনেন ভাবারের সহিত কথাবার্তা বলিতে
পারি;—ক্রেওলিন শুটে প্রাণী আক্ষিস হইতে বে-কেন
ভাগানযাতী ভাবারের সহিত পিনাবেন্দের পর্যাপ্ত
কথাবার্তা বলিতে পারিবেন। তা বি প্রাণী আসিসে
ভারতীয়-টেলিপ্রেক-ব্যবস্থ না বাকে তাহাতে ক্ষতিহৃদ
নাই,—ধোকা চাই ফ্রেডেরিকের ভারতীয় টেলিফোনে যষ্ট।
প্রাণী আসিসের তার্যক টেলিপ্রেকে অথবা "ভারতীয়ে"
ফেনুকে ভাবিতে হইবে। বেনুন ভারতীয় সারা

আগুনকে ডাকিবে, আগুনেন অনামানে "প্রাণী"

আবেরিকা। শীঘ্ৰেশ সিক্ষ।

ভারতীয় বিমান-ন্যাবিক

(মৰ্ত্ত বিভিত হইতে)

আবিকারের নব নব আবিকারের যুগ, যাহু যথৰ

প্রতির শক্তিকে আহতাদিম কৰিয়া লাইতেছে, তখন

ভারতীয়ের অবশ সংস্কৰণ কৰিলে বাই প্রতিপ হ।

মার্কিন ভারতীয় টেলিপ্রেক আবিকার কৰিয়া বৰ্তমান

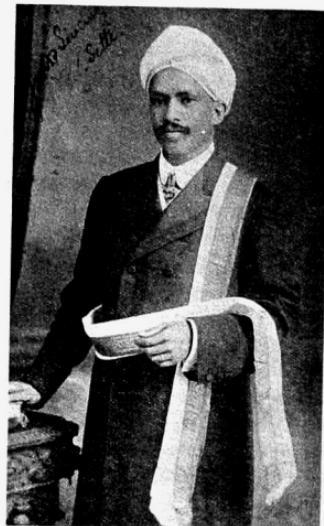
ইতালির না চিৰিসেরে ভি যাবিতিগত কৰিয়াছেন,

৪৯৯

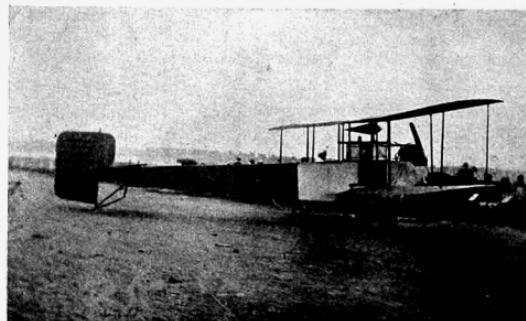
অচ তাহার প্রথম উড়ান ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর মডিলেও উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এবং কান্দেন আমাও-সেন্ পশ্চিমবঙ্গের আবিকাশ থারা নরসংকেতে ঘৰের উচ্চ-শিখের উত্তীর্ণ করিয়াছেন। আকাশভূমি ক্ষেত্রের পতাকা উঠাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হাত ! ভারতের বিকে চাহিয়া আবৰা কি দেখিতে পাই ? — সেখানে দেখি কেবল অমাদের বজ্ঞ, গভীর নিষ্ঠাকৃত, লজ্জাকর বিশ্বাস, একটা শেকাহ শাস্তি ; যেন আমরা পঁঠসের প্রাণে আসিয়া পৌছিয়াছি ! অবশ্য নানা কারণে বশত : একল অবশ্য দীঘাইঙ্গে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বজ্ঞান হইতেছে আমাদের শৈলিয়া, আমাদের নিষ্ঠাকৃত, আমাদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা ! অতীতকলে আমরা কি করিয়াছি তাহা ভাবিত ভাবিতে, নির্মিতকরিতে আমাদের সুপ্রয়োগের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি, যেখান হইতে এক পৰ অঞ্চে বা প্রাচীতে আমাদের অস্তিত্ব পাকা মা-ধাকা নিক্ষেপ করিবে।

আবৰ্য ঔরনে এমন একটা গুরুতর সময় আসে যখন উহা বিশ্বাস কেবলে আসিয়া উঠিয়া নির্মাণের কাজে লাগিয়া যায় ; যখন উহা কোনো এক চৰম উদ্দেশ্যের জন্য, কোনো এক বিশেষ কার্য সম্পর্ক করিবার জন্য, সম্মুখে এক অদৃশ হাপিত করিয়া ব্যক্তি চেতীয় সমস্য কর্ত পরিহার করিয়া আপনাকে উরোত করে, আপনাকে গাঢ়িয়া তুলে। ইতিহাসে একল সব সংক্ষারের যুগ বলিয়া বিশেষভাবে কথিত ; উক্তক অবস্থার হইকে বিপুল দলে। একল সময়ে, আভির সমবেত শক্তি সাধারণতার সহিত হিতকর উভেষ্টে বারিত হওয়া আবশ্যক, এবং যাহাদিগের হচে আভির ভাগ্য নিহিত, তাহাদের প্রতি পথে বিশেষ সংকর্তার সহিত অগ্রসর হইয়া জাতিকে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া দেওয়া উচিত। ইহাই উরোনের যুগ, যাহার প্রথম পুরুষ অধুনা চীন, পাঞ্চাশ, তুরক ও পাপানে ঝিকনিক করিষ্যে।

আভাস্যুর বিশ্বাস ও লজ্জাকর নিরবর্ধি সামাজিক মধ্যে প্রযুক্ত হইক দূরে দীঘাইঙ্গে ভারতবর্ষ কি কৰেন শোকের দীর্ঘস্থান দেবিলে ? ভারতবর্ষের কথমই একল



শৈক্ষক সেন্ট, প্রথম ভাস্তুর বিমান-নাবিক।



ত্রিলাও উড়িবক্ষেত্রে শৈক্ষক সেন্ট ও তাহার "আরো" বাইদের বিমান।

আমাদের পুরাণ ও শাস্ত্রকথিত বিমান শৃঙ্গমার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়ে, ও পক্ষীরাজ দ্বিগুলের সহিত বোঝারী হয় এবং বেগ ষটায় ৪৫—৫০ মাইল।

সেন্ট মহোদয় অধুনা একটি নৃত ধরণের বাইপ্লেনের কঞ্চা করিতেছেন, কবেকমাদের মধ্যেই উহার সম্মুখ নজর প্রকাশিত হইবে।

ইংলণ্ডের মাকেফ্টার সহরে সেন্ট মহোদয় একাগ্রাচিন্তে তিনি বসবের অধিকক্ষ শিক্ষালাভ করিয়া স্থান হইতে সাইক্লিকেট পাইয়াছেন।

ত্রিলাওঁের উড়িবক্ষেত্রে প্রেরণ, যেখানে সেন্ট মহোদয় ইহা আমাদের কর আনন্দের কথা নহে। এই আবশ্য হইত পৃষ্ঠাবিভাগের সহিত চলিতে আবশ্য করে। একটি ঘটনা হইতে বুকা যাইতেছে যে ভারতীয়েরা ও সমবেতের সহিত চলিয়া চেতু করিবে। ভারতবর্ষ হইতে একজন বিমান-নাবিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বিমান নজর করিতে, তৈর্যারি করিতে এবং উহা চড়িয়া বেগমগ্রে বিচরণ করিতে সক্ষম — তিনি একজন পাকা বিমান নাবিক।

প্রাচ্যাবশেষের নৃতন্ত্র অস্থান হইতে উত্তোলন-বিভাগ ; ইহার উত্তোলিবিধানের অংশ বেজানিক অংশের মধ্যে প্রযুক্ত হইক দূরে দীঘাইঙ্গে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে চৰ্তা বাস্তিত হইতেছে ; তাহার ফলে অরকালের মধ্যে লোকে সুস্মে যেমন বিচরণ করে আকাশে ও তৎপৰ হিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে। অনতিবিলম্ব

প্রসার — ৩ হুট

'কর্ত' — ৪ হুট ৬ টাঙ

ওজন আরোহী বাতিকে প্রায় আটশত পাউণ্ড পা-বিমান-নাবিকের অস্তিত্ব বিমাননাবিক সেন্ট-মহোদয়ের

চতুর্থে উঠে আলোর কথা।

মনের বিজয় ছাওয়াও,
আধাৰ বলে মেন ছাও কোনাকি।

* * *

আবার কবে প্রভাত হলে,
হাস্পি-সুন্দর শুক নীৰে

জগতৰেন্দৰেন অৱশ্ৰিত বিদ্যা ?

এট টানোৰ সেই কানেৰে

ওই অৱশ্যে আৰুৰে তীৰে তীৰে
বৰমেৰ আৰুৰে আৰুৰে কুছিয়া ?

এট কুণ্ডেৰে সেই নহমেৰ

ওই ভূমেৰে উপেৰ লিয়ে

চেউয়ে চেউয়ে আসন্দে মৰ মৰুৰী ?

অমৃত-বীৰ্মা মৃচ অটল

মৃচ-শিলা উজলিয়ে

জগতে জাগ্ৰে কাতৰে চাতুৰী ?

বিজয়চন্দ্ৰ মুহূৰ্মাৰ।

খণ্ড শোধ

(আপানী গবেষণ ছাও অবলম্বনে)

অনুষ্ঠৰ কেনে কিউভৰিকে মাঘবৃত্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ
হইয়াছিল। সে যে নিয়ত গৰীবেৰে ছেলে ছিল তাহা
নহে—তাহাৰ বাপ এমন সংহান বিবিধ পিণ্ডালিলেন যে
চাকৰি ন কৰিলেও তাহাৰ পেটিত ; কিন্তু সে যদেন
খুবই চোটো তৰে বেগে মৃচ হওয়াতে তাহাৰ মাদৰে
চাঁকিয়া দেৱ—তাহাৰ বৰেছোলিতে বিষবৰ্প সহজে
হইয়া লেৱে বস্তৱতি পৰিষ্কাৰ ধৰে। তাহাতেও

তাহাৰ মাদৰে চোখ দেলে নাই। উচ্চ অল্পতাৰে দেশো
তাহাকে এমনি পাইয়া বিশালিল যে কেনে কুচিয়াৰি
কৰিয়া তাহাকে সব মৰাইতে হইত। তুলি কৰিয়া তো
সময়ে বাস কৰা শোবান ন—কৰিছে সে হইতে যুক্তি
পাইয়া সে দে কোথায় নিৰদেশ হইয়া গেল তাৰা কৈছেই

আলিম না। গায়েৰ সকলে তাহাতে নিচিষ্ট হইল ;
তাহাৰা দলিলে লাগিল—আঃ আপন গেছে ! কিন্তু মারেৰ
পাদে যে কি হইতে লাগিল তাহাৰ মাঝে আননে ? তিনি বিম,
ৰাত দূলৰ জুড়াইয়া কৰিবলৈ লাগিলোন।

এখন সমস্ত সংস্কৰেৰ ভাৰ এক কিউভৰিক উপগ্ৰে।
সে হেলেমুহৰ, মেন অঙ্গুল পাথাৰে পড়িল—হৰে হৰ মৃচ
খোজৰ কৰা দূৰ গাঁথুক, মাথা ও পেটিবাৰ টাঁটো পৰ্যাপ্ত
নাই। কাহাতে তাহাতে চাকৰিৰ কৰিবলৈ হইল। কৰিবলৈ
অকেন্দৰে কৰিৰে পৰ দূৰ গ্ৰামে একটা চৰাই ছুল। সে
মা ও বোনাটকে দেশে বিবিধ চাকৰি-বানো লালিয়া গেল।
যাইতাৰ সময় তাহাৰ মা তাহাৰ হাতে বৰিয়া বলিলৈ
বিম—“দেশো বাবা ! তোৱ দালাৰ কৰা দেশ হৰে
খাকিসনে—আহা বাচা আমাৰ কোথায় আছে !” বলিলৈ
গলিতে তাহাৰ চোখ দিয়া টুকু টুকু কৰিয়া জল কৰিবলৈ
লাগিল। কিউভৰিক মাকে সাধনা দিয়া বলিল—“বিচু
ভেবেনা মা ! আমি ঠিক মাদৰকে কোমাৰ কাছে এনে
দেৰো !”

কিউভৰিক মায়েৰ কাছে এ কথা বলিয়া আলিম বটে,

কিন্তু মাদৰ বোঁজ কৰা তাহাৰ পকে সমস্ত হইল না।

সে সমস্ত দিন কাৰেকৰ্ত্তে বাস্ত থাকে, কৰণ সে বোঁজ
লৰ—আৰ কোথাইছ বা বৰুৰ কৰে ! ধাকিয়া ধাকিয়া,
মাকে মাকে, মাদৰ জল মাদৰে শোকেৰ কথা তাহাৰ মনে
পড়িত—তাহাতে তাহাৰ প্ৰাণী আঙুল হইয়া উঠিত,
বিচু কি কৰিব ? উপায় নাই ! সে ভাৰিত বৰি ! এমন
দিন কখনো আদেৱ যে বৰুৰে মাঘবৃত্তি কৰিবলৈ না হৰ,
তাহা হইলেই সে মাদৰ বোঁজ কৰিবলৈ পাৰিবে—মায়েৰ
হৃবৰ মোন কৰিবলৈ পাৰিবে—নইল হইলৈ নয়।

কিউভৰিক মনিব কিউভৰিকে অষ্টৰেৰ সহিত মেহ
কৰিবলৈ। আহা ! বড় দৰে ছেলে ছাঁচে পেঁচিয়া চাকৰি
কৰিবলৈ আশীৰ্বাদ এই কথা মনে কৰিবলৈ তাহাৰ চিত্ৰ
মহাশূভ্ৰতে ভৱিয়া উঠিত ; তাহাতে কিউভৰিক ভালো
হচ তাহাৰ জল তিনি দিয়েছে চোটো কৰিবলৈ।

অবসৰে
কিউভৰিক মনিব কিউভৰিকে
কৰিবলৈ যথোৎক্ষণে নাই। উচ্চ অল্পতাৰে দেশো
তাহাকে এমনি পাইয়া বিশালিল যে কেনে কুচিয়াৰি
কৰিয়া তাহাকে সব মৰাইতে হইত। তুলি কৰিয়া তো
সময়ে বাস কৰা শোবান ন—কৰিছে সে হইতে যুক্তি
উপলক্ষে অকাঙ চাকৰেৰে চেয়ে কিউভৰিক পাঞ্জন্তা

বেশি হইত। এমনি কৰিয়া মা বোনেৰ ধাওয়া-পৰা
খৰেই তুলি যাও, কিন্তু অত টাকা একসমেৰ নিয়ে বেণে না।
পথ তো ভালো নহ—চোৰ ভাকাতেৰ ভৰ আছে। এখন
কিছু সনে নাও—পথে এমে কিছু কিছু কৰে নিয়ে বেণে !”

অপেক্ষা আৰ দে কৰিবলৈ পাবে না। অতকালীন তো
সে খু অপেক্ষাই কৰিয়া আসিয়াছে—এখনো অপেক্ষা ?
সে আৰ হয় না। কিউভৰিক বলিল—“পাপ বৰবেন—কিছু
ভাৰ নেই—আমি খু সাধনামে টাকা নিয়ে যাব।” মনিব
আৰ একবার তাহাতে বুৰাইবাৰ চেষ্টা কৰিলৈন।
কিউভৰিক মনিবে তাহাতে কথা আমৰণ কৰে নাই—তিনি
বাধা বলিলেও তাহাৰ কথা আমৰণ কৰে নাই—সে কথাও
পৰিষেচে, কিন্তু তুলু সনেৰ অধীনীতা আৰ
কিছুতেই সনেৰ কথা আমৰণ কৰিবলৈ নাই।

কিউভৰিক মনিব তাহাকে সমস্ত টাকাকৰ্ত্তা বুৰাইবা
দিতে লাগিলোন। টাকাগুলি হাতে কৰিবলৈ তুলিয়া লাইবাৰ
সময় কিউভৰিক বোৰ হইতে লাগিল, সেগুলি দেন তাহাৰ
চিৰগুৰিত বৰ্ষ ! সবগুলিকৈ তাহাৰ মনে আছে—
কিউভৰিক অনৰ দৈৰ্ঘ্যেৰ সহিত এই আদাৰ সাধনেৰ
জন পণ কৰিবলৈ বিশালিল। এ নইলে যে তাহাৰ
চলিবে না !

অনেক অপেক্ষাৰ পৰ শেবে সেই উভদিন আসিল।
এই সাধনে মাহিমাটা পাইলৈ তাহাৰ ছাওৰ টাকা পূৰ্ণ
হৰ। জৰে জৰে দেখিবলৈ দেখিবলৈ সে মাস শেব হইয়া
গেল ;—কিউভৰিক অনৰ আৰ ধৰে না—আৰ তাহাৰ
জৰানেৰ সকল সাধন সকল হইলেই চিনাবে !

কিউভৰিক মনিবে কিউভৰিকে অষ্টৰেৰ পৰ্যাপ্ত
সেই বাবেই যাতা কৰিল—পৰিবেন প্ৰৱান প্ৰৱান
কৰা সহিত নাই। যাইবাৰ সহজ তাহাৰ মনিব বালোনে—
“অস একবানা সনে নাও—কি জৰি বৰি কোনো বিশৰণ
হঢ়ত ?” বলিয়া একবানা ভালো ভৰেৱালৈ তিনি তাহাৰ
কোৱেৰ বাঁধিয়া দিলৈন।

কিউভৰিক আৰ বিশৰণ কৰিবলৈ পাৰিবেচে না ;—
এতনিব ধৰ্যা ধৰিয়া আৰ তাহাৰ মন একতাৰ ধৰ্যা
নিকত হইতে তাহাৰ মন একে একে বিশৰণ মালিয়া লাইতে
লাগিল,—সে যেমন সবগুৰিকেই মনে যৈন বলিলেছিল—“ভাই
চাহু ! আই চাহু !”

আজ তাহার প্রাণ কানায় কানায় ভঙিছে—কেবল একটা বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুত্তেছে—মাকে গিয়া সে কী বলিবে ? মা তো কাকার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া নাই—সে বলিয়া আসিয়াছে মাধ্যমে দিবাইয়া আনিবে—মা যে সেই পথ চাইয়া বসিয়া আছেন ! সে ভাবিল, এতদিন মা অপেক্ষা করিবারেন, আরে হচ্ছে দিন করুন—আমি দেশে বিবিধা সবল ব্যবস্থা করিব।

গ্রাম ছাঢ়াইয়া একটা প্রকাও ঘৰল। সেই অঞ্জলের মধ্য দিয়া তাহার পথ—সেই পথ সে চালিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাতি অবেক হইয়া আসিল—সেই মধ্যে অক্ষকার ক্রমেই অষ্টাচতুর্থ বিদ্যুত উত্তীর্ণে লাগিল; —কোঁখাতে একটু আলোর ছিল নাই—গাছগুলোর পা হইতে পর্যাপ্ত মন অক্ষকারের পরিয়া পড়িতেছে—কেবলের মাঝে দেখে যাও না ! কিউভুকি মন একই উত্তল হইয়া উত্তীর্ণে যে কোনো বাধ্য তাহাকে নিষ্কাশণে করিতে পারিতেছে না ;—সে সেই অক্ষকারে তেলিয়া চালিতে

এই দল অক্ষকারের মধ্যে চালিতে চালিতে কখন যে পথ হাস্যাইয়া দেলিল তাহা দে অভিন্নতে পারিল না। সেই দেশ বৃক্ষের কাছে গাছের ডালগুলো আসিয়া তাহার পথের দুর্বল করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চেমক ভাঙল। পথ পাইবার অঙ্গে সে চূর্ণিক হাতড়াইতে লাগিল, কিন্তু পথ কিছুতেই পিলিল না। ঘূর্ণি ঘূর্ণি হজারেই দে প্রাণ হইয়া পড়িতেছিল। অক্ষকারের মধ্যে এবিক ওধিক করিতে যিয়া কৈমে তাহার সব গোলমাল হইয়া পেল—কোন্ দিক হইতে আসিতে, কোন্ দিকে যাইতে হইতে তাহাও তাহাও একটি রাখিতে পারিল নী। একবার একটু রাজ্ঞীর মতো পায়, আবার অঞ্জলের মধ্যে গিয়া পড়ে ! এমনি করিয়া পুরিতেছে হাঁট একটা দৃশ্য শৰ্ক উনিয়া দে চেমকিয়া উঠিল ;—অক্ষকারের মধ্য হইতে মুঠি গুণ করিয়া কে দেন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কাছে আসিতে কিউভুকি দেখিল, এক বৃত্ত পিকারা !

তাহাকে দেখিয়া কিউভুকি দেন নিখাস হেলিয়া দাঁচিল—তাচাতাতি জিজাস করিল—“ওহে, আমার পথ বলে দিতে পার ?”

শিকারী একবার তাহার সর্বমের উপর দিয়া তাহার তীক্ষ্ণ মুঠি বুলাইয়া লইল, তাহার পর বলিল—“মানে কোনো ?”

কিউভুকি নিজের গ্রামের নাম উরেশ করিল।

শিকারী তাহাকে খানিকুন্দ সঙ্গে লইয়া একটা পথের উপর আসিয়া তাহাকে বলিল—“এই সামনের রাস্তা ধরে বরাবর উত্তর মুখে চলে যাও !”

কিউভুকি সেই পথ ধরিয়া চালিতে লাগিল—ক্রমেই আস্তিতে তাহার শীরী অবসর হইয়া আসিতেছে—গা আবার চলে না। এমন সময় দেখিল কিউভুকি একথানি কুটীর। কুটীরের মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা বাহিরের দুন অক্ষকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিউভুকি দীরে দীরে সেই কুটীর অভিযুক্ত চালিল। কুটীরের মধ্যে এক রম্পী বসিয়া আপনি মনে কঠিপুড় সেলাই করিতেছিল। এত রাতি, তবু ঘূর্ণিতে যাইবার দিকে তাহার কোনো লক্ষ্য আছে বসিয়া বোধ হইল না। সে নিষিট মনে কাঁচ করিতোল। কিউভুকি বলিল—“আমি প্রাণ পরিষ্ক, আজ রাজের মতো এখনে একটু ঝান পাবো ?”

রম্পী বিপর্যয়ের সহিত কিউভুকির দিকে খানিকক্ষণ চাইয়া রাখিল—তারপর অধিকরণ বিপর্যয়ের সহিত জিজাস করিল—“এত রাজে এগথে তুমি কেমন করে এলে ?” কিউভুকি বলিল—“আমি দেশের মধ্যে পথ হারিয়ে ছিলু—এক শিকারী আমায় এই পথ দেখিয়ে দিয়েছে !” বলিয়া সে বসিয়া পড়িল—আবার সে দীর্ঘাইতে পারিতেছিল না।

রম্পী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, কেমন হিত-ক্ষত করিতে লাগিল, শেষে এবিক ওধিক চালিক চাইয়া অবসর বসে বলিয়া দেলিল—“আম এ কোথায় এসেছে ?” কিউভুকি অবাক হইয়া রম্পীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর বলিল—“না ! এ কোথা ?”

রম্পী বলিল—“এ ভাকাতের বাড়ি। যে শিকারী তোমার পথ বলে দিয়েছে, সে ভাকাত—ভাস এই বাড়ি !”

কিউভুকি উরিয় হইয়া বলিয়া উঠিল—“এখন উপর !” শকির উপর গিয়া পড়িল। কিউভুকি তখনও এমন রম্পী বলিল—“উপর তো কিছু দেবিনা—নিশ্চল মে প্রাণ যে তালো করিয়া দাঢ়াইতে পারিতেছিল : না,—কাজেই সে কোনো ক্ষেপ বাধা দিতে পারিল না। ঘন্টা তাহার সমত অর্থ অতি সহজে কাড়িয়া লইয়া ছিল বল্ক পরাইয়া তাহাকে শাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিল ;—কিউভুকি কোনো বাধা বিলনা বলিয়া তাহাকে প্রাণে দেলিতে কোথায় এক অক্ষকারের মধ্যে বসাইয়া দিল।

বলিতে বলিতে বাহিরে কাহার পদ-শব্দ শোনা গেল। রম্পী শব্দ হইয়া উঠিয়া কিউভুকিকে বলিল—“ঠঠ, ঠঠ—আর দেরী কোরো না !” বলিয়া তাহাকে সে ঠিলিতে ঠিলিতে কোথায় এক অক্ষকারের মধ্যে বসাইয়া দিল।

শিকারী কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রম্পীকে জিজাস করিল—“শিকার কোথায় ?”

রম্পী কোনো উত্তর করিল না—বিপর্যয়ের ভাব করিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। শিকারী আবার গর্জিল করিয়া উঠিল—“শিকার কই ?”

রম্পী দেখিল জানে এমনি ভাবে বলিল—“শিকার !”

—“ইহা, ইহা, শিকার !”

রম্পী বিপর্যয়ের সহিত বলিল—“কই !”

শিকারী অবৈধ হইয়া উঠিয়া বলিল—“আমি বরাবর তাকে এই পথে আসতে দেবেছি ;—পথেও নেই, ধরেও নেই, সে কি তুম উপে গেল ?”

রম্পী বলিল—“কি জানি !”

শিকারী তখন রাখে উত্তর হইয়া চৌক্কা করিতে লাগিল—“বুকি এ তোরাই কার ! এ রোগ তোর সামান !” বল পেরাগ সুকিয়েচিস !” বলিয়া সে গোলারে এক পূর্ণাংশ করিল। রম্পী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—তবুও কোনো কথা কহিল না।

রম্পীকে নিষ্কৃত দেখিয়া শিকারীর রাগ ক্রমেই বানিতে লাগিল—জ্ঞানগত প্রশ্ন করিতে করিতে তাহাকে দেন আবশ্য করিয়া দেলিল। রম্পী তবুও কোনো কথা বলিল না—পড়িয়া পড়িয়া কেবল মার থাইতে পারিতেছিল না।

কিউভুকি অবসর হইয়া উঠিল—আর নিজেকে গোপন রাখা চলেনা—তাহার জন্ত এই অবশ্য নারীকে কী লাভনাই না ভোগ করিতে হইতেছে ? সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—“এই আমি !”

শিকারী তখন রম্পীকে ছাড়িয়া বাহিরে মতো কিউ-

তাহাকে হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গোলেন। তখন কিউরুকি তাহাকে সকল কথা শুনিয়া বলিল। তিনি উনিম্ম চূপ করিয়া রহিলেন—একটুও তিস্তাপ করিলেন না। কিউরুকি যেনেন গতরাতে কাজ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল, আব সকলে আবার তাহাই চূপ করিল, —মধ্য হইতে গাত্রের ব্যাপারটা যেন খপ দেখার মতো ঘটিয়া গেল।

দীরে দীরে ঢোঁ ঢুলাইতে লাগিল—তোরোঘাটনার মাঝামাঝি আশিশ পে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—“এ যে বেহুমত ছিলস দেখিছি !”

কিউরুকি চূপ করিয়া রহিল। গোকনী আবার বলিল—“এতে বাবস্থার ছাপ আছে—এর দাম অনেক !”

কিউরুকি জিজ্ঞাস করিল—“কত ?”

—“দেড় হাজার !”

ମୁଁ ଯେ ପୁରୁଣେ ତାହାରୀଲାଖାନା ବିଶ୍ଵାଳିଲ ତାହା
କିଉଠିକିର ସରେ ଦେଖିଲେ ଟାଙ୍କାରେ ଧାରିବା ପାଇବି । ମେଥାନା
ଦେଖିଲେ ତାହାର ଦେ ଧାରେ କଥା ମେନେ ପଢ଼ିଲା ଯାଇଛି ।
ନମ୍ବର ଦିନ କାଳକରେ ପର ଦେ ସବନ ଶରନ କରିବି ଆଶିତ
ଥରନ ମେହି ଟାଙ୍କାଗଲାର ଶେକ୍ ଅଭିଭାବେ ନୂନ କରିବା
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିକୁ ଉଠିଲା—କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାହାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯା ପଡ଼ିବ ।
—ଆଜି କି ଲେ ବସିବି ଭାଙ୍ଗିଯା ଡକାର କରିବ ପରିବ ?
—ନା, ମାତ୍ରକୁ ଖୁବି ଆମିଶା ମାରେ ଶେକ୍କାଣ ମୁହଁଥିଲେ
ପାଇବ ? ତାହାର ଆମ ଭାଙ୍ଗର ସବ ଯାଇବ ? ଟାଙ୍କାଗଲା
ଦେ ଅର୍ଥର ମତୋ ପାଇବା ଦେ କଥା ଦେ କୁଳିବାର ଅର୍ଥ
ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବେ ମେହି ତାହାରୀଲାଖାନା
ତାହାର ମନେ ମେହି ରୁଧିନୀର ସମ୍ମତ ଶୁଣି ଏକ ଏକେ
ଆଗ୍ରହୀଙ୍କ ତୁଳିତ—ନେମ୍ବ୍ର ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମେନେ କୋରେର ଶାର୍ମନେ
ମେଖିପାଇବ । ସବନ ମେହି ଦ୍ୱାରର ଅବସନ୍ନ !

କୁଳତ୍ତାର ତାହାର ମନ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହିଲେ ଉଠିଲି—ତାହାକେ
କଷକ କରିବାର କଷ କେ ଥାଣାନାହିଁ ନା ମେ ମହ କରିଯାଇଛା !
ମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥି—ତାହାର ଏ ଖଣ୍ଡ ବୋଧ ହୁ ମେ
ଏ କୌଣସି ଖୋଜ କରିଲେ ପାରିଦେଲା !

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তরোরাশব্দনা চোথের
সামনে রাখা তাহার পক্ষে অসহ হইয়া উঠিল। সেখানাকে
লাইয়া দে কি করিবে প্রথমে তারিখ পাইল না,—পরে
তিক করিল পুরাণে জিনিসের দোকানে গিয়া বিক্ৰী
কৰিবৰা আসিব। আবৃ হইলে একটু দূৰে একখানা
পুরাণে জিনিসের দোকান ছিল, একনিম দে তরোরাশ-
ব্দনা মেইনে লাইয়া গেল। দোকানো বৃক—চোথের
যোগতি তাহার কিনিয়া আসিয়াছে—সে তরোরাশব্দনা
কুলিয়া চোথের বৃক বাছে লাইয়া দিয়া তাহার উপর
তাহার মদে হইতেছিল হয়ত ঐ গ্ৰাম কথানাই
কোনোটাৰ মধ্যে তাহার দাম আঙুলীচৰণ গোপন কৰিয়া
বাস কৰিবত্তে—জন্মে নিজের আমে বিৰতে পৱিতৰত্তে
না। বিউভুকিৰ পোথে হইতেছিল, তাহার জীবনে এইৰাব
ছড়ন্মের মেঝ কাটিয়া গিয়া মৌলিকগৰ্য্যা উনিত হইত্তে।
কেলু একটা সংৰক্ষ দামাকে লাই—তাহাকে যিৱ না
পাওয়া যাব তাহ হইলে মাঝে কাছে দে কি বলিয়া
পাইডাবে !

५८ संखा)

ଅନ୍ତର୍ଗତ

দিনের আলো পাকিতেই নতুন পার হচ্ছে পারে। কিন্তু
মে মধ্যে দহ্যাগৃহে পৌছিল, তখন বনের মধ্যের উপর নিয়া
স্থৰ্য অন্ত যাইতেছেন;—গাছের ফাঁক দিয়া চারিসিকে
মোনালি আলো ছাঁড়ায় পড়িছে;—লাল আকাশের
প্রাণ হচ্ছে পারীকা ঝুলেয়ে ফিরিয়া আসিতেছে—সমস্ত
বনটা মিশ্র আলো ও মৃৎ ঝুলে ভরিয়া উঠিগচ্ছে!

হঠাতেও এ কী! একদিন সে বাহার জীবন লাগ্তে
পিছাইল, আর সেই তাহাকে জীবন বিদে আসিয়াছে।
সে কিউছুকির হাত ধূখনা লাই নিজের হাতের
মধ্যে চাপিয়া ধরিল—তাহার চেবের কোণে জল দেখা
লিল। তাহার ইষ্টা হইতেছিল, কিউকিংকি বৃক্ষের মধ্যে
একবার চাপিয়া দিয়ি তুল করিয়া নল! কিন্তু

କିଉଠିକି କୁଟୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯା କାହାକେବେ ମେ ପାରିଲ ନା...ଅବସନ୍ନ ହଟିଯା ଢଳିଯା ପଡ଼ିଲ ।

বিউচার অবক হইয়া দস্তুর এই দস্তুরে, সে মেধি-
তেছি—তাহারও সমস্ত জীবনটা আর হইয়া উঠেছিল।
সে মৌল মৌল দস্তুর প্রথম উপর বসিয়া পড়ি। দস্তু-
র আবার তাহার হাতখন্ডে তুলিয়া স্থাই—অবেক করা
তাহার প্রথম মৌল দস্তুর তৃতীয়বার পুনর করিতেছি।
একটা অস্কুল তৃতীয়বার পুনর করিতেছি—
পুনর পুনর মৌল দস্তুর তৃতীয়বার পুনর করিতেছি—
পুনর পুনর মৌল দস্তুর তৃতীয়বার পুনর করিতেছি—
পুনর পুনর মৌল দস্তুর তৃতীয়বার পুনর করিতেছি—
হান্তিটা দেন কেমনতর হইয়া উঠিল। বিউচার শীঘ্ৰ হইয়া
কীভাবে ভাবিতেছিল। হঠাৎ দেখিল ঘৰের মধ্যে একটি
কৌশ দোশিখা জলিয়া উঠিয়াছে। আৰ অশেকা কৰা
জলে ন ভাবিয়া সে অতি সম্পৰ্ণে ঘৰের মধ্যে প্ৰবেশ
কৰিল। দেখিল, একটা ঝোঁ বলিল শয়ার দস্তু কিৰ হইয়া
পড়িয়া আছে—শিশুৰ প্ৰীণ আলিঙ্গ রহিয়া বসিয়া আছে।
তাহাকে দেখিয়া রম্ভা চমকিত হইয়া দীঘাটো উঠিল;
বিউচার তাড়াতাড়ি টোকোৱ তোড়া তাহার হাতের কাছে
দেখিয়া বলিল—“এই মাও! সে বাবে আমাৰ জঙ্গে তুম

—କରିବାରେ ଦେ ସଖ ଆମ ଲୋକ କରନ୍ତ ପରିବ ନା ।”
 ଟାଙ୍କ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ସୁଧ ହିଟେ ଏକଟା ଯଥାଦର ଛାଇ
 କରିବାରେ ମୁହଁ ଗେଲେ — ତେ ଉଚ୍ଚି ମିଳିବା ହିଟେ ଲମ୍ବା ଉଠିଲି—
 “ଆଜ ତୁମ ଆମରେ ଆପ ଲିବେ ! ଆମର ଅନାହାରେ
 ଆଜାନ୍ତୁମୁଁ ।”

ଟୋକାର କଥା ତୁମିଯା ଦୂରା ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମିଯା
ବସିଲି । କିଉଠିରୁ ଚଲିଯା ସାଇତେଛି । ଦୂର ତାହାକେ
ଆଗ୍ରହ କରିବା ଦିକିଲ । କିଉଠିରୁ ଦୀରେ ଦୀରେ ତାହାର
ଆଗ୍ରହ କରିଲ । କିଉଠିରୁ ତାହା ତମିନ୍ତ ଲାଗିଲା । ସରେ
ମଧ୍ୟ ପାତିର ଅକ୍ଷର କ୍ରମେ କରିଯା ଉଠିତେଛି ； ଏହିରେ
ବାତାମ, ଶାହେର ପାତାର ପାତାର ଆହୁତ ଥାଇଯା ହା ହ କରିଯା

স্বামীর পিতা নড়াচৰ।
সহশূর কুমাৰ কৃতজ্ঞতাৰ ভৱিষ্য উত্তীৰ্ণে;—সংস্কৰণ
কৰিবলৈ পে পেলে লোকেছিল—একটু আগে
মৃত্যুৰ ছানা সম্মুখে দেখিবলৈ—এ জিনেন বনেৰ মধ্যে
কোথাও অতকু আশৰ আলো ছিল না। তাৰপৰ
তাটকেছিল; বৰা দৰ্শনবেলৈ মচা অৱকাশ বৰে নিমিৰে
কাহিনীৰ লভণ্যা ঘৰিবলৈছিল। কিউফুৰি কৰিবলৈ নমিনিবলৈ,
—তাহাৰ লভণ্যা বলিবলৈ হৰা আসিবলৈ। বৰা
তাহাৰ ছেট ভাই ও মাঝেৰ হৰা বলিবলৈ গিয়া কৰিবা
যখন কেলিল, তখন কিউফুৰি হঠাৎ চমকিবলৈ উঠিল,

তারপর দহনে আলিমন করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া মর্জিত কৃষি ছিল, ঘৃতেরের সঙ্গে সুশেবনাই হস্তগত একটা অবজার তাব এবং, বিলাসিতার সঙ্গে, এক প্রকার তাপমালত কঠোরতা ছিল।

দহ বিষ্ট হইয়া, একবার কিউক্সির মুখের দিকে তোক্ষ দৃঢ়িতে চাহিল, তারপর হই বাহ আকৃতিতে তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাকে কুকের মধ্যে চার্যায় দরিজ—ঘৰের শ্বে দীপশিখ হাঁটাব দেন কেমন উজ্জল হইয়া উঠিল!

ক্রিয়লাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

০০

ধর্মের চার, আৱৰ-সমাজে রূপান্বিত হইল।

আৱৰ-বেদের যা থাৰে বোঝাই ও মণ্ডণসীম বিশিষ্টে, কিসে ধনশালা হইবে সেই চেষ্টাতেই ব্যাপুর ধৰিত। এই আৱৰের বৰীৰ বিভিন্ন শাখাৰ মধ্যে মৈৰীকৰণ কৰিত, শক্র উপৰ পুৰুষাকৃতমে প্ৰতিশোধ দণ্ডিত; তাহাদেৰ সামৰিক ও দহযুদ্ধলত রীতিমূলীত ছিল। সামৰিতিৰ পথে তাহাদেৰ একৰ অশ্বহগ যে, তাহারা পঁচ পুৰুষ পৰ্যাপ্ত একই বশে কোন সৰ্বীৰ নিৰ্বাচন কৰিব না। ছঃপদেষ্ট সহেও, অগুণ্ডু সহেও, উহাদেৰ সাধৰণ অতিবেষ্ট ছিল এবং উহারা মুছহতে কেকানান কৰিব।

আৱৰ ক্ষিকাঙ্গ পথে, সিৰিয়া-ৰাজ্যোৱাৰ অস্ত্যাদৰ। বড় বড় দেশজৰ, অতিকৃতভাৱে দেশজৰ, বৰ্ষৰগলকৰ্তৃক অতিকৃতভাৱে বিজয়ীৰ সভাতাগ্রহণ, সহস্র ধনশালী হইয়া উঠাৰ মুজিবিনোদেৰ প্ৰথম-অধ্যাদৰ—এই সমষ্টিৰ কলে নীতি ক্ৰমান্বিত হইল।

বোগালো, আৱৰ-সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। সব জানিতে হইবে, সলু বিহুয়েই চেষ্টা কৰিতে হইবে। এইৰঙ একটা প্ৰয়োজন কৰিবারেৰ মধ্যে অস্তুকৃত হইয়াছিল। লাপ্পেটোৰ বিলাসিতাৰ মধ্যেও একটা শেভৰন লালিত। দেন ব্যৰ্থত মনৰ কৃষি সেইৰূপ উচ্চারণ কৰিব।

বোগালো, আৱৰ-সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল। সব জানিতে হইবে, সলু বিহুয়েই চেষ্টা কৰিতে হইবে। এইৰঙ একটা প্ৰয়োজন কৰিবারেৰ মধ্যে অস্তুকৃত হইয়াছিল। লাপ্পেটোৰ বিলাসিতাৰ মধ্যেও একটা শেভৰন লালিত। দেন ব্যৰ্থত মনৰ কৃষি সেইৰূপ উচ্চারণ কৰিব।

[১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড]

৫ম সংখ্যা]

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা।

৫১১

নহে—একপ ক্ৰমচাৰীসকলও নিয়েৰিত হইত। সবগু বাস্তুশাশ্বত্ত্বে পণ্ডিতদিগুৰে বিভিন্ন সম্মানৰ কোৱানোৰ মাধ্যমে দশ প্ৰদেশে বিভক্ত ছিল। ধৰ্মসংকূত, সমৰ-সংকূত, রাজাশাসনসংকূত, বৰক্ষণসংকূত পদ—সহেই পৃথক পৃথক, এবং উহাদেৰ পৰম্পৰাগুণ এই জৰামুহূৰ্মুহৰে একটি হইতে আৰ একটি উচ্চতত। কাৰিব হৰে বিভাগৰ ভাৰ ছিল। প্ৰেক্ষক প্ৰেক্ষণ, শাসনসকলেৰ প্ৰাৰ্থী, প্ৰতোকৰেই আৰবৰেৰ হিসাৰ বৰত্তৰ; পশনকৰ্তা, জিলাৰ সদিগৰিকে মনোনীত কৰিবলৈ। পৰে, বাহৰেৰ মৰ্মপূৰ্ণ সংস্কৰণ প্ৰস্তুত হইল। মুলমান

চৰ্যাপিগৰেকে—মোটেৰ উপৰ মৰ্মপূৰ্ণ সংস্কৰণৰ প্ৰথম অংশ পৰিমাণ—ৰাখিবলৈ দিতে হইত। ইতিপূৰ্বে সমষ্ট মুলমান দৈনিক ভিত্তি আৰ কিছুই ছিল না।

পৰিবেশে, আৱৰ-সামৰ-বাদেৰ শাসনকলে, Byzantine এভাৰ ভিৰেৰিত হইয়া তাহাৰ স্থানে পান্তেৰেৰ ভোজাৰ অৱিষ্ট রাখিলাবি প্ৰাপ্তি পৰিষেবা কৰিল। কতকগুলি উলীৰ লক্ষ্য শৰ্মিতা পঠিত হইল। আৱৰ কুকুকাল পথে, একজন প্ৰধান-উজিৱৰ নিয়েৰিত হইল। প্ৰধান-উজিৱ, কালিঙ্গ হইতে, সৰ্বমৰ্ম কৰ্তৃত আপুণ হইলেন, এবং এই পথ আনকে হৈলৈ কোলিক হইয়া পড়িল। সৰ্বীৰবিদেৰ বিভিন্ন অধিকাৰেৰ মধ্যে—জাতীয়ীয়ুৰুষাধিকাৰ, কোৱাৰ্থিকাৰ, দণ্ডাধিকাৰ (হৈয়াৰ সহিত ডাক-হোগে পৰাবি প্ৰেৰণেৰ অধিকাৰণ একীভূত) গৰামহল-বিভাগৰেৰ অধিকাৰ, ও সৰাবারিকাৰ—এইগুলৈই হইতে মুক্তিলাভ কৰিলেও উপগৃহীতে ধাবিয়া যাব, কখনই দৰ্শকপৌৰী হইতে পাৰে না। বিদ্যুত বৰষীৰ সহিত বিবাহ কৰিবল অধিকাৰ মুলমানদেৰ আছে। চৰ্কিপতিত বেশ পৰিষ্পৃষ্ঠি লাভ কৰিব।

তুক্ষাহনপূৰ্ণত কৰ্তৃত পৰিষ্পৃষ্ঠি লাভ কৰিল;—থথ, মো-তুক, বনি-তুক, পুতুচাৰ-তুক, চৰি-তুক ইত্যাদি। মোটেৰ উপৰ, হই এমন একটি শাসনতত্ত্ব যাহাতে বোমেৰ, বিজয়ীৰ চেষ্টিকৰণেৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰি একত সমৰ্পিত ও পৰিষ্পৃষ্ঠি হইয়াছে।

বিধি ব্যৰ্থস্থা।

ব্যৰ্থস্থা-প্ৰয়োজনৰে বোমেৰ কৰণ প্ৰতিভাৰ পৰিচৰ বিলাইল, আৱৰবোৰ ও দেৱকৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচৰে। উহাদেৰ আইন-কানুনৰ প্ৰথম উপ—কোৱান; বিভার উপ—অন-প্ৰথা। প্ৰথমে মহাদেৱৰ বাক্যাবলী,—মহাদেৱৰ শিশুগুণ কৰ্তৃত, আৱৰীয় কৰ্তৃত, পুৰোগুণ কৰ্তৃত, এবং আৱৰ পথে, কোকুক আৱৰীয় কৰ্তৃত, পুৰোগুণ কৰ্তৃত হইয়া পুৰুষপৰায় চলিয়া আৰিয়াছে।

(১) এই ইই রাজকৰ বিশ্বাসিনোৰে বিতে হইত:—কৃষিক (চৰাম) ও শাম-ভোজি—কৰ (বিজয়া)। এই ইই কৰ মুলমান মেলামুৰে বিশ্বাসিনোৰ পৰায় চলিয়া আৰিয়াছে।

(২) এখনও আৱৰেৰ মুলমানবৰ আৱৰ-আইনেৰ ধাৰা অস্থানিত হইয়া থাকে।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନ୍ତରେ, ପିଲିକାରୀର ପ୍ରସ ସହାୟ ଛିଲ
ଅନ୍ତର୍କ ମୁଳମାନ ଡକ୍ଟର କୋରାନ ଜାମା ଆସନ୍ତକ
କୋଣାର୍କ ନଗରେ ଅନ୍ତର୍କିଳିତ ହେଲାମାତାହିଁ, ଆସନ୍ତ-ଦୈନିକରାତି ଶ
ବାରିଆ ଶାତ୍ରେ ନିରକ୍ଷିତ ଆସୁଥିବା କରିଯା ପିଲି । ସର୍ବତ୍ତ
ଉଦ୍ଧାରା ଧୂର୍ମବାନ ମଞ୍ଚବାର, ତା ଫେରିନେଟିକ ମଞ୍ଚବାର, ଦିନରେ
ମର୍ମାରଜଣିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଶାପିଲା କରିବ । ଆସନ୍ତଦିନେ
ପିଲିକାରୀ ପ୍ରତିହିଁ ଉଡ଼ିଲିଗିଲେ ମଧ୍ୟଭାବେ ଦିନେ ଲାଇ
ଥାଇଛି । ଅମେଲିକେ କୋରାନ ଜାମାହିଁ ଦିନ୍ଯ ନରିଙ୍ଗିରେ ଓ ମଞ୍ଚି
ବିଭାଗେ ଥାଇ କରିଛି ।

ମସିବିଲ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେଜନିକ ପାରିଶଳା; ମସିବିଲ୍
ବଳକରେ ଲୋକାଙ୍ଗ ଶିଖିତ; ଉଥାଦେର ମଧ୍ୟ ସଂହାର
ବୈଶି ମୁକ୍ତିକାମ ତାତୀରୀ ସର୍ବାପଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଳାଭ କରିବ
କାହିଁରେ, ମେଳା, ଦାମାଶ, କର୍ଦ୍ଦ, ପେତିଲ, ଟୋଲେଡ୍—ଏହି
ସଙ୍କଳ ନଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଲୟର ପ୍ରତିତିତ ହିସ୍ତାପିଲ
ଏସଙ୍କଳ ବିଦ୍ୟାଲୟ, ମର୍ମଶାଳ, ସାହସାଶ୍ର, ମର୍ମଶାଳ
ପରାବିଧିକା ଓ ଗମିତର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥା ହିତ; ମର୍ମଶାଳ

পুস্তকাগার সংস্থাপিত হইত। (৩) কর্তৃ পুস্তকাগার
৪ সকল এই ছিল। বাগানদের পাঠাগারসকল সর্ব-
নাধাৰণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কোণারের লিখন-নৈতিকভাৱে
মৰ্মজনকসমূহৰ বিবেচিত হওয়ায়, লিখন হইতে সমৰ্বন
পৰ্যাপ্ত সকল ঘৰেৰ সমত পিকিত লোক, পতিত লোক
এবং শ্ৰীতি অহুমুৰেই লিখিত ও কথা কৰিত। যাতায়তে
কোণার সম্মথ্যে দোকা ছিল। রাতা ঘৰ্ট ভাল অবশ্যৰ রাখ
হইত। ডাকে কাজে বেশ মিনিয়েতুনে চলিত
কোণারের অভূতপূর্ণ অসমান, যুগ্মলাভ মাঝে জীবনে
মধ্যে অক্ষত: একবাৰ মেকাজি শৈৰ্ষস্থাৰা কৰিবলৈ বাধ
কৃতকৰে দিগ্বিজয়স্থাপিত হওয়ায়, যুগ্মলাভ কাৰ্যে
প্ৰত্ৰ হইবাৰ জন্য সকলেই একটা অভিক্ষিত আশীষাছিল
কোন অশিক অধীক্ষাপৰে নিকট শিক্ষালাভ কৰিবাৰ জন্য

কোরান হইতেই আরব-দর্শনশাস্ত্র নিঃস্তুত হয়

(৩) আলেকজান্দ্রিয়ার পুত্রকাঙ্গারের ধরনের কথা একটা কাহিনী
বাজি।

সম্পূর্ণ শতাব্দী হইতে আবস্থা করিয়া, মোটজেল-সপ্লানেট
প্রতিগ্রন্থ কোহারির কর্তৃক শুল্ক মত্ত্বাব নির্দিষ্ট করি
দিল। তাহারা ইংরেজের উপর ও ওগ অধীক্ষিকার করিয়ে
তাহারা বলিল, উহা একেব্রহ্মদের বিপরীত করি
মাঝেয়ের ইচ্ছা স্বাধীন, এটি মতভিত্তি তাহারা পোষণ করিয়ে
অষ্টম শতাব্দীতে, উহা সমস্ত গৌক্রান্তের, সরিয়ার গ্রেডে
হিন্দু-গ্রহের, ভারতীয় গ্রহের, প্রাচৰ-গ্রহের অঙ্গুয়াশ করি
এবং সমস্ত জিজ্ঞাসের অঙ্গুয়াশ করিয়ে শাশিল। জ্ঞান
একজন একটা বিশ্বকোষসংগ্রহের মেঠি হইতেছিল কালিন
রাজ্যের অবসরি সময়ে, "চিত্তক্ষেত্রসন্ধানকারী তা
মওলো" নামক একটি সম্প্রদায়ের উত্তর হয়। ব্যোৱার নাম
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইহা সমস্ত সাধকেরা যাশ্চ হইয়া পড়ে
সাধারণের মধ্যে প্রাচার করাই এটি আভ্যন্তরীণ
প্রদৰ্শন উদ্দেশ্য। উহারা যোগাযোগ করিয়া আপনারিদে
পরিয়ে সিদ্ধ; সম্ভবত তাহার মূলে কোন রাষ্ট্রনৈতিক
অভিস্কৃতি ছিল।

ওয়েস্টেইন্ড-বংশের শাসন-কালে, আৱৰণিতেৰ বৰ্ষ
গৌৰৱৰ্ষন প্ৰসাৰ লাভ কৰে। বিগ-বিকানৰে সমৰ
দেশটিক-বংশোদ্ধৰণ সিৰীজীয়েনোৱা আৰু গৌৱাৰ্বণ্য-
হইয়া পড়িছিল। তখন হইতে, মোতাজেল-সম্প্ৰদাৰ
চৰক দাখিলকণগ, কাৰাৰিব তাৰ থাই-চেতা আচাৰ্যাবাঙ—
আ্যারিষ্টলেপ মতবাদেৰ সহিত কোৱান-প্ৰতিপাদিত
মতবাদমুহূৰে ঐক্যশাস্ত্ৰেৰ প্ৰথম পাইছিলেন
তাহার বাস-মৰ্মেৰ অধিকাৰ ও মৰ্মেৰ অধিকাৰ—এ
ইয়ে অধিকাৰেৰ মধ্যে তেৱে উপলক্ষি কৰিছিলেন
তাহাদেৰ বিচেন্দনে—মৰ্মন একটা জিজ্ঞান, অথবা মৰ্মন
চৰম জিজ্ঞান। তাহাদেৰ মধ্যে, সকল দৰ্শনশাস্ত্ৰেৰ মধ্যে
একটা মিল থাকি উচিত। আৱৰীৰ “ৰূপে” মৰ্মন
আচাৰ্য—অভিনেতা।

ଆରବଦିଗେର ମନୋବିଜ୍ଞାନେର ତୁଳ ରେଖାଖଣ୍ଡି ନିଯମଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଯାଇଛେ :—

ଦ୍ୱୟର ଏକ ଓ ଅବିତ୍ୟ, ଉପାଧିବିହନ, ଅତିନିର୍ମଳ ସିଦ୍ଧତ୍ୱ ମତ୍ୟ । ଦ୍ୱୟରେ ନିଯମଗୁଡ଼େ, ଜୌବେ ମୋପାନପରମପାଦୀ ଏହି ମହତ୍ତମ ପାରାମୀକଗମ ହିତେ ଓ Gnostic ମନ୍ଦରାମ ହିତେ ଗୃହିତ । କୋଣ କୋଣ ମାର୍କିନିକେ ମତେ ଦ୍ୱୟର-

५८ संख्या]

জাতীয় অষ্টা, "বিশ্বজনীন আহ্বান প্রতী ও সম্মিলিত ভৌতিক পদক্ষেপের অষ্টা।" শেষোভেত ছই উপকরণ হচ্ছে সমস্ত জীবজগৎ নিঃস্থত হইয়াছে। আভিসন্দেশ তাঁহার একটি অসিদ্ধ পর্যন্ত, ঈশ্বরের নিমিত্তে, এমন কর্তৃক শুলি "আইডিল্যাস" র প্রতিত করনান করিয়াছেন যাহা সমস্ত ভৌতিক জগৎ হইতে প্রতু। অতএব, তাঁহার দর্শনপ্রক্রিতি, "মর্মজ্ঞালিষ্ট" ও "রিয়ালিষ্ট" এই ছই সম্প্রদায়ের দর্শনপ্রক্রিতির মধ্যে, একটা মাঝামাঝি স্থান অবিকর্ষ করে। তাঁহার পর, ধারাগুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ কর্তৃক শুলি ঔরী, কিন্তু মেইসেস ধারাগুরুত্বপূর্ণ কৈ এক প্রকার ভৌতিক পদক্ষেপের আচারিত। পর্যবেক্ষণ, হস্ত (যোগ) প্রক্রিয়া, ধারার নিমিত্ত প্রক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ এবং মেষ প্রক্রিয়া ভৌতিক জগৎ ও জগতের জীব পিচিত ও পর্যবেক্ষণশৈলী। এই পাঞ্জ ভৌতিক জগতের অস্তর্যামী মধ্যে, পত্র, পক্ষী, সুকলতা ও পাহুঁসমূহের সোপান-পরস্পরাস। (৮)

ଆରବେରୀ ପରାମର୍ଶବିଜ୍ଞାନେରେ ଅଧ୍ୟାଳେନ କରିଗାଛିଲ ।
ଉହାର ପରାମର୍ଶବିଜ୍ଞାନକେ—ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଭୟ, ଓ ତ୍ରପ୍ତିବିଷୟରେ ଉପଶାଖା ସିଲିଯା ବିଦେଶୀ କରିଛି ।

উহারা সমত বিজ্ঞানের অঙ্গুলিন করিয়াছিল, বিজ্ঞানের আলোচনায় শামাখ্য রক্ষা করিবার হিকে উহারের মনের পত্তি। ঐতিহাসিকেরা কালিকৃতিগ্রন্থ বৃক্ষতাত্ত্ব ও শাসনবৃক্ষতাত্ত্ব বর্ণন করিছে; আবার কেবল কেবল অভিযন্তাই কানকমিক ইতিবৃত্তের অঙ্গুলিন করিছে; আবার কেবল যা শামাখ্য ইতিবৃত্তের অঙ্গুলিন করিয়াছে।

ହେବାରେ ପ୍ରକଟିତ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ମେନାପଣ୍ଡିତ
ହୁଏ, ମେନାପଣ୍ଡିତ ମିଳିତ ରାଜାମହିମର ପ୍ରାଚୀମୁଖ୍ୟ
ବିଷୟର ଲିଖିତ ପାଠାଇତ ; ଫେମେଲ ପାଠାଇକ, ହେ
କ୍ଷମ ବଶିକ, ନାମଦେଖେ ଭୟ କରିତ, ତାହାରେ ସେଇକମ
କୋଣାର୍କ ଉତ୍ତରାଂଧ୍ରରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଭାରତବାଦୀ
ଦିଗ୍ଭୂମିର ଶିଥ୍ । ଭାରତବାଦୀଲିଙ୍ଗରେ ଅନେକଙ୍କଳ ଲିମିଟିକ୍
(ମିଳାକ) ଉତ୍ତରା ଅଭ୍ୟାସ କରେ । ଉତ୍ତରା ଏକା ପାଠକ୍ଷର୍ମ
ଛିଲ । ଉତ୍ତରା ମୌର୍ଯ୍ୟରେ ଆମିତି କିମ୍ବା ଗେମା କରିବେ
ପାରିତ, ଏବଂ ଉତ୍ତରା ବୀଳ ସ୍ୟାତ୍ରିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବ ।

(*) Garra d' Vaux সংক্ষি. -আর্কনেন; Renan অঙ্গত
"Avreroes it Averroes."

এখান আবার এভিজিমিলিগের নাম নিয়ে দেওয়া থাইত্বে:—
"ইন্স-হিসন" (১২০ বছে তোমার সুন্দর); "এ তারেসী" (১২০-২২২); পৃষ্ঠাগুরুত্বে অসু-সুসুপ্তি (১২০-১০৫); হল্টান
"অভিবিস"; "অসুসুপ্তি" (১২০-১০০) ইত্যাদি।

এখান আবার শব্দিক:—"স্বার্গ" (১২০ সবে তাহার সুন্দর);
"স্ব. সিন" (স্বার্গিক) (১২০-১০৭); "কাল" স্বার্গ (১১১ অবধি
সুন্দর); "ইন স্ব. সিন" (অসুসুপ্তি) (১২০-১০১)।

গুণিত। ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে উহোরা

সংবাদক, মূল্যবিকল্প গুণাগুণত, বৈজ্ঞানিকের মূল্যায়নের
এগুণ করে। পরে, উহোরা বৈজ্ঞানিকের অসুসুপ্তি স্বার্গের
করিছিল। দশম শতাব্দীতে, উহোরা বৰ্ষাচক্র সূর্যকলক্ষণের
লালস্বাদন করে। উহোরা বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞ ও একজুড়ে
উচ্চশিখান করে। টেক্সিডের মুসুর হইতে যাত্রা আবার করে।

রকমে চলেছি তাই মনে করে হতত আগনি ও কথা বললেন ; কিন্তু বাবুর মেজের অফিসের তখন আমার মনে এসে কিছু ক্ষোট ছিল না—এ আগনিরকে তখন আমার মনে বলছি— বাবা ব্যবহার তাদের আমার হাতে হাতে দিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল……বাহু এখন সে সব কথা—আমার সব খাপ। বাবা সে দুটি শাখার পর থেকে আর আমি ঘুরে কাছে গুড়ে মোটাই পারি না। আমার মনে হচ্ছে আমার সব কর্তৃত নিঃশেষ হচ্ছে যেো !

দীর্ঘনিমিত্ত ফেলিয়া শামাচৰণ রায় চুপ করিলেন ।

মহা সমাজেরে ও বহু অর্থব্যবস্থৰ হস্তান্তর মিত্তের প্রাক্কার্য সম্পর্ক হইয়া গেল । শৰ্পগুলীর বস্তুগুলিকে ও বীকার করিতে হইয়া “হী, তার উপযুক্ত কার্য হইয়াছে বটে ?” অত্যধিক বায় হওয়াতে অমরনাথের কিছু শুণ্য হইয়া পড়িল । শামাচৰণ রায়ের এত ব্যাক করা ইচ্ছা ছিল না, কেননা কর্তা অত্যন্ত মুক্ত হচ্ছিলেন বলিয়া নগর তেজেন কিছু রাখিব যান নাই । কেবল অমরনাথের ইচ্ছা ও আশেপ অসমের এতক কার্য হইল । প্রতিবাস অচিন্তিত বৃক্ষের শামাচৰণ রায় ও স্বরায় কেহই উচ্চবাচা করিসেন না ।

করেক সংস্থাই পরে একবিন বেঙ্গান অমরনাথকে ডাকিয়া ব্যাককর্য উপরের দিকে লাগিলেন ও এসকল বিবরক্ষণ ব্যাইতে চোট করিতে আগিলেন । অমরনাথ বিস্তৃতভাবে বলিল—“বাবা, দাদা ! এগুলো কি ? আগনি থাকিবার তো এসে আমার অত বৰকার মেই ?”

শামাচৰণ বলিলেন—“বাবা, দাদা ! এগিয়ে চলে গেলেন, আমার ও তো প্রাপ্ত হচ্ছে বাবা, উচিত । আমি কাটু বাবি থাইব কৰিবি ।”

অবসরান্ত হাননুমে বলিল—“ও ! বৃক্ষগুলি বিভাগীয়ার আমার পিছুইন হচ্ছে হেব !”

শামাচৰণ রায় তাহাকে নানা প্রকারে ব্যাইতে চোট করিলেন কিন্তু অমরনাথ কেনো উত্তর না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল । অগভ্য শামাচৰণ স্বরায় নিকটে নিজ অভিযান প্ৰকাশ কৰিলেন । সুবৰ্ণ শিখিয়া বলিল—“না কাকা, আগনি এখন কেনোভাবে যেতে পাবেন না !”

“মা তুমি ব্যক্তিটো হচ্ছে এই কথা বলছ ?”

“ন বলে কি বলৰ ?” এই সেদিন বাবা মেজেন এর মধ্যে আগনি গোলে মাটাই মিঞ্চির বৎ উচ্চৰ যাবে ?”

“সে কি কথা মা ? অমর বিষয়কৰ্ত্তা বোঝে ন থেকে কিন্তু বড় ভাল দেখে নে, তাকে তুমি চেন না মা । যাহ—আমার বলুচ তুমি আমেনে আম মেল, যদি সৰকার পড়ে তুমি তাকে পৰামৰ্শ উন্নৰ্শ দিও । এৰকম ক'ৰে পাশ কাটিয়ে দেখে ন মা ।”

সুবৰ্ণ ক্ষেপে নৌৰে ধাকিয়া মুখ নত কৰিয়া বলিল—“আগনি বাবা বাবা এই কথাই বলেন কাকা । আমি তো পাশ কাটাইনি । মিনি এখন কৰ্তা তিনি কি কোন কাজে আমার সাহায্য চান বাবা ?”

“সে হেলে মাহু, আম দেও তো কেনো কাজই নিজের হাতে নৈমন তুমি নিজ হ'তে বেন নিজের ক্ষমতা হচ্ছে বিচ মা ? কাল সৱকারের কাছে তুল্য তুমি তার হিসাবপত্ৰ কিছুট আম দেও না, তীক্ষ্ণাৰ বাবু যা আম কেন হচ্ছে দেও না, সৱকার আমার কথা শেনে ন—এস কি মা ?”

সুবৰ্ণ ক্ষেপে পৰে মৃত্যুৰ বলিল—“আমি শাবিন অবকাশ নিয়েছি কাকা ।”

শামাচৰণ রায় দীর্ঘনিমিত্ত ফেলিয়া মান মুখে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলিলেন—“এসব ভাগ লক্ষণ নহ, তাই আমি কামোদো যেতে চাই ।”

সুবৰ্ণ ও বাবা গোলী মাননুথে বলিল—“তা হবে না কাকা, আমাৰ আগনিৰ সংস্থান, আমাৰ যদি বানিক ভূল কৰে হালি কৰি, আগনি কি তাই ব'লে আমাবেৰ বিপৰেৰ মুখে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবেন । আমাৰ পিছুৰ মাঘ কৰিন । আগনি এতে কেম কুঠ হচ্ছেন, যৰ সংশৰ তিনি তো এসবেৰ কিছু বোঝ বাধেন না !”

বৃক্ষ দেওয়ান দীর্ঘনিমিত্ত ফেলিয়া হতাশাপুর কোভের ঘৰে বলিলেন—“ভাল বোঝ কৰ মা !”

“তা হাই হৈক কাকা, আগনিৰ এখন যাবণা হবে না । অন্ততঃ বছৰ দামেৰ মৰ । আমি হাই কৰি,—এতে আমৰ কৰিব কৰিব কৰিব নেই—কিন্তু আগনি তা বলে

তামাঙীক কৰতে পাবেন না । বাবা তাহ'লে বৰ্ষ থেকে কুঠ হবেন কাকা !”

দেওয়ানজি চিন্তিত ভাবে বলিলেন—“তুমি হাল ছেড়ে বিয়েছ, অমৰও তো কিছু দেখবেন, কাকুকৰ্ম শ্ৰেণৰ বলে কাহাইতো ডেকোৰেশন, কিছু না সনেই সে উচ্চে চলে গৈল । কাহারাৰ সঁই মান হেলে মাহু দেবিবি । আজো না হয় নাই পোলাৰ, ততক্ষণ মুক্তে দোৰ কি ? আমি একা বুকে মাহুৰ কৰিব হাতে পারবে না ?”

“আগনি যিৰ না পৰেন কাকা, তবে আম কেউ পারবে না । ……এখন বেলা হ'ল আম কৰতে গৈল ।”

কঠোৰবিন অতিবাহিত হইয়া গেল । অমৰনাথ বিকল ভাবে একদিন বেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিল—“এমনকিৰ চাকৰ বাকৰেৰ কেনো কাজেৰ কিছু বলোবাবত বি নেই কাকা ? সবই বেবি অপৰিকাৰ অনিয়ম । বিশেষতঃ বাড়ীৰ ভেততে সবই গোলমাল । শোবাৰ বৰণগুলো অতি অপৰিকাৰ, বিছানাগুলো ভতোবিক । বাড়ীতে আলো দেব না, বৰ্ত পড়ে না । এসব কি কাক তত্ত্বাবধান থাকে না ?”

দেওয়ান গষ্ঠীৰ মুখে বলিলেন—“ওসব বাড়ীৰ ভেততৰে কাজ চাকৰগীৱাই তো কৰ কি ?”

“সেগুলোৰ এখন হ'চেছে কি ? আজ ভাবী বিকল ধৰেছে । আমি তো সব কিছু লক্ষ্য কৰ না, তবু উচ্চিত……কাকা, এত একটা বলোবাবত কৰক নইলে তো এখনে প্ৰাণ নিয়ে ভিঠনে দাঁৰ দেবিবি !”

অমৰনাথ চৰো দোৰে কথাবা দীঘ হাসিয়া বলিল—“তা তোমাঙী হাতে ধৰে, মোটা কাকাই হইয়া উচ্চিত……কাকা, এত একটা বলোবাবত কৰক নইলে তো এখনে প্ৰাণ নিয়ে ভিঠনে দাঁৰ দেবিবি !”

“আমি আৰ কি বলোবাবত কৰব বাবা, বড়মাই এসব দেখতেন !”

“ভিনি এসব স্থানে না কেন ?”

“তুমি তাকে কেনো দিন ভার মাওনি ব'লে বোঝ হ’ব ?”

অমৰনাথ দীঘ নীৰে হইয়া কুকুকিত কৰিয়া বলিল—“এ কে অক্ষয় কথা কাকা ? এতদিন বি আৰি ভাব দিয়েছিলাম ?”

“তখন যিনি কৰ্তা হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন । এখন তুমিই কৰ্তা !”

“কৰ্তা হওয়াৰ অকেৰ দোৰ দেখতে পাই । এখন

“আমাৰ কি ওসব দেখাৰ অবকাশ থাকে অমৰ ? বাড়ীৰ একজন কৰ্তা বা প্ৰাণ চাই, বিবেৰ কৰে একজন পিলি না হলে কি সংশৰ তলে ? তোমাৰ তো কিছুই দেখে না !”

“এসব বি আমাৰ দেখাৰ কথা কাকা ? আমি কল কাজ হচ্ছে বি চাকৰ চারিয়ে বেড়াৰ ? বাবা ধৰ্মতে এসব কে দেখত ?”

দেওয়ানজি কিছু দেখিলেন না । সৱকাৰ বলিল “আমেৰ মা ঠৰকুপল দেখতেন । তাৰ শাসনে কি চাকৰিগুলোৰ একটু কোৱাৰ কথা কৰাৰ বা কাজৰ একটু বিলুপ্তি উন্নৰ্শ কৰ্বাচৰ হোটা ছিল ? কাল হাৰাবালি মাগী কৰে কি ?”

বাবা দিনা অমৰনাথ বলিল—“বাবা হেল চলে গেছেন—যিনি দেখতেন তিনি তো আছেন—তিনি এখন এসব দ্যাখেন না কেন ?”

শামাচৰণ নীৰাহৈ হিসেবে তিনিই দেখেন । চৰী দোৰ ভাজিয়া চিন্তিয়া বলিল—“তাকে আৰ অসম কিছুই দেখেন না । ক'টাৰ গোলমাল হ'ল বলে মাওনাগুলো মৰায় আমাৰ বকলেন,—তা তিনি আছেন না, মাঠকুপল দেখেন না, কাহেই গোল হল, এতে আৰ আমাৰ বোঝতা কি ?”

অমৰনাথ চৰো দোৰে কথাবা দীঘ হাসিয়া বলিল—“তা তোমাঙী হাতে ধৰে, মোটা কাকাই হইয়া উচ্চিত……কাকা, এত একটা বলোবাবত কৰক নইলে তো এখন প্ৰাণ নিয়ে ভিঠনে দাঁৰ দেবিবি !”

“আমি আৰ কি বলোবাবত কৰব বাবা, বড়মাই এসব দেখতেন !”

“ভিনি এসব স্থানে না কেন ?”

“তুমি তাকে কেনো দিন ভার মাওনি ব'লে বোঝ হ’ব ?”

অমৰনাথ দীঘ নীৰে হইয়া কুকুকিত কৰিয়া বলিল—“এ কে অক্ষয় কথা কাকা ? এতদিন বি আৰি ভাব দিয়েছিলাম ?”

“তখন যিনি কৰ্তা হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন । এখন তুমিই কৰ্তা !”

“কৰ্তা হওয়াৰ অকেৰ দোৰ দেখতে পাই । এখন

আমার কি কর্তৃ বলেন—আমার কি তাকে শিখে বলতে হবে নাকি ? ”

“বলা উচিত। গুহ্যী না হ'লে এসব কাজ সহিয়ে চলে না। এ দেশে বৃহৎ গুহ্যালী তাতে সেই রকম নিম্নো পৃষ্ঠীর প্রয়োজন। এসব কাজ পূরণের ন্যূ। ছেট দেখো এমনে হলে মাঝে আছেন শেখ হয়, নহিলে—”

অবরন্ধ ক্ষেপক ভাবিয়া ইন্দ্ৰনতুৰে বলিল “দে হেমন্ত হোক, অধান যিনি তারই এসব দেখা উচিত। বাবা তোকেই তো এসমারের প্রধান ক'রে রেখে দেশেন। তাঁর সে অধিকাতে তো কেউ হস্তক্ষেপ কৰেনি, অনৰ্থ তিনি এৱকম কৰেছেন কেন ? ”

“তোমার রাগ কৰা উচিত ন অমুৰ। তুমি যখন কৰ্ত্তা তথন তোমার এইচু সহ কৰে সাধানে তাঁর অমুভে বিতে হবে ! ”

“আবি তো কৰ্ত্তা হ'চে চাই না কাকা ; এসব আমার কৰ্ত্তা লাগে না ! ”

সহস্র অবরন্ধের মনে হইল দে পিতার মৃত্যুৰ পৰ হইতে স্বৰূপ তাহার বা চাকৰ নিকটে ও আৰ বদে শীঘ্ৰত না। পিতার বাসামেৰ সহস্র স্বৰূপ তাকে দে এককাৰে নিকটে টানিলা লালচাইল তাঙ্গতে অবরন্ধ কৰণাথ চাকৰ নিম্নস্থতা স্থৰকে নিশ্চিত হইলাছিল। চাকৰ অব্যুক্তিক সূল জৰু দে জৰিন, পুৰ্বত দে এই সহস্রাত ভৱিলা চাক কুকুমা প্রিণ্ঠ হইতে বে ; স্বৰূপা সহে তাহার দে স্থৰক দে সহস্রে উত্তাপ চাক অহুক কৰিতেই আনে ন। স্বৰূপা দে চাককে সুগীৰ সত পালে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাকে দেছুৰ সাধাৰণ কৰিল তাহাতেই অমু একটু খুলো হইয়া উত্তিয়িল, স্বৰূপাৰ স্থৰকে দে আৰ কুচু ভাবিবাৰ অবকাশ পৰে নাই, ভৱিতে ইচ্ছা কৰে নাই। কৌবিলাৰ মানিক সংগ্ৰহে এখন মিটিয়া চুকিয়া গিয়াছে। পিতা তাঙ্গতে আৰুৰিক মেহেপূৰ্ণ ক্ষমা কৰিয়া বৰ্ধে গিয়া শিশুৰ কৰিবেছেন। চারিস্থিকেৰ কৰ্ত্তব্যে কঠিন রং সাঙ হইয়া গিয়াছে। এখন কেৱল শাস্তি ও প্ৰিয়ামেৰ সহস্র। এই নিঃশব্দ নীৰব আৰামপূৰ্ণ দোকনেৰ অধম স্বত্বাগত আৰুষ হইতেই এ কি

বিশ্বালী আৰুষ হইল। এখন একজন সম্পূৰ্ণ নতুন লোক, যাহাকে এপৰ্যাপ্ত কথনো মনেৰ রাঙোৰ বাবেও কোনো পিল উপস্থিত কৰা হয় নাই, সেই কিমা কৃতকৃষ্ণ তৃষ্ণ পটনা লইয়া মেখনেৰ অত্যন্ত কাগত হইয়া উত্তিয়িল সহমে কৰি একটা তৰল মানিৰ রেখায় জীৱনপ্ৰাপ্ত ভৱিয়া পিলেছে। সহমে সহমে মনে হইতেছে এটা তাহার পক্ষে অৰ্থাৎকাৰ নাও হইতে পাৰে ; এ বিজোহ কৰার অধিকাৰ তাহার আছে। তখন অবরন্ধাখ ভাবিল “যাই হোক, একটা মূৰ্খ কথা বলল সকল বৰ্ষাট হৰি মেটে তো এটা মিটিয়ে কেলাই উচিত। দে একত্ৰিন যেমন ছিল তেনি তো আছে ; আবি তো তাৰ অধিকাৰে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ কৰিন, কৰতে ইচ্ছাও রাখি না এইচুৰ বুৰিয়ে দিলে যদি গোল মেটে তো সেটা তাকে আমাৰ বুৰিয়ে দলাই উচিত ! ”

অবরন্ধাখ স্বৰূপাৰ উদ্দেশ্যে কক্ষেৰ বাহিৰ হইয়া বাহাদুৰ পৌছিয়া থৰিকৰা দীক্ষালৈ। একটা ছৃঞ্জিবাৰ সকোচেৰ হত হইতে নিজেকে কুছুতেই দে মুক কৰিতে পাৰিতেছিল না। বহু চেষ্টায় সেটাকে সুৱাইয়া দেলিবাৰ মনে আসিল কি বলিল কথাটা আৰুষ কৰা যাবে।

নিজেকে একটু কড়া রকম চোখ বাঙাইয়া অবরন্ধ ভৱিল এত সহজেই বা কৰিবে ! আবি তো কেননো আমাৰ কাজ কৰিবিছে না। তথন সাধামত সহস্র পৰবিক্ষেপে অবরন্ধাখ স্বৰূপাৰ কক্ষে গিয়া প্ৰেলে কৰিল। স্বৰূপা তখন নিষিটেমে গবাক্ষেৰ নিকটে বসিয়া পশ্চেৰে কি একটা দেশাক কৰিবিলেন। পশ্চে শুনিয়া চকিত হইয়া চালিল— সম্পূৰ্ণ অবরন্ধ। স্বৰূপাৰ মনে হইল হঠাৎ কচিত হইয়া না চালিল অনেকক্ষণ এতক্ষণ বসিয়া থাক। কলিত—চোখে চোখে হইলে চুপ কৰিয়া বসিয়া থাক। তেলে না, একটা কথা “এমা” “বেমা” নো বলিলে বড় অসুস্থ বেথ হয়। অবরন্ধ নিষিটে অগো কথা কথিবে না,—স্বৰূপাকেই প্ৰেমে একটা কুচু বলিয়া বা কৰিয়া মেলিতে হইবে,— বিপৰণাপ্তা হইয়া স্বৰূপ অন্ধক্ষণে পৰমণুলা কৰিব বাক্সেৰ মধ্যে পুৰিয়া উত্তিবাস উদ্বেগে কৰিল।

স্বৰূপাৰ আৰাম দিয়া অবৰন্ধাখ প্ৰথমে কথা কহিল —“একটা কথা তোমাৰ মনে আলোচনা কৰতে চাই ! ”

স্বৰূপা মনে মনে বলিল “তা জানি।” তথাপি দে একটু বিশিষ্ট হইল অবৰন্ধাখ না জানি কি কথা বলিবে আপিয়াছে। স্বৰূপা হিৰ অকৃত দৃষ্টি অবৰন্ধাখেৰ অধিকাৰ ও বাবিনা এবং তা কৰতে ইচ্ছা কৰিন। তুমি মুৰেৰ উপৰ শাপন কৰিয়া ‘পাপ’ কৰ্তৃ বলিল—“কোনো কৰণে কথাই পোধ হয় ? ”

অবৰন্ধাখেৰ আৰ একবিলেৰ কথপোকন মনে পড়ল। এ বাধাটাৰও ভৱিতে অবৰন্ধাখেৰ মন দৈবৎ গৰম হইল।

স্বৰূপা দেন জানিয়া বাপিয়াছে যে অবৰন্ধাখ কেবল তাহাকে কাজেৰ কথাই বলিবে আসে। এ কিমুক বাপ ! কিন্তু বিৱৰণকৰু মনেৰ মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অবৰন্ধাখ দলিল—

“হ্যা, কাজেৰ কথাই বটে। বাধাটাৰ শেখ বেথ হয় বৈগুণিগত হৰে না, একটু বাপা বাপ ! ” বলিয়া অবৰন্ধাখ একটা চোখ টানিলাই লইয়া বসিয়া পড়ল।

স্বৰূপা বুৰিল অবৰন্ধাখ নিজেৰ সকোচ কাটিবাইৰ নিমিত্তে এত উদ্বেগে কৰিয়া ব্যবহাৰটা সহজ কৰিয়া লইবার চেষ্টা কৰিছে। দৈবৎ গৰম তাহার বৰ্ষ ও কচু মুটিয়া উত্তিল। দেও সহজ হৰে বলিয়া ফেলিল—“তুমি ধৰি শৈগুণ্যৰ শেখ কৰ তবে আমি দেবো কৰব না ! ”

অবৰন্ধাখ ক্ষেপক নীৰব ধাকিয়া বলিল—“কাকা বললেন তুমি আৰ সংসাৰেৰ বিকু বেথনা শোনা ; সত্ত্বা কি ? ”

স্বৰূপা ক্ষেপক নীৰব ধাকিয়া তাৰপৰে অবৰেৰ পামে চাহিয়া বলিল—“কে বলেছে একথা ? কাকা নিজ হাতে বলেছেন তা কো বিখাস হয় না ? ”

অবৰ স্বৰূপা আৰামকে সহলান দায় হইল। তথাপি দে বৰি কৰ্তৃত বলিল—“আবি যদি ভাবি তা নই ? ”

“কাৰণ ভিন্ন কাৰ্য হয় না। তোমায় কি কেউ অসন্মান কৰেছে ? ”

“না ! ”

অবৰন্ধাখ একটু নীৰব ধাকিয়া পৰে প্ৰেম বুধে স্বৰূপাৰ পামে চাহিয়া বলিল—“তবে ? আমোৰ বধন কোনো অপৰাধ কৰিবার নিষেই বীকাৰ কৰ তখন তুমি নিষেই পৰ আমাৰ বেবে তো ? ”

“বা ! ”

অবস্থানো নৌকাৰ হইয়া রহিল। উত্তৰ সূর্য হইলেও
তাহার সুস্পষ্টতা সহজ নিৰেকে অশীলনিৰত আৰু কৰিবা
অবসৱেৰ কৰ্মলুক পৰ্যাপ্ত আৰাদত হইয়া উঠিল। সে কোথা
মৰণৰ কৰিতে চৌকিমাও না কৰিয়া সমৰ্পণ বলিলা
উটিল—বেশ। আমাৰ এতে বাৰ্ষ দেখো এখন কিছুই
নেই, কোৱল বে যেমন ছিল তাকে আমি মেই কৰক
বাঢ়ে চাই, বাৰ্ষ এইভৰু মাঝ। কোমার্স আমাৰ কোনো
উপৰোক্ষ সন্মতে আসিনি। আমাৰ কৰ্তব্য আমি কোনো
পেলাম।"

সুরমা দ্বিতীয়ের ঘরে দলিল ফেলিল—“তা আমি
জানি। তোমার নিঃস্বার্থ কর্তব্যের অঙ্গগুহে আমি
চুক্তি হলাম।”

অমৰনাথ সংক্ষেপপরিচয়ে কক্ষ হইতে পাহিছে
চলিয়া গিয়া উভয়েন কতক্ষণ একাকী বেড়াইয়া বেড়াইল।
অঙ্গুষ্ঠিকর করে করে আলোক অলিল। তাহা দেখিয়া
চেতনা পাইয়া সহস্র তাহার মনে হইল চার একজন
আছে। তথন মে অষ্টশঃপুরভিত্তিয়ে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছন্ন ।

অমৰনাথ চলিয়া গেলে শুরুমা কিছুক্ষণ নৌবৰে দাঁড়াইয়া
রহিল। তাহার পৰে কিছুই দেন হয় নাই এমনি ভাবে
মে কাঠীর বাটোটা খুলিয়া পুনৰাপ্ত পশম ও কার্পেটখানা
কেটে পুনৰাপ্ত কিঙ্কুট বিনা রাখিল।

বিশেষ মনোবোধের সহিত শেলাই করিতে চেষ্টা
করিবেন অনেক কথাই তাহার মনে আসিতেছিল
আব একমিনের নিজের কক্ষের কথেপক্ষগুলের এক
একটা কথা হনে পড়ি। সেইনও উপসংহার হয়েছিল
কলচে, আজও আই। থামী ঝীতে তাহাদের
বাকাঙ্গাপট বড় নৃত্য রকম ও স্বন্মর হয়। স্বরবাহ
নিতাত্ত কার্যাসূক্ত ভাব প্রকাশের চেষ্টার উপরে
তাহার মৌল নীৱৰ গুণ্ঠ একটা নিচৰ বাস্তৱ কঠিন
হাসি হচ্ছিল উঠিল। মে ভাবিল, “থামী ঝী! ঠিক

ତାଇ ତୋ !”
ଦ୍ୱାରୀର ମେଲିନେର ତାଜିଲା ବାକ୍ୟ ଏକଟୀ ଏକଟି କରିପାରିବା
କାହାର ମନେର ମଧ୍ୟେ ଝୁଟିଯା ଉଠିଲେ ଶାଗିଲ । ମେଲିନ ମେଳିନ

অবস্থান নৌব হইয়া রহিল। উত্তর সূর্য হইলে তাহার সুষ্ঠুতায় সহস্র নিরেকে অগমনিত জ্ঞান করিয়া পুরুষ কর্মসূল পর্যাপ্ত আবক্ষ হইয়া উঠিল। সে দেখে সম্বৃদ্ধ করিতে চেষ্টাইতে না করিল সর্গের বিলিয়া উত্তিল—“বেশ।” আমার এতে শার্থ দেবী এমন কিছুই নেই, কেবল সে দেখে ছিল তাকে আরি সেই রকম রাখতে চাই, শার্থ এইচেতু মাঝ। তোমার আমার কোনো উপরোক্ষ শোনান্তে আসিন। আমার কর্তৃতা আমি করে গোলাম।”

সুরমা ছিঁড়ে বিজ্ঞেপের ঘরে বিলিয়া ফেলিল—“তা আমি জানি। তোমার নিঃশর্মা কর্তৃত্বের অঙ্গওহে আমি স্বীকৃত হইলাম।”

ଅମ୍ବରନାଥ ଚଲିଯା ସେଇମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକଣ୍ଠରେ କହି ହେଲା—
ଚଲିଯା ଗିରା ଉତ୍ସାହେ କରନ୍ତି ଏକାଜୀବୀ ବେଢାଇଲି।
କୃତ୍ୟିଳିକାର କରେ କହେ ଆଶୋକ ଅଲିଲ। ତାଙ୍କ ବେଶିଆ
ଦେଖିଲା ପାଇଁ ସହି ତାହାର ମେଳେ ହେଲି ଚାର ଏକା
ଅଛେ । ତଥିନ ମେ ଅନ୍ତଃସ୍ଵାପନ୍ତିରେ ଚଲିଯା ଗେଲେ ।

ଏକଦିନ ପରିଚେତ ।

ଅମ୍ବରନାଥ ଚଲିଯା ସେଇ ସ୍ଵରମା କରୁଛନ୍ତି ମୌରିବେ ଦୀର୍ଘବିରାମ
ଯେହିସନ ମେ ଶୁଣ ଓ ତାଙ୍କିଲେ ତାଗ ବରିଯାଇଲେ ମେହି-
ଶମନେ ଆଜ ତାଙ୍କକ ନିଜେ ସାମିରା ମିଠେ ଆସିଲେ
ହଇଥାଇଲି । ଅମ୍ବରକେ ଯେ ତାଙ୍କିଲେ ଦେଖାଇଯାଇ ନେ ହିଂସାଇଲା
ମିଠେ ପାରିଯାଇଲେ ହିଂସା ମେଳେ କରିଯାଇ ଏକଟା ମେଘନାନ୍ଦେ
ଶୁରୁମାର ଦୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସା ଉଠିଲ । ମେ ମେଳେ କରିଲ ଆବଶ୍ୟକ
ଯଦି ତାହାର କାହେ କୋମେ କମତା ଥାକେ ତାମ ଅଶୋକ
କରିଯା ଅମ୍ବରକେ ଅଧିକତତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍ସାହ କଳି ପରିଜିତ

ବହିଲ । ତାହାର ପରେ କିମ୍ବା ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହିମାତ୍ରାରେ
ମେ କାହାର ବାଜାଟା ସ୍ଥଳୀଯ ପୂର୍ବରାତ ପଶ୍ଚମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦିତାରେ
ଲୋକୀ ଗ୍ରାମରେ ନିକଟେ ଗିରା ପରିଲ ।

ଖିସେଥ ମନୋହରେ ମହିତ ଶେଲାଇ କରିବେ ଟେଟୋ
କରିଲେ ଓ ଅନେକ କବାଟୀ ତାହାର ମେ ଆମିତିଲ ।
ଆଜା ଏକିମାତ୍ର ନିର୍ଜିତ କହେ କଥେମଙ୍କଗନେ ଏକ
ଏକଟା କଥା ହେବ ପଡ଼ିଲ । ମେନିମ ଉପଗମକରେ ହଇଯାଇଲ
କାରାତ ପାରନେ ନା ଜାଣ ତାହାର କଠ ଆମିତିଲ ହଥେ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଓ ବିରକ୍ତ ବେଦ ହିଂଶୁରେ ଲେନ୍‌ଟାର୍ଟା ରଖିଯା ଦିଲୁ
ହୁମ୍କ ବାରାନ୍ଦାରେ ଆସିଲା ଡାକ୍‌ଟାରୀ । କଥେକିନି ହିଂଶୁ
ଭ୍ରମିତ ଘରର ଭିନ୍ନିରେ ଓ ଶୁତେ ମୁଖ ପରାଇଲା ତାହା
ଆଶ୍ରମ କର୍ମର ଧୂର କେବଳ କିମ୍ବା ହିଂଶୁ ଉପରିଲ । ଟେଟୋ
କହିବାକ ତାହାର ମେଧେ ନିଷେଖେ ମେ ନିର୍ବିତ ବାମିତ
ପାରିଛିଲା ନା । ଅଭ୍ୟମେ ମେ ବାରାନ୍ଦାର ରେଲିଂ ଧରି
ନିଷେଖିଲ ।

বাকালাম্ব বড় নূন রকম ও শুনুন হয়। স্বরামা
নিতান্ত কার্যালয় ভৱ প্রকল্পের চেষ্টার উপরেও
তাহার মৌল নীরব ও উচ্চ একটা নিষ্ঠুর ব্যবের কঠিন
হাসি দৃষ্টিগুলি। দে ভাবিল, “পার্মী রী! ঠিক,

তাই তো !”
প্রাচীর সেবিনের ভাষ্যক্ষণ দাক্ষ একটো একটো করিবা
ভাষার মনের মধ্যে হৃষির উঠিতে শর্মিল। সেবিন সে প্রে
অভিবে তাশর ছানো গৃহস্থীর করিবার ক্ষম
ইঁহোঁহো প্রেখিবার কলা তাশর চুঙ্গ কোচুলো হই
উঠিল।

ଯୁଗମ ଅକାରେ ଦୀପଚିତ୍ରା ଦୀପଚିତ୍ରା ହେଲେ ଆନନ୍ଦେ
ଦେଖିଥେ ଲାଗିଲ, ଚାରିମିଳିକ ଅସରବୁ, ବିଶ୍ଵାଳା । ନୂତନ
କଣେ । ଆମରା ନୌଚେର କାଜ କରି ଏହି ଆମରା ଅସର
ପାଇନେ । ବାମା କଷ୍ଟ ତାରାଇ ତୋ ଉପଦେଶ କାଜ କର୍ତ୍ତ ।”

ନିରୋଧିତ ଭାଗୀର୍ତ୍ତି ସଥିନିମେ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାହିର
କରିଯା ଦିବ୍ୟ ଚାନୀ ଲାଇସ୍ କୋଣାର୍ ଦେଖିବେ । ଶିଖାରେ ।
ବ୍ୟକ୍ତଶଳୀଙ୍କ ଉପାର୍ଜନମ ହିଁଟେ ଆନ୍ତିକ କରନ୍ତୁ ମାର
“ତାଙ୍କେ ତୋ ତୋରାଇ ଶ୍ଵର୍ଗକୁ କ'ରେ ତାତ୍ତ୍ଵମେତି !
ନମ୍ବନ ଖିଟକେ ସବ ଦେଖିବେ ଉନିମେ କେନ ! ଛେଟି
ବେଳା ଆହେ, ଅମି ସେ ଘେରେ ମେତେ ପାରି ନା ।”

ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଇଥା ପଡ଼ିଲା ଆହେ । ମାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେହି ବା କଥାକେଂ ଓ ତିରବ୍ୟାର କରିବେଳେ “ମାଞ୍ଚଲୋ ସେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେ ଉଠିଲୁ କୁଟୁମ୍ବ କିମା ?” ହିତରୀ ଝକାର ଦ୍ୱାରା ବଲିଲା ଉଠିଲି “ଆମି ଏଗନ ବର୍ଷ ମରିଛି ମିଶରେ ଜାଗାର, ଆମି ମାତ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ? ମାହ

“যা মাঝি দেবো। তোম দত্তন কিংবা পাওয়া বাবে।
ভাড়ারায়ুড়ো আছি। মৰা কলে। সৱকাৰকে ডেকে এন

ପାକେ କରନ୍ତି ସାଥ ପୁଡ଼େ । ଆର ତେଣ ସାଥ କରେ ଦେଖେଇ
ବା କେ ? ମାହାଳ ଥେବେ ଯେବେ ଅଜ୍ଞା ମାଛ ନିଯି ଏହେବେ
ତାମେହି ବା ଚାଲ ଡାଳ ସାଥ କରେ ଦେବେ କେ ? ଫୋର୍କ୍‌ଵାଇଟ୍
ଦେହେ କୌଣ ରୁଳୋଇ ?”

ତାଙ୍କ ଭାବନ୍ତେ ହେ ବେଶାଇ । ନେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁଠାି କି କା
ଦେବେ ଧାରିବେ ? ସଂଗ୍ରହ ଆମିତେ ତୋ ଆର ପାରିନା !”

ଫୁରମା ବାରାନ୍ଦା ହିଟେ ଅପରହତ ହିଲ । ତାହାର ମେ
ହିଲ ଅବରମନ୍ତ ଏକବାର ଏଇଞ୍ଜଲ ପିଟାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ତବେ

তৃতীয়া বিষয়—“কে জানে, কোথায় কোন তামসা
ভাস্তির ধৰ্ম অনন্ত বোধ হইত। যাহাৰ কোভেৰ
জন্ম এক আঘোজন কৰা হইয়াছে মে সম্মুখ দীক্ষাইয়া তাহা

ମହିମ ବନ୍ଦିରେ ଦ୍ଵାରା ଇକିଳ—“କୁ ବେଳିଯେ
ମନ୍ୟମେ ଯେବେ କମାତି ପଡ଼ାଇ ହାର ଆଉର ପାନସେ ଦନ
ଚାଟି—ତୋ ଡାଗ୍ରାଫିକୀ !”

ଉପଭୋଗ ମା କରିଲେ ମନ୍ତରି ବାର୍ଷି; ବାର୍ଷି ଚଢ଼ି ନିଜେର
ଅନ୍ଧେ ଆସିଯା ବିଧେ ।

ତଥାର ରାତି ହିଇଯାଇଛା । ଅର୍ପଣ ଅନ୍ଧକାରେ ବାର୍ଷାର
କାହାର ପାଶରେ ପାରିବାରି କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?

একজন বি টোকের কবিতা বলিয়া উত্তর—“আমে
মনেরে ! মিসেডাভারো এখানে কীভাব ? শুনে নে গে,
হিয়া আমে নেই। তোদেশে দামা ছুরো কৃষ্ণের বড় শুম
পড় গিয়েছে, না ?”

মাঙ্গাইয়া শুরু কি ভাবিল, তার পথে থোৰে দোষ
অগ্রসর হইল। দেখিল সন্ধুরেই অমরনাথের শৰণগুহারে
থাবে কে একজন মাঙ্গাইয়া আছে। অস্পষ্টলোকেও
শুরু দৃশ্য মে চাপ, —চাপ দেন তাহাকে দেখিল জৰুৰ

“ইই ইই হামলোগ মানা চোরি করতে হই, আউর
তুম খালি পূজাপূর্বক রহতে গো। মেঝে তো কেমন মুক্তি।
হয়েরোও এটসা হোতা ছায়।” সহিং বকিতে বকিতে
চলিয়া গেল।

অঙ্গসুর হইতেছে বোধ হইল। অমনি সুরমা কিন্তু দেখে
কোনো কার্যালয়পথে একটু ব্যরিগড়ে নিজের ঘরের
দিকে চলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল তাক দেখে
তাহাকে ত্রিভবন করিতেই অঙ্গসুর হইতেছিল। সুরমা

খানদামা বামচের আসিয়া সঙ্গজনে মুখ চোক সুঝ-
ইয়া দলিল—“কেবল মাঝেজনে দাখালী করতে আমিৎ! বা-
বু বাইরে আর কত বকলেন, দাওয়াজী আবার
আমাকে বকলেন। মাঝিরা ওপরভুলে খাঁট পাট পিসনি
আর পশ্চাতে চাহিতে পারিব না।
সম্ভবেই দিলাকোহেশে শ্রেষ্ঠ সোপানস্থৰী। বে-
একজন সোপানস্থৰী করিতে করিতে অক্ষেত্রে হোটা-
ধাইয়া দিবকর্পূর ঘৰে বালক ‘আ’। হুবুয়া বুলিল

କେବଳ ଲାଗୁତୋ ?”
ତାଙ୍କରିମୀରୀ ତଥାମ ସକଳେ ଏକମଣେ ଛାଇକାର କରିବା
ପରିମଳୀରେ—“ଆ ଖେଲ ଯା । ଉଠି ଦେଇ ମୁହଁନାହାନ୍ତିରେ
ଅଭିଭାବି । ତଥିଲେ ହୁଏବା କର୍ତ୍ତାଭାବେ ଏବେଳେ କରିବା
ଭାବରେ ତାଙ୍କିଟି ପାଇଁ ଅଭିଭାବି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାପନ
କରିବାକୁ ପାଇବାକୁ ଉତ୍ତରକାରୀ ହାତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳି
କାହିଁ କାହିଁ ପାଇବାକୁ ଉତ୍ତରକାରୀ ହାତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳି

ডাক্তান্তেছে। বহুক্ষণ ডাক্তান্তির পরে পরিচারক আসিয়া আলোকে দেখাইলে অমরনাথ নিজ কক্ষাঙ্গিমুদ্রে চলিয়া গেল। তাঁরপরে নতুন খির সঙ্গে বহুক্ষলবর করিয়া রামচন্দ্র ভাইকে দেখান্তে দেখান্তে যে এ আলোক নিত ছাইতে ভাইর উপরে লিঙ্গে লিঙ্গে অবেক্ষণ পর্যাপ্ত শোনা গোল। বিনি সভারে উপ ওপরে ধাপ কি মা ? ” “কি হয়েছে—” পশ্চাতে পৰম চাহিয়া দেখিল অমরনাথ। মিশিয়া ঘাটিতে ইচ্ছা হইল প্রৱলতা দেখিতে পাইল।

କଥକୁରେ ଆମ୍ବିଆ ଆଶୀର୍ବଦ କରାତେ ଅଗ୍ରଭୟ ଭୟମାକେ ଉତ୍ସର
ହିତେ ହେଲି ଥେବା, ଆମୋକେ ତାହାର ଆଜ କିଛିମାତ୍ର ପ୍ରଦେ-
ଖନ ନାହିଁ ।

প্রত্যাতে যথন হুরমার নিজা ভঙ্গ হইল তখন উজ্জল
হইয়া পদ্ধিয়া অব্রহামের প
মুক্তিরিগণ শাস্ত্রিক গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তাহার
লাগিল কিন্তু পে অব্রহাম
নেতৃত্বে উপরে অগ্রে ঝালা প্রসাদ করিতেছিল। পুরোঁহিয়াস
ক্ষণেন করা যায়।

মত হৰমা মচকিতে শ্যামৰ উপরে উঠিবা বসিয়া বলিল—
“ও এত বেলা ই'য়ে পিছোহে !” তার পরে মনে পড়িল
এখন বেলা হউক না হউক সমান কথা। মে নিজে
হইতেই আপনাকে এই অলসমতাৰ মধ্যে টানিয়াছে, নিজেই
নিজেকে এই শ্যামৰ এই ঘৃণে আৰুক কৱিয়াছে, নহিলে
তাহাৰ ঘাৰে একত্ৰণ কৰিবাৰ আৰ্থাত পড়িল। সুৰমা
নীৱেৰে কিছুক্ষণ শ্যামৰ উপরে বসিয়া রাখিল। এই কষ্টহীন
কৰ্ত্তব্যাদীন প্রতাত তাহাৰ কাছে একান্ত নিচান্ত কৰে
অভিভাবত হইল।

କହ ହିତେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ଲା ସୁରମା ବାରାନ୍ଦା ଗୋ
ନୀତାଇଲା ଅଳ ମନେ ଏକଟା ଧାରେ ଗା ବୁଟିତେ ଲାଗିଲା
ସୁରମା ଭାବିତେଛି ଏମି ନିରକ୍ଷା ଅଳସତାର ତୋ ତାହା
ବିନ କାହିଁବେ ନା, ଏକଟା କିଛି ତାହାକେ କରିବିଲେ ହିଦେବେ।
ଅଥବା ହୋଖ ହିତେ ତାହା ପୂରନାର୍ଥ ଏବଂ ମେ କାହାଟାଇ
ବା କି ତାହା ମେ ତାବିଧି ଟିକ କରିବେ ପାରିବେଛି ନା ।
ନୀତେ ଚାହିଁଯା ଦେଖିଲ ଚାକରାମିହିତେ, ତେମନ ସବେମତି ସିରା
ବସିଲାଇ କେହ ହାତ ହୁଲିଛେବେ, କେହ ଚୋଖ ରଙ୍ଗଜାଇଛେବେ,
ରହେ ବା ପା ଛଡ଼ାଇଲା ସିରା ଗତରାତରେ ଥଥା ମୋରାଯେ
ଅନିତାର ବର୍ଣନା କରିଛେବେ; ଥଥାତ୍ବା ଗମେ ଆଶ୍ରମ ହିଲେବେ
ବାବୀ କଳ ସବ ଅମନ ପଡ଼ିଲା ରହିଛାହେ । ମାରକ ରକିତି-
ତରେ ସୁରମା ବେଳି ହିତେ [ସୁଧ ବାହି କରିଯା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚ
କଟେ ଡରିବିଲା] "ବିନିମ୍ୟ" । ମେ ମେ ଚାକରାମିହିତେ ଏକଟା
କଟେ ଡରିବିଲା ବିନିମ୍ୟ" । ମେ ମେ କରିବା କରିବା କରିବା
କରିବା କରିବା କରିବା ।

ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳି ଆଜ୍ଞେ
ତେ କି ତୋରେ ? ଏତ ବେଳା
ଶୁଭମା ସୁରମା ଚକିତ ହିୟା
ଲଙ୍ଘମ ହୁରମାର ଦେଖିଲେମ ମୁଁ
ଛାଇ ଅମରନାଥ ତୋ ତାହାର ଏ

*

ନା ବଲିଯା ଦେମନ ଯାଇତେଛିଲ
ଶେଷ ତାହାର ନିକଟ ଧୀର ପଡ଼ାଇ
ଶୁଭମା ଦେଖେ କିଛିନ୍ତି ଅଗ୍ରମର

ମୁକ୍ତ ଦୟା । ପାଞ୍ଚମୀ
ମୁକ୍ତ ଦୟା । ସୁରମ୍ଭ ଧ୍ୟାନିକ୍ଷା
ଆହେ । ଦୀର୍ଘ ନିଃଶ୍ଵରେ
ଏହି ସମୟ ଦେଖିଲେ ପାଟିଳ,
ରତ୍ନା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟା
ଲଜ୍ଜା ଲାଇଛି ଚାହିଁଲି, ପା
ଠିକ୍ ଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ବିଲିନ, “ଅନ୍ତର୍ବି
ଡିଉଟିଣ ନୟ କି ? ବେଳେ ଆର
ଆହେ, ତାର ଦେଇ ବେଳିବାର

। আমা দেবে আর কি
বংশ যাই কাজ দেখিগো।
আছে? কই বাবী তো
যদি ভাস তো দেখলাম না,
থেকে আসি!“

কক্ষ মধ্যে পদেশ করিয়া
দিলে ধান নিয়ন্ত মুখে
দাঁড়াচে। ধঃপত্র কাতর চিহ্ন
চ, কাশ ভাসা উচ্চের মৌচে
ক্রিয়াকৃত চুম্বণা চারিসিকে
ন দেন অতিশিখর মত, দেখি-
ন ইচ্ছা করে। সুবস্থ নতুনেজ
। তাঁরভোগীল “আহা অহুৰ্থ

५८ संख्या]

অগ্রণ চাক অন্তিম একটু বৃক্ষিত করিয়া বলিল
 “মাগো—ং! ” সঙে সঙে লাটে শৈল করস্পৰ্শ হইল।
 দিন্ত স্পর্শে সচকিত ভাবে চাক চাইল,— চাইয়া দেখিল
 নিকটে সুবৰ্ণ নীড়াইয়া আছে। মাথার সুবৰ্ণগু কাঠের
 ইয়া চাক একত্বে ভাসার মৃত্যু জননোকে মনে মনে তাঁবিতে-
 হিল, চোখ মেলিয়াই প্রথমে মনে হইল মা বৃক্ষ।
 তাঙঁরপের ভাল করিয়া চাইয়া দেখিল যেন তাঁহার মত
 মেঝে ও করণস্পৰ্শ নেজে চাইয়া কে একজন তাঁহার উত্তপ্ত
 লালটো লিলি হত দ্রুতভাবে। ‘মিরি’ বলিল চাক উত্তিয়া
 দিনিয়া সবেগে সুবৰ্ণে হাত ধরিয়া নিকটে টুনিয়া আনিতে
 চেষ্টা করিছে দেখিয়া সুবৰ্ণ ভাসার নিকটে উপবেশন
 করিল। চাক তখন সুবৰ্ণের আরও নিকটে ইয়া তাঁহার
 কাঁধের উপর মাঘা বারিয়া বলিল “মিরি”।

হুরমান ভিত্তির দেন কি রকম করিবা উচিল। একটি আঙ্গুষ্ঠমণ্ডকারী নিরপেক্ষ অসহায় শিখ ঘৰি করণেমতে মৃদের পানে চাহিছা দীরে দীরে নিকটে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে সহায়ে দেবমন সভারে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে একটি উন্নত ইচ্ছা হচ্ছ, তারস এই শিশুর মত ব্যাহারে হুরমান অস্থৱৰ্তী তেজনি করিয়া আলোচিত হইয়া উচিল। উচ্চস্থি কভিটা মদন করিয়া স্বামী তারস মাথা আপনার কলে লইয়া তাহাকে শ্যায় শ্যোরাইয়া বিল। তাহার পরে দীরে দীরে তাহার লণ্ঠনে হস্তুর্জননা করিতে করিতে মৃদের বলিল “এত অৱ হয়েছে !” তাৰপৰ তারস নিচৰীলিত নেতৃত্বে উপৰ দীরে দীরে অঙ্গুষ্ঠমণ্ডকারী করিতে করিতে হুমকি বলিল—“মাঝা দৰেছে কি তোমাৰ ?”

ତାଙ୍କ କାହାର ନିମ୍ନେ ଚାଲିଯା ଥିଲା—“ବଡ଼ !”
 ଶୁଭମା ଧିରେ ପୌରେ ମାଥା ଟିପିଲା ନିମ୍ନେ ବିଠେ ବିଳିଲ—
 “ଏକୁ ଦୋଷାଗତି ହେବ କି ?”
 “ଆ ! ତୋମାର ହାତ ବେଶ ଠାଣା ଦିଲି ! ବଡ଼ ଭାଲ
 ହେବେ !”
 କିଛୁକୁଣ୍ଡ ନୀରବ ଥାକିଯା ଶୁଭମା ୫ରାହ ଜାନ ମୁଖ୍ୟାନିର
 ଟିକ୍କି ଶ୍ଵର କରିଯା ମୋହେ କଟେ ବିଳିଲ—“କେବେ ଥେବେ ଅର୍ଥ
 ହେବେ ତାଙ୍କ ?”
 “ଆଜିକି ତାଙ୍କେ ଜର ହେବେ ! କାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଥେବେ ବନ୍ଦ
 ମାଥ ଧରଇଛି !

ਦਿਸ਼

“ମାତ୍ରା ଦରେଛିଲ ତା କାଳ ଆମୀର କାହେ ଯାଓନି କେନ,
ଆମୀର ଡାକ୍ତରି କେନ ?”

“সঙ্গো বেলায় তুমি বখন মালানে দীড়িয়ে ছিলে তখন
যাছিলাম। তুমি আমায় বেখতে পাওনি দিদি, তুমি
চলে গেলে ।”

ଅମୁତୀପେର ଆବେଳେ ଶୁରମା ଦଲିଯା କେଲିଲ—“ଦେଖିତେ
ପାଦମା କେନ, ଦେଖିବେ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲା—ଆମି ତଥନ ସେ
ଏକେବାରେ—” ବଲିତେ ବଲିତେ ଶୁରମା ହଟୀଂ ଧାରିବା ଗେଲ ।

“ଆମାର ଅସୁଧ ହେବେ ତଥିନ ତୋ ଜୀବନଟେ ନା—ନା
ତୋ କି ଆମାର ନା ଦେଖେ ତୁମି ଚଲେ ଯେତେ ପାରନ୍ତେ—ନା
ଦିବି ?”

ମୁଖ୍ୟମ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି—“ତା ଆମାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ।
ଭାଗ୍ୟ ମେ ରାଗେର ସମୟ ଚାକ ବୈଶୀ ଶାହସ କରେ କାହେ ସାଥିଲି,
ଗୋଲେ ହୃଦ କି ବଳେ ସମ୍ଭାବ ।”

চাকু শুরমাৰ হাতধাৰি তুলিয়া কপোলেৰ উপৰ বাখিয়া
বলিল—“আঃ ভাৰী ঠাণ্ডা।”

“ওখনা কি কেৱলি যাওয়া মৰে আছে চাকু ?”

“ହାଇ ପିଲି !”
“ଏକୁ ଅ-ଡି-କଲୋନ ଖିଲେ ଭାଲ ହ’ତ” ବଲିଲେ ବଲିଲେ
ଶୁରୁମ ଉଠିଲା ପଢ଼ିଲ । ଟୋରିଲେର ଉପରେ, ମେଲକେର ଉପରେ
ନାମ ଥାଣେ ଅଧିକାରୀ କରିଯା ଥେବେ ମାହେରେ ଦିକ୍କେ
ଚାହିଁ ବିରିକର୍ତ୍ତ୍ଵ ସରେ ବଲିଲ—“ଗେ କୋଥାର ? ମେହାରେ,
ଟୋରିଲେ ଓହାର ନିଜ କିମ୍ବା ?”

ଚାକ୍ ଈସ୍‌ ମାଥା ଭୁଲିଆ ଝାଣ୍ଟ ସରେ ଖଲିଲ—“ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ମାଗା ଧରେ ତାହି ଧରଚ ହେଁ ଗେଛେ ବୋଧ ହର ।”
“ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?”

କାର ଭବେଷ ବବେଷ କାହା ସବେ ?
ଚାକୁ ଶ୍ୟାମ ମୁଖ ଲୁକାଇଯା ମୁଢ ସବେ ବଲିଲ—“ତୋତୁ”
“ତା ମନୁଳ ଦରି ଆନିଯେ ବୋପାକ ଲେଇ ? ଆବ କଥନୀ

“ବ୍ୟାକସେ ପାଶେ ଟାଶେ ପଡ଼େ ଆହେ ବୋଧ ହସ ।”

“একটা অভিজ্ঞনের সরকার হ'ল যে। বিনিকে
ডেকে দলি।”

“না বিনি তুমি যেওনা তোমার ঠাঙ্গা হাতেই মাথা
সেৱে বাবে। যেওনা।”

“পাগলী আৰ কি ! উটিম্ নে, আমি এই এগুৰ
ব'লে !”

হুৰম চলিয়া গেল। অনতিবিশে একটা অভি-
কলনের শিল ও ধানিকটা নেৰুড়া হাতে লইয়া গৃহমধ্য
অবেশে কৰিয়া দেখিল চাক প্রাণাত্মক নথনে দৰেৱে গলনে
চাহিব আছে। হুৰম তাহার নিকটে আসিয়া ঝুক্তাবে
তাহার গাল হাত টিপিয়া দিল। আল্লামে এক মুখ হাসিয়া
চাক বলিল—“আমাৰ ভয় কৰছিল, হৃষত দিবি আসবে
না !”

সে কথাৰ উত্তৰ না দিয়া হুৰম বলিল—“কীচোৰ মাথ
বাটি কিছুই দেছিব না, যে রকম শুনোৱ ইল সব উচ্চে
পাঠে গোছে। আল্লামীৰ চাবী কই ?”

“চাবী ! আমি তো জানিব দিবি ! হৃষত বিছানাৰ
তলাৰ—”

“বাস্ত হ'বো না আমাই ঘূৰে নিছি !”

হুৰম শ্যামৰ চাহিবৰ ঘূৰিল চাবী মিলিল না।
ইহাতে সে অত্যন্ত বিৰক্ত হইয়া উঠিল। বিৰক্তিটা অমৰ-
নাথের উপৰেই সম্পূৰ্ণ তাৰে পড়িল। ভাবিল মাহৰ এত
অহনোবোগী কিপে হয় ? সহসা নিজৰ কথায় দে না
মেন পড়িল তাহা নহ। মনে হইল আগৰেৰ মন বিকল্প
হইলে অতি কাঞ্চিতক্ষণীয় ও এইকলে নিষ্কৃতাপে প্রতিপৰ
হইয়া আকে।

মাধৰ অভিজ্ঞানে মেৰোৱা ব্যাপৰ শ্ৰেষ্ঠ হইলে
চাকৰ মাথা বালিশৰ উপৰে বালিশৰ, মৃহু মৃহু বালান
কৰিতে কৰিতে হুৰম বলিল—“ওখন একটু ঘূৰতে চোঁ
কৰ দেবি। ভাকৰ ভাকৰে বলেছি, একটা ঘূৰু দিলেই
ছৰাটা হেচে যাবে এখনি !”

“আমি কিন্তু তোক ঘূৰ আৰনা দিবি। নৱেশ
ভাকৰেৰে বৰ্ষ বিৰু ঘূৰু !”

“নৱেশ ভাকৰ কৰতাত্মক বৰ্ষ ? এ কালীগৰ ভাকৰাৰ,
হোনিশুলাবি মতে চিকিৎসা কৰে। ঘূৰু জনেৰ মত
খেতে। ঘূৰোৱ দেখি একটু !”

চাক দিবিৰ আজানত ঘূৰাইতে চোঁক কৰিল। কিছু-
ক্ষণ নীৰৰ ধাৰিবাট বলিল—“না, দিবি ঘূৰ আসচোৱ। তাৰ
চেৱে এল গৱ কৰি !”

“এখন বকা ঠিক নহ।” ঘূৰোৱ। আজু তোমাৰ দে
ৱ হয়েছে উনি কি জানেন না নাকি ?”

“জানেন না বোধ হয়। বেঁৰী বাবে অৱটা এসেছে
কিনা ?”

“সকালে যথন উচ্চে গোলেন তখনো জানেন নি ?”

“আমি তখন ঘূৰিছিলাম !”

“মাথা তো কাল হিপুৰ দেকে দৰেছে। তাও কি
দেনেন না ?”

“তা জানেন বোধ হয়। হীৱ বিকেলে তিনি জিজামো
কথায় বলেছিলাম !”

“তা আৰ কোনো বোজথৰ নেই। কল্কতাৰ
তোমাদেৱ কি এমনি ক'ৰে দিন কাটাই ? মেখানে অহুৰ
হ'লে কে কাকে দেখত ?”

“তাবৰী দামা হিলেন যে। বেঁৰী অহুৰ হ'লে উনিও
দেখতো !”

“বেঁৰী ব'কে কাজ নেই আৰ। একটু ঘূৰোৱ।”

চাক পুনৰাবৰ ঘূৰাইবাৰ চোঁক কৰিতে কৰিতে কৰে
ঘূৰাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পৰে বালান্মাৰ পদশ্বে শোনা গোল। হুৰম
বুলিল অমৰনাথ আসিয়েছে। সে তঙ্গে শ্যাম হইতে
নাযিলা পাৰ্শ্বান্তৰ দৰা ঘূৰিল কৰাসুৰে চলিয়া গোল।

অমৰনাথ ধাৰেৰ সম্মুখে আসিয়াই লাগাইলে ভাকিল
“চাক,” দেখিল চাক পালকে ঘূৰাইয়া আছে। এমন
অসময়ে তাহাতে ঘূৰাইতে দেখিয়া অমৰনাথ দীৰে দীৰে
কেক ময়ে অবেশ কৰিয়া সম্পৰ্কে একবাৰ তাহার ললাট
পৰ্য কৰিয়া দেখিল। এমন সময়ে একদাম দামা আসিয়া
সংবাদ দিল ভাকৰাৰ আসিয়াছে। অমৰনাথ ভাকৰাতি
অথক সম্পৰ্কে বাহিৰে গিয়া ভাকৰাকে সেৱে কৰিয়া
লাগিয়া আসিল।

ভাকৰা চাকৰ হাত দৰিয়া ঘূৰিবৰে বলিল—“কৰে
অৱৰ হ'লেহে ?”

অমৰনাথ একটু ইতুকুত: কৰিয়া বালিল—“ঠিক
না, কালই হয়েছে হৃষত। ডেকে জিজাম কৰিব কি ?”

“না তাতে কাজ নেই। মাধৰণ অৱ, তবে একটু
বেঁৰী কৰক ব'লে। চাকৰাৰ দিবি কিছুই নেই। আমি

এখন ঘাটি, ঘূৰাই বাব কৰ দেলেট দেৱে দাবে। কিন্তু
দেন নিয়মিকতাপে খাওয়ান হয়।”

ভাকৰাৰ চলিয়া গেল। তাহার সদৰ জুতাৰ মসমু-
মিতে চাকৰ ঘূৰ আভিয়া গেল। চোু ঘূৰিয়াই চাক
ভাকিল—“বিবি—”

অমৰনাথ সংযোগে তাহার ললাটে হস্তপৰ্য কৰিয়া
বলিল—“এত অৱ কৰখ হ'ল ?”

“তুমি ? তুমি কথন এল ? দিবি কোথাৰ দেলেন ?
দিবি !”

অমৰনাথ বিস্তৃতভাৱে বলিল—“ক'কে ভাবছ ?
ঘূৰোৱ দেখিব আৰাৰ। এমন অৱ হয়েছে, কই সকালে
তো আমাৰ কিছু বলেনি !”

“আমি তখন ঘূৰিয়ে ছিলাম। কাল বাবে অৱ
হয়েছে। তোমাৰ কে বৈ ?”

“তোমাৰ অসমতে ঘূৰান্তে দেৱে গাবে হাত দিবে
বেৰলাম গা খু গৰম। তাৰপৰে ভাকৰাও এল।
ভাকৰাকে ভাকৰাবৰ সময় আমাহও চানাওনি কেন
চাক ?”

চাক বিস্তৃতভাৱে বলিল—“কই আমি তো ভাকৰাকে
ভাকিলিন !”

“তুমি ভাকাওনি ? তো কে ভাকোল ? বোধ হয় খিৰা
কেতে ঘূৰি কৰে ভাকিলেছে। যাক সকালে আমাৰকে
ভাকিয়ে জৰেৰ কথা বলা ভোমাৰ উচ্চি ছিল চাক।”

চাক অপ্রতিভত ভাবে বলিল—“ক'কে দিয়ে ভাকাৰ,—
দিবি বাবে বাবে ঘূৰতে ঘূৰেন—”

বাধা দিয়া অমৰনাথ বলিল—“দিবি কে ? বাবে
বাবে কাবে কাবে তাৰুহলে ?”

চাক বিস্তৃতভাৱে বলিল—“কৰে আৰণ কে, আমাৰ
দিবি, তিনি যে এখনে দেখিলৈ !”

অমৰনাথ একক্ষণে ঘূৰিল। একটু দামিয়া গোৱে বলিল—
“কই না, কেতে তো ছিল না, তুমি তো এক ঘূৰাইলৈ”

“তোম বোধ হৈ তুমি আসিবাৰ আগেই তিনি চলে
যিয়েছিলৈন !”

“তুমি হৃষত ব্যপন দেখেছে। মাথা কি ধৰেছে ?
অভিজ্ঞান দিয়েছিলৈ বুঝি ?”

হুৰম ব'লে ভব অসমধ্যানি
তাৰাব তাৰাব ব'চিত,
স্বৰ্যৰেজে শোভন লোভন জানি

বৰ্ণে বৰ্ণে ব'চিত।
কৰ্ত্তা তোমাৰ আৰোহ লাগে,

বৰ্ণা ব'চিত আৰো সে।
পৰকচেৰ পৰা ব'চিতবিৰামী।

জীবন-শ্ৰেষ্ঠেৰ শেৰেজাৰণ সম
ঝলসিছে মহাবেদেন।

নিমেষে দহিয়া মাছ কিছু আছে মৰ
ভৌতিক্যে চেতন।

হুৰম ব'লে ভব অসমধ্যানি
তাৰাব তাৰাব ব'চিত,
বৰ্ণ তোমাগ, হে দেৱ ব'জগণি,

চৰণ শোভাৰ ব'চিত।
তীব্ৰাজন্ম ধাৰুৰ।

সন্মুদ্ৰ ধাত্ৰি

[আৰে ভাৰিলে লিখিব “জল ভোগাইকাৰ যথ প্ৰেতি গান”
নথক মূল কথাবীৰ গুৰ অনুসৰণ]

আমাৰ ঘৰেৰ জানলা হইতে যে খোগৰ বাটীৰ চৰে
দেখা যাইত তাহাৰই একবিকে এক পৰিবাৰৰ বাস কৰিত।
মেই পৰিবাৰেৰ ছোট হেলোটিকে সনাই “ছোট গাব” বলিয়া
ভৱিত। তাৰ বাপ ছিল এক কটাকচৰেৰ দোকানৰ
দৰজি; তাৰ মা ছিল চিৰকুল দৰজ, সে বসিয়া বসিয়া ততু
খালোৰ তৰিক আৰ আৰাম উপনিষত্ক কৰিত। তাহারেৰ
পাচট সন্তানৰ মধ্যে বড় তিনিজনৰে কেউ বা বিবেদে
চাকিৰ কৰে, কেউ বা বিবেদেৰ পৰ পৰেৰ ঘৰ কৰিতেছে।
বাপৰাৰ সৱে থাকে ততু একট যেৱে—বৰ তাহার
আঠাৰ বৎসৰ, সেও সেলাইয়েই কাজ কৰে; আৰ থাকে
হোট গাব—মে হুঁকা।

তাহার বাপ মা তাহারেৰ জীৱনেৰ বেশিৰ ভাগ
আলো-বাতাস-শূন্ধি সৰ্বা ঘৰে আৰ দোকানৰ গোৱানিন
মধ্যে কৰ্তৃতৈয়াছে, তাহার ফলে ছোট গাব একবিবেৰে পলু
হইয়া বিবাহিত। তাহার শিৰীহীনাৰ ধৰ্মকেৰ মতো দীক্ষিণ
কীৰ্ত হোকে কানেৰ কাছ পৰাগত ঠেলিয়া তুলিয়াছিল,
তাহার পলকা পা বিবৰজ দেহেৰ তাৰে নেড়ন্তক কৰিত;
তাহার কুকো পি আৰ তিতো বুকৰ উপৰ একটা
একাগৰ মাথা বসানো। কিন্তু মূল্যবানি ছোট,
কঢ়নন্তাৰ কলনীৰ, বৃক্ষৰ তীক্ষ্ণতাৰ উজ্জল। যদিও
তাহার বয়স আৰ বৃসৰ, কিন্তু তাহার এগিল ধৰ্ম দেহ
দেখিয়া পাঁচ বৎসৰেৰ দেশি বসিয়া দোষ হইত না; কিন্তু
তাহার ভাবনা গৰ্জিব মুখ, প্ৰশংস কুক্ষিত ললাট আৰ
কলো চোখেৰ কুণ্ডল চিকাকৰ মৃত দেখিয়া তাহাকে
অৰীৰ বলিয়া দোষ হইত।

তাহার বাবা মা আৰ বিবি তাহার ঠাণ্ডা প্ৰভাৱ আৰ
অসংধৰণ দুঃখিতিনোৰ গুৰ কৰিতে তাবো বাসিত—
গাবেৰ কথা বলিতে তাহার অজন। ভাক্তাৰেৰ জানা
তাহাকে কোনো কৰ্তৃ কৰিতে বিবেৰ না; তু তাহাকে খুঁ
কৰিতে, বৈচিত্ৰেৰ আনন্দ বিবেতে তাহার উলকে ঝুলে

বিয়াছিল। মেখানে সে গৰ্জিৰ হইয়া বসিয়া পড়া কৰিত,
আৰ, যাব কৰিত তাহা ঠিক মনে কৰিয়া রাখিত।

একদিন সকাবেলো ঝুলেৰ পৰ আৰি
দেখিলাম সে বাড়ীৰ দৰজার গোড়াতিকে বসিয়া আছে।
তাহার মা বাগাবে তাহাৰে কোৱা কৰিতে বাধিৰ হইয়া
গেছে, তাহাৰ দিন এখনো সোকৰ্ত হইয়ে বাড়ী দিয়ে
নাই, ঘৰেৰ দৰজায় তালা বন্ধ। দেখালো টেঁচ দিয়া তাহার
কৰণ মেজেৰ উৎকৃষ্ট মুক্ত পথেৰ উপৰ মেলিয়া দিয়া চৃপুটি
কৰিয়া সে বসিয়া আছে। আৰি তাহার এই দিনৰ নিমিসৰ
ভাৱ দেখিয়া আৰি কৰিয়া তাহার সমে কথা কৰিতে
গোৱা, সে ভৱিতকিৰ কলো চোখে হচ্ছ তুলিয়া আৰাৰ দিকে
ফ্যাল কালা কৰিয়া চাহিয়া রহিল। হইতথে তাহার দিন
কৃষ্ণখালে হন ইন কৰিয়া আসিয়া বসিয়া উঠিল—“আহা
বাগাবে, মৰে বাই! তোমাৰ আসি দৰজার গোড়াৰ বেস
কৰিয়ে রেখেছি—আ আমাৰ গোড়া কপাল! তুমি কি
আমাৰ দেৱি দেখে বাষ্প হইলো ভাইট? ” গাৰ তাহার
শাস্ত মুখ কঠোৰ দীৰ্ঘ পৰিকৰ উত্তৰ দিল—“না দিনি, আৰি
কেবল তাৰেছিলাম তুমি হয়ত আমাকে ঝুলে দেছে, আৰ
কখনো আমাৰ কাছে কৰিয়ে আসিবে না। আৰ এমন
বোঝা, আমি এমন তোমাদেৰ আগাই! ” দিনি ভাইটকে
বুকে তুলিয়া লাইয়া চুমায় সোগাগ কৰিয়া দেহেৰ
অহংকাৰ ধৰ্মৰ মাঝে তুমুলীয়া মুহূৰ ওজনে বলিতে
লাগিল—“চো, দেখে! ছুটু দেখে! ” তাৰপৰ ভাই-
যেহেতে আৰি কৰিত অৱশ্যেৰ মতো তাৰ শোখ ছট জলে
কৰিয়া লাগিয়া আমাৰ দিনে কৰিয়া সে বলিল—“একৰতি
হেলে, কিন্তু কত এৰ বৃক্ষ! তাৰ মাহাবেৰ মতো ওৱ
বৃক্ষিবেৰনা! আমাৰেৰ অসুষ্ঠোৰ দোহোই এৰ এমন
অৰুধ! ভাক্তাৰ বলেছে কে একে পৰাপৰ সুযুৰেৰ
ধৰে হাঙাব বলালতে নিয়ে যেতে পাৰে অৰুধ দেহেৰ
পারে। সেই সন্মুখে নিষ্কৃত নহোন নহোন দেহেৰ
বাধাৰে হাঙাব কৰিয়া দেখিলো কৰিয়া কৰিত—
“আজা দিনি, এ ভেতালা বাড়ীৰ দিনি আমাকে বেলনা
বিলে কৰেন, ও তো আমাৰ দেখে না? ” তাৰপৰ ভাবিয়া
তাবিয়া সে তাহার দিনিক অৰুধ বাধাৰ বলিয়া
কৰিত—“ও! আমি কুঁচক্ষে কুকো কৰিন! ”

কৰাব আসিয়া ভুট্টে লাগিল যেষটো, আৰ পোটোৰ
গোপন কোখে গোপনেৰ পেটও ভৱিয়া উত্তিতে লাগিল
চটপট। আৰাবেৰ আসিতে আৰ বিলিয়া নাই, তাহারাও

সে সেলাইয়েৰ কলেৰ পোকাৰ বসিয়া পঢ়ি আৰ বেশেৰ
আৰ সেলাই আৰ কোঁড়ি দিতে দিতে আপনাকে শুণ শুনে
পিয়াৰা একেবাবে কৰ কৰিয়া কেলিতেছিল। সে এই
কটে, এই কোঁড়ে, এই কোঁড়ে, এই সেলাই কৰিয়া
তোলে—বিৰাম নাই, বিশ্বাস নাই! গাঁজীৰ বাজে মুহূৰ
ভাঙিয়া স্তু তাহার লোহার সেলাই-কলেৰ ভীকু শূটীৰ
ব্যৰ কোড়েৰ কৰণ আৰ্তনাম—পাড়াগীৰেৰ আলেৰ ধাৰে
অক্ষয় কৰিবিৰ একটানা সুবেৰ মতো; তাহার ঘৰেৰ
জনালাটকা পৰ্দিৰ উপৰ তাহার একাগ্র আনন্দ কৰ্মসূত
শুল্কবিনার কুকু ছাঁজা এলিপেৰ আলোৱে স্পষ্ট আৰি দেখিত
পশি। আৰ তগনি আৰাব মনেৰ মধ্যে শুজিৰাৰ বৰিয়া উচ্চ
চৰামৰ ঘৰে সেই ভীৰুম কৰণ আৰৰ গুনেৰ ধূৰ—

“কটো শুৰু খুঁটো আৰ খুঁটো,
ভোৰ ন হচ পাখী বধন ডাকে,
খুঁটো খুঁটো, কঢ়কে না আসে,
তাবাৰ আলোৰ ভাঙা চালেৰ কাঁকে;
মুক্তি আৰি সেলাই আৰ কোঁড়া,
কোঁড়া আৰ সেলাই আৰ মুক্তি,
মুক্তক না বক উচ্চ কাঁকি,
বাহ অস্তু, মাথা উচ্চ পুৰি! ”

পাঢ়াৰ সকল লোহাই গাবকে চিনিত, আৰা কৰিত,
এবং তাহার দিনিকে বিছু না কিছু কাৰ কৰিত নিত।
তাহারা গাবকে দেখিতে পাইয়েছি তাহাকে ধৰিয়া আৰৰ
কৰিত, ধাৰাৰ বিত, পুতুল বিত। সে মুখচৰো, লাঞ্ছুক,
পাড়াপুনৰী আৰাবেৰ ত্বে পাখ কাটাইয়া সুকলকে এড়াইয়া
চলিত; যদি কখনো কাহাহেৰ আৰৰ বা সামৰ দান তাহাকে
যৌকাৰ কৰিতে হইত তাহা হইলো সে গৰ্জীৰ চৰ্যা
অনেকক্ষণ ধৰিয়া ভাবিয়া ভাবিয়ে কেলিক কৰিত—
“আজা দিনি, এ ভেতালা বাড়ীৰ দিনি আমাকে বেলনা
বিলে কৰেন, ও তো আমাৰ দেখে না? ” তাৰপৰ ভাবিয়া
তাবিয়া সে তাহার দিনিক অৰুধ কৰিয়া দেখুন তাহার সামৰিন। তাহার দেহেৰ
পেট অনেকবৰণ শূন্ধি কৰিব হইয়া পেল। যাক! এ বৎসৰ
সম্ভূতহৰেৰ আৰ বেলনই আৰ ভৱন নাই। বিবি
ভাইটকে বুকে চাপিয়া ছুঁ থাকিয়া আৰাৰ কৰিয়া উচ্চিতাৰ
পেলিল সেলাইয়েৰ আৰ খুঁটো আৰ খুঁটো কৰিয়া কৰিল।

পাঢ়া নথবেৰ ভাঙাৰে কৰিতে লাগিল; একটা চাৰতলাৰ পোট-
মাটো আৰ খোকাৰ অজ একটা পোৱাক কিলিল।
এদিকে হেট গাৰ পুস্তিৰ চোটে মুহূৰে হইয়া উঠিয়েছিল,
সন্মুদ্ৰেৰ সমে সন্মুদ্ৰেৰ অসম ছাঁড়া তাহাৰ আৰ অজ
কথা হিল না। কিন্তু একটা দুৰ্ঘটনাৰ সব পও হইয়া
গেল।

পাঢ়া নথবেৰ ভাঙাৰে কৰিতে লাগিল, একটা চাৰতলাৰ পোট-

শৈক্ষণিক আসিল। গোলার ঘরে থান্টনির বিশ্বাস মাঝে। দেখিবা, মে বিপত্তির সহিত জানলার পর্দাটা টানিয়া শৰ্কুকাল হইতেই এবংৰ বিশ্বাস বালু চলিতেছে, এবং বিন্দ।

তাহার প্রভাবের দাবীয় বিশেষ ভাবেই অঙ্গভব
করিতেছিল। তাহার পিটের শিরীড়া কনকন করে,
অর হয়, শাখা ধৰে। ডাক্তার তাহাকে দেখিবা
গজীর তামে মাথা মাটিল এবং তাহাকে সমুদ্রের ধারে
লইয়া যাইতার জন্য পুনরাবৃত্ত করিল। এবং র
যাইতেই হইবে; যা ধাকে বরাতে যত টকিছ লঙ্ঘক
বসন্তের পাতালে সন্দুবেলোয় গাওবে লইয়া বেড়িতেই
লালাইরের কল রহিলবাবো ঝড়তর চলিতে
লাগিল—“তাত্ত্বিক দিনপাত! তাহার সামৰণ সামৰণ
ও সন্দু করাইবার জন্য একখানি রঙচে হলিব নই
বিনিয়া পিয়েছে, তাতে শুধু সমুদ্র-দেশের ছবি—মাঝের
অরণ্যে সজিত বস্তু, তীক্ষ্ণ খণ্ডলে ফেলিল উজ
তরঙ্গে তরঙ্গে পরিয়াত, শাম পাথীর ঝর্কে মতো পল-
তোলা কেলেভিডি সমুদ্রের ছড়েনে!

সমুদ্রের কথা ছাড়া গাবের মুখে অঙ্গ কথা নাই ; সে সুয়ালিয়া সুমালিয়া শব্দে দেখে মুস্ত ; শারাবিন জগপিয়া বসিয়া উটানের উপর ধূমৰ কোচাসামা জটানা দেখিয়া মনে করে সমুদ্রের উটানের কুকুর ক্ষীত তরঙ্গ গড়াইয়া হাইতেছে, ঝুলে পালের নোকাওলি তরঙ্গের সহিত আলোগিত হইতেছে। সে খাকে থাকে একটি শৰ্প লইয়া কানের কাছে ধরিয়া হিঁস মেনে ঘটার পর দ্বিঃ সমুদ্রের চিরসন্ন গজন শব্দের মধ্যে তুক হইয়া শেনে। হাতুরের সমুদ্রগঞ্জের শব্দের মধ্যে স্পন্দিত হইতে সে শুনিতে পার।

শীত এবার স্যাতা আর বিদম কনকনে। আমি আর না।

ପାଇଁକି ତାହାରେ ଦରଜାର ମନ୍ଦିର ଥାକିଲେ ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ନା । ଡାକ୍ତରୀ ତାହାକେ ଟାଙ୍ଗେ ଥାହିଁ ହିଟିଲେ ବିଶେଷ କରିଯାଇଲା ଏବଂ କରିବାରେ । କଥନୀ କଥନୀ ଡାକ୍ତରାଙ୍ଗଳର ପର୍ଦ୍ଦା ସମ୍ବାଦେ ଥାକିଲେ ଆମି ତାହାକେ ଦେଖିଲେ ପାଇୟାମ୍ଭାନ୍ତିରୁ—ତାହାର ବସା କଥାରେ ଏବଂ ପରି ପଢି ଏବଂ ସମ୍ବାଦ କରିଲୁ ।

একবিংশ প্রতিশেষে উত্তীর্ণ দেখিলাম একটি ছোট কফিন তাহারের ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার পক্ষাতে শোকাভাস গদৰে আঝুয়া রহিল।

ମନ୍ଦିର

এতদিনে ছোট গাব সকল রোগসম্মত হইতে মৃত্যু
একাকী অনন্ত অজ্ঞাত মহাসমুদ্রের পথে যাত্রা করিয়া
যাই।

পাঠ্য

তত্ত্বাদিমে হেট্টি গাব সকল বোগহরণ। হইতে মুক্ত
এককী অনন্ত অঙ্গত মহানুভূতের পথে যাতা করিয়া
হইল।

চাক বন্দোপাধ্যায়।

বিকাশ

ফুটল কমল ক্ষিঁচুই জানি নাই—
আমি ছিলাম অঞ্চলে!
সারিয়ে সারি তাও আমি নাই—
মে যে রইল সময়ের পাই,
মাথে মাথে হিয়া আনুষ পাই,
সুপন মেঘে কঢ়ে উঠে চাই,
মনস্বরের গুণ আমি হায়।

শিতা বিশেষ অনুবোধে বিবরণকৰ বেরতে পারতেন না,
একজ সম্পর্ক নষ্ট হওয়া আবশ্য করে প্রতিষ্ঠা প্রিয়ে মেঘের
যে ভূমি পাহিজের সঙ্গে বাহ্যপ্রতিবে আর সহায়পের বিষেষে বাত
ধৰণ বিবের তার কাছে ক্ষমতার হাতে এতে বিবর নষ্ট হওয়া বাহ্যে
আশেপাশের কথা নাই। দ্বৃষ্টি অবস্থার সূচনা Worthing
নামক বলতে নিয়ে একমাত্র বাণিজ করেন। এখন তার সঙ্গে ১৫ জন
অভিয়ৎ, ১০ জন সেকেন্ডারি, ৫ জন প্রোটোকল, ৫
১ জন চিকিৎসক ছিল। ঠাঁ ক্ষুঁ তাঁ ক্ষুঁ কার্যকৰণ করেন,
তাঁ এবং একটু ক্ষুঁ ক্ষুঁ সেবা রেলি মাঝ তাঁ আহার ছিল। একটি
স্বর কানোটী শাল তাঁ পাশে পাশে পাশে। ঠাঁ মেদের স্বর হিলিঙ্গা
হলে মেড এসে প্রাণের কাণে প্রাণের প্রাণেকে। সামাজিক
পর্যাপ্তি তাঁর স্তু নিতেন। তিনি অধ্যাধিক মৌলিক সকলেরই তিন
অক্ষর করিবলেন। নির্দল অনেকেও তাঁর বৈচিত্র্যে বিহু নি।
স্বেচ্ছার স্বেচ্ছা বাহ্যিক স্বেচ্ছার স্বেচ্ছা। তাঁ ক্ষুঁ তাঁ ক্ষুঁ আলামারা
আমা নেরে বিত; সমস্ত তাঁরে সর্বসম্ম পাশে পাশে। গুরু বেটে
সহ হত না, আমার স্বেচ্ছা ক্ষুঁ ক্ষুঁ, আর আত্মসম্ম করেলে, বর্ষপুল
দেখেন, তাঁ তাঁর মধ্যবর্তীর পাশে দুর্দল বাকত, ক্ষমতা
করলে দে পাশে হাত বুলিয়ে বিত। কেব তাঁকে কেবেন আছেন
তিঙাগা করে তিনি দুর্দল আলম মেঘে বিলিতে I am content,
তাঁ গুণ কুণে কুণে দে পাশে হাত বুলিয়ে।

କୋରାର ଦରିନ ସମୀରପଣେ ॥

ମେହେ ଗ୍ରଙ୍କେ ଫିରାନ ଉଡ଼ାନ୍ତିଶ୍ଵା ।

ଆମୀର ଦେଖେ ଦେଖାଏ ।

କଥାନେ ତାର ଉଠି ନିଧାନ୍ତିଶ୍ଵା
ତୁବନ ନରିନ ବନେ ।

କେ ଆମିନ୍ତ ନାହିଁ ମେହେ ଲେ,
ଆମୀର ଦୋ ଆମୀର ଦେଖେ ଯେ,
ଏ ମାହୁରୀ ହୁଅଛେ ହୀରେ ।

ଆମୀର ଦରନ-ଉପବନେ ।

ଶ୍ରୀରାମନାଥ ଠାକୁର ।

টপাথর

ଶ୍ରୀ (ଶ୍ରାବଣ) ।

আমাৰ বালাকথা—**শ্ৰীসত্ত্বানন্দনাথ ঠাকুৱা**।

ମାର ପିଲାଟିକ ସାହେବଙ୍କ ଥୀବୁକୁ ଆମର ଖାଲିଗୁ ଅପଣା ମନେ
ଆମରା ସବୁ ନିତାଳ ଶିଖ ତଥା ତିଳ ନିତାଳ ଥାଣ : ତୋ
ପରି ପରି ଏବେଳେ ଆମର କେବେ ଆମରା ଯୋଟେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁ
କରୁ କାହାର କାହାର ? କାହାର ? ୧୯୫୩ ମେସର, ୧୯୫୪ ମେସର
ମାରେ ତଥା କାହାର ?

ନିମ୍ନଲିଖିତ ହଳ, ୧୯୫୬ ମାଲେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ହିତେ ଦେଶଭାଷମେ ବେବେ ହୁଏ ପାରିଲା ।
୧୯୫୫ ମାଲେ ଯଶୋହରେ ଏକଟି ତୃତୀୟାମ୍ବ ସିରିଜିରିଶନ । ବାଲିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ
ତାର ବିବାହ ହୁଏ, ତଥବା ଆମାର ସୟମ ୧୨ ବେଳେ । ଅଭିଯେତୀ ଡିନ୍

ପ୍ରସାଦ ହେ ଯାଏ କିମ୍ବା ଦେଖିବା ଏବଂ କାଳେ ତଥା ଚାହୁଁ ହାଏ ।
ମେହନାକା (ଶିରୀଶିରୀ ପ୍ରକାଶକ) ପ୍ରକାଶକ ଶିରୀଶିରୀ ମୂଲ୍ୟରେ
ବିଲେନ, ଦେବ ବିଲେନ ପ୍ରକାଶନ । ଦେବ କାନ୍ତାବିଜ୍ଞାନ ଏତି ଦେବନ
ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଭାଗିତ୍ୱିରି ଲିଖ, କିମ୍ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତଥା କାରୋକାରିତା
ଭାବ କରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ ଏବଂ “କାନ୍ତାବିଜ୍ଞାନ” ବାବେ ଏକଥାନେ
ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଲା ଦେବ ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର
ପାଇଁ କେବଳ କୋଷି ମତେ ତଥା କାମାକାର ଭାବରେତେ ଗୋଟିଏ
ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଲା । କୋଷି କେବଳ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱାସରେ
ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଲା ।

ମହାଭାରତ ଏକବର୍ଷମ ଶେଷା ହେଲେ ଗିଯାଇଲି ।
ଅନୁରବାହିର— ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର—

ଆହେ, ତାହାକେ ବିନ୍ଦୁରେ କରା ଯାଏ, ଆର-ଏକଟାର ଆଶତନ ନାହିଁ, ତାହା ଅଧିକ. ଏହି ସେ ଆମି ବଲିଲେ ଯାହାକେ ବୁଝି ତାହା ବାହିରେ ଦିକେ କଣ କଣ ଗଜି ପର୍ମ, କଣ ମୁହଁରେର ଚିଙ୍ଗୀ ଓ ଅକୁଳତି, ଅଧିକ ଏହି

সংক্ষেপে ভগুতন বিষয় বে-আক্ষর জিনিস আপনার সম্প্রতির অক্ষুণ্ণ পাইতেছে কোনোটা। এবং তাহা তাহার বাহিরের কলের অভিগৃহ মধ্যে, বাহিরের দৈপ্যলিঙ্গের ধারাটা সে ব্যক্ত।

ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାଶର ଅବତରଣ ଜାଗତାତି ଆମ୍ବାଦିନେ ଦେଖିଲାମି । ଜାଗତାଦି ଦେଖି ଆମାର ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ମୂଳ୍ୟ ମାତ୍ର । ଆମ୍ବାଦିନେ ଆମ୍ବାର କାହାର କାହାର ଦେଖି ଏହି ପ୍ରକାଶର ଉପରାକ୍ଷିତ କରିବାର କାହାରେ କରିବାର କୁଞ୍ଚିତ ନିଷ୍ଠା । ଏହି ଅଛି ତାହାର ଆମ୍ବାଦିନେ ଆମ୍ବାର ଅଧିକ ଅଭିନନ୍ଦ ଅଭିନନ୍ଦର କାହାର ତାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକଟା ନାହାର ଦିଲା ଏହାରେ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଦେଖି ଏହାରେ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଦେଖି ଏହାରେ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଦେଖି । ଏହାରେ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଆମ ଏକ କଟକ ଦେଖି ।

সাহিত্যরথী জ্যোতিরিণুনাথ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টো-
পান্ধী—

ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର

କାନ୍ତିପାଥର

ପାଇଁକିମ୍ବାକୁ ତାମରଶ୍ମନାରେ ଅବିକାର ନା ଥାକିଲେ ଗୁରୁଟୋରେ ପାଇଁକିମ୍ବାକୁ ଆଜିବାରେ ଗୁରୁ ଓ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୂଳ ଅବ ନାହିଁ । ଆଜିକାଳ ମୁଦ୍ରଣ କଥା ଉଠିଲେ “କୌ” ଆବା “ମରତୀ” । ଅର୍ଥକିମ୍ବାକୁ ଅଭାବରେ ଏହିପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଲିଖିତ ଫଳ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବିକ ବାରେଣ୍ଡା ଓ ଡାର୍କାର ଫଳ ତିବି ମହାତମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛା । ଏକଟା ସମ୍ପଦ ପରି ଅଭିନାଶକ ଅବିନାଶ ଅବରାମ ଅବରାମ ଛଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ

ପାଇଁ ଅଗ୍ରମ୍ଭିତ ଦୁଇ ହାତ କାହା କରୁଣ୍ଟାନ୍ତି । ଏଥାରୀ କାହାରେ କାହାରେ
ହିସାବ ଅଗ୍ରମ୍ଭିତ । କେନ୍ଦ୍ର ତାତେ ଏକ
ଦେଖ, କରୁଣ୍ଟାନ୍ତି ଏଥା ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଶାଖା ମଧ୍ୟ,
ଏ ମୂରି ଦେଖିଲାମି ଏହାରେ କାହାରେ
ଓ ତାତେଇ । ଏଥିମାତ୍ର ଆଶିକିତରେ ବେଳାକା, କାହାରେ ଦୁଇଜନ୍ମ କଲେବେଳେ
ତାତେଇ ପୂର୍ବରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦିଲ ହାତେ ଦେଖା ଯାଏ ନାହିଁ ।
ତୁମନ୍ତା ଆଶିକା ବିରାଗ—ଜୈନେ ଆସାମୀ—
ମିଳିଗ ପରିତା ଅଧିକ । ପୂର୍ବାମ୍ବଳୀ ମେଘ ଥା ଦେଖେଇ ପୂର୍ବ କେହି ହମରେ
ଆୟୁତ ହ ନାହିଁ । ମେକରେ ରହନ୍ତିଥିଲେ ମେଘ ଆଶିକ ଥା ଶରୀରରେ
ଝୁଲୁ, ଉତ୍ସାହ, ପରିଚକ୍ରମ, ନରମତା ଓ ଅନୁଭବ ଦେଖ ଯାଇ

କେବଳ ପାଇଁ ଏହାର କମ ତାଙ୍କେ କି କମ ହିସାବରେ
କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଦିଲ୍ଲିଆର ତୁଳନା ଅର୍ଥକାଳୀନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଖିକ
ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କମ ହିସାବରେ ହେଲା ଯାଇ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଦିଲ୍ଲିଆର କମ ସମ୍ପର୍କ କମ ହିସାବରେ ହେଲା ଯାଇ
ଉତ୍ତରିକାରୀ ଦେଖେର ସାଥୀ କମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ହେଲା ତାଙ୍କ
ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କମ ହିସାବରେ ହେଲା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଦିଲ୍ଲିଆର କମ ସମ୍ପର୍କ କମ ହିସାବରେ ହେଲା ଯାଇ

ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜନ ଭାଲୋରେ ସୁହିତ ମନ୍ଦ ଓ ଆସିଥା ପରେ । ଆମଙ୍କ

ପୁଣ୍ୟମାନ ଧରିଲି ନମାନା ଅଶେଷକୁ ଖର୍ବନା ଥାଏ । ଇହାର କାହାରେ
କାହାରେ ନମାନ ଦୂରାକ୍ଷରି ଦୂରାକ୍ଷରି ହେଲାମା । କିନ୍ତୁ ଅନିଯନ୍ତ୍ର
କାହାରେ କା ନମାନା ହାତ ନ ଥାଏ । (୨) ନମାନ ଅବସା । ଇହା
କାହାର କାହାରକୁ ଉପର ନିର୍ଭର କରେ । ସୀହାର କାହାରକୁ ନିର୍ଭର
କିମ୍ବା ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆମେ କାହାରକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନାହିଁ । ଆମେକାମ୍ଭାବରେ ଯାଏ
ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପାର ନା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ଭର
କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟକ ହାତୀ ହେଲେ ଏହି ଘୟାତୀ
ମନୋର ତାହାର ମଜନ ତେ ହେଲେ ଘୟାତୀ । ଏହାର ଏହାର

একবিবেক সম্পর্কীয় সেবকের আজ ভাব, অপরবিবেক সম্পর্কীয়
সেবকের পার্শ্বে। তার—ই হইতে যথাপন্থ অবসরণের সম্মতি না
হলেও একবিবেক সম্পর্কীয় কর্তৃত। সেবকের পার্শ্বে ক্ষমতা সম্পর্কীয়
সেবকের পার্শ্বে সম্মতি করিত। সেবকের পার্শ্বে ক্ষমতা সম্পর্কীয়
সেবকের পার্শ্বে সম্মতি করিত। এখন নাম কারণে
ইতি। পুরুষ কোকোভুক গোলিম হওয়া উচিত, এবং একেকে
পুরুষ কোকোভুক আবশ্যিক মন। যাহা পুরুষ গোলিমগোলিম
কর্তৃত। পুরুষ কোকোভুক আবশ্যিক মন। যাহা
পুরুষ গোলিম হওয়া উচিত, এবং একেকে
পুরুষ গোলিম হওয়া উচিত। নিচে পুরুষ গোলিমগোলিম
কর্তৃত। আবশ্যিক পুরুষ তাকু ও কোকোভুক আবশ্যিক
কর্তৃত। আবশ্যিক পুরুষ তাকু ও কোকোভুক আবশ্যিক
কর্তৃত। নিচে পুরুষ গোলিম হওয়া উচিত।

— ମିଳି ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ତର୍ମବୋଧନା ପାତ୍ରିକା (ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

—**অনন্তর প্ৰে—**—**আবৃত্তিৰ মুক্তিৰ ঠাকুৰ—**
অনন্ত সময় বহিৰঙ্গে মৌলিকভাৱে আৰু বাহিৰে দেখি—তাহাতে
চোখ ঝুঁকা, যি কোৱাৰি অসুবিধে আছে। কিন্তু মৌলিক

କତ ପ୍ରେସିକେର ଚିତ୍ର ପ୍ରେସେ ବାକତ ହୁଏଇ—ମୀରାଜ ଉତ୍ତର ରହେ ଯାଏନ୍ତି— ଶିଖିଲା କିମ୍ବା

मात्रा— श्रीब्रह्मदत्तनाथ मात्रा

தூரங் தாஹர வெசு மஸ்பு கவியம் தாஹர மது அராக்கா கடிடி கடிடித் தாஹரே! அராக்கா அரா வெசு ஹாஹீல் சேவை மது
கவியம் தாஹரே விடுவிடு ஹாஹீல் கவியம் தாஹரே! அரா வெசு ஹாஹீல் கவியம் தாஹரே கோ
அமாவிலை ஸுநித் ஹாஹீல் கவியம் தாஹரே காக்க கந்வை நடா மது,
தேவன் காவை அராக்கா எக்கொ விடு. தாஹர நாதி விடு, கவியம்
காக்க சுறுஞ் விடு-கீழ் தாஹரே மதுவை மாஷா, விடு, அமா,
காக்க சூத்தங்கள் விடுவிடு அக்கு ஹிதீஸிக் சொன்! தீவு வாய்மை
கவியம் தாஹரே விடுவிடு ஹாஹீல் கவியம் தாஹரே அமான் அமா ஹாஹீல்
கவியம் தாஹரே கோ சு வாய்மைகள் விடுவிடு ஹாஹீல் கவியம் தாஹரே நடம்
நடம் அராக்க வெசு ஹாஹீல்! [Refce. Bibliography :—The
Origin of the Tamil Velas ; Caldwell's Comparative
Grammar of the Dravidian Languages ; Tamil
Eighteen hundred years ago ; Max Muller's History

প্রতিভা (জোষ্ট)।

ବାନ୍ଦାଳା ଓ ଜ୍ଞାବିଡୀ ଭାସା—ଶ୍ରୀଯତ୍ରେଷୁର ବନ୍ଦେ॥-

ଶ୍ରୀପାଥର

ମନ୍ତ୍ର୍ୟା }

ଆର୍ଥ୍ୟାବର୍ତ୍ତ (ଆସାନ୍ତ) ।

ଅତନ ପ୍ରସମ୍ପ—(ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକମଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ମହାଶ୍ୟାମର ପାର୍ଶ୍ଵିକାତିକି) ଶ୍ରୀବିପିଲଭିତାବୀ ଜ୍ଞାପି—

বেগৰ ক্ষমতা গৱেষণা আৰু প্ৰযোজন হৈলাবাৰ তুমি যাব না। সোৱা
১৩। মাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দৃষ্টিকোণে শুধু উচ্চকালীন প্ৰযোজন
হৈলাবাৰ কৰিব (ইয়ে প্ৰয়োজন তুমি প্ৰযোজন কৰিবলৈ আছো)।
১৪। উচ্চকালীন প্ৰযোজন অৱশ্যে উচ্চকালীন কৰিব যদি প্ৰয়োজন
হৈলাবাৰ আবশ্যিক। সোৱাৰ ও সোৱাৰ প্ৰযোজন পোৰ্টেল
হৈলাবাৰ অৱশ্যে হৈলাব। ইয়ে কৰিবলৈ সোৱাৰ সুন্দৰিক ২৫০০ এ
২৫০০ ... বেগৰ সুন্দৰী। ইয়েখন পৰি সুন্দৰ নহ। উচ্চকা-
লীন প্ৰযোজন অৱশ্যে উচ্চ সুন্দৰ হৈলাবাৰ আৰু হৈলাব।
১৫। বৰ্ষাকালীন প্ৰযোজন তুমি পোৱা পাৰ কৰিবলৈন
অৱশ্যিক। আৰু আপোনাৰ প্ৰযোজন কৰিবলৈন আৰু আপোনাৰ
হৈলাব। অৱশ্যিকভাৱে সোৱাৰ কৰিব আৰু শুধু কৰিব।
১৬। যাৰ প্ৰযোজন কৰিব কৰি আসি আৰু আসি। এমনি সোৱাৰ কৰি
যাৰ প্ৰযোজন কৰিব কৰি আসি আৰু আসি। এমনি সোৱাৰ কৰি
যাৰ প্ৰযোজন কৰিব কৰি আসি আৰু আসি। এমনি সোৱাৰ কৰি
যাৰ প্ৰযোজন কৰিব কৰি আসি আৰু আসি।

ରହି ଛି ଆମେ । ଆମାରଇ ଆସାରେ ପୋଟେ-ପୋଡ଼ା
ଅସମ୍ଭବ ଏହି ଦେଖକର ଶଲିତଲଙ୍ଘ ନାମ-ଲାଭ ହିଲାଇଲା ।

ଅଧିକଳାଗୀ ଆମି, ସାରିବୁଦ୍ଧମୁଣ୍ଡ ଓ ଆମି । ସମୀମ
ଆମି, ଅବଶେଷ ଆମି । ଅକିଞ୍ଚିତରେ ଆମି, ସାରାବ୍ୟାବର
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣରେ ଆମି । ଜ୍ଞାନନ୍ଦେ ଆମି, ଚର୍ଚ୍ଛକ୍ଷଣ ଓ ଆମି ।
ମହାମହୋପାଧ୍ୟେ ଆମି, ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆମି । ଦେବଭାବେ
ଶାଳାତେ ଆମି, ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ଆମି । ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମି,
ବଂଶବ୍ରତ ବଂଶବ୍ରତରେ ଆମି । ଉତ୍ସମାଧରେ ଆମି,
ପୋଷ୍ଟଗ୍ରେନ୍ ଆମି । କୃତିକର୍ମ ହଲଟାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚକଳାମେ
ପରିଚାଳନ ଭେଦଚାର୍ଯ୍ୟାନ ଆମି, ସବ୍ସାଧାରିବିଲେ ବଣିଗ୍-
ସ୍ତରିତେ ଆମି । ଶ୍ଵରଗିରିତେ ଆମି, ଆଶର ମହିମାବି
କ୍ରେତାରୀର କଳେ କଳମେ ଆମି ।

আমি, শক্তপ্রতিক্রিয়ে আমি। স্বাধীনগুণে আমি, শক্তা-সাধনেও আমি; দোহার্দীয়ন্তে আমি, বিষয়বিহীনেও আমি। ব্রহ্মিনিজ্ঞে আমি, পরাপ্রকাশগতোও আমি। জ্ঞানিন্দিতাতে আমি, ক্ষপণাতেও আমি। মনে মিলনে আমি, মনোব্যালিঙ্গে আমি। বিদ্যারধারে আমি, সারসভোগেও আমি। সৎসনে সৎসন্দর্ভে সাধুরে আমি, আবার কৃচী কুলুকের কাছেও আমি। বৃক্ষবৃক্ষিতে আমি, বিশিষ্টিক্রিতেও আমি। বিষয়বিহীনে আমি, আবার বীরের বৃত্তে, বৃক্ষে, বিকৃতবৃক্ষে বা দিনাংকলে বিপরীতবৃক্ষিতেও আমি। বাহুবলে আমি, আশঙ্কাবলেও আমি, আবার বিশে শতাব্দীর বিজ্ঞানরেখেও আমি। দিনবৰীর ইচ্ছাত্ম (হাতেড়ি ?) দীর্ঘব্যাখ্যে আমি, আবার শীরের হৃষিক্ষেত্রেও আমি। তেজো ব্যামারাজে রামারঞ্জে আমি, আবার মনের মুক্তে ক্ষতিক্ষেত্রের মেঝেও আমি। নদনকরণে, মনস-সরোরে আমি, আবার নরক্ষণে, পোরাতে, প্রেতপুরো বা পাতলপুরোতেও আমি। হাতে খাটে বাটে মাটে পোঠে আমি, নগরে সহজে পাওয়াথেও আমি। লোকালয়ে আমি, পশ্চাশালয়েও আমি। গহনকানে বনবসন্তে বাঁধ ও আর লোকালয়ে ধাক, আমি সহজের সাথী। বৰ্ধবায়ুতে আমি, বিশুদ্ধবায়ুতেও আমি। কুলুকের আমি, ক্ষপণকেও আমি। মান-মৃণে আমি, বৰ্ণনীভাবেও আমি। বালবিধায়ে আমি, পতি-পুত্ৰবিহীনেও আমি। বেদব্যাহুতে আমি, পুরুষব্যাহুতেও আমি। বনের বনের আমি, মনের মাঝেও আমি।

নৰানগ বা কিপিগতিতে আমি, মাঝেন্দ্ৰিয়ে
আমি। রাজপুতৰ আমি, প্ৰকাশীতিৰ আজাপালন আজ-
জনেন্দ্ৰে আমি। রূপসনে আমি, কৃষ্ণসনেও আমি।
কৃষ্ণসনে শুক্রশূলোহিত, সিংহসনে রাজবৰ্ষী, রথসনে
বৰ্ধবৰ্ধ, আমাৰ, নিকট তুলন্মূল। শক্তিশালী সোভাগ্য-

ଆପେ ପାଲେ ଆହି । ଅନେକ ସା ଅଭ୍ୟମନ ହିଂଶୁ ଏକମେ ଏକଥାନେ ଆକାଶକୁଳ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରତିକଣ ଭାବରେ ବିଭୋଗିତା ହେ, ଆର କାର୍ଯ୍ୟକୁଳ କରିବକରୀ ବା ଅନ୍ତର୍କଷକରୀ ବା ତାଫିଡ଼େ, ତାରିଣ ଭାଡିବାରୀୟ, ବିଜ୍ଞାନେର ସରାକେ ମଧ୍ୟମାଧ୍ୟକ, ଏବନ ଯି ଟେଲିଗ୍ରାଫେର ଉତ୍ତରତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିର ଯେବେ ନୌର୍ମସ ଦର୍ଶନ ହିଂଶୁ ।

কৃতকর্মী হইয়া অসমসাহিতিকার সহিত প্রাণপনে অসাধারণে কৃতকর্মাণ্যাত্মক অজ্ঞ কৃতশক্তিহীন হও ; শৰ্ষব্যন্ত, ব্যাস্ত-সম্পত্তি, ঘাতিব্যাপ্ত, বায়ুব্যাশীভূত হও আর বায়ুব্যাশীল চৰন-বায়ীশ বৃক্ষতাবায়ীশীভূত হও, কার্যাকলাপে বিদ্যোথে ও গ্রহণজ্ঞ না কৰিয়া যতক প্রবৃত্ত হইয়া দেশের অজ্ঞ ও দলের অজ্ঞ অগ্রগামী ও প্রাণগতিরচনের বৈ প্রাপ্তিপদ কৰিয়া অগ্রগামী হও, আর পরপ্রত্যাশী কিংবুকবৃত্যবিদ্যুত ও মনমৰা হইয়া সহজসাধ্য কৰ্ত্তব্যকর্মে শিখপাও বা পশ্চাপ্তমই হও ; শক্তির গুরুত্বের কৰিয়া বৰ্ষসিঙ্কল হও আৰু কষ্টেষ্টে কষ্টক্রমে কষ্টকর্মন বা সংগ্ৰহাস্থান কৰিয়া কৈদে কুকিয়ে বড় বেগতিক বৃক্ষিয়া 'চাচা আপনা বাচা' বলিতে লিপিতে

[তাহার পৰে বিদ্যোথী শক্তি আসৰে আবশ্যনী কৰিলৈ তো অৰূপস অৰূপস। যথা,—alkali, alcohol, phosphorus, phosphate, Tartaric, Tantalum, Carbide of Calcium, mesmerism, protoplasm, Rontzen rays ; Atlantic গামী জাহাজেল জাহাজ Titanic ও তাহার আধোহী সলিলমারিষ মহামান ; ট্ৰেল প্ৰিথী ছেড়ে এষৰ ; বিজ্ঞানিং Pasteur ও Lord Lister, Hankine, Lagrange, Laplace, Galileo সহাই আৰম্ভ বৰ্ণ। রসায়ন-বিজ্ঞানে chemical compound কিন্তু mechanical mixture—এই সকল প্ৰক্ৰিয়ে আৰু কৃতিত্ব মহে কি ?]

(২) গবিনেরিয়ার পাটাগপ্তি বীজগপ্তি, আমিতি-
ক্রিকেশগুমিতি, উরিপ পরিমিতি [ক্যালকুলস কোষাট্টনিন] প্রতিটি শব্দে, এ বোগবিহোগ, সঙ্কলন ব্যক্তকলন, ইঞ্জিনোর্গ, শণনোয়ক শণিতক, সম্পাত উপগাপ্ত, প্রচৃতি প্রক্রিয়ায় আমার পাঠ্য। অভিযোগ সমস কর্মসূচিয়ে কর্তৃত্বের
মৃগাণাধি চাল, আর চৌক চুপড়ি কথায় ভান ভ্যান করিয়া
আবেল তাবেল কুরিয়া কঢ়াগ খালগলাই কর, আমাকে
টেলিপে পারিব না। কেবল না, বাধের কথায়ও আমি,
বাধে বক্তৃতিও আমি।

ଆପନାରୀ ମାହିତିରେ ଭରପୁର, ମାହିତ ହେଲେ
ଡକ୍ଷାଇଳ ଉଚ୍ଚତ କରିଯା ତେଣ ମୁଖୀ ତେଣ ଟାଲିଗମ ନା ।
ଧର୍ମରେ କାହିଁମୋ ଦୋହ ହୁଅ ଆପନାରୀ—ଶୁଣିତେ ଚାହିଁଦିନ ନା ।
ଅତେବେ ଦେ ଏମସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳିଗମ । ବାକର୍ଷ ଅଭିଧାନ,
ଛନ୍ଦ: ଅଳକାର, ଜୋତି, ଦର୍ଶନ, ଦୈଵକଞ୍ଚାର ପ୍ରତିବର
ଦର୍ଥ ଆମାଜା ଆମେ ସିଲାଇଛି । ଅଭାବ ବିମ୍ବାର୍ଥ ଆମାର
ମର୍ମତୋରୂପୀ ଅଭ୍ୟାସ ଆହେ କି ନା ଦେଖିନ ।

(৪) বিশ্ব শক্তাবী বিজ্ঞানবলে বলোবাসু। অতএব
বিজ্ঞানের বিদ্যহই বিবেচনা করুন। একত্বপরিচয়ে, বাস্তু
বিজ্ঞানে বা বিমানবিদ্যায়, যোগবিহীনে, বিমানবলে,
অঙ্গবলে (জাহাজে), অঙ্গাদে, হিতিলাপকভূতা, বৈশিষ্ট্য
আকরণে, বিগ্রহনে, ঘূষনিলেরে, ধেসারে, হস্তান্তে,
মালেরিয়া ও মধুকে, মহামৃগী ও মুরুকে, সম্ভু নির্বা-
করিয়া অচ্ছাপ্রাণপ্রভাতার পরাকার্তা দেখিবাইছেন। কেপা
কুরুরের কামড়ে কঠোলিকে [পাত্র ইন্সটিউটে] পাঠান
অমুপ্রাপ্তের অভূতোধে কিনা, কৈ জানে ?
সুস্ময়ে অর, অরজারি, অরজাল, অরবিকার,

(৪) আমাৰ হইছামেও আমিক। [বৈধোনিৰ্বাপনৰ পৰা
দেৱতাবাসিম, নেৰুক্তাভিনন্দন, বায়ুমীগাৰ, টাতালিনীহার,
বৰোকৰে।] হস্তান দিবেৰাম, অনৰমেষজ, প্ৰৱৰষণা, ধৰতি,
শক্তিশৰ্ক, সংশ্লিষ্টিশৰ্ক, সমৰ্পণশৰ্ক, বনীৰে, ছৰ্ণীৰে, সৰু
চৰুৰ্দল দেৱ, দেৱপঞ্জীৰে, বৰাল, প্রাণপৰিত্বিত,
মৌৰৰমন, তাত্ত্বিকাতোলী, মাউল, কৈকোয়াল, বাদৰ,
সৱকৰৰাঙ, শুগুল, বুলৰন, আৰু, বৰক, আবুল কফল,
আহৰে সাৰ আবদলি, বাই বাচান, সাহান সাৰ, নবাব
নাতিম, নাযেৰবানিয়ম, আকাশনিহানেৰ আমীৰ,
খেলাতেৰ খা, পাৰতেৰ খা, সামৰেয়ে সৱোৱনে
সমাহিত দেৱ-সংহারক দেৱশাহ, সৰকাই আমাৰ সৰকাই
সাকী। ভক্ততাউম, কৰমামোৰে, চৈতকৰ চুতুৰাও
আমি। কৃকৃকেৰ পানিপথে, [ব্যানকৰ কৰিত্বাবিধি
ওভিনাবিধি হোৰেলিভিতেও] আমাৰ বোগাতে কৃকৃক
নবাব আমৰাবে বাদোনিৰ্বাপন আম, আমি
কালেৰ অস্তৰবলিপ, কাঁচীকোঁচীশলেও আমি
প্রাণিমকালে আমাৰ আৰুও আৰুৰ ছিল। আমাৰই
প্রভাৱে পাটনাম আঠীন নাম পাটলোপুৰ, পেশোৱাৰেৰ
প্রাণীন নাম সুৰুহুমুৰ, মথুৰার প্রাণীন নাম শুৰুদেৱ ছিল।
কিকায়া, অনৰাহে আমি, কৰ্তৃহৃষ্ণৰও আমি। রাজ
বাগড়ী-বৰেজ আমাৰাই স্থৈ বৰক।

— (4) মন্দিরগুলোতেও অসম গঙ্গারূপ বৃষ্টিতে
আমি, আবার সাহিত্য-সংবিধান মহমদিশ-চৰকুড়া
আমি, কোথার দক্ষিণ পশ্চ কোথায় আসাম! অথবা

বেজবেজ বাসবেড়িয়া টেক্সটার্প পাইকপাড়া কোচড়াপাড়া হুইচাটার্ট আমি, আগুন নৈনিগুর শিসদাগুরেণ আমি।

କଲିକାତାରେ ଓ ଭାରତର ଆଶେ ପାଦେ ପାଡାର ପାଡାର
ମାଜରେ ବାଜାରେ ଅଲିଟେ ଗଲିଲେ ହାଟେ ଦାଟେ ଆମି ଚାଲି
ଦରିଦ୍ରର କରି । ଶୈଳୀଭାବେ, ସାଂଘରଣାର, ବାଜାର ବାଜାର,
ବ୍ୟାଙ୍ଗନର ବାଜାର, ଟିକଟଟିକ ବାଜାର, ବୈତକରାମ ବାଜାର,
ପାପଳ ବାଜାର, ସବ ବାଜାର, ପେଶେ ପଟ୍ଟା, ଟାଇମିଟକ,
ପାନ୍ଥିମିଆ, ତାମାତା, ତୁଲୁତାଳା, କିମ୍ବକୋଣ ତାମାତା,
ଡିପାର୍ଟ୍ ପିଲାପାଦା, କଲୁଟୋଲା, ପାରାଟୋଲା, ଲେବୁଗାମା,
ବାହୁଦାରାଗାମ, ବାହୁଦାରାଗାମ, ପାପୁକୁର, ତେଳକ ଦାଟ,
ବୀରବୀର ଦାଟ, ମୌଳାମାଲ, ଟାଳା ମାଳ, ମିଲିଟଲ
ମିଲିଟିପାଲିଟି, ଆହାଟ ହିଁ, ଜୀବିକୋ, କ୍ରେ ହିଁ,
ଟିକିଟିକ ରୋଡ, ରେଡ ରୋଡ, ରୁମ ରୋଡ, ମଧ୍ୟମରୋଡ
ଡେରଙ୍ଗ, ମିଲାରମଗର, ନାଜିରବାଜାର, ନାୟ ମ, ପାତିଲମାଟା,
ପାରାତ୍ମୀୟମ, ପାଲମାଟା, ପିରପାହାତ୍, ପିରପାହିଟ୍, ସ୍ମର୍ପମ୍,
ପୋଲେପର୍ଟ, ପ୍ରାତିପର୍ମ, କରିବାରମ, କେତ୍ତାମାର, ମରାଙ୍ଗା,
ମୌପର, ମେହେପର, ମୌଲିବାରା, ରଙ୍ଗ, ରାଜୀପାହା,
ରାଜାରାମାଟା, ରାମନଗର, ରିଙ୍କା, ଲାଲମାନା, ମାରିଛିପାହା,
ରାମହେମିନୀ, ଦ୍ୱାରକା, ବସନ୍ତବିହୀ, ବନମହୀପୁର, ବାରାତ୍ରି,
ବାରଗୋଡା, ବାରମାର୍ଦା, ବାରସାରାର, ବାହୁଦାରାଗାମ, ବାହିର
ଦରକ, ବୀପ୍ରଣ, ବୋରୋଦୀ, ବେଷ୍ଟରାବାନୀ, ବ୍ରାହ୍ମମେଡ଼ିଆ,
ମିଶାରମଳ, ମିଶନିବାର, ପିବରାଟ୍ଟି, ଶାରବାତ୍ତି, ଶାରମୁଳ,
ଶୁଧମରାର, ମୁହୁର, ମେରପର, ମୈମ, ହାରାହାଟା, ହାଟ-
ହାଜାରି ।

ହୁଏଟା ଥାମେ ଏକତ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଅନ୍ଧପ୍ରାସାଦରେ ଏଗୋରୀ
ଜନ ପଡ଼େ । ସଥି, ଦୂର ସହି ମନୀ, ଜେନ୍କି-ଖେମେ,
କାର୍ଯ୍ୟ-କାଳିଶାର, ବିଲୋ-ଲାଚୋର, ମେଗାଫାଇନ୍-ମେଡର୍
ଇମ୍ପରିଆନ୍; ଇରାନ-କ୍ରୂରାନ, ଭାରତ-ଭିରାତ, ସମ୍ବରନ୍-ବୋଧାର,
କାନ୍ଦକର (କୋରାର), ସ୍ଵର୍ଗ-ବାଣିକ (ସ୍ଵର୍ଗବାଣିକ) ବା ଦୋଷାଗର
ବେଶେ, କ୍ରି-କ୍ରି-ର୍କ୍ଷତ, ପଢ଼େଗୋଳା, ଝାର୍କ, ବ୍ରଦାର, ମକହେଇ
ଆସାର ଜୀବେଦା । ଏମନ କି ପଞ୍ଚଶିଳ ହଳଟାଳ ଅଭିଭୂତ
ବ୍ରଜିତ ଟୋଳେକୁ ସାଧାରଣ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ହୁକ୍
କିମ୍) ଆମ୍ବା ବସାଇଥିଲା ।

ଆମେର ନାମେ ଓ ଆମା ଭାବର ଆଛେ । ଆବାରିଯା, ଆମାନମୋଲ, ଉତ୍ତରପୁର, କୃତକଡ଼େ, କରଚାରିଯା, କଳମକ୍ଷଟି, କାନ୍ଦ୍ରାକୋଳ, କିନ୍ତିକାଟା (ର ହୁଣୀ), କାଜିର ମାଜାର, କାଢାପାଡ଼ା, କାଳକେଟ୍ଟ, କାଲିକାକର, କୁଟୁମ୍ବିଆ, କୁତ୍ତିଆକୋଳ, କୋକଦ୍ରୀ, କୈକାଳୀ, ଖ୍ରୁଣ, ଗରଲ-ମାହା, ଗାହରିଣୀ, ଶିତପ୍ରାଣ, ଖୁଗିଅଛା, ଖୁଣ୍ପାଢ଼ା, ଚାଟୁଜୋଙ୍ଗ ଡେଲି, ତବେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷଣ ଏକୁ ଟିକି । ମୁୟତ କୁଟିଲ ଓ ସେବାଳ ରମ୍ଭେ ଆମା ମୁହଁଟି । ଗୁଣ୍ଠି, ପୃତିତୁଣ୍ଡ, ସବ୍ରାହମ, ସେବଦୀ, ନମନ, ମନୀ, ନାନ, ଗନ୍ଧଗିରି, ଗର୍ଜ ମରକାର, ମୋଦେଟୋରେ, ଦାମ ବଞ୍ଚ, ଦାମ ସେବ, ଦାମ ମୁଦ, ଦାମ ରେ, ଦେମ ନିର୍ମାଣୀ, ଦେମ ମରକାର, ଦେଖ ମହମରାର, ମକାରାର, ମତ୍ତିରାର, ନିହରାର, ମହୁମରାର,

এমন সময় বালক-সমাটি মুঝেছিলোর আবির্ত্তা হইল। আকাশ বনবটার ছফ্ফ, বটক আসুন দেখিয়াও তিনি শক্তির হইলেন না, মৃত্যুতে হাত ধরিয়া বসিলেন, ঘড়ের মুখে তরী ভাসাইলেন, এবং কড়কজ্বর মধ্য দিয়া নিম্নু হতে তরী চালনা করিয়া উহু পরগামে পৌছাইয়া দিলেন।

‘দাইমো’গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তিনি ‘রোগুনের’ গুরু বর্ষ করিলেন। ‘দাইমো’গণের মধ্যে যে হিসেব বিদ্যের স্থাধান ছিল তাহা কোন এক মুহূরে লুপ্ত বিদ্যের দিলেন। পরশ্পর যাহারা শক্ত ছিল তাহাদিগকে করিয়া দিলেন। পরশ্পর যাহারা শক্ত ছিল তাহাদিগকে তিনি মিথ করিয়া দিলেন। দেশের দিছুর বিভিন্ন শক্তিকে প্রতিক্রিয়া করিয়া গঙ্গার মধ্যে এক মহাশৈলশৰীর নব জাতি গড়িয়া তুলিলেন। দেশে দেশ গাগন করিলেন, বন্ধ বন্ধ করাইলেন, বিদেশীকে আহমান করিয়া তাহার দস্তিক বালিয়া স্থাপনা করিলেন—দেশে করমাল আবির্ত্ত হইল। তিনি বুঝিলেন দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে, তলাইয়া বুর্জু শিক্ষাটি জাতীয় উন্নতির প্রতিক্রিয়া করিতে হইলে। তাহা ১৮০৪ সালে চীনকে, ও ১৯০৪-৫ মূল ভিত্তি, শিক্ষা ব্যতিক্রমে ক্ষিতি সম্পর্ক নয়। অমনি বাঙাজা প্রচারিত হইল—“জীবনে স্তুতকার্য হইতে হইলে জানলাভ ক ব অভাবশূক।” দৈনন্দিন জীবনব্যাপ্তি নির্বাচনের অন্ত যে জ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইতে সেই উচ্চশিক্ষা পর্যাপ্ত যাহা রাজকৰ্মচারী, বাবসন্তী, শিক্ষা, চিকিৎসক, কৃষক প্রভৃতি পদচারী তুল—এক কথায় সকল প্রকার জানলাভ ক্ষিক্ষামুক্ত। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ স্থানে ভাষ্যক ধারণার বশবর্তী হইল। অনেকে অনেক সময় কৃষক শিক্ষা বাবসন্তী এবং গোলোকবিদ্যে শিক্ষার প্রয়োগের মাঝে পরিচালনা করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষার প্রয়োক্তব্য করিবার ও নৈতিক-বাধ্য চৰ কৰিয়া কৃত সময় অপব্যব করিয়াছেন; সেই সময় নিজের বা দেশের লাভজনক কোনো বিশাখিক্ষণ বাধ্য হওয়া উচিত ছিল। একজন একটি শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত হইয়াছে, পাঠ্যকাণ্ডিকা ও মুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আমাদের অভিপ্রায়, এমন হইতে এমন ভাবে শিক্ষাপ্রণালীর চুক্ত যাচাকে কোনো গ্রামে নিরক্ষণ প্রস্তুত করা যাবে না।

এতোব্যক্তি যাহারা জানার্জিনে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার সকলেই কর্তৃপক্ষের নিকট সাধায়াপ্রাপ্তি হইয়াছেন— বৈর্যকলের অপব্যবসায় হইতে এই দাস্তব্যবাগানের উপরিত হইয়াছে; এখন হইতে সকলের ব্যচেলীয় জানার্জিনে নিযুক্ত হওয়া উচিত।” ইহা সমাটের কেবল মুখের কথা নহে, ইহা তাহার পাদের প্রথা ছিল; তাই ইহা জাপানের সকল নমনীয়ার চিত্ত স্পর্শ করিতে সমর্প হইয়াছে। ১৮৯০ সালে এটি দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, এবং ইচ্ছার ফলে অস্ত জাপানে নিরক্ষণ লোক পুঁজিয়া বাহির করা উচিত। যদ্যে মছুর, ‘বিক’-ওয়ালা, চাকরী সকলেই প্রতিমিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া প্রবেশ ও বিদেশের সকল সংবাদ জানিতে পারিতেছে।

তিনি দেশবাসীকে অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিচারালয় স্থাপন করিলেন। বেজ্জাচার্যকূল শাসন-প্রণালী রাখত করিয়া দেশে নিরহত্যাকূল শাসনপ্রণালীর প্রয়োন্ত করিলেন। জাপানীর স্থানাবক জেল ও শক্তি সংহত করিয়া পাশ্চাত্য অধুনে নোমেন ও কলসেনুল গঠন করিলেন। তাহা ১৮০৪ সালে চীনকে, ও ১৯০৪-৫ মুঠে দ্বিতীয় ক্ষমতাকে প্রলোকে প্রস্তুত করিয়া দেশের প্রয়োজন করিয়া রাখতে কাছে অভাবশূক। দৈনন্দিন জীবনব্যাপ্তি নির্বাচনের অন্ত যে জ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইতে সেই উচ্চশিক্ষা পর্যাপ্ত যাহা রাজকৰ্মচারী, বাবসন্তী, শিক্ষা, চিকিৎসক, কৃষক প্রভৃতি পদচারী তুল—এক কথায় সকল প্রকার জানলাভ ক্ষিক্ষামুক্ত।

আমাদের প্রচারিত হইল—“জীবনে স্তুতকার্য হইতে হইলে জানলাভ ক ব অভাবশূক।” দৈনন্দিন জীবনব্যাপ্তি নির্বাচনের অন্ত যে জ্ঞান আবশ্যক। তাহা হইতে সেই উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন করিয়া দেশের প্রয়োক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। উচ্চশিক্ষার প্রয়োক্তব্য প্রয়োক্তব্যে স্থূল অভ্যাস করিয়াছে। উচ্চশিক্ষার অভ্যন্তরের প্রয়োক্তব্য প্রয়োক্তব্যে স্থূল অভ্যাস করিয়াছে। এই অভ্যন্তর করিয়াছে তাহা কোনো মানবীয় শক্তি বরা সম্পূর্ণিত হয় নাই, উহা সম্পূর্ণিতে প্রাপ্তিরাজ্যে আমাদের প্রয়াটে পুনৰাবলৈ সম্পূর্ণিত হইয়াছে।”

অপূর্বেও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। শেষ ‘রোগু’ প্রেরিক তাহার বিকলে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, একজন আল রাঙা আঢ়া করিয়া তাহাকে দিয়া সিংহাসনের দাবি করিয়াছিলেন; এনেমোতে নামক একবাব্দি ‘রোগুরে’



জাপানের বর্তনান সমাট ও সমাজী। (স্তোমী হইতে পুরীত)।

প্রের বর্তনান ও তাহার একই সাধারণ গোছের ছিল যে তাহার সহিত আমাদের দেশের জাপানী ‘রাজা’দের প্রত্যক্ষ উভয়েন করিয়াছিলেন; ইহাদের সকলকেই জালচলনের তুলনা করিলে লজার অধোবন হইতে হয়।

তিনি বিগন্নের বৃক্ষ ও আর্দ্রের সহায় ছিলেন। দেশে ধূমনষ্ট গৃহদুর্বলে, ভূমিকল্পে বা জলসাধনে তাহার অজ্ঞাবৰ্য বিপ্র হইয়াছে তখনই তিনি তাহাদের ধ্বনেমোচনৰ্ম্ম মুক্তহস্তে দান কর্যাচ্ছেন।

জন্মের মধ্যে তাহার অর্থ ও কুকুরের স্থ ছিল। তিনি একজন নিষ্পত্তি অধ্যাত্মী ছিলেন।

রাঙাকাঠী বাত ধাক্কায়ে তিনি পাশ্চাত্যাচারী অবহেলা করেন নাই। তিনি নিজে একজন স্বীকৃত ছিলেন, অনেক কবিতা তিনি চতুর করিয়াছেন। প্রতি বৎসর নিরবর্ষের সময় তিনি একজন করিয়া দিয়ে নির্মান করিয়া দিতেন। সেই বিষয়ে রাজপরিবারের জ্ঞান্যুক্ত, রাজসভাদাস, আবীর-গুরুহাঁ ও জনসাধারণ, ধানাহাঁ করিতা রচনার প্রয়োগে, সকলেই করিতা রচনা করিলেন। “এইক্ষেত্রে তিনি ব্ৰ-

ৰামে কোনো পৰিবারে নিরক্ষণ দান কৰিবেন না।

সাধারণের মধ্যে সাহিত্যচর্চাগুরুর্ণনে অনেক সহজে করিয়া প্যারেডভুরি চতুর্দিকে হুরীর খুর ঘূরিয়া ফিরিতে লাগিল—

তিনি স্বদেশের পতিত জাতিকে উন্নীত করিয়াছেন, পথে হইতে জাতিবিভাগ উঠাইয়া দিয়াছেন, দেশবাসীকে আভিজাত অপেক্ষা শুণের সমাদর করিতে শিখাইয়াছেন।

মুক্তিহিতে এক পৃষ্ঠ ও চার কচা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রের নাম ঘোষিতি, তিনিই সন্তান হইয়েন। এখনে তাঁর বৰস তেলিগু বৎসর। তিনি ১৯১৯ সালের ০১ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন ও ১২০০ সালের ১০ই মে রাজকুমারী সামাজিকের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। আগন্তে নতুন স্বামৈর তিনি পৃষ্ঠ।

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পূর্বে এক শীতের অভিতে, খৃত স্বামৈর অধিদেশ প্যারেড দেখিতে গিয়াছিল।

শ্লোকে, বাস্তুকাম, তোকিওর লিখীৰ প্যারেডভুরি খাপিপরিহি প্রয়োগিক, রঞ্জপ্রিয়েরে সাজিত অবস্থায়েই, গোলঙ্গার সৈতে ও কামানের পাঠি, এবং আগুনী ও দিমেশী দৰ্শনে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন সবে মাত্র তরুণ শ্রয় শীতপ্রভাতের হুমকাজাল ছিল করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিশাচরী অধ্যাত্মের নিশাচরীরের ব্যবস্থাকে দৰীন মৌল বিশুদ্ধি করিতেছেন। অশঙ্কল অবৈধ হইয়া কেবল বাস্তুকা উপর খুর বৰ্ষণ করিতেছে। প্যারেডকের মণ মূরে মূরে প্রেরিষ্যৎ হইয়া দীঢ়াইয়া রহিয়ে।

তাঁরের অর্চনা উন্নীত স্বীকৃতিশীল দেখা যাইয়েছিল।

প্যারেডভুরি মাঝখানে সন্তান ও বৈদেশিক রাজন্যত্বের তাঁৰ পথিকৃ। আগন্তের আবীরণ-মুরাহ, স্বামৈর মহিলা সমাজটকে অভ্যন্তরীণ করিবার অভ্যন্তর অন্যান্যত মন্তব্যে তাঁৰ সরিকেট সার বিদ্যা দীঢ়াইয়া ছিলেন। এমন সময় সন্তান আসিলেন। তাঁহার শাস্তি, সোম, দীর মুক্তি একবার দেখিলে আৰু ছুলিবার নয়।

তিনি জুড়ি গাড়িত অসিলেন, সবে কয়েক জন মাত্র অবস্থায়েই শৰীরৰক্ষক। মুক্তিহিতে দৰ্শকদের মুখ আননদীপ্ত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক হইতে বনাইতে ধৰনি উত্থিত হইল। প্রাতিকদল হুরীত 'কিমিগ্যাদো' বাজাইতে আৱাঞ্ছ; এক দলের পেৰ হইতে না হইতে অন্য দল বাজাইতে আৱাঞ্ছ; প্রাতিকদল আৰু দলের পেৰ হইতে অন্য দলের পেৰ আৱাঞ্ছ।

* শৰীর সজান্তৰণ হওয়ের ক্ষমতা।

৫৬ সংখ্যা]

সাংখ্য-দর্শনের উপাখ্যানমালা

করিয়াছেন। এই পৃষ্ঠ ছৰ অধ্যায়ে সমাপ্ত। আমৰা এই পৃষ্ঠ হইতে উপাখ্যান সংগ্ৰহ কৰিলাম। উপাখ্যানগুলি দক্ষেপে স্মৃতিময়ে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিকু ও অনিয়ন্ত্ৰিতভৱিতে পৃষ্ঠ আগ্যায়িকা বৰ্ণনা কৰিয়াছেন কিন্তু উভয়ের উপাখ্যান সকল স্থলে সমাপ্ত নয়। অনেক স্থলেই তই উপাখ্যানে ঘষেই পৰিকল্পনা দৃঢ় হ। আমৰা সেই স্থলে উপাখ্যানটো বৰ্ণনা কৰিব।

সাংখ্য-দর্শনের চতুর্থ খধ্যায়ে ০২টি স্থল আছে। এক একটি স্থলে একটি উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। আমৰা একটি স্থলে উপাখ্যান সংগ্ৰহে আছে। এক একটি স্থলে একটি উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে।

১। রাজপুত্রবৎ তৰুণদেশাখি।

এক বাঙ্গপ্রেরের গওনকাঙ্কে জয় হইয়াছিল। তাঁহাতে তাঁৰ পিতা তাঁকে পৰিবাগ কৰেন। এক ব্যাধ তাঁহাকে পুৰুষ মানসমালোচন কৰিয়া বৰ্জিত কৰে। রাজপুত্র বাধের মুহূৰ্তে ধাক্কা সংস্কৰণে ব্যাধের আবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিচুক্ল পথে বাধার মৃত্যু হইল। তাঁহার অচ্যুত সন্তান না থাকাতে মহিলা বাধপালিত রাজপুত্রকে আননন কৰিয়া রাজ্যভৰ্তি কৰিল। সেই স্বৰ্গ মন্ত্রগুলোৰ বাবে জানলাভ কৰিয়া রাজপুত্র বাধপুলত আচার বৰ্জন কৰিয়া বাধ-আচার অবস্থান কৰিলেন।

এইক্ষণ, মানবের মধ্যে উপদেশ দারা যৰি বেথ জয়াইয়া দেওয়া যাব, যে, সে অৱৰে অংশ, তাঁহা হইলে তাঁহার অৱুক্তি নিয়েস হ।

২। পিশাচবন্ধার্থীপদেশেশৈপি।

কোন শুণ শিক্ষকে নির্জনে উপদেশ দিতেছিলেন। শুনের অস্তুরামোহিত শিশুট তাঁহা শুণ কৰিয়া জানলাভ কৰিয়াছিল।

বিজ্ঞানভিকু বলেন আৰুক ব্যবহাৰ কৰ্তৃক উপদেশ দিতেছিলেন তখন এক পশ্চিম শুণ কৰে। তাঁহাৰ তাঁশৰ্পা এই মে শীঁ, শুণ প্রস্তুত যাহারা মুখে উপদেশের অনধিকাৰী ছিল তাঁহাদেৱত প্ৰসঙ্গকৰে উপদেশ শুণে মুক্তি হওয়া সম্বৰ।

৩। আবুলি-ফিনীব-ৰে।

বেহন সৰ্প শীৰ্ষ কৰ পৰিতাগ কৰে সেইকল মুক্তি-

প্ৰাৰ্থ মানৰ প্ৰকৰিত মাধ্যমিক বিষয় পৰিতাগ-

করিবেন। সাংখ্যামতে পুরুষ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এই তাঙ্গতে কলম প্রস্তুতি উপস্থিতি হয়। টাঙ্গতে বোগভঙ্গ আনেই মৃত্যি। [বিজ্ঞানভিক্ষ]

কোন সৰ্ব কোন বিবরসমূহে তবু পরিভ্যাগ করিয়া ভালিকে মার্গিন "আহা।" আমার এই তবু খুলি ও পক্ষজুড়ে ইহারে।" সেই অকেব মাঝার সে সমস্ত তাগ করিল ম। একজন সাগড়ে সেই তবু দেখিয়া এইখানে সৰ্ব আছে বৃক্ষত পারিল ও সেই সম্পর্কে ধরিয়া ফেলিল। তাঁগৰ্য—যেহে, মহমতা প্রতি বৰ্জনহই মুক্তিরিপের কর্তৃত। [অনিষ্টক]

৭। ছিয়াহস্তবন্তা।

যেমন ছিয়াহস্ত একবার পরিভ্যাগ করিলে আর তাহা কেহ এগুণ করে না, সেইকলে প্রতি মৃত্যুর মোহ একবার দুর্ভূত হইলে আর তাহা আকৰ্ম করিতে পারে না। [বিজ্ঞানভিক্ষ]

কোন মুনি ভাতার অশ্রুমে গুরেশ করিয়া ফল অপ্রহরণ করিয়াছিলেন। ভাতা বলিলেন "তুমি চোর!" তিনি বলিলেন "কি আগ্রহিত করিব বল?" ভাতা বলিলেন "হস্তুরে ভিন্ন আশা আগ্রহিত নাই।" এই শুনিয়া তিনি রাখার মিঠক শিখা নিয়াহস্ত দেন করাইয়া ছিলেন। তাঁগৰ্য—অক্ষয় করা অচুচত। ভৱে করিলেও আগ্রহিত করা বিদ্যে। [অনিষ্টক]

৮। অসাধারণাচুচিত্বনং বঙ্গায় ভৱতৰণঃ।

বার্ধি ভৱত মোক্ষাণ্ডিত্ব বিবেক শুনিয়াচিত হইয়াও সংশ্লিষ্ট এক ইহাকৈকে মরিতে দেখিয়া নবজগত হারিশ-শুবকটিকে প্রোগ করিয়াছিলেন। কৃমে এই হারিশের প্রতি তাঁগৰ এক মৃত্যু অঙ্গিল যে তাঁগৰ তাঙ্গা প্রচুর সম্পত্তি সুপুর্ণ হইল। মরিবার সময় হারিশের ধান করিয়া মৃত্যুতে তাঁগৰ অধোগতি হইল। তাঁগৰ্য এই যে, মোক্ষার্থীর অনিষ্টিত্বে কোন উচিত নয়। তাঙ্গতে বিদেকজনের প্রতিক্রিয়া আছে।

৯। বজ্জিতৰ্যোগে বিবেকঃ রাগান্বিত্বঃ কুমারীশ্বর্ণবঃ।
কুমারীরা হতে শঙ্খবলসকল প'রধন করে।
তাঁগৰের পরম্পরা আগতে বন্দকৰা খুল উৎপন্ন হৈ।
সেইকলে, বহু বৃক্ষত সহিত সঙ্গ করা উচিত নয়, বার্ধ

[১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড]

হয়। নিঞ্জনভাবে ঘোগের অভ্যন্তর।

১। আভামাপ ত্বৈরে।

হইলেন একেবে ঘাকিলেও ত্বৈরাগ্য। হইতে বলেছে ঘনকুর হাত। হইলেন লোকেও কথাবার্তায় ঘোগের দিয়ে উপস্থিতি হইতে পাবে।

১। নৈবাশং স্বীকৃ পিপলাবৃৰ্ণ।

পিপলা নামক বাসামন জন্মাতে কোন পুরুষের প্রতীক্ষায় রাজিল্ল'গৰণ করিয়া কিছি হইয়াছিল। একদিন অতিশয় কাতৰ হইতে প্রতিজ্ঞা করিল "একল আর অপেক্ষা করিব না।" সেইবিন হইতে আশা তাগ করিয়া পিপলা স্বীকৃ হইল। তাঁগৰ্য আশা তাগ করিলেই মানব স্বীকৃ হই।

১২। অনাবগ্রেহণ পুরুষে স্বীকৃ সৰ্বসং।

নিজে কোন উঞ্জোগ না ক'রিলে সৰ্ব দেবন পুরুষ গৃহে বাস করে, সেইকলে চোর না ক'রিলেও হস্তী চওঁয়া যাব। স্বতরাং চোর না ক'রাই উচিত।

১৩। বহুশার্ণা শুক্রপাসনেহপি সামাদানং যট্পদবৰণঃ।

ভৱে বহু পুরুষে সুম করিয়া শুক্র সংগ্রহ করে। মানবেবসে সেইকলে বহুশার্ণ পাঠ করিয়া ও বহু গুরুর উপনিষদ প্রবল করিয়া সামাদান এগুণ করা কর্তৃত।

১। ইন্দ্ৰুৰবৈকৈকচিত্তস্ত সমাধিহানঃ।

একজন শুণিল্লাসা বলিয়া বলিয়া বাগ নির্মাণ করিতেছিল। সেই সময় এক রাজা তাহার সুষ্পৃষ্ঠ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। শুণিল্লাসা তাঁহার বিকে চাহিয়াও দেখিল ন। একমনে আগমন ক'জু করিতে লাগিল। একটুপ একগুণ সহিতে ধান করা কর্তৃত।

১৫। কৃত্তিনিয়মলজ্জামার্থকং লোকবৎ।

ঘৰে ও পথাগৰের 'নাম' না মনিলে খেপ আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রের নিয়ম উত্তৰেন করিলে জ্ঞান-শিষ্টাচ হয় ন। সকলেই যদি ইচ্ছামত আগ্রহ শাস্ত্রনিয়ম লজ্জন করা তাহা হইলে কোন শুভ্রাণ থাক্য অসম্ভব।

১৬। ত্বৈরাগ্যেহপি ভেকোবৎ।

মিশ্র বা ত্বৈরাগ্য বিস্তৃত হইলে চলে ন। কোন

হয়ে সংখ্যা।

সংখ্যা-দর্শনের উপাধ্যানমূল।

বাগ মৃগী করিতে পিয়া অবলো একটি সুন্দীরী ক্ষয় দেখিয়াছিলেন। রাজা রিজাস করিলেন "তুমি কি হে? মে দলিল 'আমি বাহুকজা।' একা তাহার পাশিপ্রথমাভিলাব প্রকৃশ করিলেন। মে দলিল "আমি তাহাতে সম্মত আছি কিন্তু যদম আপনি আহুমে জল দেখাইবেন তখনই আমি চেলিয়া সাইব।" রাজা তাহাতে বীক্ষত হইয়া তাহাকে পাশিপ্রথমাভিলাব নইয়া গুণেন। কিছিকাল পথে একদিন ক্ষোভার পৰিপ্রেক্ষ হইয়া কচাট রাজাকে রিজাস করিল "জল কেথা?" রাজা প্রতিজ্ঞা প্রিপুত হইয়া জল দেখাইয়া দিলেন। তখন সেই ক্ষয় জল পৰ্য করাতে ভেক হইল।

১। নৈবাশং স্বীকৃ পিপলাবৃৰ্ণ।
পুরামুক্তে বিৰোচনঃ।
ইন্দ্ৰ ও বিৰোচন অক্ষাৰ নিকট ত্বৈরাগ্য আভাস কৰিতে পিয়াছিলেন। ইন্দ্ৰ শ্রবণ করিয়া আস্বা সেই বিষয় আলোচনা কৰিতে লাগিলেন। বিৰোচন আলোচনা কৰিল ন।

১। মোপদেশঃব্রহ্মেহপি কৃতকৃতাত।
পুরামুক্তে বিৰোচনঃ।

ইন্দ্ৰ ও বিৰোচন অক্ষাৰ নিকট ত্বৈরাগ্য আভাস কৰিতে পিয়াছিলেন। ইন্দ্ৰ শ্রবণ করিয়া আস্বা সেই বিষয় আলোচনা কৰিতে লাগিলেন। বিৰোচন আলোচনা কৰিল ন।

৮। দৃষ্টপ্রয়োরিস্তু।
তাঙ্গতে ইন্দ্ৰের ফলাপত হইল। বিৰোচনের কিছু হইল ন। সেইচেহু শুক্র পুরুষ করিলেই ফল হয় ন।

তাঁহার আলোচনা আবক্ষে।

১। প্রগতিৰক্ষ্যোপসৰ্পণামি কৃত্বা
সিক্ষৰ্ক্ষৰকালাং ত্বৰঃ।

দেবা, অক্ষর্ণি ও প্রস্তুর দ্বাৰা বহুকাল পথে ইন্দ্ৰ দেবপ সিদ্ধিলাভ কৰিয়াছিলেন সেইকলেই সিদ্ধিলাভে প্রস্তুত পথ।

২০। ন কালচিৰিং বামদেবঃ।

আধামনৰ ভৰই কালচিৰ হয়, তৰাজনে তাহা হয় ন। বামদেব পূৰ্বজৰ্যের মাধ্যমণ্ডলে গৰ্ভাবস্থনকালেই জ্ঞানলাভ কৰিয়াছিলেন।

১। অধূতুৰাপোমানাং পারম্পৰ্যোন
য়জ্ঞাপাসকনামিব।

যাহারা বাগবজ্ঞানি কৰে তাহারা কি তথে মৃত্যি পায় না? কেবল জানমার্গিনাপিগ্রিম কি মৃত্যি হয়? কৰ্মবৰ্ণে কি ফল নাই? উত্তৰ—ফল আছে। তবে তাহারা ক্ষমা বিশু প্রতিভিত উপাধ্যানাগ্রাৰ অনেক পথে জ্ঞানলাভ কৰে। সাক্ষ জ্ঞানলাভ হয় ন।

২১। ইতৰলাভেহপ্যাহৃতিঃ পক্ষাগ্রিযোগতো
জ্ঞানলাভঃ।

ক্ষম কৰ্মবৰ্ণক হুথ হায়ী নেহ। বজ্ঞানী বৰ্মণাপ্রাপ্তি হইতেও তাগ ক্ষয় আছে। পুনৰ্মাণ সম্বৰে আগ্রহম সম্বৰে মুক্তৰ জ্ঞানমার্গিন শ্ৰেণি।

২৩। বিৰক্তস্ত হেয়ানমুপাদেয়োপাদানঃ
ত্বম্বৰ্কৰিত্বঃ।

বাহাৰ বৈবাহিক জ্ঞানাবে সে, হং বেক্ষণ জল পরিভ্যাগ কৰিয়া হৃত পান কৰে সেইকলে, হেব সংস্কাৰ পরিভ্যাগ কৰিয়া উপনীজে মৌৰ অবলম্বন কৰে।

২৪। লক্ষণশৰ্যায়োগামা ত্বৰঃ।

বাহাৰ জ্ঞানমুক্তি হইতেৰে তাহার সংস্কৰেও হংসের ভৰা ঐ একাব তাগ ও এগুণ বটেও পাবে। অলৰ্ক স্বাতোহেৰে সম্বৰেতৈ সম্বৰে আমান্দিন প্ৰকাশ কৰিয়াছিলেন।

২৫। ন কামচিৰিং বামগোপতে শুক্রবৎ।

বাগবৰ্কু পুরুষের সহিত মিল ক'ল ক'ক্ষত্বা নৰ। শুক্রপক্ষ মুক্তৰ বলিয়া পাহে কেবল উপনোপুল বহন কৰে এই ভৱে বেক্ষণ বৰ্জনৰিহৰার কৰে না, সেইকলে বাগবৰ্কু পুরুষ হইতে মুক্তৰিলতেৰ সুষ্মা দূৰ থাকিবে। [বিজ্ঞানভিক্ষ]

বাগবৰ্কু পুরুষ কুত্তি নাই। বাগেৰ বাগ আৰু প্ৰযুক্তি মৃত্যি হয় নাই। ত'পুত্ৰ উক বাগহীন হওয়াতে মৃত্যি হইয়াছিলেন। [অনিষ্টক]

২৬। গুণ্যোগাদি বস্তু শুক্রবৎ।

শুক্রপক্ষ যেকেণ রজ্জবে হুথ হুথ সেইকলে আস্বত্ব- পানে মানব ও বৃক্ষ হইত হাবে।

২৭। ন ভেগাদ বাগশাম্বুন্দ্যুনিঃ।

ভোগেৰ বাগ কথন ও বাগেৰ শাস্তি হয় ন। সোভিৰ মুনি তাহাৰ প্ৰমাণ। তোগেৰ বাগমনৰ উপস্থৰ জ্ঞানলাভ

ବିଜ୍ଞାନାକୁ ବହକଳ ତୋଗ କରିବାଟି କୁଣ୍ଡଳ ପାଇ ନାହିଁ ହୃତରଙ୍ଗ
ଗରିବିଲେ କରିବେ ଦୈରାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଏ କଥା ଅନୌକିଳ ।

୨୮। ଦୋଷଶର୍ମନାନ୍ତାଭ୍ୟାସ ।

ପ୍ରକଳ୍ପି ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ପ୍ରକଳ୍ପି ବୋବ
ରାହି ରୀଗଶ୍ଵାସି ହେ । [ବିଜ୍ଞାନଭିଜ୍ଞ]

ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଷ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତରର ଦୋଷ ଦେଖିବାଇ ଦିବରାହିରିଗେ
ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଛେ । [ଅନିର୍ବଳ]

୩୦। ନ ମଲିନଚିତ୍ତମୁଖ୍ୟାପେଦେ ବୌଜ ପ୍ରାତୋତ୍ତରଙ୍ଗବ୍ୟ ।

ପରୀ ଇମ୍ବୁଟୋର ମୃଦୁ ହିଲେ ଅଜାନ୍ତା ବହିବିନ ବିଲାପ
କରିବିଲେବେଳେ । ତାହାର ଶୋକାର୍ତ୍ତିତେ ବନ୍ଦିଟିର ଉପଦେଶ
ହାନ ପାଇଲ ନା । ସେଇକଳ ମଲିନଚିତ୍ତେ ଉପଦେଶର ବୌଜ
ଅନ୍ତରିତ ହୁଏ ନା ।

୩୦। ନ ଭାଙ୍ଗମାତ୍ରମଣି ମଲିନପରଗବ୍ୟ ।

ଯେମନ ମଲିନ ମର୍ମରେ ପ୍ରତିବିଷ ପଡ଼େ ନା, ସେଇକଳ ମଲିନ
କୁ ଉପଦେଶର ଆଭାନମ୍ବାଜ ପାଇବେ । ଏବେଳ କେତେ
ଉପଦେଶ ବୁଝ ।

୩୧। ନ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାପି ତତ୍ତ୍ଵପତ୍ତା ପଢ଼ଜାନିବ୍ୟ ।

ତାହା ହିଲେଇ ଯେ ତାହା ଉପଦେଶର ଠିକ୍ ଅନ୍ତର୍କଳ ହିଲେ
ଏବେଳ କୋଣ କଥା ନାହିଁ । ପର ପକେ ଅଜ୍ଞା ବଟେ କିନ୍ତୁ ତାହା
ପକେଇ ଅନୁକ୍ରମ ନାହିଁ । [ବିଜ୍ଞାନଭିଜ୍ଞ]

ମାଂଧ୍ୟଦାର୍କ୍ତ ମହାନ୍ତିକେ ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ ବାଯ ନା । କେମନା
ବହାନ୍ କାରାଳ, ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ । କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରାଳ ଏକ ନାହେ ।
ପରାଇ ପର ନାହିଁ । [ଅନିର୍ବଳ]

୩୨। ନ ଭିତ୍ତିଯୋଗେହିପି କୁତ୍ତକୁତ୍ତାତୋପାଶ୍ୟ ।

ନିଜିବଦ୍ଧପାଶ୍ୟମିନ୍ଦିବ୍ୟ ।

ଅନିର୍ବଳ ପ୍ରକଳ୍ପି କ୍ଷମତା ପ୍ରାଣ ହିଲେଇ ଯେ ତଥା ହିଲେ
ତାହା ନାହିଁ । କେମନା ତାହାର ଓ ମୁନ୍ଦରାତି ଘଟିଲେ ପାରେ ।
କିନ୍ତୁ ତରଜାନେ ସୁଖ ହିଲେ ମୁନ୍ଦରାତି ହେ ନା । ହୃତରଙ୍ଗ
ତରଜାନାତେ ସତେତ ହୋଇଥିଲେ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ସଂଖ୍ୟାବନ୍ଦିନୀକ୍ତ ଉପାଧାନମାଳା ଏହିଦାନେ ଦେବ ହିଲି
ଏଇକଳ ଉପାଧାନ ପୂର୍ବ ତାରତେ ବିଶେଷ ପ୍ରଚିନ୍ତ
ଛି । ମୋକ୍ଷକାରୀରେ ଯେ ହିଲାଦେର ସଂଶୋଧ ହେ ତାହାର
ପ୍ରମାଣ ବିଦ୍ୟାମନ ଆଛେ । ସଥ୍ୟ—

“ଶିଳମା ହୃତର ମର୍ମ ସାମ୍ବାଦେବକେ ଦିଲେ ।

ଇକ୍କାହାର ହୃତାରୀ ଚ ବେଳେ ତାହାର ମର୍ମ ।”

ଶିଳମାନାନୀ ବାରାନ୍ଦା, କୁରର ପଞ୍ଚି, ମର୍ମ, ସ୍ଵାମ୍ୟସେପକାରୀ
ବାଥ, ପରନିର୍ଭାତା ଓ ହୃତାରୀ ଏହି ହୃତର ଆମାର ଭକ୍ତ ।

ବିଜ୍ଞାନଭିଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ ତାହା ଏଇସକଳ ଉପଦେଶର ମର୍ମରି
ଅନେକଶତ ମୋକ୍ଷ ଉକ୍ତ କରିଯାଇଛେ । ତାହାର କତକ-
ଭଳ ଏହି—

ଏହାବିନୀଂ ବିଜ୍ଞ କରିବିଜ୍ଞ ମୋହିନି ମର୍ମରି ।

ଏହାବିନୀଂ ପୂର୍ବ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞାର ମର୍ମରି ।

କୋନ ବ୍ୟାକ ଶାହିବିଷ ହିଲେ ନିଜେକେ ଶୁଣ ବଲିଯା ମନେ
କରେ; ପରେ ଏହନାଶେ ନିଜେକେ ବ୍ୟାକ ବ୍ୟାକ ବଲିଯା ମୁଖିତେ
ପାରେ ।

[ସେଇକଳ ଔବି ମାହାର ମୃଦୁ ହିଲେ ଆମି ଏହି ମେହ ଏହି
ଜାନ କରେ, ପରେ ମାହା ମୃଦୁ ହିଲେ ନିଜେକେ ଶୁଣ ବଲିଯା
ମୁଖିତେ ପାରେ ।]

ମନେ ହୃତର କରାହୀ ଅବରାହାରୀ ଯୋଗପି ।

ଏହି ଏହି ଦେବ ତାହା ହୃତାରୀ ହେବାଣ ଶିଳମା ।

ବହାକେବର ବାଲେ କଲାହ ଉପରିହିତ କରନ୍ତି
ହୃତର ନିବାରି । ହୃତରଙ୍ଗ ଏକ ଧାରିବେ ।

ଆମ ହି ପରମ ହୃତ ଦୈରାଜ ପରମ ହୃତ ।

ମା ଶହିବା କାରାଳା ହୃତ ହୃତାର ଶିଳମା ।

ଆମ ବିମ ହୃତ । ନୈରାଗ୍ୟ ମୃଦୁ । କାରେ ଆଶ
ପରିତ୍ରାଗ କରିଯା ମଲିନ ହୃତ ସ୍ମାହିତାଚିନ୍ ।

ଶୁଣାରୋ ହି ହୃତାର ନ ହୃତ କରିବ ।

ମର୍ମ: ପରକଳ ଦେବ ଅବିଷ ହୃତରେତେ ।

ଶୁଣ ଓ ବୁଦ୍ଧ ମରକ ଶାନ୍ତ ହିଲେ, ଅମର ଯେମନ
ମାର ଏହି କରେ ସେଇକଳ, ମାର ଏହି କରିବେ ।

ଆମ ଉକ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ଧେଜନ ନାହିଁ । ଇହା ହିଲେଇ

ବୁଦ୍ଧା ଯାଇବେ ଯେ ମୋକ୍ଷକେ ଉପାଧାନଭିଲିର ନାହିଁ
ହୃତରରିତ ଉପାଧାନଭିଲି ଯେବେଳେ

ମେମନ ବେଦବିଧାନ ଶକ୍ତ ଆଜ୍ଞାର ଭାଯ କଟୋର ବଲିଯା

କାରାଳରେ ଅମଗଳକ ବଲିଭୁତ କରିବେ ହେ, ସେଇକଳ ନୈରାଗ
ଓ ହୃତ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵକଳେ ମରମ ଓ ମରମ କରିବାର